শুদ্ধিতত্ত্বম্ ।

স্মার্ত্ত-শ্রীরঘুনন্দন-ভট্টাচার্য্য-প্রণীতম্ ।

মহামহোপাধ্যায়-শ্রীকাশিরাম-বাচস্পতি-

বিরচিতয়া টীকয়া সহিতম্

কলিকাতা-রাজকীয় সংস্কৃতপাঠশালাস্থতম-

সংস্কৃতাধ্যাপক-বিদ্যোদয়-সম্পাদক-

ভট্টপল্লীবাস্তব্য-

পণ্ডিত-শ্রীহৃষীকেশ-শাস্ত্রিণা

বঙ্গভাষয়ানূদিতং সম্পাদিতঞ্চ ।

কলিকাতা,

৩৮।২ নং ভবানীচরণ দত্তের ষ্ট্রীট, "বঙ্গবাসী" ইলেক্‌ট্রো-মেসিন-প্রেসে

শ্রীনটবর চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক

মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

১৩১৫ সাল ।

মূল্য ৩৲ তিন টাকা ।

বিজ্ঞাপন।

প্রসিদ্ধ-স্মার্ত্ত-মহামহোপাধ্যায়-শ্রীরঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য-প্রণীত শুদ্ধিতত্ত্ব নামক সুপ্রসিদ্ধ নিবন্ধ, অদ্য মহামহোপাধ্যায় শ্রীকাশিরাম বাচস্পতিকৃত সংস্কৃত টীকা, এবং মৎপ্রণীত বঙ্গভাষায় লিখিত অনুবাদ ও ব্যাখ্যানের সহিত প্রকাশিত হইল। রঘুনন্দনকৃত অষ্টাবিংশতিতত্ত্বগুলিকে এই ভাবে প্রকাশকরা আমার সঙ্কল্প; তন্মধ্যে তিনখানি মাত্র প্রকাশিত হইল, বাকী এখনও পঁচিশখানি। যদি আমার উপর শ্রীভগবানের কৃপাদৃষ্টি থাকে, বঙ্গবাসীর বর্ত্তমান স্বত্বাধিকারী পরম স্নেহাস্পদ শ্রীমান্ বরদাপ্রসাদ বসুকে তিনি সর্ব্বপ্রকার কুশলে রাখেন এবং সহৃদয় পাঠকবৃন্দের যদি এই ভাবে প্রকাশিত রঘুনন্দনের নিবন্ধগুলি রুচিকর হইতেছে বলিয়া জানা যায়, তবে অবশিষ্ট নিবন্ধগুলি যে, অতি অল্প কালের মধ্যেই প্রকাশিত হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

কম্পোজ করিবার সুবিধা হইবে বলিয়া, এই শুদ্ধিতত্ত্বের মূল ও টীকা অংশটুকু স্মৃতিশাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপন্ন পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ স্মৃতিভূষণ মহাশয় কর্ত্তৃক সম্মুদ্রিত পুস্তক হইতেই সংগ্রহ করা হইয়াছে, এজন্য শ্রীযুক্ত স্মৃতিভূষণ মহাশয়ের নিকট সম্পূর্ণ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি। তবে এস্থলে ইহাও বক্তব্য যে, তাঁহার মুদ্রিতপুস্তকে মূলে গদ্য পদ্য একসা ক'রেই প্রকাশিত হইয়াছে, পাঠকগণের বোধসৌকর্য্যার্থ আমি এই পুস্তকে গদ্যকে গদ্য এবং পদ্যকে পদ্যাকারেই প্রকাশ করিয়াছি। আর একটি কথা, তাঁহার মুদ্রিত পুস্তকের অধিকাংশ স্থলে "প্যারা" বিভাগ বিষয়ে সম্পূর্ণ বিশৃঙ্খলতাই লক্ষিত হয়, আমরা সে দোষ শোধরাইবার অনেকটা চেষ্টা করিয়াছি, তবে কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছি বলিতে পারি না। তার পর অনুবাদের কথা, ইহা ভালই হোক, আর মন্দই হোক সম্পূর্ণ আমার নিজস্ব; পূর্ব্ব প্রকাশিত উদ্বাহতত্ত্ব এবং তিথিতত্ত্বের অনুবাদে যেরূপ পরিশ্রম করিয়াছি, তদপেক্ষা অধিক পরিশ্রম এবং যত্নসহকারেই এই শুদ্ধিতত্ত্বের অনুবাদ করিয়াছি, তবে "আ পরিতোষাদ্ বিদুষাং ন সাধু মন্যে প্রয়োগবিজ্ঞানম্" যে পর্য্যন্ত ইহা পাঠ করিয়া সহৃদয়গণের পরিতোষলাভ না হয়, সে পর্য্যন্ত নিজের

পরিশ্রমকে সফল মনে করিতে পারিতেছি না। যাহাহৌক, আমি সাধ্যানু-সারেই এই পুস্তকখানিকে সম্পূর্ণরূপ বিশুদ্ধভাবে মুদ্রিত করিতে চেষ্টা করিয়াছি, এবং সে বিষয়ে বঙ্গবাসীর শাস্ত্রপ্রকাশবিভাগের অধিকৃত পণ্ডিত মহাশয়গণ ইহার প্রুফসংশোধন কার্য্যে সম্পূর্ণ সহায়তা করিয়াছেন। তাঁহারা দয়াপরবশ হইয়া সেরূপ সহায়তা না করিলে, আমি যে কতকালে এই পুস্তকখানিকে লোকসমাজে প্রকাশ করিতে সমর্থ হইতাম, তাহা বলিতে পারি না। এইজন্য তাঁহাদিগকে অসংখ্য ধন্যবাদ দিতেছি।

শ্রীহৃষীকেশ শর্ম্মা।

ভূমিকা।

আজ কাল আমাদের মধ্যে সম্পূর্ণ বিকৃতভাবের প্রাদুর্ভাব পরিলক্ষিত হইলেও স্ত্রীলোকের মধ্যে ব্রত নিয়ম প্রভৃতি নিত্য নৈমিত্তিক ধর্ম্মকার্য্যের অনুষ্ঠান এবং সাধারণতঃ অশৌচ গ্রহণ, এইরূপ কতকগুলি কার্য্য এখনও সম্পূর্ণরূপে বিলোপ প্রাপ্ত হয় নাই। এক্ষণে লোকে শ্রদ্ধাতেই হৌক্, বা অশ্রদ্ধাতেই হৌক্ যাহা কিছু ধর্ম্মকার্য্যের অনুষ্ঠান করে, তাহা কিন্তু ব্যবস্থাপক সুপণ্ডিত পুরোহিতের অভাবে, ঠিক নিয়মিতরূপে সম্পাদিত হয় না বলিয়া, আমরা প্রথমে অতি-সরল বঙ্গানুবাদের সহিত তিথিতত্ত্ব প্রকাশিত করিয়াছি, এক্ষণে অশৌচগ্রহণবিষয়ক ব্যবস্থাপ্রার্থীগণ অনেকস্থলে ঠিক শাস্ত্রানুযায়ী ব্যবস্থা প্রাপ্ত হয় না, দেখিতে পাই বলিয়া, ঐরূপ সকলের অনায়াস বোধগম্য বাঙ্গালা অনুবাদের সহিত এই শুদ্ধিতত্ত্ব প্রকাশ করিলাম। দূরস্থিত অজ্ঞ-পল্লীগ্রামের কথা বলিতেছি না, এই বহু পাণ্ডিত্যপূর্ণ মহানগরী কলিকাতার মধ্যেই দেখিয়াছি, কোন ব্রাহ্মণ-প্রসূতির একটি কন্যা জন্মের দুই একদিন পরে একটি সাত আট বৎসর বয়স্ক পুত্রের মৃত্যু হইলে প্রসূতি ঐ পুত্রমৃত্যুর দশ দিনের দিনই অশৌচান্তকৃত্য করিয়া শুদ্ধ হইল, কিন্তু এবং একাদশ দিনের দিন পুরোহিত ঠাকুর আসিয়া নবজাত কন্যার ষষ্ঠী পূজা করিয়া শান্তিজল প্রদানপূর্ব্বক সব শুদ্ধ করিয়া গেলেন। স্থানবিশেষে ইহাও দেখিতে পাওয়া যায়, কোন কোন ব্রাহ্মণপ্রসূতি এককালে পুত্র ও কন্যা যমজ দুইটি সন্তান প্রসব করিয়াও একুশ দিনের দিন ষষ্ঠীপূজা এবং শান্তিজল লইয়া শুদ্ধ সাব্যস্ত হন। পুরোহিত মহাশয়গণ কোন আপত্তিই উত্থাপন করেন না। যখন উচ্চবর্ণ ব্রাহ্মণের ঘরে এই ব্যবস্থা চলিয়াছে, তখন অপর বর্ণের মধ্যে যে কীদৃশ বিশৃঙ্খলতা ঘটিতেছে, তাহা সহজেই

অনুমেয়। এই সকল বিশৃঙ্খলতা নিবারণের আশা করিয়াই অদ্য আমরা এই শুদ্ধিতত্ত্ব মূল, টীকা, এবং অতি সরল বঙ্গানুবাদের সহিত প্রকাশ করিলাম। কারণ, শুদ্ধিতত্ত্বে সকল বর্ণের সকল প্রকার অশৌচের কথা অতি বিস্তৃতভাবেই আলোচিত হইয়াছে এবং ঐ সকল বাক্যের অনুবাদ এত সরল বাঙ্গালায় করা হইয়াছে যে, অক্ষর-পরিচয়মাত্রসম্পন্ন মহিলাগণও ইহা পাঠ করিয়া আপনাদের আপনা-দের অশৌচ স্থির করিয়া লইতে পারিবেন, বিজ্ঞলোকদের ত কথাই নাই। উপরে অশৌচের প্রসঙ্গ তুলিয়াছিলাম বলিয়াই, অশৌচ সম্বন্ধে এত অধিক কথা বলিলাম, নতুবা শুদ্ধিতত্ত্বে কেবল যে অশৌচের কথাই আছে, তাহা নহে। ইহাতে (১) স্ত্রীদিগের স্বামীর সহগমন, (২) স্বামীর অনুগমন, (৩) যোনিসিদ্ধি প্রকরণ, (৪) কর্ম্মসকলের স্বভাবতঃ বহুফলোৎপাদকত্ব কথন, (৫) অশৌচসঙ্কর, (৬) গুরু অশৌচের সহিত মিলনে লঘু অশৌচের বৃদ্ধি, (৭) পূর্ব্ব উৎপন্ন পূর্ণাশৌচ কিরূপ স্থলে আরও অধিক দুইদিন, আর কিরূপ স্থলেই বা আরও অধিক তিনদিন বৃদ্ধি পাইবে, তাহার নিরূপণ (৮) অশৌচান্তদিনের কর্ত্তব্য কর্ম্ম; (৯) জননাশৌচকালে ক্ষৌরকর্ম্মের ব্যবস্থা, (১০) অপর অশৌচের মধ্যেও যে নবজাত পুত্রের জাতকর্ম্মাদি করা যাইতে পারে, তাহার ব্যবস্থা, (১১) গর্ভস্রাব জন্য অশৌচের ব্যবস্থা, (১২) স্ত্রী বালক এবং সন্তানদিগের অশৌচনিরূপণ, (১৩) পূর্ব্বযুগে প্রচলিত সন্তানসম্বন্ধীয় অশৌচের কলিকালে অপ্রচলন, (১৪) পক্ষিণীর লক্ষণ, (১৫) বিদেশস্থ ব্যক্তির মৃত্যু-শ্রবণ জন্য অশৌচ, (১৬) সপিণ্ড প্রভৃতির অশৌচ, (১৭) অশৌচকালে সন্ধ্যাদিনিত্যকর্ম্ম বর্জ্জনের কথা, এবং অশৌচী ব্যক্তির নিকট হইতে গ্রাহ্য বস্তুর নির্ণয়, (১৮) মৃত্যুর প্রকারভেদে অশৌচের প্রকারভেদ নিরূপণ, (১৯) সদ্যঃশৌচের বিচার, (২০) শবানুগমন জন্য অশৌচ, (২১) যেরূপ অশৌচে অশুচির শরীর যতকাল অস্পৃশ্য থাকিবে, তাহার নির্ণয়, (২২) দ্রব্যশুদ্ধির বিচার, (২৩) সূতিকার স্পর্শজন্য অস্পৃশ্যত্বের কথা, (২৪) একদিনে সপিণ্ডদ্বয়ের মৃত্যু জন্য অশৌচের কথা, (২৫) মুমূর্ষুর কর্ত্তব্য, (২৬) কুশপুত্রদাহের ইতি-কর্ত্তব্যতা, (২৭) স্নান হইতে তর্পণমাত্র পর্য্যন্ত প্রেত-ক্রিয়াতে মাত্র

উত্তরীয় বস্ত্রগ্রহণের অনাবশ্যকতানিরূপণ, (২৮) প্রেততর্পণাদিতে পিত্রাদি সম্বন্ধবোধক পদ ব্যবহারের অনাবশ্যকতা কথন, (২৯) যজুর্ব্বেদীয়গণের তর্পণরীতি, (৩০) শোকাপনোদন, (৩১) রাত্রিকালেও পূরকপিণ্ডদানের ব্যবস্থা, (৩২) অশৌচান্তের পরদিনে কর্ত্তব্য ষোড়শদান ও বৃষোৎসর্গ প্রভৃতি কর্ম্মের নিরূপণ, (৩৩) যথাক্রমে প্রেতকার্য্যে অধিকারীদিগের নির্দ্দেশ, (৩৪) সপিণ্ডাদিভেদে অশৌচের নিরূপণ, (৩৫)(১) পূর্ব্বোল্লিখিত ব্যবস্থা সকলের সংক্ষেপে সারসংগ্রহ, (৩৬) এবং অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার পদ্ধতি; এই ছত্রিশটী বিষয়ের প্রধানতঃ আলোচনা করা হইয়াছে এবং প্রসঙ্গক্রমে উল্লিখিত অপরাপর অনেক অবশ্যজ্ঞাতব্য কথারও আলোচনা করা হইয়াছে। আমরা বারম্বার বলিয়া আসিতেছি, রঘুনন্দন এইরূপ পাণ্ডিত্যের সহিত নিবন্ধগুলি নিবদ্ধ করিয়াছেন যে, তাঁহার একখানি মাত্র নিবন্ধ অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করিলেই স্মৃতি শাস্ত্রে মোটামুটি একপ্রকার অভিজ্ঞতা জন্মে। আর একটু পরেই প্রদর্শিত এই শুদ্ধিতত্ত্বেরই সূচিপত্র দেখিয়া পাঠকগণ বুঝিতে পারিবেন, এই শুদ্ধিতত্ত্ব পাঠ করিলে কতগুলি জ্ঞাতব্য বিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভ হয়।

এক্ষণে এই শুদ্ধিতত্ত্বের মূলতত্ত্ববিষয়ে দুইএকটি কথা বলিয়াই এই ভূমিকার উপসংহার করিব। শ্রুতিতে বলা হইয়াছে "শুচি তৎকালোপজীবী কর্ম্ম কুর্য্যাৎ" ধর্ম্মশাস্ত্রসমূহে যে সকল কর্ম্মানুষ্ঠানের বিধান করা হইয়াছে, সেই সকল কর্ম্মে অধিকার লাভের প্রতি দুইটি কারণ, (১) কর্ম্মানুষ্ঠানকারীর শুচিতা, (২) কর্ম্মানুষ্ঠানকালে তাহার বেঁচে থাকা, অর্থাৎ কর্ম্মানুষ্ঠানকালে কর্ত্তা ব্যক্তি শুচি হইয়া বেঁচে থাকিলেই, স্মৃতিশ্রুতিবিহিত কর্ম্মকলাপানুষ্ঠানে অধিকারী বা সমর্থ হইবে, কেবল তাহা নহে; তথাবিধ সমর্থ হইয়া অবশ্যকর্ত্তব্য কর্ম্ম না করিলে পাপ-

(১) এস্থলে বক্তব্য এই যে, প্রমাদবশতঃ আমাদের বিষয় প্রতিজ্ঞার অনুবাদে একটা বড়ই ত্রুটি হইয়াছে। বিষয়ের সংখ্যা ৩৫ না লিখিয়া ৩৬ লেখা হইয়াছে এবং সংক্ষেপকে একটি স্বতন্ত্র বিষয়রূপে উল্লেখ না করিয়া, সংক্ষিপ্ত "অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া" এইরূপ ভুল লেখা হইয়াছে। ৪ পৃষ্ঠার শেষ পংক্তি দেখুন।

ভাগীও হইবে; কাজেই উক্তরূপ কর্ম্মাধিকারিগণের শুচিতা কি প্রকারে উৎপন্ন হয়, তাহা জ্ঞাপন করাই শুদ্ধিতত্ত্বের মূলতত্ত্ব। শুচিতা বলিতে বৈদিক কর্ম্মে অধিকারিত্ব-সম্পাদক ধর্ম্মবিশেষ। ইহা বর্ণাশ্রমীদিগের একপ্রকার স্বাভাবিক ধর্ম্মও বটে এবং যত্নসাধ্যও বটে। অনেক সময় স্বাভাবিক শুচিতা অশৌচ দ্বারা অন্তর্হিত হইয়া পড়ে, তখন আবার ক্রিয়াবিশেষ দ্বারা পুনর্ব্বার তাহার লাভ ব্যতিরেকে কর্ম্মানুষ্ঠান করিতে পারা যায় না, এইজন্য উহাকে যত্নসাধ্য ধর্ম্মও বলিতেছি। অশুচিতা বা অশৌচও আর একটি ধর্ম্ম, যাহার উৎপত্তিতে বৈদিক-কর্ম্মানুষ্ঠানযোগ্যতার সম্পাদক শুচিতার অন্তর্দ্ধান হয়। সুতরাং ইহাকে একটি আগন্তুক অথচ যত্ননাশ্য ধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে. এই অশুচিতা মনুষ্যশরীরে নানাকারণে প্রবেশ লাভ করে বলিয়া, উহাও নানা প্রকারে পরিগণিত হইয়াছে। কি কি অশুচিতা কত কাল পর্য্যন্ত পূর্ব্বোক্ত স্বাভাবিক শুচিতাকে দুর্ব্বল করিয়া রাখে এবং কোন কোন ক্রিয়া দ্বারাই বা কর্ম্মানুষ্ঠাতৃগণ নিজ শরীরে আবিষ্কৃত ঐ সকল অশুচিতার নাশ করিয়া পুনর্ব্বার স্বকীয় স্বাভাবিক শুচিতা বা শুদ্ধিলাভ করিতে সমর্থ হয়, এই গ্রন্থে এই বিষয়েরই প্রধানরূপে আলোচনা করা হইয়াছে বলিয়া ইহার নাম "শুদ্ধিতত্ত্ব" এবং এই জন্যই ইহার প্রারম্ভে বিস্তৃতভাবে অশৌচের আলোচনা করা আবশ্যক হইয়াছে। অশৌচ সকলের মধ্যে আবার সপিণ্ডাদির জন্ম-মৃত্যুই নিবন্ধন অশৌচই প্রধান। এই জন্যই শুদ্ধিতত্ত্বের প্রারম্ভেই জন্ম-মৃত্যু জন্য অশৌচের বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা হইয়াছে। তাই বলি, শুদ্ধিতত্ত্ব নিবন্ধখানি হিন্দুদিগের নিত্যনৈমিত্তি ক্রিয়াকলাপ অনুষ্ঠানের পক্ষে প্রধান সহায়। আপনার শরীরে শুচিতা বা অশুচিতা বিদ্যমান আছে, ইহা ভালরূপে না জানিয়া কর্ম্ম করিলে, অনেক সময় সেই সেই কর্ম্মানুষ্ঠান জন্য শারীরিক ক্লেশ ও অর্থব্যয় সকলই বৃথা হইবার সম্ভাবনা। অশুচি অবস্থায় কর্ম্ম করিলে সে কর্ম্ম যে সম্পূর্ণরূপ নিষ্ফল হয়; তাহা কি আর বলিতে হইবে? এই কারণে বৈদিককর্ম্মচিকীর্ষু ব্যক্তি মাত্রেরই এক এক খানি শুদ্ধিতত্ত্বের পুস্তক নিজস্ব করিয়া রাখা উচিত।

এস্থলে অনুবাদের কথাটার উল্লেখ করিলে নিতান্ত অসঙ্গত হইবে না। এই অনুবাদটি অনেক সাবধানতা সহকারেই করা হইয়াছে। তথাপি ইহার অনেক স্থলে অনেক প্রকার প্রমাদ থাকিবারই খুব সম্ভাবনা; অথবা সম্ভাবনা কেন বাস্তবিকও ঘটিয়াছে; যেহেতু মনুষ্য মাত্রেই ভ্রমের অধীন। তাই পরিশেষে পণ্ডিতমণ্ডলীর নিকট বদ্ধাঞ্জলি হইয়া বিনীতভাবে প্রার্থনা করিতেছি, এই অনুবাদের যে যে স্থলে তাঁহারা ভ্রমপ্রমাদ দর্শন করিবেন, নিজ মহত্ত্বগুণে সংশোধন করিয়া লইবেন, অধিক আর কি বলিব? ইতি তাং ৫ই আশ্বিন, ১৩১৫ সাল।

শ্রীহৃষীকেশ শর্ম্মা।

ভাটপাড়া।

সূচিপত্রম্।

বিষয়ঃ — পত্রাঙ্ক-পংক্ত্যঙ্কাঃ।

বিষয়াঃ	পত্রাঙ্ক-পংক্ত্যঙ্কাঃ।
পরান্নপরগৃহবাসয়োস্ত্যাজ্যতা	৫৫২। ১
পরিভুক্তাদিবস্ত্রদাননিষেধঃ	৫১৬। ৩
পর্ণনরদাহপ্রকরণম্	৩২১। ১, ৩২৮। ২
পাপরোগাণাং কথনম্	২৩৬। ৬
পুত্রজননাশৌচমধ্যে শুদ্ধিকালকথনম্	৭৮। ৬
পুত্রজন্মষষ্ঠাহকর্ত্তব্যকর্ম্মাণি	৯০। ৫
পুত্রপদস্য মুখ্যার্থনিরূপণম্	৮৭। ১
পুত্রমুখসন্দর্শনফলম্	৮৪। ১
পুত্রস্য নাড়ীচ্ছেদাৎপরত এবাশৌচপ্রবৃত্তিঃ	৮২। ৫
পূরকপিণ্ডদানকালনিয়মঃ	৪০৮। ৩, ৪২৫। ১
পূরকপিণ্ডদানদেশনিয়মঃ	৪০৯। ৩
পূরকপিণ্ডদানব্যবস্থা রজস্বলায়াঃ	৪১২। ১
পূরকপিণ্ডদানব্যবস্থা শূদ্রস্য	৪২৫। ৪
পূরকপিণ্ডদানে কন্যাধিকারকথনম্	৪২৮। ৪
পূরকপিণ্ডদানেন দেহপূর্ত্তিক্রমঃ	৪১২। ১
পূরকপিণ্ডেষু প্রথমপিণ্ডব্যবস্থতদ্রব্যনিয়মনম্	৪০৮। ২
পূরকপিণ্ডোদকাদিদানপ্রকরণম্	১৭৪। ১, ৪৩৮। ২
পূর্ণাশৌচকালনিরূপণং সর্ব্ববর্ণানাম্	৫৭। ৩
পূর্ব্বার্দ্ধে পূর্ব্বনিমিত্তস্য নিমিত্তান্তরপাতে, পরার্দ্ধে চ তদুভয়োর্জ্ঞানে পূর্ব্বনিমিত্তাশৌচকালেনৈব শুদ্ধিঃ	৯৯। ২
পূর্ব্বাশৌচপরার্দ্ধে, পরাশৌচপূর্ব্বার্দ্ধে মৃতপিতৃকস্য স্বাশৌচনিবৃত্ত্যৈব শুদ্ধিবিধানম্	৯৭। ১
পূর্ব্বাশৌচপরার্দ্ধে মৃতপিতৃকয়োর্দ্বিতীয়াশৌচনিবৃত্তিকাল এব শুদ্ধিবিধানম্	৯৮। ১
পৌরুষাদি-ফলসিদ্ধিকারণোল্লেখঃ	২৯। ৪
প্রতিগ্রহাপ্রত্যাখ্যেয়বস্তুকথনম্	৫৪৮। ৩
প্রথমাধিকারিণি কানিচিৎকর্ম্মাণি কৃত্বা মৃতে তৎপরবর্ত্ত্যধিকারিণা শিষ্টানি কর্ম্মাণি সমাপ্যানি	৪০১। ৬, ৬৭৮। ১

স্থচিপত্র-সমাপ্তিঃ ।

শুদ্ধিতত্ত্বম্।

ওঁ নমো গণেশায়।

প্রণম্য সচ্চিদানন্দং জগতামীশ্বরং হরিম্।

শুদ্ধিতত্ত্বানি তৎপ্রীত্যৈ বক্তি শ্রীরঘুনন্দনঃ ॥

সহানুগমনং নার্য্যা যোগসিদ্ধির্নয়স্তথা।

নানাফলং তথৈকস্মাদ্বাধাদেকফলং ক্বচিৎ ॥

ওঁ নমঃ শ্রীকৃষ্ণায়।

নত্বা গুরোশ্চরণপঙ্কজরজাংসি মূর্দ্ধ্না শ্রীকান্তকান্তচরণঞ্চ নিধায় চিত্তে।

শ্রীকাশিরাম-সুকৃতী কৃতিনাং হিতায় শুদ্ধের্বিবেচন বচনা বিবৃতিং তনোতি ॥

স্মৃতিশাস্ত্রাম্বুধৌ লীলাকৃতসেতুং জগদ্গুরুম্।

বিদিতং ত্রিষু লোকেষু নমামি রঘুনন্দনম্ ॥

মীমাংসাদিনানাশাস্ত্রপারদৃশ্বা বন্দ্যঘটীয়ঃ শ্রীমান্ রঘুনন্দনভট্টাচার্য্যঃ প্রাচীনবিচক্ষণগণ-নানাবিধ-ব্যাখ্যাজনিতসন্দেহস্য স্মৃতিশাস্ত্রস্য মুক্তস্তরবচনযুক্তিভ্যাং তত্ত্বং নির্ণীয় ইদানীন্তন-জনানাং সুখবোধায় নিবন্ধাংশ্চকার, তত্র চ স্মৃতিশাস্ত্রস্য স্বভাবতো দুর্গমতয়া কানিচিৎ কঠিনানি সন্তি, অতস্তানি ময়া যথামতি ব্যাখ্যায়ন্তে, তত্র শুদ্ধিতত্ত্বব্যাখ্যা—স্বকর্ত্তব্য-গ্রন্থসমাপ্তিপ্রতিবন্ধকবিঘ্নসম্ভাবনাস্তি, অতঃ সম্ভাবিততাদৃশবিঘ্নবিনাশার্থং গ্রন্থকারঃ

শ্রীগণেশকে নমস্কার। সচ্চিদানন্দ ও জগতের অধীশ্বর শ্রীহরিকে প্রণাম করিয়া তাঁহারই প্রীতির নিমিত্ত রঘুনন্দন শুদ্ধির তত্ত্ব বা রহস্য সকল বলিতেছেন। এই গ্রন্থে শুদ্ধিতত্ত্ব নিরূপণার্থ বক্ষ্যমাণ বিষয়সকলের যথাক্রমে আলোচনা করা হইবে। যথা—(১) স্ত্রীদিগের স্বামীর সহগমন, (২) স্বামীর অনুগমন, *

---

* সহগমন এবং অনুগমন, এই দুইটি শব্দের অর্থ যথাক্রমে সহমরণ এবং অনু-মরণ। সহমরণ শব্দের অর্থ স্বামীর মৃতদেহের সহিত এক চিতায় শয়ন করিয়া দগ্ধ হওয়া, অনুমরণ শব্দের অর্থ স্বামীর কোন বস্তুর সহিত ভিন্ন চিতায় শয়ন করিয়া দগ্ধ হওয়া।

অশৌচসঙ্করয়োর্বৃদ্ধিঃ স্বল্পস্য গুরুসঙ্করাৎ।
দিনদ্বয়ত্রয়াভ্যাঞ্চ পূর্ব্বমশৌচসমাপনম্॥
অশৌচান্তদিনে কৃত্যং জননেঽপি চ মুণ্ডনম্।
অন্যাশৌচস্য মধ্যে তু জাতকর্ম্মাদিকাঃ ক্রিয়াঃ॥
গর্ভস্রাবে তথাশৌচং স্ত্রিয়াং বালেঽথ সদ্‌গুণে।
কলৌ তৎপ্রতিষেধশ্চ পক্ষিণীলক্ষণং তথা॥

পরমেশ্বরপ্রণামরূপমঙ্গলং কৃতবান্। এতচ্চ শিষ্যশিক্ষার্থমাদৌ নিবধ্নাতি—প্রণম্য ত। সচ্চিদানন্দমিতি কর্ম্মধারয়শ্রবণাৎ সত্যজ্ঞানসুখস্বরূপমিত্যর্থঃ, এতচ্চ বেদান্তমতে নৈয়ায়িকমতে তু সন্তো নিত্যো চিদানন্দো জ্ঞানসুখে যস্য, তং জগতামীশ্বরং জগদ্ধেতুম্। তথাচ—জগদ্ধেতোস্তস্য জগদন্তর্গত-মৎকর্ম্মানিবন্ধং প্রতি সুতরাং হেতুত্বমতস্তৎপ্রণাম উচিত ইতি।

শুদ্ধিপদঞ্চ সংহিতাপরত্বে তত্ত্বং যথার্থবস্তুনির্ণয়ঃ প্রামাণ্যং বা, শৌচাদিপরত্বে তু তত্ত্বম্ অনারোপিতধর্ম্মঃ, স্মৃতিতত্ত্বে শুদ্ধিতত্ত্বমিতি পাঠে।অন্তর্গততত্ত্বং সপ্তম্যর্থঃ। অত্র বক্তব্যা প্রতিজ্ঞা। সহানুগমনমিত্যাদীনি নিরূপ্যন্তে ইত্যনেনান্বয়ঃ, সহগমনমনুগমনঞ্চ, সহানুমরণমিতি কচিৎ পাঠঃ। যোগসিদ্ধিনয়ো যোগসিদ্ধ্যধিকরণং, মানেনেতি একস্মাৎ কর্ম্মণো নানাবিধং ফলং জায়তে, বাধাৎ কচিদেকস্মাৎ কর্ম্মণঃ একমেব ফলং জায়তে, ন তু নানাবিধম্। অশৌচসঙ্করঃ অশৌচস্য অশৌচান্তরেণ মিশ্রণং, বৃদ্ধিরিতি, গুর্ব্বশৌচসঙ্করাৎ স্বল্পাশৌচস্য বৃদ্ধিঃ দিনদ্বয়ত্রয়েতি পূর্ণাশৌচান্তিমদিনে সজাতীয়সম্পূর্ণাশৌচান্তরপাতে দিনদ্বয়বৃদ্ধিঃ, তাদৃশান্তিমদিবসীয়ারুণোদয়কালে তাদৃশাশৌচান্তরপাতে দিনত্রয়বৃদ্ধিঃ, রাত্রিশেষে দিনদ্বয়েন প্রভাতে দিনত্রয়েণেতি বচনবলাৎ। স্ত্রিয়ামিত্যাদি—স্ত্রিয়াং মৃতায়াং, বালে মৃতে, সদ্‌গুণে চ যদশৌচং, তদপি নিরূপণীয়ং, কলাবিতি তৎপ্রতিষেধঃ

(৩) যোগসিদ্ধি প্রকরণ, (৪) কর্ম্ম সকলের স্বভাবতঃ বহুফলোৎপাদকত্ব এবং বাধস্থলে একমাত্র ফলোৎপাদকত্ব নিরূপণ, (৫) অশৌচের সঙ্কর, (৬) গুরু অশৌচের সহিত সঙ্কর হইয়া স্বল্প অশৌচের বৃদ্ধি, (৭) পূর্ব্বজাত অশৌচ কোন্ স্থলে দুই দিন বৃদ্ধি পাইবে, কোন্ স্থলে বা তিন দিন বৃদ্ধি পাইবে, তাহার নিরূপণ, (৮) অশৌচান্ত দিনের কর্ত্তব্য কর্ম্ম, (৯) জননাশৌচকালে ক্ষৌর কর্ম্মের ব্যবস্থা, (১০) অপর অশৌচের মধ্যেও যে, নবজাত পুত্রের জাতকর্ম্ম করা যাইতে পারে, তাহার ব্যবস্থা, (১১) গর্ভস্রাব ঘটিলে যেরূপ অশৌচ হইবে তাহার ব্যবস্থা, (১২) স্ত্রী, বালক এবং সদ্‌গুণের অশৌচ নিরূপণ, (১৩) পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগে সদ্‌গুণ ব্যক্তি বিষয়ে প্রচলিত অশৌচের কলিকালে যে প্রতিষেধ করা

বিদেশস্থস্য চাশৌচং সপিণ্ডাদেরশৌচকম্।
ত্যাগস্তত্র চ সন্ধ্যাদেরশৌচিগ্রাহ্যনির্ণয়ঃ॥
অশৌচং মৃত্যুভেদেন সদ্যঃশৌচমনন্তরম্।
শবানুগমনাশৌচমস্পৃশ্যত্বনির্ণয়ঃ॥
দ্রব্যশুদ্ধিবিচারশ্চ সূতিকাস্পর্শনে পিতুঃ।
মাতুঃ সপত্ন্যাশ্চাশুদ্ধিরেকাহমরণদ্বয়ে॥
মুমূর্ষুমৃতকৃত্যাদি তথা পর্ণনরক্রিয়া।
উদকাদিক্রিয়া তত্র প্রেতস্নানে চ বাসসঃ॥

সদ্গুণনিবন্ধনাশৌচবিশেষপ্রতিষেধঃ। তথাচ কলৌ নিগুর্ণাশৌচমেবেত্যর্থঃ। বিদেশস্থস্যাশৌচমধ্যে অজ্ঞাতমরণকস্য সপিণ্ডাদেরিত্যাদিনা সমানোদকাদিপরিগ্রহঃ, তত্রাশৌচমধ্যে সন্ধ্যাদেরিত্যাদিনা পঞ্চযজ্ঞাদিপরিগ্রহঃ অশৌচীতি অশৌচিনো জনাদ্‌যদ্বস্তু গ্রাহ্যং, তস্য নির্ণয়ঃ। মৃত্যুভেদেনেতি—সর্পাদিনা মরণে যদশৌচং তদপি নিরূপণীয়ম্ ইত্যর্থঃ। অস্পেতি—যাদৃশেঽশৌচে যাবৎকালমস্পৃশ্যত্বং তস্য, দ্রব্যেতি নির্ণয়ঃ, দ্রব্যং তাম্রাদিকম্। সূতিকাস্পর্শে সতি ভর্ত্তুঃসপত্ন্যাশ্চাশুদ্ধিরিতি পাঠঃ। সূতিকাস্পর্শনে পিতুর্ব্বিমাতুশ্চ যথা শুদ্ধিরিতি পাঠঃ ক্বচিৎ। সূতিকাস্পর্শনে পিতুর্মাতুঃ সপত্ন্যা ইতি চ ক্বচিৎ। সূতিকা প্রসবিনী তস্যাঃ স্পর্শনে জাতে, জাতস্য পিতুর্ব্বিমাতুশ্চ সূতিকাতুল্যকালমস্পৃশ্যত্বং, তচ্চ কন্যাপুত্রয়োর্জ্জননে মাতুর্দশরাত্রমস্পৃশ্যত্বং, শূদ্রায়াস্ত্রয়োদশাহমস্পৃশ্যত্বনির্ণয়ঃ। একাহেতি—একাহে জ্ঞাতিদ্বয়মরণে যাবদশৌচং, সর্ব্বগোত্রাণামস্পৃশ্যত্বমিত্যর্থঃ। প্রেত-

---

হইয়াছে, তাহা প্রদর্শন, (১৪) পক্ষিণীর লক্ষণ, (১৫) বিদেশস্থ ব্যক্তির অশৌচ, (১৬) সপিণ্ড প্রভৃতির অশৌচ, (১৭) অশৌচকালে সন্ধ্যা-বন্দনাদির পরিত্যাগের কথা, এবং অশৌচী ব্যক্তির নিকট হইতে গ্রাহ্য বস্তুর নির্ণয়, (১৮) মৃত্যুর প্রকার ভেদে অশৌচের ভেদ, (১৯) কোন্ স্থলে সদ্যঃশৌচ হইবে (সদ্যঃ সদ্যই অশৌচনাশ প্রাপ্ত হইবে) তাহার নিরূপণ; (২০) শবানুগমনে যেরূপ অশৌচ হইবে, তাহার নির্ণয়, এবং (২১) যেরূপ অশৌচে শরীর যতকাল অস্পৃশ্য হইবে, তাহার নির্ণয়, (২২) দ্রব্যশুদ্ধির বিচার, (২৩) সূতিকাস্পর্শে প্রসূত বালকের পিতা ও সপত্নীমাতা, এই উভয়ের কিরূপ অস্পৃশ্যত্ব হইবে, তাহার নিরূপণ, (২৪) একদিনে জ্ঞাতিদ্বয়ের মৃত্যুতে কিরূপ অশৌচ হইবে, তাহার নিরূপণ, (২৫) মুমূর্ষু এবং মৃতের কর্ত্তব্য নিরূপণ, (২৬) কুশপুত্র দাহের ইতিকর্ত্তব্যতা, (২৭) প্রেতস্নান হইতে তর্পণ পর্য্যন্ত প্রেতক্রিয়ার

একত্বং বিভুমন্ত্রাদেরঃ সম্বন্ধবাচকঃ।
প্রেতক্রিয়াসু সম্বুদ্ধির্যজুষাং তর্পণে সদা॥
গোত্রোক্তির্ন সগোত্রোক্তিঃ শোকাপনোদনাদিকম্।
পিণ্ডোদকাদিদানঞ্চ রাত্রাবপি চ তৎক্রিয়া॥
অশৌচান্তদ্বিতীয়াহঃকৃত্যং দানং বৃষত্যজিঃ।
প্রেতক্রিয়াসু সংক্ষেপাদধিকারিবিনির্ণয়ঃ॥
সপিণ্ডাদিভিদাশৌচং সংক্ষেপোঽন্ত্যেষ্টিপদ্ধতিঃ।
নিরূপ্যন্তেঽত্র সংক্ষেপাৎসতাং মুদমভীপ্সতা॥ ১॥

স্নানে চেতি, তথাচ—"স্নানং তর্পণপর্য্যন্তং কুর্য্যাদেকেন বাসসা।" ইতি বচনং প্রেতস্নান-তর্পণবিষয়ম্, অন্যত্র তু দ্বিবাসা এব স্নানতর্পণে কুর্য্যাদিত্যর্থঃ। অদের ইতি তথাচামুক-গোত্র প্রেত অমুক দেবশর্ম্মন্নিত্যাদিকমেব প্রযোজ্যং, ন তু পিতুরিত্যাদিকমিত্যর্থঃ। সম্বুদ্ধিরিতি তথাচ যজুর্ব্বেদিভিঃ সদা প্রেততর্পণে, প্রাত্যাহিকতর্পণে চ সম্বুদ্ধিপদমেব প্রয়োক্তব্যমিত্যর্থঃ। গোত্রোক্তিরিতি অমুকগোত্র ইত্যেবং বক্তব্যং, ন তু অমুকসগোত্র ইতি, প্রাচাং মতে অমুকসগোত্র ইত্যেভিলাপঃ। শোকেতি—অপনোদনং খণ্ডনং, রাত্রা-বিতি তৎক্রিয়া প্রেতোদ্দেশ্যকপিণ্ডোদকাদিক্রিয়া রাত্রাবপি কর্ত্তব্যা। দানমিতি নিরূ-পণীয়মিত্যর্থঃ। বৃষত্যজিঃ বৃষোৎসর্গঃ॥ ১॥

অনুষ্ঠান যে, উত্তরীয় বস্ত্র ব্যতীত একমাত্র বস্ত্র পরিধান করিয়াই করা যাইতে পারে, তাহার ব্যবস্থা; আর প্রেতস্নানাদি ভিন্ন, অন্যত্র যে, উত্তরীয় বস্ত্র গ্রহণ আবশ্যক, তাহারও ব্যবস্থা, (২৮) প্রেত-তর্পণাদিতে প্রেতের সহিত তর্পণাদি কর্ত্তার সম্বন্ধসূচক পদাদির যে ব্যবহার করিতে হইবে না, তাহার ব্যবস্থা, (২৯) যজুর্ব্বেদীয়গণ কি প্রেততর্পণে, কি প্রত্যাহিক তর্পণে, সর্ব্বদাই যে সম্বোধনের এক-বচনান্ত পদের প্রয়োগ করিবে এবং তর্পণে যে কেবল গোত্রেরই উল্লেখ করিতে হইবে, প্রাচীন পণ্ডিতসম্মত 'সগোত্র' এইরূপ পদের উল্লেখ কারতে হইবে না, তাহার ব্যবস্থা, (৩০) কিরূপে শোকের অপনোদন করিতে হইবে, তাহার ব্যবস্থা. (৩১) মৃত ব্যক্তিকে রাত্রিকালেও পিণ্ডোদকাদি প্রদান করা যে কর্ত্তব্য, তাহার ব্যবস্থা, (৩২) অশৌচান্তের পর দিন যাহা কর্ত্তব্য, যাহা দাতব্য এবং বৃষোৎসর্গও যে কর্ত্তব্য, এই সকলের নির্ণয়, (৩৩) প্রেতের শ্রাদ্ধাদি কার্য্যে যথাক্রমে যাহার যাহার অধিকার হয়, তাহার নিরূপণ, (৩৪) সপিণ্ডাদিভেদে অশৌচের নিরূপণ, এবং (৩৫) সংক্ষিপ্ত অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার পদ্ধতি,

অথ সহানুগমনম্।

অঙ্গিরাঃ,—"মৃতে ভর্ত্তরি যা নারী সমারোহেদ্ধুতাশনম্।
সারুন্ধতীসমাচারা স্বর্গলোকে মহীয়তে॥
তিস্রঃ কোট্যোঽর্দ্ধকোটী চ যানি লোমানি মানবে।
তাবন্ত্যব্দানি সা স্বর্গে ভর্ত্তারং যানুগচ্ছতি॥
ব্যালগ্রাহী যথা ব্যালং বলাদুদ্ধরতে বিলাৎ।
তদ্বদ্ভর্ত্তারমাদায় তেনৈব সহ মোদতে॥
মাতৃকং পৈতৃকঞ্চৈব যত্র কন্যা প্রদীয়তে।
পুনাতি ত্রিকুলং নারী ভর্ত্তারং যানুগচ্ছতি॥

অথ সহানুগমনম্। ভর্ত্তৃদেহসংস্কারাগ্নি-প্রবেশেন স্বশরীরসংস্কারঃ সহগমনম্, অনুগমনন্তু ভর্ত্তৃশরীরপ্রতিনিধিপাদুকাদিগ্রহণপূর্ব্বকসংস্কারাগ্নিপ্রবেশেন স্বশরীরসংস্কার ইতি, দ্বয়োঃ ক্রমেণ লক্ষণদ্বয়ং বোধ্যং, সংস্কারো দাহঃ। সমারোহেদিতি উভয়পরম্, এবং পরত্র ভর্ত্তারমনুগচ্ছতীত্যত্র ভর্ত্তৃপদেন ভর্ত্তৃদেহঃ, তৎপ্রতিনিধীভূতপাদুকাদিশ্চ উচ্যতে। অরুন্ধতীতি অরুন্ধত্যা বশিষ্ঠভার্য্যায়াঃ সুখপাতিব্রত্যাদিরূপো য আচারঃ ধর্ম্মস্তদ্ধর্ম্মাক্রান্তা ভবতীত্যর্থঃ। তিস্রঃ কোট্য ইত্যাদি—নন্বু মানবাধিকরণক-লোমসমসংখ্যাব্দাবচ্ছিন্নস্বর্গকামেত্যাদি সংকল্পবাক্যে উল্লেখ্যং, ন তু তিস্রঃ কোট্যোর্দ্ধকোটী চেত্যস্য উল্লেখঃ, তথাচ কিমর্থং, তিস্রঃ কোট্য ইত্যাদ্যুক্তম্? ইতি চেন্ন, তস্য প্রবোচনাবাক্যত্বেন স্তুতিতয়া বিধিশক্তেরুত্তম্ভকতয়া প্রবৃত্ত্যুপযোগিত্বাৎ, তদুক্তং ভট্টপাদৈঃ—"প্ররোচনা অঙ্গতয়ৈব যুজ্যতে" ইতি। অব্দানীতি উক্তলিঙ্গং কচিদ্ব্যভিচরতীতি ক্লীবত্বম্। ব্যালগ্রাহী আহিতুণ্ডিকঃ, বিলাদ্গর্ত্তাৎ, আদায় নরকাদুদ্ধৃত্য। নন্বু যত্র কন্যেত্যাদিনা জামাতৃকুলং

এই সকল বিষয় ক্রমশঃ সংক্ষেপে সদ্ব্যক্তিদিগের হিতাভিলাষী হইয়া বলিতেছি। ১।

সহগমন ও অনুগমন—অঙ্গিরা বলিয়াছেন, "স্বামীর মৃত্যুর পর যে স্ত্রী চিতানলে আরোহণ করে, সেই অরুন্ধতীসদৃশ-পবিত্রাচারসম্পন্না রমণী স্বর্গলোকে পূজা লাভ করে। যে রমণী স্বামীর অনুগমন করে, সে মনুষ্যশরীরে স্থিত সার্দ্ধ তিনকোটি লোম-পরিমিত বৎসর যাবৎ স্বর্গলোকে বাস করে। সাপুড়ে যেমন গর্ত্ত হইতে সাপ বাহির করে, সেই সাধ্বী স্ত্রীও সেইরূপ স্বীয় ভর্ত্তাকে অধোগতি হইতে বলপূর্ব্বক উদ্ধার করিয়া তাহার সহিত আনন্দে কালযাপন করে। যে স্ত্রী স্বামীর অনুগমন করে, সে নিজের মাতৃকুল, পিতৃকুল

তত্র সা ভর্তৃপরমা পরা পরমলালসা ।
ক্রীড়তে পতিনা সার্দ্ধং যাবদিন্দ্রাশ্চতুর্দ্দশ ।”

ভর্তৃপরমা ভর্ত্তা পরমো যস্যাঃ, সা তথা—“পরা পরমলালসে”ত্যত্র “স্তূয়মানাপ্সরোগণৈরি”তি ব্যাসেন পঠিতম্ ।

“ব্রহ্মঘ্নো বা কৃতঘ্নো বা মিত্রঘ্নো বাপি যো নরঃ ।
তং বৈ পুনাতি সা নারী ইত্যাঙ্গিরসভাষিতম্ ॥
সাধ্বীনামেব নারীণামগ্নিপ্রপতনাদৃতে ।
নান্যো ধর্ম্মো হি বিজ্ঞেয়ো মৃতে ভর্ত্তরি কর্হিচিৎ ।”

“যা নারী”ত্যুপাদানাৎ সহমরণাভাবপক্ষোঽপি সূচিতঃ । নান্যো ধর্ম্ম ইতি তু সহমরণস্তুত্যর্থম্ । তথাচ বিষ্ণুঃ,—

নত্বং তথাচ ভর্তৃকুলস্য উদ্ধারাপ্রাপ্তেবিষমশিষ্টত্বদোষ ইতি চেন্ন, যত্র ভর্তৃকুলে কন্যা দীয়তে অর্থাৎ পিত্রাদিনা ইত্যর্থাৎ। পরা শ্রেষ্ঠা, পরমলালসা পরমে ভর্ত্তরি লালসা মহানভিলাষো যস্যাঃ সা। নান্যো হি ধর্ম্ম ইতি। নম্বু অন্যো ধর্ম্মো ন ইত্যনেন অন্যধর্ম্মস্য নিষেধাৎ ব্রহ্মচর্য্যস্যাপি নিষিদ্ধত্বেন বিধবায়া নিষিদ্ধীভূতব্রহ্মচর্য্যাচরণাৎ দুরদৃষ্টাপত্তিরিতি চেন্ন, অত্র নঞোঽপ্রাশস্ত্যার্থকত্বাৎ। যা নারীত্যুপাদানাদিতি তথাহি যৎপদস্য সামানাধিকরণ্যেন বোধজনকত্বনিয়মঃ ন তু অবচ্ছেদাবচ্ছেদেন, প্রকৃতে চ নারীত্বসামানাধিকরণ্যেন বোধঃ, ন তু নারীত্বাবচ্ছেদেনেতি ভাবঃ। স্তুত্যর্থমিতি ন তু সহমরণাতি-

এবং যে কুলে প্রদত্ত হয়, অর্থাৎ শ্বশুর কুল, এই তিন কুলকে পবিত্র করে। সেই পতিদেবতা রমণী, চতুর্দ্দশ ইন্দ্রের অধিকার কাল অবধি স্বর্গলোকে উৎকৃষ্ট ভোগের সহিত বাস করে।” মূল বচনে যে ভর্তৃপরমা শব্দটি আছে, তাহার অর্থ ভর্ত্তাই পরম (উপাস্য) যার, অর্থাৎ পতিদেবতা। ব্যাসস্মৃতিতেও এই বচনটি দৃষ্ট হয়, তবে “পরা পরমলালসা” ইহার পরিবর্ত্তে “স্তূয়মানাপ্সরোগণৈঃ” এইরূপ পাঠ করা হইয়াছে। উহার অর্থ—অপ্সরাগণ কর্ত্তৃক স্তূয়মানা হইয়া। আঙ্গিরস বলিয়াছেন যে, “ঐ সাধ্বী স্ত্রী, স্বকীয় স্বামী ব্রহ্মঘ্ন, কৃতঘ্ন এবং মিত্রঘ্ন হইলেও, তাহাকে পবিত্র করে। ভর্ত্তার মৃত্যুর পর চিতানলে পতন ভিন্ন সাধ্বী রমণীদিগের আচরণীয় আর কোন প্রকার ধর্ম্মই নাই।” উপরি উক্ত অঙ্গিরার বচনে “যে স্ত্রী” এইরূপ কথা বলায়, সকলের পক্ষেই যে সহমরণ অবশ্য কর্ত্তব্য, এরূপ বুঝাইতেছে না, উহাদ্বারা কোন স্ত্রী, ইচ্ছা না হইলে, সহমরণ না করিতেও পারে; ইহাই সূচিত হইতেছে। তবে যে, আর একটী বচনে “অন্যকোন

"মৃতে ভর্ত্তরি ব্রহ্মচর্য্যং তদন্বারোহণং বা" ইতি।

ব্রহ্মচর্য্যং মৈথুনবর্জ্জনং, তাম্বূলাদিবর্জ্জনঞ্চ। যথা প্রচেতাঃ,—

"তাম্বূলাভ্যঞ্জনঞ্চৈব কাংস্যপাত্রে চ ভোজনম্।
যতিশ্চ ব্রহ্মচারী চ বিধবা চ বিবর্জ্জয়েৎ।"

অভ্যঞ্জনমায়ুর্ব্বেদোক্তপারিভাষিকম্; যথা,—

মূর্দ্ধ্নি দত্তং যদা তৈলং ভবেৎ সর্ব্বাঙ্গসঙ্গতম্।
স্রোতোভিস্তর্পয়েদ্বাহু অভ্যঙ্গঃ স উদাহৃতঃ॥
তৈলমল্পং যদঙ্গেষু ন চ স্যাদ্বাহুতর্পণম্।
সা মার্ষ্টিঃ পৃথগভ্যঙ্গো মস্তকাদৌ প্রকীর্ত্তিতঃ॥" ২

রিক্তস্য ধর্ম্মস্য নিষেধার্থমিতি ভাবঃ, তথাচান্যোঽপি ধর্ম্মোঽস্তু কিন্তু তত্রায়মুৎকৃষ্টো ধর্ম্ম ইত্যর্থঃ। তদন্বারোহণমিতি তেন ভর্ত্তৃদেহেন তৎপ্রতিনিধিনা বা, সহ হুতাশনারোহণমিত্যর্থঃ। অনুঃ সহার্থঃ। স্রোতোভিরিতি তৈলস্যেতি শেষঃ। মার্ষ্টিরিতি সংজ্ঞা পৃথগভ্যঙ্গ ইতি উক্তাভ্যঙ্গাৎ পৃথক্ অঙ্গো মস্তকাদৌ চ আয়ুর্ব্বেদে কীর্ত্তিতঃ, যথা—"অভ্যঙ্গমাচরেন্নিত্যং স জরাশ্রমবাতিকা। শিরঃশ্রবণপাদেষু তং বিশেষেণ শীলয়েৎ॥"

ধর্ম্ম নাই" এইরূপ বলা হইয়াছে, উহা সহমরণের স্তুতিবাদ মাত্র। ইহার দ্বারা এরূপ বুঝাইতেছে না যে, ভর্ত্তার মৃত্যুর পর স্ত্রীদিগের একমাত্র সহমরণই কর্ত্তব্য। কারণ, শাস্ত্রে বিধবা স্ত্রীর পক্ষে কর্ত্তব্য ব্রহ্মচর্য্যাদি অপর ধর্ম্মেরও নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। তবে সেই সকলের মধ্যে সহমরণই শ্রেষ্ঠ, উহার তুল্য আর কিছু নাই; উহার এইরূপ তাৎপর্য্যই বুঝিতে হইবে। স্ত্রীদিগের সহমরণ ভিন্ন, অন্য প্রকার ধর্ম্মও যে, আচরণীয় আছে, সে সম্বন্ধে বিষ্ণু এইরূপ বলিয়াছেন, যথা—"স্বামীর মৃত্যু হইবার পর (স্ত্রীগণের পক্ষে) ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠান, অথবা তদীয় চিতায় আরোহণ (এই উভয় প্রকার ধর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে)।" উপরে যে ব্রহ্মচর্য্যের কথা বলা হইল, তাহার অর্থ—মৈথুন পরিত্যাগ এবং তাম্বূলাদি ব্যবহার পরিত্যাগ। প্রচেতা ব্রহ্মচর্য্যাবস্থায় এইরূপ কার্য্য করিতে উপদেশ করিয়াছেন। যথা—"যতি, ব্রহ্মচারী এবং বিধবাগণ তাম্বূল সেবন, অভ্যঞ্জন, এবং কাংস্যপাত্রে ভোজন পরিত্যাগ করিবে।" উক্ত বচনে যে 'অভ্যঞ্জন' কথাটি আছে, তাহা একটী আয়ুর্ব্বেদোক্ত পারিভাষিক শব্দ,—যাহাকে প্রচলিত ভাষায় আভাঙ্‌ ক'রে, তেল-মাখা বলা হয়। যথা—"যেরূপ তৈল মর্দ্দনে মস্তকে ঢালা তেল আপনা আপনি সর্ব্বাঙ্গে অধিক পরিমাণে সংলগ্ন হয়, এবং উভয়

স্মৃতিঃ,—"একাহারঃ সদা কার্য্যো ন দ্বিতীয়ঃ কদাচন।
পর্য্যঙ্কশায়িনী নারী বিধবা পাতয়েৎ পতিম্ ॥
গন্ধদ্রব্যস্য সম্ভোগো নৈব কার্য্যস্তয়া পুনঃ।
তর্পণং প্রত্যহং কার্য্যং ভর্ত্তুস্তিলকুশোদকৈঃ ॥"
এতৎ তর্পণং পুত্রপৌত্রাদ্যভাববিষয়মিতি মদনপারিজাতঃ।
"বৈশাখে কার্ত্তিকে মাঘে বিশেষনিয়মঞ্চরেৎ।
স্নানং দানং তীর্থযাত্রাং বিষ্ণোর্নামগ্রহং মুহুঃ ॥" ৩
অত্র সাধ্বীমাহ হারীতঃ,—
"আর্ত্তার্ত্তে মুদিতা হৃষ্টে প্রোষিতে মলিনা কৃশা।
মৃতে ম্রিয়েত যা পত্যৌ সাধ্বী জ্ঞেয়া পতিব্রতা ॥

অয়মপি নিষিদ্ধঃ অন্যথা পৃথগিত্যাদি ব্যর্থং স্যাৎ, যদ্বা পূর্ব্বং মস্তকাদৌ প্রকীর্ত্তিতঃ কথিতো যোঽভ্যঙ্গস্তস্মাৎ ইয়ং মাষ্টিঃ পৃথগিত্যর্থঃ। তথাচ মাষ্টির্নিষিদ্ধেতি ভাবঃ ॥ ২ ॥

কুশতিলোদকৈরিত্যনন্তরং "তৎপিতুস্তৎপিতুশ্চৈব নামগোত্রাদিপূর্ব্বকমি"ত্যর্দ্ধমত্র লিখিতম্। অতো ভত্রাদের্নামগোত্রাদ্যুচ্চার্য্য তর্পণং কার্য্যমিত্যর্থঃ, তর্পণমিত্যুপলক্ষণং শ্রাদ্ধাদ্যপি কার্য্যম্। পুত্রেতি পত্নীসত্ত্বেঽপি সংস্বঙ্গরেষু তদ্গামী হ্যর্থো ভবতীতি বচনেন পুত্রাদেরেব ধনভাগিত্বাৎ তস্যৈব পিতৃতর্পণাদৌ নিত্যাধিকারঃ "গোত্ররিক্থানুগঃ পিণ্ড" ইতি বচনাদিতি ভাবঃ। তমেব নিয়মং বিবৃণোতি স্নানমিত্যাদি ॥ ৩ ॥

সাধ্বী জ্ঞেয়া পতিব্রতেতি। নন্ সাধ্বীলক্ষণস্য মরণঘটিতত্বে "সাধ্বীনামেব নারীণা-

বাহুকে প্লাবিত করে, তাহার নাম অভ্যঙ্গ। এবং যেরূপ তৈল মর্দ্দনে মস্তকে অর্পিত তৈল সর্ব্বাঙ্গে অল্প মাত্রায় সংলগ্ন হয় এবং উভয় বাহুকে প্লাবিত করে না, তাহার নাম 'তৈল-মাখা' উহা অভ্যঙ্গ হইতে পৃথক্।" ২।

স্মৃতিতে বলা হইয়াছে; "বিধবা স্ত্রী একবার মাত্র আহার করিবে, কদাচ দুইবার খাইবে না, এবং যে বিধবা হইয়া পর্য্যঙ্কে শয়ন করে, সে আপনার পতিকে অধঃপাতিত করে। সে (বিধবা) কদাচ গন্ধ দ্রব্যের সম্ভোগ করিবে না, এবং প্রত্যহ তিল, কুশ ও উদক দ্বারা ভর্ত্তার তর্পণ করিবে।" মদন-পারিজাতকার বলেন, এই যে বিধবা কর্ত্তৃক তর্পণের কথা বলা হইয়াছে, উহা যে স্থলে মৃত ব্যক্তির পুত্র-পৌত্রাদির অভাব ঘটিবে, সেই স্থলের জন্যই বুঝিতে হইবে। বিধবাগণ বৈশাখ এবং কার্ত্তিক মাসে একটা একটা ব্রতবিশেষের আচরণ করিবে, এবং স্নান, দান, ও সর্ব্বদা শ্রীবিষ্ণুর নাম জপ করিবে।" ৩।

হারীত, সাধ্বীদিগের এইরূপ লক্ষণ করিয়াছেন—"যে স্ত্রী পতির পীড়ায় আপ-

ছন্দোগপরিশিষ্টীয়মিদমিতি কল্পতরুঃ। সাধ্বীপ্রসাদেন লোকধারণমপ্যাহ মৎস্যপুরাণম্,—

"তস্মাৎ সাধ্ব্যঃ স্ত্রিয়ঃ পূজ্যাঃ সততং দেববজ্জনৈঃ।
তাসাং রাজ্ঞা প্রসাদেন ধার্য্যতে চ জগত্রয়ম্ ॥"

মহাভারতে,—"অবমত্য চ যাঃ পূর্ব্বং পতিং দুষ্টেন চেতসা।
বর্ত্তন্তে যাশ্চ সততং ভর্ত্তৃণাং প্রতিকূলতঃ ॥
ভর্ত্রনুমরণং কালে যাঃ কুর্ব্বন্তি তথাবিধাঃ।
কামাৎ ক্রোধাদ্ভয়ান্মোহাৎ সর্ব্বাঃ পূতাঃ ভবন্তু তাঃ ॥"

মগ্নিপ্রপতনাদৃতে' ইতি বচনাসঙ্গতিঃ, অগ্নিপ্রপতনাৎ পূর্ব্বং সাধ্বীত্বাকথনাদিতি চেৎ অত্র কেচিৎ—কৃশান্তং পূর্ব্বার্দ্ধং সাধ্বীলক্ষণং, পত্যৌ মৃতে সতি ম্রিয়েত ইতি তু পতিব্রতালক্ষণং ইত্যাহুঃ, তন্ন সম্যক্, "সতী সাধ্বী পতিব্রতে"ত্যমরে তয়োঃ পর্য্যায়ত্বদর্শনাৎ ম্রিয়েত ইতি বিধ্যর্থত্বাসঙ্গতেশ্চ. বস্তুতস্তু কৃশান্তমেব সাধ্বীলক্ষণং, সা সাধ্বী পত্যৌ মৃতে সতি ম্রিয়েত ইতি বিধিঃ। ন চ অসত্যা এব এতাদৃশবিধানাধাততাৎ সহমরণানধিকার ইতি বাচ্যম্, অসত্যা "অবমত্য চ যাঃ পূর্ব্বম্" ইতি বিধ্যন্তরাজ্ঞাততয়েন তত্রাধিকারাৎ, ন চ সামান্যবিধিসম্ভবে বিশেষবিধিদ্বয়কল্পনা গৌরবমিতি বাচ্যং, সাধ্ব্যাঃ সহমরণে যাদৃক্ ফলং জায়তে অসাধ্ব্যাস্তু ন তাদৃশম্, অগত্যৈব বিধিদ্বয়স্যাবশ্যকত্বাৎ। "তিথিশ্চান্দ্রমসং দিনমি"তিবৎ সা সাধ্বী জ্ঞেয়া, পতিব্রতা চ জ্ঞেয়া ইতি মুনিনা পর্য্যায়ঃ কৃতঃ, অতো ন পৌনরুক্তিদোষঃ ইতি ভাবঃ। তাসাং প্রসাদেনেত্যন্বয়ঃ। ভর্ত্রনুমরণমিতি ক্বচিৎ তথাবিধাঃ পত্যবজ্ঞাকর্ত্র্যঃ ভর্ত্তৃপ্রতিকূলাশ্চ। কামাদিতি কামাদিতোষাঃ কুর্ব্বন্তীত্যর্থঃ। মোহাদিতি যদ্যপি কেনাপ্যৌষধাদিনা মোহিতা সতী সহমরণং করোতি, তথাপি তত্তৎফলভাগিনী ভবতীত্যর্থঃ এবমৌষধাদিনা তৎপ্রবর্ত্তকস্যাপি পুরুষস্যোত্তমকর্ম্মপ্রবর্ত্তক-

নাকে পীড়িত বোধ করে, পতির আনন্দে আনন্দিত হয়, পতি বিদেশগত হইলে, মলিন ও কৃশ হয়, এবং স্বামীর মৃত্যুতে আপনিও মরিয়া যায়, তাহাকে পতিব্রতা সাধ্বী বলে।" কল্পতরুতে এই বচনটিকে ছন্দোগপরিশিষ্টীয় বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। সাধ্বীগণের পুণ্যবলে যে জগৎ অবস্থান করিতেছে, একথা মৎস্য পুরাণে বলা হইয়াছে, যথা—"অতএব মনুষ্যগণ সাধ্বী স্ত্রীদিগকে দেবতার ন্যায় পূজা করিবে, তাহাদের প্রসাদেই রাজা ত্রিজগৎ ধারণ করিতেছেন।" মহাভারতে বলা হইয়াছে,—"যে সকল স্ত্রী প্রথমে পতিকে ঘৃণার সহিত দর্শন করে, অথবা যাহারা পতির প্রতিকূলে বর্ত্তমান হয়, তাহারা সকলেও যদি যথাসময়, কামবশেই হউক, ক্রোধবশেই হউক, অথবা ভয়েতেই হউক, সহমরণ করে,

অত্র চৈহিকব্রহ্মস্বপতের্দাহনিষেধাজ্জন্মান্তরীয়তৎপাপবত এব সহমরণোদ্ধারঃ ॥ ৪

ব্রহ্মপুরাণে,—"দেশান্তরে মৃতে পত্যৌ সাধ্বী তৎপাদুকাদ্বয়ম্ ।
নিধায়োরসি সংশুদ্ধা প্রবিশেজ্জাতবেদসম্ ॥
ঋগ্বেদবাদাৎ সাধ্বী স্ত্রী ন ভবেদাত্মঘাতিনী ।
ত্র্যহাশৌচে নিবৃত্তে তু শ্রাদ্ধং প্রাপ্নোতি শাস্ত্রবৎ ॥"

ঋগ্বেদবাদাদিতি "ইমা নারীরবিধবা" ইত্যাদি বক্ষ্যমাণ-

ত্বাৎ পুণ্যভাগিত্বমপি বোধ্যম্ । অত্র চেতি ব্রহ্মস্বো বেতি বচনে চেত্যর্থঃ । ঐহিকেতি—নন্ জন্মান্তরীয়ব্রহ্মহত্যায়া স্তানে অকৃতপ্রায়শ্চিত্তস্য দাহাভাবঃ, কৃতপ্রায়শ্চিত্তস্য চ তেনৈব পাপনাশনাৎ তত্র সহমরণস্যানুপযোগিতা অনিশ্চিতজন্মান্তরীয়পাতকস্য উদ্ধারকথনে চ অনিশ্চিতৈহিকতৎপাতকস্যাপি সহমরণেনোদ্ধারাৎ ইয়ং পঙ্‌ক্তিরফলেতি চেন্ন, ঐহিকব্রহ্মস্বপতের্নিশ্চিতব্রহ্মহত্যাকস্য পত্যুর্জন্মান্তরীয়তৎপাপবতঃ অনিশ্চিততৎপাতকস্যেত্যর্থকরণাদিতি । অত্রেদং বোধ্যং নিশ্চিতব্রহ্মহত্যাকোঽপি যদি দাহব্রমেণ দহ্যতে, তত্রাপি ভ্রান্ত্যা সহমরণেনোদ্ধারঃ বোদ্ধব্যঃ ইতি । অত্র কশ্চিৎ নিশ্চিতব্রহ্মহত্যাকোঽপি দাহদোষাসহিষ্ণুনা পুত্রাদিনা যদি দহ্যতে, তত্রাপি ব্রহ্মঘ্নপতিসহমরণস্যাপি নিষিদ্ধত্বাৎ তেনোদ্ধার ইত্যাহ, বস্তুতস্তু নিষিদ্ধাচরণাৎ ব্রহ্মঘ্নদাহে পুত্রাদীনামস্তু দোষঃ পাতকে পত্যনুমরণস্য সম্ভবেৎ অনিষিদ্ধত্বাদিতি যদুচ্যতে তন্ন সমীচীনং, "পতিঃ স্ত্রীভির্ন হাতব্যো লোকেপ্সুভিরপাতকী"তি শ্রীভাগবতীয়পদ্যেঽপাতকীতি বিশেষণেন পাতকিনঃ পত্যুঃ ত্যাজ্যত্বেন বোধনাদিতি । সংশুদ্ধা কৃতস্নানাদিঃ ত্র্যহাশৌচ ইতি এতচ্চ পত্যাশৌচব্যপগমে অনুমরণে ত্র্যহাশৌচব্যবস্থয়া পিণ্ডদানং চতুর্থদিনে শ্রাদ্ধমিতি বোধ্যং, পত্যাশৌচাভ্যন্তরেঽনুমরণে তু ত্র্যহেণ পিণ্ডদানং স্বাম্যাশৌচাপগমে তু শ্রাদ্ধমিতি বোধ্যম্ ॥ ৪ ॥

তাহ'লেও পবিত্র হয় ।" পূর্ব্বে যে, "সহগামিনী ব্রহ্মঘ্ন পতিকেও উদ্ধার করে," এইরূপ বলা হইয়াছে, উহা দ্বারা "জন্মান্তরীণ ব্রহ্মহত্যা পাপ বিশিষ্ট পতিকে" এইরূপই বুঝিতে হইবে, কেন না ইহজন্মে ব্রহ্মহত্যাকারীর দাহই নাই । ৪ ।

ব্রহ্মপুরাণে বলা হইয়াছে "স্বামী দেশান্তরে মৃত হইলে, সাধ্বী স্ত্রী তাহার পাদুকাদ্বয় আপনার বক্ষঃস্থলে স্থাপনপূর্ব্বক সম্যক্ প্রকারে বিশুদ্ধ হইয়া চিতানলে প্রবেশ করিবে । ঋগ্বেদের মন্ত্র অনুসারে ঐরূপে অনুমৃতা সাধ্বী স্ত্রীর আত্মহত্যা-জনিত পাপ হইবে না । ঐরূপে স্বপতির অনুগামিনী স্ত্রীর তিন দিন অশৌচ অতীত হইবার পর শাস্ত্রবিধি অনুসারে শ্রাদ্ধ করিতে হইবে ।" মূল বচনে যে, ঋগ্বেদের মন্ত্র বলা হইয়াছে, উহাদ্বারা "এই বিধবারমণী" ইত্যাদি বক্ষ্যমাণ মন্ত্রই

মন্নাৎ । এবঞ্চ অঙ্গিরোব্রহ্মপুরাণবচনপর্য্যালোচনয়া ব্রাহ্মণ্যাদি-সকলভার্য্যাণাং স্বগতভর্তৃগতফলবিশেষার্থিনীনাং গর্ভবতীবালা-পত্যাদিব্যতিরিক্তানাং, সহমরণানুমরণয়োরধিকার ইতি বিবাদ-কল্পতরুরত্নাকরৌ । তন্ন ব্রাহ্মণ্যাদ্যনুমরণাধিকারোক্তেরসঙ্গত-ত্বস্যাত্তন্নিষেধাৎ । তথাচ মিতাক্ষরায়াং, দেববোধকৃতযাজ্ঞবল্ক্য-টীকায়াঞ্চ গোতমঃ,—

"পৃথক্চিতিং সমারুহ্য ন বিপ্রা গন্তুমর্হতি ।"

তস্মাৎ ব্রাহ্মণ্যাঃ সহমরণমেব, ইতরাসান্তু উভয়মিতি । কল্প-তরুরত্নাকরশুদ্ধিচিন্তামণিষু পাদুকাদ্বয়মিতি দর্শনাৎ পাদুকা-দিকমিত্যপপাঠঃ । কিন্তু পাদুকাদ্বয়মিত্যুপলক্ষণম্ ; উশনসা

বিবাদকল্পতরুরত্নাকরয়োর্ম্মতং দূষয়িতুমুপক্রমতি এবঞ্চেতি । অঙ্গিরোবচনং "মৃতে ভর্ত্তরি যা নারী"ত্যাদিকং ব্রহ্মপুরাণবচনং "দেশান্তরে"ত্যাদিকম্ । বালাপত্যাদীত্যাদিনা গর্ভিণীরজস্বলাদের্গ্রহণং পৃথক্চিতিমিতি, নন্বু ভর্ত্তুশ্চিতিকীলাদ্যন্তরেঽপ্যন্তরং বিধায় বিপ্রা কথং ন ম্রিয়তে ইতি চেন্ন. বিপ্রা চিতিং সমারুহ্য পৃথগ্গন্তুং নার্হতীত্যর্থাৎ, অথবা প্রমীতদেহসংস্কারকাগ্নিবিশিষ্টঃ প্রদেশশ্চিতিরিতি নাপত্তিঃ । উপলক্ষণমিতি ভর্ত্তৃসম্বন্ধি যৎকিঞ্চিদ্দ্রব্যমাদায় চিতারোহণং কর্ত্তব্যমিত্যর্থঃ । কেবল-চিতারোহণন্ত ন

বুঝিতে হইবে । বিবাদকল্পতরু এবং রত্নাকরে যে বলা হইয়াছে, "অঙ্গিরা এবং ব্রহ্মপুরাণের বচন পর্য্যালোচনা দ্বারা ইহা জানা যাইতেছে যে, গর্ভবতী এবং বালাপত্যা (শিশু সন্তানযুক্ত) স্ত্রী ভিন্ন, নিজের ও স্বামীর মঙ্গলফলপ্রার্থিনী ব্রাহ্মণাদি সকল বর্ণের ভার্য্যামাত্রেরই সহমরণে এবং অনুমরণে অধিকার আছে ।" তাহাতে বক্তব্য এই যে, ঐ বাক্যে ব্রাহ্মণী প্রভৃতির যে, অনুমরণে অধিকার আছে বলা হইয়াছে, উহা অসঙ্গত হইয়াছে, কেন না তাহাদের পক্ষে অনুমরণের নিষেধ করাই হইয়াছে । এ সম্বন্ধে মিতাক্ষরায় এবং দেববোধ কৃত যাজ্ঞবল্ক্যের টীকায় গৌতমের এইরূপ একটী বচন উদ্ধৃত হইয়াছে, যথা—"ব্রাহ্মণী পৃথক্ চিতায় আরোহণ করিয়া ভর্ত্তার অনুগমন করিবে না ।" অতএব ব্রাহ্মণী-দিগের কেবল সহমরণেই অধিকার এবং অপর জাতীয় স্ত্রীদিগের সহমরণ, অনুমরণ, এই উভয়েই অধিকার । কল্পতরুরত্নাকর এবং শুদ্ধিচিন্তামণি প্রভৃতি গ্রন্থে "পাদুকাদ্বয়" এইরূপ পাঠ উদ্ধৃত হওয়ায়, কোন কোন পুস্তকে যে "পাদুকাদ্বয়" এই স্থলে "পাদুকাদিকং" এইরূপ পাঠ আছে, সে পাঠ অপপাঠের

বিপ্রেতরাসাং দ্রব্যবিশেষমনুপাদায় পৃথক্‌চিত্যারোহণমাত্রোক্তেঃ। যথোশনাঃ,—

"পৃথক্‌চিতিং সমারুহ্য ন বিপ্রা গন্তুমর্হতি।
অন্যাসামেব নারীণাং স্ত্রীধর্ম্মোঽয়ং পরঃ স্মৃতঃ॥"

মদনপারিজাতোঽপ্যেবম্। শিষ্টাচারোঽপি তথা॥ ৫

কৃত্যতত্ত্বার্ণবে বৃহন্নারদীয়ম্,—

"বালাপত্যাশ্চ গর্ভিণ্যো হ্যদৃষ্টঋতবস্তথা।
রজস্বলা রাজসুতে নারোহন্তি চিতাং শুভে॥"

রাজসুতে ইতি সগরমাতুঃ সম্বোধনম্। বৃহস্পতিঃ,—

"বালসম্বর্দ্ধনং ত্যক্ত্বা বালাপত্যা ন গচ্ছতি।

স্মার্ত্তসম্মতমিতি ধ্যেয়ম্। দ্রব্যবিশেষমনুপাদায়েতি—নহু উশনোবচনে দ্রব্যবিশেষানুপাদানেঽপি "সাধ্বী তৎপাদুকাদ্বয়মি"তি বচনৈকবাক্যত্বাৎ পাদুকাদ্বয়ং বিনা নানুমরণমিতি চেন্ন, অনুমরণস্থলেঽপি "সহ ভর্ত্তৃশরীরেণ সংবিশন্তু হুতাশনমি"তি মন্ত্রস্য পঠনীয়ত্বাৎ তস্য সমবেতার্থত্বলাভায় ভর্ত্তৃশরীরপদস্য ভর্ত্রুপভোগ্যপরত্বাৎ, তথাচ—যথা ভর্ত্তুঃ শরীরমুপভোগ্যং তথা পাদুকাদিকমপি ইত্যনুমরণে ভর্ত্রুপভোগ্যবস্তুমাত্রলাভ ইতি ধ্যেয়ম্॥ ৫

অদৃষ্টঋতব ইতি অদৃষ্টঃ ন আগত ঋতুকালো যাসাং তাঃ, দশবর্ষাভ্যন্তরস্থা ইত্যর্থঃ।

মধ্যেই গণ্য। কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখিলে ইহাই প্রতীত হয় যে, "পাদুকাদ্বয়ে"র দ্বারা এস্থলে পতি সম্বন্ধীয় দ্রব্যবিশেষেরই উপলক্ষণ করা হইয়াছে মাত্র। কারণ, উশনা স্মৃতিতে ব্রাহ্মণী ভিন্ন স্ত্রীদিগের কোন দ্রব্যবিশেষ না লইয়াও পৃথক্ চিতারোহণ মাত্র উক্ত হইয়াছে। উশনার সেই বচনটি এই—"ব্রাহ্মণী পৃথক্ চিতায় আরোহণ করিয়া স্বামীর অনুগমন করিবে না। অপর বর্ণজাত স্ত্রীগণের পক্ষে এই পৃথক্ চিতায় আরোহণপূর্ব্বক স্বামীর অনুগমনই স্ত্রীজাতিকর্ত্তব্য শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম বলিয়া শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে।" মদনপারিজাতকারও এইরূপ মীমাংসা করিয়াছেন। শিষ্টাচারও এইরূপ দৃষ্ট হয়। ৫।

কৃত্যতত্ত্বার্ণবে বৃহন্নারদীয় হইতে নিম্নলিখিত বচনটি উদ্ধৃত হইয়াছে—"হে কল্যাণি, রাজপুত্রি, যে সকল স্ত্রী বালাপত্যা অর্থাৎ যাহাদের কোলে শিশু-সন্তান, যাহারা গর্ভবতী, যাহাদের রজোদর্শন হয় নাই, এবং যাহারা রজঃস্বলা, ইহারা চিতারোহণ করে না।" মূল বচনস্থিত "রাজসুতে" (রাজপুত্রি) এই পদটি সগর রাজার মাতাকে সম্বোধন করিয়া বলা হইয়াছে। বৃহস্পতি

"রজস্বলা সূতিকা চ রক্ষেদ্গর্ভঞ্চ গর্ভিণী॥"

এবমস্তুতশ্চেদ্বালসম্বর্দ্ধনং স্যাত্তদা তস্যা অপ্যধিকারঃ॥ ৬॥

ব্যাসঃ,—"দ্বিনৈকগম্যদেশস্থা সাধ্বী চেৎ কৃতনিশ্চয়া।

ন দহেৎ স্বামিনং তস্যা যাবদাগমনং ভবেৎ॥"

ভবিষ্যপুরাণে,—তৃতীয়েঽহ্নি উদক্যায়া মৃতে ভর্ত্তরি বৈ দ্বিজাঃ।

তস্যানুমরণার্থায় স্থাপয়েদেকরাত্রকম্। তস্য ভর্ত্তুঃ। তথা—

"একাং চিতাং সমাসাদ্য ভর্ত্তারং যানুগচ্ছতি।

তদ্ভর্ত্তুর্যঃ ক্রিয়াকর্ত্তা স তস্যাশ্চ ক্রিয়াঞ্চরেৎ॥"

এতচ্চ পিণ্ডদানপর্য্যন্তম্।

"অত ঊর্দ্ধং রজস্বলে'তি বচনাদিতি কেচিৎ, অন্যে তু অদৃষ্টঋতব ইতি ঋতুকালেঽপি অদৃষ্টরজব: সম্ভাবিতগর্ভা ইত্যর্থঃ। গর্ভিণ্যা নিশ্চিতগর্ভাঃ, অতো ন পৌনরুক্ত্যমিত্যাহুঃ। রজস্বলেতি রজস্বলা সূতিকয়োর্গমনাভাবেঽশৌচং হেতুঃ॥ ৬॥

অস্তুতশ্চেদিতি তথাচ বালসম্বর্দ্ধনেত্যাদিকং দৃষ্টার্থকর্মিতি ভাবঃ। তস্যানুমরণার্থায় ইত্যত্রাহুঃ সহার্থঃ। পিণ্ডদানপর্য্যন্তং পূরকপিণ্ডদানপর্য্যন্তম্, পিণ্ডং দদ্যাৎ পূরকপিণ্ডং

বলেন—"বালাপত্যা স্ত্রী স্বকীয় কোলের ছেলের পোষণ পরিত্যাগ করিয়া অনুগমন করিবে না, রজস্বলা, এবং সূতিকাও অনুগমন করিবে না। গর্ভবতীর পক্ষে আপনার গর্ভরক্ষা অবশ্য কর্ত্তব্য।" উপরি উক্ত বৃহস্পতির বচনে বালাপত্যাকে স্বকীয় কোলের ছেলের পোষণ পরিত্যাগ করিয়া অনুগমন করিতে নিষেধ করায়, ঐ বালকের পোষণের ব্যবস্থা যদি অন্যের দ্বারা সম্ভবপর হয়, তাহা হইলে, বালাপত্যারও চিতারোহণ শাস্ত্রনিষিদ্ধ হয় না। ৬।

ব্যাস বলেন,—"সহগমনে কৃতনিশ্চয়া সাধ্বী যদি মৃত স্বামীর স্থিতিস্থান হইতে একদিনে যাওয়া যায়, এইরূপ দূরদেশে মাত্র অবস্থান করে, তাহা হইলে স্বামীর মৃত্যু সংবাদ শ্রবণের পর যে পর্য্যন্ত সেই সাধ্বী মৃত্যুস্থানে আগমন না করে, সে পর্য্যন্ত শবদেহের দাহ করিবে না।" ভবিষ্য পুরাণে বলা হইয়াছে "হে দ্বিজগণ! যদি রজস্বলা স্ত্রীর তৃতীয় দিনের দিন স্বামীর মৃত্যু হয়, তাহ'লে উহার অনুগমনার্থ একরাত্র শবদেহ রক্ষা করিবে।" মূল বচনে যে "তস্য" (উহার) এই কথাটি আছে, তাহার অর্থ স্বামীর। ভবিষ্য পুরাণে আরও বলা হইয়াছে "যে স্ত্রী এক চিতায় আরোহণ করিয়া স্বামীর অনুগমন করিবে, স্বামীর ঔর্দ্ধদেহিক

"যশ্চাগ্নিদাতা প্রেতস্য পিণ্ডান্ দদ্যাৎ স এব হি।" ইতি বায়ুপুরাণবচনৈকবাক্যত্বাৎ। ব্রহ্মপুরাণে,—

"শ্রাবয়েত্তু ভর্তৃজায়াস্তু সদ্ভর্তৃকুলপাবিমাং।
চিতামারোপয়ন্ প্রাজ্ঞঃ প্রমীতে ধর্ম্মমুত্তমং।"
"ইমাঃ পতিব্রতাঃ পুণ্যাঃ স্ত্রিয়ো যা যাঃ সুশোভনাঃ।
সহ ভর্ত্তৃশরীরেণ সংবিশন্তু বিভাবসুম্॥
এবং শ্রুত্বা ততো নারী শ্রদ্ধাভক্তিসমন্বিতা।
পিতৃমেধেন যজ্ঞেন ইষ্ট্বা স্বর্গমবাপ্নুয়াৎ।" প্রমীতে ভর্ত্তরি

ইতি শেষঃ। পিতৃমেধেন যজ্ঞেন চিতারোহণরূপেণ। পাদুকা-

দদ্যাৎ। একবাক্যত্বাদিতি। ন চ কথমৈকবাক্যতা সম্ভবতি "যশ্চাগ্নিদাতা প্রেতস্য" ইত্যত্র প্রেতপদোপাদানাৎ তস্যাশ্চ প্রেতত্বাভাবাদিতি বাচ্যং, প্রেতস্য সংস্কৃতাগ্নিদাহস্যেতি তদর্থাৎ ন চৈবমপি তদগ্নিনা দগ্ধস্য উদাসীনস্যাপি পিণ্ডদানাপত্তিরিতি বাচ্যং প্রেতস্য তদগ্নিনা দাহত্বেন বেদবোধিতত্বেনৈতদর্থে তাৎপর্য্যাৎ। তথাচ তস্যাঃ পুত্রাদিসত্ত্বেঽপি তত্র দিনাত্রেব পূরকপিণ্ডদানং কার্য্যম্ ইতি ভাবঃ। স্বয়ং তত্র দিনানে তু স্বস্বপুত্রেণৈব পিণ্ডদানং কার্য্যমিতি বোধ্যম্। ভর্ত্তৃজায়ামিত্যত্র ভর্ত্তৃপদং তচ্ছরীরপরং ততশ্চ শ্রবণ-কুণ্ডলবৎ তৎকালীনভর্ত্তৃশরীরসত্তাবোধনায় ভর্ত্তৃপদমিতি ভাবঃ। ইমাম্ ইতি পাঠঃ। ইম-মিতি পাঠে ধর্ম্মমিত্যস্য বিশেষণম্। শ্রাবণীয়মন্ত্রমাহ ইমাঃ পতিব্রতা ইত্যাদি। পিতৃমেধেন ইতি পিতৃপদমত্র লক্ষণয়া ত্যক্তদেহপরং, তস্য মেধো দেহদাহঃ চিতারোহণমিতি যাবৎ।

ক্রিয়ার কর্ত্তাই ঐ স্ত্রীর ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়াও করিবে।" উপরে যে, ঔর্দ্ধ-দেহিক ক্রিয়ার কথা বলা হইয়াছে, উহাতে পূরকপিণ্ডদানান্ত ক্রিয়াই বুঝিতে হইবে; কারণ, তাহ'লেই "যে ব্যক্তি প্রেতের মুখাগ্নি করিবে, পূরক পিণ্ড সেই ব্যক্তিই প্রদান করিবে।" এই বায়ুপুরাণের বচনের সহিত উপরি উক্ত বচনের একবাক্যতা হয়। ব্রহ্মপুরাণে বলা হইয়াছে "প্রাজ্ঞ ব্যক্তি সেই স্বামিকুলের গৌরবরক্ষাকারিণী স্ত্রীকে যৎকালে স্বামীর চিতায় স্থাপিত করিবেন, তৎকালে সহগমনকারিণীদিগের যে সকল শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম লাভ হয়, তাহা শুনাইয়া দিবেন, এবং এই মন্ত্রটি পাঠ করিবেন। "এই স্থলে যে সকল পবিত্রচরিত্রা পতি-ব্রতাগণ অবস্থান করিতেছেন তাঁহারা সকলেই স্বামীর শরীরের সহিত অগ্নিতে প্রবেশ করুন। এই মন্ত্র শুনিয়া যে স্ত্রী ভক্তি ও শ্রদ্ধা সহকারে পিতৃমেধযজ্ঞ করে, সে স্বর্গলাভ করে, সে স্বর্গ প্রাপ্ত হয়।" উপরি উক্ত মূল সংস্কৃত বচনে "প্রমীতে"

স্বয়গ্রহণপূর্ব্বকানুমরণেহপি সহ ভর্ত্তৃশরীরেণেত্যনুহঃ প্রযোজ্যঃ; "দেশান্তরমৃতে পত্যাবি"ত্যাদিনা শরীরপ্রতিনিধিত্বেন তদীয়দ্রব্যবিধানাৎ। প্রতিনিধৌ চ যথাশ্রুতমন্ত্রপাঠমাহ কাত্যায়নঃ,—"শব্দেঽবিপ্রতিপত্তিরি"ত্যেতদ্বিবৃতমেকাদশীতত্ত্বে ॥ ৭ ॥

ন চ, "অগ্নিজলপ্রবিষ্টানাং ভৃগুসংগ্রামদেশান্তরমৃতানাং গর্ভাণাং জাতদন্তানাং মরণে ত্রিরাত্রেণ শুদ্ধিরি"তি কাশ্যপবচ-

তদ্রূপেণ মন্ত্রেণ ইত্যর্থঃ। অনূহ ইতি তথাহি প্রকৃতিবিকৃতিভাবস্থলে এবোহঃ অনুমরণস্ত ন সহমরণস্য বিকৃতিঃ কিন্তু প্রতিনিধিরিতি ভাবঃ; তথাচ সহ ভর্ত্তৃশরীরেণেত্যেব প্রযোজ্যং ন তু সহ ভর্ত্তৃপাদুকাদ্বয়েনেত্যাদিকমিতি ধ্যেয়ম্। শব্দেঽবিপ্রতিপত্তিরিতীতি শ্রুতশব্দাপরিত্যাগ ইত্যর্থঃ। প্রতিনিধিস্থলে শব্দে শ্রুতশব্দপ্রয়োগে কস্যাপি ন বিপ্রতিপত্তিঃ ন বিরুদ্ধা প্রতিপত্তিঃ; তথাচ প্রতিনিধিস্থলে যথাশ্রুত এব শব্দঃ প্রযোজ্য ইতি ভাবঃ। অতএব শ্রাদ্ধাদৌ মধুপ্রতিনিধিত্বেন গুড়দানেঽপি মধুবাতেতি মন্ত্রোঽবিকৃত এব পাঠ্যঃ ন তু গুড়পদোহেনেতি ॥ ৭ ॥

ন চেতি বাচ্যমিতি পরেণান্বয়ঃ। ভৃগুরুচ্চপ্রদেশঃ। সংগ্রামেতি তত্র বিমুখমৃতানাম্

শব্দের অর্থ—স্বামী মৃত হইলে, এবং পিতৃমেধ যজ্ঞ শব্দের অর্থ—চিতাধিরোহণ পাদুকাগ্রহণপূর্ব্বক অনুমরণ করিলেও "সহ ভর্ত্তুঃ শরীরেণ" (ভর্ত্তার শরীরের সহিত) ইত্যাদি মন্ত্র অবিকলই পাঠ করিতে হইবে, ভর্ত্তার পাদুকার সহিত এইরূপে মন্ত্রের পরিবর্ত্তন করিতে হইবে না; কারণ, অনুমরণের সময় যে পাদুকাগ্রহণের কথা বলা হইয়াছে, ঐ পাদুকাও "পতি দেশান্তরে মৃত হইলে," ইত্যাদি বচন দ্বারা, শরীরের প্রতিনিধিরূপেই যে গৃহীত হয়, ইহাই বুঝাইতেছে, এবং প্রতিনিধিস্থলে যে, যথাশ্রুত অর্থাৎ মন্ত্রটি প্রথমে যেমন উক্ত হইয়াছে, সেইরূপ পাঠ করিতে হইবে, সেকথা কাত্যায়ন বলিয়াছেন। যথা,—যথাশ্রুত শব্দের প্রয়োগে কোনরূপ মতভেদ দৃষ্ট হয় না" এ কথা একাদশীতত্ত্বে বিস্তৃত ভাবে আলোচিত হইয়াছে। ৭।

কেহ আশঙ্কা করিয়াছিল—আমরা কাশ্যপের একটি বচন দেখিতে পাই, "অগ্নিপ্রবিষ্ট, জলপ্রবিষ্ট, ভৃগুপতনে, সংগ্রামে বা দেশান্তরে মৃত ব্যক্তিদিগের এবং জাত-দন্ত বালকদিগের মরণে * তিন রাত্রের পর শুদ্ধি হইবে।"

(*) মূলবচনস্থিত 'গর্ভ' শব্দটীর কাশীরাম দুই প্রকার অর্থ ধরিয়াই ব্যাখ্যা করিয়াছেন, যথা,—'গর্ভ' শব্দের যদি 'ভ্রূণ' রূপ অর্থ গ্রহণ করা হয়, তাহা হইলে, সপ্তম ও

নাৎ সহমৃতায়া অপ্যগ্নিপ্রবেশেন ত্রিরাত্রাশৌচং, তত্রৈব তস্যাঃ পিণ্ডদানমিতি বাচ্যং; প্রাগুক্তং ব্রহ্মপুরাণে পৃথক্‌চিতা-সমারোহণমাত্রে ত্র্যহাশৌচবিধানাৎ, অন্যত্র ভর্ত্তৃতুল্যাশৌচ-প্রতীতেঃ। সহমরণে কাশ্যপোক্তত্রিরাত্রাশৌচাঙ্গীকারেঽপি তস্যাশৌচস্য বৃদ্ধ্যাপত্যাশৌচকালাবধিস্থায়িত্বম্।

"অন্তর্দ্দশাহে স্যাতাঞ্চেৎ পুনর্ম্মরণজন্মনী।
তাবৎ স্যাদশুচির্ব্বিপ্রো যাবত্তৎস্যাদনির্দ্দশম্॥"

ইত্যর্থঃ, সপুত্রমরণে সদ্যঃশৌচবিধানাৎ। গর্ভাণামিতি সপ্তমাষ্টমমাসয়োর্গর্ভপতনে যথেষ্টা-চরণসপিণ্ডানাং ত্রিরাত্রাশৌচবিধানাৎ তৎপরং বোধ্যং. গর্ভাণাং বালানামিত্যর্থকত্বে তু জাত-দন্তানাং বালানাং মরণে পিত্রোস্ত্র্যহাশৌচবিধানাৎ তৎপরং বোধ্যং, তত্রৈব ত্রিরাত্র এব পিণ্ডদানং পূরকপিণ্ডদানম্, অশৌচান্তাহ্ণ্য এব তদ্বিধানাৎ। প্রাগুক্তেতি "ত্র্যহাশৌচ-

এই কাশ্যপের বচনানুসারে সহমৃতা স্ত্রীরও অগ্নিপ্রবেশে মৃত্যু হওয়ায় ত্রিরাত্র অশৌচ হইবে, কাজেই ঐ ত্রিরাত্রাশৌচের মধ্যেই তার পূরক পিণ্ড দান করাইত উচিত হয়? ইহার উত্তরে স্মার্ত্ত বলিতে-ছেন, "ন চ বাচ্যম্" একথা বলিতে পার না। পূর্ব্বেই এই আপত্তির উত্তর এক প্রকার বলা হইয়াছে, কারণ ব্রহ্মপুরাণের বচনে কেবলমাত্র পৃথক্ চিতায় আরোহণ কারীর পক্ষেই ত্রিরাত্রাশৌচের বিধান করায়, পৃথক্ চিতারোহণ ভিন্ন স্থলে যে, স্ত্রীর অশৌচ স্বামীর অশৌচের তুল্য হইবে, ইহাই প্রতীত হইতেছে। আরও একটী কথা, যদিও তোমার জেদের অনুরোধে সহমরণে কাশ্যপোক্ত তিনরাত্রি মাত্র অশৌচ স্বীকার করা যায়, তাহইলেও সেই অশৌচ পতির মৃত্যুজন্য অশৌচের যোগে বৃদ্ধি পাইয়া পতির অশৌচের অন্তদিন অবধি স্থায়ী হইবে। কারণ "পূর্ব্বজাত দশাহ অশৌচের মধ্যে যদি আর একটি জনন বা মরণাশৌচ সম্ভবটিত হয়, তাহ'লে পূর্ব্বোক্ত দশাহ অশৌচের যে কাল পর্য্যন্ত অন্ত না হয়, ব্রাহ্মণ সেই পর্য্যন্ত অশুচি

অষ্টম মাসের গর্ভ পতনে যথেষ্টাচারী সপিণ্ড দিগের যে, ত্রিরাত্রাশৌচ বিহিত হইয়াছে, কাশ্যপের এই বচনটীকে তদ্বিষয়কই বুঝিতে হইবে, আর গর্ভ' শব্দের যদি 'বালক'রূপ অর্থ ধরা হয়, তাহা হইলে, জাতদন্ত পদটি উহার বিশেষণ, এবং জাতদন্ত বালকের মৃত্যুতে পিতামাতার যে ত্রিরাত্রাশৌচ বিহিত হইয়াছে, এই বচনটি তদ্বিষয়কই বুঝিতে হইবে।

ইতি মনুক্তাশৌচসঙ্করে পরাশৌচস্য পূর্ব্বাশৌচকালাবধিস্থায়িত্বপ্রতীতেঃ। ততশ্চ যথাশৌচকালসঙ্কোচে তন্মধ্য এব সঙ্কলয্য পিণ্ডদানম্, তথশৌচকালবৃদ্ধাবপি যাবদশৌচং যথাক্রমং দশপিণ্ডা দেয়া ইতি। ৮।

অতএব জিকনীয়ান্ত্যেষ্টিবিধ্যনুমরণবিবেকয়োর্ব্যাসঃ,—
"সংস্থিতং পতিমালিঙ্গ্য প্রবিশেদ্‌যা হুতাশনম্।
তস্যাঃ পিণ্ডাদিকং দেয়ং ক্রমশঃ পতিপিণ্ডবৎ॥" বিষ্ণুঃ,—
"অন্বিতা পিণ্ডদানস্তু যথা ভর্ত্তুর্দিনে দিনে।
তদন্বারোহণী যস্মাত্তস্মাৎ সা নাত্মঘাতিনী॥"
অত্রানুঃ সহার্থঃ। "পতিমালিঙ্গ্যে"ত্যনেনৈকবাক্যত্বাৎ

নিবৃত্তে তু শ্রাদ্ধং প্রাপ্নোতি শাস্ত্রবদি"তি প্রাগুক্তেত্যর্থঃ। তস্য বৃদ্ধ্যা ত্রিরাত্রাশৌচস্য বৃদ্ধ্যা তাবৎ স্যাদশৌচমিতি পরাশৌচনিমিত্তেনেত্যর্থঃ। তদিতি পূর্ব্বাশৌচনিমিত্তমিত্যর্থঃ, অনির্দশমিতি অনির্গতদশকালমিত্যর্থঃ, অতো ন মাসাশৌচাদিষ্বতে দোষ ইতি। সংকলয্য সমতয়া বিভজ্য ত্রিরাত্রাশৌচে বিভাগে শেষদিনে পিণ্ডচতুষ্টয়দানেঽপি সমত্বং দশমস্য শেষদিনসমাপ্যত্বাৎ, মাসাশৌচাদৌ সংকলনপ্রকারান্তরং বক্ষ্যতীতি ধ্যেয়ম্॥ ৮॥

সংস্থিতং মৃতম্, ক্রমশো মরণক্রমেণ। তথাচাদৌ তন্ত্রে পিণ্ডাদিকং দত্ত্বা পশ্চাৎ পত্ন্যৈ দেয়মিতি ভাবঃ। অন্বিতেতি সহমৃতেত্যর্থঃ। তদন্বারোহণী তেন সহ চিতারোহণী। অন্বি-

---

হইবে।" এই মনুবচন দ্বারা অশৌচ সঙ্কর ঘটিলে পরজাত অশৌচের যে পূর্ব্বজাত অশৌচের সহিত শেষ হয়, ইহাই প্রতীত হইতেছে। অতএব অশৌচের সঙ্কোচ হ্রাস হইলে, যেমন সেই সঙ্কুচিত অশৌচকালের মধ্যে সঙ্কলন হিসাব করিয়া পূরকপিণ্ডদান করিতে হয়, সেইরূপ অশৌচ কালের বৃদ্ধি স্থলেও যতকাল অশৌচ থাকিবে, তন্মধ্যে দশপিণ্ড দিতে হইবে। ৮।

এই জন্যই জিকণ প্রণীত অন্ত্যেষ্টিবিধি নামক গ্রন্থে এবং অনুমরণবিবেক নামক গ্রন্থে ব্যাসের এইরূপ একটি বচন উদ্ধৃত হইয়াছে—"যে স্ত্রী মৃত পতিকে আলিঙ্গন করিয়া হুতাশনে প্রবেশ করে, পতির পূরক পিণ্ডের ন্যায় ক্রমশঃ তাহারও পূরক পিণ্ড দান করিতে হইবে।" বিষ্ণু বলিয়াছেন—"স্বামীর সহিত একচিতারোহণকারিণী রমণীকে যখন প্রতিদিন স্বামীর সহিত পিণ্ডদান করা হয়, অতএব তাহাকে আত্মঘাতিনী বলা যায় না।" ঐ মূল বচনে যে 'অনু' শব্দ আছে তাহার অর্থ—সহ। কেননা, তাহা হইলে, "পতিকে আলিঙ্গন করিয়া" ইত্যাদি বচনের সহিত এই

স্বাম্যশৌচাভ্যন্তরে পৃথক্‌চিতাবৃতায়াস্ত্র্যহেণ পিণ্ডদানং, স্বাম্যশৌচাপগমে তু শ্রাদ্ধম্।

"অন্বিতায়াঃ প্রদাতব্যা দশপিণ্ডাস্ত্র্যহেণ তু।

স্বাম্যশৌচব্যতীতে তু তস্যাঃ শ্রাদ্ধং বিধীয়তে॥" ইতি জিকনধৃতপৈঠীনসিবচনাৎ। আগ্নিপুরাণস্থেদমিতি শূলপাণিঃ। অত্রানুঃ পশ্চাদর্থঃ। অতীতে তু তত্র শৌচে পাদুকাদ্বয়মুপাদায় জ্বলদগ্নিপ্রবেশে ত্র্যহাশৌচব্যবস্থয়া পিণ্ডদানং, চতুর্থদিনে শ্রাদ্ধং, পূর্ব্বোক্তব্রহ্মপুরাণবচনাৎ॥ ৯॥

তায়াঃ পশ্চানুমৃতয়াস্ত্র্যহেণ ত্বিতি অত্রাহহং স্বার্থলক্ষণয়া ত্র্যহপদম্ অনুমরণদিনমারভ্য ত্র্যহব্যাহৈকাহকালপরং, ত্র্যহানধিকদিনে তাৎপর্য্যাৎ, ততশ্চ পত্যশৌচমধ্যেঽনুমৃতায়াস্ত্র্যহপদমুপাদার্থে অনুমরণদিনমারভ্য ত্র্যহে প্রাপ্তে তত্রৈব দশপিণ্ডা দেয়াস্তদভাবে তু অনুমরণদিনমারভ্য দ্ব্যহৈকাহয়োরপি দশপিণ্ডা দেয়া ইতি ধ্যেয়ম্। স্বাম্যশৌচ ইতি—নহু স্বাম্যশৌচ ইত্যভিধানাৎ তাবৎ পর্য্যন্তং তস্যা অশৌচং নাস্তীতি প্রতীয়তে, তথাচ স্বাম্যশৌচাপগমে তস্যা অশৌচান্তদ্বিতীয়দিনকৃত্যলোপাপত্তিরিতি চেন্ন, স্বাম্যশৌচেন গুরুণা বৃদ্ধ্যা তদশৌচস্যাপি তাবৎ পর্য্যন্তস্থায়িত্বাভ্যুপগমাৎ অন্তরা স্বাম্যশৌচস্যাপি সত্ত্বেন "স্বাম্যশৌচব্যতীতে ত্বি"ত্যুক্তমিতি ধ্যেয়ম্। পূর্ব্বোক্তেতি "দেশান্তরমৃতে পত্যাবি"ত্যাদি "ত্র্যহাশৌচে নিবৃত্তে তু শ্রাদ্ধং প্রাপ্নোতি শাশ্বতং" ইত্যন্ত পূর্ব্বোক্তেত্যর্থঃ॥ ১॥

বচনের একবাক্যতা হয়। অতএব এইরূপ ব্যবস্থা স্থির হইল যে, স্বামীর অশৌচের মধ্যে পৃথক্ চিতায় আরোহণকারিণীর তিনদিনে পূরক পিণ্ড দান করিবে। স্বামীর অশৌচের অন্ত হইলে কিন্তু শ্রাদ্ধ করিবে। কারণ, আমরা জিকন কর্ত্তৃক উদ্ধৃত পৈঠীনসীর একটি বচন দেখিতে পাই যে, "অনুমরণকারিণীর উদ্দেশে তিন দিনেই দশ পিণ্ড দান করিবে এবং স্বামীর অশৌচ অতীত হইলে তাহার শ্রাদ্ধ করিবে।" শূলপাণি এই বচনটিকে অগ্নিপুরাণীয় বলিয়া স্থির করিয়াছেন। ঐ বচনস্থিত অনুশব্দের পশ্চাৎ অর্থ অর্থাৎ স্বামীর দাহের পর। কিন্তু স্বামীর মৃত্যু জন্য অশৌচকাল অতীত হইবার পর যদি কোন স্ত্রী মৃত স্বামীর পাদুকাদি গ্রহণপূর্ব্বক জ্বলন্ত চিতানলে প্রবেশ করে, তাহ'লে তাহার পক্ষে ত্রিরাত্র মাত্র অশৌচের ব্যবস্থা থাকায়, তাহার তিন দিনেই পূরক পিণ্ড এবং চতুর্থ দিনে শ্রাদ্ধ করিবে। পূর্ব্বোল্লিখিত ব্রহ্মপুরাণের বচনে ঐরূপই বিধান করা হইয়াছে। ৯।

যত্র তু ভর্তুঃ সংগ্রামহতত্বাদিনা সদ্যঃশৌচং তত্র পৃথক্ চিতামৃতাশৌচস্য পূর্ব্বোক্তব্রহ্মপুরাণবচনাৎ ত্রিরাত্রত্বেন বহু-কালব্যাপিত্বেন গুরুত্বাৎ তেনৈব পূর্ব্বাশৌচস্য ব্যপগমাৎ তত্র ভর্তুরপি ত্র্যহেণ পিণ্ডদানং, তত্রাপ্যেকচিতারোহণে তন্ত্র শৌচ-ব্যপগমাৎ শুদ্ধিঃ।

"সংস্থিতং পতিমালিঙ্গ্যে"তি "অস্থিতাপিণ্ডদানমি"তি পূর্ব্বোক্তবচনাভ্যামেকবাক্যত্বাৎ অগ্নিপ্রবেশে সুমন্তুনা সদ্যঃ শৌচবিধানাচ্চ। যথা—

সদ্যঃশৌচমেকাহাশৌচং, যাবদশৌচং পিণ্ডান্ দদ্যাদিতি বচনাদশৌচমধ্যে পিণ্ডদানস্যুরোধাৎ, তত্র সদ্যঃপক্ষস্য একাহার্থাভ্যুপগমাৎ ইতি পৃথক্চিতামৃতায়া ভর্তুরপি ত্র্যহেণ পিণ্ডদানমিত্যন্বয়ঃ। পূর্ব্বোক্তেতি দেশান্তরমৃতে পত্যাবিত্যাদি পূর্ব্বোক্তেত্যর্থঃ। অথ বৃদ্ধিমত্ত্বাদিতি—অথ বৃদ্ধিমত্ত্বপ্রয়োজকত্বঞ্চ বহুকালীনত্বাদিকং বোধ্যং, তেনৈব পৃথক্চিতা-মৃতায়া অশৌচেনৈব পূর্ব্বাশৌচস্য ভর্তুরপি ত্র্যহেণেতি; তথাচ ত্রিরাত্রাশৌচেন গুরুণা লঘোঃ সদ্যঃশৌচস্য বৃদ্ধ্যা ভর্তৃশৌচমপি ত্র্যহপর্য্যন্তস্থায়ীতি ভাবঃ। তত্রাপি পত্যুঃ সদ্যঃশৌচস্থলেঽপি পতিতুল্যাশৌচং কল্প্যতে ইতি ভাবঃ। সংস্থিতমিতি—"সংস্থিতং পতিমালিঙ্গ্য প্রবিশেদ্‌যা হুতাশনম্।" ইত্যাদি পূর্ব্বমুক্তম্, অস্থিতা পিণ্ডদানন্তু যথা ভর্তুর্দিনে দিনে ইতি। অত্র চ পত্যুঃ সদ্যঃ শৌচস্থলে সহ-মৃতায়া যদি ত্র্যহাশৌচং স্বীক্রিয়তে, তদা যাবদশৌচং পিণ্ডান্ দদ্যাদিতি বচনাৎ

কিন্তু যেস্থলে স্বামীর যুদ্ধ ক্ষেত্রে হত হওয়া প্রভৃতি কারণ নিবন্ধন সদ্যঃশৌচ হইবে, অর্থাৎ এক দিনেই অশৌচের অপগম হইয়া শুদ্ধি হইবে, সেরূপ স্থলে স্ত্রী যদি ভর্ত্তার অশৌচ কালের মধ্যে ভিন্ন চিতায় আরোহণ করে, তাহ'লে পৃথক্ চিতারোহণে মৃতা স্ত্রীর অশৌচ, পূর্ব্বোক্ত ব্রহ্মপুরাণের বচনানুসারে ত্রিরাত্র স্থায়ী হওয়ায় স্বামীর অশৌচ অপেক্ষা বহুকালব্যাপী সুতরাং উহাকে গুরু বলিতে হইবে, কাজেই ঐ স্ত্রীর অশৌচের সহিতই পূর্ব্ব অশৌচ অর্থাৎ স্বামীর অশৌচ অপগত হইবে এবং স্বামীর পূরক পিণ্ডও তিন দিনের দিন দিতে হইবে। কিন্তু যদি সংগ্রামে নিহত প্রভৃতি স্বামীর সহিত স্ত্রী এক চিতায় আরোহণ করে, তাহ'লে স্বামীর অশৌচের নিবৃত্তির সহিতই শুদ্ধি হইবে। পূর্ব্বোল্লিখিত "মৃত পতিকে আলিঙ্গন করিয়া," ইত্যাদি এবং "স্বামীর সহিত এক চিতারোহণকারিণী রমণীকে" ইত্যাদি বচন দ্বারা ঐরূপই স্থির করা হইতেছে, এবং অগ্নি-প্রবেশে মৃত ব্যক্তির সুমন্তু যে, সদ্যঃশৌচ বিধান করিয়াছেন [illegible]

"ভৃগ্বগ্নিজলসংগ্রামদেশান্তরস্থসন্ন্যাসানশনাশনিমহাধ্বনিকানামুদকক্রিয়া কার্য্যা সদ্যঃশৌচং ভবতীতি।"

ভৃগুরুচ্চদেশঃ, মহাধ্বনিকঃ পুণ্যার্থং হিমালয়াবধিকমহাপথগমনেন সম্পাদিতমরণঃ। ন চৈতৎ "সদ্যঃশৌচং নিত্যং বেদাধ্যাপকৈরগ্নিহোতৃভিরেকাহাশৌচিভিশ্চ কর্ত্তব্যমি"তি হার-

---

ভর্তুরেকাহেনৈব পিণ্ডদানং, সহমৃতায়াস্ত্র্যহেণ স্যাৎ, তথা সতি পতিপিণ্ডদানতুল্যাপিণ্ডদানং ন স্যাৎ, যদি চ সহমৃতায়াস্ত্র্যহাশৌচাঙ্গীকারেঽপি একাহেনৈব পিণ্ডদানং, তদা যাবদশৌচমিত্যস্য ব্যাঘাতঃ স্যাদিতি, এতচ্চাশৌচমধ্যে সহমরণে বোধ্যং, তত্রাপি ভর্ত্রশৌচব্যপগমে সহমরণে ত্রিরাত্রমশৌচম্, অগ্নিজলপ্রবিষ্টানাং গর্ভাণাং জাতদন্তানাং মরণে ত্রিরাত্রেণ শুদ্ধিরিতি পূর্ব্বোক্তকাশ্যপবচনাদিতি ধ্যেয়ম্। নন্ত্র্যহাশৌচেন গুরুণা লঘুনঃ সদ্যঃশৌচস্য কথং ন বৃদ্ধিস্তত্রাহ—অগ্নিপ্রবেশে সুমন্তুনা ইতি। নন্বগ্নিপ্রবেশে কাশ্যপেন ত্রিরাত্রাশৌচমুক্তং, সুমন্তুনা সদ্যঃশৌচং, তথাচানয়োর্ব্বিরোধ ইতি চেন্ন, যত্র পত্যুঃ সদ্যঃশৌচং তত্র সহমৃতায়া অপি সদ্যঃশৌচম্, অন্যত্র তু ত্রিরাত্রাশৌচমিতি বিরোধাভাবাদিতি ধ্যেয়ম্। দেশান্তরস্থেঽশৌচমধ্যেঽজ্ঞাতমরণকে ইত্যর্থঃ। সন্ন্যাসীতি অত্র সন্ন্যাসী ত্রিদণ্ডী বোধ্যঃ, অন্যসন্ন্যাসিমরণেঽশৌচাভাবাদিতি। শিখা-যজ্ঞোপবীত-বংশদণ্ডরূপ-দণ্ডত্রয়ধারণাৎ ত্রিদণ্ডী সন্ন্যাসিবিশেষঃ। একাহাশৌচিভিরিতি যত্রাশেষৈঃ পূর্ণ শৌচং, তত্র একাহাশৌচিভিরিত্যর্থঃ। বচনান্তরেতি। "সংস্থিতং পতিমালিঙ্গ্য প্রবিশেদ্‌যা হুতাশনম্।" তস্যাঃ পিণ্ডাদিকং দেয়ং ক্রমশঃ পতিপিণ্ডবৎ" "অন্বিতা পিণ্ডদানন্তু যথা ভর্তুর্দিনে দিতে।" ইত্যাদি

খাটিতেছে; সুমন্তুর বচনটি যথা,—"ভৃগুপতনে, অগ্নিপ্রবেশে, জলে ডুবে, যুদ্ধক্ষেত্রে, দেশান্তরে, সন্ন্যাস গ্রহণের পর, অনশন (না খাওয়া) ব্রত করিয়া, বজ্রাঘাতে এবং মহাপথ গমনে মৃত ব্যক্তিদিগের উদকক্রিয়া অবশ্য কর্ত্তব্য, কিন্তু তাহাদের সদ্যঃশৌচ (সদ্য সদ্যই অশৌচের অপগম ও শুদ্ধি) হইবে। "মূল বচনে যে "ভৃগু" কথাটি আছে, তাহার অর্থ উচ্চদেশ, "মহাধ্বনিক" শব্দের অর্থ যে ব্যক্তি পুণ্য সঞ্চয়ার্থ হিমালয়াবধিক মহাপথ গমন দ্বারা আপনার মৃত্যুর সম্পাদন করিয়াছে। কেহ বলিয়াছিল, হারলতা নামক গ্রন্থে যে, "বেদাধ্যাপক, অগ্নিহোত্রী প্রভৃতি একাহাশৌচী ব্যক্তিগণ নিত্যই সদ্যঃ শৌচ করিবে।" এইরূপে সদ্যঃ শৌচের অধিকারী নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, সুমন্তু কর্ত্তৃক ভৃগুপতনাদিতে মৃত ব্যক্তির, সদ্যঃ শৌচের বিধানও তাহাদের সম্বন্ধেই বুঝিতে হইবে। তুমি যে সংগ্রামে নিহত স্বামীর সহিত একচিতাধিরোহণে মৃতার পক্ষে লাগাইতেছ তাহা নহে। স্মার্ত্ত বলিতেছেন—একথা বলিতে পার না, কেননা, সুমন্তুর উক্ত বচনের

লতাদত্তবিষয়ত্বেন নৈতদ্বিষয়কমিতি বাচ্যং, তন্মাত্রবিষয়কত্বে প্রমাণাভাবাৎ, সামান্যমুখপ্রবৃত্ততয়া, বচনান্তরসম্বাদিতয়া চৈতদ্বিষয়কমপি।

অন্যথা কাশ্যপোক্তত্রিরাত্রাশৌচমপি অগ্নিজলসংগ্রামপ্রবিষ্টানাং প্রমাদাদেব মরণ ইতি হারলতাদর্শনাদনুমরণবিষয়কং

বচনৈকবাক্যতয়া ইত্যর্থঃ। এতদ্বিষয়কমপীতি তথা চ সদ্যঃশৌচবিধায়ক ভৃগ্বগ্ন্যাদিসুমন্তুবচনস্য একাহাশৌচী চ, এতচ্চ, দ্বয়মেব বিষয়ো নান্যদিতি সিদ্ধান্ত ইতি বোধ্যম্। অন্যথেতি হারলতাকারেণ যো বিষয়ো দর্শিতঃ স এব বিষয়োঽস্য ইতি চেত্যর্থঃ। কাশ্যপোক্তেতি অগ্নিজলপ্রবিষ্টানাং জাতদন্তানাং গর্ভাণাং মরণে ত্রিরাত্রেণ শুদ্ধিরিতি কাশ্যপেনোক্তেত্যর্থঃ। অনুমরণবিষয়কং ন স্যাদিতি—নন্বু কাশ্যপবচনস্য অনুমরণবিষয়কত্বাভাবে কা ক্ষতিঃ "ত্র্যহাশৌচনিবৃত্তে তু শ্রাদ্ধং প্রাপ্নোতি শাস্ত্রবিদি"তি ব্রহ্মপুরাণবচনাদেবানুমরণে ত্র্যহাশৌচপ্রাপ্তেরিতি চেন্ন, বিধিদ্বয়কল্পনাপত্তেঃ, তথাহি—প্রমাদাদগ্ন্যাদিমরণে ত্র্যহাশৌচং কুর্য্যাৎ ইত্যেকো বিধিঃ, অনুমরণে ত্র্যহাশৌচং কুর্য্যাদিত্যপরঃ, অনুমরণস্য কাশ্যপবচনবিষয়ত্বে তু একো বিধিঃ। তথাহি অবৈধবুদ্ধিপূর্ব্বককমরণান্যবহ্ন্যাদিমরণে ত্র্যহাশৌচং কুর্য্যাদিতি, অগ্ন্যাদিমরণে ত্র্যহাশৌচং কুর্য্যাৎ ইতি সামান্যবিধিস্তু ন সম্ভবতি, অবৈধবুদ্ধিপূর্ব্বক-বহ্ন্যাদিমরণে আত্মঘাতিত্বাদশৌচাভাবাদিতি ধ্যেয়ম্। কাশ্যপবচনমিতি অগ্নিজলপ্রবিষ্টানামিত্যাদি ত্রিরাত্রবিধায়ককাশ্যপবচনমিত্যর্থঃ। ব্রহ্ম-

যে, কেবল মাত্র বেদাধ্যাপকাদিই বিষয় তাহার কোন প্রমাণ নাই অর্থাৎ সুমন্তু-বচনের তথাবিধ একাহাশৌচী এবং এইরূপে সহমৃতা, এই উভয়ই বিষয়। আরও দেখ, উক্ত বচনটি যখন সামান্যতঃ সকল প্রকার অগ্নিপ্রবেশে মৃত্যুবিষয়ে উক্ত হইয়াছে, এবং "মৃতপতিকে আলিঙ্গন করিয়া" ইত্যাদি বচনান্তরের সহিত উহার অর্থের সমন্বয় ঘটিতেছে, তখন উহাকে একচিতারোহণমৃতাবিষয়কও বলা যাইতে পারে। তাহা না বলিয়া যদি হারলতার বাক্যকে প্রমাণ করিয়া ভৃগুপতনাদিতে মৃত্যু জন্য সদ্যঃশৌচ কেবল বেদাধ্যাপকাদির পক্ষেই বলা হয়, তবে হারলতার আর একটী বাক্য আছে যে, "কাশ্যপ যে অগ্নি, জল ও সংগ্রামে প্রবিষ্টদিগের ত্রিরাত্রাশৌচের কথা বলিয়াছেন, উহা প্রমাদবশতঃ অগ্নিতে জলে বা সংগ্রামে যাহারা মৃত হয়, তাহাদের পক্ষেই বুঝিতে হইবে; ইচ্ছাপূর্ব্বক অগ্নিপ্রভৃতিতে প্রবিষ্ট হইয়া মৃত ব্যক্তিদিগের পক্ষে নহে।" এই বাক্যানুসারে অনুমৃতাদিগেরও ত্রিরাত্রাশৌচ হইতে পারে না। অতএব কাশ্যপের বাক্যটিকে ব্রহ্মপুরাণে ত্রিরাত্রশৌচ-বিধায়ক বচনের সহিত একবিষয়কই বুঝিতে হইবে।

ন স্যাৎ, তস্মাৎ কাশ্যপবচনং ব্রহ্মপুরাণসমানবিষয়কমিতি সুমন্তুবচনঞ্চ সংগ্রামহতভর্তৃসহগমনবিষয়কমপীতি॥ ১০॥

ন চাত্র যোগসিদ্ধ্যধিকরণবিরোধান্ন সমুচ্চিতফলসিদ্ধিরিতি বাচ্যম্, যোগসিদ্ধ্যধিকরণে "হি যঃ পুত্রকামো, যঃ পশুকাম" ইত্যাদিনা যজ্ঞক্রতুমুপক্রম্য "একস্মৈ বা কামায়ান্যে যজ্ঞক্রতব

পুরাণেতি ব্রাহ্মণাশৌচনিবৃত্তেষ্বিত্যাদি ত্রিরাত্রবিধায়ক-ব্রহ্মপুরাণেত্যর্থঃ। সুমন্তুবচনঞ্চেতি ভৃগ্বগ্নীত্যাদি সদ্যঃশৌচবিধায়ক-সুমন্তুবচনঞ্চেত্যর্থঃ॥ ১০॥

..অথ যোগসিদ্ধ্যধিকরণম্। নমু সকৃদনুষ্ঠিতেন সহমরণেন নানাফলং জায়তে ইতি সিদ্ধান্তঃ স কথং সংগচ্ছতাং, তথাহি যথা দর্শপৌর্ণমাসয়োর্নানাফলজনকত্বেঽপি সকৃদনুষ্ঠানাদেকমেব ফলং জায়তে, ন তু নানাফলং, তয়োর্নানাফলজনকত্বন্ত অনুষ্ঠানভেদাৎ, তথেহাপি ভবিষ্যতীত্যাশঙ্কতে ন চেতি ; বাচ্যমিতি পরেণান্বয়ঃ। অত্র সহমরণস্থলে ন সমুচ্চিতফলসিদ্ধিঃ সকৃদনুষ্ঠানায় নানাফলসিদ্ধিঃ। হি যতঃ, য ইতি যঃ পুত্রকামঃ স পুত্রেষ্টিং কুর্য্যাৎ যঃ পশুকামঃ স পশ্বিষ্টিং কুর্য্যাৎ, ইত্যর্থঃ। যজ্ঞেতি যজ্ঞাশ্চ ক্রতবশ্চ তানিত্যর্থঃ, সসোমকো যজ্ঞঃ, অসোমকঃ ক্রতুরিতি তয়োর্ভেদঃ, অতো ন পৌনরুক্ত্যম্। কেচিত্তু সযূপো যজ্ঞঃ, নির্যূপঃ ক্রতুঃ ইতি ভেদমাহুঃ। একস্মৈঃ ইতি পাঠঃ. একৈকস্মৈ ইতি কচিৎ,বা শব্দ এবকারার্থঃ। কামায় ফলায়। তথাচ একমাত্রফলায় তত্তদপরফলাভাববিশিষ্ট-

---

ব্রহ্মপুরাণে যেরূপ চিতানলে প্রবেশ স্থলে ত্রিরাত্রশৌচ বিহিত হইয়াছে, কাশ্যপের বচনেও সেইরূপ অগ্নিপ্রবেশে মৃত্যুই অভিপ্রেত বলিতে হইবে, কাজেই সুমন্তুর বাক্যটিকেও সংগ্রামনিহত স্বামীর সহমরণ বিষয়ক বলিতে হইবে। ১০।

কেহ বলিয়াছিল, উক্ত সহমরণ বিষয়ক বচনে যে স্বর্গবাসাদি বিবিধ ফলের কথা বলা হইয়াছে, ঐ বিবিধ ফল কখনই এক ব্যক্তির সিদ্ধ হইতে পারে না,—একই ব্যক্তি যখন একবার একটীমাত্র ক্রিয়ারই অনুষ্ঠান করিতেছে, তখন সেই একবারমাত্র অনুষ্ঠিত একটি ক্রিয়া হইতে বিবিধ ফলের সিদ্ধি কিরূপে হইবে? ঐরূপ এক ক্রিয়া হইতে বিবিধ ফলসিদ্ধি স্বীকার করিলে মীমাংসোক্ত যোগসিদ্ধিপ্রকরণে, 'একবারমাত্র অনুষ্ঠিত কর্ম্ম হইতে, একই কর্ত্তা নানা ফল লাভ করিতে পারে না,' এইরূপ যে সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে, তাহার সহিত বিরোধ হইয়া পড়ে। স্মার্ত্ত বলিতেছেন, এ কথা বলিতে পার না ; দেখ, যোগসিদ্ধির অধিকরণে "যে পুত্রাভিলাষী" "যে পশু-অভিলাষী," ইত্যাদি আরম্ভক বাক্যদ্বারা যজ্ঞ এবং ক্রতু সকলের প্রকরণ তুলিয়া "যে কোনও একটী কামনার নিমিত্ত

আহ্রিয়ন্তে, সর্ব্বেভ্যো দর্শপৌর্ণমাসাবি"ত্যুক্তং তত্র তত্তদ্বিধি-বাক্যেষু নিরপেক্ষফলশ্রুতেঃ কামনাভেদান্ন কর্ত্রৈক্যম্। ততশ্চ সর্ব্বশব্দেন প্রকৃতবাচিনা নিরপেক্ষাণামেব পুত্রাদিফলানাং দর্শপৌর্ণমাসসম্বন্ধেঽবগতে প্রয়োগভেদাদেব ভবতু তত্র তত্তৎ-

তত্তদেকফলায়েতি যাবৎ ইতি। এতদভিধানঞ্চ দর্শপৌর্ণমাসয়োরুৎকর্ষজ্ঞাপনার্থম্। অন্যে দর্শপৌর্ণমাসা ভিন্নাঃ। সর্ব্বেভ্য ইতি একমাত্রতত্তৎসর্ব্বফলমুদ্দিশ্যেত্যর্থঃ। নিরপেক্ষ-ফলশ্রুতেঃ একমাত্রফলশ্রুতেঃ। তত্তদপরফলাভাববিশিষ্টতত্তদেকফলশ্রুতেরিতি যাবৎ। ন কর্ত্রৈক্যং, ন নানাফলকামনাবিশিষ্টত্বেন কর্ত্রৈক্যং ন নানাফলবিশিষ্ট একঃ কর্ত্তেতি যাবৎ, যদ্বা কর্ত্রৈক্যমিতি ভাবপ্রধানো নির্দ্দেশঃ। তথাচ—ন কর্তৃত্বৈক্যমিত্যর্থঃ, কামনা-প্রযোজ্যায়াঃ কৃতিরূপকর্তৃতায়াঃ কামনাভেদেন ভেদাৎ। এবঞ্চ কর্ত্তুরেকত্বসম্ভবেঽপি ন ক্ষতিরিতি ধ্যেয়ম্। তথাচ প্রকৃতে সর্ব্বশব্দস্য প্রক্রান্তবাচিত্বাৎ পূর্ব্বং যদ্রূপেণোপস্থিতং পুত্রাদিরূপং ফলং, তদ্রূপেণ পুত্রত্বাদিনা পুত্রাদিফলবাচকেনেত্যর্থঃ। নিরপেক্ষাণামিতি তত্তদপরফলাভাববিশিষ্টানামিত্যর্থঃ, তথাচ পুত্রকামো দর্শপৌর্ণমাসৌ কুর্য্যাৎ, পশুকামো দর্শপৌর্ণমাসৌ কুর্য্যাদিত্যাদিরূপেণ নানৈব বিধিঃ ন তু পুত্রাদিসমুচ্চিতফলকামো দর্শ-পৌর্ণমাসৌ কুর্য্যাদিত্যেকো বিধিরিতি। এবঞ্চ প্রত্যেকফলকামনাবৎ পুরুষকৃতিসাধ্যত্বং দর্শপৌর্ণমাসয়োঃ সর্ব্বেভ্যো দর্শপৌর্ণমাসাবিতি শ্রুত্যা বোধ্যতে ইতি ভাবঃ। সম্বন্ধে অবগতে

নানাবিধ যজ্ঞ ও ক্রতুর আহরণ করা হয়, এবং ঐ সকল কামনার জন্য দর্শ এবং পৌর্ণমাস যাগ (আহৃত হয়)" এই কথা বলা হইয়াছে মাত্র। এক্ষণে দেখ,- ঐ যোগসিদ্ধির অধিকরণে যে কয়টি বিধিবাক্য অর্থাৎ যজ্ঞবিধায়ক বাক্য আছে, তাহাতে নিরপেক্ষ অর্থাৎ স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ফলের কথা থাকায়, কামনা-ভেদের প্রতীতি নিবন্ধন কর্ত্তার ('ঐ সকল যজ্ঞাদির অনুষ্ঠাতার) ঐক্য কিছুই প্রতীত হইতেছে না। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, যোগসিদ্ধির অধিকরণে বলা হইয়াছে, 'যে অমুক বস্তু কামনা করিবে, সে অমুক যজ্ঞের বা ক্রতুর অনু-ষ্ঠান করিবে'; এইরূপ পৃথক্ পৃথক্ কাম্যফলের জন্য পৃথক্ পৃথক্ রূপ যজ্ঞের বা ক্রতুর অনুষ্ঠানের বিধি করায়, একই ব্যক্তি যে ঐ সকল প্রকার যজ্ঞ বা ক্রতুর অনুষ্ঠানকারী হইবে। এরূপ প্রতীতি হইতেছে না। আরও দেখ, "সর্ব্বফল কামনার জন্য দর্শ পৌর্ণমাস যজ্ঞ" এই বাক্যে যে সর্ব্বশব্দটী আছে, উহা পূর্ব্বোক্ত পৃথক্ পৃথক্ রূপে অভিহিত কার্য্যফলের প্রত্যেকেরই বাচক, সুতরাং উহা দ্বারা পরস্পর নিরপেক্ষ পুত্রকামনাদিরূপ নানা ফলের সহিত দর্শ-পৌর্ণমাস যাগের সম্বন্ধ জ্ঞাত হওয়ায়, কামনানুসারে কর্ম্মের অনুষ্ঠান-

ফলসিদ্ধিঃ। তথাচ তদধিকরণে সিদ্ধান্তসূত্রম,—"যোগসিদ্ধির্ব্বা অর্থস্যোৎপত্ত্যযোগিত্বাদি"তি। অস্যার্থঃ—'বা'শব্দঃ সিদ্ধান্ত-দ্যোতনার্থঃ। "সর্ব্বেভ্যো দর্শপৌর্ণমাসাবি"ত্যত্রার্থস্য তত্তৎফলস্য যোগেন প্রয়োগভেদেন সিদ্ধিঃ, উৎপত্ত্যযোগিত্বাৎ সর্ব্বশব্দানু-কর্ষণীয়ানাং "যঃ পুত্রকামোঽযঃ পশুকাম" ইত্যাদ্যুৎপত্তিবাক্যে ফলানাং যুগপদসম্বন্ধাৎ।

প্রয়োগভেদাৎ অনুষ্ঠানভেদাৎ, তত্র দর্শপৌর্ণমাসস্থলে, তদধিকরণে যোগসিদ্ধ্যধিকরণে ইত্যর্থঃ। প্রয়োগভেদেন সিদ্ধিরিতি প্রয়োগভেদেনৈব সিদ্ধিঃ একানুষ্ঠানাদসিদ্ধিরিতি যাবৎ, তত্তৎ ফলং পক্ষঃ, একানুষ্ঠানজন্যত্বাভাবঃ সাধ্যঃ, উৎপত্ত্যযোগিত্বাদিতি হেতুঃ তথাচ সর্ব্বেভ্যো দর্শপৌর্ণমাসাবিত্যত্র সর্ব্বপদানুকর্ষণীয়তত্তৎফলং দর্শপৌর্ণমাসয়োরেকানুষ্ঠান-জন্যত্বাভাববৎ তয়োরেকানুষ্ঠানজন্যত্বেন শাস্ত্রাপ্রতিপাদিতত্বাৎ যৎ, একানুষ্ঠানজন্যত্বেন শাস্ত্রাপ্রতিপাদিতং, তৎ একানুষ্ঠানজন্যত্বাভাববদিতি নিয়ম ইতি উৎপত্তিবাক্যে প্রধানবিধি-বাক্যে, প্রাধান্যঞ্চ অঙ্গবিধ্যধিকারবিধিপ্রয়োগবিধ্যপেক্ষয়া যোষাম্ যুগপদসম্বন্ধাৎ যুগপদ্দর্শ-

ভেদেই একএকটী কার্য্যের জন্য এক একটী মাত্র ফলের সিদ্ধি হইবে, ইহাই স্থির হইতেছে। অর্থাৎ যে পুত্রকামনায় দর্শ-পৌর্ণমাস যাগ করিবে তাহার ঐ দর্শ-পৌর্ণমাস যাগ হইতে একমাত্র পুত্রলাভরূপ ফলের সিদ্ধি হইবে, এবং যে পশুকামনায় দর্শ-পৌর্ণমাস যাগ করিবে, তাহার ঐ দর্শ-পৌর্ণমাসের অনুষ্ঠান হইতে একমাত্র পশুলাভরূপ ফলের সিদ্ধি হইবে, ইত্যাদি রূপ বোধই হইতেছে, তাহাতে ক্ষতি কি? কিন্তু উহা দ্বারা এমন কিছু স্থির হইতেছে না যে, এক ব্যক্তি একবার অনুষ্ঠিত একটিমাত্র কর্ম্ম হইতে ঐ কর্ম্ম-ঘটিত বিধিবাক্য দ্বারা প্রতিপাদিত নানা ফলের লাভ করিতে অক্ষম হইবে। দেখ, ঐ যোগসিদ্ধির অধিকরণের সিদ্ধান্ত সূত্রটী দেখিতে এইরূপই বুঝা যায়, ঐ সূত্রটী এইরূপ— "অর্থের উৎপত্তির অসম্বন্ধ হওয়ায় যোগসিদ্ধিই" এই সূত্রের স্মার্ত্ত এইরূপ অর্থ করিয়াছেন,—এই সূত্রস্থিত "বা" (ই) শব্দটী সিদ্ধান্তের দ্যোতক। "সকল কামনার জন্যই দর্শ-পৌর্ণমাস যাগ" এই বাক্যে অর্থের অর্থাৎ নানাবিধ কাম্য ফল সকলের প্রতিপাদক বিধিবাক্যগুলি ভিন্ন ভিন্ন, সুতরাং সর্ব্বশব্দের দ্বারা অপেক্ষিত যে "পুত্রাভিলাষী, যে পশু অভিলাষী" ইত্যাদি উৎপত্তিবাক্যে অর্থাৎ বিধিবাক্যে নির্দ্দিষ্ট ফল সকলের কখনই যুগপৎ (এককালে) একটি অনুষ্ঠাতার সহিত সম্বন্ধ হইতে পারে না, কাজেই ঐ স্থলে যোগসিদ্ধি অর্থাৎ

ন চার্থস্য নানাবিধস্য উৎপত্ত্যযোগিত্বাৎ মহেন্দ্রাদিতত্তল্লোক-বাসাদীনাম্ একদোৎপত্ত্যসম্ভবাদিতি ব্যাখ্যানং যুক্তমিতি বাচ্যং, তড়াগোৎসর্গাদৌ একস্মাৎ কর্ম্মণঃ ক্রমিকনানা-ফলোক্তেঃ। তথাচ মৎস্যপুরাণম্,—

"এতান্মহারাজ বিশেষধর্ম্মান্ করোতি যোর্ব্ব্যামতিশুদ্ধবুদ্ধিঃ।
স যাতি রুদ্রালয়মাশু পূতঃ কল্পাননেকান্ দিবি মোদতে চ॥
অনেকলোকান্ সুমহত্তপাদীন্ ভুক্ত্বা পরার্দ্ধদ্বয়মঙ্গনাভিঃ।
সহৈব বিষ্ণোঃ পরমং পদং যৎ প্রাপ্নোতি তদ্‌যাগবলেন ভূয়ঃ॥"

পৌর্ণমাসানম্বয়াৎ, তত্র চ "পুত্রকামো দর্শপৌর্ণমাসৌ কুর্য্যাদি"ত্যাদিবিধিভিন্নবিধিত্বং হেতু-র্বোধ্যঃ, একানুষ্ঠানজন্যত্বেন শাস্ত্রাপ্রতিপাদিতত্বাদিতি তু যুগপদিত্যাদেঃ পর্য্যবসিতার্থ ইতি কেচিৎ। অর্থস্যোৎপত্ত্যযোগিত্বাদিতি—অন্যথা ব্যাচক্ষতে, এতদ্‌বয়তি নচেতি, বাচ্যমিতি পরেণান্বয়ঃ, নানাবিধস্যেতি ফলস্যেতি শেষঃ, ক্বচিত্তু নানাবিধফলস্যেত্যেব পাঠঃ। এক-দোৎপত্ত্যসম্ভবাদিতি—তথাচ নানাবিধং তত্তৎ ফলম্ একানুষ্ঠানজন্যং যুগপদসম্ভবোৎপত্তিক-ত্বাদিতি, সহমরণস্থলে তু যদৃশং ফলমুক্তং, তত্তৎ সর্ব্বং যুগপৎসম্ভবোৎপত্তিকং ন বেত্য-ভিপ্রায়ঃ। ক্রমিকেতি তথাচ একানুষ্ঠানজন্যত্বসাধকৌ যুগপদসম্ভবোৎপত্তিকত্বরূপৌ হেতু-

একটি একটি কর্ম্মের এক একটি স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ফলই স্বীকৃত হইয়া থাকে, কিন্তু সহমরণ স্থলে একই উৎপত্তি-বাক্যে নানা ফলের উল্লেখ থাকায়, উহা যোগসিদ্ধির অধিকরণের অধীন হইবে কেন? যদি বল, উক্ত যোগসিদ্ধি স্থলে নানাবিধ কাম্যফলের একই উৎপত্তিবাক্যের সহিত অসম্বন্ধ নিবন্ধন, যেমন পৃথক্ পৃথক্ রূপে সিদ্ধি হয়, সেইরূপ এই সহমরণ স্থলেও ইন্দ্রলোকবাসাদি নানাবিধ কাম্যফলঘটিত উৎপত্তিবাক্য অর্থাৎ বিধিবাক্যগুলিও পরস্পর বিভিন্ন, সুতরাং উহাদের প্রত্যেকের সহিত ঐ সমুদয় ফলের যুগপৎ অসম্বন্ধ হেতু ঐ ফলগুলিরও পৃথক্ পৃথক্ রূপেই সিদ্ধি হইবে অর্থাৎ একই সহমরণকারিণী যে সমুদয় ফল প্রাপ্ত হইবে তাহা নহে, কোনও সহমরণকারিণী ইন্দ্রলোকে বাস করিবে, কোনও সহমরণকারিণী স্বর্গে বাস করিবে, ইত্যাদিরূপ যুক্তি অনুসারে যোগসিদ্ধির অনুকূল ব্যাখ্যা করাই যুক্ত। এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে আমি বলিব যে, এরূপ ব্যাখ্যাও করিতে পার না; কারণ, তড়াগোৎসর্গাদি স্থলে একবারমাত্র অনুষ্ঠিত একই কর্ম্ম হইতে ক্রমশঃ যে নানাবিধ ফল সিদ্ধ হয়, তাহা বলা হইয়াছে। এ সম্বন্ধে মৎস্যপুরাণের বচন দেখ,—"হে মহারাজ! যে ব্যক্তি

তথেহাপি সর্ব্বনামপদাভাবাদার্থবাদিকফলানি সমুচ্চিতান্যেব কামনাবিষয়ো লাঘবাৎ।

আর্থবাদিকসমুচ্চিতনানাফলবিষয়কবিধিরপ্যেক এব কল্প্যতে লাঘবাৎ, ন হি নিমিত্তসাধারণ্যে বাংকৎ দিনা নৈমিত্তিকানাং

ব্যভিচারীতি ভাবঃ। অঙ্গনাভিঃ স্বস্ত্রীভিঃ সহৈব তদ্যোগবলেন তড়াগোৎসর্গাদিবলেন, ইহাপি সহমরণস্থলেঽপি, আর্থবাদিকেতি বিধিভিন্নবাক্যমর্থবাদঃ, স চ ত্রিবিধঃ, যথোক্তং ভট্টৈঃ—"বিরোধে গুণবাদঃ স্যাৎ অনুবাদোঽবধারিতে। ভূতার্থবাদস্তদ্ধানাবর্থবাদস্ত্রিধা মতঃ॥" সতি বিরোধে তদ্ভঙ্গনায় যত্র লক্ষণয়ান্বয়বোধস্তত্র গুণবাদঃ, যথা—যজমানঃ প্রস্তর ইত্যত্র প্রস্তরস্য কুশমুষ্টের্যাগকর্তৃত্ববিরোধাৎ সামানাধিকরণ্যোপপত্তয়ে গৌণ্যা বৃত্ত্যা প্রস্তরবিশিষ্টো লভ্যতে, তস্যাভেদেনান্বয়ঃ। অবধারিতে ইতি—প্রকরণান্তরেণাবধারিতস্যার্থস্য পুনঃ কথনমনুবাদঃ, যথা অগ্নির্হিমস্য ভেষজং নাস্তরীক্ষেঽগ্নিশ্চেতব্য ইত্যাদৌ। তদ্ধানৌ তয়োর্বিরোধাবধারণয়োরভাবে যত্র ভূতার্থকথনং, স ভূতার্থবাদঃ, যথা—'রামো রাজা বভূব' ইত্যাদৌ "ইন্দ্রঃ সুরপতিশ্চৈব বজ্রহস্তো মহাবল" ইত্যাদৌ চ। অত্র বিধিসমভিব্যাহৃতার্থবাদস্য প্রামাণ্যং তদ্ভিন্নস্য ন প্রামাণ্যম্ অগৃহীতগ্রাহকস্যৈব প্রামাণ্যাদলমতিবিস্তরেণ। লাঘবাৎ কামনায়া ঐক্যেন লাঘবাৎ, তথাহি সমুচ্চিতফলকামা সহমরণং কুর্য্যাদিতি বিধেঃ কামনৈক্যম্, এতৎফলকামা সহমরণং কুর্য্যাৎ, তৎফলকামা চ সহমরণং কুর্য্যাদিতি ক্রমেণ প্রত্যেকবিধিত্বে তু কামনায়া নানাত্বাৎ গৌরবং স্যাদিতি ভাবঃ। বিধিরপীতি তথাচ সমুচ্চিততত্তন্নানাফলকামা সহমরণং কুর্য্যাদিতি সামান্যতঃ একবিধিকল্পনেন নানাবিধিকল্পনাপেক্ষয়াপি লাঘবসম্ভবাদিতি ভাবঃ। নমু তড়াগোৎসর্গাদাবপি পৃথগনুষ্ঠানাদেব তত্তৎফলসিদ্ধিরস্তু, ইত্যাশঙ্কায়ামাহ—ন হীতি। যদ্বা নমু তড়াগোৎসর্গাদৌ যথা ক্রমিকফলং তথাত্রাপি ভবতু, নত্বেকদা নানাফলমিত্যাশঙ্কায়ামাহ—ন হীতি—নিমিত্তসাধারণ্যে নিমিত্ত-

---

পৃথিবীতে এই সকল বিশেষ বিশেষ ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, সে ব্যক্তি শীঘ্র পূত হইয়া রুদ্রালয়ে গমন করে, এবং অনেক কল্প ধরিয়া স্বর্গে আনন্দের সহিত বাস করে, এবং শোভন মহঃ ও তপঃ প্রভৃতি লোকও দিব্যাঙ্গনার সহিত পরার্দ্ধদ্বয় পরিমিত কাল পর্য্যন্ত ভোগ করিয়া, ঐ যজ্ঞপ্রভাবে পুনর্ব্বার বিষ্ণুর পরম পদ প্রাপ্ত হয়।" উক্ত স্থলে যেমন একই কর্ম্ম হইতে নানাবিধ ফলের ক্রমশঃ প্রাপ্তির কথা উক্ত হইয়াছে, সেইরূপ এই সহমরণ স্থলেও বিধিবাক্যে কোনওরূপ সর্ব্বনাম পদের প্রয়োগ না থাকায়, সহমরণের শ্রেষ্ঠতাসূচক যে সকল ফল উক্ত হইয়াছে, তৎসমুদয় সমুচ্চিত হইয়াই (সম্মিলিত হইয়াই) এক ব্যক্তিরই কামনার বিষয় হইয়া থাকে। এইরূপ বলাতেই লাঘব হয়। যদি বল, তড়াগোৎসর্গ বিষয়ক বিধিবাক্যে ক্রমশঃ নানাফল প্রাপ্তির কথা থাকায়

পর্য্যায়তা সম্ভবতি, বহ্নিসামীপ্যে দাহপ্রকাশয়োঃ পর্য্যায়তায়া অদর্শনাৎ; তস্মাৎ সকৃদনুষ্ঠিতেন কর্ম্মণা যথৈকং ফলং নিষ্পাদ্যতে, তথা বাধকং বিনা ফলান্তরমপি বিনিগমকা-

ভাবাদেকমেককার্য্যজনকৈককারণসত্ত্বে ইতি যাবৎ, বাধকম্ একদা নানালোকগমনাদিরূপ-ফলাসম্ভবরূপবাধকং, তথাচ যদ্‌যদেকদা সম্ভবতি, তেষাং ন ক্রমিকত্বং, যেষাং তু ন সম্ভব-স্তেষামগত্যা ক্রমিকত্বং স্বীক্রিয়ত ইতি ভাবঃ। নৈমিত্তিকানাং ফলানাং পর্য্যায়তা ক্রমি-কত্বং, বিনিগমকাভাবাদিতি, আদৌ অমুকস্যৈব উৎপত্তিরিত্যত্র বিনিগমকাভাবাৎ, নিয়ামকা-ভাবাদিত্যর্থঃ, বিনিগমনাবিরহাদিতি পাঠঃ কচিৎ, একতরপক্ষপাতিনী যুক্তির্বিনিগমনা,

ঐ স্থলে নানাফলপ্রাপ্তিঘটিত একটি বিধির কল্পনায় কোন দোষ হইতেছে না, কিন্তু সহমরণ-বিধিবাক্যে উক্ত বহুফলে ক্রমিকত্ব নির্দ্দিষ্ট না হওয়ায় এবং এক-কালে বহুফলের উৎপত্তির অসম্ভব হওয়ায়, উহাদের এক একটি ফলের জন্য এক একটি স্বতন্ত্র বিধির কল্পনা করাই যুক্তিসিদ্ধ, কাজেই তুমি যে বলিতেছ, একই সহমরণকারিণী নানাফল প্রাপ্ত হইবে, তাহা আর হইল না, এ কথাও বলিতে পার না। দেখ, ঐ সকল আর্থবাদিক অর্থাৎ সহমরণের শ্রেষ্ঠতা-সূচক ফলের জন্য প্রত্যেকে ভিন্ন ভিন্ন বিধির কল্পনা করা অপেক্ষা সমুচ্চিত (সম্মিলিত) আর্থবাদিক নানা ফলের জন্য একটি মাত্র বিধির কল্পনা করাতেই লাঘব হয়, এক একটি ফলের জন্য এক একটি স্বতন্ত্র বিধিবাক্য কল্পনারূপ গৌরব অবলম্বন অপেক্ষা, একটি বিধিকল্পনা যে লাঘব তাহাতে সন্দেহ নাই, তবে নানা ফলের এককালে উৎপত্তির সম্ভব না থাকিলেও কামনায় উহাদের ক্রমিকত্ব উদ্ভাবিত করিয়া সঙ্কল্প করিলে, উহাদের ক্রমশই উৎপত্তি হইবে। আর একটি কথা, একই নিমিত্ত অর্থাৎ কর্ম্মরূপ কারণ হইতে যদি বহু ফলোৎ-পত্তির কথা থাকে, তাহা হইলে কোনওরূপ বাধক না ঘটিলে ঐ সকৃৎ অনুষ্ঠিত কর্ম্মরূপ কারণ হইতে ঐ সকল ফল যুগপৎই উৎপন্ন হইয়া থাকে, ক্রমশঃ নহে; কেনন, বহ্নির সামীপ্যরূপ কারণ উপস্থিত হইলে, তজ্জন্য দাহ এবং প্রকাশ (আলোক) যুগপৎই সংঘটিত হয়, উহাদের কখনই ক্রমশঃ উৎপত্তি দৃষ্ট হয় না। অতএব যে কর্ম্মের বহুফল উক্ত হইয়াছে, সেই কর্ম্মটী একবার মাত্র অনুষ্ঠিত হইলে তোমার মতে যেমন উক্ত বহুফলের এককালে উৎপত্তির অসম্ভব হেতু মধ্যে অন্যতম কোনও একটী ফল উৎপন্ন হয়, আমি বলিতেছি, এককালে বহুফলোৎপত্তির প্রতি কোনরূপ

ভাবাৎ। জ্যোতিষ্টোমাদেস্তু ষষ্টিবর্ষাদ্যবচ্ছিন্নফলাদিশ্রুতেঃ পৃথগনুষ্ঠানাদেব পৃথক্ফলসিদ্ধিরিতি। অন্যথা ষষ্টিসংখ্যাদ্যভিধানং ব্যর্থং স্যাৎ। যত্র তু কর্ম্মফলে কালবিশেষো নোক্তস্তত্রাপি তৎকর্ম্মসম্পাদকানুরূপেণ কালবিশেষো বোধ্যঃ, ফলস্য

তদ্বিরহাদিত্যর্থঃ। নন্থ জ্যোতিষ্টোমাদেঃ ষষ্টিবর্ষাদ্যবচ্ছিন্নস্বর্গাদিফলমুক্তম্, এবঞ্চ একস্মিন্ জ্যোতিষ্টোমে কৃতে, কথং ন নানাষষ্টিবর্ষাবচ্ছিন্নফলং ধারাবাহিকতয়া জায়তে, তত্রাহ—জ্যোতিষ্টোমাদেরিতি। পৃথক্ ফলসিদ্ধিন নাষষ্টিবর্ষাদ্যবচ্ছিন্নফলসিদ্ধিঃ। অন্যথেতি বিনিগমনাবিরহাৎ জ্যোতিষ্টোমাদেঃ স্বোত্তরকালত্বব্যাপকফলজনকত্বে ইত্যর্থঃ। একষষ্টিবর্ষাবচ্ছিন্নফলস্যোত্তরঃ ষষ্টিবর্ষাদ্যবচ্ছিন্নফলান্তরস্যোৎপত্তৌ, তদনন্তরঞ্চ অন্যস্যোৎপত্তৌ, ফলস্যোত্তরকালব্যাপকত্বং ফলত আয়াতমিতি ভাবঃ। কর্ম্মসম্পাদকেতি কর্ম্মসম্পাদকৌ আয়াসধনব্যয়ৌ তদনুরূপেণেত্যর্থঃ, তথাহি ষষ্টিবর্ষাবচ্ছিন্নফলজনকে জ্যোতিষ্টোমে যাবান্ আয়াসঃ, ধনব্যয়শ্চ দৃষ্টঃ, যত্র যাগে তত্তুল্যৌ আয়াসধনব্যয়ৌ দৃষ্টৌ, তত্রাপি ষষ্টিবর্ষাবচ্ছিন্নমেব ফলং, যত্র তু আয়াসধনব্যয়য়োস্ততো ন্যূনাধিক্যত্বং দৃষ্টং, তত্র

বাধক না থাকিলে সকল ফলগুলিই কেননা উৎপন্ন হইবে? কারণ সেই কর্ম্মটীর অনুষ্ঠানে উক্ত ফলসমূহের মধ্যে একটী মাত্র বিশেষ ফলই যে উৎপন্ন হইবে, এ সম্বন্ধে কোনও সাধক হেতু দৃষ্ট হয় না। তবে যদি বল আচ্ছা, জ্যোতিষ্টোম যাগের অনুষ্ঠানে ষাট বৎসর স্বর্গভোগরূপ ফল উক্ত হইয়াছে, তোমার মতে একবার মাত্র অনুষ্ঠিত কর্ম্ম হইতে যদি বহু ফল লাভ সম্ভবপর হয়, তবে একবার মাত্র অনুষ্ঠিত জ্যোতিষ্টোম যাগ হইতে বহু ষাট বৎসর স্বর্গভোগরূপ ফলোৎপত্তি না হয় কেন? ইহার উত্তরে আমি বলিব, বিধিবাক্যে ষাট বৎসর মাত্র স্বর্গভোগরূপ ফলের কথা থাকায়, একবার মাত্র অনুষ্ঠিত জ্যোতিষ্টোম হইতে বহু ষাট বৎসর স্বর্গভোগরূপ ফল উৎপন্ন হইতে পারে না, কিন্তু প্রত্যেক ষাট বৎসর স্বর্গভোগরূপ ফলের জন্য পৃথক্ পৃথক্ বার যজ্ঞের অনুষ্ঠান আবশ্যক। এরূপ যদি শাস্ত্রের অভিপ্রায় না হইত, তাহা হইলে বিধিবাক্যে ষাট বৎসর স্বর্গভোগরূপ ফলের নির্দ্দেশ করাই ব্যর্থ হইত, বহুকাল বা অনন্তকাল স্বর্গভোগ হইবে, এইরূপে ফল নির্দ্দেশ করাই যুক্তিসঙ্গত হইত। যেস্থলে কর্ম্মফল বিষয়ে কালবিশেষের নির্দ্দেশ করা হয় নাই, অর্থাৎ অমুক কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে এইরূপ এতকাল স্বর্গাদিভোগ হইবে, এরূপ বলা হয় নাই, সেস্থলে তৎতুল্য ক্লেশ ও ধনব্যয় দ্বারা সাধিত কর্ম্মের ফলভোগের নিমিত্ত শাস্ত্রে যতকাল নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, ঐ কর্ম্মটির ফলও যে ততকালই ভোগ করিতে হইবে,

কর্ম্মনিষ্পত্তেস্তেষাং লোকবৎ পরিমাণতঃ ফলবিশেষঃ স্যাদিতি ন্যায়াৎ। তেষাং কর্ম্মণাং, লোকবৎ কৃষ্যাদিবৎ।

তথাচ মৎস্যপুরাণে,—

"পৌরুষাং দৈবসম্পত্ত্যা কালে ফলতি পার্থিব।
ত্রয়মেতন্মনুষ্যাণাং পিণ্ডিতং স্যাৎ ফলাবহম্‌॥
কৃষের্ব্বৃষ্টিসমাযোগাদ্দৃশ্যন্তে ফলসিদ্ধয়ঃ
তাস্তু কালে প্রদৃশ্যন্তে নৈবাকালে কথঞ্চন॥"

পৌরুষং পুরুষসাধ্যমৈহিকক্রিয়াবৃন্দম্‌। দৈবং সুখাদ্যুৎপাদনোন্মুখীভূতাদৃষ্টং পূর্ব্বজন্মকৃতম্‌। তথাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ—

"তত্র দৈবমভিব্যক্তং পৌরুষং পৌর্ব্বদেহিকম্‌।"

ফলস্যাপি ন্যূনাধিককালাবচ্ছিন্নত্বং বোধ্যমিতি। কর্ম্মনিষ্পত্তেঃ কর্ম্মনিষ্পত্ত্যধীনত্বাৎ। তেষাং কর্ম্মণাং পরিমাণতঃ স্বল্পত্ববহুত্বতঃ ফলবিশেষঃ ফলস্য স্বল্পত্ববহুত্বরূপফলবিশেষঃ। কৃষ্যাদিবদিতি যথা কর্ষণাদিতারতম্যেন ধান্যাদিরূপফলস্য তারতম্যং তথেত্যর্থঃ। ফলস্য কর্ম্মনিষ্পত্ত্যধীনত্বমুক্তং, তদ্দর্শয়তি—তথা চেতি। পিণ্ডিতং মিলিতং, কালস্য কারণতায়াম্‌ অন্বয়ব্যতিরেকৌ দর্শয়তি। ক্রিয়াবৃন্দং কৃষেরিতি ব্যাপারকূটঃ। সুখাদীতি সুখাদ্যুৎপাদনোন্মুখীভূতত্বঞ্চ সুখাদ্যুৎপত্ত্যব্যবহিতপূর্ব্বকালবৃত্তিত্বং, সদাপোত্তাবতা অন্যস্য হেতুত্বং নির্ব্বীজং, তথাপি তস্য বেদেন বোধনাদদোষ ইতি ভাবঃ।

ইহাও বুঝিতে হইবে। কেননা, ফল সকল কর্ম্মানুসারীই হইয়া থাকে, অতএব একবিধ আয়াস ও ধনব্যয় দ্বারা সাধিত কর্ম্ম সকল হইতে একরূপই ফল হইয়া থাকে, এই ন্যায়ই এ বিষয়ে প্রমাণ। এ সম্বন্ধে মৎস্যপুরাণে এইরূপ বলা হইয়াছে,—"হে রাজন্‌! দৈববলের সহিত যুক্ত হইয়া, পুরুষকার যথোচিত কালে ফল প্রসব করে। ইহাতে বুঝা যাইতেছে যে, পুরুষকার, দৈব এবং কাল এই তিনটী মিলিত হইয়া মনুষ্যদিগের অভিলষিত ফল উৎপাদন করে। যেমন বৃষ্টির সংযোগে কৃষির ফলসিদ্ধি দৃষ্ট হয় বটে, কিন্তু সেই ফলসিদ্ধির নিমিত্ত নিয়মিতকাল নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, সেই নির্দ্দিষ্টকাল ভিন্ন অপর কালে কখনই ফলসিদ্ধি হয় না।" মূলবচনে যে 'পৌরুষ' শব্দটী আছে, তাহার অর্থ পুরুষসাধ্য, অর্থাৎ পুরুষের ক্ষমতার দ্বারা সম্পাদ্য ঐহিক ক্রিয়াকলাপ। 'দৈব' শব্দের অর্থ সুখাদির উৎপাদনে উন্মুখীভূত অদৃষ্ট, পূর্ব্বজন্মকৃত কর্ম্ম। দৈবসম্বন্ধে যাজ্ঞবল্ক্য এইরূপ বলিয়াছেন,—"উহাদের মধ্যে দৈব পূর্ব্বদেহকৃত অভিব্যক্ত

অভিব্যক্তং ফলোন্মুখীভূতম. কালে তত্তৎকালে, কার্য্যজননোন্মুখীভূতে। অতএব সর্ব্বৈর্নিবন্ধৃভিঃ“বাধকং বিনা একস্মাৎ প্রায়শ্চিত্তাৎ নানাপাপধ্বংস” ইত্যুক্তম্। তথা বৃষোৎসর্গজলাশয়োৎসর্গ-দুর্গাপূজা-তন্মাহাত্ম্য-পাঠ-নন্দা-গঙ্গাস্নানাদিষ্বেকশাস্ত্রোক্তমিলিতফলবাচকপদযুক্তানি সঙ্কল্পবাক্যান্যুক্তানি ॥১১॥

তথাচ ভবদেবভট্টাঃ,—“একস্মৈ বা কামায় অন্যে যজ্ঞক্রতব আহ্রিয়ন্তে।” ইতি সঙ্কীর্ত্ত্য “সর্ব্বেভ্যো দর্শপৌর্ণমাসাবি”তি প্রয়োগভেদবিধানাৎ ভবতু তত্র পৃথগনুষ্ঠানসাধ্যত্বং,

---

অতএব একস্মাৎ কর্ম্মণো নানাফলোৎপত্তেরেব। নিবন্ধৃভিরিতি উক্তমিতি পরেণান্বয়ঃ। লঘুপ্রায়শ্চিত্তাৎ গুরুপাপনাশাসম্ভবাৎ একস্মাৎ প্রায়শ্চিত্তাৎ নানোপপাতকনাশাসম্ভবাচ্চ উক্তং বাধকং বিনেতি, অত্র চ পাপে গুরুণি গুরুণি ইত্যাদি। “গোঘ্নবদ্বিহিতঃ কল্পশ্চান্দ্রায়ণমথাপি বা। অভ্যাসে তু তয়োর্ভ্রষ্টস্ততঃ শুদ্ধিমবাপ্নুয়াৎ” ইত্যাদি বাধকং বোধ্যম্ ॥ ১১ ॥

ভবদেবভট্টা ইতি আহুরিতি পরেণান্বয়, প্রয়োগবিধানাদিতি প্রয়োগবিধেরিত্যর্থঃ। সর্ব্বেভ্যো দর্শপৌর্ণমাসাবিত্যনেন দর্শপৌর্ণমাসৌ তত্তৎ তৎপরিপাটীকথনাদিতি ভাবঃ।

কর্ম্ম।” “অভিব্যক্ত” শব্দের অর্থ ফলোৎপাদনে উন্মুখীকৃত, এবং উক্তবচনে যে “কালে” এই সপ্তম্যন্ত পদ আছে, তাহার অর্থ কার্য্যের উৎপাদনে উন্মুখীভূত সেই সেই কালবিশেষ উপস্থিত হইলে। এইহেতু, সমুদয় নিবন্ধকারগণ বিশেষরূপ বাধক না থাকিলে একই প্রায়শ্চিত্ত হইতে নানাবিধ পাপের যে ধ্বংস হয়, তাহা বলিয়াছেন। এবং তাঁহারা বৃষোৎসর্গ, জলাশয়োৎসর্গ, দুর্গাপূজা, দুর্গার মাহাত্ম্য পাঠ, এবং নন্দায় গঙ্গাস্নানাদি কার্য্যে এক বিধিবাক্যোক্ত নানাবিধ মিলিত ফলের জ্ঞাপক সঙ্কল্পবাক্য সকলও বলিয়াছেন ॥ ১১ ॥

উপরে যে আমি সিদ্ধান্ত করিলাম,—ভিন্ন ভিন্ন কামনায় যে সকল কর্ম্মের পৃথক্ পৃথক্ ভাবে অনুষ্ঠান হইবে তাহাদের ফলও পৃথক্ পৃথক্ হইবে, অর্থাৎ সেইরূপ একটী কর্ম্ম হইতে একবারে অনেক প্রকার ফল সিদ্ধ হইবে না, কিন্তু একবার অনুষ্ঠিত বহু ফলজনক কর্ম্ম হইতে বহু কাম্যফল সিদ্ধ হইতে পারিবে। একথা ভবদেব ভট্টও বলিয়াছেন। তিনি “যে কোনও একটী কামনার নিমিত্ত নানাবিধ যজ্ঞ ও ক্রতুর আহরণ করা হয়,” এই কথা বলিয়া “সকল কামনার জন্য দর্শ এবং পৌর্ণমাস যজ্ঞের অনুষ্ঠান হইতে পারে” এইরূপে কামনা-ভেদে দর্শ এবং

ব্রহ্মবধপ্রায়শ্চিত্তে তু তথাভূতে পৃথগনুষ্ঠানসাধ্যত্বপ্রতিপাদক-বচনাভাবাৎ অনেকফলানাঞ্চ তন্ত্রেণ দশহরাস্নানেন এক-কামনাবিষয়ত্বসম্ভবাৎ তন্ত্রত্বমিত্যাহুঃ। হরিনাথোপাধ্যায়াস্তু বৃষোৎসর্গফলান্যুদ্দেশ্য এতানি চার্থবাদিকফলানি সমুচ্চিতা-

তথাভূতে, নানাব্রহ্মবধজন্যপাপক্ষয়োদ্দেশেন কৃতে ভূতে। তন্ত্রেণ লাঘবেন। দশহরেতি—তত্র দশবিধপাপক্ষয়দর্শনাদিতি ভাবঃ। তন্ত্রত্ব সকৃদনুষ্ঠানসাধ্যত্বম্, অস্য চ অনেকফলানাঞ্চেতি পূর্ব্বেণান্বয়ঃ। হরিনাথোপাধ্যায়াস্ত্বিতি আহুরিতি পরেণান্বয়ঃ। উদ্দিশ্য নামমাত্রেণ সংকীর্ত্ত্য, 'নামমাত্রসংকীর্ত্তনমুদ্দেশ' ইতি তল্লক্ষণাৎ। আর্থবাদিকেতি অর্থ-

পৌর্ণমাস যাগের অনুষ্ঠানভেদ বিধান করায়, ঐ দর্শ-পৌর্ণমাস যাগের পৃথক্ পৃথক্ কামনায় পৃথক্ পৃথক্ অনুষ্ঠান হইতে পৃথক্ পৃথক্ ফলসিদ্ধি হউক না কেন, অর্থাৎ একবার মাত্র অনুষ্ঠিত দর্শ-পৌর্ণমাস যাগ হইতে উক্ত সমুদয় ফলের সিদ্ধি নাই বা হইল, কিন্তু ব্রহ্মবধপ্রায়শ্চিত্তরূপ কর্ম্মটি বহুবিধপাপনাশন-রূপ কাম্যফলের জনক হইলেও উহার যে পৃথক্ পৃথক্ পাপনাশন-কামনায় পৃথক্ পৃথক্ ভাবে অনুষ্ঠান করিতে হইবে, এরূপ বিধির প্রতি-পাদক কোনওরূপ বচন না থাকায়, এক প্রযত্নে বহুফল-সাধনরূপ লাঘব-মূলক যুক্তি অনুসারে, এবং সকৃদনুষ্ঠিত দশহরাস্নানের দশবিধ পাপনাশক শক্তি বিষয়ে প্রদর্শিত যুক্তি অনুসারে, তাদৃশ প্রায়শ্চিত্তসাধ্য সমুদয় ফল-গুলিই এককামনার বিষয় হওয়াতে, একানুষ্ঠানে উহাদের সকলের সিদ্ধি হইতে পারে, এই কথা বলিয়াছেন। হরিনাথ উপাধ্যায় বৃষোৎসর্গের সমুদয় ফলগুলির উল্লেখ-প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, "এই সকল আর্থবাদিক ফলের সম্মিলিত হইয়া একই কামনার বিষয়ীভূত হওয়াই যুক্তিসিদ্ধ, কেননা এস্থলে সঙ্কল্পবাক্যে পুরুষের অর্থাৎ অনুষ্ঠানকারীর কামনাসংঘটিত বিশেষণটি কল্পনীয়, শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট হয় নাই, তৈয়ার করিয়া লইতে হইবে; পুরুষের বিশেষণটি যখন কল্পনীয় (তৈয়ার করিয়া লইতে হইবে), তখন যতগুলি কাম্যফল বিধি-বাক্যে উক্ত হইয়াছে, ঐ সব গুলিকে এক কামনার বিষয় করিয়া বাক্যের কল্পনা (রচনা) করাই ত উচিত, তাহাতেই লাঘব হয়। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, "পূর্ব্বোক্ত সমুদয় ফলের মধ্যে যে কোন একটি ফল-কাম হইয়া দর্শ-পৌর্ণমাস যাগ করিবে।" এই বিধিবাক্যে অনুষ্ঠাতা অমুক ফলকাম হইয়া দর্শ-পৌর্ণমাস যাগ করিবে, অমুক ফলকাম হইয়া দর্শ-পৌর্ণমাস যাগ করিবে

ন্বেব কামনাবিষয়ঃ পুরুষবিশেষণত্বস্য কল্প্যত্বাৎ, তথাচ মিলিতা-নামেককামনাবিষয়ত্বকল্পনমগ্নীষোময়োরিব দেবতাত্বে লাঘব-ন্যায়স্যাবিশিষ্টত্বাদিত্যাহুঃ ॥ ১২ ॥

অথবা "য এতা রাত্রীরধীয়ীত তস্য পিতরো ঘৃতকুল্যা,

বাদোপস্থিতেত্যর্থঃ। পুরুষবিশেষণত্বস্যেতি ফলস্য কামনাদ্বারা পুরুষবিশেষণত্বং, ততশ্চ সমুচ্চিতফলকামশ্চেদধিকারী, তদা এককামনাদ্বারা নানাফলানাং পুরুষবিশেষণত্বং, তত্র চ কামনায়া ঐক্যাৎ লাঘবং, প্রত্যেকফলকামশ্চেদধিকারী তদা তত্তৎফলানাং বিভিন্নকামনা-দ্বারা পুরুষবিশেষণত্বং, তত্র চ কামনানাং নানাত্বাৎ গৌরবমিতি। কল্প্যত্বাদিতি—যত্র তু কল্প্যত্বং নাস্তি, কিন্তু শ্রূয়মাণত্বং যথা সর্ব্বেভ্যো দর্শপৌর্ণমাসাবিত্যাদৌ তত্র গৌরবং প্রামাণিকত্বান্ন দোষাবহং, তদুক্তং 'প্রামাণিকং গৌরবং ন দোষায়েতি অগ্নীষোময়োরিতি অগ্নীষোমাভ্যাং যজেত, ইত্যত্র অগ্নীষোময়োরগ্নিত্বাদিরূপপ্রত্যেকধর্ম্মপুরস্কারেণ দেবতাত্বে গৌরবাৎ তত্রাগ্নিবিশিষ্টসোমত্বেন একস্যৈব দেবতাত্বং লাঘবস্যাৎ যথা কল্প্যতে, তথা প্রকৃতেঽপি স লাঘবন্যায়োঽবিশিষ্ট ইতি ভাবঃ। কেচিত্তু অগ্নীষোমীয়ং পশুমালভেত ইত্যত্র দেবতাত্বস্য ঐক্যে লাঘবাৎ একমেব পশ্বালম্ভনং ক্রিয়তে প্রত্যেকরূপেণ দেবতাত্বে তু পশুদ্বয়ালম্ভনং প্রসজ্যেত, এবমগ্নীমারুতীমনড্বাহীমালভেত ইত্যাদাবপি বোধ্যমিত্যাহুঃ ॥ ১২ ॥

রাত্রীরিতি বেদভাগবিশেষানিত্যর্থঃ। ঘৃতকুল্যা ইতি ঘৃতকুল্যা মধুকল্যা ইতি চ

এইরূপ প্রত্যেক বিধিতেই পুরুষের এক একটি মাত্র কাম্যফলঘটিত বিশেষণ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। কাজেই লাঘব যুক্তির অনুসারে সব ফলগুলিকে একই কামনার বিষয় করা যাইতে পারে না, কিন্তু যে স্থলে ঐরূপ বিশেষণের নির্দ্দেশ করা হয় নাই, উহা প্রস্তুত করিয়া লইতে হইবে, তখন লাঘব যুক্তির অনুসরণ করিয়া সমুদয় ফলগুলিকে একই কামনার বিষয় করাই সঙ্গত। মিলিত বস্তুকে এক-যোগে কল্পনা করার পক্ষে আর একটি শাস্ত্রীয় উদাহরণ দেখাইতেছি,—দেখ, যেমন মিলিত অগ্নি ও সোমের পৃথক্ পৃথক্‌রূপে দেবতাত্ব কল্পনা না করিয়া লাঘবযুক্তিবশতঃ মিলিত অগ্নীষোমকেই দেবতারূপে কল্পনা করা হইয়া থাকে, এ স্থলেও উক্ত লাঘবমূলক যুক্তি সমানভাবেই খাটিতেছে, অর্থাৎ যে লাঘব-যুক্তিবশে অগ্নি ও সোমকে মিলিতভাবে দেবতারূপে কল্পনা করা যায়, সেই লাঘব-যুক্তিবশে মিলিত নানা ফলকে এককামনার বিষয়ীভূত কল্পনা না করা যাইতে পারিবে কেন? ॥ ১২ ॥

কেহ বলিয়াছেন "যে ব্যক্তি এই সকল রাত্রি অর্থাৎ বেদভাগ বিশেষ অধ্যয়ন

মধুকুল্যা ক্ষরন্তে" ইত্যত্রাপি বৈকল্পিকাশ্রয়োপগমে জাতেষ্টি-ন্যায়ভঙ্গপ্রসঙ্গাৎ, লাঘবাদ্বিকল্পেঽষ্টদোষাচ্চ ॥ ১৩ ॥

শশিরূপং ক্ষরন্ত ইতি ক্ষর সঞ্চলনে, গচ্ছন্তি প্রাপ্নুবন্তীতি যাবৎ। "কুল্যাল্পা কৃত্রিমা সরি-দি"ত্যমরঃ। তথাচ পিতৃণাং ঘৃতকুল্যা-মধুকুল্যোভয়প্রাপ্তিকাম এতা ঋচ্ছৌরধীয়ীতেতি সমুচ্চিতফলাবিধিরিত্যর্থঃ। ঘৃতকুল্যাকামঃ মধুকুল্যাকাম ইতি প্রত্যেকবিধিত্বে তু প্রত্যেককামনা অধিকারঃ স্যাদিতি ভাবঃ। বৈকল্পিকেতি মধুকুল্যাভাববিশিষ্টঘৃতকুল্যা-কামস্য ঘৃতকুল্যাভাববিশিষ্টমধুকুল্যাকামস্য নিযোজ্যত্বেন বৈকল্পিকাশ্রয়োপগমে ইত্যর্থঃ। অপরফলাভাববৈশিষ্ট্যলাভস্তু বাক্যমাত্রস্য সাবধারণপরত্বনিয়মাদিতি ভাবঃ। জাতেষ্টীতি— পুত্রে জাতেঽয়ণিঃ মথিত্বা বৈশ্বানরং দ্বাদশকপালং চরুং নির্ব্বপেৎ পুত্রপূতত্বকাম' ইতি শ্রুত্যা যদ্ধবনমুক্তং, তত্র পুত্রজন্মরূপনিমিত্তনিশ্চয়পুত্রপূতত্বকামনোভয়বানধিকারী, যথা কল্প্যতে তথেহাপি সমুচ্চিতফলকামনাবানেবাধিকারী কল্প্যতে, বৈকল্পিকাশ্রয়োপগমে তু তন্নয়ভঙ্গপ্রসঙ্গঃ স্যাৎ, তথাহি প্রত্যেকাভাববিশিষ্টপ্রত্যেকস্যাধিকারিত্বাৎ কেবলপুত্রজন্ম-নিশ্চয়াৎ কেবলপুত্রপূতত্বকামনাতশ্চ জাতেষ্টিঃ প্রসজ্যেত ইতি ভাবঃ। নন্বু তন্নয়ভঙ্গে কিং নশ্ছিন্নং তত্রাহ লাঘবাদিতি, তথাচ বৈকল্পিকবিধিদ্বয়কল্পনে তাৎপর্য্যদ্বয়কল্পনাদ্গৌরবং বিধ্যৈক্যে তু তাৎপর্য্যৈককল্পনা লাঘবমিতি ভাবঃ। অষ্টদোষাচ্চেতি "প্রমাণত্বাপ্রমাণত্ব-

---

করে, তাহার পিতৃগণ ঘৃতকুল্যা, মধুকুল্যা, প্রাপ্ত হয়" এই স্থলে "ঘৃতকুল্যা প্রাপ্ত হয়" অথবা "মধুকুল্যা প্রাপ্ত হয়" এইরূপ ঘৃতকুল্যাদিপ্রাপ্তিরূপ ফল যেমন একসঙ্গে কামনার বিষয় না হইয়া, বিকল্পে উহাদের একটি অথবা অন্যটি, এইরূপে কামনার বিষয় হইয়াছে, সেইরূপ সহমরণের প্রশংসাসূচক যে সকল ফল উক্ত হইয়াছে, তাহারাও সেইরূপ বিকল্পে (অর্থাৎ এটা, বা ওটা এইরূপে) কামনার বিষয় হউক, এই কথাই বলিব। ইহার উত্তরে স্মার্ত্ত বলিতেছেন,—উপরে যে "তাহার পিতৃগণ ঘৃতকুল্যা ও মধুকুল্যা প্রাপ্ত হয়" এইবাক্যে ঘৃতকুল্যাদিপ্রাপ্তিরূপ ফল যে বিকল্পে কামনার বিষয় হয়, এইরূপ বলিতেছ, তাহা নহে, ঘৃতকুল্যাপ্রাপ্তি ও মধুকুল্যাপ্রাপ্তিরূপ ফলদ্বয় সমুচ্চিত (মিলিত) হইয়াই কামনার বিষয় হইয়া থাকে, অর্থাৎ পিতৃগণের ঘৃতকুল্যা ও মধুকুল্যা, এই উভয়প্রাপ্তিকাম (অভিলাষী) হইয়াই এই সকল বেদভাগ অধ্যয়ন করিবে, এইরূপ সমুচ্চিতোভয়ফললাভাভি-লাষার জন্যই ঐ বিধি করা হইয়াছে, এইরূপই বলিতে হইবে। যদি ঐ স্থলে বৈকল্পিক পক্ষ স্বীকৃত হইত অর্থাৎ 'ঘৃতকুল্যা-কাম হইয়া,' অথবা 'মধুকুল্যা-কাম' হইয়া ঐ সকল বেদভাগ অধ্যয়ন করিবে" এইরূপ বিধি স্বীকৃত হইত, তাহা হইলে, মধুকুল্যা লাভে অনিচ্ছু ঘৃতকুল্যাভিলাষী, অথবা ঘৃতকুল্যা লাভে অনিচ্ছু মধুকুল্যাভিলাষী ব্যক্তিই ঐরূপ বেদভাগ অধ্যয়ন করিবে, এইরূপই বিধি হইয়া

পরিত্যাগপ্রকল্পনাৎ। তদুজ্জীবনহানাভ্যাং বিকল্পে চাষ্টদোষতা ॥" ব্রীহিভির্যজেত যবৈর্বা যজেত ইতি শ্রূয়তে, বিকল্পশ্চ অন্যতরব্যবচ্ছেদেন অন্যতরান্বয়ঃ, তেন ব্রীহৌ যবাভাবঃ সহকারী, যবে চ ব্রীহ্যভাবঃ ইতি প্রমাণত্বমন্যতরস্য সমভিব্যাহৃতপদার্থেঽন্বয়াৎ, অপ্রমাণত্বম্ অন্যতরাভাবে সমভিব্যাহৃত পদার্থস্য অপ্রতীতৌ অন্বয়ঃ, তদুজ্জীবনং শাব্দবোধজনিকায়াঃ শক্তেঃ কল্পনং, হানং তাদৃশশক্তেঃ কুণ্ঠনম্। তত্র ব্রীহিপ্রয়োগে যবৈরিতি পদাৎ প্রতীতং যদ্যবে তৃতীয়ার্থসাধনত্বান্বয়রূপং যবাপ্রামাণ্যং তৎকল্পনম্ অন্যথা সমুচ্চয়েঽপি যাগসিদ্ধিঃ স্যাৎ, অতএব বিকল্পেনোভয়ঃ শাস্ত্রার্থ ইত্যুক্তং, তথা প্রয়োগান্তরে যবে উপাদীয়মানে পরিত্যক্তযবপ্রামাণ্যোজ্জীবনং স্বীকৃতযবাপ্রামাণ্যহানি-রিতি চত্বারো দোষা এবং ব্রীহাবপি চত্বার ইত্যষ্টদোষা ইচ্ছা বিকল্পে। তথাচোক্তম্—"এবমিষ্টোঽষ্টদোষোঽপি যদ্ব্রীহিযববাক্যয়োঃ। বিকল্প আশ্রিতস্তত্র গতিরন্যা ন বিদ্যতে" ইতি। নমু পুরোডাশৈর্যজেত ইতি শ্রূয়তে তত্র পুরোডাশায় ব্রীহিযবৌ বিহিতৌ তত্রাগ্নেয়াদিবৎ সমুচ্চয়রূপগতিরস্তিতি চেন্ন প্রকৃতক্রতুসাধনীভূতপুরোডাশদ্রব্যপ্রকৃতিতয়া হি যজেতেত্যস্য দ্বিরুপাদানাৎ পরস্পরানপেক্ষৌ ব্রীহিযবৌ বিহিতৌ শক্তশ্চ তৌ প্রত্যেকং পুরোডাশং সম্পাদয়িতুং, তত্র যদি মিশ্রাভ্যাং পুরোডাশঃ সম্পাদ্যেত তদা ব্রীহিভির্যজেত যবৈর্যজেত ইতি বাক্যয়োঃ পরস্পরানপেক্ষত্ববাধঃ স্যাদিতি, যত্র তু সমুচ্চয়াদিরূপং গত্যন্তরমস্তি তত্র বিকল্পো নাশ্রিয়তে অষ্টদোষদুষ্টত্বাদিতি ভাবঃ ॥ ১৩ ॥

দাঁড়াইত। কিন্তু ঐরূপ বিকল্পঘটিত বিধি স্বীকার করিলে, জাতেষ্টিসম্বন্ধীয় নিয়মের ভঙ্গ হইয়া পড়ে। ইহার তাৎপর্য্য এই, একটি শ্রুতি আছে "পুত্র উৎপন্ন হইলে, অরণি কাষ্ঠদ্বয় ঘর্ষণ করিয়া অগ্নি উৎপাদনপূর্ব্বক পুত্রের পবিত্রতাভিলাষী ব্যক্তি দ্বাদশকপালে (পাত্রে) সংস্কৃত বৈশ্বানর দেবতা সম্বন্ধীয় চরুদ্বারা হোম করিবে।" এই শ্রুতির দ্বারা যে হোম করিবার কথা বলা হইয়াছে, ঐ হোমে, পুত্রের উৎপত্তিবিষয়ে নিশ্চয় বিশিষ্ট, অর্থাৎ 'পুত্র জন্মিয়াছে,' এইরূপ যাহার স্থির হইয়াছে, এবং ঐ নবজাত পুত্রের পবিত্রতা সম্পাদনে যাহার অভিলাষ হইয়াছে, এইরূপ ব্যক্তি যেমন অধিকারিরূপে কল্পিত হইয়া থাকে, সেইরূপ উক্ত স্থলেও সমুচ্চিত ফল-কামনাবিশিষ্ট ব্যক্তিকেই অধিকারিরূপে কল্পনা করা যুক্তিযুক্ত। তাহা না করিয়া, যদি উক্ত স্থলে বিকল্পঘটিত বিধি স্বীকার কর, তা হইলে "জাতেষ্টি" স্থলেও বৈকল্পিক বিধি স্বীকার করিতে হইবে। "জাতেষ্টি" স্থলে কিন্তু বৈকল্পিক-বিধি স্বীকার করিলে, পুত্রজন্মনিশ্চয়বান্ ব্যক্তি পুত্রের পবিত্রত্বাভিলাষী হইয়া হবন করিয়া থাকে, এইরূপ যে, পূর্ব্বাপর প্রচলিত নিয়ম আছে, সেই নিয়ম-ভঙ্গের প্রসক্তি হইয়া পড়ে, অর্থাৎ বিকল্প স্বীকার করিলে পুত্রের পবিত্রতা কামনায় অভাববিশিষ্ট ব্যক্তি পুত্রজন্ম নিশ্চয় করিয়া অথবা পুত্রজন্মের নিশ্চয়াভাব-বিশিষ্ট ব্যক্তি পুত্রের পবিত্রত্বাভিলাষী হইয়া তথাবিধ হোমের অধিকারী হইবে,

বিধিটি এইরূপ হইয়া দাঁড়ায়; তাহ'লে যাহার কেবলমাত্র পুত্রজন্মনিশ্চয় হইয়াছে, পুত্রের পবিত্রত্বকামনা নাই, সে ব্যক্তিও জাতেষ্টি হোম করিতে অধিকারী হয়, এবং যাহার পুত্রজন্ম নিশ্চয় নাই, কেবলমাত্র পুত্রের পবিত্রত্ব কামনা আছে, সে ব্যক্তিও জাতেষ্টি হোম করিতে অধিকারী হয়। সুতরাং পুত্রজন্মনিশ্চয়বিশিষ্ট ব্যক্তিই পুত্রের পবিত্রতাভিলাষী হইয়াই হোম করিবে, এইরূপ যে নিয়ম আছে, সেই নিয়মভঙ্গের প্রসক্তি হইয়া পড়ে। যদি বল, ঐ নিয়মের ভঙ্গ হয়, হইলই বা তাহাতে ক্ষতি কি? ইহার উত্তরে বলিব—বৈকল্পিক বিধি স্বীকারে কেবল যে নিয়মভঙ্গ হয়, তাহা নহে, উহাতে গৌরব-পক্ষেরও অবলম্বন করা হয়, "কারণ" বিকল্প স্বীকার করিলে "এইরূপ কামনা করিয়া অমুক কর্ম্ম করিবে", অথবা "সেইরূপ কামনা করিয়া অমুক কর্ম্ম করিবে," এইরূপ দুইটী স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র বিধি কল্পনার আবশ্যকতা হইয়া উঠে; দুইটী বিধির কল্পনা করিলে, উহাদের প্রত্যেকের ভিন্ন ভিন্ন তাৎপর্য্যের কল্পনাও অপরিহার্য্য হইয়া পড়ে; সুতরাং বিকল্পস্বীকারে যে গৌরবপক্ষ অবলম্বন করা হয়, ইহাতে সন্দেহ কি? কিন্তু বিকল্প স্বীকার না করিয়া যদি সমুচ্চিত ফল কামনা-বিষয়ক বিধির স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে অমুক, "অমুক ফল কামনা করিয়া এই কর্ম্ম করিবে" এই রূপ একটি মাত্র বিধির কল্পনা করিলেই চলে। আর বিধির ঐক্য হইলে তাৎপর্য্যেরও আপনা হইতে ঐক্য হয়, সুতরাং বিকল্প অপেক্ষা সমুচ্চিত ফল কামনার স্বীকারে যে লাঘব আছে, ইহা অস্বীকার করিবার যো নাই। লাঘবপক্ষই যে সর্ব্বপ্রকারে অবলম্বনীয়, ইহাতে কাহারও বিবাদ নাই। তদ্ভিন্ন বিকল্প স্বীকার করিলে শাস্ত্রসম্মত আট প্রকার দোষের সম্ভাবও অবশ্য স্বীকার করিতে হয়। নির্দ্দোষ পক্ষ থাকিতে দোষযুক্ত পক্ষের অবলম্বন যে কখনই কর্ত্তব্য নহে, ইহা বলা বাহুল্য *॥ ১৩॥

* বিকল্পপক্ষে শাস্ত্রকারেরা বক্ষ্যমাণ আটটী দোষের কল্পনা করিয়াছেন (১) প্রমাণত্ব, (২) অপ্রমাণত্ব, (৩) পরিত্যাগ, (৪) প্রকল্পন। ইহাদের প্রত্যেকের (১) উজ্জীবন এবং (২) হান। এই আটটী দোষ বিকল্পে অপরিহরণীয়। দেখ, একটী শ্রুতি দৃষ্ট হয় "ব্রীহিদ্বারায় যাগ করিবে," অথবা "যবের দ্বারা যাগ করিবে" এইস্থানে ব্রীহি দ্বারায় যাগ করিবে, না হয় যব দ্বারা যাগ করিবে, এইরূপ বিকল্প স্বীকার করিলে, 'যাগ করিবে' এই বিধিটি উহাদের মধ্যে (ব্রীহি ও যবের মধ্যে) একতর হইতে ব্যবচ্ছিন্ন হইয়া অন্যতরের সহিত অন্বিত হয়, অর্থাৎ হয় ব্রীহি দিয়া যাগ করিবে, না হয় যব দিয়া যাগ করিবে, এই আকার প্রাপ্ত হয়, সুতরাং যবের অভাব, ব্রীহি দিয়া যাগের সহকারী এবং ব্রীহির অভাব, যব দিয়া যাগের স[illegible] হওয়ায়, যে স্থানে ব্রীহি দিয়া যাগ করা

যথা একস্য কার্য্যস্য নিযোজ্যাকাঙ্ক্ষায়াং সকলার্থবাদোপস্থিতফলকাম এক এব নিযোজ্যঃ স্বীকৃতঃ, তদ্বদত্রাপীতি। অথানুৎপন্নব্রহ্মহত্যাদিপতিকায়াস্তৎপূতত্বরূপফলবাধাৎ তত্তৎকামনাবিরহেণানধিকারঃ স্যাদিতি চেৎ, উক্তযুক্ত্যা সমুচ্চিতফলসিদ্ধের-

একস্যেতি অধ্যয়নাদিরূপৈককর্ম্মণঃ ইত্যর্থঃ। নিযোজ্যেতি নিযোজ্যঃ কর্ত্তা অধিকারীতি যাবৎ, অস্মিন্ কর্ম্মণি কোঽধিকারীত্যাকাঙ্ক্ষায়ামিত্যর্থঃ। অত্রাপি সহমরণেঽপি। নন্বু সকলার্থবাদোপস্থিতফলকামনয়া অধিকারিত্বে যত্র কস্যচিৎ ফলস্য বাধাৎ সমুচ্চিতফলকামনা ন সম্ভবতি তত্র কা গতিরিত্যাশঙ্ক্যতে অথেতি। তৎকামনাবিরহেণ সকলার্থবাদোপস্থিতফলকামনাবিরহেণ। অনধিকার ইতি যতঃ কামো কামনাবান্ অধিকারীত্যুক্তমিতি ভাবঃ। অনন্যথেতি অনন্যথাসিদ্ধঃ বিধিকল্পনাতোঽন্যপ্রকারেণাসিদ্ধঃ বিধিকল্পনাদ্বারা প্রমাণীকৃত ইতি যাবৎ, তাদৃশার্থবাদবলেনেত্যর্থঃ; যদ্বা অন্যথা ফলোপস্থাপকত্বাদন্যপ্রকারেণ বিরোধিনা অসিদ্ধঃ তত্তৎফলোপস্থাপক ইতি যাবৎ, তাদৃশার্থবাদবলে-

পূর্ব্বোক্ত বৃষোৎসর্গাদি স্থলে উক্তরূপ একটী কার্য্যের অধিকারী কিরূপ হইবে? এইরূপ আকাঙ্ক্ষায় যেমন সমুচ্চিত অর্থবাদিক সমুদয় ফলাভিলাষী এক ব্যক্তিই কর্ত্তারূপে স্বীকৃত হইয়াছে, সহমরণ স্থলেও সেইরূপ সমুচ্চিত ফলাভিলাষী একই কর্ত্তা স্বীকার করাই যুক্তিসঙ্গত। এক্ষণে কেহ আশঙ্কা করিয়াছিল, যদি তোমার এইরূপ সিদ্ধান্তই হইল, যে, সহমরণে যতগুলি ফল উক্ত হইয়াছে, সমুচ্চিত তৎসমুদয় ফলাভিলাষিণীরই অধিকার হইবে, তাহা হইলে দেখ, সহমরণে ব্রহ্মহত্যাকারী পতিকে পবিত্র করাও একটী ফলরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, কিন্তু যাহার পতি ব্রহ্মহত্যা করে নাই, তাহার পক্ষে তাহাকে পবিত্রকরারূপ ফলের বাধ হওয়াতে, তথাবিধ ফলকামনার অভাব নিবন্ধন তাহার সহমরণে অধিকার না হউক? ইহার উত্তরে স্মার্ত্ত বলিতেছেন,—ইহাই যদি তোমার আপত্তি হয়, তবে শুন, উপরি উক্ত যুক্তি অনুসারে সহমরণ-বিধি-বাক্যের সহিত উল্লিখিত সমুদয় ফলগুলিরও যে মিলিতভাবে সিদ্ধি

হয়, সেইস্থলে ব্রীহির প্রমাণত্ব এবং যবের অপ্রমাণত্ব স্বীকার করা হয় এবং যে স্থলে যব দিয়া যাগ করা হয় সে স্থলে যবের প্রমাণত্ব ও ব্রীহির অপ্রমাণত্ব স্বীকৃত হয়। উজ্জীবন শব্দের অর্থ—শাব্দবোধকারিণী শক্তির কল্পনা; হান শব্দের অর্থ—তথাবিধ শক্তির কুণ্ঠন। যখন যাহার প্রমাণত্বে করা হয় তখন তাহাতেই শাব্দবোধকারিণী কল্পনা করা হয়, এবং যাহার অপ্রমাণত্বে করা হয়, তখন তাহাতে শাব্দবোধকারিণী শক্তির কুণ্ঠন করিতে হয়।

নন্যথাসিদ্ধার্থবাদবলেন সন্দিগ্ধপাপধ্বংসকামনায়া এবাধিকারো মঙ্গলবৎ, সতি জন্মান্তরীয়ে তাদৃশপাতকে, সংসর্গাদি কৃতে বা, তদ্ধ্বংসোঽপি জায়তে, অসতি তু ন তথা, প্রতিযোগিরূপ-সহকারিবিরহাৎ, নির্ব্বিঘ্নস্য কৃতমঙ্গলবৎ, মহাদাননির্ণয়োঽপ্যে-

নেত্যর্থঃ। সন্দিগ্ধেতি সন্দিগ্ধং যৎ পাপং তদ্ধ্বংসকামায়া ইত্যর্থঃ। মঙ্গলবদিতি যথা গ্রন্থসমাপ্তিপ্রতিবন্ধকীভূতবিঘ্নস্য সন্দিগ্ধত্বেঽপি, তদ্ধ্বংসকামস্য মঙ্গলেঽধিকারস্তথেত্যর্থঃ। সংসর্গেতি ব্রহ্মহত্যাদিজন্যপাপিনো যঃ সংসর্গী, তস্য যৎ সংসর্গজন্যং পাপং ভবতি, তদপি ব্রহ্মহত্যাদিজন্যপাপস্বরূপমেব, অতস্তদ্ধ্বংস ইতি ভাবঃ। প্রতিযোগীতি প্রতি-যোগিতাসম্বন্ধেন ধ্বংসত্বাবচ্ছিন্নং প্রতি তাদাত্ম্যসম্বন্ধেন প্রতিযোগিনঃ কারণত্বাৎ সহমরণরূপৈককারণসত্ত্বেঽপি, প্রতিযোগিরূপকারণান্তরবিরহেণ কারণকলাপরূপসামগ্রী-বিরহান্ন ফলোৎপত্তিরিতি ভাবঃ। নির্ব্বিঘ্নস্যেতি যথা যতো বিঘ্নবিরহস্য পুংসঃ কৃতেঽপি

হয়, ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে, অতএব স্থলবিশেষে উহাদের মধ্যে কোন একটি ফলোৎপত্তির প্রতি হেতুর প্রত্যক্ষ অনুভব হউক, বা না হউক, কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলেই তথাপি অপর ফলের সহিত মিলিত হইয়া সেই ফলটিরও সিদ্ধি হওয়া যখন স্থির হইল, তখন উক্ত কর্ম্মঘটিত বিধিবাক্যের সমভিব্যাহৃত অর্থবাদ (নানাবিধ ফল সিদ্ধির জ্ঞাপকবাক্য) গুলিও অনন্যথাসিদ্ধ, অর্থাৎ যোল্লিখিত সমুদয় ফলেরই অবিকল সিদ্ধিকারক হওয়ায়, ঐ সকল অর্থবাদের প্রভাবেই আমার পতির সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কোনরূপ ব্রহ্মহত্যার অনুভব না হইলেও কি জানি যদি অজ্ঞাতভাবে তদ্রূপ কোন পাপ থাকে, তবে আমার এই সহমরণ দ্বারা সেই পাপ হইতেও পতির উদ্ধার হইবে," এইরূপ দৃঢ় বিশ্বাস প্রাপ্ত হইয়া, যদি কোন রমণী ধ্বংস কামনায় সহমরণে প্রবৃত্তা হয়, তবে সে রমণী সহমরণে অধিকারিণী না হইবে কেন? দেখ, যেমন কেবলমাত্র গ্রন্থ পরিসমাপ্তির প্রতি প্রতিবন্ধক বিঘ্নসমূহের বিনাশার্থই গ্রন্থারম্ভে মঙ্গলাচরণের বিধান করা হইলেও, যাহার গ্রন্থ পরিসমাপ্তির প্রতি প্রতিবন্ধক বিঘ্ন প্রত্যক্ষ বিদ্যমান থাকে, সেও মঙ্গলাচরণ করে, এবং যাহার সেরূপ বিঘ্ন প্রত্যক্ষ বিদ্যমান না থাকে, সেও বিঘ্নের আশঙ্কায় মঙ্গলাচরণ করে, এস্থলেও সেই-রূপ বুঝিতে হইবে। ফল কথা, অপর স্থলে কর্ম্মানুষ্ঠানের প্রতি প্রকৃত নিমিত্ত নির্ণয়কারী ব্যক্তিরই কর্ম্মে অধিকার হইয়া থাকে, কিন্তু পাপ-ধ্বংসবিধায়ক কর্ম্মে পাপরূপ নিমিত্তের অস্তিত্ব-সন্দেহেও পাপধ্বংসে প্রবৃত্ত অনুষ্ঠানকারীর অধিকার হয়। এস্থলে ইহাও বক্তব্য এই

যম, এবং দশহরাদাবপি। অতএব বিশ্বামিত্রেণ পাপসন্দেহে-ঽপি প্রায়শ্চিত্তমুক্তম্। যথা—

"কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণাদীনি শুদ্ধ্যভ্যুদয়কারণম্।

মঙ্গলে বিঘ্নরূপকারণান্তরবিরহাৎ ন বিঘ্নধ্বংসো জায়তে, তথেত্যর্থঃ। এবমিতি দশহরায়াং গঙ্গাস্নাতুঃ দশবিধপাপসত্ত্বে তদ্ধ্বংসো জায়তে, তদসত্ত্বে তু পাপরূপসহকারি-বিরহাৎ ন তদ্ধ্বংস ইতি ভাবঃ। নমু নিশ্চিতব্রহ্মহত্যাকস্য পত্যুর্দাহনিষেধাৎ সহমরণেন নোদ্ধারঃ, ব্রহ্মহত্যাজন্যপাপসন্দেহে চ কথমধিকারঃ? নিমিত্তনিশ্চয়াভাবাৎ, অতএবোক্তং "নৈমিত্তিকে নিমিত্তনিশ্চয়বানধিকারী"ত্তি, অত আহ "অতএবে"তি সন্দিগ্ধপাপধ্বংসকাম-নয়া অধিকারাদিত্যর্থঃ। পাপসন্দেহেঽপীতি তথাচান্যনৈমিত্তিকে কর্ম্মণি নিমিত্তনিশ্চয়-মাত্রস্যাধিকারত্বেঽপি, পাপধ্বংসফলে তন্নিশ্চয়বদ্বচনবলেন তৎসন্দেহোঽপি অধিকারিতা-

---

যে, সন্দিগ্ধ পাপের ধ্বংস কামনায় ● সহমরণাধিকারের কথা বলা হইল, ইহাতে কেহ আশঙ্কা করিয়াছিল, সন্দিগ্ধ পাপের ধ্বংস কামনায় স্ত্রী সহমরণ করিল বটে, কিন্তু তাহার পতির বাস্তবিক কোনরূপ পাপের বিদ্যমানতা না থাকায়, ঐ কর্ম্মের পাপ ধ্বংসরূপ ফল আর হইল না। সুতরাং সেরূপ স্থলে পাপের ধ্বংসপ্রতিপাদক বেদবাক্যানুযায়ী ফলোৎপত্তি হওয়ায়, ঐ বেদবচনের এক প্রকার অপ্রামাণ্যই হইল; ইহার উত্তরে স্মার্ত্ত বলিতেছেন, দেখ, ঐ বেদবচনের তাৎপর্য্য এইরূপ নহে যে, পাপের ধ্বংস হইতেই হইবে; কিন্তু কাহারও যদি জন্মান্তরীণ, অথবা সংসর্গকৃত তথাভূত ব্রহ্মহত্যাদি পাপ বিদ্যমান থাকে, তাহা হইলেই স্ত্রীর সহমরণ দ্বারা তাহারই ধ্বংস হইবে, আর যদি কোনরূপ তথাভূত পাপ বিদ্যমান না থাকে, তা'হলে পাপধ্বংসের প্রতিযোগিরূপ পাপের অভাবে, কাহার আর ধ্বংস হইবে? যেমন, বিঘ্নসন্দেহে মঙ্গলাচরণ করিলে যাহার বিঘ্ন আছে, ঐ মঙ্গলাচরণ দ্বারা তাহারই বিঘ্নের নাশ হয়, আর যাহার বিঘ্ন নাই, তাহার আর কিসের নাশ হইবে? অবিদ্যমান বিঘ্নের নাশ হওয়ায়, যেমন মঙ্গলাচরণ বিধায়ক বেদবচনের অপ্রামাণ্য হয় না, এস্থলেও সেইরূপ। মহাদাননির্ণয়নামক গ্রন্থেও এই কথা বলা হইয়াছে। দশহরাস্নানে যে দশবিধ পাপের ধ্বংসের কথা বলা হইয়াছে, সে স্থলেও এইরূপ সিদ্ধান্ত করিতে হইবে যে, যেস্থলে দশবিধ পাপ বিদ্যমান থাকিবে, সেই স্থলেই পাপের ধ্বংস হইবে, পাপ না থাকিলে পাপের ধ্বংস হইল না বলিয়া কিছু স্নান বিধায়ক বেদবচনের অপ্রামাণ্যও হইবে না। এই জন্যই বিশ্বামিত্র পাপের সন্দেহেও প্রায়শ্চিত্ত করিবার কথা বলিয়াছেন,—পাপ প্রকাশিতই থাকুক, আর গুপ্তই

প্রকাশে চ রহস্যে চ সংশয়েঽনুক্তকেঽস্ফুটে॥" অনুক্তকে অতিপাতকাদ্যষ্টান্যতমত্বেন বিশেষতোঽনুক্তে, প্রকীর্ণকে ইতি যাবৎ। অস্ফুটে বহুভিরজ্ঞাতে। বস্তুতস্তু মিলিতফলদানযোগ্যানামপি শ্রাদ্ধাদিকর্ম্মণাং প্রত্যেকফলসম্পাদকত্বম্। তথাহি "অথৈতন্মনুঃ শ্রাদ্ধশব্দং কর্ম্ম প্রোবাচ প্রজানিঃশ্রেয়সার্থমি"ত্যাপস্তম্বোক্তাদিবিশিষ্টফলার্থিনঃ, কেবলরাগিণঃ,

সম্পাদক, ইতি ভাবঃ। শুদ্ধ্যভ্যুদয়ঃ শুদ্ধেরুৎপত্তিঃ, তৎকারণং, যদ্বা শুদ্ধেঃ পাপধ্বংসস্য, অভ্যুদয়স্য চ চন্দ্রলোকাবাপ্ত্যাদেঃ, কারণমিত্যর্থঃ। প্রকাশে বহুভিজ্ঞাতে পাপে ইতি শেষঃ, রহস্যে ত্রিভিরজ্ঞাতে সংশয়ে পাপস্যেতি ভাবঃ। বিশেষতঃ ইতি ইদমতিপাতকং, মহাপাতকং বা, ক্ষুদ্রা ইতি বিশেষতঃ ইত্যর্থঃ। প্রকীর্ণক ইতি—নববিধপাপান্তর্গতৈকবিধপাপে ইত্যর্থঃ। অজ্ঞাতে বিশেষতোঽজ্ঞাতে। ননু যত্র পত্যুঃ ব্রহ্মহত্যাদিজন্যপাপসন্দেহস্তত্র সমুচ্চিতফলকামনায়া উপপত্ত্যাবপি যত্র পত্যুস্তাদৃশপাপানস্তিত্বনিশ্চয়ঃ, ন তত্র সমুচ্চিতফলকামনাসম্ভবঃ, অত আহ "বস্তুত"স্ত্বিতি অথেত্যাদি আপস্তম্বসূত্রম্। শ্রাদ্ধশব্দং শ্রাদ্ধনামকম্। প্রজেতি প্রজা চ, নিঃশ্রেয়সঞ্চ তদর্থমিত্যর্থঃ। নিঃশ্রেয়সং মোক্ষঃ। বিশিষ্টেতি প্রজা মোক্ষাদি সমুচ্চিতেত্যর্থঃ। কেবলরাগিণঃ মোক্ষাতিরিক্তফলার্থিনঃ, তথা চাধিকারিত্রয়মিতি ভাবঃ। বিশিষ্টফলানর্থিন ইতি পাঠে

থাকুক, সংশয়ের বিষয়ীভূতই হইক, আর অনুক্তই হউক, অর্থাৎ অতিপাতকাদি স্বরূপে নির্দ্দিষ্ট নাই হউক, অথবা অস্ফুটই থাকুক, এই সকল প্রকার অবস্থাতেই ঐ পাপের নিমিত্ত যথাযথ কৃচ্ছ্র ও চান্দ্রায়ণাদিরূপ প্রায়শ্চিত্ত কর্ত্তব্য, কারণ ঐ প্রায়শ্চিত্ত সকল, শুদ্ধি এবং অভ্যুদয়ের হেতু।" মূল বচনে যে "অনুক্ত" শব্দ আছে তাহার অর্থ—অতিপাতকাদি অষ্টবিধ পাতকের অন্যতমরূপে অনির্দ্দিষ্ট, এবং "অস্ফুট" শব্দের অর্থ—বহু ব্যক্তি-কর্তৃক অজ্ঞাত। বাস্তবিক কথা এই যে, সহমরণে সমুচ্চিত (একযোগে) বহু ফল প্রাপ্ত হইবার কথা বলা হইয়াছে, বলিয়াই একেবারে সকল ফলগুলির কামনা না করিলে যে, সহমরণে একেবারে অধিকার হইবে না, তাহা নহে। দেখ, শ্রাদ্ধাদি কর্ম্ম সমুচ্চিত বহু ফলের দানযোগ্যরূপে নির্দ্দিষ্ট হইলেও, উহারা স্থলবিশেষে ঐ সমুচ্চিত ফলের মধ্যে প্রত্যেক অর্থাৎ এক একটী ফলও সম্পাদন করিয়া থাকে, অর্থাৎ শ্রাদ্ধাদি কর্ম্মের অনেকগুলি ফল উক্ত হইলেও, উহারা যেমন সময় সময় ঐ সমুদয় ফলগুলি উৎপাদন করে, তেমনই আবার সময় বিশেষে উহাদের মধ্যে এক একটী ফলও উৎপাদন করে। এ সম্বন্ধে আপস্তম্বের একটী

কেবলমুমুক্ষোরপি, প্রত্যেকফলসিদ্ধিঃ, সাঙ্গাদ্ধি বৈদিককর্ম্মণ ইষ্টসম্পাদকত্বনিয়মাৎ। তথাচ মার্কণ্ডেয়পুরাণম্,—

"পিতৃন্নমস্যে দিবি যে চ মূর্ত্তাঃ স্বধাভুজঃ কাম্যফলাভিসন্ধৌ।
প্রদানশক্তাঃ সকলেপ্সিতানাং বিমুক্তিদা যেহনভিসংহিতেষু।"

অনভিসংহিতেষু কাম্যফলেষ্বিতি শেষঃ, অতএব গ্রহযজ্ঞে "বৃষ্ট্যায়ুঃপুষ্টিকামো বা" ইতি "সমস্তপদোপাত্তানামপি প্রত্যেক-ফলকামনাসম্বন্ধ" ইতি ভূপালঃ। এবঞ্চ

তৎ কেবলরাগিণ ইত্যাদের্বিশেষণং বোধ্যম্। "কেবলরাগিণ" ইত্যয়ং কেবলমুমুক্ষোরিতি চ সমুচ্চিতফলজননযোগ্যানামপি কর্ম্মণাং প্রত্যেকফলজনকত্বে দৃষ্টান্তঃ। "সাঙ্গেতি" মুমুক্ষোঃ কামনায়া অভাবেহপি সংকল্পাদিরূপাঙ্গস্য সত্ত্বাৎ, কর্ম্মণঃ সাঙ্গত্বং বোধ্যং, স্বধেতি স্বধা পিতৃণামন্নং কবাং, তদ্ভুজ ইত্যর্থঃ। অনভিসংহিতেষু অনুসন্ধানাবিষয়েষু যত্র তু কাম্যফলস্য মোক্ষস্য চ উভয়োরেবানুসন্ধানং, তত্র দ্বয়ং ভবত্যেব, দীক্ষাদি-কর্ম্মণশ্চতুর্ব্বর্গপ্রাপ্তিকামনয়া কর্ত্তব্যত্বোপদেশাদত্রাপি তথেতি বোধ্যম্, অতএব মিলিত-ফলজনকস্যাপি প্রত্যেকফলজনকত্বাদেব। ভূপালো ভোজরাজঃ। মিলিতফলানাং জনকস্য কর্ম্মণঃ প্রত্যেকফলং, প্রত্যেকস্যাপি জনকত্বমুক্ত্বা প্রসঙ্গসঙ্গত্যা মিলিতফলজন-

সূত্র দেখ,—"প্রজা অর্থাৎ বংশপরম্পরার বৃদ্ধি এবং নিঃশ্রেয়সের (মোক্ষের) জন্য মনু এই শ্রাদ্ধ নামক কর্ম্মানুষ্ঠানের কথা বলিয়াছেন।" এই আপস্তম্বের সূত্রে উক্ত 'বিশিষ্ট ফলার্থী' (সমুচ্চিত প্রজা ও মোক্ষরূপ ফলাভিলাষী) কিম্বা কেবল মাত্র বিষয়াসক্ত, অথবা কেবলমাত্র মুমুক্ষু, এই ত্রিবিধ ব্যক্তিরই শ্রাদ্ধ হইতে নিজ নিজ অভিলষিত ফলের প্রাপ্তি হইয়া থাকে; কেন না, সাঙ্গবৈদিক কর্ম্ম হইতে সকলের সকল প্রকার অভিলষিত ফলের সিদ্ধি হইবারই নিয়ম দৃষ্ট হয়। শ্রাদ্ধ হইতে যে, বিষয়াসক্ত এবং মুমুক্ষু, এই উভয়বিধ ব্যক্তিরই নিজ নিজ অভিলষিত ফললাভ হয়, তদ্বিষয়ে মার্কণ্ডেয়ের একটী বচনও আছে, যথা,—"দিব্য-লোকে দিব্যমূর্ত্তিধারী স্বধাভোজী পিতৃগণকে প্রণাম করি, যাঁহারা কাম্যফলের অভিলাষী ব্যক্তিদিগকে নিজ নিজ ঈপ্সিত ফল প্রদান করেন, এবং ঐ ফলবিষয়ে অভিসন্ধিশূন্য ব্যক্তিদিগকে মুক্তি প্রদান করেন।" ইহাতে সিদ্ধ হইল, কোন কর্ম্মের অনুষ্ঠানে বহুফল সিদ্ধ হইবার কথা থাকিলেও উহাদের যে কোন একটি ফলের কামনা করিয়া, অথবা ঐ সমস্ত ফলেরই একযোগে কামনা না করিয়া, দু একটি মাত্রেরই কামনা করিয়াও ঐ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করা যাইতে পারে। এই জন্যই গ্রহযজ্ঞ বিষয়ে বৃষ্টি, আয়ু এবং পুষ্টি, এই

"ঋক্পূত্যাং যাভ্যাং তিলব্রীহিগোধূমযবকল্পিতম্।
হবিঃ প্রজুহুয়াল্লক্ষং বাসরেণৈকবিংশতাবি"তি বৌধায়ন-বচনে তিলাদীনাং সতি সম্ভবে সমুচ্চয়ঃ, অসতি তু বিকল্প ইতি কর্ম্মবিপাকে বিশ্বেশ্বরভট্টাঃ। এবঞ্চ সমাধিনা ত্যক্তদেহস্য মুক্তস্য ধৃতরাষ্ট্রস্য পর্ণোটজাগ্নিনা দেহদাহকালে

কামামপি প্রত্যেকস্য ফলজনকত্বমাহ এবঞ্চেতি। কল্পিতমিতি পুরোডাশমিত্যর্থঃ। নমু যত্র পত্যামু্ক্তত্বং, তত্র পত্যা সহ মোদমানত্বাদ্যভাবাৎ সহমরণাদিকং ন স্যাৎ? তত্রাহ এবঞ্চেতি সমুচ্চিতফলকামনাধিকারস্য প্রত্যেকফলকামাধিকারিত্বাদেবেত্যর্থঃ। এতচ্চ একত্র দৃষ্ট ইতি ন্যায়াৎ অনুমানবলভ্যং, তথাহি এতৎ কর্ম্ম তত্তৎপ্রত্যেকফলকামাধিকারিকং, সমুচ্চিততত্তৎফলকামাধিকারিকত্বাৎ, যৎকর্ম্ম সমুচ্চিতফলকামাধিকারিকং ভবতি তৎ প্রত্যেকফলকামাধিকারিকমপি ভবতীতি ব্যাপ্তেরিতি বোধ্যম্। কাশ্যাদিমৃতস্যাপীতি সহ-যোগে তৃতীয়াপ্রাপ্তাবপি সম্বন্ধবিবক্ষয়া ষষ্ঠীতি বোধ্যম্, তথাচ পত্যামু্ক্তত্বস্থলে পত্যা সহ মোদমানত্বাদিরূপফলাসম্ভবেঽপিফলান্তরসম্ভবাৎ তৎকামনয়ৈব সহমরণং সংগচ্ছতে,

ফলগুলি একেবারে সমাস করিয়া একপদে নিবিষ্ট হইলেও ভূপাল (ভোজরাজ) বলিয়াছেন, উহাদের মধ্যে এক একটি ফলের সহিতও কামনার সম্বন্ধ হইতে পারে। এইরূপ সিদ্ধান্ত স্থির হওয়াতেই, অর্থাৎ যে স্থলে কোনও একটি কর্ম্মবিশেষের অনুষ্ঠান দ্বারা কতকগুলি ফল মিলিতরূপে প্রাপ্তি হইবার কথা বলা হইয়াছে, সে স্থলে মিলিত সমুদয় ফলের কামনায় অথবা উহাদের মধ্যে কোনও একটী ফলের কামনায়ও ঐ কর্ম্ম করা যাইতে পারিবে এইরূপ স্থির সিদ্ধান্ত হওয়াতেই, বৌধায়নের—"এই দুইটী ঋক্ পাঠ করত তিল, ব্রীহি, গোধূম, এবং যব দ্বারা একুশদিনে লক্ষ আহুতি দান করিবে।" এই বচনটির বিশ্বেশ্বর ভট্ট কর্ম্মবিপাক নামক গ্রন্থে এইরূপ তাৎপর্য্য প্রদর্শন করিয়াছেন যে, ঐ বচনোক্ত তিলাদি যাবৎ বস্তু যদি পাওয়া যায়, তাহা হইলেই ঐ সমুদয় বস্তু একত্র করিয়া তাহাদের দ্বারা হবন করিবে, আর যদি সমুদয় বস্তুর না মিলিবার সম্ভাবনা থাকে, তাহ'লে উহাদের মধ্যে যে কোনও একটী বস্তু দ্বারা হবন করিবে।" ইহাতে দেখান হইয়াছে যে, বিধিবাক্যে সমুচ্চিত ভাবে উক্তদিগের মধ্যেও ইচ্ছানুসারে যে কোন একটির গ্রহণ করা যাইতে পারে। অধিক কি একেবারে ফলের কামনাশূন্য রমণীরও সহমরণে অধিকার হইবে। দেখ, সমাধিপূর্ব্বক দেহত্যাগকারী অতএব মুক্তিপ্রাপ্ত ধৃতরাষ্ট্রের শরীর যৎকালে পর্ণকুটীরসংলগ্ন অগ্নিদ্বারা দগ্ধ হইয়াছিল, তাঁহার পত্নী

তৎপত্ন্যা গান্ধার্য্যা অগ্নিপ্রবেশদর্শনাদিদানীং গঙ্গাদিমৃতস্য মুক্তস্যাপি পত্যুস্তৎপত্ন্যাঃ সহমরণং সঙ্গচ্ছতে। তদুক্তং ভাগবতে,—

"দহ্যমানেঽগ্নিভির্দ্দেহে পত্যুঃ পত্নী সহোটজে।
বহিঃ স্থিতাপি তৎ সাধ্বী তমগ্নিমনুবেক্ষ্যতি॥"

অনুবেক্ষ্যতি অনুপ্রবেশং করিষ্যতীতি যুধিষ্ঠিরায় নারদস্য ভবিষ্যৎকথনম্‌।

"দয়িতং যান্যদেশস্থং মৃতং শ্রুত্বা পতিব্রতা।
সমারোহতি শীঘ্রাগ্নৌ তস্যাঃ সিদ্ধিং নিবোধত॥"

মিলিতফলজনকস্যাপি প্রত্যেকফলজনকত্বাদিতি স্মার্ত্তমতম্‌। অন্যে তু নম্ন ধৃতরাষ্ট্রেণ গান্ধার্য্যাঃ সহমৃমণদৃষ্টান্তেন ভবতু মুক্তেন পত্যা পত্ন্যাঃ সহমরণসিদ্ধিঃ, পত্যুর্মুক্তত্বেন জীবভাবাভাবাৎ ইন্দ্রিয়াদ্যভাবেন দেহান্তরপ্রাপ্ত্যভাবাৎ কেন সহ তৎপত্ন্যাঃ ক্রীড়নাদিসিদ্ধিঃ? তথাচ—"ইন্দ্রিয়াণি চ সূক্ষ্মাণি যাশ্চান্যাঃ পঞ্চ দেবতাঃ। জীবেন সহ গচ্ছন্তি যাবত্তত্বং ন বিন্দতি॥" ইতি বিবদন্তঃ কৃতিনস্তত্র স্ত্রিয়া সহাদধিরে; যথা তত্র ফলবাদিনঃ,—"অবশ্যমেব ভোক্তব্যং কৃতং কর্ম্ম শুভাশুভম্‌। "না ভুক্তং ক্ষীয়তে কর্ম্ম কল্পকোটি-শতৈরপি॥" ইতি দর্শনাৎ পত্যন্তরেণ সহ স্ত্রিয়াস্তৎকর্ম্মজন্যফলভোগঃ, ন চ সাধ্ব্যাস্তস্যাঃ কথং পত্যন্তরসংসর্গ ইতি বাচ্যং, পদ্মপুরাণে প্রাণিধিনাম্নো বৈশ্যস্য ভার্য্যায়াঃ সাধ্ব্যাঃ পদ্মাবত্যাঃ প্রস্তাবে তথোক্তত্বাৎ, যথা প্রয়াগে পদ্মাবত্যুদ্দেশেন ত্যক্তদেহস্য চণ্ডালস্য তৎপতিসদৃশরূপধারণেন তদ্গৃহগমনে দৈবাৎ প্রবাসহপ্রাণিধ্যাগমনেন চ তস্যা

গান্ধারী সেই অগ্নিতে প্রবিষ্ট হইয়া সহমরণ করিয়াছিলেন, এই বৃত্তান্ত-দর্শনে আজকাল গঙ্গাদিতীর্থ স্থানে মৃত অতএব মুক্তিপ্রাপ্ত পতির সহিতও স্ত্রীলোকগণ যে সকল প্রকার কামনাশূন্য হইয়াই সহমরণ করে, তাহাও সঙ্গত বলিয়া প্রতীত হইতেছে। অর্থাৎ ফলপ্রাপ্তি হউক বা নাই হউক, সহমরণ অসিদ্ধ হইবে না। গান্ধারী যে ধৃতরাষ্ট্রের সহমৃতা হইয়াছিলেন, ভাগবতে তাহা এইরূপে বর্ণিত হইয়াছে, যথা, "যৎকালে উটজের সহিত স্বামীর দেহ অগ্নিদ্বারা দহ্যমান হইবে, তখন সেই সাধ্বী বহিঃস্থিতা হইয়াও ঐ অগ্নিতে প্রবেশ করিবেন"—এই কথাটী যুধিষ্ঠিরের নিকট নারদের ভবিষ্যদ্বাক্য বলিয়া "অনুবেক্ষ্যতি' (প্রবেশ করিবেন) এই ক্রিয়া পদটী ভবিষ্যৎ কালে প্রযুক্ত হইয়াছে। "যে পতিব্রতা স্বীয় বিদেশস্থ পতিকে মৃত শুনিবামাত্র কাল-

ইতি ব্যাসবচনাদিনা সহমরণানুমরণয়োর্নিরবকাশনৈমিত্তিককাম্যত্বেন মলমাসাদাবপি কর্ত্তব্যতা।

"নৈমিত্তিকানি কাম্যানি নিপতন্তি যথা যথা।

তথা তথৈব কার্য্যাণি ন কালস্তু বিধীয়তে॥" ইতি দক্ষবচনাৎ॥১৪॥

সহমরণপ্রয়োগঃ।

তদয়ং প্রয়োগঃ—পুত্রাদিনা স্বগৃহ্যোক্তবিধিনা অগ্নৌ দত্তে, ভর্ত্তৃজ্বলচ্চিতায়াং সহগন্ত্রী সাধ্বী স্নাতা, পরিহিতবাসোযুগ্মা,

অনয়োঃ কো মে পতিরিতি সংশয়ে জাতে, তস্যাঃ সুবর্ণাদিনা তুষ্টেন শ্রীবিষ্ণুনা তাভ্যাং সহ মোদনং প্রতিপাদিতমিত্যাহুঃ। মুক্তিবাদিনস্তু সহমৃতায়া উদ্দেশ্যা ভর্ত্তুর্গতিরেব গতিঃ বৈদিককর্ম্মণঃ কর্ত্তুরুদ্দেশ্যফলদায়িত্বাদিত্যাহুঃ। উভয়ার্থসম্পাদনবাদিনস্তু যাবতা কালেন কর্ম্মফলভোগঃ সম্পদ্যতে, সৌভর্য্যাদিবৎ তাবন্তং কালং সংকল্প্য কায়ব্যূহেন ভোগং সমাপ্য, উদ্দেশ্যো ভর্ত্তা মুক্তিমেতি, উদ্দেশিকা তু ভার্য্যা পুনর্জ্জায়তে, মুক্তেঃ কালবিলম্বস্তু বৈদিককর্ম্মজন্যফলস্য প্রতিবন্ধকত্বস্বীকারেণ সমাধেয় ইত্যাহুঃ। শীঘ্রেতি শীঘ্রা সতীত্যর্থঃ। নিরবকাশেতি "শীঘ্রে"তি শ্রবণাৎ নিরবকাশত্বং বোধ্যম্, তথাচ নিরবকাশত্বং নৈমিত্তিকত্বঞ্চ ইতি হেতুদ্বয়মিত্যর্থঃ। বিধীয়তে ইতি বিহিতাবিহিতত্বেন বিচার্য্যতে ইত্যর্থঃ॥ ১৪॥

বিলম্ব না করিয়াই চিতাগ্নিতে আরোহণ করেন, তাঁহারও যে সহমরণ সিদ্ধ হয়, ইহা জানিবে।" ইত্যাদি ব্যাসবচন দ্বারা জানা যাইতেছে যে, সহমরণ এবং অনুমরণ এই দুইটী কার্য্য নিরবকাশ (কালবিলম্ব সহনে অক্ষম, এইরূপ) নৈমিত্তিক কর্ম্ম; সুতরাং পতির মৃত্যুরূপ নিমিত্ত যখনই উপস্থিত হইবে, তখনই অবিলম্বে উহাদের অনুষ্ঠান কর্ত্তব্য, অতএব মলমাসাদিতেও উহাদের অনুষ্ঠান হইতে পারে। নৈমিত্তিক কাম্য কর্ম্ম সকলের যে, নিমিত্তের উপস্থিতিমাত্রেই অনুষ্ঠান করা আবশ্যক, এ সম্বন্ধে একটী বচন দৃষ্ট হয় যথা,—"নিমিত্তবিশেষের অধীন কর্ম্মসকলের অনুষ্ঠানকাল যেমন যেমন উপস্থিত হইবে, তেমন তেমনই উহাদিগের অনুষ্ঠান করিবে, শুদ্ধ কালাদির প্রতীক্ষা করিবে না। ১৪।

সহমরণপ্রয়োগ।

একণে সহমরণের অনুষ্ঠান পদ্ধতি লিখিত হইতেছে। অগ্নিদানে অধিকারী পুত্রাদি কর্ত্তৃক নিজ নিজ গৃহ্য শাস্ত্রোক্ত বিধি অনুসারে চিতায় অগ্নি প্রদত্ত হইলে,

কুশহস্তা, প্রাঙ্মুখী, উদঙ্মুখী বা, দৈবতীর্থেনাচান্তা, তিলজলকুশ-ত্রয়মাদায়—"ওঁ তৎসদি"তি ব্রাহ্মণৈরুচ্চারিতে নারায়ণং সংস্মৃত্য "নমোঽদ্যামুকে মাসি, অমুকে পক্ষে, অমুকতিথৌ, অমুকগোত্রা শ্রীঅমুকী দেবী, অরুন্ধতীসমাচারত্বপূর্ব্বক-স্বর্গ-লোকমহীয়মানত্ব-মানবাধিকরণক-লোমসংখ্যাব্দাবচ্ছিন্ন-স্বর্গবাস-ভর্ত্তৃসহিতমোদমানত্ব-মাতৃপিতৃশ্বশুর-কুলত্রয়পূতত্ব-চতুর্দ্দশেন্দ্রাব-চ্ছিন্নকালাধিকরণকাপ্সরোগণস্তূয়মানত্ব-পতিসহিতক্রীড়মানত্ব-ব্রহ্মঘ্ন কৃতঘ্ন মিত্রঘ্নপতিপূতত্বকামা, ভর্ত্তৃজ্বলচ্চিতারোহণমহং করিষ্যে।" অনুমরণে তু "ভর্ত্তৃজ্বলচ্চিতারোহণমি"ত্যত্র "জ্বলদগ্নি-

---

"প্রাঙ্মুখী উদঙ্মুখী বে"তি আচমনে অন্বিতং, সংকল্পে তু উদঙ্মুখত্বমেব "সাধারণে চোত্তরাস্ত" ইতি বচনাৎ, স্বর্গলোকমহীয়মানত্বেতি স্বর্গলোকাধিকরণকগমন-কর্ত্তৃত্বেত্যর্থঃ। মহীঙ্ গতাবিত্যস্য কণ্ড্বাদিগণপঠিতস্য রূপং পবমানাদিবৎ অবর্ত্তমানকালে শানঃ, অতো ন স্বর্গলোকগচ্ছত্বকাম ইত্যাদয়ঃ প্রয়োগাঃ। ভর্ত্তৃসহিতমোদমানত্বেতি ভর্ত্তৃসহিতা অসৌ, মোদমানা চেতি, তথেত্যর্থঃ। পতিসহিতক্রীড়মানত্বেতি অত্রাপি পূর্ব্ববৎ কর্ম্মধারয়ঃ, "অনুমরণে" ত্বিতি

স্বামীর সেই প্রজ্জ্বলিত চিতায় সহমরণকারিণী সাধ্বী স্নান করিয়া বস্ত্রযুগল (পরি-ধেয় এবং উত্তরীয়) পরিধানপূর্ব্বক, কুশ হস্তে পূর্ব্বমুখী বা উত্তরমুখী হইয়া উপবেশন করিবে, পরে দৈবতীর্থ অর্থাৎ অঙ্গুলি সকলের অগ্রভাগ দ্বারা মুখে জলের ছিটা দিয়া আচমন করিয়া তিল, জল এবং কুশনির্ম্মিত ত্রিপত্র গ্রহণ করিবে, অনন্তর ব্রাহ্মণগণ "ওঁ তৎসৎ" এই কথা উচ্চারণ করিলে নারায়ণ স্মরণপূর্ব্বক "নমঃ আজ অমুক মাসে, অমুক পক্ষে, অমুক তিথিতে, অমুক গোত্র শ্রীঅমুকী দেবী অরুন্ধতীর মত সদাচারের সহিত স্বর্গলোকে গমন করে। মনুষ্য শরীরে যতগুলি লোম আছে, তাবৎ বৎসর স্বর্গলোকে বাস, এবং স্বামীর সহিত আনন্দে যাপন, মাতা, পিতা এবং শ্বশুর, এই তিন কুলকে পবিত্রীকরণ, যথাক্রমে চতুর্দশ ইন্দ্রের আধিপত্যকাল ব্যাপিয়া অপ্সরোগণ কর্তৃক স্তূয়মান হওয়া, এবং পতির সহিত ক্রীড়াকরণ, এবং ব্রহ্মহত্যাকারী কৃতঘ্ন ও মিত্রদ্রোহী পতিকে পবিত্রকরণ, এই সকল ফলের অভিলাষিণী হইয়া স্বামীর প্রজ্বলিত চিতায় আমি অধিরোহণ করিতেছি।" এইরূপ সঙ্কল্প করিবে, অনুমরণ স্থলেও সঙ্কল্প-বাক্যের অপর পদগুলি ঠিক ঐরূপই থাকিবে, কেবল "স্বামীর প্রজ্বলিত চিতায়

প্রবেশেন ভর্ত্রনুমরণমি”তি সঙ্কল্প্য—“অষ্টৌ লোকপালা আদিত্যচন্দ্রানিলাগ্ন্যাকাশ-ভূমিজলহৃদয়াবস্থিতান্তর্যামিপুরুষযম-দিনরাত্রিসন্ধ্যাধর্ম্মা যূয়ং সাক্ষিণো ভবত, জ্বলচ্চিতারোহণেন ভর্ত্তৃশরীরানুগমনমহং করিষ্যে” ইতি। অনুমরণে তু “ভর্ত্তৃশরীরানুগমনমি”ত্যত্র “ভর্ত্রনুমরণমি”তি চোচ্চার্য্য চিতাগ্নিংত্রিঃ প্রদক্ষিণীকৃত্য—

“ওঁ ইমা নারীরবিধবা সুপত্নীরঞ্জনেন সর্পিষা সংবিশন্তু।

অনশ্রবো অনমীরা সুরত্না আরোহন্তু জলযোনিমগ্নে॥” ইতি

ঋগ্বেদোক্তে মন্ত্রে—

সংকল্পবাক্যে ফলোল্লেখস্তু তুল্য এব, কিন্ত্বনুমরণস্য সহমরণপ্রতিনিধিত্বাৎ প্রতিনিধিস্থলে চাঙ্গহানেরাবশ্যকত্বাৎ, তত্তৎফলগততারতম্যং কিঞ্চিৎ স্বীক্রিয়তে ইতি বোধ্যম্। অষ্টৌ লোকপালা ইন্দ্রো বহ্নিঃ পিতৃপতির্নৈঋ‍র্তো বরুণো মরুৎ কুবের ঈশ ইতি। আদিত্যেতি আদিত্যচন্দ্র বনিলোঽনলশ্চ দ্যৌর্ভূমিরাপো হৃদয়ং যমশ্চ। অহশ্চ রাত্রিশ্চ উভে চ সন্ধ্যে ধর্ম্মশ্চ জানাতি নরস্য বৃত্তমিতি শ্লোকোপদর্শিতা দেবতা ইত্যর্থঃ। “ইমা নারীরি”তি ইমা নার্য্য ইত্যর্থঃ: সুপাংসুপ্ ইতি জসি শস্। অবিধবা ভর্ত্রা সহ ক্রীড়ায়া ভাবিত্বাৎ বৈধব্যশূন্যেত্যর্থঃ। সুপত্নীঃ সুপত্ন্যঃ শোভনপতিকাঃ অঞ্জনেন সর্পিষেতি বিশেষণে তৃতীয়া, তথাচ সহ গমনাচ্চক্ষুষোরঞ্জনং গাত্রে চ ঘৃতং দেয়মিত্যর্থঃ। অনশ্রবঃ অশ্রুশূন্যা, তথাচ সহ গমনে রোদনং ন কর্ত্তব্যমিত্যর্থঃ। অনমীরা অমীররহিতা নিষ্পাপা ইত্যর্থঃ। সুরত্না

আমি অধিরোহণ করিতেছি” এইরূপ না বলিয়া, “প্রজ্বলিত অগ্নি প্রবেশ করিয়া আমি স্বামীর অনুগমন করিতেছি” এইরূপ বলিতে হইবে। উক্তরূপে সংকল্প করিবার পর, বলিবে, “হে অষ্ট লোকপালগণ, হে সূর্য্য, হে চন্দ্র, হে বায়ু, হে অগ্নি, হে আকাশ, হে ভূমি, হে জল, হে হৃদয়ের মধ্যে অবস্থিত অন্তর্যামিন্ আত্মা পুরুষ, হে যম, হে দিন, হে রাত্রি, হে সন্ধ্যা, হে ধর্ম্ম, আপনারা সাক্ষী থাকুন, আমি প্রজ্বলিত চিতারোহণপূর্ব্বক স্বামীর শরীরের অনুগমন করিতেছি,” অনুমরণের সময় ঐ সকল কথাই বলিবে, কেবল স্বামীর শরীরের অনুগমন করিতেছি, ইহা না বলিয়া, স্বামীর অনুগমন করিতেছি, এই কথা বলিয়া তিনবার চিতানলকে প্রদক্ষিণ করিবে। অগ্নি প্রদক্ষিণ করা হইলে, ব্রাহ্মণ, “হে অগ্নি, এই শোভন পতিবিশিষ্ট অবিধবা অশ্রুজলশূন্য, নিষ্পাপা, নারী চক্ষে কজ্জল এবং শরীরে ঘৃত লেপনপূর্ব্বক শোভন রত্নে ভূষিতা হইয়া

"ওঁ ইমাঃ পতিব্রতাঃ পুণ্যাঃ স্ত্রিয়ো যা যাঃ সুশোভনাঃ।
সহ ভর্ত্তৃশরীরেণ সংবিশন্তু বিভাবসুমি"তি পৌরাণিকে মন্ত্রে চ, ব্রাহ্মণেন শ্রাবিতে, পশ্চান্নমো নম ইত্যুচ্চার্য্য জ্বলচ্চিতাং সমারোহেৎ। আপস্তম্বঃ,—

"চিতিভ্রষ্টা তু যা নারী মোহাদ্বিচলিতা ভবেৎ।
প্রাজাপত্যেন শুধ্যেত্তু তস্মাদ্বি পাপকর্ম্মণঃ॥"

স্ত্রীরত্নস্বরূপা "রত্নং স্বজাতিশ্রেষ্ঠেহপী"তি অমরঃ। জলযোনিমগ্নিম্। অগ্নে ইতি অগ্ন্যধিষ্ঠাতৃদেবতায়াঃ সম্বোধনম্। "চিতিভ্রষ্টে"তি চিতিমারুহ্য ততো ভ্রষ্টেত্যর্থঃ, চিত্যনারোহণে তু ন দোষঃ, ইতি প্রামাণিকাঃ; বিচলিতা চঞ্চলা। প্রাজাপত্যেনেতি প্রাজাপত্যাশক্তৌ ধেন্বেকা তন্মূল্যং কার্ষাপণত্রয়ং বা দক্ষিণা চ যথাশক্তি দেয়েতি। তত্র প্রাঞ্চঃ,—"যদা নারী বিশেদগ্নিং স্বেচ্ছয়া পতিনা সহ।" ইতি যমবচনাৎ পুত্রাদিভিঃ পিত্রাদিভ্যোঽগ্নৌ দত্তে, পশ্চাৎ চিতামারুহ্য তদগ্নিপ্রবেশঃ কার্য্যঃ, ন তু পত্যা সহ চিতামারূঢায়া একত্রৈবাগ্নিদানং, জীবন্ত্যা অগ্নিদানেন পুত্রাদীনাং মাতৃবধস্ত্রীবধপ্রসঙ্গাৎ। তথা অনুগমনমাহ ব্যাসঃ,—"দেশান্তরমৃতে তস্মিন্ সাধ্বী তৎপাদুকাদ্বয়ম্। নিধায়োরসি সংশুদ্ধা প্রবিশেজ্জাতবেদসম্॥" অত্র সাধ্বীত্যনেন অসাধ্বীনামনুগমনং নিষিদ্ধম্। অঙ্গিরাঃ,—"দয়িতং চান্যদেশস্থং মৃতং শ্রুত্বা পতিব্রতা। সমারোহতি দীপ্তাগ্নৌ তস্যাঃ সিদ্ধিং নিবোধত॥ যদি প্রবিষ্টো নরকং বদ্ধঃ পাশৈঃ সুদারুণৈঃ। ব্যালগ্রাহী যথা ব্যালং বলাদুদ্ধরতে বিলাৎ। তদ্বৎ ভর্ত্তারমাদায় দিবং যাতি পতিব্রতা॥ তত্র সা ভর্ত্তৃপরমা স্তূয়মানাপ্সরোগণৈঃ। ক্রীড়তে পতিনা সার্দ্ধং যাবদিন্দ্রাশ্চতুর্দ্দশ" ইতি। ভর্ত্তৃশবানুগমনসহমরণফলমাহাঙ্গিরাঃ,—"শ্মশানং নীয়মানস্ত ভর্ত্তারমনুযাতি যা। পদে পদে চাশ্বমেধো জায়তে নাত্র সংশয়ঃ॥ তিস্রঃ কোট্যোর্দ্ধকোটী চ যানি লোমানি মানবে। তাবন্ত্যব্দানি সা স্বর্গে ভর্ত্তারং যানুগচ্ছতি॥ মাতৃকং পৈতৃকঞ্চৈব যত্র কন্যা প্রদীয়তে। পুনাতি ত্রিকুলং নারী ভর্ত্তারং যানুগচ্ছতি॥ তত্র সা ভর্ত্তৃপরমা পরা পরমলালসা। ক্রীড়তে পতিনা সার্দ্ধং যাবদিন্দ্রাশ্চতুর্দ্দশ॥ ব্রহ্মঘ্নো বা কৃতঘ্নো বা মিত্রঘ্নো বাপি যো নরঃ। তং বৈ পুনাতি ভর্ত্তারমিত্যাঙ্গিরসভাষিতমি"তি। তত্রায়ং বিধিঃ পুত্রাদিভিরগ্নিদানে কৃতে জ্বলিতে চিতাগ্নৌ স্নাত্বাচম্য প্রাঙ্মুখীভূয় সংকল্পং কুর্য্যাৎ,—অদ্যেত্যাদি কুলত্রয়োদ্ধরণপূর্ব্বক-

---

চিতাগ্নিতে আরোহণ করুক।" এই ঋগ্বেদের মন্ত্রটী, এবং "এই পবিত্রচরিত্রসম্পন্ন, পতিব্রতা, সুশোভনা, স্ত্রীগণ স্বামীর শরীরের সহিত অগ্নিতে প্রবেশ করুন্।" এই পৌরাণিক মন্ত্র শুনাইলে, সহমরণ-কারিণী "নমো নমঃ" এই কথা বলিয়া প্রজ্বলিত চিতানলে আরোহণ করিবে। আপস্তম্ব বলিয়াছেন যে, "সহমরণপ্রবৃত্তা রমণী মোহবশে বিচলিত হইয়া চিতা হইতে ভ্রষ্টা হইলে,

পাশ্চাত্যনির্ণয়ামৃতে স্মৃতিঃ,—
"একচিত্যাং সমারূঢ়ৌ দম্পতী নিধনং গতৌ।
পৃথক্ শ্রাদ্ধং তয়োঃ কুর্য্যাদোদনন্তু পৃথক্ পৃথক্॥"
বিদ্যাকরধৃতা স্মৃতিঃ,—
"একাহেন মৃতানান্তু বহূনামথবা দ্বয়োঃ।
তন্ত্রেণ শ্রপণং কৃত্বা পৃথক্‌শ্রাদ্ধং প্রবর্ত্ততে॥"
যত্তু,—"যদা নারী বিশেদগ্নিং স্বেচ্ছয়া পতিনা সহ।

ভর্তৃগতাশেষপাপক্ষয়চতুর্দ্দশেন্দ্রকালাবচ্ছিন্নপতিসহিতস্বর্গলোকবাসকামনয়া ভর্তৃসম্বন্ধি-চিতাগ্নৌ প্রবেশমহং করিষ্যে ইতি সংকল্প্য, অষ্টলোকপালান্ সাক্ষিণঃ কৃত্বা অগ্নিং প্রদক্ষিণীকৃত্য প্রবিশেৎ। যত্র পত্যুর্গঙ্গামরণাদিনা বৈকুণ্ঠাদিলোকপ্রাপ্তিঃ স্যাৎ, তত্রেদৃশং বাক্যম্।—"অদ্যেত্যাদি গঙ্গামরণাদিনা পতিপ্রাপ্তলোকপ্রাপ্তিকামনয়া ভর্তৃসম্বন্ধিচিতাগ্নৌ প্রবেক্ষ্য" ইতি। যথা শ্রীভাগবতে,—"সৈষা নূনং ব্রজত্যূর্দ্ধমনু বৈণ্যং পতিং সতী। পশ্যতাস্মানতীত্যার্চ্চির্দুর্বিভাব্যেন কর্ম্মণা॥ স্তুবন্তীত্যমরস্ত্রীষু পত্যুর্লোকং গতা বধূঃ। যং বৈ আত্মবিদাং ধুর্য্যো বৈণ্যঃ পাপাচ্চ্যুতাশ্রয় ইত্যাহুঃ। "পৃথক্ শ্রাদ্ধং তয়োঃ কুর্য্যাদি"তি বিভিন্নতিথিমরণে বিভিন্নতিথৌ শ্রাদ্ধং কুর্য্যাৎ ন পত্যুর্মৃততিথাবেবেত্যর্থঃ। ওদনন্ত্বিতি একচিতিমরণেঽপি পৃথক্ পৃথক্ পাকং কুর্য্যাৎ, এবঞ্চ সুতরামন্যত্র পৃথক্ পাক ইতি ভাবঃ। একাহেন একতিথ্যা বহূনামিতি ভর্ত্রা সহ মৃতানাং বহূনাং সপত্নীনামিত্যর্থঃ। দ্বয়োরিতি সপত্ন্যোরিত্যর্থঃ। তন্ত্রেণ শ্রপণমিতি একং পাকমিত্যর্থঃ। এবম্ভূতসপত্নীভিন্নস্থলেঽপি পাকোঽপি পৃথক্ ইত্যর্থঃ। হরি-

---

সেই পাপকর্ম্মের শুদ্ধির নিমিত্ত প্রাজাপত্য ব্রত আচরণ করিবে।" পাশ্চাত্য নির্ণয়ামৃত নামক গ্রন্থে স্মৃতির এইরূপ একটী বচন উদ্ধৃত হইয়াছে, যথা,—"যে দম্পতী (স্ত্রীপুরুষ) এক চিতায় আরোহণ করিয়া নিধন প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহাদের শ্রাদ্ধও পৃথক্ পৃথক্ ভাবে করিবে এবং তর্পণও পৃথক্ পৃথক্ ভাবে করিবে।". বিদ্যাকর স্মৃতির এইরূপ একটী বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন, "একদিনে মৃত বহু বা দুই ব্যক্তির শ্রাদ্ধীয়ান্ন পাক এক সঙ্গে করিয়া পৃথক্ পৃথক্ ভাবে শ্রাদ্ধের অনুষ্ঠান করিবে।" তবে যে আমরা দেখিতে পাই, হরিদাস তর্কাচার্য্য মহাশয় 'যে স্থলে নারী আপনার ইচ্ছায় পতির সহিত অগ্নিতে প্রবেশ করিবে, তাহার অশৌচ স্বামীর অশৌচের সহিত সমকালব্যাপী হইবে, এবং তাহার উদক-

অশৌচমুদকং তস্যাঃ সহ ভর্ত্রে'তি নিশ্চিতম্ ॥
তিথ্যন্তরমৃতায়াস্তু পৃথক্ শ্রাদ্ধং ন বিদ্যতে ॥" ইতি চতুর্ভুজভট্টাচার্য্যধৃতযমবচনাৎ ভিন্নতিথিমৃতায়া অপি পত্যুর্ম্মৃত-তিথৌ শ্রাদ্ধমিতি হরিদাসতর্কাচার্য্যাঃ, তন্ন; অস্য বচনস্যা-মূলকত্বাৎ, সমূলকত্বেঽপি শ্রাদ্ধপদং পিণ্ডপরম্, "একোদ্দিষ্টং মৃতাহনী"তি যমবচনবিরোধাদিতি ॥ ১৫ ॥

অথাশৌচসঙ্করঃ

তত্র মনুঃ;—"অন্তর্দ্দশাহে স্যাতাঞ্চেৎ পুনর্ম্মরণজন্মনী।

দাসতর্কাচার্য্যমতং দূষয়িতুমুপক্রমতে যত্ত্বিতি। পৃথক্ শ্রাদ্ধং ভিন্নতিথৌ শ্রাদ্ধং, প্রাচীনৈর-স্যোপন্যাসকং বচনান্তরমপি দীয়তে। যথা যমঃ,—"যদা নারী বিশেদগ্নিং স্বেচ্ছয়া স্বামিনা সহ। অশৌচন্তু ভবেত্তস্যাঃ স্বামিতুল্যং ন সংশয়ঃ। পিণ্ডদানোদকং তস্যাঃ সহ ভর্ত্রে'তি নিশ্চয়ঃ। অশৌচমুদকং তস্যাঃ সহ ভর্ত্রা। স্মৃতং যতঃ ॥ তিথ্যন্তরমৃতায়াস্তু পৃথক্ শ্রাদ্ধং ন বিদ্যতে ॥" তথাচ পঠন্তি,—পত্যুর্ভিন্নতিথৌ সাধ্বী পত্যা সহ মৃতা চ যা। তস্যা মাস্যাদিকং শ্রাদ্ধং পত্যুর্মৃততিথৌ ভবেদিতি। অমূলত্বাদিতি স্মার্ত্তমতে প্রাচীন-দত্তবচনান্তরমপ্যমূলম্, একোদ্দিষ্টমিত্যাদি হেতোরুভয়ত্রাবিশেষাৎ। পিণ্ডপদং পূরক-পিণ্ডপরম্। তথাচ তত্রাশৌচমধ্যে পিণ্ডদানং, নত্বগ্নিমরণজন্যত্র্যহাশৌচমধ্যে ইত্যর্থঃ। একোদ্দিষ্টমিতি ন চ একাং চিতামিত্যাদিবচনস্য বিরোধঃ, কথং ন দত্ত ইতি বাচ্যং তদ্বচনস্য মুনিবিশেষনামাঙ্কিতত্বাভাবেন প্রাচীনৈরমূলত্বাশঙ্কনাদিতি ॥ ১৫ ॥

নন্বু পূর্ব্বাশৌচেন সঙ্করাৎ পরাশৌচস্য সংকোচো ভবতু অন্তর্দ্দশাহে স্যাতাঞ্চেদিত্যাদি

ক্রিয়া স্বামীর সহিত একযোগে করিতে হইবে, ঐরূপ স্থলে স্ত্রীর মৃত তিথি স্বামীর মৃত তিথির সহিত এক না হইলেও উহাদের শ্রাদ্ধ পৃথক্ পৃথক্ ভাবে হইবে না।" চতুর্ভুজ ভট্টাচার্য্যধৃত এই যমবচনটী অবলম্বন করিয়া ভিন্ন তিথিতে মৃতা স্ত্রীরও স্বামীর মৃত তিথিতেই শ্রাদ্ধ করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন, উহা ঠিক নহে, কারণ প্রথমতঃ আমরা ঐ বচনের কোনও মূল খুঁজিয়া পাই না, যদিও ঐ বচনটীকে সমূলক বলিয়া স্বীকার করা যায়, তাহ'লেও ঐ বচনস্থিত শ্রাদ্ধ শব্দের অর্থ "পূরকপিণ্ড" এইরূপই বলিতে হইবে; তাহা না বলিলে ঐ বচনের সহিত "মৃত তিথিতে একোদ্দিষ্ট করিবে" ঐ যমেরই এই বচনের বিরোধ হইয়া পড়ে ॥ ১৫ ॥

অশৌচসঙ্কর।

এক্ষণে অশৌচ-সঙ্করের কথা বলা যাইতেছে। কেহ আশঙ্কা করিয়াছিল

তাবৎ স্যাদশুচির্বিপ্রো যাবৎ তৎ স্যাদনির্দ্দশম্‌” ইত্যনেন পরজাতস্য পূর্ব্বজাতাশৌচসমানকালীনাশৌচস্য সঙ্কোচং বিনা শুদ্ধেরসম্ভবাৎ, পূর্ব্বাশৌচকালেন পরাশৌচকালস্য সঙ্কোচো-ঽস্তু, স্বল্পকালীনাশৌচস্য তু বৃদ্ধিং বিনাপি পূর্ব্বাশৌচস্থিতে-রশুচির্ভবিষ্যতীত্যত্র কথং সহমরণে তদ্বৃদ্ধিরুক্তা ইতি চেন্ন, শঙ্খেন তথোক্তত্বাৎ। যথা,—

বচনপ্রতিপাদিতত্বাৎ সহমরণস্থলে তু পত্যাশৌচেন গুরুণা সহ গন্ত্র্যা মরণাশৌচস্য বৃদ্ধি-ভবন্তিরুক্তত্বাৎ, কথং সংগচ্ছতাম্ ইত্যতস্তৎ সাধয়িতুম্ উপোদ্‌ঘাতসংগত্যা অশৌচসঙ্করং নিরূপয়তি অথাশৌচসঙ্কর ইত্যাদিনা। চিন্তাং প্রকৃতিসিদ্ধ্যর্থামুপোদ্‌ঘাতং বিদুর্ব্বুধাঃ। ইত্যুপোদ্‌ঘাতলক্ষণং প্রকৃতসিদ্ধ্যনুকূলত্বেন চিন্তনীয়মিত্যর্থঃ। পুনরিতি পুনঃশব্দেন মরণোত্তরমরণং, জননোত্তরজননম্ ইতি সূচিতম্। তাবদিতি পরাশৌচনিমিত্তেন তাবদ-শুচিরিত্যর্থঃ। তৎ পূর্ব্বাশৌচনিমিত্তম্। বিপ্র ইত্যুপলক্ষণম্, এবমনির্দ্দশমিত্যস্য অনির্গতস্বকালমিত্যর্থঃ। ইত্যনেনেতি সঙ্কোচোঽস্তু ইতি পরেণান্বিতং, সঙ্কোচম্ হ্রাসং শুদ্ধেরিতি যাবৎ, তৎ স্যাদনির্দ্দশমিত্যনেনাভিহিতায়াঃ পূর্ব্বজাতনিমিত্তকালোত্তরং শুদ্ধেরিত্যর্থঃ। স্বল্পকালীনেতি প্রকৃতেঃ সহগন্ত্র্যাঃ অগ্নিপ্রবেশেন মরণনিবন্ধনত্র্যা-হাশৌচস্যেতি, বোধ্যম্। পূর্ব্বাশৌচস্থিতেরিতি প্রকৃতে ভর্ত্তৃমরণজন্যাশৌচস্থিতেরিতি বোধ্যম্। তদ্বৃদ্ধিরিতি সহমরণস্থলে সহগন্ত্র্যা মরণজন্যাশৌচবৃদ্ধিরিত্যর্থঃ।

যে, সহমরণে অগ্নিপ্রবেশে মৃত্যুনিবন্ধন সহমৃতা স্ত্রীর ত্রিরাত্র মাত্র অশৌচ স্বীকার করিয়াও স্বামীর অশৌচের অন্তদিবসে উহারও পুরকপিণ্ড দিতে বলি-তেছ, তজ্জন্য স্বামীর অশৌচের সহিত উহার অশৌচের বৃদ্ধি স্বীকার করিতে যাও কেন? দেখ, এ সম্বন্ধে মনুর একটী বচন দৃষ্ট হয়, যথা—“পূর্ব্বজাত দশাহাশৌচের মধ্যে যদি আর একটি দশাহব্যাপী জননাশৌচ বা মরণাশৌচ হয়, তাহা হইলে যাবৎকাল ঐ পূর্ব্ব অশৌচ দশাহ অতিক্রম না করিবে, তাবৎকাল পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণ অশুচি থাকিবে।” ইহা দ্বারা পূর্ব্বজাত অশৌচের সমকালব্যাপী পরজাত অশৌচের সঙ্কোচ স্বীকার ব্যতিরেকে পূর্ব্বজাত অশৌচান্তের পর শুদ্ধি হওয়া অসম্ভব বলিয়া, পূর্ব্বাশৌচকালের দ্বারা সমকালব্যাপী পরাশৌচ-কালের সঙ্কোচ করা হউক, কিন্তু পূর্ব্বাশৌচ অপেক্ষা স্বল্পকালব্যাপী পরজাত অশৌচের বৃদ্ধির স্বীকার না করিলেও দীর্ঘকালব্যাপী পূর্ব্বাশৌচের অবস্থিতি নিবন্ধন পূর্ব্বাশৌচের অন্তকাল অবধি একটা অশৌচ ত থাকিবেই; এরূপ অবস্থায় সহমরণ স্থলে স্ত্রীমরণ জন্য স্বল্পকালব্যাপী অশৌচের বৃদ্ধি কেন স্বীকার করা

"সমানাশৌচং প্রথমে প্রথমেন সমাপয়েৎ।
অসমানং দ্বিতীয়েন ধর্ম্মরাজবচো যথা।"

প্রথমার্দ্ধে পতিতং সজাতীয়াশৌচং, প্রথমেন সমাপয়েৎ; অত্র প্রথমার্দ্ধপতিতত্বেন বিশেষোঽযবৃদ্ধিমদাশৌচবিষয়ঃ।

সমানেতি অত্র সাম্যং স্বস্বজাত্যুক্তাশৌচকালীনত্বমরণীয়ত্বাভ্যাং, স্বস্বজাত্যুক্তাশৌচকালীনত্বজননীয়ত্বাভ্যাঞ্চ বোধ্যং, নত্বযবৃদ্ধিমত্ত্বেনাপি, তেন ভ্রাত্যন্তরমরণাশৌচপূর্ব্বার্দ্ধে পিত্রাদিমরণেঽপি পূর্ব্বেণৈব শুদ্ধিঃ, তত্রোক্তসাম্যস্য সত্ত্বাদিতি। প্রথমে প্রথমার্দ্ধে, প্রথমেন প্রথমজাতেন সমানাশৌচেন শুদ্ধিরিত্যর্থঃ। অসমানং পূর্ব্বজাতং জননাশৌচং, দ্বিতীয়েন মরণাশৌচকালেন সমাপয়েদিত্যর্থঃ। নতু প্রথমার্দ্ধে পতিতমিতি যদুক্তং, তন্ন সমীচীনং ভবতি যতো নবমদিনপর্য্যন্তং সমানাশৌচান্তরপাতেঽপি পূর্ব্বেণৈব সমাপনা-

হইতেছে? স্ত্রীর অশৌচ না থাকিলেও স্বামীর অশৌচ যখন থাকিবে তখন অশৌচ কালে পূরক পিণ্ডদানের ব্যাঘাত ত হইবেই। স্মার্ত্ত বলিতেছেন, এরূপ আপত্তি করিতে পার না, কারণ শঙ্খ ঐরূপ অশৌচ বৃদ্ধির কথাই বলিয়াছেন, যথা,—"যদি পূর্ব্বোৎপন্ন একটী অশৌচের প্রথমার্দ্ধের মধ্যে তৎসজাতীয় আর একটী অশৌচ হয়, তাহা হইলে ঐ দ্বিতীয়াশৌচ প্রথমোৎপন্ন অশৌচের সহিতই সমাপ্ত হইবে। অর্থাৎ যদি একটী দশদিনব্যাপী জননাশৌচ বা মরণাশৌচের প্রথম পাঁচ দিনের মধ্যে আর একটী দশদিনব্যাপী জননাশৌচ বা মরণাশৌচ হয়, তাহা হইলে পূর্ব্বজাত জননাশৌচের সঙ্গেই পরজাত জননাশৌচের শেষ হইবে, এবং পূর্ব্বজাত মরণাশৌচের সঙ্গেই পরজাত মরণাশৌচের শেষ হইবে। কিন্তু প্রথমে উৎপন্ন দশদিনব্যাপী জননাশৌচের মধ্যে যদি একটী দশদিনব্যাপী মরণাশৌচ হয়, তাহা হইলে পরজাত মরণাশৌচের সহিতই পূর্ব্বজাত জননাশৌচের শেষ হইবে, ধর্ম্মরাজ এই কথা বলিয়াছেন।" এই যে পূর্ব্বজাত পূর্ণাশৌচের প্রথমার্দ্ধে সঙ্ঘটিত তৎজাতীয়, অর্থাৎ সমকালব্যাপী এবং বিশিষ্টত্ব জননত্ব বা মরণত্বধর্ম্মযুক্তরূপে তুল্য জাতীয় আর একটি পূর্ণাশৌচকে প্রথম অশৌচের সহিতই সমাপ্ত করিবার কথা বলা হইল, এবং উক্ত স্থলে পূর্ব্বাশৌচের প্রথমার্দ্ধের মধ্যেই পরাশৌচের সঙ্ঘটন হওয়াকে যে, বিশেষ করিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, অর্থাৎ সম্পূর্ণ অশৌচ কালের মধ্যে না বলিয়া প্রথমার্দ্ধের মধ্যে এইরূপ বিশেষ করিয়া বলা হইয়াছে, উহা

"অঘবৃদ্ধিমদাশৌচমূর্দ্ধঞ্চেত্তেন শুধ্যতি।
অথ চেৎ পঞ্চমীং রাত্রিমতীত্য পরতো ভবেৎ।
অঘবৃদ্ধিমদাশৌচং তদা পূর্ব্বেণ শুধ্যতি॥"

ইতি কূর্ম্মপুরাণবচনাৎ। একস্মাদশৌচজন্মন ঊর্দ্ধং পরতঃ, "বৃক্ষবচ্ছাস্ত্রে ব্যবহার" ইতি ন্যায়াৎ, তেন অশৌচকালমধ্যে যদ্যঘবৃদ্ধিমদাশৌচং, তদা তেনাঘবৃদ্ধিমতা দ্বিতীয়েনাশৌচেন

দত আহ প্রথমার্দ্ধপতিতত্বেনেতি। বিশেষঃ পূর্ব্বেণ সমাপনম্। অঘবৃদ্ধিমদাশৌচাতিরিক্ত-স্থলে তু নবমদিনপর্য্যন্তমশৌচান্তরপাতে, পূর্ব্বেণৈব শুদ্ধিরিতি বোধ্যম্। ঊর্দ্ধমশৌচ-জন্মনঃ পরতঃ। তেন অঘবৃদ্ধিমদাশৌচেন। পরতঃ পঞ্চমীং রাত্রিমতীত্য ভবেৎ, অঘ-বৃদ্ধিমদাশৌচং পূর্ব্বাশৌচস্য পূর্ব্বার্দ্ধে ভবেৎ। হারলতাকারস্তু অঘবৃদ্ধিমদাশৌচমিতি বচনং তদা পূর্ব্বেণেত্যত্রাকারপ্রশ্লেষং কৃত্বা অন্যথা ব্যাচক্ষতে, যথা,—একস্মাদশৌচজন্মন

দ্বারা পরাশৌচটি যে, অঘবৃদ্ধিমৎ অর্থাৎ অস্পৃশ্যত্বাদি অশুদ্ধির বর্দ্ধক, অথচ পূর্ব্বাশৌচের সমকালব্যাপী একটি বিশেষ অশৌচ,[১] তাহাই বলিতে হইবে, এবং তাদৃশ অশৌচই যদি পূর্ব্বাশৌচের প্রথমার্দ্ধের মধ্যে সঙ্ঘটিত হয়, তাহা হইলে ঐ অশৌচকেই পূর্ব্বাশৌচের সহিত শেষ করিবে, এইরূপ অভিপ্রায়ই বুঝিতে হইবে। কারণ কূর্ম্মপুরাণের একটী বচন আছে, "যদি একটী অশৌচ উৎপন্ন হইবার পর, আর একটী তদপেক্ষা অশুদ্ধিবর্দ্ধক অশৌচ উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে উহার সহিতই পূর্ব্বোৎপন্ন অশৌচের শুদ্ধি হইবে। কিন্তু যদি পূর্ব্বাশৌচের শেষ দিন হইতে উল্টাদিক্ দিয়া গণনায় পাঁচ রাত্রি অতিক্রম করিয়া অর্থাৎ পূর্ব্বাশৌচের প্রথম দিন হইতে পাঁচ দিন মধ্যে পূর্ব্বাশৌচের সমকালব্যাপী আর একটী অশুদ্ধিবর্দ্ধক অশৌচ হয়, তাহা হইলে প্রথমাশৌচের সহিতই উহার শুদ্ধি হইবে।" এই বচনের স্মার্ত্ত এই রকম ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—একটী অশৌচ উৎপত্তির ঊর্দ্ধে অর্থাৎ শেষভাগে;[১] এস্থলে ঊর্দ্ধ শব্দটীর যে শেষভাগ রূপ অর্থ করা হইল, তাহার বীজ এই যে, শাস্ত্রে বৃক্ষের মত শেষভাগ অর্থেই ঊর্দ্ধ কথাটির ব্যবহার দৃষ্ট হয়, অর্থাৎ বৃক্ষের ঊর্দ্ধ বলিলে যেমন গোড়া না বুঝাইয়া অগ্রভাগ বুঝায়, সেইরূপ এস্থলে ঊর্দ্ধ শব্দটী পূর্ব্বভাগের বাচক না হইয়া, শেষ ভাগেরই বাচক, এইরূপ বুঝিতে হইবে, অর্থাৎ এই বচন দ্বারা প্রথমত একটি সাধারণ নিয়ম করা হইল যে, পূর্ব্বজাত অশৌচের শেষ হইবার পূর্ব্বে যদি আর একটী অশুদ্ধিবর্দ্ধক অশৌচ উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে ঐ দ্বিতীয় অশুদ্ধিবর্দ্ধক

শুদ্ধিঃ। অস্যাপবাদমাহ অথ চেদিতি। পরতোঽশৌচকালাবধেঃ প্রাতিলোম্যেন পঞ্চমীং রাত্রিমতিক্রম্য যদি ভবতি পূর্ব্বাশৌচ-প্রথমার্দ্ধ ইতি যাবৎ, তদা পূর্ব্বাশৌচেন শুদ্ধিঃ, শঙ্খবচনৈক-

---

ঊর্দ্ধং পরতশ্চেৎ অঘবৃদ্ধিমদাশৌচং ভবতি, তদা তেনৈব পূর্ব্বেণৈব শুদ্ধিঃ। অস্যাপবাদমাহ অথচেদিতি ক্রমেণ পঞ্চমীং রাত্রিমতীত্য যদি অঘবৃদ্ধিমদাশৌচং ভবতি তদা অপূর্ব্বেণ পূর্ব্বভিন্নেন অর্থাদ্দ্বিতীয়েন অঘবৃদ্ধিমদাশৌচেন শুদ্ধিরিতি, অত্র এতাদৃশব্যাখ্যানে ফলতো বিশেষাভাবেঽপি অথচেদিত্যত্র পঞ্চমীং রাত্রিমতীত্য ইত্যাস্যৈব সম্যক্‌ত্বে পরত ইত্যস্য বৈয়র্থ্যং স্যাদিতি তদ্ব্যাখ্যানমুপেক্ষ্য স্বয়মন্যথা ব্যাখ্যায়তে একস্মাদিতি। অশৌচজন্মনঃ অশৌচোৎপত্তেঃ। অশৌচজন্মনঃ পরত ইতি অশৌচাভ্যন্তরে ইত্যর্থঃ। বৃক্ষবদিতি যথা পশ্চাজ্জাতো বৃক্ষস্যাগ্রভাগঃ ঊর্দ্ধত্বেন ব্যবহ্রিয়তে, এবং পূর্ব্বং জাতোঽপি মূলভাগঃ অধস্ত্বেন ব্যবহ্রিয়তে, তথেত্যর্থঃ। নন্‌ু পূর্ব্বাশৌচস্য প্রথমার্দ্ধেঽপি অঘবৃদ্ধিমদাশৌচপাতে অঘবৃদ্ধিমদাশৌচেন শুদ্ধির্ভবতু. অতো অথচেদিত্যাদিকং তদপবাদকত্বেন

অশৌচের সহিতই পূর্ব্বাশৌচের শুদ্ধি হইবে। পরে ঐ বচনের পরার্দ্ধ দ্বারা এই সাধারণ নিয়মের অপবাদ বলিতেছেন, উক্ত বচনে "পূর্ব্বাশৌচের শেষ দিন হইতে পাঁচ রাত্রি অতিক্রম করিয়া" যে, বলা হইয়াছে, উহা দ্বারা এরূপ অর্থই বুঝাইতেছে যে, পূর্ব্বাশৌচের শেষ দিন হইতে প্রতিলোম অর্থাৎ উল্টাদিক্ হইতে গণনায় পাঁচ রাত্রি ছাড়াইয়া, যদি অশুদ্ধিবর্দ্ধক অশৌচ হয়, অর্থাৎ পূর্ব্বাশৌচের প্রথম পাঁচদিনের মধ্যে যদি তথাবিধ অশৌচ হয়, তাহা হইলে পূর্ব্বাশৌচের সহিতই দ্বিতীয় অশৌচের নিবৃত্তি হইবে। (১) এইরূপ অর্থ করিলেই পূর্ব্বোক্ত শঙ্খবচনের সহিত কূর্ম্মপুরাণের এই বচনের একবাক্যতা হয়। ঐ বচনের যদি এইরূপ অর্থ না করিয়া 'প্রথম পাঁচ রাত্রি অতিক্রম করিয়া দ্বিতীয়াশৌচ উৎপন্ন হয়' এরূপ সোজাসুজি অর্থ করা হয়, তাহা হইলে "পাঁচ রাত্রি অতিক্রম করিয়া" এইরূপ বলাতেই "প্রথম হইতে যথাক্রমে পাঁচ রাত্রি অতিক্রম করিয়া" এইরূপ অর্থের আপনা হইতেই বোধ হইতেছিল, সুতরাং বচনস্থিত "পরতঃ" (পর হইতে) এই কথাটীর ব্যব-

(১) শঙ্খের "প্রথমার্দ্ধে পতিত অশৌচের প্রথম অশৌচের সহিত শেষ হইবে," এই বচনে 'প্রথমার্দ্ধের মধ্যে পতিত', এইরূপ বিশেষ করিয়া উল্লেখ করায়, কূর্ম্মপুরাণের বচনোল্লিখিত এই অশুদ্ধিবর্দ্ধক অশৌচই যে শঙ্খের অভিপ্রেত তাহাই বুঝাইতেছে, কারণ অশুদ্ধিবর্দ্ধক অশৌচ ভিন্ন অপর অশৌচ যে প্রথমার্দ্ধের পর উপান্ত দিনের মধ্যে সংঘটিত হইলেও পূর্ব্বাশৌচের সহিতই শেষ হইবে, ইহা পরে বলা হইবে।

বাক্যত্বাৎ। অন্যথা ক্রমিকপরত্বস্যাতীত্য ইত্যনেন লব্ধত্বাৎ পরত ইত্যস্যানর্থক্যাপত্তেঃ। অধবৃদ্ধিমত্ত্বস্তু সপিণ্ডজননাশৌচাপেক্ষয়া স্বপুত্রজননাশৌচস্য, সপিণ্ডমরণাপেক্ষয়া মাতৃপিতৃভর্তৃমরণা-শৌচস্য চ, যতঃ স্বপুত্রজননে স্নানাৎ পূর্ব্বমঙ্গাস্পৃশ্যত্বম্, অন্যত্র তু ন তথা, মাতৃপিতৃভর্তৃণাং মহাগুরুত্বাৎ তৈষাং মরণে দ্বাদশ-রাত্রমক্ষারলবণান্নাশনং, সপিণ্ডমরণে তু ত্রিরাত্রম্। যথা কূর্ম্মপুরাণম্,—

"সূতকে তু সপিণ্ডানাং সংস্পর্শো নৈব দুষ্যতি।
সূতকং সূতিকাঞ্চৈব বর্জ্জয়িত্বা নৃণাং পুনঃ॥"

সূতকং পিতরং, সূতিকাং জননীং, নৃণাং সংস্পর্শ-কর্ত্তৄণাম্॥ ১৬॥

ব্যাখ্যায়তে তস্মেত্যাদিনা, পরতোঽশৌচকালাবধেরিতি পরত ইত্যস্য পরাবধেরিত্যর্থঃ, পরাবধিশ্চাশৌচান্তিমদিনম্। শঙ্খেতি সমানাশৌচং প্রথমে ইতি শঙ্খবচনেনেত্যর্থঃ। একবাক্যত্বাৎ একশ্রুতিমূলকত্বাৎ। হারলতাকারৈস্তু পরত ইতি যথাশ্রুতমেব ব্যাখ্যাতং তত্তস্যা দূষয়তি অন্যথেতি। প্রাতিলোম্যেন পরত্বাবিবক্ষণে ইত্যর্থঃ। ক্রমিকপরত্বস্য আনুলোম্যেন পরত্বস্য। স্মার্ত্তমতে তু পরত ইত্যস্য পরাবধেরিত্যর্থকত্বাৎ ন আনর্থক্যং যতঃ পরত ইত্যস্য অসত্ত্বে, প্রাতিলোম্যেন পঞ্চমীমিত্যস্যালাভঃ স্যাদতস্তল্লাভার্থং পরত ইত্যুক্তম্ ইতি ধ্যেয়ম্। অধবৃদ্ধিমত্ত্বং পাপবৃদ্ধিমত্ত্বং অশৌচস্য পাপবিশেষরূপত্বাৎ, অন্যত্র

হার সম্পূর্ণ নিরর্থক হইয়াই পড়ে। অশুদ্ধিবর্দ্ধক অশৌচের কথা যে বলা হইয়াছে, ঐ অশুদ্ধিবর্দ্ধক অশৌচের স্বরূপ এইরূপে বুঝিতে হইবে,—সপিণ্ড জ্ঞাতির পুত্রজননাপেক্ষা স্বপুত্রজননাশৌচ অশুদ্ধিবর্দ্ধক, এবং সপিণ্ড জ্ঞাতির মরণাশৌচাপেক্ষা মাতা পিতার মরণাশৌচ এবং স্ত্রীলোকের স্বামি-মরণাশৌচ অশুদ্ধিবর্দ্ধক, কারণ স্বপুত্রের জননে যে পর্য্যন্ত স্নান না করা হইবে, সে পর্য্যন্ত অঙ্গাস্পৃশ্যত্ব থাকিবে, অর্থাৎ পিতার অঙ্গ অস্পৃশ্য থাকিবে, কিন্তু সপিণ্ড জ্ঞাতির পুত্রজননে সেরূপ অঙ্গাস্পৃশ্যত্ব হয় না। এইরূপ মাতা পিতা এবং স্ত্রীলোকের স্বামী মহাগুরু, তাহাদের মরণে ১২ দিন পর্য্যন্ত অক্ষারলবণ ভোজন করিয়া থাকা আবশ্যক হয়, কিন্তু সামান্য সপিণ্ড মরণে তিনরাত্রিমাত্র সেইরূপ করিতে হয়। এ সম্বন্ধে কূর্ম্মপুরাণে এইরূপ বলা হইয়াছে,—যথা।

সংবর্ত্তঃ,—

"জাতে পুত্রে পিতুঃ স্নানং সচেলন্তু বিধীয়তে।

মাতা শুধ্যেদ্দশাহেন স্নানাত্তু স্পর্শনং পিতুঃ ॥"

শুধ্যেৎ স্পর্শমাত্রে, উত্তরবাক্যে তথা দর্শনাৎ। সপিণ্ডমরণং প্রকৃত্য আশ্বলায়নঃ,—

"ত্রিরাত্রমক্ষারলবণাশিনঃ স্যুর্দ্বাদশরাত্রং মহাগুরু-ষ্বিতি।" মহাগুরূনাহ বিষ্ণুঃ,—"ত্রয়ঃ পুরুষস্য মহাগুরবো ভবন্তি, মাতা পিতা আচার্য্যশ্চে"তি। আচার্য্যশ্চ "উপনীয়

সপিণ্ডজননে। ন তথা ন স্নানাং পূর্ব্বমস্পৃশ্যত্বম্‌। ত্রিরাত্রমক্ষারলবণান্নাশনমিতি পূর্ব্বেণান্বয়ঃ ॥ ১৬ ॥

"স্নানং সচেলমি"তি পরিহিতবস্ত্রং প্রক্ষাল্য প্রক্ষালিততদ্বস্ত্রং পুনঃ পরিধায় কৃতং যৎ স্নানং, তৎ সচেলস্নানমুচ্যতে। উত্তরবাক্যে স্নানাত্তু স্পর্শনং পিতুরিতি বাক্যে প্রকৃত্য প্রকরণং কৃত্বা অধিকৃত্যেতি যাবৎ। দ্বাদশরাত্রমিতি দ্বাদশরাত্রং অক্ষারলবণান্নাশনমিতি ন সর্ব্বত্র নিয়মঃ, কিন্তু সম্পূর্ণাশৌচস্থলে এব এতাদৃশনিয়মঃ। তথাচ পিত্রাদেঃ ত্রিরাত্রা-শৌচস্থলে ন দ্বাদশরাত্রমক্ষারলবণান্নাশনং, কিন্তু যাবদশৌচম্‌ তাবদেব। এবং শূদ্রাদে-র্দ্বাত্রিংশদ্দিনাদিকমক্ষারলবণাশনমিতি। কেচিত্তু দ্বাদশরাত্রপদমশৌচান্তত্তৃতীয়দিনোপ-লক্ষণমিতি, তেন পিত্রাদেস্ত্রিরাত্রাদ্যাশৌচস্থলে পঞ্চদিনাদিকমক্ষারলবণান্নাশনমিত্যাহুঃ।

"জননাশৌচ হইলে জাতপুত্রের পিতা মাতা ছাড়া অপর সপিণ্ডদিগের শরীর স্পর্শ করিলে স্পর্শকারী দূষিত হইবে না।" ১৬।

সংবর্ত্ত বলিয়াছেন, "পুত্র উৎপন্ন হইলে, পিতা যেরূপ কাপড় চোপড় পরিয়া থাকিবে, তৎসমস্তের সহিতই স্নান করিবে, এবং মাতা দশ দিনের পর শুদ্ধিলাভ করিবে, পিতা কিন্তু স্নান করিবার পরই স্পর্শনযোগ্য হইবে।" এই বচনে যে মাতার শুদ্ধলাভের কথা বলা হইল, উহাতে কেবল মাত্র স্পর্শ বিষয়েই যে তাহার শুদ্ধি হইবে, এইরূপই বুঝিতে হইবে, একেবারে তাহার অশৌচের যে নিবৃত্তি হইবে, তাহা নহে; কারণ "স্নান করিবার পরই পিতা স্পর্শনযোগ্য হইবে" এই বাক্যে স্পর্শন বিষয়ে শুদ্ধিলাভের কথাই বলা হইয়াছে। সপিণ্ডমরণের প্রসঙ্গ তুলিয়া আশ্বলায়ন বলিয়াছেন, "ত্রিরাত্রি ধরিয়া অক্ষারলবণ ভোজন করিয়া থাকিবে, এবং মহাগুরুনিপাত স্থলে দ্বাদশ রাত্রি ঐরূপ করিবে।" বিষ্ণু মহা-গুরুদিগের এইরূপে গণনা করিয়াছেন,—"পুরুষদিগের মাতা, পিতা এবং আচার্য্য,

যস্তবেদমাচার্য্যঃ স উদাহৃতঃ ।” ইতি যাজ্ঞবল্ক্যোক্তেঃ । তন্মরণে ত্রিরাত্রাশৌচিত্বেন নৈতাদৃশনিয়মঃ । পত্যুর্ম্মহাগুরু-ত্বমাহ রামায়ণে সীতাং প্রতি অনসূয়াবাক্যম্,—

“নাতো বিশিষ্টং পশ্যামি বান্ধবং বৈ কুলস্ত্রিয়াঃ ।
পতির্ব্বন্ধুর্গতির্ভর্ত্তা দৈবতং গুরুরেব চ ॥”

শাতাতপঃ,—“গুরুরগ্নির্দ্বিজাতীনাং বর্ণানাং ব্রাহ্মণো গুরুঃ ।
পতিরেকো গুরুঃ স্ত্রীণাং সর্ব্বত্রাভ্যাগতো গুরুঃ ॥”

বেদং গায়ত্রীম্ । তন্মরণে অসপিণ্ডাচার্য্যমরণে নৈতাদৃশনিয়মঃ, ন দ্বাদশরাত্রমক্ষারলবণান্নাশননিয়মঃ, বিষমশিষ্টত্বাদিতি ভাবঃ । যদা তু সপিণ্ড এবাচার্য্যস্তদা তন্মরণে দ্বাদশরাত্রমক্ষারলবণান্নাশনং বোধ্যম্ । বিশিষ্টং বান্ধবম্ ইত্যন্বয়ঃ । পত্যুর্বিশিষ্টবান্ধবত্বে হেতুমাহ পতিরিত্যাদি, পতিঃ পালকত্বাৎ, বন্ধুরিষ্টসাধকত্বাৎ, গতিঃ পরত্র প্রাপকত্বাৎ, ভর্ত্তা ভরণকর্তৃত্বাৎ, দৈবতং পূজ্যত্বাৎ, গুরুঃ শুভোপদেষ্টৃত্বাৎ পালনম্ অনিষ্টনিবৃত্ত্যনুকূলব্যাপারঃ । সর্ব্বত্র সর্ব্ববর্ণে অভ্যাগতোঽতিথিঃ । অত্রাপদবৃদ্ধিমদাশৌচমিতি

এই তিন জন মহাগুরু ।” “যে ব্যক্তি উপনয়ন দিয়া বেদ অধ্যয়ন করায়, তাহার নাম আচার্য্য ।” যাজ্ঞবল্ক্য আচার্য্যের এই রকম পরিভাষা করিয়াছেন । কিন্তু ঐ আচার্য্যের মৃত্যুতে ত্রিরাত্রিমাত্র অশৌচ বিহিত হওয়ায় তাহার মৃত্যুতে পূর্ব্বোক্ত দ্বাদশরাত্র অক্ষারলবণ ভোজনরূপ নিয়ম পালনের আবশ্যকতা নাই । * রামায়ণে সীতার প্রতি অনুসূয়ার বাক্য দ্বারা পতির মহাগুরুত্ব ব্যক্ত হইতেছে ।—“এই পতির অপেক্ষা কুলস্ত্রীদিগের অধিক আত্মীয় বন্ধু আমি আর দেখি না, কারণ, কুলস্ত্রীদিগের পতিই পালনকর্ত্তা, এবং ইষ্টসাধক বন্ধু, পতিই গতি (মৃত্যুর পর একমাত্র আশ্রয়), পতিই ভরণপোষণকারী, পতিই দেবতা এবং পতিই গুরু ।” শাতাতপ বলিয়াছেন, “দ্বিজাতিদিগের অগ্নিই গুরু, অপর বর্ণদিগের ব্রাহ্মণই গুরু, এবং স্ত্রীদিগের পতিই একমাত্র গুরু, এবং সকলের পক্ষেই অভ্যাগত (অতিথি) গুরু ।” উপরে যে স্ত্রীদিগের “পতি একমাত্র গুরু” বলা হইয়াছে উহাতে

* সপিণ্ড যদি আচার্য্য হন, তাহলে তাঁহার মৃত্যুতে দশরাত্র অশৌচ হইবে ও দ্বাদশরাত্র অক্ষারলবণ ভোজনরূপ নিয়ম প্রতিপালন করিতে হইবে, এই কথা কাশীরাম বলেন, কিন্তু গোস্বামী ইহার বিপরীত কথা বলেন । দত্তকপুত্রের গ্রহীতাই মহাগুরু এবং তাহার পত্নীও মহাগুরু, তাহাদের মৃত্যুতে উহার দেহাশুদ্ধি হইবে ।

অত্রৈকপদেন দত্তস্ত্রীণাং মাতৃপিতৃব্যাবৃত্তিঃ। অত্রাশৌচস্যাঘবৃদ্ধিমদ্বিশেষণেন তদ্রহিতেঽপ্যাশৌচমাত্রে পূর্ব্বার্দ্ধপরার্দ্ধপতিতত্বেন ব্যবস্থা মৈথিলোক্তা হেয়া। অতএব নবমদিনাভ্যন্তরপাতিনি তুল্যাশৌচে তু, প্রথমেন সমাপনং বৌধায়নোক্তং যথা,—"অথ চেদ্দশরাত্রাঃ সন্নিপতেয়ুরাদ্যং দশরাত্রমা নব-

বচনে। তদ্রহিতেঽপি অঘবৃদ্ধিমদ্বিশেষণরহিতেঽপি। মৈথিলোক্তেতি মৈথিলৈঃ পূর্ব্বাশৌচস্য পরার্দ্ধে অঘবৃদ্ধিমদন্যস্যাপি অশৌচান্তরস্য পাতে পরাশৌচেন শুদ্ধিরিতি স্বীক্রিয়তে, মৈথিলা হি অঘবৃদ্ধিমত্ত্ববিশেষণমবিবক্ষিতং বদন্তীতি ধ্যেয়ম্‌। অতএবাশৌচমাত্রে পূর্ব্বাপরার্দ্ধপাতিত্বেন ব্যবস্থায়াঃ হেয়ত্বাদেব। নবমদিনেতি স্বস্বজাত্যুক্তাশৌচোপান্ত্যদিন ইত্যর্থঃ। আদ্যং দশরাত্রং প্রথমং দশরাত্রকং শুদ্ধিপ্রযো-

---

'একমাত্র' এই কথাটী দ্বারা, দত্ত অর্থাৎ বিবাহিত স্ত্রীদিগের সম্বন্ধে মাতা ও পিতার মহাগুরুত্বের ব্যাবৃত্তি করা হইয়াছে অর্থাৎ বিবাহিত স্ত্রীদিগের মাতা এবং পিতা যে মহাগুরু নয়, এই কথাই সূচিত করা হইয়াছে। এ বিষয়ে ইহাও বক্তব্য যে, যদি শঙ্খ এবং কূর্ম্মপুরাণীয় বচনের পরস্পর একবাক্যতা করিয়া, ইহাই স্থির হইল যে, প্রথম জাত পূর্ণাশৌচের পূর্ব্বার্দ্ধের মধ্যে আর একটি পূর্ব্বাপেক্ষা অশুদ্ধিবর্দ্ধক পূর্ণাশৌচ সঙ্ঘটিত হয়, তাহা হইলে পূর্ব্বাশৌচের সহিতই দ্বিতীয়াশৌচের শেষ হইবে এবং প্রথমজাত পূর্ণাশৌচের পরার্দ্ধে যদি তথাবিধ অশুদ্ধিবর্দ্ধক অশৌচ সংঘটিত হয়, তাহা হইলে দ্বিতীয়াশৌচের সহিতই প্রথম অশৌচের শেষ হইবে, অর্থাৎ ঐ দ্বিতীয়াশৌচটিও আবার ঘটনার দিন হইতে সম্পূর্ণরূপে ভোগ করিতে হইবে। কেবলমাত্র অশুদ্ধিবর্দ্ধক অশৌচের স্থলেই যদি এইরূপ ব্যবস্থা স্থির হইল, তবে মৈথিলগণ যে, অশুদ্ধিবর্দ্ধক হউক বা নাই হউক সাধারণ অশৌচ মাত্রেই একটি অশৌচের পূর্ব্বার্দ্ধের মধ্যে আর একটি সাধারণ অশৌচ সঙ্ঘটিত হইলেই প্রথম অশৌচের সহিতই দ্বিতীয় অশৌচের শেষ হইবে এবং প্রথম অশৌচের পরার্দ্ধে আর একটি পূর্ব্বাশৌচ সজাতীয় সাধারণ অশৌচ সঙ্ঘটিত হইলে, দ্বিতীয়াশৌচের সহিতই প্রথমাশৌচের শেষ হইবে, অর্থাৎ দ্বিতীয়াশৌচটিও আবার ঘটনার দিন হইতে সম্পূর্ণরূপে ভোগ করিতে হইবে, তাহা অগ্রাহ্য বলিয়াই প্রতিপন্ন হইল। অশুদ্ধিবর্দ্ধক ভিন্ন সাধারণ অশৌচ স্থলেই যে, ঐরূপ ব্যবস্থা খাটিবে না, তাহা দেখাইবার জন্যই বৌধায়ন সাধারণ অশৌচ স্থলে প্রথম অশৌচের নয় দিনের দিনও তথাবিধ আর একটি অশৌচের সঙ্ঘটন হইলে, প্রথমাশৌচের সহিতই দ্বিতীয়াশৌচের নিবৃত্তির কথা বলিয়াছেন, যথা;—"যদি পূর্ব্ব জাত দশ-

মাদ্দিবলাৎ, রাত্রিশেষে দিনদ্বয়েন, প্রভাতে চ দিনত্রয়েণ” ইতি। “দশরাত্রা” ইতি,—

“শুধ্যেদ্বিপ্রো দশাহেন দ্বাদশাহেন ভূমিপঃ।

বৈশ্যঃ পঞ্চদশাহেন শূদ্রো মাসেন শুধ্যতী”তি মনূক্ত স্বস্বজাত্যুক্তপূর্ণাশৌচপরম্। “আ নবমাদি”তি চ তদুপান্ত্যাদিনপরম্। এবং “পঞ্চমীং রাত্রিমি”ত্যপি স্বস্বজাত্যুক্তাশৌচার্দ্ধপরং “সমানাশৌচং প্রথমে” ইত্যেকবাক্যত্বাৎ।

ভকমিতি শেষঃ; মৈথিলানা মত দূষয়িতুং তদ্‌গ্রন্থমনুবদতি অত্রাদামিতি একং দশরাত্র-

রাত্রাশৌচের নবম দিনের মধ্যে অপর দশরাত্রাশৌচের সন্নিপাত হয়, তাহা হইলে আদ্য অর্থাৎ প্রথমোৎপন্ন দশরাত্রাশৌচই প্রবল থাকিবে, অর্থাৎ উহার সহিতই পরজাত অশৌচের শেষ হইবে, প্রথম অশৌচের রাত্রিশেষে অপর দশরাত্রাশৌচ ঘটিলে, দুই দিন বৃদ্ধি হইবে, এবং প্রভাতে অপর দশরাত্রাশৌচ হইলে তিন দিন বৃদ্ধি হইবে।” বৌধায়নের এই সূত্রে দশরাত্রাশৌচের নাম ক'রে বলা হইলেও উহাদ্বারা—“ব্রাহ্মণগণ দশ দিনের পর, ক্ষত্রিয়গণ বার দিনের পর, বৈশ্যগণ পনের দিনের পর এবং শূদ্রগণ এক মাসের পর শুদ্ধিলাভ করিবে” এই মনুবচনে পৃথক্ পৃথক্ বর্ণের জন্য যে, ভিন্ন ভিন্ন রূপ পূর্ণাশৌচের বিধান করা হইয়াছে, ঐ সকল প্রকার পূর্ণাশৌচেরই বোধ করিতে হইবে, এবং ঐ সূত্রে যে নবম দিনের মধ্যে বলা হইয়াছে, উহাদ্বারা উক্ত প্রত্যেক প্রকার পূর্ণাশৌচের উপান্ত্যদিন অর্থাৎ শেষ দিনের অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী দিনেরই বোধ করিতে হইবে, তাহা হইলে, বৌধায়নের সূত্রের ব্যাখ্যাটি এইরূপ দাঁড়াইল যে, যদি ব্রাহ্মণাদি বর্ণের স্ব-স্ব-জাত্যুক্ত পূর্ণাশৌচের উপান্ত্যদিনের মধ্যে অপর পূর্ণাশৌচ সঙ্ঘটিত হয়, তাহা হইলে, পূর্ব্বাশৌচের সহিতই পরাশৌচের শেষ হইবে। যদি উক্ত সূত্রের এইরূপ ব্যাখ্যাই যুক্তিযুক্ত হইল, তাহা হইলে, পূর্ব্বোক্ত কূর্ম্মপুরাণের বচনে যে “উল্টাদিক্ দিয়া পঞ্চমী রাত্রি অতিক্রম করিবার কথা বলা হইয়াছে, ঐ “পঞ্চমী রাত্রি” শব্দ দ্বারা কেবল “পাঁচ রাত্রি” এরূপ না বুঝিয়া, “প্রত্যেক বর্ণের পূর্ণাশৌচের অর্দ্ধকাল, এইরূপই বুঝিতে হইবে, কেননা, শঙ্খের পূর্ব্বোক্ত “যদি পূর্ব্বোৎপন্ন একটি অশৌচের প্রথমার্দ্ধের মধ্যে তৎসমান জাতীয় অপর একটি অশৌচ হয়” ইত্যাদি বচনের সহিত যে উহার একবাক্যতা, অর্থাৎ একশ্রুতিমূলকত্ব ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে; অতএব

অত্রাদ্যং দশরাত্রমিত্যাদ্যপদমেকপরম্; তথাচ "পূর্ণাশৌচ-পূর্ব্বার্দ্ধে সমানাশৌচপাতে, পূর্ব্বেণ, উপান্ত্যদিনাভ্যন্তরে চেৎ তদা পরেণ, অন্ত্যদিনে মহাগুরুনিপাতেঽপি দিনদ্বয়াদিবৃদ্ধি

মিত্যর্থঃ। তথাচ পূর্ব্বার্দ্ধপাতে প্রাথমিকং দশরাত্রং পরার্দ্ধপাতে তু দ্বিতীয়ং দশরাত্র-মিত্যর্থঃ। তথা চাযবৃদ্ধিমদাশৌচম্ ইতি বচনস্য অথ চেদ্দশরাত্রা ইতি বৌধায়নবচনেন সহ ন বিরোধ ইতি ভাবঃ। মহাগুরুপাতেঽপীত্যাপিনা ভ্রাত্যন্তরমরণনিপাতপরিগ্রহঃ।

শঙ্খের বচনে যখন সামান্যতঃ "পূর্ণাশৌচের প্রথমার্দ্ধের মধ্যে" এইরূপই বিধান করা হইয়াছে, তখন কূর্ম্মপুরাণের বচনেরও ঐরূপ অর্থ করাই সঙ্গত। যদি বল বৌধায়নের সূত্র অনুসারে অশুদ্ধিবর্দ্ধক ভিন্ন সাধারণ অশৌচস্থলে পূর্ব্বজাত অশৌচের উপান্ত্যদিনের মধ্যে অপর একটি তত্তুল্য অশৌচ হইলে, পূর্ব্বাশৌচের সহিতই যে পরাশৌচের শেষ হইবে, একথা ত স্পষ্টরূপেই প্রমাণীকৃত হইতেছে, তবে মৈথিলগণ কিসের জোরে অন্য-রূপ ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন? ইহার উত্তর এই যে, মৈথিল পণ্ডিতগণের ধুরন্ধর বাচস্পতি মিশ্র উক্ত বৌধায়নসূত্রের অন্যপ্রকার ব্যাখ্যা করাতেই মৈথিলগণ ঐরূপ ভ্রমে পতিত হইয়াছিলেন। বাচস্পতি মিশ্র বলিয়াছিলেন, "উক্ত বৌধায়নের সূত্রে যে "আদ্য দশরাত্র" এই কথাটি আছে, ঐ (আদ্য) শব্দের অর্থ 'এক', অর্থাৎ উহার অর্থ যে, প্রথম অশৌচ তাহা নহে, উহাদের মধ্যে একটি অশৌচ, প্রথমই হউক, আর পরবর্ত্তী হউক, একটি অশৌচ, তাহা হইলে বৌধায়নসূত্রের এইরূপ অর্থ হইল,—পূর্ব্বজাত পূর্ণাশৌচের পূর্ব্বার্দ্ধের মধ্যে আর একটী পূর্ণাশৌচ হইলে, পূর্ব্বাশৌচের শেষের সহিতই শুদ্ধি হইবে, এবং পূর্ব্বজাত পূর্ণাশৌচের উপান্ত্যদিনের মধ্যে যদি আর একটি পূর্ণাশৌচ হয়, তাহা হইলে, পরবর্ত্তী অশৌচের সহিতই শুদ্ধি হইবে, অর্থাৎ পরবর্ত্তী অশৌচটিকেও ঘটনার দিন হইতে আবার সম্পূর্ণ ভোগ করিতে হইবে, এবং ঐ সূত্রে পূর্ব্বজাত অশৌচে প্রথমার্দ্ধের অতীত হইবার পর উৎপন্ন অপর অশৌচের প্রাবল্য কথিত হওয়ায়, ঐ সূত্রে যে প্রথমাশৌচের রাত্রিশেষে অপর অশৌচ উৎপন্ন হইলে, দুই দিন মাত্র এবং প্রভাতে অপর অশৌচ উৎপন্ন হইলে, তিন দিন মাত্র, বিশেষ করিয়া বৃদ্ধি হইবার বিধান করা হইয়াছে, ঐ বৃদ্ধিও অবশ্যই পরজাত সকল প্রকার সম্বন্ধেই বুঝিতে হইবে; কাজেই প্রথম অশৌচের শেষ দিনে এবং তৎপরবর্ত্তী প্রভাতে, মহাগুরুনিপাত জন্য অশৌচেরও যথাক্রমে দুই দিন এবং তিন দিন মাত্রই বৃদ্ধি

রিতি মিশ্রাঃ। তন্ন; আদ্যপদস্যৈকার্থকত্বে লক্ষণাপত্তেঃ। "অন্তর্দ্দশাহে স্যাতাঞ্চেৎ পুনর্ম্মরণজন্মনী"তি, "জননাশৌচ-মধ্য"ইতি "অথ চেৎ দশরাত্রাঃ সন্নিপতেয়ুরি"তি, 'সমানং লঘু চাশৌচমি"ত্যাদি-মনুবিষ্ণুবৌধায়নলঘুহারীতবচনানামেক-বাক্যতয়া উপান্ত্যদিনমধ্যে অশৌচান্তরপাতে পূর্ব্বেণৈব শুদ্ধিঃ।

দিনদ্বয়াদিবৃদ্ধিরিতি এতন্মতে বিষমশিষ্টত্বমপি ভবতীতি বোধ্যম্। অথ চেদিতি অশৌচা-নন্তরঞ্চেদিত্যর্থঃ। অত্রেদং বোধ্যং,—কন্যাজননে অঙ্গাস্পৃশ্যত্বাভাবাৎ ন সপিণ্ডজননাপেক্ষয়া অঘবৃদ্ধিমত্ত্বম্ঃ কেচিত্তু সপিণ্ডজননাশৌচাপেক্ষয়া স্বকন্যাজননাশৌচং গুরু, যতঃ কন্যা সূতিকাস্পর্শে পিতুস্তত্তুল্যমঙ্গাস্পৃশ্যত্বম্ অতস্তত্রাপি পূর্ব্বান্ধপরান্ধপাতিত্বেন ব্যবস্থেত্যাহুঃ। এবং সপিণ্ডান্তরজননাপেক্ষয়া সপত্নীকন্যাপুত্রজননং গুরু, যতঃ সূতিকাস্পর্শে সপত্ন্যাঃ তত্তুল্যাঙ্গাস্পৃশ্যত্বম্। এবমেকদিনে সপিণ্ডদ্বয়মরণাশৌচং গুরু অঙ্গাস্পৃশ্যত্বকালাধিক্যাদি-তাদিকমূহ্যম্। সমানেতি সামান্যতঃ সমানাশৌচম্ ইত্যভিধানাৎ প্রথমাদ্ধে ইত্যর্থকন্যা-

হইবে।" বাচস্পতি মিশ্রের এই ব্যাখ্যাটি উদ্ধৃত করিয়া স্মার্ত্ত বলিতেছেন "তন্ন" এই ব্যাখ্যাটি যুক্তিসঙ্গত হয় নাই, কারণ "আদ্য" শব্দটির "যে কোন একটি" এইরূপ অর্থ করিলে, উহার মুখ্য অর্থ ত্যাগ করিয়া লক্ষ্যার্থের আশ্রয় করিতে হয়; ইহার তাৎপর্য্য এই যে, 'আদ্য' এই কথাটি 'আদি' শব্দ হইতেই সিদ্ধ হইয়াছে, সুতরাং প্রথম এই অর্থ টীই উহার মুখ্য অর্থ, 'এক' এই অর্থ টি উহার মুখ্য অর্থ নহে, লক্ষণ দ্বারা ঐ 'এক'রূপ অর্থের বোধ করান যাইতে পারে, এই জন্য উহা লক্ষ্যার্থ, এক্ষণে দেখ, মুখ্যার্থ গ্রহণ করিয়া বাক্যের সম্পূর্ণ অন্বয়বোধ যে স্থলে হয়, সে স্থলে লক্ষ্যার্থের গ্রহণ করা শিষ্টাচারবিরুদ্ধ। বৌধায়নের সূত্রস্থিত 'আদ্য' শব্দটির 'প্রথম'-রূপ মুখ্য অর্থগ্রহণ করায় যখন অন্বয়বোধের কোন প্রকার ক্ষতি হয় না, তখন উহার লক্ষ্যার্থের অনুসরণ করা সর্ব্বপ্রকারেই অনুচিত। দেখ 'আদ্য' শব্দের প্রথম রূপ মুখ্যার্থের গ্রহণ করিলেই "কোন একটি দশাহব্যাপী জননাশৌচের মধ্যে যদি আর একটি তথাবিধ অশৌচ হয়, ইত্যাদি মনুবচনের "জননাশৌচের মধ্যে" ইত্যাদি বক্ষ্যমাণ বিষ্ণুবচনের, "যদি একটি দশরাত্রি অশৌচের নবম দিনের মধ্যে" ইত্যাদি বৌধায়নসূত্রের এবং সমান অথচ লঘু (অল্পাশুদ্ধিকারক) অশৌচ হইলে পূর্ব্বাশৌচের সহিতই শুদ্ধি হয়", ইত্যাদি লঘুহারীতবচনের পরস্পর এক বাক্যতা হওয়ায়, অশুদ্ধিবর্দ্ধক ভিন্ন অপর সাধারণ অশৌচ মাত্রেরই উপান্ত্য-দিনের মধ্যে আর একটি তথাবিধ অশৌচের সঙ্ঘটনে পূর্ব্বাশৌচের সহিতই যে

অন্যথা অঘবৃদ্ধিমদাশৌচমিত্যাদিবচনে অঘবৃদ্ধিপদস্যানর্থক্যাচ্চ "অসমানমি"তি অসমানং পূর্ব্বজাতং জননাশৌচং দ্বিতীয়েন মরণাশৌচকালেন সমাপয়েৎ ।

"সূতকে মৃতকং চেৎ স্যাৎ মৃতকে সূতকং তথা ।
মৃতেন সূতকং গচ্ছেন্নেতরৎ সূতকেন হি ॥" ইতি লঘু-

হারীতবচনৈকবাক্যত্বাৎ । এবঞ্চ যদি জননস্য পরভাবিনাপি

ভিধানাচ্চ ইতি ভাবঃ । এতদনুসারেণ চ আ নবমাদিত্যস্য উপান্ত্যদিনপরত্বমিতি । একবাক্যত্বাদেকশ্রুতিমূলকত্বাৎ পূর্ব্বজাতং জননাশৌচমিতি অত্র সমকালব্যাপকমশৌচদ্বয়ং বোধ্যং, সমাপয়েদিতি তথাচ পূর্ব্বাশৌচস্য তাবৎ পর্য্যন্তস্থায়িত্বাৎ বৃদ্ধিরিতি ভাবঃ । সূতকে জননাশৌচে মৃতকং মরণাশৌচম্, এবং পরত্রাপি বোধ্যম্ । ইতরদিতি মরণাশৌচমিত্যর্থঃ; তথাচ জননাশৌচস্য পূর্ব্বার্দ্ধে মরণাশৌচপাতেঽপি ন জননাশৌচেন মরণাশৌচস্য হ্রাস ইত্যেতদর্থঃ নেতরদিত্যুক্তমতো ন বৈয়র্থ্যমিতি ধ্যেয়ম্ । ইদানীং নন্বিত্যাদিনা কৃতস্য পূর্ব্বপক্ষস্য সমাধানমাহ এবঞ্চেতি । সমাপনমিতি তথাচ ফলতো বৃদ্ধির্জাতেতি ভাবঃ ।

পরাশৌচের শুদ্ধি হইবে, ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে। এইরূপ না বলিয়া মিশ্রমতের অনুসরণপূর্ব্বক যদি অশুদ্ধিবর্দ্ধক ভিন্ন সাধারণ অশৌচ স্থলেও একটি অশৌচের পূর্ব্বার্দ্ধের মধ্যেই আর একটী অশৌচ হয়, তবেই পূর্ব্বাশৌচের সহিত পরাশৌচের শুদ্ধি হইবে," ইত্যাদি রূপ ব্যবস্থাকেই যুক্তিযুক্ত ব'লে স্বীকার কর, তবে পূর্ব্বোক্ত কূর্ম্মপুরাণের বচনে অশৌচের "অশুদ্ধিবর্দ্ধক" এই যে বিশেষণ দেওয়া হইয়াছে, উহা সর্ব্বপ্রকারেই নিরর্থক হইয়া পড়ে। পূর্ব্বোক্ত শঙ্খবচনের প্রথমার্দ্ধের "কোন একটী অশৌচের প্রথমার্দ্ধের মধ্যে" ইত্যাদি অংশের ব্যাখ্যা করিয়া, এক্ষণে "অসমানং দ্বিতীয়েন" ইত্যাদি দ্বিতীয় অংশের ব্যাখ্যা করিতেছেন,—"অসমান অর্থাৎ পূর্ব্বজাত জননাশৌচকে দ্বিতীয় অর্থাৎ পরজাত মরণাশৌচ কালের সঙ্গেই সমাপ্ত (তাবৎকাল পর্য্যন্ত স্থায়ী) করিবে, অর্থাৎ পরজাত মরণাশৌচের সংযোগে পূর্ব্বজাত জননাশৌচেরই মরণাশৌচের শেষ দিন অবধি বৃদ্ধি হইবে) শঙ্খবচনের এইরূপ অর্থই করিতে হইবে, কারণ, শঙ্খের ঐ বচনটি "যদি জননাশৌচের মধ্যে মরণাশৌচ হয় এবং মরণাশৌচের মধ্যে জননাশৌচ হয়, তাহা হইলে মরণাশৌচের সহিতই জননাশৌচের শেষ হইবে, কিন্তু জননাশৌচের সহিত কখনই মরণাশৌচের শেষ হইবে না।" এই লঘুহারীতবচনের সহিত একশ্রুতিমূলক। এক্ষণে দেখ, অশুদ্ধিবর্দ্ধক অশৌচের

মরণেন সমাপনং, তদা স্বল্পকালীনস্যাপি পূর্ব্বভাবিনা দীর্ঘেণ সুতরাং সমাপনম্। শঙ্খবচনস্য "সমানং লঘু চাশৌচমি"তি পারিজাতপাঠে সুতরাং তথৈবার্থঃ॥ ১৭

বিষ্ণুঃ,—"জননাশৌচমধ্যে তু যদ্যপরং জননং স্যাৎ, তদা পূর্ব্বাশৌচব্যপগমে শুদ্ধিঃ। রাত্রিশেষে দিনদ্বয়েন, প্রভাতে দিনত্রয়েণ, মরণাশৌচমধ্যে জ্ঞাতিমরণেঽপ্যেবমি"তি। "রাত্রি-

তদেতি সহমরণস্থলে ইতি শেষঃ। পারিজাতেতি তথাচ তত্র সমানাশৌচ প্রথমে প্রথমেন সমাপয়েৎ। সমানং লঘু চাশৌচং ধর্ম্মরাজবচো যথা ইতি পঠিতমিত্যর্থঃ; তদর্থশ্চ একস্মাদশৌচাৎ পরস্তো যদি সমানং লঘু চাশৌচং জাতং তদা প্রথমেন সমাপয়েৎ ইত্যর্থঃ: এতচ্চ সামান্যতঃ অতো ন সমানাশৌচ প্রথমে ইত্যস্যাসঙ্গতিঃ, তস্য অথ-বৃদ্ধিমদাশৌচবিষয়ত্বাৎ॥ ১৭

রাত্রিঃ শেষোঽবশিষ্টা যত্র, ইতি, যদ্যপি রাত্রিশেষ ইত্যস্য বহুব্রীহিসমাসাশ্রয়ণেনা-

প্রাবল্য হেতু, শঙ্খের বচনানুসারে যদি ইহাই স্থির হইল যে, পূর্ব্বে সঙ্ঘটিত জননাশৌচের সমকালব্যাপী মরণাশৌচ, পরে সঙ্ঘটিত হইলেও, ঐ মরণাশৌচের সঙ্গেই পূর্ব্বজাত জননাশৌচের সমাপ্তি (বৃদ্ধি) হইবে, তবে সহমরণস্থলে স্ত্রীমরণ জন্য স্বল্পকাল স্থায়ী অশৌচের যে, পূর্ব্বসঙ্ঘটিত দীর্ঘকালব্যাপী পতিমরণ জন্য অশৌচের সহিত বৃদ্ধি হইবে, তাহাতে আর কথা কি? পারিজাত নামক গ্রন্থে পূর্ব্বোক্ত শঙ্খবচনের দ্বিতীয়ার্দ্ধের "অসমানং দ্বিতীয়েন" এই পাঠের পরিবর্ত্তে "সমানং লঘু চাশৌচং" এইরূপ যে পাঠ কল্পিত হইয়াছে, তাহারও অর্থ "পূর্ব্বজাত অশৌচের সমান, জননত্ব বা মরণত্ব ধর্ম্ম সহকারে সজাতীয়, অথচ পূর্ব্বাশৌচ অপেক্ষা অল্পকালস্থায়ী আর একটি অশৌচ যদি পূর্ব্বাশৌচের প্রথমার্দ্ধে সঙ্ঘটিত হয়, তাহলে প্রথমাশৌচের সহিত তাহারও বৃদ্ধি হইবে", এইরূপই হওয়ায়, আমি যে সহমরণস্থলে পূর্ব্বজাত দীর্ঘকালব্যাপী পতিমরণ জন্য অশৌচের সহিত পরজাত স্বল্পকালস্থায়ী স্ত্রীমরণ জন্য অশৌচের বৃদ্ধি হইবে বলিয়াছিলাম, সেই কথারই ত পুষ্টি হইল॥ ১৭॥

অশৌচ সম্বন্ধে বিষ্ণু এইরূপ বলিয়াছেন—"যদি একটি জননাশৌচের মধ্যে আর একটি জননাশৌচ সঙ্ঘটিত হয়, পূর্ব্বাশৌচের অপগমের সহিতই দ্বিতীয়া-শৌচের শুদ্ধি হইবে, রাত্রিশেষে দ্বিতীয় অশৌচ হইলে দিনদ্বয়ে শুদ্ধি হইবে এবং প্রভাতে দ্বিতীয় অশৌচ হইলে, তিন দিনে শুদ্ধি হইবে। পূর্ব্বজাত জ্ঞাতিমরণা-

শেষে” ইতি “পুংনপুংসকয়োঃ শেষ” ইত্যমরসিংহোক্তেঃ শেষ-শব্দস্যাস্ত্রীলিঙ্গত্বাৎ স্ত্রীলিঙ্গবিশেষণত্বেঽপি ন স্ত্রীলিঙ্গত্বং, তেন রাত্রিঃ শেষোঽবশিষ্টা যত্র, তত্র, অশৌচান্তদিনে ইত্যর্থঃ। “অহঃশেষে দ্বিরাত্রকাম”ত্যনেনা“নবমাদ্দিবসাদি”ত্যনেন চৈক-বাক্যত্বাৎ। ‘প্রভাতে’ তদ্দিবসীয়োত্তর প্রভাতে, অরুণোদয়াৎ

শৌচান্তদিনবিশেষণত্বাৎ স্ত্রীলিঙ্গত্বপ্রসক্তিরেব নাস্তি, কিমর্থং তন্নিরাকরণায় পুংনপুংসকয়োরিত্যুক্তং? তথাপি স্বয়ং কৃতসমাসবাক্যে শেষপদস্য স্ত্রীত্বাশঙ্কায়াস্তথোক্তমিত্যর্থঃ। কেচিত্তু নেদং সমাসবাক্যং, কিন্তু বোধনপ্রকারঃ, সমাসস্তু কর্ম্মধারয় এব, রাত্রিপদঞ্চাহোরাত্রপরম্, এবঞ্চ সতি পুংনপুংসকয়োরিত্যাদিসকলস্য ন বৈয়র্থ্যমিত্যাহুঃ। অশৌচান্তদিনে ইতি দশমাহোরাত্রে ইত্যর্থঃ, ন তু রাত্রিমাত্রে; অত্র প্রমাণমাহ “অহঃশেষে” ইতি। অত্রাপি বহুব্রীহিঃ, কর্ম্মধারয়ে তু অহঃপদম্ অহোরাত্রপরং বোধ্যম্, যদ্বা অহঃপদম্ অশৌচাধিকরণযাবৎকালপরং, শেষপদঞ্চ চরমাহোরাত্রপরং, তথাচাহ্নঃ শেষ ইতি ষষ্ঠী-সমাসেন অশৌচান্ত্যাহোরাত্রপরিগ্রহ ইতি। উত্তরপ্রভাতে ইতি, ন তু তদ্দিবসস্য পূর্ব্ব-

শৌচের মধ্যে যদি আর একটি জ্ঞাতি মরণ জন্য অশৌচ হয়, সেস্থলেও এইরূপই ব্যবস্থা বুঝিতে হইবে।” এই বিষ্ণুর বচনদ্বারাও পূর্ব্বজাত পতিমরণ জন্য অশৌচের অপগমের সহিতই যে পরজাত স্ত্রী-মরণজন্য অশৌচের শুদ্ধি হইবে, ইহাই বুঝাইতেছে। বিষ্ণুর বচনে যে, “রাত্রিশেষে” কথাটি আছে, তাহার অর্থ স্মার্ত্ত এইরূপ করিতেছেন—অমরসিংহের অভিধানে “শেষ” এই শব্দটী পুংলিঙ্গ এবং নপুংসক লিঙ্গেই ব্যবহৃত হইবে, এইরূপ নিয়ম থাকায়, কোন স্ত্রীলিঙ্গ শব্দের বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হইলেও উহা স্ত্রীলিঙ্গ হইবে না। এক্ষণে দেখ, “রাত্রিশেষোঽবশিষ্টং যত্র” (একটি রাত্রিমাত্র শেষ হইতে বাকী আছে) এইরূপ বহুব্রীহিসমাসনিষ্পন্ন “রাত্রিশেষ” শব্দটি অশৌচান্তদিনেরই বাচক হইল। অর্থাৎ পূর্ণাশৌচের শেষদিনে মাত্র যদি আর একটি পূর্ণাশৌচ হয়, তাহলেই দিনদ্বয়ে শুদ্ধি হইবে, সুতরাং শেষ দিনের পূর্ব্বদিন পর্য্যন্ত আর একটি পূর্ণাশৌচ হইলে, পূর্ব্বাশৌচের সহিতই তাহার শুদ্ধি হইবে।” “রাত্রিশেষ” শব্দটীর পূর্ব্বাশৌচের অন্তদিনরূপ অর্থ করাতেই বিষ্ণুবচনের উক্ত প্রকার অর্থ হইতেছে। বচনটির উক্ত প্রকার অর্থ করিলেই এই “পূর্ব্বাশৌচের একদিন মাত্র বাকী থাকিতে দুই দিনে শুদ্ধি হইবে” এবং “নবমদিনের মধ্যে আর একটি অশৌচ হইলে, পূর্ব্বাশৌচের সহিতই দ্বিতীয়াশৌচের শেষ হইবে” ইত্যাদি বচনের সহিত ঐ বিষ্ণুবচনের একবাক্যত্ব অর্থাৎ একশ্রুতিমূলকত্ব সিদ্ধ করা হয়। ঐ বিষ্ণু-

প্রভৃতি সূর্য্যোদয়প্রাক্কালে। "প্রভাতায়াঞ্চ শর্ব্বর্য্যাং ভাস্করেঽনুদিতে তথা" ইতি বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরবচনাৎ। উদয়মাহ গৃহ্যসংগ্রহে,—

"রেখামাত্রন্তু দৃশ্যেত রশ্মিভিশ্চ সমন্বিতম্।
উদয়ং তং বিজানীয়াদ্ধোমং কুর্য্যাদ্বিচক্ষণঃ॥" অত্র সর্ব্বৈর্নিবন্ধৃভির্দ্দশমদিনাদধিকেন দিনদ্বয়েনেতি ব্যাখ্যানাৎ দিনদ্বয়েন পূর্ব্বাশৌচস্যাপি সমাপনম্। অন্যথা পরাশৌচ-

প্রভাতে ইতি। রাত্রিশেষে ইত্যস্য ন খণ্ডাশৌচং বিষয়ঃ, তত্র তু গুরুণা শুদ্ধিঃ সাম্যে চ পূর্ব্বাশৌচেন শুদ্ধিঃ, এবং মরণাশৌচশেষদিনে জননাশৌচপাতে ন দিনদ্বয়াদি-বৃদ্ধিরিতি ধ্যেয়ম্। রেখামাত্রন্ত্বেতি সূর্য্যমণ্ডলস্য ইত্যাদিঃ, "হোমমি"তি "উদিতে জুহোতি "অনুদিতে জুহোতি" ইতি শ্রুতিপ্রতিপাদিতং সায়ংপ্রাতর্হোমমিত্যর্থঃ। ননু রাত্রিশেষে দিনদ্বয়েন, প্রভাতে দিনত্রয়েণেতি যদুক্তং, তৎ কিং পূর্ব্বাশৌচস্য বর্দ্ধকং সৎ পরাশৌচস্য

বচনে যে "প্রভাত" শব্দটি আছে, তাহার অর্থ পূর্ব্বাশৌচের শেষ দিনের পরবর্ত্তী প্রাতঃকাল—অরুণোদয় হইতে সূর্য্যোদয় না হওয়া পর্য্যন্ত সময়। কারণ, বিষ্ণু-ধর্ম্মোত্তরে "রাত্রি পোহাইয়াছে, অথচ সূর্য্যের উদয় হয় নাই" এইরূপ সময়ই "প্রভাত" নামে পরিভাষিত হইয়াছে। গৃহ্যসংগ্রহ নামক নিবন্ধে 'উদয়' শব্দটীর এইরূপ পরিভাষা করা হইয়াছে, যথা—"রশ্মি সমন্বিত সূর্য্যমণ্ডলের রেখা-মাত্র দৃষ্ট হইলেই সূর্য্যের উদয় হইয়াছে, বলিয়া জানিবে এবং বিচক্ষণ ব্যক্তিগণ ঐ সময়েই উদয়কালীন হোমের অনুষ্ঠান করিবে।" কেহ আশঙ্কা করিয়াছিল, এই যে বিষ্ণুর বচনে পূর্ব্বাশৌচের অন্তদিনে আর একটি অশৌচ হইলে, দুই দিনে শুদ্ধি হইবে, এবং অন্তদিনের পরবর্ত্তী প্রভাতে দ্বিতীয় অশৌচ হইলে, তিন দিনে শুদ্ধি হইবে, বলা হইল, এই বিধান দ্বারা কি পূর্ব্বাশৌচের বৃদ্ধি এবং সেই সঙ্গে পরাশৌচের হ্রাস করা হইল? না কেবলমাত্র পরা-শৌচেরই হ্রাস করা হইল? ইহার উত্তরে স্মার্ত্ত বলিতেছেন, এ স্থলে বক্তব্য এই যে, পূর্ব্ববর্ত্তী সমুদয় সংগ্রহকারগণই বিষ্ণুর উক্ত বচনের "দশম দিনের অধিক দিনদ্বয়ে শুদ্ধি হইবে" এইরূপ ব্যাখ্যা করায়, উহাদ্বারা পূর্ব্বাশৌচেরও যে, অতিরিক্ত দিনদ্বয় বৃদ্ধি হইবে, এইরূপ বিধানও করা হইয়াছে! এইরূপ না বলিয়া, ঐ বিধানটি দ্বারা যদি কেবল মাত্র পরাশৌচ কালেরই হ্রাস করা হইয়াছে, এইরূপ বল, তাহলে পরাশৌচের নিমিত্ত ভূত দ্বিতীয় মৃত্যুর্ট

কালমাত্রপরত্বে, স্বনিমিত্তাবধ্যেব দিনদ্বয়ং স্যাৎ। ন চ বিধ্যনুবাদবৈষম্যভিয়া নান্ত্যদিনপরিগ্রহ ইতি বাচ্যং, দিনদ্বয়স্য পরাশৌচমাত্রকালত্বেন প্রাপপ্রাপ্তত্বেন দশমদিনস্যানুবাদানুপপত্তেঃ। কিন্তু পূর্ব্বাশৌচস্যান্ত্যদিবসমাদায় দিনদ্বয়াশৌচবিধানে, অন্ত্যদিনস্য পূর্ব্বাশৌচকালত্বেন প্রাপ্তত্বাতদংশেহনু-

---

হ্রাসকমিত্যর্থকম্? উক্ত তৎ পরাশৌচস্য হ্রাসকং যেত্যেকং তত্রাহ "অত্রে"তি। সমাপনমতি তথাচ পূর্ব্বাশৌচস্য দিনদ্বয়বৃদ্ধিরিতি ভাবঃ। অন্যথা পরাশৌচেন পূর্ব্বাশৌচস্যাবৃদ্ধৌ, পিরাশৌচে"তি দিনদ্বয়স্থে ত্যাদিঃ। স্বনিমিত্তেতি পরাশৌচনিমিত্তেত্যর্থঃ। "বিধ্যনুবাদে"তি দশমদিনস্যাশৌচকালত্বেন পূর্ব্বনিমিত্তেনৈব প্রাপ্তত্বাৎ তদংশেহনুবাদঃ 'একাদশদিনস্য তু তদ্রূপেণাপ্রাপ্তত্বাং তদংশে বিধিরিতি বিধ্যনুবাদবৈষম্যমিত্যর্থঃ অপ্রাপ্তপ্রাপকত্বং বিধিত্বং, প্রাপ্তপ্রাপকত্বঞ্চানুবাদত্বম্। "নান্ত্যদিনে"তি ন দশমদিনেত্যর্থঃ, তথাচ একাদশদ্বাদশদিনয়োরেব গ্রহণং ভবিষ্যতীত্যভিপ্রায়ঃ দিনদ্বয়স্যেতি পূর্ব্বাশৌচান্তিমদিনতদুত্তরদিনরূপস্য দিনদ্বয়স্যেত্যর্থঃ। পরাশৌচেতি তথাচ যদ্রূপেণ প্রাপ্তিস্তদ্রূপেণ চেৎ প্রাপ্যতে, তদৈবানুবাদঃ, যদ্রূপেণ চাপ্রাপ্যতে, তদ্রূপেণ চেৎ প্রাপ্যতে তদা বিধিরেব, এবঞ্চ দশম-

যে দিন ঘটিয়াছে, সেই দিন হইতেই ত দিনদ্বয় গণনা করা উচিত হয়, সুতরাং পূর্ব্বাশৌচের অন্ত্যদিন এবং তৎপরদিন, এই দুই দিন মাত্রই পরাশৌচের স্থিতি হয়, ইহা শিষ্টাচারবিরুদ্ধ, কারণ ঐরূপ স্থলে বার দিন অবধি অশৌচ সকলেই গ্রহণ করিয়া আসিতেছেন। যদি বল, বিষ্ণুবচনোক্ত বিধিটি পরাশৌচ মাত্রের হ্রাসকারাই বটে, এবং পরাশৌচের নিমিত্ত দ্বিতীয় মৃত্যুর ঘটনার দিন অর্থাৎ পূর্ব্বাশৌচের অন্তদিন হইতেই উহার প্রবৃত্তি উচিত হওয়ায়, সেই দিন হইতেই দিনদ্বয়ের গণনা উচিত হয় বটে, কিন্তু ঐ বিধিটিকে পূর্ব্বাশৌচের অন্ত্যদিনে প্রবৃত্ত করিলে, উহা বিধ্যনুবাদবৈষম্য দোষে দূষিত হইয়া পড়ে; এই জন্য পূর্ব্বাশৌচের অন্ত্যদিনে উহার প্রবৃত্ত না করিয়া তৎপরদিনেই প্রবৃত্তি করা হইয়াছে। ইহার তাৎপর্য্য এই—যদিও ঐ বচন দ্বারা পূর্ব্বাশৌচের অন্ত্যদিন এবং তৎপরদিন, এই দুইদিনমাত্র পরাশৌচের স্থিতি বিহিত হওয়াই উচিত ছিল, কিন্তু ঐরূপ বিধান করিলে, বিধিটি বিধ্যনুবাদবৈষম্য দোষে দূষিত হইয়া পড়ে, এই দোষনিবারণের জন্য পূর্ব্বাশৌচের শেষদিনের পরদিন হইতে দুইদিন মাত্র পরাশৌচের স্থিতি বিহিত হইয়াছে। বিধ্যনুবাদবৈষম্য দোষটি না বুঝিলে, উপরিউক্ত বাক্যের মর্ম্মার্থ পরিষ্কার বুঝা যায় না, এইজন্য এস্থলে আমরা বিধ্যনুবাদ দোষটি বুঝাইতেছি। যদি কোন একটি বিধির এক অংশে অনুবাদ এবং অপর অংশে

বাধকত্বং, অপরদিনস্য চাপ্রাপ্তত্বাত্তদংশে বিধিত্বমিতি বিধ্যনু-বাদবৈষম্যাদধিকেন ব্যাখ্যানং সংগচ্ছতে ॥ ১৮ ॥

দিনস্য পূর্ব্বাশৌচকালত্বেন প্রাপ্তাবপি ন পূর্ব্বং পরাশৌচকালত্বেন প্রাপ্তিরিতি ভাবঃ। "দিনদ্বয়াশৌচে"তি পূর্ব্বাশৌচান্তিমদিনমাদায় দিনদ্বয়স্য পূর্ব্বাশৌচকালত্ববিধানে ইত্যর্থঃ ।১৮

বিধি থাকে, তাহলে ঐ বিধিতে বিধ্যনুবাদ দোষ হয়। পূর্ব্বে অপ্রাপ্ত সম্পূর্ণ নূতন একটি বিষয়ের যে বিধান করা যায়, তাহার নাম বিধি, এবং পূর্ব্ববিহিত বিষয়ের পুনর্ব্বার যে বিধান করা যায়, তাহার নাম অনুবাদ। এক্ষণে দেখ, "সপিণ্ডমরণে মৃত্যুদিন হইতে এতদিন (১০।১২) ইত্যাদিরূপ অশৌচ হইবে." এই বিধি অনুসারে ঐ অশৌচের অন্তদিন পূর্ব্বাশৌচের বিষয়রূপে পূর্ব্বেই প্রাপ্ত হইয়াছিল, তাহার পর "পূর্ব্বজাত সপিণ্ডমরণাশৌচের অন্তদিনে আর একটী সপিণ্ডমরণ জন্য অশৌচের সন্নিপাত হইলে ঐ পরাশৌচ দুই দিন মাত্র স্থায়ী হইবে," এই দ্বিতীয় বিধিটিরও যদি আবার পূর্ব্বাশৌচের অন্তদিন হইতেই প্রবৃত্তি করা হয়, তাহলে পূর্ব্ববিধি দ্বারা পূর্ব্বাশৌচের বিষয়রূপে প্রাপ্ত, অন্তদিনকে দ্বিতীয় বিধিদ্বারা আবার দ্বিতীয়াশৌচেরও বিষয়রূপে বিহিত করা হইলে, দ্বিতীয় বিধিটি ঐ অন্তদিন অংশে বিধি না হইয়া অনুবাদই হইয়া পড়ে এবং কেবলমাত্র তৎপরদিন অংশেই উহা বিধি হয়, সুতরাং বিধ্যনুবাদ দোষ ঘটিল। এই দোষ পরিহারের জন্য পূর্ব্বাশৌচের অন্তদিন হইতে দ্বিতীয় বিধির প্রবৃত্তি না করিয়া, তৎপরদিন হইতেই উহার প্রবৃত্তি করায় তৎপরদিন হইতেই দুইদিনের গণনা করিতে হইবে। স্মার্ত্ত বলিতেছেন, একথা বলিতে পার না, যদি কোন একটি স্থলে পূর্ব্ববিধি দ্বারা বিহিত বিষয়ই আবার দ্বিতীয় বিধিদ্বারা বিহিত হয়, সেইরূপ স্থলেই দ্বিতীয় বিষয়টি অনুবাদ হয়। এক্ষণে দেখ, পূর্ব্বাশৌচের অন্তদিনটি প্রথমবিধির বিষয়রূপেই পূর্ব্বে প্রাপ্ত হইলেও, "ঐ অন্তদিনে সঙ্ঘটিত সপিণ্ডমরণ জন্য অশৌচ দুইদিন মাত্র স্থায়ী হইবে" এই দ্বিতীয় বিধিদ্বারা বিহিত অশৌচের বিষয়রূপে উহা কিন্তু পূর্ব্বে প্রাপ্ত হয় নাই, সুতরাং ঐ অংশেও দ্বিতীয় বিধির বিধিত্বই বজায় রহিয়াছে, উহা অনুবাদ হইতেছে না। কাজেই দ্বিতীয়বিধিকে মাত্র পরাশৌচ সম্বন্ধী করিয়াও তুমি যে যুক্তির আশ্রয় করিয়া অন্তদিনকে ত্যাগ করিতেছিলে, সে যুক্তি আর খাটিল না। কিন্তু যদি ঐ দ্বিতীয় বিধিকে পূর্ব্বাশৌচ এবং পরাশৌচ এই উভয়াশৌচ সম্বন্ধী করা হয়, অর্থাৎ পূর্ব্ব-জাত মরণাশৌচের অন্তদিনে সঙ্ঘটিত সপিণ্ডমরণে পূর্ব্বাশৌচেরও দুইদিন বৃদ্ধি

"ন চ পূর্ব্বাশৌচব্যপগমে দিনদ্বয়েনেতি ব্যাখ্যানাম্ তথাত্ব-" মিতি বাচ্যং, তথাত্বে মরণাশৌচদশমদিনে মৃতস্য তদ্দিনে পিণ্ডোদকাদিদানং ন স্যাৎ, তস্য স্বাশৌচবিধানাৎ। বিষ্ণুঃ,— "যাবদশৌচং তাবৎ প্রেতোদকং পিণ্ডমেকঞ্চ দদ্যুরি"তি। পূর্ব্বাশৌচব্যপগমে ইত্যস্যানুষঙ্গকল্পনে প্রমাণাভাবাৎ।

অধিকেনেতি—দশমদিনাবধিকেনেতি পূর্ব্বাশৌচব্যপগমে ইতি তথাচ পূর্ব্বাশৌচস্য দশমদিনমেব নাশকং, ন তু তস্য বৃদ্ধিঃ, কিন্ত্বধিকং দিনদ্বয়ং পরাশৌচকাল এব, ন তু পূর্ব্বাশৌচকালঃ, স্মার্ত্তমতে তু ত্রিরাত্রাশৌচান্তরং জায়তে পূর্ব্বাশৌচস্য দিনদ্বয়বৃদ্ধিঃ। ব্যাখ্যানাৎ বিষ্ণুসূত্রস্য ব্যাখ্যানাৎ, ন তথাত্বং ন বিধ্যনুবাদবৈষম্যম্। "স্বাশৌচে"তি ভবদ্মতে স্বাশৌচকালো দশমদিনাৎ পরং দিনদ্বয়ং, ন তু দশমদিনমপীতি ভাবঃ। অনুষঙ্গ ইতি

করিবে, এবং দ্বিতীয়াশৌচকে দুইদিন মাত্র স্থায়ী করিবে; এইরূপ করা যায় আর পূর্ব্বাশৌচের অন্তদিন হইতেই উহার প্রবৃত্তি করা হয়, তবেই ঐ বিধিটি বিধ্যনুবাদ দোষে দূষিত হয়, কেননা ঐ অন্তদিনটি পূর্ব্ববিধি দ্বারাই পূর্ব্বাশৌচের বিষয়রূপে বিহিতই ছিল, তাহার পর দ্বিতীয় বিধিদ্বারাও উহাকে আবার সেই পূর্ব্বাশৌচেরই বিষয়রূপে বিহিত করায়, ঐ অন্তদিন অংশে দ্বিতীয় বিধিটি বিধি না হইয়া, অনুবাদই হইল, কেবল অন্তদিনের পরবর্ত্তী দিন অংশেই উহা বিধি থাকিল; কাজেই বিধ্যনুবাদ দোষের প্রসক্তি হইয়া পড়িল, এই হেতুই পূর্ব্বনিবন্ধকারগণ ঐ দোষ নিবারণের জন্য যে "পূর্ব্বাশৌচের বৃদ্ধি এবং পরাশৌচের হ্রাস বিধায়ক দ্বিতীয় বিধিটি পূর্ব্বাশৌচের অন্তদিনের পরবর্ত্তী দিন হইতে প্রবর্ত্তিত হইবে, বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহাই সঙ্গত হইল ॥১৮

এ স্থলে একথা বলাও আবশ্যক, প্রাচীন নিবন্ধকারগণ যে, পূর্ব্বাশৌচের অন্তদিনের পরদিন হইতে দুইদিন পূর্ব্বাশৌচের বৃদ্ধি এবং ঐ দুইদিন মাত্র পরাশৌচেরও স্থায়িত্ব হইবে, বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহাতে কেহ যেন একথা না বুঝেন যে, পূর্ব্বাশৌচের অন্তদিনে পরাশৌচের একেবারেই প্রবৃত্তি হইবে না, কিন্তু সেই দিন হইতেই ঐ অশৌচের প্রবৃত্তি হইবে, তবে উহা যথাশাস্ত্র সম্পূর্ণরূপ না হইয়া, তাহার পর দুইদিন মাত্র স্থায়ী হইবে, এইরূপ স্থায়িত্ব-ঘটিত এবং পূর্ব্বাশৌচের আরও অতিরিক্ত দুইদিন বৃদ্ধিঘটিত বিধিদ্বারা বিহিত দুইদিন স্থায়িত্বের এবং বৃদ্ধিরই যে ঐ পূর্ব্বাশৌচের অন্তদিনের পরদিন হইতে প্রবৃত্তি হইবে, ইহাই তাঁহাদের অভিপ্রায়। ইহার উপর কেহ বলিয়াছিল, ভাল এত

"মরণাদেব কর্ত্তব্যং সংযোগো যস্য নাগ্নিনা।
দাহাদূর্দ্ধমশৌচং স্যাদ্‌যস্য বৈতানিকো বিধিঃ॥" ইতি শঙ্খোক্তস্য নিমিত্তীভূতমরণসত্ত্বে মরণাদিনিশ্চয়াৎ নৈমিত্তি-

জনিতাবয়বোংস্য পদস্যান্বয়বোধান্তরার্থং পুনরনুসন্ধানমনুষঙ্গঃ। প্রমাণাভাবাদিতি এতন্মতে বিধ্যনুবাদপ্রসঙ্গাভাব এব মানমিতি তু বিভাবনীয়ম্। অশৌচং কর্ত্তব্য-

গণ্ডগোলের মধ্যে পড়িতে যাই কেন? ঐ দ্বিতীয় বিধিদ্বারা পরাশৌচের পূর্ণতার হ্রাস করিয়া, দুইদিন মাত্র স্থায়িত্বেরই বিধান করা হইয়াছে, তবে ঐ বিষ্ণুর বচনের পূর্ব্বার্দ্ধে যে, পূর্ব্বাশৌচের অপগমে দ্বিতীয়াশৌচের শুদ্ধির বিধান করা হইয়াছে, এস্থলেও সেই "অপগমের" অনুবৃত্তি করিয়া বলিব, পূর্ব্বাশৌচের অপগম হইবার পর দুইদিনই পরাশৌচের স্থায়িত্ব হইবে, এইরূপ ব্যাখ্যা করিলে, আর বিধ্যনুবাদদোষের গণ্ডগোলের মধ্যে পড়িতে হয় না। স্মার্ত্ত বলিতেছেন, এরূপ ব্যাখ্যাও করিতে পার না, দেখ, যদি পূর্ব্বাশৌচ শেষ হইবার পরই পরাশৌচের প্রবৃত্তি হইবে, এই কথাই বলা যায়, তাহ'লে পূর্ব্বমরণাশৌচের অন্ত্যদিনে মৃত ব্যক্তির আর স্বকীয় মৃত্যু দিনে পিণ্ডোদকাদি দান করা হইতে পারিল না, কারণ মৃত ব্যক্তির স্বকীয় অশৌচকালেই পিণ্ডোদকাদি দানের বিধান করা হইয়াছে, কিন্তু তোমার মতে পূর্ব্বমরণাশৌচের অন্ত্যদিনটি ত আর তদ্দিনে মৃতব্যক্তির অশৌচকালের মধ্যে পরিগণিত হইতে পারে না, কারণ তাহার অশৌচ ঐ অন্ত্যদিনের পরদিন হইতেই প্রবৃত্ত হইবে। অশৌচকালের মধ্যেই যে, পিণ্ডোদক দান করিতে হইবে, তদ্বিষয়ে প্রমাণ স্বরূপ বিষ্ণুর বচনটি যথা—"যাবৎকাল অশৌচ থাকিবে, তাবৎকাল প্রেতের উদ্দেশে এক একটি পিণ্ড এবং উদক দান করিবে"। আর তুমি যে বিষ্ণুবচনের পূর্ব্বার্দ্ধোস্থিত "পূর্ব্বাশৌচের অপগম" কথাটির এস্থলেও অনুষঙ্গ (অনুবৃত্ত) করিতেছ, তদ্বিষয়ও কোন প্রমাণ দৃষ্ট হয় না, দেখ, "পূর্ব্বাশৌচের অপগম" কথাটি পূর্ব্ববাক্যে একবার অন্বিত হইয়াছে, পূর্ব্বজাত অশৌচের মধ্যে আর একটি অশৌচ হইলে, পূর্ব্বাশৌচের অপগমে পরাশৌচের শুদ্ধি হইবে, এইরূপে পূর্ব্ববাক্যের সহিত সম্বন্ধ হইয়াছে, ঐ অন্বিত পদের পুনরায় দ্বিতীয় বাক্যে অন্বয় করিবার অনুকূল কোন প্রমাণই দৃষ্ট হয় না। যদি বল, তুমি যে, পূর্ব্বাশৌচের অন্ত্যদিনের পর অধিক দিনদ্বয় বৃদ্ধি হইবে, বলিয়া ব্যাখ্যা করিতেছ, তাহাতেও ত 'পূর্ব্বাশৌচের অপগম' কথাটির অনুবৃত্তি করা হইতেছে, সেই পক্ষেই বা প্রমাণ কি? ইহার উত্তরে

কাশৌচাবশ্যম্ভাবস্য বাধাপত্তেশ্চ। "বৈতানিকঃ" শ্রৌতো হোমঃ, অগ্নিপদং তদগ্নিপরম্। তেন নিরগ্নেঃ, স্মার্ত্তাগ্নেশ্চ মরণাদেবাশৌচম্॥

তস্মাদ্দশমদিনজাতং পরনিমিত্তং স্বাবধ্যেবাশৌচজনকম্, "দিনদ্বয়েনে"তি পূর্ব্বাশৌচং বর্দ্ধয়েৎ, পরাশৌচস্য হ্রাসং বাচ্যম্।

"অন্তর্দ্দশাহে স্যাতাঞ্চেৎ পুনর্ম্মরণজন্মনী।

মিত্যন্বয়ঃ, নৈমিত্তিক মদশৌচং তদবশ্যম্ভাবস্তেত্যর্থঃ। তদগ্নিপরং, শ্রৌতাগ্নিপরং স্মার্ত্তাগ্নিরিতি স্মৃত্যুক্তপারিপাট্যা সাগ্নিকস্তেত্যর্থঃ। পরনিমিত্তং পরজননং, পরমরণঞ্চ, স্বাবধ্যেব পরনিমিত্তাধিকদশদিন বধ্যেবেতি যাবৎ। হ্রাসকমিতি বাচ্যমিতি শেষঃ; তথাচ পরাশৌচং ত্রিরাত্রস্থায়ীতি ভাবঃ। অশৌচমিতি পরনিমিত্তে-

আমি বলিব, আমার পক্ষে আশঙ্কিত বিধ্যনুবাদদোষের নিবারণ করাই প্রমাণ। আরও দেখ, আমি কিছু এরূপ বলিতেছি না যে, পূর্ব্বাশৌচের অন্তদিনে মৃত ব্যক্তির মরণ দিনে একেবারে অশৌচ হইবেই না, কিন্তু ঐ মরণদিনে উৎপন্ন অশৌচ সম্পূর্ণ না হইয়া মরণ দিনের পর দুই দিন মাত্র স্থায়ী হইবে এবং ঐ সঙ্গে ঐ দুই দিন পূর্ব্বাশৌচেরও বৃদ্ধি হইবে। এই কথাই বলিতেছি। মরণ দিন হইতেই যে, অশৌচ হইবে, তদ্বিষয়ে শাস্ত্রীয় প্রমাণটি দেখ যথা— "যাহার অগ্নির সহিত সম্বন্ধ নাই, তাহার মৃত্যু হইতেই অশৌচ করিবে, এবং যাহার মৃত্যুর পর শ্রৌত হোম বিহিত হইয়াছে তাহার অশৌচ দাহের পর হইবে" এই শঙ্খের বচনে অশৌচের প্রতি মরণই নিমিত্তরূপে উক্ত হইয়াছে। এক্ষণে তুমি যদি দশম দিনে মৃত ব্যক্তির অশৌচ ঐ দিন না হইয়া, তার পর দিন হইতে হইবে, এইরূপ সিদ্ধান্ত কর, তাহা হইলে অশৌচের নিমিত্তীভূত মরণ সংঘটনের পর ঐ মরণ নিশ্চয় জন্য অবশ্যম্ভাবী নৈমিত্তিক অশৌচের বাধ হইয়া পড়ে। উক্ত বচনে, যে "বৈতানিক" কথাটী আছে, তাহার অর্থ শ্রৌতহোম, এবং উক্ত বচনে 'যাহার অগ্নির সহিত সম্বন্ধ নাই" এইরূপ যে বলা হইয়াছে উহা দ্বারা যাহাদিগের শ্রৌত অগ্নির সহিত সম্বন্ধ নাই, এইরূপই বুঝিতে হইবে। সুতরাং নিরগ্নি এবং যাহাদের স্মার্ত্তাগ্নিতেই কার্য্য হয়, তাহাদের মৃত্যুর পর হইতেই অশৌচ হইবে এক্ষণে যেরূপ দাঁড়াইল, তাহাতে উপরি উক্ত বিষ্ণু প্রভৃতির বচনের পূর্ব্বাশৌচের দশম দিনে সংঘটিত পরাশৌচের নিমিত্তীভূত অপর সপিণ্ড

তাবৎ স্যাদশুচির্ব্বিপ্রো যাবত্তৎ স্যাদনির্দ্দশমি”তি মনুনা পরাশৌচস্য পূর্ব্বাশৌচকালাবধিস্থায়িত্বেন নিয়মিতত্বাৎ “রাত্রিশেষে দিনদ্বয়েনে”ত্যনেন পূর্ব্বাশৌচস্যাধিকদিনদ্বয়াবস্থানং বাচ্যম্, অন্যথা “যাবত্তৎ স্যাদনির্দ্দশমি”ত্যনেন বিরোধঃ স্যাৎ। অথবা “যাবত্তৎ স্যাদনির্দ্দশমি”তি “সমানং লঘু চাশৌচং পূর্ব্বেণৈব বিশুধ্যতি” “রাত্রিশেষে দিনদ্বয়েনে”তি বচনানামেক-

নেত্যর্থঃ। তৎপূর্ব্বাশৌচনিমিত্তম্, অনির্দ্দশম্ অনির্গতদশকালম্, অন্যথেতি পূর্ব্বা-শৌচস্য দিনদ্বয়াদিবৃদ্ধ্যভাবে ইত্যর্থঃ। বিরোধঃ স্যাদিতি তথাহি “যাবত্তৎ স্যাদনির্দ্দশ’-মিত্যনেন দশমদিনে জাতস্যাপাশৌচস্য পূর্ব্বাশৌচদশমদিনে সমাপ্যত্বাভিধানাৎ পরা-

মরণ, আপনার উৎপত্তিকাল হইতেই অশৌচের জনক হইয়া, পূর্ব্বজাত অশৌচকে দুই দিন বর্দ্ধিত করে এবং স্বজাত অশৌচের হ্রাসক হয়, এইরূপই তাৎপর্য্য বলিতে হইবে। “যদি পূর্ব্বজাত দশাহব্যাপী অশৌচের দশম দিনের পূর্ব্বে আর একটী তথাবিধ মরণাশৌচ বা জননাশৌচ সংঘটিত হয়, তাহা হইলে যে পর্য্যন্ত ঐ পূর্ব্বাশৌচ দশাহ অতিক্রম না করিবে, তাবৎকাল পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণ অশুচি থাকিবে”, এই মনুবচন দ্বারা পূর্ব্বাশৌচকালাবধিই তথাবিধ পরাশৌচের স্থিতি নিয়মিত হওয়ায়, বিষ্ণুবচনে “রাত্রিশেষে অর্থাৎ পূর্ব্বাশৌচের অন্তদিনে আর একটী অশৌচ ঘটিলে দিনদ্বয়ের বৃদ্ধির কথা” যে বলা হইয়াছে, উহা দ্বারা পূর্ব্বাশৌচেরই যে দিনদ্বয় বৃদ্ধি হইবে, এইরূপই বলিতে হইবে। এরূপ না বলিলে কেবলমাত্র পরাশৌচের তথাভূতদিনদ্বয় মাত্র স্থায়িত্ব বিধান করিলে, “যে পর্য্যন্ত ঐ পূর্ব্বাশৌচ দশাহ অতিক্রম না করিবে” এই মনুবচনের সহিত বিষ্ণুবচনের বিরোধ হয়। কারণ, মনু বলিতেছেন পূর্ব্বাশৌচের মধ্যে, যে দিনই হউক, আর একটি অশৌচ ঘটিলে, পূর্ব্বাশৌচের সহিতই দ্বিতীয়াশৌচের শুদ্ধি হইবে। এক্ষণে বিষ্ণুর বচন-দ্বারা যদি পূর্ব্বাশৌচের অন্ত দিনে সঙ্ঘটিত দ্বিতীয়াশৌচটি মাত্র, পূর্ব্বাশৌচ শেষ হইবার পরও দুই দিন স্থায়ী হইবে, এইরূপ বিধান করা হয়, তাহ'লে মনুবচনের সহিত বিষ্ণুবচনের বিরোধ হইয়া উঠে কিন্তু যদি ঐ বিষ্ণুবচন দ্বারা পূর্ব্বা-শৌচেরও ঐ দুই দিন বৃদ্ধির বিধান করা যায়, তাহা হইলে পূর্ব্বাশৌচের সহিতই পরাশৌচের শুদ্ধি হওয়ায়, আর কোন বিরোধ হয় না। এই সকল বিচার করিয়া মিশ্র “অথবা” এই কথা বলিয়া পক্ষান্তরের আরম্ভ করিতেছেন—কিম্বা “যে পর্য্যন্ত ঐ পূর্ব্বাশৌচ দশদিন অতিক্রম না করিবে” ইত্যাদি, ‘স্বজাতীয় অথচ লঘু অর্থাৎ

বাক্যতয়া পূর্ব্বাশৌচস্যাধিকদিনদ্বয়াবস্থানং বাচ্যং, অন্যথা কল্পনাগৌরবং স্যাৎ। প্রথমোৎপন্ননিমিত্তজনিতপাপাভিব্যাপ্ত-কালাভ্যন্তরে দ্বিতীয়নিমিত্তোৎপত্তৌ, প্রথমপাপমেবাভিবর্দ্ধতে, আদ্যপাপদ্বিতীয়পাপনিমিত্তাভ্যামঘান্তরজননং বা, উভয়থাপি দ্বয়োরধিকারিণোক্তদত্যয়কাল এব অশৌচান্তকাল” ইতি মিশ্রাঃ।

শৌচস্যাধিকদিনদ্বয়াবস্থানপ্রতিপাদকং “রাত্রিশেষে” ইত্যাদিবচনং বিরুধ্যেত, পূর্ব্বাশৌচস্য দিনদ্বয়াদিবৃদ্ধিস্বীকারে তু “অনির্দ্দশ”মিত্যত্র দশপদং পূর্ব্বাশৌচনাশককালোপলক্ষণং, বক্তব্যমতো ন বিরোধ ইতি ভাবঃ। নবন্তর্দ্দশাহে ইতি বচনং নবমদিনাভ্যন্তরপাতি-সজাতীয়াশৌচপরং বক্তব্যং, রাত্রিশেষে দিনদ্বয়েনেতি বচনন্তু দশমদিনপাতিতাদৃশাশৌচবিষয়ক-মতো ন বিরোধ ইত্যত আহ যাবদিত্যাদি। একবাক্যতয়া ইতি পরাশৌচস্য পূর্ব্বাশৌচ-নাশককালনাশ্যত্বমাদায় একবাক্যত্বং বোধ্যং, তথাহি অনির্দ্দশমিত্যনেন পূর্ব্বাশৌচনাশক-কালনাশ্যত্বং প্রতিপাদিতম্, রাত্রিশেষে দিনদ্বয়েনেত্যনেন চ পূর্ব্বাশৌচনাশকেন দ্বাদশদিনেন পরাশৌচস্যাপি নাশ্যত্বং প্রতিপাদিতম্, অত একবাক্যত্বমিতি ভাবঃ। অন্যথা একবাক্য-ত্বাভাবে কল্পনেতি অন্তর্দ্দশাহে ইতি বচনস্য নবমদিনাভ্যন্তরপাতিসজাতীয়াশৌচবিষয়কত্বং, “রাত্রিশেষে” ইত্যস্য তু দশমদিনপাতিতাদৃশাশৌচবিষয়কত্বমিতি বিষয়ভেদকল্পনেত্যর্থঃ। মিশ্রবক্তমুখ্যাপন্নতি অথবেতি অন্যথেতি একবাক্যত্বাভাবে ইত্যর্থঃ। কল্পনাগৌরবমিতি পূর্ব্বোক্তরীত্যা বিষয়ভেদকল্পনাগৌরবমিত্যর্থঃ। পাপেতি পাপমশৌচং দ্বিতীয়েন নিমি-ত্তেন প্রথমপাপমেবাভিবর্দ্ধতে ইত্যন্বয়ঃ। আদ্যপাপেতি আদ্যপাপঞ্চ দ্বিতীয়নিমিত্তঞ্চ তাভ্যামিত্যর্থঃ। তদত্যয় ইতি অভিবৃদ্ধং যৎ পাপং কিংবা অঘান্তরং যদ্‌জাতং

অল্পকালব্যাপী (পরজাত) অশৌচ পূর্ব্বাশৌচের সহিতই নাশ পাইবে” ইত্যাদি, এবং “রাত্রিশেষে অর্থাৎ দশম দিনে আর একটী অশৌচ ঘটিলে দিনদ্বয় বৃদ্ধি পাইবে” ইত্যাদি বচনের একবাক্যতা দ্বারা অর্থাৎ একশ্রুতিমূলকত্ব কল্পনা দ্বারা পূর্ব্বাশৌচটীও যে আরও দুই দিন অধিক অবস্থান করিবে, এই কথাই বলিতে হইবে, এরূপ না বলিলে কল্পনাগৌরব স্বীকার করিতে হয়, অতএব বলিতে হইবে যে, প্রথমোৎপন্ন পাপের নিমিত্ত দ্বারা জনিত পাপের অবস্থিতি কালের মধ্যে আর একটি পাপের নিমিত্তের উৎপত্তি হইলে, প্রথম পাপও বৃদ্ধি পায়, অথবা প্রথম পাপ নিমিত্ত এবং দ্বিতীয় পাপ নিমিত্ত মিলিত হইয়া অপর একটী পাপবিশেষকে উৎপাদন করে, এই উভয় প্রকার মতেই পূর্ব্বোক্ত উভয়বিধ পাপের অধিকারীই বর্দ্ধিত প্রথম পাপের, অথবা প্রথম এবং দ্বিতীয় পাপের সম্মিলনে সমুৎপন্ন অভিনব অপরবিধ পাপবিশেষের অবসানই অশৌচান্তের কাল।

অতএব পূর্ব্বাশৌচান্তদিনকৃত্যমপি দ্বাদশদিনে ক্রিয়তে। তৎকরণাদেব চ শুদ্ধিঃ। তথাচাদিপুরাণম্,—

"যস্য যস্য তু বর্ণস্য যদ্‌যৎ স্যাৎ পশ্চিমং ত্বহঃ।
স তত্র বস্ত্রশুদ্ধিঞ্চ গৃহশুদ্ধিং করোত্যপি॥
সমাপ্য দশমং পিণ্ডং যথাশাস্ত্রমুদাহৃতম্।
গ্রামাদ্বহিস্ততো গত্বা প্রেতস্পৃষ্টে চ বাসসী॥
অন্ত্যানামাশ্রিতানাঞ্চ ত্যক্ত্বা স্নানং করোত্যপি।
শ্মশ্রুলোমনখানাঞ্চ যৎ ত্যাজ্যং তজ্জহাত্যপি॥
গৌরসর্ষপকল্কেন তিলতৈলেন সংযুতঃ।
শিরঃস্নানং ততঃ কৃত্বা তোয়েনাচম্য বাগ্‌যতঃ॥
বাসোযুগ্মং নবং শুভ্রমব্রণং শুদ্ধমেব চ।
গৃহীত্বা গাং সুবর্ণঞ্চ মঙ্গলানি শুভানি চ॥

তন্নাশকাল ইত্যর্থঃ। অঘান্তরজননপক্ষে পূর্ব্বজাতমশৌচং স্বস্বজাত্যুক্তাশৌচকালেন নশ্যতি, ন তু তস্যাধিকদিনদ্বয়াবস্থায়িত্বম্ এতৎকল্পে স্ব-স্ব প্রযোজ্যাশৌচান্ত্যতয়ান্তদিনমেব অশৌচান্তদিনমিতি ভাবঃ। পাপমশৌচম্. অতএব পূর্ব্বাশৌচস্য বৃদ্ধিরেব। অন্ত্যানাং চাণ্ডালাদীনাম্, আশ্রিতানাং নাপিতানাং, মুক্ত্বা ত্যক্ত্বা দত্ত্বেতি বা পাঠঃ। শ্মশ্রুলোমেতি শ্মশ্রুলোমনখানাং মধ্যে যৎ ত্যাজ্যং, তৎ জহাতি ন তু শিখাদিকং জহাত্যা-

টীকাকারগণ উপরিউক্ত পাপশব্দের "অশৌচ" এইরূপ অর্থ করিয়াছেন। এই জন্যই উক্তরূপ স্থলে পূর্ব্বাশৌচের অন্তদিনে কর্ত্তব্য ক্ষৌরাদিকর্ম্ম দ্বাদশ দিনেই করা হয়, এবং দ্বাদশ দিনে উহা করিলে শুদ্ধি হয়। আদিপুরাণে অশৌচান্ত দিনে কর্ত্তব্য-কর্ম্মের এইরূপে উল্লেখ করা হইয়াছে, যথা, "প্রত্যেক বর্ণই স্ব স্ব বর্ণের নিমিত্ত নির্দ্দিষ্ট অশৌচের পশ্চিম দিনে বস্ত্রশুদ্ধি ও গৃহশুদ্ধি করিবে, পরে যথাশাস্ত্র বিহিত দশম পিণ্ড প্রদান করিয়া গ্রামের বাহিরে গমনপূর্ব্বক প্রেতস্পৃষ্ট অর্থাৎ অশৌচ-কালীন পরিহিত পরিধেয় এবং উত্তোরীয় বস্ত্র আশ্রিত নাপিত এবং অন্ত্যজাতি-দিগকে ত্যাগ করিয়া স্নান করিবে এবং শ্মশ্রু, লোম এবং নখ প্রভৃতি অবশ্য পরিত্যাজ্য বস্তু সকল পরিত্যাগ করিবে। পরে শ্বেতসর্ষপের খোল মিশ্রিত তিলতৈল মস্তকে মাখিয়া স্নান করিবে, তাহার পর বাগ্‌যত হইয়া জলের দ্বারায় আচমন করিয়া নবীন, পরিশুদ্ধ, অচ্ছিন্ন এবং শুভ্র বস্ত্রযুগ্ম পরিধানপূর্ব্বক গো, সুবর্ণ, এবং

স্পৃষ্ট্বা সংকীর্ত্তয়িত্বা চ পশ্চাৎ শুদ্ধো ভবেন্নরঃ ॥” পশ্চিমং “দিনং” অশৌচান্তিমাদিনং, গৃহশুদ্ধিং প্রাক্তনপাকভাণ্ডত্যাগঃ, উপলেপনাদিনা ত্যাজ্যং ত্যাগার্হং, যৎ সদা ত্যাজ্যং, তদিত্যর্থঃ। যথা মিতাক্ষরায়াম্‌,—

“মুণ্ডয়েৎ সর্ব্বগাত্রাণি কক্ষবক্ষঃশিখাবহিঃ।” ক্রমমাহ বরাহপুরাণম্‌,—

“শ্মশ্রুকর্ম্ম কারয়িত্বা নখচ্ছেদমনন্তরম্‌।” গোভিলঃ,—

“কেশশ্মশ্রুলোমনখানি বাপয়ীত শিখাবর্জ্জম্‌।” অশৌচাধিকারে আপস্তম্বঃ,—

“অনুভাবিনাঞ্চ পরিবাপনমি”তি। অনু পশ্চাৎ ভবন্তীত্যনুভাবিনঃ কনিষ্ঠাস্তেষাং পুরুষাণাং পরিবাপনমিতি রত্নাকরাদয়ঃ। তন্ন, শ্রীপতিরত্নমালায়াং জননাশৌচেঽপি মুণ্ডনবিধানাৎ। যথা—

ত্যর্থঃ। কক্ষেনেতি কক্ষং বগলীতি প্রসিদ্ধম্‌, অন্যৎ মষিকাদিভিরস্পৃষ্টং, তল্লেপনাদিনা গৃহলেপাদিনা। কক্ষোপস্থশিখ বর্জিতমিতি কক্ষবক্ষঃশিখা বহিরিতি পাঠান্তরম্‌। বাপয়ীতেতি কেশাদীনাং বপনং কারয়েদিত্যর্থঃ। কনিষ্ঠাঃ মৃতস্য বয়ঃকনিষ্ঠাঃ তেষামিতি ন তু মৃতস্য বয়োজ্যেষ্ঠানাং বাপনমিতি রত্নাকরাদীনামভিপ্রায়ঃ। পুরুষাণামিতি তথাচাপস্তম্বসূত্রে অনুভাবিনাঞ্চেতি যৎ শ্রুতং তত্র পুংস্ত্বং বিবক্ষিতম্‌ ইতি ভাবঃ। জননাশৌচেঽপি

শুভ মাঙ্গল্য দ্রব্য সকল স্পর্শ এবং উহাদের নাম কীর্ত্তন করিয়া শুদ্ধ হইবে।” উক্ত বচনে, যে পশ্চিম দিন বলা হইয়াছে, উহার অর্থ অশৌচের অন্ত্যদিন এবং গৃহশুদ্ধির অর্থ পূর্ব্বব্যবহৃত পাকপাত্র পরিত্যাগ এবং ঘর-গোবর দেওয়া প্রভৃতি। অবশ্যত্যাজ্য বলিতে, যাহা সর্ব্বদা কামিয়ে ফেলে দেওয়া হয়। মিতাক্ষরাতে অশৌচান্ত দিনে কামাইবার বিষয়ে এইরূপ একটী বচন উদ্ধৃত হইয়াছে, যথা,—“কক্ষ (বগল), বক্ষস্থল, এবং শিখা ছাড়া অপর সমুদয় গাত্রস্থ লোম মুণ্ডন করিবে।” বরুণপুরাণে ক্ষৌরের ক্রম এইরূপে বলা হইয়াছে, “অগ্রে গোঁপ দাড়ী কামাইয়া পরে নখ কাটিবে।” গোভিল বলিয়াছেন, “শিখা ত্যাগ করিয়া, সমুদয় কেশ গোঁপ দাড়ী, লোম এবং নখ ছেদন করিবে।” অশৌচের প্রসঙ্গে আপস্তম্বের একটী সূত্র দৃষ্ট হয়। “অনুভাবিদিগের ক্ষৌরকর্ম্ম” এই সূত্রের রত্নাকর প্রভৃতি

আজ্ঞয়া নরপতের্দ্বিজন্মনাং দারকর্ম্মমৃতসূতকেষু চ।
বন্ধমোক্ষমখদীক্ষণেষপি ক্ষৌরমিষ্টমখিলেষু চোড়ুষু॥”

তস্মাদনুভাবিনাং স্বাশৌচমনুভবতাম্। “কৃত্ত-কেশনখ-শ্মশ্রুর্দ্দান্তঃ শুক্লাম্বরঃ শুচিরি”তি মনূক্তপ্রাপ্তমুণ্ডনানাং সমাবৃত্তানামপি সর্ব্বাশৌচে মুণ্ডনম্ ॥ ১৯ ॥

যৎ পুনরাপস্তম্বঃ,—“ন সমাবৃত্তা বপেয়ুরন্যত্র বীহারাদি-ত্যেকে।” তথাপি ব্রাহ্মণম্,—“এষ রিক্তো বানপিহিত-স্তস্যৈতদপিধানং যৎ শিখেতি” কেচিদাচার্য্যা মন্যন্তে

মুণ্ডনবিধানাদিতি তথাচ জাতব্যক্তের্মুণ্ডনযোগ্যকনিষ্ঠাসম্ভবাদেতাদৃশব্যাখ্যানমযুক্তমিতি-ভাবঃ। দারকর্ম্ম বিবাহঃ অখিলেষু চোড়ুষু জন্মনক্ষত্রাদিষপি। নন্ তর্হি অনুভাবিনা-মিত্যস্য কোঽর্থঃ? তত্রাহ তস্মাদিতি।—স্বাশৌচমনুভবতাং স্বাশৌচস্য নিশ্চয়বতাং তাদৃশনিশ্চয়শ্চ সপিণ্ডাদিনা; তথাচ নৈমিত্তিকে নিমিত্তনিশ্চয়বান্ অধিকারীতি ভাবঃ। ক্লৃপ্তেতি কৃত্তেত্যর্থঃ। দান্তো জিতেন্দ্রিয়ঃ তপঃক্লেশসহো বা। সমাবৃত্তানাং গৃহস্থানাম্ ॥১৯॥
নন্ সমাবৃত্তানামশৌচে মুণ্ডনং কথং ভবদ্ভিরুচ্যতে? আপস্তম্বেন তেষাং তন্নিষেধাৎ

গ্রন্থে এইরূপ অর্থ করা হইয়াছে, অনুভাবী অর্থাৎ মৃতব্যক্তির পশ্চাৎ জাত যে, কনিষ্ঠ প্রভৃতি তাহাদেরই ক্ষৌরকর্ম্ম কর্ত্তব্য। এরূপ ব্যাখ্যা সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না, কারণ শ্রীপতিরত্নমালা নামক গ্রন্থে জননাশৌচেও মুণ্ডনের কথা বলা হইয়াছে, “রাজার আজ্ঞায় দ্বিজাতিদিগের বিবাহ, মৃতাশৌচ, জননাশৌচ, কারাবন্ধন, কারা হইতে মুক্তি, এবং যজ্ঞে দীক্ষা, এই সকল অবসরে সমুদয় নক্ষত্রেই ক্ষৌরকর্ম্ম বিধেয়। অতএব আপস্তম্বের সূত্রে “অনুভাবী” এই যে কথাটী আছে, উহার অর্থ যাহাদের নিজের অশৌচের নিশ্চয় হইয়াছে। “কেশ, নখ, এবং শ্মশ্রু কর্ত্তন করিয়া, দান্ত, শুক্লাম্বরধারী এবং শুচি হইবে।” এই বচনের দ্বারা মনু যে সকল ব্যক্তির পক্ষে মুণ্ডন বিধান করিয়াছেন, ঐ সকল ব্যক্তি কেবল মাত্র সমাবৃত্ত হইলেও অর্থাৎ গুরুগৃহ হইতে গৃহে আগমনের পর যথাবিধি দারপরিগ্রহপূর্ব্বক রীতিমত গৃহস্থাশ্রম গ্রহণ না করিলেও, সকল প্রকার অশৌচে যে মুণ্ডনের অধিকারী, ইহাই বুঝিতে হইবে ॥ ১৯ ॥

আমরা যে আবার আপস্তম্বে দেখিতে পাই,—“কেহ কেহ বলেন, বীহার ভিন্ন অন্য সময় সমাবৃত্তগণ বপন (ক্ষৌর) করিবে না।” ব্রাহ্মণেও ইহার প্রমাণ দেখা যায়। “এই ব্যক্তি অনপিহিত হইয়া রিক্ত হয়, শিখাই ইহার অপিধান;

বীহারাদ্দর্শপৌর্ণমাসাঙ্গযাগবিশেষাদন্যত্র সমাবৃত্তা গৃহস্থা ন বপেয়ুঃ। অত্র প্রমাণম্—“অথাপী”তি। ব্রাহ্মণং মন্ত্রেতরবেদ-ভাগ” ইতি মাধবাচার্য্যাঃ। এষ গৃহস্থঃ অনপিহিতঃ আবরণ-শূন্যঃ সন্ রিক্তস্তুচ্ছো ভবতি তস্য যচ্ছিখা তদেব পিধানং, তেন বীহারাদিকং বিনা ন গৃহস্থঃ শিরো মুণ্ডয়েদিত্যেকেষাং মতমিতি, তৎ কাম্যপরম্। যথা দানধর্ম্মে,—

“কেশশ্মশ্রু ধারয়তামগ্র্যা ভবতি সন্ততিঃ।” এবং কেশ-শ্মশ্রুধারিণামশৌচেঽপি মাতৃপিতৃমরণ এব মুণ্ডনম্। যথা বিষ্ণুঃ,—

তত্রাহ যৎপুমরিতি। অগ্র্যা শ্রেষ্ঠা, কেশশ্মশ্রুধারিণামিতি কামনয়া কেশশ্মশ্রুধারিণাং

এই কথা কোনও কোনও আচার্য্যেরা বলিয়া থাকেন।” আপস্তম্বের এই বাক্যের স্মার্ত্ত এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—বীহার শব্দের অর্থ দর্শ-পৌর্ণমাস যাগের অঙ্গী-ভূত যাগবিশেষ, ঐ যাগানুষ্ঠান ব্যতীত অন্য সময় সমাবৃত্ত অর্থাৎ গৃহস্থগণ বপন করিবে না, এ বিষয়ে আপস্তম্বই “অথাপি” বলিয়া ব্রাহ্মণ গ্রন্থ হইতে প্রমাণ দিতেছেন। উহার ব্যাখ্যা যথা,—মাধবাচার্য্য ব্রাহ্মণ শব্দের অর্থ “মন্ত্রভিন্ন বেদভাগ” এইরূপ করিয়াছেন, ঐ ব্রাহ্মণে দৃষ্ট হয়, “এষ” অর্থাৎ গৃহস্থ অনপিহিত অর্থাৎ আবরণশূন্য হইয়া রিক্ত অর্থাৎ তুচ্ছ হয়, ঐ গৃহস্থের শিখাই আবরণ, (১) অত-এব বীহারাদি ব্যতীত গৃহস্থ মস্তক মুণ্ডন করিবে না।” এইরূপ কাহারও কাহারও মত। এই যে আপস্তম্বের বচনে বীহারাদি ব্যতীত মস্তকমুণ্ডনের নিষেধ দৃষ্ট হয়, ঐ নিষেধকে কাম্য মুণ্ডন বিষয়েই অর্থাৎ মঙ্গল কামনায় কেশশ্মশ্রুধারীদিগের ক্ষৌর কর্ম্ম বিষয়কই বলিতে হইবে। কেন না, কোন মঙ্গল কামনায় কেশশ্মশ্রু ধারণ যে, গৃহস্থের একটী কর্ত্তব্য কর্ম্ম, এ কথা দানধর্ম্মে বলা হই-য়াছে। যথা,—“যাহারা কেশশ্মশ্রু ধারণ করে, তাহাদের সন্ততিগণ সমাজে অগ্র-

---

(১) শিখাই আবরণ, ইহা ব্রাহ্মণে কিরূপ তাৎপর্য্যে প্রযুক্ত হইয়াছে তাহা ঠিক বলিতে পারি না। যাহা হউক, আজকাল শিখাধারীরা সমস্ত দোষ আচরণ করে বলিয়া উহাকে চলিত ভাষায় ‘হজমীগুলি’ বলা হয়; সহস্র অকার্য্যকারী মস্তকে একটী শিখা রাখিলেই বস্; আর তাহার সম্মুখে দাঁড়ায় কে? কেবা তাহার অকার্য্য ঘোষণ করিতে সমর্থ হয়? এই কারণেই উহাকে “আবরণ” বলা যাইতে পারে।

"প্রয়াগে তীর্থযাত্রায়াং মাতৃপিতৃবিয়োগতঃ।
কচানাং বপনং কার্য্যং বৃথা ন বিকচো ভবেৎ।" অতএবা-দিপুরাণে "যৎ ত্যাজ্যমি"ত্যুক্তম্। মঙ্গলানি ত্বাদর্শঘৃতপ্রদীপ-প্রভৃতীনি, শুভানি দোষরহিতানি। পিণ্ডদানম্ অন্ত্যজেভ্যো বাসোদানঞ্চ আদ্যক্রিয়াধিকারিণঃ। অন্যৎ সর্ব্বমশৌচিমাত্রস্য। পরদিনেঽপি স্নানগবাদিস্পর্শনব্রাহ্মণস্বস্তিবাচনৈর্ব্বিনাপ্যশৌচ-স্থিতিঃ। তথাচ দেবলঃ,—

পিতৃমাতৃমরণ এব মুণ্ডনং, নান্যস্মিন্নশৌচে ইত্যেবকারব্যবচ্ছেদ্যম্,অতঃ কামনয়া কেশাদি-ধারিণামপি বীহারপ্রয়াগাদৌ মুণ্ডনমবিরুদ্ধমিতি ধোয়ম্। কচানাং বপনং কার্য্যমিত্যেত-দপি বোধ্যং, পিতৃমাতৃমরণে অকৃতচূড়োঽপি ক্ষুরেণ মুণ্ডনং কারয়েদিতি গুরবঃ। যৎপেতি নিরুক্তং যৎ প্রয়াগাদিরূপং নিমিত্তং,তদ্বিনা কামনয়া কেশাদিধারী ন বিকচো ভবেদিত্যর্থঃ। অতএব বেতি কামনয়া কেশাদিধারিণাং পিতৃমাতৃমরণাতিরিক্তাশৌচস্থলে মুণ্ডননিষেধা-দেবেত্যর্থঃ। মঙ্গলানি শুভানি চ স্পৃষ্ট্বেত্যুক্তং, তদ্ব্যাচষ্টে আদর্শেত্যাদিনা। আদ্যক্রিয়েতি আদ্যা মধ্যা উত্তরা চেতি ত্রিবিধা ক্রিয়া; তত্রাদ্যা অগ্নিদানাদিপূরকপিণ্ডদানপর্য্যন্তা

গণ্য হয়।" এইরূপ কামনাপূর্ব্বক কেশশ্মশ্রুধারীদিগের অশৌচের মধ্যে কেবল-মাত্র মাতৃপিতৃমরণজন্য অশৌচেই মুণ্ডন কর্ত্তব্য। এ বিষয়ে বিষ্ণু এইরূপ বলিয়া-ছেন, যথা,—"প্রয়াগে, তীর্থযাত্রায়, এবং মাতৃপিতৃবিয়োগে, এই কয়টী সময়েই কেশের ছেদন করিবে, বৃথা কেশশূন্য হইবে না।" এইজন্যই পূর্ব্বোক্ত আদিপুরা-ণের বচনে "যাহা ত্যাজ্য, (২) অর্থাৎ সর্ব্বদা কামিয়ে ফেলা হয়।" এইরূপ বলা হইয়াছে। ঐ আদি পুরাণে যে, মঙ্গল ও শুভ দ্রব্য স্পর্শ করিবার কথা বলা হইয়াছে, ঐ মঙ্গলদ্রব্য শব্দের অর্থ আরসী, ঘৃত, এবং প্রদীপ, ইত্যাদি এবং 'শুভ' শব্দের অর্থ দোষশূন্য। ঐ আদিপুরাণে, অশৌচের প্রত্যেক দিন যে, পিণ্ডদানের কথা ও অন্ত্যজদিগকে বস্ত্র দানের কথা বলা হইয়াছে, ঐ বিধানটী কেবল আদ্যশ্রাদ্ধের অধিকারীর পক্ষেই বুঝিতে হইবে। আর যে সকল কথা বলা হইয়াছে, তাহা সমুদয় অশৌচিব্যক্তিদিগের পক্ষেও বুঝিতে হইবে। অশৌ-চান্ত দিনের পরবর্ত্তী দিনে যেপর্য্যন্ত স্নান, গবাদিস্পর্শ এবং ব্রাহ্মণগণ দ্বারা স্বস্তিবাচন না করা হয়, সে পর্য্যন্ত অশৌচ বর্ত্তমান থাকে। এ সম্বন্ধে দেবল

(২) পিতৃমাতৃমরণ ভিন্ন অপর সপিণ্ডাশৌচে নিত্য যাহা কামান হয়, কেবল তাহাই কামাইবার ব্যবস্থা।

"অথাহঃসু নিবৃত্তেষু সুস্নাতাঃ কৃতমঙ্গলাঃ।

আশুচ্যাদ্বিপ্র মুচ্যন্তে ব্রাহ্মণান্ স্বস্তিবাচ্য চ॥" অস্য বক্ষ্যমাণব্যাখ্যানাৎ সর্ব্বং স্ফুটীভবিষ্যতি। মঙ্গলান্যাহ দেবলঃ,—

"লোকেঽস্মিন্মঙ্গলান্যষ্টৌ ব্রাহ্মণো গৌর্হুতাশনঃ।

হিরণ্যং সর্পিরাদিত্য আপো রাজা তথাষ্টমঃ॥

এতানি সততং পশ্যেৎ নমস্যেদর্চ্চয়েত্তু যঃ।

প্রদক্ষিণঞ্চ কুর্ব্বীত তস্য চায়ুর্ন হীয়তে॥" অভিপ্রেতার্থসিদ্ধির্মঙ্গলং, তদ্ধেতুতয়া ব্রাহ্মণাদ্যপি। গোপ্রণামে ব্রহ্মপুরাণং,—

"সদা [illegible]বঃ প্রণম্যাস্তু মন্ত্রেণানেন পার্থিব॥

তদধিকারিণশ্চ অগ্নিদাতুরিত্যর্থঃ। অশৌচস্থিতিরিতি দশমদিনাভ্যুক্ষণ এবাশৌচনাশ ইতি মতে তু বৈদিককর্ম্মানর্হত্বস্থিতিরিত্যর্থঃ। অত্রেদং বোধ্যম্,—অশৌচনাশং প্রতি তত্তৎকালঃ স্নানাদিকঞ্চ দণ্ডচক্রাদিন্যায়েন হেতুঃ, ননু কথং তর্হি একাদশাহাদেরশৌচান্তদ্বিতীয়দিনত্বমিতি চেন্ন যতস্তত্রাশৌচান্তপদেন লক্ষণয়া দশমদিনাদিরুচ্যতে ইত্যদোষঃ, ন চ লাক্ষণিকপদেন কথম্ অশৌচান্তাৎ দ্বিতীয়েঽহনীত্যভিলপ্যতে ইতি বাচ্যম্, অশৌচান্তাৎ দ্বিতীয়েঽহ্নি শয্যাং দদ্যাদ্বিলক্ষণামিত্যাদি বিধিপ্রাপ্তত্বাদিতি। আশুচাদিতি নিষেধার্থকেন অশব্দেন সহ শুচিশব্দস্য সমাসং কৃত্বা টাপ্ বিধেয়ঃ, নঞা সহ সমাসে তু সতি শুচিশব্দস্য নিত্যবৃদ্ধ্যর্হত্বাৎ আশৌচাদিতি স্যাৎ। বক্ষ্যমাণেতি যথাশক্তি কেবলজলাদিস্পর্শেঽপি অশৌচনাশ ইত্যাদিকং বক্ষ্যমাণম্। অভিপ্রেতেতি অভিপ্রেতস্যার্থস্য

এইরূপ বলিয়াছেন, "হে বিপ্র, অশৌচের দিন সকল নিঃশেষিত হইলে, উত্তমরূপে স্নান করিয়া মঙ্গল দ্রব্য স্পর্শপূর্ব্বক ব্রাহ্মণদিগকে স্বস্তিবাচন করাইয়া, অশৌচ হইতে মুক্তিলাভ করে।" পরে যে ব্যাখ্যা করা হইবে, তাহাতে এই বচনের মর্ম্মার্থ সকল পরিস্ফুট হইবে। দেবল, মঙ্গল দ্রব্যের এইরূপ গণনা করিয়াছেন যথা,—"ইহলোকে ব্রাহ্মণ, গো, হুতাশন, সুবর্ণ, ঘৃত, সূর্য্য, জল এবং রাজা এই আটটী মঙ্গল দ্রব্য; এই সকল মঙ্গলদ্রব্যকে যে সর্ব্বদা দর্শন করে, প্রণাম করে, এবং পূজা ও প্রদক্ষিণ করে, তাহার আয়ুঃক্ষয় হয় না।" ফল কথা, অভিপ্রেত অর্থের সিদ্ধির নামই মঙ্গল, পূর্ব্বোক্ত ব্রাহ্মণাদি ঐ অভিপ্রেতার্থ সিদ্ধির হেতুভূত বলিয়া উহারাও "মঙ্গল" নামে অভিহিত হয়। গোরুর প্রণাম বিষয়ে

নমো গোভ্যঃ শ্রীমতীভ্যঃ সৌরভেয়ীভ্য এব চ।
নমো ব্রহ্মসুতাভ্যশ্চ পবিত্রাভ্যো নমো নমঃ ॥
মন্ত্রস্য স্মরণাদেব গোদানফলমাপ্নুয়াৎ ॥” ভবিষ্যে,—
“গামালভ্য নমস্কৃত্য কৃত্বা চৈব প্রদক্ষিণম্।
প্রদক্ষিণীকৃতা তেন সপ্তদ্বীপা বসুন্ধরা ॥
গবামস্থি ন লঙ্ঘেত মৃতে গন্ধং ন বর্জ্জয়েৎ।
যাবদাঘ্রাতি তদ্গন্ধং তাবদ্গন্ধেন যুজ্যতে ॥” বিষ্ণুঃ,—
“গোমূত্রং গোময়ং ক্ষীরং সর্পির্দধি চ রোচনা।
ষড়ঙ্গমেতন্মাঙ্গল্যং পবিত্রং সর্ব্বদা গবাম্ ॥” ষড়ঙ্গং ষট্-প্রকারম্ ॥ ২০ ॥

সিদ্ধিকৃৎপত্তির্মঙ্গলম্ ইত্যর্থঃ। অভিপ্রেতস্যার্থস্য সিদ্ধির্যস্মাৎ ইত্যর্থকতয়া মঙ্গল-বিশেষণত্বে ক্লীবলিঙ্গত্বাপত্তিঃ, অত উদ্দেশ্যবিধেয়ভাবেনান্বয়ঃ কৃতঃ, যদ্বা রেফরহিতং এবং পাঠঃ। তদ্ধেতুতয়া ব্রাহ্মণদর্শনাদিরূপমঙ্গলহেতুত্বয়েতি ব্যাখ্যেয়ম্। আলভ্য স্পৃষ্ট্বা স্পৃষ্ট্বা বা নমস্কৃত্য কৃত্বা চৈবেতি পাঠঃ। পুরস্কৃত্য কৃতং যেনেতি পাঠান্তরম্। গন্ধেন গন্ধাখ্যস্বর্গেণ, রোচনা গো রোচনা ॥ ২০ ॥

ব্রহ্মপুরাণে এই মন্ত্রটী উক্ত হইয়াছে,—“হে পার্থিব! গোদিগকে সর্ব্বদা এই মন্ত্র দ্বারা প্রণাম করিবে, শ্রীমতী গোদিগকে নমস্কার, সৌরভেয়ীদিগকে নমস্কার, ব্রহ্মসুতাদিগকে নমস্কার, পবিত্রাদিগকে নমস্কার। এই মন্ত্রের স্মরণ মাত্রেই গোদানের ফল প্রাপ্ত হয়।” ভবিষ্যে বলা হইয়াছে “যে ব্যক্তি গোকে প্রাপ্ত হইয়া প্রণামপূর্ব্বক প্রদক্ষিণ করে, সে সপ্তদ্বীপের সহিত সমুদয় পৃথিবী প্রদক্ষিণের ফল প্রাপ্ত হয়। গোর অস্থি লঙ্ঘন করিবে না, এবং মৃত গোর শরীর হইতে নিঃসৃত যে গন্ধ বায়ু প্রভৃতি দ্বারা নাসিকারন্ধ্রে আনীত হয়, তাহা দুর্গন্ধ বলিয়া ঘৃণা সহকারে পরিত্যাগ করিবে না, কারণ যে কাল পর্য্যন্ত ঐ গন্ধ আঘ্রাণ করিবে, তাবৎকাল সুগন্ধময় স্বর্গলোকে বাস করিবে।” বিষ্ণু বলিয়াছেন “গোমূত্র, গোময়, দুগ্ধ, ঘৃত, দধি, এবং গোরোচনা, গো সম্বন্ধীয় এই ছয় প্রকার বস্তু মাঙ্গল্য এবং সর্ব্বদা পবিত্র।” ২০।

অত্র "বৈদিককর্ম্মানর্হত্বপ্রযোজকসংস্কারবিশেষরূপমশৌচম্, বৈদিককর্ম্মার্হত্বপ্রযোজকসংস্কাররূপং শৌচম্। ন চ অশৌচাভাব এব শুদ্ধির্ন সংস্কারবিশেষ ইতি বাচ্যম্, "অঘানাং যৌগপদ্যে ত্বি"তি "ন বর্দ্ধয়েদঘাহানি" ইত্যেতাভ্যামশৌচে পাপপর্য্যায়াঘপদপ্রদর্শনাৎ অশৌচপদস্য যথাভাবরূপত্বং তথা।

"দেবাশ্চ পিতরশ্চৈব পুত্ত্রে জাতে দ্বিজন্মনাম্।
আয়ান্তি তস্মাত্তদহঃ পুণ্যং ষষ্ঠঞ্চ সর্ব্বদে"ত্যাদিত্যপুরাণী-

---

অথাশৌচপদার্থো নির্ণীয়তে অত্রেতি। বৈদিককর্ম্মানর্হত্বমাত্রস্যাশৌচত্বে পতিতাদেরপি বৈদিককর্ম্মানর্হত্বাৎ তত্রাতিব্যাপ্তিরতঃ প্রযোজকসংস্কারেতি, তস্যাপ্যঞ্চ পাতিত্যপ্রযোজকে মহাপাতকাদাবতিব্যাপ্তমতো বিশেষ ইতি। তথাচ তেষাং ভেদো নিবেশনীয় ইতি ভাবঃ। এবঞ্চ মহাপাপাদিভিন্নত্বে সতি বৈদিককর্ম্মানর্হত্বপ্রযোজকসংস্কারোঽশৌচমিতি, যদ্বা সংস্কারবিশেষপদেনাত্র বিজাতীয়সংস্কার উচ্যতে তাদৃশবৈজাত্যঞ্চ নান্যত্র স্বীক্রিয়তে, অতো নাতিব্যাপ্তিঃ, অত্র সংস্কারপদেনাদৃষ্টমুচ্যতে, সংস্কারঃ পুংস এবেষ্টঃ প্রোক্ষণাভ্যুক্ষণাদিভিরিত্যাদৌ অদৃষ্টে সংস্কারপদপ্রয়োগাদিতি। এবং শৌচলক্ষণেঽপি বোধ্যম্। শুদ্ধিঃ শৌচং দ্বিজন্মনামিত্যুপলক্ষণম্। ষষ্ঠঞ্চেতি তদহঃ পুণ্যং ষষ্ঠঞ্চাহঃ পুণ্যমিত্যর্থঃ। সর্ব্বদেতি অশৌচান্তরপাতেঽপীত্যর্থঃ। অত্র প্রাঞ্চঃ বেদবোধিতকর্ম্মার্হতা শুদ্ধিঃ, সা চ যৎকর্ম্ম সম্পাদনায় যেষাং কালপাত্রাদীনাং যাদৃশং বিধিবোধিতত্বং তৎকর্ম্মণি তেষাং তাদৃশবিধিবোধিতত্বম্ অর্হতা সৈব শুদ্ধিরিত্যর্থঃ। নচাকৃতে কর্ম্মাঙ্গে আচমনে সত্যা-

---

এস্থলে বক্তব্য এই যে, শাস্ত্রে বৈদিক কর্ম্মের (বেদবিহিত কর্ম্মের) অনুষ্ঠান বিষয়ে অযোগ্যত্বসম্পাদক সংস্কারবিশেষ (অদৃষ্টবিশেষ) কেই অশৌচ বলা হইয়া থাকে, এবং বৈদিক কর্ম্মের অনুষ্ঠান বিষয়ে যোগ্যত্বসম্পাদক সংস্কারবিশেষকেই শৌচ বলা হইয়াছে। অতএব কেহ যে, বলিয়াছিল, "শুদ্ধি বা শৌচকে সংস্কারবিশেষ না বলিয়া, 'অশৌচের অভাব' এইরূপ বলিলেই ত লাঘব হয়, এ কথা আর বলিতে পার না, অর্থাৎ শৌচকে অশৌচাভাব রূপে নির্দ্দেশ করিতে পার না; দেখ, "অঘসমূহের এককালীনত্বে" এবং "অঘ সম্বন্ধী দিনকে বাড়াইবে না" ইত্যাদি দুইটী বচন দ্বারা যেমন অশৌচ স্থলে পাপবাচক অঘশব্দটীর ব্যবহার দর্শনে অশৌচ পদার্থ টী একটী ভাব পদার্থরূপে প্রতীত হইতেছে, সেইরূপ "দ্বিজাতিগণের পুত্ত্র জন্মগ্রহণ করিলে দেবগণ পিতৃগণ সেস্থলে আসিয়া উপস্থিত হন, এইজন্য ঐ জন্মদিন এবং ষষ্ঠদিন সর্ব্বদা পুণ্য।" এই আদিত্যপুরাণীয় বচনে শৌচস্থলে "পুণ্য" এই পদটীর ব্যবহার দর্শনে শৌচও

যেন শৌচে পুণ্যপদদর্শনাৎ শৌচস্যাপি ভাবরূপতা প্রতীয়তে। তদহরিত্য'চ্ছিন্ননাড়ীপর্য্যন্তপরং, তথাচ দানদর্পণে বরাহপুরাণম্,—

যপি শুদ্ধৌ কর্ম্মার্হত্বাযোগাদব্যাপ্তিরিতি বাচ্যং, অস্তি হি তত্রাপি কর্ম্মার্হত্বং কিন্তু উত্তরীয়ধারণাদ্যঙ্গান্তরাকরণ ইব অকৃতে কর্ম্মাঙ্গাচমনেঽঙ্গবাধাৎ কর্ম্মৈব তাবদ্বিগুণং ভবতি, ন তু তত্র নাস্তি শুদ্ধিরিতি, অতএব তদাচমনং কর্ম্মাঙ্গমুচ্যতে। নম্বশৌচং কিং? তত্র কশ্চিৎ শাস্ত্রাতিরিক্তপ্রযত্নাপনেয়ত্বে সতি সজাতীয়স্পর্শানর্হত্বাপাদকত্বমিতি অশৌচলক্ষণমাহ। তদযুক্তং, অতীতেঽস্পৃশ্যত্বে সতি অব্যাপ্তেঃ, সপিণ্ডজননকন্যাজননাদাবব্যাপ্তেশ্চ। নাপি শাস্ত্রাতিরিক্তপ্রযত্নাপনেয়ত্বে সতি কর্ম্মানর্হত্বাপাদকমশৌচমিতি সদ্যঃশৌচস্থলে স্নানাপনেয়াশৌচেঽব্যাপ্তেঃ। "জানূর্দ্ধে ক্ষতজে জাতে নিত্যকর্ম্মাণি নাচরেৎ। সূতকে চ সমুৎপন্নে ক্ষুরকর্ম্মণি মৈথুনে। ধূমোদ্গারে তথা বান্তে নিত্যকর্ম্মাণ্যপি ত্যজেৎ। জলৌকাং গূঢ়পাদঞ্চ কৃমিগণ্ডুপদাদিকম্। কামাদ্ধস্তেন সংস্পৃশ্য নিত্যকর্ম্মাণি নাচরেৎ।" ইতি কালিকাপুরাণে কর্ম্মানর্হত্বপ্রতিপাদনাৎ রক্তপাতক্ষৌরকর্ম্মমৈথুনধূমোদ্গারবান্তকামকৃতজলৌকাদিস্পর্শেষ্বতিব্যাপ্তেশ্চ স্ত্রীণাং রজোযোগেঽতিব্যাপ্তেশ্চ। ন চ "রাত্রিভির্ম্মাসতুল্যাভিঃ গর্ভস্রাবে বিশুধ্যতি। রজস্যুপরতে সাধ্বী স্নানেন স্ত্রী রজস্বলা॥" ইতি মনুনাশৌচপ্রকরণে পঠিতত্বাৎ স্ত্রীরজোযোগেঽশৌচত্বমিষ্টমেবেতি বাচ্যং, যতো লক্ষণানুরোধেন লক্ষ্যকল্পনং, ন তু লক্ষণানুরোধেন লক্ষ্যকল্পনং, ন চ ক্বাপি শাস্ত্রে লোকে বা স্ত্রীরজোযোগেন রক্তপাতাদিনা চাপবিত্রমাত্রেঽশৌচপদব্যবহারো দৃশ্যতে। প্রত্যুত "উদক্যাশৌচিভিঃ স্নায়াৎ, সংস্পৃষ্টস্তৈরুপস্পৃশেৎ।" ইতি যাজ্ঞবল্ক্যেন রজস্বলাশৌচিনোর্ভেদেন নির্দ্দেশং কৃত্বা স্ত্রীরজোযোগেঽশৌচপদপ্রয়োগো নিরস্তঃ। নমু গর্ভস্রাবাশৌচপ্রসঙ্গেন স্ত্রীরজোযোগেঽপি শুদ্ধিরুক্তা ন চ তদশৌচম্, অন্যথা অশৌচান্তকৃত্যান্যপি তত্র প্রসজ্জেরন্।" সর্ব্বগোত্রমসংস্পৃশ্যং তত্র স্যাৎ সূতকে সতি। মধ্যেঽপি সূতকে দদ্যাৎ পিণ্ডান্ প্রেতস্য তৃপ্তয়ে॥" ইতি ভবিষ্যপুরাণবচনাৎ মরণান্তরপাতবৎ রজোযোগমধ্যেঽপি রজস্বলায়াঃ প্রেতপিণ্ডদানপ্রসঙ্গঃ স্যাৎ, জাতরক্তপাতাদেরন্নভক্ষণপ্রায়শ্চিত্তপ্রসঙ্গশ্চ স্যাৎ, বস্তুতস্তু অশৌচশব্দো জন্মমরণনিবন্ধনশুচিত্বাভাবে যোগরূঢ়ঃ। অতএবাশৌচস্য প্রবক্ষ্যামি মৃত্যুপ্রসবকারণমিতি দক্ষেণাশৌচস্বরূপং নিরূপিতম্। তস্মাজ্জন্মমরণনিবন্ধনং বেদবোধিতকর্ম্মানর্হত্বমশৌচলক্ষণম্। ন চাশৌচান্নভক্ষণসহরোদনশবস্পর্শাদাশৌচেঽব্যাপ্তিরিতি বাচ্যম্, অন্নভক্ষণাদি-সহকারেণ জননমরণয়োরেব কর্ম্মানর্হত্বপ্রযোজকত্বাৎ, রাহুদর্শনে তু গ্রহণে শাবমাশৌচমিতি ব্রহ্মাণ্ডপুরাণবচনেন পক্বান্নপাকস্থালীত্যাগঃ. শুদ্ধিস্নানাদীনাং শাবাশৌচধর্ম্মাণামিতিদেশ এব, ন তু তত্রাশৌচম্, অথবা

যে, একটী ভাবরূপ পদার্থ তাহাও প্রতীত হইতেছে। উক্ত বচনে যে, সেইদিন অর্থাৎ পুত্রজন্মদিনকে শুচি বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, উহাতে যে পর্য্যন্ত নাড়ীচ্ছেদ না হয়, সেই পর্য্যন্তই যে শুচি, ইহাই বলিতে হইবে। এ সম্বন্ধে

"যাবৎ বালং সুতে জাতে ন নাড়ী ছিদ্যতে পুনঃ।
চন্দ্রসূর্য্যোপরাগেণ তমাহুঃ সময়ং সমম্॥" কৃত্য-চিন্তামণৌ দেবলঃ,—
"জাতে পুত্রে পিতা শ্রুত্বা সচেলং স্নানমাচরেৎ।
ব্রাহ্মণেভ্যো যথাশক্তি দত্ত্বা বালং বিলোকয়েৎ॥" এতেন
"সূতকে তু মুখং দৃষ্ট্বা" জাতস্য জনকস্ততঃ।
কৃত্বা সচেলং স্নানন্তু শুদ্ধো ভবতি তৎক্ষণাৎ॥
অন্যাশ্চ মাতরস্তদ্বত্তদ্‌গেহং ন ব্রজন্তি চেৎ।
সপিণ্ডাশ্চৈব সংস্পৃশ্যাঃ সন্তি সর্ব্বেঽপি নিশ্চয়ঃ॥" ইত্যাদি-পুরাণবচনে "মুখং দৃষ্ট্বা" ইতি বিশেষণাৎ পুত্রজন্মনি পিতুর্যৎ

বেদবোধিতকর্ম্মানর্হত্বাপাদকো জননমরণজন্যঃপুরুষবিশেষো বিশেষ ইত্যাহুঃ। অচ্ছিন্ন-নাড়ীতি, তথাচ পুত্রজন্মনিমিত্তকং বৃদ্ধিশ্রাদ্ধং তদুত্তরং জাতকর্ম্ম চ নাড়ীচ্ছেদাৎ পূর্ব্বমেব কর্ত্তব্যং, ন তু নাড়ীচ্ছেদাৎ পরং, তদ্বাশক্তৌ অশৌচান্তে কর্ত্তব্যং নাড়ীচ্ছেদাৎ পূর্ব্বমপি শুদ্ধিঃ এতৎকর্ম্মণ্যেব নান্যস্মিন্ কর্ম্মণীতি বোধ্যম্। চন্দ্রসূর্য্যোপ-রাগেণ চন্দ্রসূর্য্যগ্রহণোপলক্ষিতকালেন সমমিত্যর্থঃ। সচেলস্নানমিতি, পরিহিতবস্ত্রং প্রক্ষাল্য পুনস্তৎ পরিধায় কৃতং স্নানং সচেলস্নানং, তদাচরেদিত্যর্থঃ। এতেন বক্ষ্যমাণ-দোষেণ হেয়মিতি পরেণান্বয়ঃ। শুদ্ধো ভবতি, অস্পৃশ্যত্বাচ্ছুদ্ধো ভবতি, স্পৃশ্যো ভবতীতি যাবৎ। তদ্বৎ জাতস্য পিতৃবৎ। তথাচ বিমাতরোঽপি সচেলস্নানাৎ শুদ্ধা ভবন্তী-

---

দানদর্পণ নামক গ্রন্থে বরাহপুরাণের একটী বচন উদ্ধৃত হইয়াছে, যথা—"পুত্র জন্মাইবার পর যে পর্য্যন্ত নাড়ীচ্ছেদ না করা হয়, সেই সময় টুকুকে চন্দ্র-সূর্য্য-গ্রহণ কালের মত পবিত্র বলা হইয়াছে।" কৃত্যচিন্তামণি নামক গ্রন্থে দেবলের এইরূপ একটী বচন উদ্ধৃত হইয়াছে—"পুত্র জন্মাইলে পিতা ঐ কথা শুনিয়া যেরূপ কাপড় চোপড় পরিয়া থাকিবে, সেইসব লইয়াই স্নান করিবে, এবং যথাশক্তি ব্রাহ্মণদিগকে দান করিয়া নবজাত বালককে দেখিবে।" দেবলের এই বচনে পুত্রজন্ম শ্রবণ করিয়াই স্নান করিবার স্পষ্ট বিধান থাকাতে, "পুত্র জন্মাইলে পিতা জাত পুত্রের মুখ দেখিয়া পরিহিত কাপড় চোপড়ের সহিতই স্নান করিয়া শুদ্ধ হইবে, নবজাত পুত্রের সপত্নী মাতাগণ যদি সে গৃহে গমন না করে, অর্থাৎ সূতিকা স্পর্শ না করে, তাহা হইলে, তাহারা পিতার ন্যায় স্নান মাত্রেই শুদ্ধ হয়, এবং সমুদয় সপিণ্ডগণ যে সংস্পৃশ্য

স্নানমুক্তং, তৎ "মুখদর্শনানন্তরমেবে"তি হারলতোক্তং হেয়ম্‌। এবং হি বিদেশস্থস্য পিতুঃ পুত্রজন্মশ্রবণে তন্মুখদর্শনাবধি অঙ্গাস্পৃশ্যত্বং স্যাৎ, কিন্ত্বাদিপুরাণং মুখদর্শনানন্তরং পুনঃ স্নানার্থম্‌। "অত্রান্যাশ্চে"তি চকারেণ শুদ্ধা ইতি প্রাপ্তৌ, তদ্বদিতি পিতৃতুল্যতার্থং, তেন যথা পিতুঃ স্নানাদঙ্গাস্পৃশ্যত্বনিবৃত্তিঃ, "সূতিকাস্পর্শে তৎসমকালাস্পৃশ্যত্বঞ্চ মাতুরেব সূতকং, তাং স্পৃশতঃ পিতুর্নেতরেষামি"তি সুমন্তুবচনাৎ অত্র সূতকমস্পৃশ্যত্বং,

---

তার্থঃ। তদ্দোষমিতি সূতিকাস্পর্শোপলক্ষকং তথাচ সূতিকাস্পর্শে সতি, ন স্নানাদঙ্গাস্পৃশ্যত্বনিবৃত্তিরিতি ভাবঃ। মুখদর্শনানন্তরমিতি তথাচ হারলতামতে মুখদর্শন নন্তরমেব সচেলস্নানম্‌ অঙ্গাস্পৃশ্যত্বাৎ শুদ্ধিজনকং, ন তু তৎপূর্ব্বমিত্যর্থঃ। নন্বু তর্হি সুতকে তু মুখমিত্যাদিপুরাণবচনস্য কো বিষয়স্তত্রাহ কিন্ত্বিতি—তথাচ স্মার্ত্তমতে পুত্রজন্মশ্রবণানন্তরমেব সচেলস্নানম্‌ অঙ্গাস্পৃশ্যত্বাৎ শুদ্ধিজনকমিত্যর্থঃ। চকারেণেতি তথাচ তদাদিতাস্য শুদ্ধা ইত্যর্থো নেতি ভাবঃ। তৎসমকালেতি সূতিকাসমকালেত্যর্থঃ। নেতরেষামিতি ন জাতবালকাদীনামিত্যর্থঃ, তথাচ পঠন্তি "সপিণ্ডাশ্চৈব সংস্পৃশ্যাঃ সন্তি সর্ব্বে চ নিত্যশ" ইতি। যদি সপিণ্ডাঃ সূতিকাস্পর্শং ন কুর্ব্বন্তি তদা স্পৃশ্যাঃ, সূতিকাস্পর্শে তু সপিণ্ডানাং

থাকে, অর্থাৎ অস্পৃশ্য হয় না ইহা নিশ্চয়।" এই আদি পুরাণের বচনে স্থিত "মুখ দেখিয়া" এই বিশেষণ পদ দর্শনে হারলতা গ্রন্থে যে সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে, যে, "পুত্র জন্মাইবার পর শাস্ত্রে পিতার যে স্নান করিবার কথা বলা হইয়াছে, ঐ স্নান মুখ দর্শনের পরই কর্ত্তব্য" ঐ সিদ্ধান্ত হেয় হইয়া পড়িল। এইরূপই যদি হয়, অর্থাৎ, হারলতার সিদ্ধান্তই যদি গ্রহণ করা হয়, তাহা হইলে পুত্রজন্মকালে বিদেশস্থিত পিতার যে পর্য্যন্ত পুত্রের মুখদর্শন না ঘটে, সেই কাল পর্য্যন্ত অঙ্গাস্পৃশ্যত্ব অনিবার্য্য হইয়া উঠে,—তবে আদিপুরাণে যে "মুখদর্শন করিয়া স্নান করিবে" এইরূপ বলা হইয়াছে, উহা দ্বারা মুখদর্শন করিয়া যে আর একবার স্নান করিতে হইবে, তাহারই বিধান করা হইয়াছে। উপরি উক্ত আদি পুরাণের বচনে "অন্যাশ্চ" এই চকার দ্বারাই তাহারাও যে স্নান দ্বারা শুদ্ধ হয়, এইরূপ অর্থের প্রতীতি হইলেও আবার যে "তদ্বৎ" (পিতার ন্যায়) বলা হইয়াছে, ইহার তাৎপর্য্য এই যে—পিতার ন্যায়, সপত্নীপুত্রের জন্ম হইলে, তাহাদেরও অঙ্গাস্পৃশ্যত্ব হয় এবং যেমন স্নান দ্বারা পিতার অঙ্গাস্পৃশ্যত্ব নিবৃত্ত হয়, তেমনি তাহাদেরও স্নান দ্বারা ঐ অঙ্গস্পৃশ্যত্বের নিবৃত্তি হয়। এবং সূতিকাস্পর্শকারী পিতার মাতারই তুল্য

তথা সূতিকাসপত্নীনাং জ্ঞেয়ম্, অতস্তদগৃহগমনং তৎস্পর্শোপলক্ষণং, তাসু মাতৃপদপ্রয়োগোহপ্যেতদর্থক ইতি। অত্র মাতুরেবেত্যেবকারেণ অন্যেষাং বালকাদীনাং স্পৃশ্যতা সদা প্রতীয়তে। তদুক্তঞ্চ "অত ঊর্দ্ধমসমালম্ভনমা দশরাত্রাদি"তি গোভিলসূত্রেণ নাড়ীচ্ছেদাৎ পরতো মাতুরঙ্গস্পর্শাভাবো দশরাত্রাবধি প্রতীয়তে ইতি। তেন "মাতা শুধ্যেদ্দশাহেন স্নানাত্তু স্পর্শনং পিতুরি"ত্যনেন প্রাপ্তস্য মাতুরঙ্গাস্পৃশ্যত্বস্য নাড়ীচ্ছেদোত্তরত্বমপ্রাপ্তং বিধীয়তে লাঘবাৎ, অন্যথা শ্রুত্যন্তর-

---

স্নানমাত্রাৎ শুদ্ধিরিতি বৃদ্ধাঃ; তৎস্পর্শে তু সূতিকাস্পর্শে ইত্যর্থঃ। এবঞ্চ তাসাং সপত্নীপুত্রজননাশৌচসপিণ্ডান্তরজননাশৌচাপেক্ষয়া অধিকশুদ্ধিরিতি বোধ্যম্। অত ঊর্দ্ধং নাড়ীচ্ছেদাদূর্দ্ধম্, অসমালম্ভনম্ অস্পৃশ্যত্বম্, অঙ্গাস্পর্শাভাবঃ। অঙ্গাস্পৃশ্যত্বং বিধীয়তে ইতি অত ঊর্দ্ধমসমালম্ভনমিতি সূত্রেণ বিধীয়তে ইত্যর্থঃ। তথাচ এতৎসূত্রস্যাস্যাংশে অনুবাদকত্বমিতি ভাবঃ। লাঘবাদিতি তথাচ একনাড়ীচ্ছেদাৎ পরম্ অস্পৃশ্যত্বমত ঊর্দ্ধমিতি

অঙ্গাস্পৃশ্যত্ব যুক্ত অশৌচ হইবে।" এই সুমন্তবচন দ্বারা সূতিকাস্পর্শকারী পিতার সূতিকার তুল্যকাল অঙ্গাস্পৃশ্যত্ব যুক্ত অশৌচ যেমন উক্ত হইয়াছে, সূতিকার (প্রসবকারিণীর) সপত্নীগণের পক্ষেও সেইরূপ বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ সপত্নীপুত্র জন্মাইবার পর স্নান মাত্রেই তাহাদের অঙ্গাস্পৃশ্যত্ব যাইবে। আর যদি তাহারা প্রসূতিকে স্পর্শ করে, তাহা হইলে প্রসূতি যাবৎকাল অস্পৃশ্য ও অশুচি থাকিবে, উঁহারাও তাবৎকাল অস্পৃশ্য অশুচি থাকিবে। অতএব আদি পুরাণে যে তৎগৃহ গমনের কথা আছে, উহার এস্থলে যে সূতিকাস্পর্শরূপ লাক্ষণিক অর্থই গৃহীত হইয়াছে, ইহাই বুঝিতে হইবে। তাহার ঘরে প্রবেশরূপ মুখ্য অর্থ মাত্র এস্থলে গৃহীত হয় নাই, 'কেবল ঘরে প্রবেশ করিলেই উঁহারা মাতৃতুল্য অস্পৃশ্য ও অশুচি হইবে না। এইরূপ অর্থ বোধ করাইবার জন্যই উক্ত বচনে তাহাদিগকে মাতা বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। উক্ত সুমন্তর বচনে "মাতুরেব" (মাতারই) এই এবকার দ্বারা কেবল মাত্র মায়েরই যে অঙ্গাস্পৃশ্যত্ব হয়, এবং তৎস্পর্শেই পিত্রাদির অস্পৃশ্যত্ব হয়, এবং নবজাত বালকাদির স্পর্শে অস্পৃশ্যত্ব যে হয় না, ইহাই জানান হইয়াছে। "নাড়ীচ্ছেদের পর দশরাত্রি পর্য্যন্ত স্পর্শ করিবে না।' এই গোভিলসূত্রানুসারে নাড়ীচ্ছেদের পর হইতে দশরাত্র পর্য্যন্ত মাতার অঙ্গ যে,

কল্পনাপত্তিঃ স্যাৎ। এবঞ্চ নাড়ীচ্ছেদাৎ প্রাক্ মাতুঃ স্পর্শে দোষাভাবঃ। এবমেব ভট্টনারায়ণচরণাঃ। গর্গঃ,—

"শ্রুত্বা পুত্রস্য বৈ জন্ম কৃত্বা বেদোদিতাঃ ক্রিয়াঃ।

অচ্ছিন্ননালং পশ্যেত্তং দত্ত্বা রুক্মং ফলান্বিতম্।" রাগপ্রাপ্তদর্শনেঽপি—

সূত্রেণ বিধীয়তে, অপরঞ্চ জননাবধ্যস্পৃশ্যত্বং মাতা শুধ্যেদিত্যনেন বিধীয়তে ইতি অস্পৃশ্যত্বদ্বয়কল্পনামপেক্ষ্য একস্যৈবাস্পৃশ্যত্বকল্পনে লাঘবমিতি ভাবঃ। অন্যথা ইতি "মাতা শুধ্যে" দশাহেন ইত্যস্য জননাবধি দশাহেন "মাতা শুধ্যে"দিত্যর্থকত্বে ইত্যর্থঃ। অশ্রুতেতি। মাতা শুধ্যেদিত্যত্র অশ্রুতস্য জননাবধীত্যস্য কল্পনেত্যর্থঃ। যদ্বা অত ঊর্দ্ধমিতি সূত্রেঽশ্রুতস্য জননাবধ্যস্পৃশ্যত্বকল্পনেত্যর্থঃ। নম্বু পুত্রদর্শনস্য রাগপ্রাপ্তত্বাৎ

অস্পৃশ্য থাকে, ইহাই প্রতীত হইতেছে। অতএব "মাতা দশ রাত্রের পর শুদ্ধিলাভ করিবে, এবং স্নানের পরেই পিতার স্পর্শনিযোগ্যত্ব হইবে" এই বচনদ্বারা মাতার শরীর অস্পৃশ্য হইবে, এইরূপ মাত্র বিধান করা হইলেও, কিন্তু 'ঐ অস্পৃশ্যত্ব কখন হইতে মাতার শরীরে প্রবৃত্ত হইবে' ঐ বিধান দ্বারা এরূপ নির্দ্ধারিত না হওয়ায়, নাড়ীচ্ছেদের পরেই যে উহার প্রবৃত্তি হইবে, গোভিলসূত্রে এইটুকু মাত্র বিহিত হইল, এইরূপ সিদ্ধান্ত করিলেই লাঘব হয়। অর্থাৎ, "দশ রাত্রের পর মাতা শুদ্ধিলাভ করিবে।" এই বচনদ্বারা পুত্রজন্মের পর হইতেই মাতার অস্পৃশ্যত্বের যদি বিধান করা হয়, এবং "নাড়ীচ্ছেদের পর দশরাত্রি পর্য্যন্ত স্পর্শ করিবে না।" এই গোভিলসূত্র দ্বারা যদি নাড়ীচ্ছেদের পর আবার অন্য প্রকার অস্পৃশ্যত্বের বিধান স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে দুই প্রকার অস্পৃশ্যত্ব স্বীকার করিতে হয়। তদপেক্ষা—"মাতা দশরাত্রে শুদ্ধিলাভ করিবে।" এই বচনদ্বারা মাতার যে দশরাত্রিব্যাপী অস্পৃশ্যত্বের কথা বলা হইয়াছে, ঐ অস্পৃশ্যত্বই নাড়ীচ্ছেদের পর উৎপন্ন হয়। এইরূপ বলিলে আর দুইটি স্বতন্ত্র অস্পৃশ্যত্ব স্বীকার করিতে হয় না; সুতরাং লাঘব হয়, এরূপ না বলিলে, দুইটী স্বতন্ত্র অস্পৃশ্যত্ব বিষয়ক বচনের মূলীভূত দুইটী বিভিন্ন প্রকার শ্রুতিরও কল্পনা করা অপরিহার্য্য হইয়া পড়ে; সুতরাং "নাড়ীচ্ছেদের পরই মাতার অস্পৃশ্যত্ব হয়," এইরূপ সিদ্ধান্তই স্থির হইল। আর এইরূপ সিদ্ধান্ত স্থির হইয়াছে বলিয়াই, ভট্ট নারায়ণ নাড়ীচ্ছেদের পূর্ব্বে মাতার স্পর্শে যে, আর কোন দোষ হয় না, এইরূপ ব্যবস্থা করিয়াছেন।

"পুন্নাম্নো নরকাদ্ যস্মাৎ ত্রায়তে পিতরং সুতঃ।
মুখসন্দর্শনেনাপি তদুৎপত্তৌ যতেত সঃ॥" ইতি বৃহস্পত্যুক্তনরকনিস্তারায়,
"ঋণমস্মিন্ সন্নয়তি অমৃতত্বঞ্চ বিন্দতি।
পিতা পুত্রস্য জাতস্য পশ্যেচ্চ জীবতো মুখমি"তি বশিষ্ঠোক্তঋণাপনয়নায় চ। যৎ পশ্যেদিতি নিয়মাভিধানং তৎ অকৃতপুত্রকার্য্যপুত্রপরং, সৎপুত্রস্তু মুখদর্শনং বিনাপি নরকনিস্তারকঃ। তথা চ। বিষ্ণুপুরাণম্,—

কথং তত্র পশ্যেদিতি বিধিঃ, অপ্রাপ্তপ্রাপকস্যৈব বিধিত্বাৎ; তত্রাহ রাগপ্রাপ্তদর্শনেঽপীতি। নিয়মাভিধানমিতি পরেণান্বয়ঃ। তথাচ নায়ং বিধিঃ কিন্তু নিয়মঃ, তথাচোক্তং—"বিধিরত্যন্তমপ্রাপ্তৌ নিয়মঃ পাক্ষিকে সতি" ইতি। পুন্নাম্ন ইতি। তথাচ পুতস্ত্রায়তে ইতি পুত্রঃ। ইত্যেষা পুত্রশব্দস্য ব্যুৎপত্তিরিতি ভাবঃ। ঋণমস্মিন্নিতি অস্মিন্ জাতে আত্মনঃ পিতৃঋণং সংক্রাময়তীত্যর্থঃ। অমৃতত্বমিতি বংশাবিচ্ছেদেনাত্মনোঽমরণমিব প্রাপ্নোতি; তথাচ "পুত্রেণ লোকান্ জয়তি পৌত্রেণানন্দমশ্নুতে। অথ

গর্গ বলেন,—"পুত্রের জন্ম শ্রবণানন্তর বেদোক্ত কার্য্য সকলের অনুষ্ঠান করিয়া ফলের সহিত সুবর্ণ দানপূর্ব্বক নাড়ীচ্ছেদের পূর্ব্বে ঐ পুত্রকে দর্শন করিবে।" সৎপুত্রমুখদর্শনরূপ কার্য্যটি মনুষ্যদিগের রাগপ্রাপ্ত, সকলেরই স্বভাবতঃ সৎপুত্রের মুখ দর্শন বিষয়ে প্রবল ইচ্ছা দৃষ্ট হয়, 'আমার একটি বংশোজ্জ্বল পুত্র হউক', এইরূপ ইচ্ছা সকলেরই হয়। যাহা হৌক এইরূপে যদিও পুত্রমুখদর্শন কার্য্যটি মানবগণের স্বাভাবিক ইচ্ছার বিষয়ীভূত হইয়াছিল, উহার জন্য আবার বিধি করা হইল কেন? এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে স্মার্ত্ত বলিতেছেন,—"এই পুত্রমুখ দর্শন কার্য্যটি রাগপ্রাপ্ত হইলেও "যেহেতু পুত্র কেবলমাত্র নিজের মুখ দেখাইয়াই পিতাকে পুন্নাম নরক হইতে ত্রাণ করে, এই নিমিত্ত পুত্রোৎপাদন বিষয়ে পিতা যত্ন করিবে।" এই বৃহস্পতিবচনে উক্ত পুত্রমুখদর্শনের নরক হইতে নিস্তারলাভরূপ ফল প্রাপ্তির কথা থাকায়, এবং "পুত্র জন্মাইলে পিতার পিতৃঋণাদি ঋণত্রয় অপনীত হয়, ও অমৃতত্ব লাভ হয়, এই জন্য পিতা উৎপন্ন পুত্রের জীবিতাবস্থাতেই মুখ দর্শন করিবে। এই বশিষ্ঠের বচনে পুত্রমুখদর্শনের ঋণত্রয় অপনয়নরূপ প্রয়োজন নির্দ্দিষ্ট হওয়ায়, পুত্রমুখদর্শনমাত্রেই যখন নরক হইতে উদ্ধার এবং ঋণত্রয়ের নাশ হয়, তখন

সৎপুত্রেণ তু জাতেন বেণোঽপি ত্রিদিবং যযৌ।

পুন্নাম্নঃ নরকাত্ত্রাতঃ স তেন সুমহাত্মনা॥” ‘তেন সুপুত্রেণ, মৃতবেণদক্ষিণহস্তমন্থনজাতেন পৃথুনা। ব্রহ্ম-পুরাণেঽপি

“সমুৎপন্নেন ভো বিপ্রাঃ সৎপুত্রেণ মহাত্মনা।

ত্রাতঃ স পুরুষব্যাঘ্রঃ পুন্নাম্নো নরকাত্তদা॥” পিণ্ডদাতৃত্ব-মাত্রেণৈব ঋণাপনয়মাহুঃ শঙ্খলিখিতপৈঠীনসয়ঃ—

পুত্রস্ত পৌত্রেণ ব্রহ্মাপ্নোতি পিতৃপমিতি। “সৎ পুত্রমিতি তথাচ সৎপুত্রস্ত ন

পুত্র সৎ বা অসৎ হইবে, এইরূপ বিচার না করিয়া, পুত্র জন্মাইলেই তাহার মুখ যে, অবশ্যই দেখিতে হইবে, উক্ত গর্গবচন দ্বারা এইরূপই নিয়ম করা হইয়াছে। অর্থাৎ রাগপ্রাপ্ত কার্য্যটী কর্ত্তার সম্পূর্ণ ইচ্ছাধীনই থাকে, কর্ত্তার ইচ্ছা হয়, উহা করে, ইচ্ছা না হয়, করে না, কিন্তু পুত্রের মুখদর্শন রাগপ্রাপ্ত হইলেও উহা যে অবশ্য কর্ত্তব্য, ইহাই উক্ত গর্গবচন দ্বারা নিয়ম করিয়া বলা হইয়াছে। পুত্র হইলেই তাহার মুখ দেখিতে হইবে। তাহার সৎ বা অসৎ হইবার সম্বন্ধে কোন বিচারই করিবে না। কারণ, সৎপুত্র নিজের মুখদর্শন না করাইয়াও নরক হইতে পিতার নিস্তারক হইয়া থাকে। এ সম্বন্ধে বিষ্ণুপুরাণে এইরূপ বলা হইয়াছে। যথা,—‘সৎপুত্র জন্মাইবামাত্র বেণও সুরলোকে গমন করিয়াছিলেন, এবং সেই নৃপতি, মহাত্মা পুত্রের প্রভাবে পুন্নাম নরক হইতেও উদ্ধৃত হইয়াছিলেন। মূল বচনে যে, ‘তেন’ (তৎকর্ত্তৃক) এই কথাটি আছে, উহার অর্থ বেণ রাজার মৃত্যুর পর, তাহার দক্ষিণ হস্ত মন্থনে উৎপন্ন সৎপুত্র কর্ত্তৃক, উহার দ্বারা ইহাই জানা যাইতেছে যে, বেণ রাজা পুত্রের মুখদর্শন না করিয়াও কেবল সৎপুত্রের জন্মপ্রভাবেই নরক হইতে উদ্ধৃত হইয়াছিলেন। ব্রহ্মপুরাণেও ঐ কথার উল্লেখ করা হইয়াছে, যথা,—“হে ব্রাহ্মণগণ! সেই মহাত্মা সৎপুত্র উৎপন্ন হইবামাত্রই, সেই পুরুষশ্রেষ্ঠ বেণ পুন্নাম নরক হইতে উদ্ধৃত হইয়াছিলেন।” উপরি উক্ত বশিষ্ঠবচনে, পুত্রের মুখদর্শনে যে পিতৃগণের ঋণাপনয়নের কথা বলা হইয়াছে, পূর্ব্বোক্ত নরক হইতে উদ্ধার যেমন পুত্রমাত্রেরই মুখদর্শনে হইয়া থাকে, ঐ ঋণাপনয়ন কিন্তু সেরূপে হয় না, যে সকল পুত্র পিণ্ডদানে যোগ্য, তথাবিধ পিতৃ-

"যত্র ক্বচন জাতেন পিতা পুত্রেণ নন্দতি।
তেন চানৃণ্যতাং যাতি পিতৄণাং পিণ্ডদেন বৈ॥" বিষ্ণু-ধর্ম্মোত্তরে,—

"দেবানাঞ্চ পিতৄণাঞ্চ ঋষীণাঞ্চ তথা নরঃ।
ঋণবান্ জায়তে যস্মাত্তস্মাম্মোক্ষে যতেৎ সদা॥
দেবানামনৃণো জন্তুর্যজ্ঞৈর্ভবতি নারদ।
অল্পবিত্তস্তু পূজাভিরুপবাসত্রয়ৈস্তথা॥
শ্রাদ্ধেন প্রজয়া চৈব পিতৄণামনৃণো ভবেৎ।
ঋষীণাং ব্রহ্মচর্য্যেণ শ্রুতেন তপসা তথা।"

"পুন্নাম্নো নরকাদ্‌যস্মাদি"ত্যাদিকস্তু পুত্রোৎপত্তিস্তাবকং, নত্বতদ্রূপস্য পুত্রত্বাভাবপরম্ ; "দশাস্যাং পুত্রানাধেহী"তি

মুখদর্শননিয়মঃ ইতি ভাবঃ। যত্র কচনেতি সবর্ণায়ামসবর্ণায়াং বা অঙ্গরূপেণ বা ইত্যর্থঃ। পিতৃণাং পিণ্ডদেন তেন পুত্রেণেত্যর্থঃ। অনল্পবিত্ত ইত্যস্ত পূর্ব্বেণান্বয়ঃ, যদ্বা ন বিদ্যতে-ঽল্পমপি বিত্তমস্যেতি বিগ্রহঃ ; ক্বচিত্তু অল্পবিত্তস্ত ইতি পাঠঃ। 'অতদ্রূপস্যে'তি পুন্নাম-

---

দাতৃস্বরূপ-যোগ্যতাবিশিষ্ট পুত্রের মুখদর্শনই যে পিতৃগণের আনৃণ্যের প্রতি হেতু, ইহা শঙ্খ, লিখিত, এবং পৈঠীনসি বলিয়াছেন। যথা,—"সবর্ণা বা অসবর্ণা যে কোনও প্রকার পত্নীতে পুত্র উৎপন্ন হইলেই পিতার আনন্দ হয়, কিন্তু যে পুত্র পিণ্ডদানের অধিকারী হয়, তাহার দ্বারাই পিতৃগণের ঋণ হইতে পিতা মুক্তি লাভ করেন।" বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে বলা হইয়াছে, "যেহেতু মনুষ্য, জন্ম গ্রহণ করিবামাত্রই দেবগণের নিকট, পিতৃগণের নিকট, এবং ঋষিগণের নিকট ঋণে আবদ্ধ হয়, অতএব সর্ব্বদা ঐ ঋণত্রয় হইতে মুক্তিলাভের চেষ্টা করিবে, অর্থাৎ ঐ ঋণ-ত্রয় হইতে মুক্তিলাভ করাই মনুষ্যদিগের প্রধান লক্ষ্য হইবে। হে নারদ! মনুষ্য যজ্ঞানুষ্ঠানের দ্বারা দেবগণের ঋণ হইতে মুক্তিলাভ করে, যাহার যজ্ঞানু-ষ্ঠানের সামর্থ্য নাই, এইরূপ অল্পবিত্ত সম্পন্ন ব্যক্তিরা পূজা এবং উপবাসত্রয় দ্বারা দেবঋণ হইতে মুক্ত হয়, শ্রাদ্ধ এবং পুত্র উৎপাদন করিয়া পিতৃঋণ হইতে মুক্ত হয়, এবং ব্রহ্মচর্য্য, শাস্ত্রাধ্যয়ন ও তপশ্চরণ দ্বারা ঋষিগণ হইতে মুক্তি-লাভ করে। কেহ আশঙ্কা করিয়াছিল, 'পিতাকে যে পুন্নাম নরক হইতে ত্রাণ

শ্রুতৌ, "বহব স্যুর্যদা পুত্রা" ইত্যাদিস্মৃতৌ চ, ঔরসমাত্রে পুত্রপদপ্রয়োগবিধানাৎ। অন্যথা,—

"শ্রুতিস্মৃতিবিরোধে তু শ্রুতিরেব গরীয়সী।

অবিরোধে সদা কার্য্যং স্মার্ত্তং বৈদিকবৎ সদা॥" ইতি জাবালোক্তং শ্রুতের্ব্বলবত্ত্বং বাধ্যতে। ক্ষেত্রজাদৌ তু পুত্রপদং গৌণমেব; যথা—

নরকত্রাণকর্ত্তৃত্বাভাববিশিষ্টস্য দ্বিতীয়াদিপুত্রস্য ইত্যর্থঃ। 'ঔরসমাত্রে' ইতি, তথাচ পুন্নামনরকত্রাণকর্ত্তৃত্বং, ন পুত্রপদশক্যতাবচ্ছেদকং, কিন্তু স্বজন্যপুংস্ত্বমেবেতি ভাবঃ। শ্রুতেরিতি—প্রকৃতে "দশাস্যাং পুত্রানাধেহী"তি শ্রুতেঃ। বাধ্যেতেতি "পুন্নাম্নো নরকাদ্‌যস্মা"দিত্যাদি স্মৃত্যা ইতি পূরণীয়ম্। গৌণমিতি পিণ্ডদাতৃত্বাদিরূপগুণযোগাদ্ গৌণমিত্যর্থঃ।

করে, তাহার নামই 'পুত্র', এই ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থবশে পুন্নামনরকত্রাতাই পুত্র শব্দের প্রতিপাদ্য হওয়ায়, একমাত্র জ্যেষ্ঠপুত্রেই 'পুত্র' এই পদের প্রয়োগ করা উচিত, কিন্তু আমরা অপর পুত্রেতেও 'পুত্র' পদটীর প্রয়োগ দেখিতে পাই, ইহা কিরূপ হইল? তাহার উত্তরে স্মার্ত্ত বলিতেছেন, "এই যে, 'পুন্নাম নরক হইতে পিতাকে ত্রাণ করে,' এইরূপ বলা হইয়াছে, উহা দ্বারা পুত্রোৎপাদন যে, অবশ্য কর্ত্তব্য, সেই বিষয়ে মনুষ্যের প্রবৃত্তি জন্মাইয়া দেওয়া হইয়াছে মাত্র। উহা দ্বারা 'যে পুত্র স্বকীয় জন্মদ্বারা পিতাকে পুন্নাম নরক হইতে উদ্ধার করে না, তাহাকে যে পুত্র বলা হইবে না,' এরূপ কোনও বিধান করা হয় নাই। কেননা, "এই স্ত্রীতে দশটী পুত্রের উৎপাদন কর", এই শ্রুতিবাক্যে, এবং "যদি বহুপুত্র হয়" এই স্মৃতিবাক্যে, ঔরসজাত পুংঅপত্য মাত্রেতেই 'পুত্র' এই পদটীর ব্যবহার দৃষ্ট হইতেছে। এরূপ যদি না বল, অর্থাৎ ঔরস মাত্রেই পুত্র পদটীর ব্যবহারকে শাস্ত্রসম্মত না বল, তাহা হইলে, "শ্রুতি এবং স্মৃতির বিরোধ উপস্থিত হইলে অর্থাৎ শ্রুতির দ্বারা একরূপ অর্থ, এবং স্মৃতির দ্বারা তাহার উল্টা অর্থ প্রতীত হইলে, শ্রুতিকেই মান্য করিয়া চলিতে হইবে, এবং যে স্থলে উভয়ের মধ্যে কোনরূপ বিরোধ না ঘটিবে, সে স্থলে বেদবচনের ন্যায়, স্মৃতি-বচনেরও সর্ব্বদা অনুসরণ করিবে" এই জাবালির বচনে শ্রুতির যে প্রধানত্ব প্রতিপাদন করা হইয়াছে, তাহা বাধিত হইয়া পড়ে, অর্থাৎ "এই স্ত্রীতে দশ পুত্র উৎপাদন কর" এই শ্রুতিবাক্য দ্বারা ঔরস পুং অপত্য মাত্রই যে,

"ক্ষেত্রজাদীন্ সুতানেতানেকাদশ যথোদিতান্।
পুত্রপ্রতিনিধীনাহুঃ ক্রিয়ালোপান্মনীষিণঃ॥" ইতি মনূক্তেঃ॥ ২১॥

"ক্ষেত্রজাদী"নিতি। যথা "ঔরসঃ পুত্রিকাপুত্রঃ ক্ষেত্রজো গূঢ়সম্ভবঃ। কানীনশ্চ পুনর্ভবো দত্তঃ ক্রীতঃ স্বয়ং কৃতঃ। স্বয়ং দত্তঃ সহোঢ়োঽপবিদ্ধো দ্বাদশঃ স্মৃতঃ।" যাজ্ঞবল্ক্যঃ,—"ঔরসো ধর্ম্মপত্নীজস্তৎসমঃ পুত্রিকাসুতঃ। ক্ষেত্রজঃ ক্ষেত্রজাতস্তু সগোত্রেণেতরেণ বা। গৃহে প্রচ্ছন্ন উৎপন্নো গূঢ়জস্তু সুতঃ স্মৃতঃ। কানীনঃ কন্যকাজাতো মাতামহসুতো মতঃ। অক্ষতায়াং ক্ষতায়াং বা জাতঃ পৌনর্ভবঃ সুতঃ। দদ্যান্মাতা পিতা বা যং স পুত্রো দত্তকো ভবেৎ। ক্রীতস্তু তাভ্যাং বিক্রীতঃ কৃত্রিমঃ স্যাৎ স্বয়ং কৃতঃ। দত্তাত্মা তু স্বয়ং দত্তো গর্ভভিন্নঃ সহোঢ়জঃ। উৎসৃষ্টো গৃহ্যতে যস্তু সোঽপবিদ্ধো ভবেৎ সুতঃ। পিণ্ডদোঽংশহরশ্চৈষাং পূর্ব্বাভাবে পরঃ পরঃ। সজাতীয়েষ্বয়ং প্রোক্তস্তনয়েষু বিধিঃ স্মৃতঃ॥" তনয়েষু প্রোক্তোঽয়ং বিধিঃ সজাতীয়ে ইত্যর্থঃ। বিধিঃ স্মৃতঃ ইত্যত্র যথাবিধিরিত্যপি পাঠঃ। ধর্ম্মপত্ন্যাং স্বয়মুৎপাদিত ঔরস ইত্যর্থঃ। যথা বিষ্ণুঃ,—স্বক্ষেত্রে স্বয়মুৎপাদিতঃ প্রথম ইতি তৎসম ইতি, "তস্যাং যো জায়তে পুত্রঃ স মে পুত্রো ভবেদি"তি বচনা, অভিসন্ধিনা বা নিয়ম্য যা দত্তা, সা পুত্রিকা, তৎসুত ঔরসসম ইত্যর্থঃ। অত্র পুত্রিকায়া অভাবে তৎপুত্র ইতি বোধ্যম্। "আজ্যং বিনা যথা তৈলং সদ্ভিঃ প্রতিনিধীকৃতম্। তথৈকাদশপুত্রাশ্চ পুত্রিকৌরসয়োর্ব্বিনে"তি বৃহস্পতিবচনাৎ। মনুরপি "তেন মাতামহঃ পৌত্রী"তি। ভর্ত্রাজ্ঞয়া যস্য ক্ষেত্রে জনিতঃ স তস্য ক্ষেত্রজঃ, "মাতামহসুত" ইতি বোঢ়রপি পুত্রান্তরাসত্ত্বে স এব পুত্রঃ। "অদত্তায়াস্তু যো জাতঃ সবর্ণেন পিতুর্গৃহে। স কানীনঃ সুতস্তস্য যস্য সা দীয়তে পুন"রিতি ব্রহ্মপুরাণবচনাৎ, অক্ষতযোন্যাং, ক্ষতযোন্যাং বা, পুনরূঢ়ায়াং যো জাতঃ স পৌনর্ভবঃ জনকসুতঃ, "তাভ্যাং" মাতাপিতৃভ্যাং ক্রেতুঃ পুত্রার্থং বিক্রীতঃ। যথা মনুঃ, "ক্রীণীয়াদ্যস্ত্বপত্যার্থং মাতাপিত্রো-

---

'পুত্র' শব্দটী ব্যবহারযোগ্য, ইহাই স্থির হইতেছে, এক্ষণে যদি "পিতাকে পুন্নাম নরক হইতে যে উদ্ধার করে, 'এই স্মৃতিবাক্যের অনুরোধে একমাত্র জ্যেষ্ঠ পুত্রেই পুত্র শব্দটীর ব্যবহার শাস্ত্রসম্মত বলিয়া স্থির করা হয়, তাহা হইলে, পূর্ব্বোক্ত শ্রুতির অমান্য করা হয়, সুতরাং ঔরস পুং অপত্যমাত্রেই পুত্র পদের ব্যবহার শাস্ত্রসম্মত হইল। তবে ক্ষেত্রজাদিতে যে, 'পুত্র' শব্দের ব্যবহার করা হয়, ঐ সকল স্থলে পুত্র শব্দটি মুখ্য অর্থে ব্যবহৃত না হইয়া, গৌণ অর্থেই যে ব্যবহৃত হইয়াছে, এইরূপই বুঝিতে হইবে। উহারা যে, মুখ্য পুত্র নহে, অর্থাৎ উহাদের জন্য 'পুত্র' শব্দটী যে কখনই মুখ্যরূপে ব্যবহৃত হইতে পারে না, তাহা, "এই যে, 'ক্ষেত্রজ' প্রভৃতি একাদশবিধ সুত পরি-

কনকং বালকেনাপি ধারণীয়ং, সর্ব্বরত্নপবিত্রদেবতাত্মকত্বাৎ। যথা রামায়ণে মহাভারতে চ পরশুরামং প্রতি বশিষ্ঠবাক্যম্‌,—

"সর্ব্বরত্নানি নির্ম্মথ্য তেজোরাশিসমুদ্ভবম্‌।
সুবর্ণমেভ্যো বিপ্রেন্দ্র রত্নং পরমমুত্তমম্‌॥
এতস্মাৎ কারণাদেব গন্ধর্ব্বোরগরাক্ষসাঃ।
মনুষ্যাশ্চ পিশাচাশ্চ প্রযতা ধারয়ন্তি তৎ॥" তথা,—

র্ধমস্তিকাং। তস্য স পুত্রঃ", "দত্তাত্মে"তি যথা মনুঃ, "মাতাপিতৃবিহীনো যস্ত্যক্তো বা স্যাদকারণাৎ। আত্মানং স্পর্শয়েদ্‌যস্তু স্বয়ং দত্তঃ স উচ্যতে॥" গর্ভেণ সহোঢ়ায়াঃ গর্ভজাতঃ সহোঢজঃ। এষাং সজাতীয়ানামেব পুত্রাণাং সাক্ষাদধিকারে এব ক্রমঃ, দ্রব্যানুমতিদ্বারা তু সর্ব্বেষাং যুগপদধিকারোঽস্ত্যেবেতি সংক্ষেপঃ। ক্রিয়ালোপাদ্ধেতোঃ॥ ২১

সর্ব্বরত্নেতি সর্ব্বেষাং রত্নানাং মধ্যে পবিত্রত্বাৎ দেবতাত্মকত্বাচ্চ যথা সর্ব্বরত্নাত্মকত্বাৎ পবিত্রাত্মকত্বাৎ দেবতাত্মকত্বাচ্চ তথাহি তত্তদ্‌গ্রহবৈগুণ্যেন তত্তদ্‌দ্রব্যধারণমুক্তং, সুবর্ণধারণমুক্তং, সুবর্ণধারণে তু তত্তদ্ধারণফলং ভবতীত্যর্থঃ। যথা রাজমার্ত্তণ্ডে, দোষো ন স্যাদ্‌গ্রহাণামশিশিরকিরণে তাম্রমিন্দৌ চ শঙ্খম্‌, পৃথ্বীপুত্রে প্রবালং শশধরতনয়ে শাতকৌম্ভং ভুজেন। দেবাচার্য্যে চ মুক্তাং মণিমসুরগুরৌ সীসকং সূর্য্যসূনৌ, রাহৌ লৌহং হনিষ্টে কমলজতনয়ে রাজপট্টং বিভর্ত্তুঃ॥ শাতকৌম্ভং সুবর্ণং, কমলজতনয়ে কেতৌ, রাজপট্টং কর্ব্বুরমণীতি প্রসিদ্ধম্‌। বুদ্ধিপ্রকাশে চ, "তাম্রাদীনামভাবে তু সুবর্ণং

গণিত হইয়াছে, ক্রিয়ালোপের আশঙ্কা বশতই উহারা পুত্রের প্রতিনিধিরূপে গৃহীত হয়, এই কথা পণ্ডিতগণ বলিয়াছেন।" এই মনুবচনে স্থিত 'পুত্রপ্রতিনিধি' এই শব্দটি দ্বারাই স্পষ্টরূপেই প্রতীত হইতেছে। ২১।

সুবর্ণ ধারণ যে, বয়স্থ ব্যক্তিদিগেরই একমাত্র কর্ত্তব্য তাহা নহে, সদ্যোজাত বালকেরও সুবর্ণ ধারণ কর্ত্তব্য; কারণ উহা দেবতা স্বরূপ হওয়ায়, নিখিল রত্ন অপেক্ষা পবিত্র। এ সম্বন্ধে রামায়ণ ও মহাভারতে, পরশুরামের প্রতি বশিষ্ঠের বাক্যটি অবলোকন কর,—"হে বিপ্রেন্দ্র! সমুদয় রত্নের মন্থনজাত তেজোরাশি হইতে উৎপন্ন সুবর্ণ সমুদয় রত্ন হইতে শ্রেষ্ঠ রত্ন। এই কারণেই গন্ধর্ব্ব, উরগ, রাক্ষস, মনুষ্য ও পিশাচগণ পবিত্র হইয়া উহা ধারণ করে; এবং এই জন্য

"তস্মাৎ সর্ব্বপবিত্রেভ্যঃ পবিত্রং পরমং স্মৃতম্।" তথা,—
"অগ্নির্বৈ সকলা দেবাঃ সুবর্ণস্তু তদাত্মকম্।
তস্মাৎ সুবর্ণং দদতা দত্তাঃ স্যুঃ সর্ব্বদেবতাঃ॥" তস্মাৎ তৎ পাদাদৌ ন ধার্য্যং, দেবতাত্মকত্বাদিতি প্রসঙ্গাদুক্তম্ ॥২২॥

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে,—
সূতিকাবাসনিলয়া জন্মদা নাম দেবতাঃ।
তাসাং যাগনিমিত্তার্থং শুদ্ধির্জ্জন্মনি কীর্ত্তিতা।
ষষ্ঠেঽহ্নি রাত্রিযাগস্তু জন্মদানাঞ্চ কারয়েৎ॥" অত্র যাগনিমিত্তার্থমিত্যুপাদানাৎ তৎকর্ম্মণ্যেব শুদ্ধির্নান্যস্মিন্। অত্র

দক্ষিণে ভুজে" ইতি। পবিত্রত্বাৎ ; ন রক্ষোভয়ং যথা, "শুচের্ব্বিভ্যতি রক্ষাংসী"তি দেবতাত্মকত্বাচ্চ ন রাক্ষসাদিভয়ং দেবতানাং স্বতো রাক্ষসাদিহন্তৃত্বাৎ, এভ্যো রত্নেভ্যঃ, যদ্বা এভ্যো বিপ্রেভ্যো দীয়তামিতি শেষঃ। "সর্ব্বদেবতা" ইতি ন চ সর্ব্বাসাং দেবতানাং দানাসম্ভবঃ তাসু স্বত্বাভাবাদিতি বাচ্যং, সর্ব্বা দেবতা যস্মেতি বিগ্রহেণ সর্ব্বদেবতাপদস্য শালগ্রামশিলাপরত্বাৎ, যদ্বা সর্ব্বদেবতাঃ সর্ব্বদেবতাপ্রতিমাঃ, যদ্বা সর্ব্বদেবতাপদেনাভয়ং বক্তব্যং, তদুক্তং অভয়ং সর্ব্বদৈবত্যমিতি ॥ ২২ ॥

(ইহা) যাবৎ পবিত্র বস্তুর মধ্যে পরম পবিত্র বলিয়া শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে।" সুবর্ণ সম্বন্ধে আরও বলা হইয়াছে; "অগ্নি সমুদয় দেবতাস্বরূপ, এবং এই সুবর্ণ যেহেতু অগ্নিস্বরূপ, অতএব সুবর্ণ দান করিলে সমুদয় দেবতা দান করা হয়।" অতএব এই সুবর্ণ যে পাদাদি অঙ্গে ধারণ করিবে না, এ কথাও প্রসঙ্গাধীন বলা হইয়াছে। ২২।

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে বলা হইয়াছে "জন্মদ নামক দেবগণ নিয়মপূর্ব্বক সূতিকাগৃহে বাস করেন, তাঁহাদের আগমনের নিমিত্তই জন্মকাল শুদ্ধরূপে কীর্ত্তিত হইয়াছে। জন্ম হইতে ষষ্ঠদিনের রাত্রিকালে জন্মদ দেবতাদিগের নিমিত্ত যাগ করাইবে।" এই বচনে "তাঁহাদিগের যাগের নিমিত্ত" এই কথা বলায় বুঝিতে হইবে যে, ঐ যাগ-কর্ম্মের জন্যই জননাশৌচের মধ্যেও মাত্র ঐদিনে শুদ্ধি (পবিত্রতা) হইবে, তদ্ভিন্ন অপর কর্ম্মের জন্য শুদ্ধি বা অধিকার হইবে না; উক্ত বচনে যে "কারয়েৎ" (করাইবে) এইরূপ নিজন্ত ক্রিয়াপদ প্রযুক্ত হইয়াছে, উহা দ্বারা, জন্মদেবতাদিগের উদ্দেশে যে রাত্রিজাগরণ কর্ম্ম বিহিত হইয়াছে।

"কারয়েদি"ত্যন্যগোত্রজাভিপ্রায়েণ, পিতুস্তাৎকালিকশুদ্ধিস্তু 'পুত্রজন্মে'তি শ্রুতেঃ। তথান্যাশৌচমধ্যেঽপি জাতকর্ম্মষষ্ঠীপূজে কর্ত্তব্যে। তথাচ মিতাক্ষরায়াং পরিশেষখণ্ডে প্রজাপতিঃ,—

"অশৌচে তু সমুৎপন্নে পুত্রজন্ম যদা ভবেৎ।
কর্ত্তুস্তাৎকালিকী শুদ্ধিঃ পূর্ব্বাশৌচাদ্বিশুধ্যতি ॥"

অন্যগোত্রজেতি তথাচ পিতুরেব তাৎকালিকী শুদ্ধির্ন সপিণ্ডান্তরাণামিতি ভাবঃ। পরে তু রামো রাজ্যমকারয়দিতিবৎ স্বার্থে ণিচিত্যাহুঃ, সমুৎপন্নেঽতীতোৎপত্তিকে, অত্র চাশে চস্য অতীতোৎপত্তিকত্বমবিবক্ষিতং, তেন পশ্চাদুৎপন্নেঽপি অশৌচান্তরে কর্ত্তুস্তৎকর্ম্মণি শুদ্ধির্বোধ্যা, পূর্ব্বাশৌচাদ্বিশুধ্যতীতি তৎকালে তৎকর্ম্মণি শুদ্ধঃ সন্নধিকারী

পিতার অবর্ত্তমানে অপর কেহ গোত্রজ সপিণ্ড যদি জাতকর্ম্মের অধিকারী হয়, তবে তাদৃশ স্থলের জন্যই ঐ পদটি যে, প্রযুক্ত হইয়াছে, এইরূপ অর্থই বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ সপিণ্ডগণের অশৌচ থাকায়, তাহারা নিজে না করিয়া অপর দ্বারা করাইবে; কেননা, পিতার যে তৎকালীন কর্ম্মের অনুষ্ঠানের নিমিত্ত পবিত্রতা বা অধিকার হয়, ইহা বক্ষ্যমাণ প্রজাপতির বচনস্থিত "পুত্রজন্ম" এই কথাটি দ্বারাই বুঝা যাইতেছে, সুতরাং পিতা যখন ঐ সকল কর্ম্ম স্বয়ং করিতে অধিকারী, তখন তাঁহার পক্ষে 'কারয়েৎ' এই কথাটির ব্যবহার আর খাটে না। যখন তাঁহার স্বয়ং করিবার অধিকার আছে, তখন "করিবে" এইরূপ বিধান না হইয়া "করাইবে", এইরূপ বিধান তাহার পক্ষে কখনই সম্ভব হয় না, টীকাকার বলেন "কারয়েৎ" এই পদটিকে যদি স্বার্থে 'ণিচ" দ্বারা সিদ্ধ করা যায়, তবে উহার অর্থ "করাইবে" না হইয়া "করিবে" এইরূপই হয়, সুতরাং আর কোন গোল থাকে না। এক্ষণে যদি স্থির হইল যে, পুত্র জননাশৌচের মধ্যেও ঐ জন্মকালীন কর্ম্মমাত্রের অনুষ্ঠান বিষয়ে পিতার স্বয়ং করিবার অধিকার হয়, তখন পূর্ব্বজাত অপর একটি অশৌচের মধ্যে পুত্রের জন্ম হইলেও, ঐ প্রথমাশৌচের বিদ্যমানতা থাকিতেও, উহার মধ্যে পুত্রজন্মরূপ নিমিত্তাধীন জাতকর্ম্ম ও ষষ্ঠীপূজা করা যাইতে পারিবে। অপর অশৌচের মধ্যেও যে, পুত্রজন্মরূপ নিমিত্তাধীন কর্ম্মের অনুষ্ঠানে কোনরূপ বাধা হইবে না, তদ্বিষয়ে প্রমাণস্বরূপ প্রজাপতির একটি বচন মিতাক্ষরার পরিশেষ খণ্ডে উদ্ধৃত হইয়াছে, যথা "অপর একটি অশৌচের মধ্যে যদি কাহারও পুত্র জন্মগ্রহণ করে, তাহা হইলে, জন্মকালীন কর্ম্মানুষ্ঠানকারী

অত্র "পুত্রজন্মে"তি শ্রুতেঃ শূদ্রস্যাপ্যধিকারঃ ।" এবং ষষ্ঠ-দিনকৃত্যেঽপি পুত্ররক্ষায়াঃ কর্ত্তব্যত্বাৎ ।

অতঃ প্রাগুক্তাদিত্যপুরাণে দ্বিজন্মনামিত্যুপলক্ষণম্ । ততশ্চ শুদ্ধ্যশুদ্ধ্যোঃ সংস্কাররূপত্বেন একপুরুষস্য একদোভয়স্থিতি-র্ঘটতে । অশুদ্ধের্ভাবরূপত্বে শুদ্ধেস্তদভাবরূপত্বে তু নৈবং, বিরোধাৎ । অতএব শঙ্খঃ,—

ভবতীর্থঃ, নতু পূর্ব্বাশৌচান্মুক্তিঃ, অত্রাপ্যাশৌচস্য পূর্ব্বত্বমবিবক্ষিতং, তথাচ পূর্ব্বজাতং বা, পরজাতং বা অশৌচান্তরং ন জাতকর্ম্মষষ্ঠীপূজয়োঃ প্রতিবন্ধকমিতি । "কর্ত্তব্যত্বা"-দিতি সর্ব্বেষাম্ অবশ্যং কর্ত্তব্যত্বাদিতি ভাবঃ । "প্রাগুক্তে"তি "দেবাশ্চ পিতরশ্চৈব পুত্রে জাতে দ্বিজন্মনা"মিতি প্রাগুক্তবচনে দ্বিজন্মনামিত্যুপলক্ষণমিতি ভাবঃ । নৈবমিতি ন ঘটতে ইত্যর্থঃ । "বিরোধা"দিতি ভাবাভাবয়োরেকাধিকরণে এককালাবচ্ছেদসত্তা-

পিতার তৎকালীন কর্ম্মমাত্রেরই অনুষ্ঠানের নিমিত্ত পবিত্রতা বা অধিকার হইবে, এবং পূর্ব্বজাত অশৌচও ঐ কর্ম্মানুষ্ঠানের পক্ষে বাধক হইবে না।" এই বচনে, "পুত্রজন্ম" এই কথাটীর সামান্যতঃ ব্যবহার থাকায়, অর্থাৎ জাতিবিশেষের নির্দ্দেশ না থাকায়, জাতকর্ম্মাদির অনুষ্ঠান বিষয়ে শূদ্রেরও যে অধিকার, ইহা বুঝিতে হইবে; এবং ষষ্ঠ দিনে কর্ত্তব্যরূপে বিহিত কর্ম্মেও শূদ্রের অধিকার বুঝিতে হইবে, কারণ পুত্রের রক্ষা সকলেরই কর্ত্তব্য। অতএব পূর্ব্বোক্ত আদিত্যপুরাণের "দ্বিজাতিগণের পুত্র জন্মগ্রহণ করিলে" ইত্যাদি বচনে যে "দ্বিজাতি" শব্দটী প্রযুক্ত হইয়াছে—উহা দ্বারা যে সমুদয় বর্ণেরই উপলক্ষণ করা হইয়াছে, ইহাও বুঝিতে হইবে। এক্ষণে দেখ, উপরে যে বিচার করা হইল, তাহা দ্বারা, আমি আগে যে, শুদ্ধি এবং অশুদ্ধি এই দুইটীকেই ভাব পদার্থরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছি, অর্থাৎ জাতিমরণাদি জন্য অপবিত্রতা বা কর্ম্মে অনধিকার সম্পাদক ধর্ম্মবিশেষই অশুদ্ধি বা অশৌচ, এবং ঐ অশুদ্ধির নাশ জন্য পবিত্রতা বা কর্ম্মাধিকার সম্পাদক ধর্ম্মবিশেষই শুদ্ধি, এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছি, তাহাই সমর্থিত হইল, কাজেই শুদ্ধি যে, অশুদ্ধির অভাবস্বরূপ এমন কথা আর বলা গেল না। কেন না, যদি অশুদ্ধিকে একটী ভাবরূপ পদার্থ বল, এবং সেই অশুদ্ধির অভাবকে শুদ্ধি বল, তাহা হইলে এককালে একই ব্যক্তিতে, পরস্পরবিরুদ্ধ পদার্থদ্বয়ের স্থিতি সিদ্ধ হইতে পারে না, তাহাতে বিরোধ উপস্থিত হয়। অর্থাৎ, অন্ধকারের অভাব আলোক, এই নিমিত্ত, আলোক এবং অন্ধকার এই দুইটী পরস্পর বিরোধী পদার্থ যেমন এককালে এক

"ততঃ শ্রাদ্ধমশুদ্ধৌ তু কুর্য্যাদেকাদশে তথা।

কর্ত্তুস্তাৎকালিকী শুদ্ধিরশুদ্ধঃ পুনরেব সঃ॥" অশুদ্ধৌ চতুর্থাহাদৌ। কথমশুদ্ধৌ শ্রাদ্ধং? কালাশৌচাধিকরণে শৌচস্যাধিকারিবিশেষণত্বাদিত্যাহ "কর্ত্তুস্তাৎকালিকী"তি।

দিতি ভাবঃ। অতএব শুদ্ধ্যশুদ্ধ্যোঃ সংস্কাররূপেত্বনাবিরোধাদেব। "শ্রাদ্ধ"মিতি

স্থানে থাকিতে পারে না, সেইরূপ অশুদ্ধির অভাবকে শুদ্ধি বলিলে, উহারা (শুদ্ধি এবং অশুদ্ধি) উভয়ে পরস্পর বিরোধী হইয়া উঠে, সুতরাং উহারা উভয়ে এককালে এক ব্যক্তিতে বর্ত্তমান থাকিতে পারে না। কিন্তু উভয়েই ভাবরূপ পদার্থ হওয়ায়, এককালে একই ব্যক্তিতে উভয়ের অবস্থান সংঘটিত হইতে পারিল। অর্থাৎ আমার মতে উহারা পরস্পর সেরূপ বিরোধী নহে, উভয়েই ভাবরূপ পদার্থ, কাজেই এককালে এক ব্যক্তিতে উভয়ের বিদ্যমানতা অসম্ভব হইল না। এইজন্য যৎকালে ব্যক্তিবিশেষের পূর্ব্বজাত অশৌচনিমিত্ত সাধারণ বৈদিককর্ম্মে অনধিকার সম্পাদক অপবিত্রতারূপ একটী ধর্ম্মবিশেষ সংঘটিত হইয়াছে, তৎকালে সেই ব্যক্তিতেই পুত্রজন্মাদিরূপ বিশেষ নিমিত্ত নিবন্ধন কেবলমাত্র জাতকর্ম্মাদিরূপ কতিপয় কর্ম্মবিশেষে অধিকার সম্পাদক পবিত্রতাস্বরূপ আর একটী ধর্ম্মবিশেষ যে বিদ্যমান হইবে, তাহাতে বাধা কি? দেখ, সাধারণ কর্ম্ম সম্পাদনে অযোগ্য ব্যক্তিকেও বিশেষ কর্ম্ম সম্পাদনে যোগ্যরূপে সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়। এই হেতু অর্থাৎ একটী অশৌচের মধ্যে একই ব্যক্তির কর্ম্মবিশেষের নিমিত্ত শুদ্ধি হইতে পারে বলিয়াই আমরা শাস্ত্রে বক্ষ্যমাণ বিধান দেখিতে পাই। যথা, "তাহার পর অশুদ্ধি অর্থাৎ অশৌচের মধ্যে একটী শ্রাদ্ধ করিবে, এবং একাদশ দিনে আর একটী শ্রাদ্ধ করিবে," এই যে অশৌচের মধ্যে শ্রাদ্ধের বিধান করা হইল, ইহাতে, "ঐ শ্রাদ্ধানুষ্ঠান কালমাত্র কর্ত্তার শুদ্ধি হইবে, তাহার পর সে পূর্ব্ববৎ অশুচিই থাকিবে।" এইরূপই বুঝাইতেছে। উক্ত বচনে যে, অশুদ্ধিতে শ্রাদ্ধের কথা বলা হইয়াছে, উহাদ্বারা যমকর্ত্তৃক বিহিত চতুর্থ দিনাদিতে কর্ত্তব্য নবশ্রাদ্ধ নামক শ্রাদ্ধবিশেষেরই উট্টঙ্কন বা সূচনা করা হইয়াছে। কেহ আশঙ্কা করিয়াছিল, শঙ্খ এই যে, অশুদ্ধিতে শ্রাদ্ধবিধান করিলেন, ইহা কিরূপ হইল, কালাশৌচ প্রকরণে কর্ম্মাধিকারীর শৌচযুক্ত এইরূপ বিশেষণ কথিত হওয়ায়, অশুচি ব্যক্তির পক্ষে শ্রাদ্ধ করিতে বিধান করা অনুজ্ঞাত হইল কিরূপে? ইহার উত্তর বলিতেছেন,

শ্রাদ্ধবিধানাক্ষেপাৎ তন্মাত্রনিষ্ঠা শুদ্ধিঃ কল্প্যতে, স পুনরশুদ্ধ এব কর্ম্মান্তরে ইতি শ্রাদ্ধবিবেকঃ। এবং শুদ্ধের্ভাবরূপত্বে অশৌচস্য তদভাবরূপত্বেঽপি বিরোধঃ। তথাত্বে অশৌচসঙ্করোঽপি ন স্যাৎ, একস্মিন্ শুদ্ধ্যভাবরূপে অশৌচে সতি, অপরস্য তদ্রূপস্য তদানীং শুদ্ধিরূপপ্রতিযোগ্যন্তরাভাবাদসম্ভবাৎ। তস্মাৎ শুদ্ধ্যশুদ্ধ্যোর্ভাবরূপত্বম্ ॥ ২৩ ॥

একোদ্দিষ্টরূপং কাম্যং নবশ্রাদ্ধমিত্যর্থঃ। তথাচ যমঃ, চতুর্থে পঞ্চমে চৈব নবমৈকাদশে তথা। যদত্র দীয়তে জন্তোস্তন্নবশ্রাদ্ধমিষ্যতে। ইতি কালাশৌচেতি শুচিতৎকালজীবী কর্ম্ম কুর্য্যাৎ” ইত্যত্রেত্যর্থঃ ॥ ২৩ ॥

শ্রাদ্ধকর্ত্তার “তৎকালমাত্র শুদ্ধি হইবে,” এই বাক্য দ্বারা পূর্ব্বোক্ত শ্রাদ্ধ বিধানেরই আক্ষেপ হেতু কেবল ঐ চতুর্থাদি দিনবিহিত শ্রাদ্ধকাল মাত্রেই তাহার শুদ্ধি হইবে, কিন্তু কর্ম্মান্তরে তাহাকে অশুদ্ধ বলিয়াই গণ্য করা হইবে, শ্রাদ্ধ বিবেককার ঐ বচনের এইরূপ ব্যাখ্যাই করিয়াছেন। এইরূপ যদি হইল, তাহা হইলে অন্যদিকে শুদ্ধিকে একটী ভাবরূপ পদার্থ বলিয়া স্বীকার ক'রে, অশৌচকে তাহার অভাবরূপ স্বীকার করিলেও বিরোধ ঘটে। কেবল তাহাই নহে, অশৌচকে শুদ্ধির অভাবরূপ স্বীকার করিলে, স্মার্ত্তগণ এক অশৌচের মধ্যে অপর অশৌচের সংঘটনে যে অশৌচসঙ্করের কথা বলিয়াছেন, তথাবিধ অশৌচসঙ্করও আর হইতে পারে না, কারণ শুদ্ধির অভাবরূপ একটি অশৌচ যেখানে বিদ্যমান আছে, সেই স্থলে ঐ অভাবের প্রতিযোগী শুদ্ধি তখনই থাকিতে পারে না, এক্ষণে দেখ, যদি প্রতিযোগিরূপ শুদ্ধিই বিদ্যমান না থাকিল, তবে আবার তাহার অভাব ঘটিবে কিরূপে? সুতরাং একটী অশৌচ বিদ্যমান থাকিতে, আর একটি অশৌচের উৎপত্তির অবসর না হওয়ায়, অশৌচসঙ্কর হইতেই পারিল না। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, যাহার অভাব ধরা হয়, সেই বস্তুকে ঐ অভাবের প্রতিযোগী বলিয়া নির্দ্দেশ করা হয়, ঘটের অভাবের প্রতিযোগী ঘট, এইরূপ শুদ্ধির অভাবের প্রতিযোগী শুদ্ধি। অভাব ও তাহার প্রতিযোগী কখনই এককালে একত্র থাকিতে পারে না। এক্ষণে দেখ, শুদ্ধির অভাব যদি অশৌচ হইল, তাহা হইলে, যে স্থলে একটী অশৌচ বিদ্যমান রহিয়াছে, সেই স্থলে যে শুদ্ধি নাই, ইহা অবশ্য

যদা তু সপিণ্ডমরণাশৌচদশদিনে অপরসপিণ্ডমরণে পূর্ব্বাশৌচস্য দিনদ্বয়বৃদ্ধ্যা একাদশদ্বাদশদিনে বা পিত্রাদিমরণং, তদা পূর্ব্বাশৌচদ্বাদশাহেন বহুকালব্যাপিনা গুরুণা লঘুকালব্যাপিনঃ পরতরাশৌচস্য শুদ্ধিঃ। "অঘানাং-যৌগপদ্যে তু জ্ঞেয়া শুদ্ধির্গরীয়সা।" ইতি দেবলবচনাদত্র চ প্রথমমৃতপিতৃকেণ স্বাবধ্যে-

---

শুদ্ধ্যভাবরূপে শুদ্ধিধ্বংসরূপে। তদ্রূপস্য শুদ্ধিধ্বংসরূপস্য। ইদানীং ব্যবস্থামাহ "যদা" ইতি। "দ্বাদশদিনে বে"তি মরণদ্বয়ে নরষ্টে তাদৃশমদ্বৃদ্ধিমদশৌচং জাতং, তস্য তদন্তিমদিনে পিত্রাদিমরণেঽপি ন দিনদ্বয়াদিবৃদ্ধি রিতিবোধ্যং। যৌগপদ্যে ইতি যৌগপদ্যম্ এককালাবচ্ছেদেন একাধিকরণবৃত্তিত্বম্,"অত্র চে"তি এতাদৃশবিষয়েচেত্যর্থঃ।

স্বীকার করিতে হইবে, সুতরাং, শুদ্ধিরূপ প্রতিযোগীর অভাবে একই ব্যক্তিতে দ্বিতীয় অশৌচ আর হইবে কিরূপে? অতএব শুদ্ধি ও অশুদ্ধি এই উভয়কেই ভাবরূপ পদার্থ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। ২৩।

এক্ষণে ইহাও বক্তব্য যে, যে স্থলে কোনও এক সপিণ্ডের মৃত্যুর দশ দিনের দিন আর একটী সপিণ্ডের মৃত্যু নিবন্ধন পূর্ব্বাশৌচের দিনদ্বয়বৃদ্ধি ঘটিয়াছে, সুতরাং ঐ পূর্ব্বাশৌচ একটী গুরু অশৌচ হইয়া দাঁড়াইয়াছে,—এরূপ অবস্থায় যদি ঐরূপ দিনদ্বয়বৃদ্ধিপ্রাপ্ত পূর্ব্বাশৌচের একাদশ বা দ্বাদশ দিনে যদি কাহারও পিতা আদি মহাগুরুর মরণ ঘটে, তাহা হইলে, ঐ বহুকালব্যাপী, অতএব গুরুত্বপ্রাপ্ত পূর্ব্বাশৌচের দ্বাদশ দিনেই লঘুকাল অর্থাৎ দশ দিনমাত্র ব্যাপী, পরজাত স্বকীয় পিতৃমরণ জন্য অশৌচেরও শুদ্ধি হইবে। কারণ, "অশৌচ সকলের যৌগপদ্য অর্থাৎ এককালে সংঘটন হইলে, সর্ব্বাপেক্ষা গুরু-অশৌচের সহিতই লঘু অশৌচের নিবৃত্তি হয়।" এইরূপ একটী দেবলের বচন দেখিতে পাওয়া যায়। তাহাতে সকলের শেষে যাহার পিতার মৃত্যু হইয়াছে, তাহার অশৌচ যেন বৃদ্ধি প্রাপ্ত পূর্ব্বাশৌচের দ্বাদশ দিনের দিন শেষ হইবে, একথা বুঝিলাম; কিন্তু যাহার পিতার মৃত্যুতে প্রথমেই সপিণ্ডদিগের দশ দিন অশৌচ হইয়াছিল, এবং ঐ পূর্ব্বাশৌচের দশ দিনের দিন আবার যে দ্বিতীয় ব্যক্তির পিতার মৃত্যু নিবন্ধন সাধারণ সপিণ্ডদিগের ঐ প্রথমজাত অশৌচের দুই দিন বৃদ্ধি হইয়াছিল; এই দুই জনের মধ্যে প্রথম মৃত-পিতৃক এবং শেষ মৃতপিতৃক ব্যক্তির পক্ষে এ স্থলে কিরূপ ব্যবস্থা হইবে? ইহার উত্তরে বলিতেছেন, সর্ব্বের আগে যাহার পিতার মৃত্যু হইয়াছে,

কাদশাহ এব কৃত্যং, দ্বিতীয়মৃতপিতৃকেণ পরার্দ্ধপতিতত্বেন পিতৃমরণাবধ্যেকাদশাহ এব কৃত্যং, বৃদ্ধীভূতদিনদ্বয়াভ্যন্তরে তৃতীয়মৃতপিতৃকেণ পূর্ব্বমৃতত্রয়োদশাহ এব কৃত্যং, সপিণ্ড-মাত্রেণ তু পূর্ব্বমৃতত্রয়োদশাহ এব কৃত্যম, কর্ত্তব্যমিতি প্রথমমৃতপিতৃকেণ তু একাদশাহ-দ্বাদশাহান্যতরমৃতস্য তদবধি-দশাহাশৌচমেব কর্ত্তব্যমিতি। ততশ্চাশৌচবৃদ্ধ্যন্তদ্বিতীয়দিন-

---

একাদশাহ এবেতি স্বপিতৃমরণাবধ্যেকাদশাহ এবেত্যর্থঃ। জ্ঞাতিমরণাশৌচাপেক্ষয়া পিতৃমরণাশৌচস্য অধবৃদ্ধিমত্ত্বেন তস্য ন দিনদ্বয়াদিবৃদ্ধিঃ, তস্যাঃ সমানাশৌচবিষয়কত্বাদিতি বোধ্যম্। "কৃত্য"মিতি কর্ত্তব্যমিতি পরেণান্বিতং, স্বপিতৃমরণে ইত্যর্থঃ; তথাচ অধবৃদ্ধিমতঃ স্বপিতৃমরণাশৌচস্য পূর্ব্বাশৌচপরার্দ্ধপাতিত্বাৎ ন পূর্ব্বাশৌচেন শুদ্ধিরিতি ভাবঃ। ত্রয়োদশাহ এবেতি স্বপিতৃমরণাশৌচাপেক্ষয়া পূর্ব্বমরণাশৌচস্য দ্বাদশাহরূপ-বহুকালব্যাপিত্বেন গুরুত্বাৎ পূর্ব্বমরণাশৌচেন শুদ্ধিরিতি ভাবঃ। তদবধি দশাহেতি প্রথমমৃতপিতৃকস্য একাদশাহে স্বপিতৃমরণাশৌচনিবৃত্তেঃ সাঙ্কর্য্যাভাবাদিতি ভাবঃ।

সে ঐ মৃত্যু ঘটনার দিন হইতে এগার দিনের দিনই পিতৃকার্য্য করিবে, দ্বিতীয় মৃতপিতৃক অর্থাৎ প্রথম অশৌচের দশ দিনের দিন যাহার পিতার মৃত্যু হইয়াছে, প্রথমাশৌচের পরার্দ্ধে তাহার মহাগুরু নিপাত জন্য অশৌচ সঙ্ঘটিত হওয়ায়, তাহার পক্ষে ঐ পিতৃমরণাশৌচ, মরণের দিন হইতেই আবার সম্পূর্ণ দশ দিন অবধিই স্থায়ী হইবে, সুতরাং সেও নিজ পিতৃমরণের এগার দিনের দিনই পিতৃকৃত্য করিবে, আর দশ দিনের দিন সঙ্ঘটিত দ্বিতীয় মৃত্যু নিবন্ধন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত প্রথমাশৌচের দিনদ্বয়ের মধ্যে অর্থাৎ প্রথমাশৌচের এগার বা বার দিনের দিন যাহার পিতার মৃত্যু হইয়াছে, সেই তৃতীয় মৃত পিতৃক ব্যক্তি প্রথমাশৌচের তের দিনের দিনই পিতৃকার্য্য করিবে, সাধারণ সপিণ্ডগণও ঐ তের দিনের দিনই নিজ নিজ সন্ধ্যাবন্দনাদি ধর্ম্মকার্য্য করিবে। যাহার পিতৃমরণের দশ দিনের দিন দ্বিতীয় সপিণ্ডের মৃত্যু হইয়াছিল, ঐ দ্বিতীয় মৃত্যুনিবন্ধন সাধারণ সপিণ্ডগণের মত তাহার অশৌচের আর দুই দিন বৃদ্ধি হইবে না। কারণ, সপিণ্ডমরণাশৌচাপেক্ষা স্বীয় পিতৃমরণাশৌচ অধিক অশুদ্ধিজনক, সুতরাং গুরু। তবে, পূর্ব্বাশৌচের অন্ত দিনের দিন আর একটি সপিণ্ডের মরণে দুই দিন পূর্ব্বাশৌচের যে বৃদ্ধির কথা বলা হইয়াছে, তাহাকে সমান অশৌচ স্থলেই, অর্থাৎ পূর্ব্বাশৌচ এবং পরাশৌচ যে স্থলে একজাতীয় হইবে, সেই স্থলেরই

কৃত্যং শয্যাদানাদি অত্রাপি সংগচ্ছতে। পূর্ব্বাশৌচপরার্দ্ধ-পরাশৌচপূর্ব্বার্দ্ধমৃতপিতৃকস্য স্বাশৌচনিবৃত্তিকাল এব শুদ্ধিঃ॥

পূর্ব্বপরার্দ্ধেতি একাশৌচস্য পূর্ব্বার্দ্ধে অপরাশৌচস্য চ পরার্দ্ধে মৃতপিতৃকস্যেত্যর্থঃ। স্বাশৌচেতি তৃতীয়াশৌচেত্যর্থঃ। কচিত্তু তৃতীয়াশৌচেত্যেব পাঠঃ। তথাচ পরাশৌচস্য

কথা বলিয়া বুঝিতে হইবে। ঐ পূর্ব্বজাত অশৌচের দশ দিনের দিন যাহার পিতার মৃত্যুনিবন্ধন অপর সপিণ্ডদিগের পূর্ব্বাশৌচের দুই দিন বৃদ্ধি হইয়াছিল, সেই দ্বিতীয় মৃতপিতৃক ব্যক্তি, পূর্ব্বাশৌচের পরার্দ্ধে স্বকীয় মহাগুরুর নিপাত হওয়াতে, স্বীয় পিতৃমরণ জন্য অশৌচের, মৃত্যুদিন হইতেই সম্পূর্ণ দশ দিন ভোগ করিবে। কিন্তু পূর্ব্বাশৌচের দশ দিনের দিন দ্বিতীয় সপিণ্ডের মৃত্যু নিবন্ধন অতিরিক্ত দুই দিন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত পূর্ব্বাশৌচের একাদশ বা দ্বাদশ দিনের দিন যাহার পিতার মৃত্যু হইয়াছে, ঐ তৃতীয় মৃতপিতৃক ব্যক্তির পিতৃমরণ জন্য অশৌচ, উক্তরূপ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত পূর্ব্বাশৌচের সহিতই শেষ হইবে, কারণ পূর্ব্বাশৌচ দুইদিন বৃদ্ধি পাইয়া বারদিন স্থায়ী হওয়ায়, তাহার পক্ষে ঐরূপ দীর্ঘকালস্থায়ী পূর্ব্বাশৌচ, দশদিন মাত্র স্থায়ী পিতৃমরণাশৌচাপেক্ষা গুরু হইয়াছিল, ঐ গুরু অশৌচের সহিত পিতৃমরণ জন্য লঘু অশৌচের শেষ হওয়াই শাস্ত্রসম্মত। কাজেই তৃতীয় মৃতপিতৃক ব্যক্তি পূর্ব্বাশৌচের ত্রয়োদশ দিনের দিনই নিজ পিতৃশ্রাদ্ধ করিবে। কিন্তু যাহার পিতার মৃত্যুতে প্রথম দশ দিন অশৌচ হইয়াছিল, দ্বিতীয় সপিণ্ডের মৃত্যুনিবন্ধন তাহার অশৌচের আর বৃদ্ধি না হওয়ায়, উহার কিন্তু পিতৃমরণের একাদশ বা দ্বাদশ দিনে মৃত তৃতীয় সপিণ্ডের অশৌচ ঐ তৃতীয় ব্যক্তির মৃত্যু দিন হইতে সম্পূর্ণ দশ দিনই হইবে। কেন না, ঐ অশৌচের সহিত তাহার নিজ অশৌচের কোনরূপ সাঙ্কর্য্য হয় নাই। সেই প্রথম মৃতপিতৃক ব্যক্তির নিজাশৌচের একাদশাহে তৃতীয় সপিণ্ডের মৃত্যু জন্য একটী সম্পূর্ণরূপ নূতন অশৌচের উৎপত্তি হেতু, যদি পিতৃমরণাশৌচান্ত-দিন-কর্ত্তব্য শয্যাদানাদির ব্যাঘাত হয়, তবে ঐ তৃতীয় সপিণ্ডের মৃত্যুতে তাহার যে নূতন অশৌচ হইয়াছিল, সেই অশৌচান্ত দ্বিতীয় দিনেও সে ঐ সকল কার্য্য করিতে পারিবে। প্রথমে একটি সপিণ্ডের মৃত্যুনিবন্ধন প্রথমে দশ দিন অশৌচ হইয়াছে, ঐ পূর্ব্বাশৌচের পরার্দ্ধে, প্রথম পাঁচদিনের পর নয়দিনের মধ্যে আর একটি সপিণ্ডের মৃত্যু হইয়াছে, এবং সেই দ্বিতীয়-সপিণ্ডমৃত্যুর পূর্ব্বার্দ্ধে অর্থাৎ

পূর্ব্বপরার্দ্ধমৃতপিতৃকয়োঃ দ্বিতীয়াশৌচনিবৃত্তিকাল এব শুদ্ধিঃ

"পরতঃ পরতঃ শুদ্ধিরঘবৃদ্ধৌ বিধীয়তে।
স্যাচ্চেৎ পঞ্চতমাদহ্নঃ পূর্ব্বেণাপ্যনুশিষ্যতে॥"

পূর্ব্বাশৌচাধীনত্বাৎ তৎপূর্ব্বার্দ্ধপাতিত্বমকিঞ্চিৎকরমিতি ভাবঃ। "পরতঃ পরতঃ"ইতি পরার্দ্ধে চেৎ তদাঘবৃদ্ধিমতা পরেণৈব শুদ্ধির্ন তু পূর্ব্বেণেত্যর্থঃ। পঞ্চতমাদহ্ন ইতি প্রাগিতি শেষঃ।

মৃত্যুদিন হইতে প্রথম পাঁচদিনের মধ্যে আবার অপর একটি তৃতীয় সপিণ্ডের মৃত্যু হইলে, ইহাদের মধ্যে সর্ব্বশেষে যাহার পিতার মৃত্যু হইয়াছে, সেই তৃতীয় মৃতপিতৃক ব্যক্তির নিজ পিতৃমরণ দিন হইতে সম্পূর্ণ দশ দিন অশৌচ ভোগ করিবার পরই শুদ্ধি হইবে। দেখ, এ স্থলে প্রথমাশৌচের নয় দিনের মধ্যে সঙ্ঘটিত দ্বিতীয় সপিণ্ডমৃত্যু জন্য অশৌচ সাধারণ সপিণ্ড-দিগের পক্ষে পূর্ব্বাশৌচনাশ্য হওয়ায়, সাধারণ সপিণ্ডদিগের পক্ষে ঐ দ্বিতীয়া-শৌচটি না হইবার মধ্যেই হইয়াছিল, এক্ষণে সেই সাধারণ সপিণ্ডদিগের মধ্যে যদি কাহারও পিতার ঐরূপ অপ্রবল দ্বিতীয়াশৌচের পূর্ব্বার্দ্ধে মৃত্যু ঘটে, তাহলে ঐ মৃত্যুকে পূর্ব্বাশৌচের পরার্দ্ধে সঙ্ঘটিত বলিয়াই গণ্য করা কর্ত্তব্য। অতএব এরূপ স্থলে তৃতীয় মৃতব্যক্তির অশৌচ তদীয় পুত্রের পক্ষে ঐ মৃত্যু-দিন হইতে সম্পূর্ণ দশদিনই হইবে। কিন্তু সপিণ্ডমরণ জন্য পূর্ব্বজাত অশৌচের পরার্দ্ধের মধ্যে ক্রমে ক্রমে (একদিন অন্তর) যদি দুইজন বা ততোধিক লোকের পিতার মৃত্যু হয়, তাহা হইলে উহাদিগের প্রত্যেকের দ্বিতীয়াশৌচের অর্থাৎ নিজ নিজ পিতৃমরণ জন্য অশৌচের পূর্ব্বাশৌচকাল অতীত হইবার পরই শুদ্ধি হইবে। কারণ একটি বচন আছে, "অশুদ্ধিবর্দ্ধক অশৌচ সকল পরার্দ্ধে সঙ্ঘটিত হইলে, উহাদের প্রত্যেকে যেমন পরে পরে সঙ্ঘটিত হইবে, সেইরূপ পরে পরেই শেষ হইবে। কিন্তু তথাবিধ অশুদ্ধিবর্দ্ধক অশৌচ সকল পূর্ব্বা-শৌচের প্রথম পাঁচ দিনের মধ্যে ক্রমে ক্রমে উৎপন্ন হইলেও পূর্ব্বজাত প্রথম অশৌচের সহিতই উহাদের সকলের নিবৃত্তি হইবে।" এই বচনে "পরতঃ পরতঃ" এইরূপ দুইবার বলা হইয়াছে, উহার মধ্যে একটি "পরতঃ" শব্দের অর্থ অবধারণ; কেননা, একটি "পরতঃ" শব্দের অবধারণরূপ অর্থ না করিলে, একটি "পরতঃ" শব্দ দ্বারাই অর্থ-নির্ব্বাহ হওয়ায়, দ্বিতীয় "পরতঃ" শব্দের প্রয়োগ ব্যর্থ হইয়া পড়ে। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, উক্ত বচনের পরার্দ্ধে প্রথম পাঁচ দিনের মধ্যে অশুদ্ধিবর্দ্ধক অশৌচ যতই পরে পরে হউক না কেন, ঐ সকলেরই

ইত্যত্র পরতঃ পরত ইত্যবধারণার্থত্বাৎ, অন্যথা বৈয়র্থ্যত্বাৎ ।২৪ এবং পূর্ব্বার্দ্ধে নিমিত্তান্তরপাতে পরার্দ্ধে উভয়োর্জ্ঞানে শুরুণঃ পরনিমিত্তস্যাপি পূর্ব্বনিমিত্তাশৌচকালেনৈব শুদ্ধিঃ,

---

পূর্ব্বাশৌচেন শুদ্ধিরনুশিষাতে ইত্যর্থঃ। অন্যথা অবধারণার্থকত্বাভাবে। বৈয়র্থ্যাদিতি একস্য পরত ইত্যস্য বৈয়র্থ্যাদিত্যর্থঃ। তথাহি পরতঃ শুদ্ধিরিতি অধস্তনে পরেণ শুদ্ধিরিত্যর্থকত্বেন ব্যাখ্যায় তদপবাদকত্বেন স্যাচ্চেদিত্যাদিকং ব্যাখ্যেয়মিতি ভাবঃ ॥ ২৪ ॥

নন্বশৌচং প্রতি স্বরূপসন্নিমিত্তং ন, কিন্তু নিমিত্তনিশ্চয় এব, তথাচ যত্র নিমিত্তদ্বয়ং পৌর্ব্বাপর্য্যেণ জাতং, পূর্ব্বার্দ্ধে চ অজ্ঞাতং, তত্র পূর্ব্বার্দ্ধে তন্নিশ্চয়াভাবাৎ তদানীং তেন

পূর্ব্বাশৌচের সহিত শুদ্ধি হইবে, এইরূপ বিশেষ বিধান করায়, দ্বিতীয়ার্দ্ধে উল্লিখিত বিধানটি যে পূর্ব্বাশৌচের পরার্দ্ধে সঙ্ঘটিত অশুদ্ধিবর্দ্ধক অশৌচ-বিষয়ক, ইহা আপনা হইতেই প্রতীত হইতেছে। সুতরাং এইরূপ স্থলে আবার পরার্দ্ধের জ্ঞাপক "পরতঃ" এইরূপ শব্দের ব্যবহার করার কিছুমাত্র প্রয়োজন দৃষ্ট হয় না। কেবলমাত্র "পরতঃ" শুদ্ধিঃ বলিলেই পরপরজাত অশৌচগুলির নিজ নিজ কালেই শুদ্ধি হইবে, এইরূপ অর্থেরই বোধ হইত, এমন স্থলে দুই বার উল্লিখিত "পরতঃ" শব্দের মধ্যে একটির অর্থ অবধারণ রূপ না করিলে, উহার প্রয়োগ ব্যর্থ হইয়া পড়ে (১)। ২৪।

কেহ আশঙ্কা করিয়াছিল, একটি পূর্ব্বজাত অশৌচের নিমিত্ত ঘটনার পূর্ব্বার্দ্ধেই সপিণ্ডমরণরূপ আর একটি অশৌচের নিমিত্ত ঘটিয়াছে, কিন্তু ঐ পূর্ব্বার্দ্ধের মধ্যে পূর্ব্বাশৌচনিমিত্ত, এবং পরাশৌচনিমিত্ত, এই দুইএর কিছুরই জ্ঞান হয় নাই, অনন্তর পূর্ব্বার্দ্ধ অতীত হইবার পর, উভয় নিমিত্তেরই জ্ঞান হইল,

---

(১) অন্যতর টীকাকার গোস্বামী ভট্টাচার্য্য একটি "পরতঃ" শব্দের অর্থ "পরার্দ্ধে" এবং দ্বিতীয় "পরতঃ" শব্দের "পরেণাশৌচেন শুদ্ধিঃ" (পরজাত স্বকীয় অশৌচের অপগমেই শুদ্ধি হইবে), এইরূপ অর্থ করিয়া স্মার্ত্তের পংক্তির এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। বহু দশরাত্র অশৌচের সন্নিপাত হইলে প্রথম জাত দশরাত্র অশৌচের সহিতই অপর দশরাত্রগুলির শুদ্ধি হইবে, ইত্যাদি; এই সামান্য বিধি থাকিতে আবার "পরতঃ শুদ্ধিঃ" ইত্যাদি বচনের দ্বারাও যদি সেইরূপই আর একটি সামান্য বিধান করা যায়, তাহা হইলে, এই বচনের কোনও সার্থকতাই থাকে না; সুতরাং এই "পরতঃ" ইত্যাদি বচনটি যাহাতে ব্যর্থ না হয়, তজ্জন্য ইহাকে কেবল "অশুদ্ধিবর্দ্ধক" অশৌচ বিষয়েরই বিশেষ বিধান রূপে অবধারণ করিতে হইবে।

"বিপত্তস্তু বিদেশস্থমি"তি বক্ষ্যমাণবচনাৎ। "অথ সর্ব্বস্মৃতি-প্রবলমনুস্মৃতাব"স্তর্দ্দশাহ" ইতি শ্রবণাদ্‌যদি নিমিত্তস্য মরণাদেঃ

নাশৌচং জনিতমিতি কথং তত্র পূর্ব্বাশৌচেন শুদ্ধিঃ? ইত্যাশঙ্ক্য সমাধত্তে "এবং পূর্ব্বার্দ্ধে" ইতি। অশৌচদ্বারা নিমিত্তসাঙ্কর্য্যবাদিনঃ স্মার্ত্তাঃ কালদ্বারা নিমিত্তসাঙ্কর্য্যবাদি-

এরূপ স্থলে পূর্ব্বার্দ্ধে নিমিত্তের অজ্ঞান নিবন্ধন এই কালে কোন অশৌচ হয় নাই, তারপর পরার্দ্ধে উভয় নিমিত্তেরই জ্ঞান হওয়ায়,সেই সময়ই উভয় অশৌচের যৌগপদ্য বা সাঙ্কর্য্য ঘটিল, পরন্তু তৎকালে পূর্ব্বাশৌচ অপেক্ষা পরাশৌচটি অধিক কাল স্থায়িরূপে জ্ঞাত হওয়ায়, উহাকেই গুরু বলিতে হয়; তাহা হইলে, পূর্ব্বজাত নিমিত্ত জন্য অশৌচের অপগমের সহিত শুদ্ধি না হইয়া, পরজাত নিমিত্ত জন্য অশৌচকালের শেষের সহিতই শুদ্ধি না হইবে কেন? ইহার খণ্ডন করিবার নিমিত্ত রঘুনন্দন বলিতেছেন, এইরূপ যদি স্থির হইল যে, কোন একটি অশৌচের পূর্ব্বার্দ্ধের মধ্যে ক্রমে ক্রমে কতকগুলি অশুদ্ধিবর্দ্ধক অশৌচের সন্নিপাত হইলেও পূর্ব্বাশৌচের সহিতই ঐ সকল অশৌচগুলিরই শেষ হইবে, তবে কোন একটি অশৌচ-নিমিত্ত-সজ্বটনের পূর্ব্বার্দ্ধের মধ্যে অপর একটি অশৌচের নিমিত্ত সজ্বটিত হইয়াছে, অথচ পূর্ব্বনিমিত্ত ঘটনার পরার্দ্ধে উভয়ের জ্ঞান হইয়াছে, এরূপ স্থলে পরনিমিত্ত জন্য অশৌচকে গুরুরূপ স্বীকার করিলেও পূর্ব্বনিমিত্ত জন্য অশৌচকালের সহিতই উহার শেষ হইবে। কেননা, এরূপ স্থলে নিমিত্তের শ্রবণ বা জ্ঞান পরে ঘটিলেও অশৌচের উৎপত্তি যে, নিমিত্ত ঘটনার দিন হইতে হইবে, সে বিষয়ে "যদি কোন বিদেশস্থিত ব্যক্তির মৃত্যুর পর দশ দিনের মধ্যে তাহাকে "মৃত" বলিয়া শ্রবণ করে, তবে ঐ শ্রবণদিন হইতে যে পর্য্যন্ত দশ দিন পূর্ণ না হয়, সেই কয়টি দিন মাত্র অশুচি থাকিবে।" এই বক্ষ্যমাণ বচনটি প্রমাণ; কারণ, এই বচন দ্বারা নিমিত্তের শ্রবণ বা জ্ঞান পরে হইলেও নিমিত্ত ঘটনার দিন হইতেই যে অশৌচের উৎপত্তি হইবে, ইহাই স্পষ্ট প্রতীত হইতেছে; সুতরাং এই বচনবলেই আশঙ্কিত স্থলেও, উভয় নিমিত্তের জ্ঞান বাশ্রবণ পরে হইলেও, ঐ নিমিত্ত জন্য অশৌচগুলিকে পূর্ব্বোৎপন্ন বলিয়াই বুঝিতে হইবে, তা'হলেই পূর্ব্বনিমিত্ত জন্য অশৌচ কালের সহিতই পরনিমিত্ত জন্য অশৌচের শুদ্ধি হওয়াই ব্যবস্থা সিদ্ধ হইল। ইহার উপর কেহ বলিয়াছিল, তুমি যে, উক্ত স্থলে নিমিত্ত জ্ঞান না হইলেও, নিমিত্তের সহিতই অশৌচের

কালমধ্যে নিমিত্তান্তরমুৎপদ্যতে, তদা পূর্ব্বনিমিত্তকালমাত্রমশৌচম্। ততশ্চ কালদ্বারা নিমিত্তযৌগপদ্যমেব শুদ্ধিপ্রযো-

চূড়ামণিমতং নিরসিতুমুপক্রমতি অথেতি। "বেদার্থোপনিবন্ধৃত্বাৎ প্রাধান্যং হি মনোঃ স্মৃতম্" ইত্যত উক্তং সর্ব্বস্মৃতিপ্রবলেতি। কালমধ্যে দশাহাদিকালমধ্যে। কালদ্বারা দশাহাদিকালদ্বারা। নিমিত্তযৌগপদ্যং মরণাদিরূপনিমিত্তানাম্ একবালবৃত্তিত্বং শুদ্ধিপ্রযোজকং

উৎপত্তি হইয়া থাকে, এইরূপ স্থির করিয়া, পূর্ব্বনিমিত্ত জন্য অশৌচের সহিতই পরনিমিত্ত জন্য অশৌচের শেষ হইবে, এইরূপ মীমাংসা করিলে, ঐ মতের সহিত আমার মতের প্রায় ঐক্য থাকিলেও কিছু বৈষম্যও আছে। তুমি অশৌচ নিমিত্তের সাঙ্কর্য্যের সহিত আবার তজ্জন্য অশৌচেরও সাঙ্কর্য্য স্বীকার করত পূর্ব্বজাত অশৌচের সঙ্গেই পরজাত অশৌচের শুদ্ধি হইবার কথা বলিতেছ। আমি বলিতেছি, ঐরূপস্থলে কেবলমাত্র নিমিত্তের সাঙ্কর্য্যই ঘটিয়া থাকে। কতকগুলি নিমিত্তের একটি নির্দ্দিষ্ট কালের মধ্যে সঙ্ঘটনই ঐ নির্দ্দিষ্ট কালের অবসানে শুদ্ধির বিধায়ক হয়। তুমি একটি নির্দ্দিষ্ট কালের মধ্যে কতকগুলি অশৌচ নিমিত্ত সঙ্ঘটিত হইলে, প্রত্যেক নিমিত্ত জন্য অশৌচের উৎপত্তি স্বীকার করিয়া, ঐ সকল অশৌচেরও সাঙ্কর্য্য হইয়া, পূর্ব্বাশৌচের সহিত পরাশৌচের শুদ্ধির কথা বলিতেছ। আমি বলিতেছি, কেবলমাত্র একটি বা ততোধিক নিমিত্তের কোন একটি নির্দ্দিষ্ট কালের মধ্যে সঙ্ঘটনেই সেই নির্দ্দিষ্ট কালের শেষ পর্য্যন্ত একটা অশুচিতা জন্মে, এবং ঐ নির্দ্দিষ্ট কাল শেষ হইলে, সেই অশুচিতারও শেষ হয়; প্রত্যেক নিমিত্ত জন্য এক একটি স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র অশৌচ আর উৎপন্ন য় না, কাজেই অশৌচের সাঙ্কর্য্যও আর হয় না। আমার এই মতই যে, শাস্ত্রপ্রমাণসঙ্গত, তাহা তুমি একটু চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারিবে; দেখ, "সাক্ষাৎ বেদার্থের অভিব্যক্তি করে বলিয়াই অপর অপর স্মৃতি অপেক্ষা মনুস্মৃতিই প্রবল," এই বচনানুসারে অন্যান্য স্মৃতিনিবন্ধ হইতে মনুস্মৃতির প্রাবল্য অব্যাহতরূপে প্রতিপন্ন হইতেছে। এবম্বিধ মনুস্মৃতিতে কোন একটি নির্দ্দিষ্ট কালের মধ্যে সঙ্ঘটিত একাধিক নিমিত্তের যৌগপদ্যকেই (এককালে সঙ্ঘটনকেই) সেই নির্দ্দিষ্ট কাল পর্য্যন্ত অশুদ্ধির প্রয়োজক বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। দেখ, মনু বলিতেছেন,—"যদি একটি অশৌচের নিমিত্তের, মরণ আদির, সঙ্ঘটন হইবার পর দশ দিনের মধ্যে আবার অন্য একটি মরণ বা জননরূপ অশৌচনিমিত্তের সঙ্ঘটন হয়, তাহ'লে

ষকং, ন তু নৈমিত্তিকাশৌচদ্বারা যৌগপদ্যমপীতি। ইত্থঞ্চ পূর্ব্বনিমিত্তে জ্ঞাতেঽজ্ঞাতে বা পরনিমিত্তং পূর্ব্বনিমিত্তকালা-

---

পূর্ব্বনিমিত্ত সঙ্ঘটনের দশ দিন যে পর্য্যন্ত শেষ না হইবে, তাবৎকালই ব্রাহ্মণ অশুচি থাকিবে।" এই বচনে "অন্তর্দ্দশাহে" এই নির্দ্দিষ্ট কালবাচক শব্দটীর ব্যবহার দ্বারা এইরূপ তাৎপর্য্যেরই প্রতীতি হইতেছে। কেবলমাত্র কতকগুলি অশৌচনিমিত্তের যুগপৎ সঙ্ঘটনই যে, একটি নির্দ্দিষ্ট কালের জন্য অশুদ্ধির জনক হয়, এই কথাটি একটু পরিষ্কার করিয়া বলিতে গেলে, এইরূপ বলিতে হয়, কতকগুলি অশৌচনিমিত্তের যুগপৎ সঙ্ঘটনস্থলে উহাদের মধ্যে প্রথম নিমিত্তের ঘটনার দিন হইতে যাবৎকাল অশৌচ হইবার কথা, তাবৎকাল মাত্রই অশুদ্ধি হয়, ঐ কাল অতীত হইবার পর আর অশৌচ থাকে না। উক্ত মনুবচন হইতে একাধিক নিমিত্তের এককালে সঙ্ঘটনই যে, ঐ নির্দ্দিষ্টকাল পর্য্যন্ত অশুদ্ধির প্রয়োজক হয়, এইরূপ অর্থেরই বোধ হইতেছে; কিন্তু ঐ সঙ্গে এরূপ অর্থেরও বোধ হইতেছে না যে, ঐ সময়ের মধ্যে উহাদের প্রত্যেক নিমিত্ত হইতে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র অশৌচ উৎপন্ন হইয়াও পরস্পর সঙ্কর (সম্মিলিত) হয়, এবং উহাদের মধ্যে পূর্ব্বনিমিত্তজাত প্রথম অশৌচ দ্বারা (তাহার সহিতই) অপর নিমিত্ত জন্য অশৌচগুলিরও শুদ্ধি হয়। যদি এইরূপ হইল, অর্থাৎ উক্ত মনুবচন দ্বারা কেবলমাত্র নিমিত্তের সাঙ্কর্য্যই নির্দ্দিষ্ট কালের জন্য অশুদ্ধির জনকরূপে বিবক্ষিত হইয়াছে, এবং ঐ সকল নিমিত্ত জন্য ভিন্ন ভিন্ন অশৌচের উৎপত্তি ও তাহাদের সাঙ্কর্য্য বিবক্ষিত হয় নাই, এইরূপ সিদ্ধান্ত হইল, তাহ'লে কোন একটি একাধিক অশৌচনিমিত্তের যুগপৎ, সঙ্ঘটনস্থলে পূর্ব্বজাত নিমিত্তটি জ্ঞাতই হউক, বা অজ্ঞাতই থাকুক, পরনিমিত্ত, পূর্ব্বজাত নিমিত্তের নির্দ্দিষ্ট কাল অতীত হইবার পর, অথচ স্বকীয় নির্দ্দিষ্ট কালের মধ্যে শ্রুত হইলেও আর স্বতন্ত্র অশৌচ উৎপাদন করিবে না। কেননা, তৎকালীন অশৌচের প্রতি (পূর্ব্বনিমিত্তের নির্দ্দিষ্ট কাল অতীত হইবার পর, অথচ পরনিমিত্তের নির্দ্দিষ্ট কালের মধ্যে একটি স্বতন্ত্র অশৌচ উৎপাদন বিষয়ে) পরনিমিত্ত আর কারণ হইতে পারিবে না। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, উক্ত মনুবচনের অনুসারে একাধিক নিমিত্তের এককালে সম্মিলন দ্বারা পূর্ব্বজাত নিমিত্তের উৎপত্তিদিন হইতেই ঐ পূর্ব্বনিমিত্তের জ্ঞান হউক, বা নাই হউক, একটিমাত্র অশৌচ উৎপন্ন হইয়া পূর্ব্বনিমিত্তের নির্দ্দিষ্টকাল

তুপরি যাবধিদশাহাভ্যন্তরে শ্রুতমপি নাশৌচং জনয়তি, তস্য তৎকালীনমশৌচং প্রত্যনিমিত্তত্বাৎ। ইত্থঞ্চ অশ্রুতপূর্ব্বনিমিত্তস্য তৎকালমধ্যপাতি-দ্বিতীয়নিমিত্তশ্রবণে যত্তদবধি অশৌচাচরণং, তদ্ভ্রান্ত্যা এব", ইত্যাহুঃ ; তচ্চিন্ত্যং, মরণাদিসম্বন্ধিত্বেন

পরাশৌচহ্রাসেন শুদ্ধিপ্রযোজকম্। তস্য দ্বিতীয়নিমিত্তস্য। তৎকালীনাশৌচং প্রতি পূর্ব্বাশৌচকালোত্তরকালীনাশৌচং প্রতি। পূর্ব্বনিমিত্তে জ্ঞাতে সতি ন পরাশৌচাচরণমত উক্তম্ "অশ্রুতপূর্ব্বে"তি। শ্রবণে ইতি পূর্ব্বনিমিত্তকালাভ্যন্তরীতি বোধ্যম্। তদবধি দ্বিতীয়নিমিত্তাবধি। এতন্মতস্য দূষণে হেতুমাহ মরণাদীতি। মনুবচনং দশাহপদশ্রবণাৎ ব্রাহ্মণমাত্রবিষয়কং স্যাৎ, ন তু সর্ব্ববর্ণসাধারণাঞ্চ অশৌচান্তর্ভাবং বিনা ন সম্ভবতীতি ভাবঃ।

অবধিই স্থায়ী হয়, প্রত্যেক নিমিত্ত আর স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র অশৌচউৎপত্তির হেতু হয় না। যখন এইরূপ স্থির হইল যে, নিমিত্তের সাঙ্কর্য্যস্থলেও প্রথমজাত নিমিত্তের জ্ঞান না হইলেও ঐ প্রথম নিমিত্তের উৎপত্তির দিন হইতেই একটিমাত্র অশৌচ উৎপন্ন হইয়া, ঐ প্রথম নিমিত্তের নির্দ্দিষ্ট কাল পর্য্যন্তই স্থায়ী হইবে, অপর নিমিত্ত জন্য স্বতন্ত্র অশৌচ আর একেবারেই হইবে না, তখন কেহ কেহ যে, নিমিত্তের সাঙ্কর্য্যস্থলে পূর্ব্বনিমিত্তটি সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞাত হইলে, ঐ পূর্ব্ব নিমিত্তের নির্দ্দিষ্ট কালের মধ্যে সঙ্ঘটিত পরনিমিত্ত মাত্রের শ্রবণ ঘটিলে, ঐ পরনিমিত্তেরই নির্দ্দিষ্ট কালের শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত, অশৌচ গ্রহণের ব্যবস্থা দেন, ঐরূপ ব্যবস্থা যে, সম্পূর্ণ ভ্রান্তিমূলক তাহাই ঠিক হইল। রঘুনন্দন এই পর্য্যন্ত নিমিত্তসাঙ্কর্য্য বাদীর মত উঠাইয়া বলিতেছেন, "তচ্চিন্ত্যম্" এইরূপ মত যাঁহারা প্রকাশ করেন, তাঁহাদের কথাও ঠিক নহে, দেখ, তাঁহারা যে, মনুবচনটীকে প্রমাণ করিয়া একাধিক অশৌচনিমিত্তের যুগপৎ সঙ্ঘটনকেই নির্দ্দিষ্ট কালের অবসান দ্বারাই শুদ্ধির হেতু বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছেন, উহাতে মরণাদিরূপ অশৌচনিমিত্তের সহিত "দশাহ" (দশ দিনের ভিতর) এই কথাটীর যোগ থাকায়, ঐ কালটী যে, সকল বর্ণেরই মরণাদিরূপ অশৌচনিমিত্তের সহিত সম্বন্ধ, অর্থাৎ উহাতে ব্রাহ্মণাদি চারিবর্ণেরই যে অশৌচের নিমিত্তীভূত মরণাদির, অশৌচ উৎপাদন বিষয়ে সাধারণরূপে একটী কাল নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, এরূপ বোধ হইতেছে না। কেননা, ক্ষত্রিয়াদি সকল বর্ণেরই যে, প্রথমজাত অশৌচনিমিত্তের নির্দ্দিষ্টকালের প্রথম হইতে দশ

সর্ব্ববর্ণসাধারণকালস্য বোধকাভাবাৎ অশৌচান্তর্ভাবেণৈব তদ্বোধনম্, অতএব মনুনৈব "ন বর্দ্ধয়েদঘাহানী"ত্যুক্তং, ততশ্চ

মরণাদিসম্বন্ধিত্বেন অসর্ব্ববর্ণবিষয়কং, মরণজননসম্বন্ধিকালত্বেন। সর্ব্ববর্ণসাধারণকালস্য সর্ব্ববর্ণসাধারণৈককালস্য। বোধকাভাবাৎ সর্ব্ববর্ণানামিয়ান্ মরণজননকাল ইতিবোধক-মনুবচনাভাবাৎ। অশৌচান্তর্ভাবেণৈব স্বজন্যাশৌচাধিকরণত্বেনৈব। তদ্বোধনং মরণাদি-সম্বন্ধি সর্ব্ববর্ণসাধারণকালবোধনম্। অতএব সর্ব্ববর্ণসাধারণ্যায় অশৌচান্তর্ভাবাদেব।

দিনের মধ্যে নিমিত্তান্তরের সংঘটনে, ঐ দশ দিন অতীত হইবার পরই শুদ্ধি হইবে, এইরূপ বলা যাইতে পারে না; কেবলমাত্র ব্রাহ্মণের পক্ষেই ঐরূপ ব্যবস্থা হইতে পারে বটে, তবে যদি উঁহাকে মরণাদিরূপ অশৌচনিমিত্তের সহিত সম্বন্ধ না করিয়া, ঐ মরণাদিরূপ নিমিত্তদ্বারা জনিত অশৌচের অধিকরণ-স্বরূপ একটা মোটা কাল বলিয়া ধরা যায়, তাহ'লে বচনে 'দশাহ'রূপে উল্লিখিত হইলেও সর্ব্ব-বর্ণ-সাধারণের পূর্ণাশৌচের কালরূপে কথঞ্চিৎ বোধ করা যাইতে পারে। এই হেতু অর্থাৎ উক্ত বচনস্থিত 'দশাহ'কে সকল বর্ণ-সাধারণের মরণাদিরূপ নিমিত্তদ্বারা উৎপাদিত পূর্ণাশৌচের অধিকরণকালরূপে বোধ করা শাস্ত্রের অভিপ্রেত বলিয়াই, মনু নিজেই আবার আর একটি বচনে "ন বর্দ্ধয়ে-দঘাহানি" (অশৌচের দিন বাড়াইবে না), এই কথা বলিয়াছেন। "দশদিনের পর আর নিমিত্ত সম্বন্ধে নির্দ্দিষ্ট দিনের বৃদ্ধি করিবে না" এইরূপ না বলিয়া, তিনি যে "অশৌচের দিন বাড়াইবে না" এইরূপ বলিয়াছেন, তাহাতে পূর্ব্বোক্ত বচনে ব্যবহৃত 'দশাহ' কথাটি যে, প্রত্যেক বর্ণের মরণাদিরূপ অশৌচনিমিত্তদ্বারা উৎ-পাদিত নিজ নিজ পূর্ণাশৌচেরই অধিকরণকালের বোধক, ইহাই প্রতীত হইতেছে। অতএব উক্ত মনুবচনের "কতকগুলি অশৌচনিমিত্তের যুগপৎ সঙ্ঘটনই একটি নির্দ্দিষ্ট কাল দ্বারা শুদ্ধির জনক হয়," এইরূপ ব্যাখ্যা না করিয়া, একটি নির্দ্দিষ্ট কালের মধ্যে মরণাদিরূপ একাধিক অশৌচনিমিত্তের সঙ্ঘটন, স্বজন্য অশৌচ দ্বারাই যে, ফলোপধায়ক (হ্রাস ও বৃদ্ধিরূপ ফলের জনক) হয়, অর্থাৎ মরণাদিরূপ একাধিক অশৌচ নিমিত্তের একটি নির্দ্দিষ্ট কালের মধ্যে সম্মিলন হইলে, উহাদের প্রত্যেক নিমিত্ত হইতে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র অশৌচ উৎপন্ন হইয়া, আপনাদের মধ্যেই কাহারও বৃদ্ধি এবং কাহারও হ্রাসের কারণ হয়, এইরূপ ব্যাখ্যা করাই যুক্তিযুক্ত; কেননা এইরূপ ব্যাখ্যাতেই

মরণাদিসম্বন্ধিস্বস্বাশৌচাহঃপরং দশাহপদমবশ্যং বাচ্যং, তত্তশ্চ লাঘবাৎ স্বব্যাপারত্বাচ্চ অশৌচদ্বারৈব নিমিত্তানাং সাঙ্কর্য্যাৎ ফলোপধায়কং বাচ্যম্, অশৌচরূপব্যাপারানুবন্ধেন প্রথমস্যাপি মরণাদেস্তদা সত্ত্বাৎ। তথাচ শঙ্খঃ,—

"অঘাহানী"ত্তি তথাচ দশাহপদমনুক্ত্বা সর্ব্ববর্ণসাধারণ্যায় অঘপদং দত্তমিতি ভাবঃ। ননু "অন্তর্দ্দশাহে" ইত্যস্য স্বস্বাশৌচস্বরূপযোগ্যকালপরত্বং বক্তব্যং, সাঙ্কর্য্যমপি তাদৃশ-কালদ্বারৈব বাচ্যন্তত্রাহ লাঘবাদিতি। তদ্যোস্তাদৃশকালস্য বাহুল্যাপেক্ষয়া লঘুনস্তাদৃশা-শৌচস্য দ্বারত্বলাঘবাদিত্যর্থঃ। হেত্বন্তরমপ্যাহ স্বব্যাপারত্বাচ্চেতি। অশৌচস্যৈব মরণাদি-জন্যত্বাং তদ্ব্যাপারত্বং সম্ভবতি, ন তু কালস্য মরণাদ্যজন্যত্বাৎ, তথাচ কালদ্বারা যৎসাঙ্কর্য্য-মুক্তং, তন্ন সমীচীনং, কালস্য মরণাদিব্যাপারত্বরূপদ্বারত্বাভাবাদিতি ভাবঃ। ফলোপধায়কং হ্রাসবৃদ্ধিরূপফলজনকম্। ননু আদ্যক্ষণে সম্বন্ধরূপস্য জনমস্য দ্বিতীয়ক্ষণাদ্যবস্থাবাৎ

লাঘব হয়; দেখ, পূর্ব্বোক্ত নিমিত্তসাঙ্কর্য্যবাদীদিগের মতানুসারে ঐ বচনটির ব্যাখ্যা করিতে হইলে, এইরূপ বলিতে হইবে, যে, ব্রাহ্মণদিগের পূর্ব্বজাত অশৌচনিমিত্তের উৎপত্তি হইতে দশদিনের মধ্যে আর একটি অশৌচ নিমিত্তের সঙ্ঘটন হইলে, উক্ত দশদিনের পরই শুদ্ধি হইবে, ক্ষত্রিয়-দিগের পূর্ব্বজাত অশৌচনিমিত্তের উৎপত্তিদিন হইতে বার দিনের মধ্যে নিমিত্তান্তরের সঙ্ঘটন হইলে, উক্ত বার দিনের পরই শুদ্ধি হইবে, এইরূপ প্রত্যেক বর্ণের জন্য স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র বিধানের কল্পনা না করিলে আর চলে না। এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন বিধির কল্পনায় যে, গৌরব হয়, তাহা অবশ্যই স্বীকার্য্য; কিন্তু কোন একটি পূর্ব্বজাত অশৌচনিমিত্তদ্বারা উৎপাদিত অশৌচের নির্দ্দিষ্টকাল মধ্যে অপর নিমিত্তদ্বারা আর একটি অশৌচ উৎপাদিত হইলে, পূর্ব্বাশৌচের সহিতই পরাশৌচের শুদ্ধি হইবে, এইরূপ ব্যাখ্যা দ্বারাই সর্ব্ব-বর্ণ-সাধারণ একই নিয়ম করা হয়, সুতরাং ইহাকে লাঘব পক্ষই বলিতে হইবে। উক্তরূপ ব্যাখ্যা দ্বারা কেবলমাত্র যে, লাঘব পক্ষের আশ্রয় গ্রহণ করা হয়, তাহা নহে, ঐরূপ ব্যাখ্যা করিবার সপক্ষে আরও একটি কারণ আছে, দেখ, জন্য জনক স্থলে এইরূপ একটি নৈসর্গিক নিয়ম দৃষ্ট হয় যে, জনক-পদার্থ মাত্রই নিজ নিজ ব্যাপার দ্বারা স্বকীয় উৎপাদ্য বস্তুর উৎপাদন করে। ব্যাপার শব্দের অর্থ এইরূপ একটি কার্য্যবিশেষ, যাহা কোন জনক পদার্থ হইতে

"সমানাশৌচং প্রথমে প্রথমেন সমাপয়েৎ।" এতচ্চাশৌচসাঙ্কর্য্যং বক্ষ্যমাণোশনোবচনে স্ফুটীভবিষ্যতি। অতএব সর্ব্বৈর্নিবন্ধৃভি"রশৌচসঙ্কর" ইতি প্রতিজ্ঞায়াং নির্দ্দিশ্যতে ইতি।

"অন্তর্দ্দশাহ" ইতি কালোপাদানং তৎকালাভ্যন্তর এব

কথং তেন সাঙ্কর্য্য, তত্রাহ অশৌচরূপেতি। ব্যাপারানুবন্ধেন ব্যাপারসম্বন্ধেন। যথা স্বর্গাব্যবহিতপূর্ব্বং যাগাদেরসত্ত্বেঽপি অপূর্ব্বরূপব্যাপারদ্বারা সত্ত্বং, তথেহাপীতি ভাবঃ। মরণাজ্ঞানে স্বরূপসংসাঙ্কর্য্যাসত্ত্বেঽপি তন্নিরাসার্থম্ অশৌচদ্বারা তত্র সাঙ্কর্য্যং বিবক্ষিতম্। এবং শরীরপ্রাণসংযোগধ্বংসরূপপ্রাণবিয়োগস্য মরণস্য দশাহাদ্যুত্তরকালেঽসত্ত্বেঽপি নাশৌচদ্বারা সত্ত্বম্. অশৌচস্য ধ্বংসাৎ এতদর্থমপি মরণসঙ্কর ইতি ন তু অশৌচকাল-

---

জন্মিয়া, আবার সেই জনক পদার্থের উৎপাদ্য বস্তু সকলের উৎপত্তির প্রতি হেতু হয়, অর্থাৎ যাহা একটি জনক পদার্থ হইতে উৎপন্ন হইয়া, সেই জনক পদার্থেরই উৎপাদ্য বস্তু সকলের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে উৎপাদন করে, এইরূপ কার্য্যবিশেষের নামই ব্যাপার। জনক পদার্থ সকল, যাহাকে দ্বার করিয়া বা যাহার সাহায্যে স্বজন্য বস্তুর উৎপাদন করে, সেই সহকারী যদি উক্ত জনক পদার্থেরই জন্য হয়, তবেই উহাকে ব্যাপার বলা যায়। এক্ষণে দেখ, যাঁহারা নিমিত্তের সাঙ্কর্য্য বা যৌগপদ্যকে কালবিশেষ দ্বারা শুদ্ধির জনক বলিতেছেন, তাঁহাদিগকে সম্পূর্ণ ভ্রান্তি-প্রণোদিতই বলিতে হইবে; কারণ, কাল কোন বস্তুর জন্য পদার্থ নহে, উহা একটি স্বতঃসিদ্ধ পদার্থ, সুতরাং উহা কাহারও ব্যাপার হইতে পারে না। অশৌচই নিমিত্ত হইতে উৎপন্ন, বা নিমিত্তের জন্য; এই অশৌচই নিমিত্তের ব্যাপাররূপে পরিগণিত হইতে পারে, অতএব নিমিত্তের সাঙ্কর্য্য, অশৌচরূপ স্বকীয় ব্যাপার দ্বারা শুদ্ধির জনক হয়, এইরূপ ব্যাখ্যাই সর্ব্ব প্রকারে যুক্তিযুক্ত হইল। যদি বল, নিমিত্তের সাঙ্কর্য্য, অশৌচরূপ ব্যাপার দ্বারা শুদ্ধির জনক হয়, এই বাক্যই অসম্বদ্ধ প্রলাপের মত অসঙ্গত হইল, দেখ, একটা নিয়ম আছে যে, কারণ-মাত্রই স্বকীয় কার্য্য উৎপাদন করার পরক্ষণেই বিনাশ প্রাপ্ত হয়, এই নিয়ম অনুসারে অশৌচরূপ কার্য্যোৎপত্তির পরক্ষণেই তাহার কারণরূপ নিমিত্তের যে ধ্বংস হয়, ইহাও অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে; তাই বলি, অশৌচোৎ-পত্তির পরও যে নিমিত্তসাঙ্কর্য্যের কথা বলিতেছ, তাহা কি অসম্বদ্ধ প্রলাপ হইতেছে না? তৎকালে নিমিত্তগুলি বর্ত্তমান থাকিলে ত তাহাদের সাঙ্কর্য্য বা সম্মিলন হইবে? ইহার উত্তরে স্মার্ত্ত বলিতেছেন, যদিও উক্ত নিয়ম অনুসারে

অশৌচসাঙ্কর্য্যং, ন তু তদনন্তরং, স্নানাদেঃ প্রাগপি অশৌচ-সাঙ্কর্য্যমিতি প্রতিপাদনার্থম্ ; এতদপি পশ্চাৎ স্ফুটীভবিষ্যতি যত্র তু পূর্ব্বজাতং নিমিত্তং পশ্চাৎ জ্ঞাতং, পশ্চাজ্জাতঞ্চ পূর্ব্বং জ্ঞাতং, তত্র নিমিত্তজ্ঞানজন্যাশৌচপৌর্ব্বাপর্য্যমগণয়্য-

সঙ্করঃ, জননমরণসঙ্করো বেতি ভাবঃ। নন্থ তর্হি কথং মনুনা অশৌচপদং বিহায় দশাহপদং নির্দ্দিষ্টং তত্রাহ "অন্তর্দ্দশাহে"তি তদনন্তরম্ একাদশাহ ইতি যাবৎ।

পশ্চাজ্জ্ঞাতঞ্চ নিমিত্তমিত্যন্বয়ঃ। ব্যবহারার্থঞ্চেতি অন্তর্দ্দশাহকালোপাদানমিতি পূর্ব্বেণান্বয়ঃ, তথাচ পূর্ব্বজাতনিমিত্তং স্বীয়দশাহাভ্যন্তরে যদি পরজাতনিমিত্তশ্রবণাৎ পশ্চাদপি শ্রূয়তে, তত্রাপি পূর্ব্বজাতনিমিত্তকালস্য পূর্ব্বার্দ্ধে পতিতং পূর্ব্বং জ্ঞাতমপি

অশৌচোৎপত্তির পর, ঐ অশৌচের নিমিত্ত সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বর্ত্তমান থাকে না বটে, কিন্তু তৎকালে অশৌচরূপ স্বকীয় ব্যাপার কার্য্যকারিরূপে বিদ্যমান থাকায়, পরোক্ষ সম্বন্ধে নিমিত্তের সত্তাও স্বীকার করিতে হইবে, সুতরাং নিমিত্তের সাঙ্কর্য্যস্থলে নিমিত্তজন্য অশৌচোৎপত্তি স্বীকার করিলেও সর্ব্ব প্রথমে সঙ্ঘটিত মরণাদিরূপ নিমিত্তও যে, স্বজন্য অশৌচরূপ ব্যাপারের সম্বন্ধ যাবৎকাল স্থিত হয়, তাবৎকাল পর্য্যন্ত বিদ্যমান হয়, এইরূপ বলা আর অসঙ্গত হইল না। নিমিত্তসাঙ্কর্য্য স্থলে যে, প্রত্যেক নিমিত্ত জন্য স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র অশৌচের উৎপত্তি হওয়াতে, সাক্ষাৎ সম্বন্ধে অশৌচেরই সাঙ্কর্য্য হয়, এ বিষয়ে শঙ্খের—"কোন একটি অশৌচের প্রথমার্দ্ধে তৎসমান আর একটি অশৌচ উৎপন্ন হইলে, প্রথম অশৌচের সহিতই দ্বিতীয়াশৌচের সমাপ্তি করিবে," এই বচনই প্রমাণ। এই হেতুই অর্থাৎ নিমিত্তের সাঙ্কর্য্যস্থলে প্রত্যেক নিমিত্ত হইতেই ভিন্ন ভিন্ন অশৌচের উৎপত্তি নিবন্ধন অশৌচের সাঙ্কর্য্য হয় বলিয়াই সমুদয় নিবন্ধকারগণই প্রকরণের পূর্ব্বে "অশৌচ সঙ্কর" এই কথাটির ব্যবহার করিয়া (এইরূপ হেডিং দিয়া) প্রকরণের আরম্ভ করিয়াছেন। তবে যে মনুর বচনে "অন্তর্দশাহে" (দশ দিনের মধ্যে), এই কথাটির দ্বারা বিশেষ করিয়া একটি কালের নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, উহা দ্বারা প্রধানতঃ ইহাই সূচনা করা হইয়াছে যে, মরণাদিরূপ কোন একটি নিমিত্ত সঙ্ঘটনের পর, তজ্জন্য পূর্ণাশৌচের অধিকরণরূপে নির্দ্দিষ্ট দশাহাদি কালের মধ্যে সঙ্ঘটিত অপর একটি অশৌচনিমিত্ত জন্য আর একটি অশৌচের উৎপত্তি হইলেই উক্তরূপ অশৌচের সাঙ্কর্য্য হইবে। কিন্তু পূর্ব্বজাত অশৌচের নির্দ্দিষ্টকাল অতীত হইবার পর,

দ্বাশৌচস্বরূপযোগ্যনিমিত্তকালপৌর্ব্বাপর্য্যাদেবাশৌচব্যবহারার্থ-কেতি। ততশ্চ জননং, মরণঞ্চ, দশাহাদ্যশৌচং প্রতি স্বরূপ-সন্নিমিত্তং ফলোপধায়কঞ্চ তদবধারণম্।

পরনিমিত্তং পূর্ব্বেণৈব গচ্ছতি, পূর্ব্বনিমিত্তকালপরার্দ্ধে চেদধবৃদ্ধিমৎপরনিমিত্তং তদা স্বাবধি দশাহেন গচ্ছতি, সমানকেৎ পরনিমিত্তং তদা আ নবমাদ্দিবসাৎ পূর্ব্বেণৈব

অশুচিতার নিবৃত্তিহেতু স্নানাদি করিবার পূর্ব্বেও দ্বিতীয় নিমিত্তজন্য অশৌ-চান্তরের উৎপত্তি হইলে আর পূর্ব্বাশৌচের সহিত দ্বিতীয়াশৌচের সাঙ্কর্য্য হইবে না। ইহার পর এই কথাটিকে আরও পরিষ্কার করিয়া বুঝান হইবে। মনুর বচনে "অন্তর্দ্দশাহ" কথাটির ব্যবহার দ্বারা কেবল যে ইহাই জ্ঞাপন করা হইয়াছে, তাহা নহে, ইহা দ্বারা আরও জানান হইয়াছে যে, যদি কোন স্থলে একটি পূর্ব্বজাত পূর্ব্বাশৌচনিমিত্তের নির্দ্দিষ্ট কালের মধ্যে আর একটি তথাবিধ অশৌচনিমিত্তের সঙ্ঘটন হয়, কিন্তু পূর্ব্বসঙ্ঘটিত নিমিত্তটির জ্ঞান হইবার পূর্ব্বেই পরজাত নিমিত্তের জ্ঞান হয়, পরে পূর্ব্বজাত নিমিত্তেরও স্বজন্য অশৌচের নির্দ্দিষ্ট কালের মধ্যেই জ্ঞান হয়, এরূপ স্থলে নিমিত্তজ্ঞান দ্বারা উৎপাদিত অশৌচের পৌর্ব্বাপর্য্য গণনা না করিয়া, অশৌচের স্বরূপযোগ্য (যাহার সঙ্ঘটন মাত্রেই অশৌচের বিদ্যমানতাও সম্ভাবিত হয়, তথাবিধ) নিমিত্তদ্বয়ের সঙ্ঘটনেরই পৌর্ব্বাপর্য্য অনুসারে অশৌচের ব্যবহার করিতে হইবে। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, যে পর্য্যন্ত অশৌচনিমিত্তের জ্ঞান না হয়, সেই পর্য্যন্ত ঐ নিমিত্ত জন্য অশৌচের ব্যবহারই হয় না; ইহা একটি সর্ব্ববাদিসম্মত ব্যবস্থা। এক্ষণে দেখ, কোন স্থলে পূর্ব্বসঙ্ঘটিত একটি অশৌচনিমিত্তের উৎপত্তি হইবার পর তজ্জন্য অশৌচের নির্দ্দিষ্ট কালের পূর্ব্বার্দ্ধের মধ্যে আর একটি অশৌচ-নিমিত্ত সঙ্ঘটিত হইয়াছে, কিন্তু পরে সঙ্ঘটিত নিমিত্তের প্রথমেই জ্ঞান হওয়ায় প্রথমেই সপিণ্ডগণের পরে সঙ্ঘটিত দ্বিতীয় নিমিত্তের সঙ্ঘটনের দিন হইতেই একটি পূর্ণাশৌচ হইল, অনন্তর উক্ত অশৌচ ভোগ করিবার মধ্যেই এমন সময় সপিণ্ডগণের আবার পূর্ব্বসঙ্ঘটিত নিমিত্তের জ্ঞান হইল, তৎকালে কিন্তু ঐ পূর্ব্বনিমিত্ত জন্য অশৌচের নির্দ্দিষ্ট কাল অতীত হয় নাই, কাজেই তখন আবার উঁহাদের পূর্ব্বনিমিত্ত সঙ্ঘটনের দিন হইতেই আর একটি পূর্ণাশৌচ জন্মাইল। এই উভয় অশৌচই নিজ নিজ নিমিত্তের সঙ্ঘটনদিন হইতেই

"অপি দাতৃগ্রহীত্রোশ্চ সূতকে সতি চান্তরা।
অবিজ্ঞাতে ন দোষঃ স্যাচ্ছ্রাদ্ধাদিষু কথঞ্চনেতি।
বিজ্ঞাতে ভোক্তুরেব স্যাৎ প্রায়শ্চিত্তাদিকং ক্রমা"দিতি ব্রহ্মপুরাণাৎ।

গচ্ছতীত্যাদিকং বোধ্যম্, স্বরূপসন্নিমিত্তং স্বরূপযোগ্যং সূতকে জননে মরণে চ। নমু "বিজ্ঞাতে ভোক্তুরেব স্যা"দিতি কথং সংগচ্ছতে? সূতকজ্ঞানে প্রাগভাবেরসত্ত্বাৎ

উৎপন্নরূপে গণ্য হওয়ায় পরনিমিত্তজন্য অশৌচই পূর্ব্বনিমিত্তজন্য অশৌচ অপেক্ষা অধিকদিন স্থায়ী হইতেছে। আবার দেখ, পরনিমিত্তের প্রথমে জ্ঞান হইয়াছে বলিয়া, এ স্থলে পরনিমিত্তজন্য অশৌচকেই পূর্ব্বাশৌচরূপে ধরিতে হইবে, এবং পূর্ব্বনিমিত্ত জ্ঞানজন্য অশৌচকে পরাশৌচ বলিয়া ধরিতে হইবে। তাহা'লেই "এককালে সম্মিলিত অশৌচদ্বয়ের মধ্যে পূর্ব্বাশৌচের সহিতই পরাশৌচের শুদ্ধি হইবে" এই বিধান অনুসারে পরনিমিত্তজ্ঞানজন্য অশৌচের সহিতই পূর্ব্বাশৌচের দিন বর্দ্ধিত হওয়াই উচিত হয়; কিন্তু সেরূপ না হইয়া, এ স্থলে পরনিমিত্ত জ্ঞানজন্য অশৌচ প্রথমে উৎপন্ন হইলেও এবং পূর্ব্বনিমিত্ত জ্ঞানজন্য অশৌচ পরে উৎপন্ন হইলেও, ঐ পূর্ব্বনিমিত্ত জ্ঞানজন্য অশৌচের সহিতই পরনিমিত্ত জ্ঞানজন্য অশৌচের শেষ হইবে, এই কথাই জানান হইয়াছে। অর্থাৎ মনুবচনে "পূর্ব্বজাত অশৌচনিমিত্তের দশাহাদি নির্দ্দিষ্ট কালের মধ্যে নিমিত্তান্তরের সঙ্ঘটন হইলে", এইরূপ বলাতে নিমিত্তোৎপত্তিরই পৌর্ব্বাপর্য্যানুসারে তজ্জন্য অশৌচেরও যে, শুদ্ধি হইবে, নিমিত্তজ্ঞান দ্বারা উৎপাদিত অশৌচের পৌর্ব্বাপর্য্য যে গণ্য নহে, ইহাই জানান হইয়াছে। অতএব ইহা স্থির হইল যে, মরণ বা জননকে দশাহাদিব্যাপী অশৌচের প্রতি স্বরূপযোগ্য নিমিত্তরূপে বুঝিতে হইবে, অর্থাৎ মরণ বা জননরূপ নিমিত্তের সঙ্ঘটন হইবামাত্রই দশাহাদি ব্যাপী অশৌচের সত্তা ও অব্যাবহারিকরূপে (Theoratically) বর্ত্তমানতা হয়, তবে ঐ সকল নিমিত্তের অবধারণ অর্থাৎ জ্ঞানের পরই সেই নিমিত্তের সংঘটন দিন হইতেই তজ্জন্য অশৌচরূপ ফল ব্যাবহারিকরূপে (Practically) প্রকাশ পায় মাত্র। অশৌচের ব্যাবহারিকরূপে প্রকাশ যে, নিমিত্তজ্ঞানের পর হইতেই হয়, তদ্বিষয়ে ব্রহ্ম-পুরাণের এই বচনটীই প্রমাণ। যথা—"যদি সূতক অর্থাৎ জনন বা মরণরূপ অশৌচনিমিত্ত অজ্ঞাত

যদা তু স্বীয়ম্ অশৌচং দাতা ন জানাতি, ভোক্তা তু জানাতি, তদা লোভাদ্ভুঞ্জানস্য ভোক্তুঃ প্রায়শ্চিত্তম্, অশৌচন্তু দাতৃতুল্যম্, তচ্চ ক্রমাদশৌচোত্তরকালং কর্ত্তব্যমিত্যর্থঃ ॥ ২৫ ।

এবঞ্চ "শ্রুত্বা দেশান্তরস্থে জননমরণে অশৌচশেষেণ শুধ্যতী"তি বিষ্ণুবচনে অশৌচশেষেণেত্যস্য"শৌচযোগ্যাহঃশেষেণে"তি

ইত্যত্রাহ "যদা তি"তি। ক্রমাদিত্যস্যার্থমাহাশৌচোত্তরকালমিতি, তথাচাদৌ দাতৃতুল্যমশৌচম্ অশৌচোত্তরকালঞ্চ প্রায়শ্চিত্তমিতি ক্রমাদিত্যর্থঃ ॥ ২৫ ॥

ননু নিমিত্তাবধারণস্যৈব ফলোপধায়কত্বাৎ স্বরূপসন্নিমিত্তস্যাশৌচানুপধায়কত্বে বিষ্ণুবচনে "অশৌচশেষেণে"তি কথং সংগচ্ছতাম্? অত আহ "এবঞ্চে"তি। জননমরণাবধারণ-

---

থাকে, সেই অবস্থায় (ঐ নিমিত্ত জন্য অশৌচের প্রবৃত্তি না হওয়ায়) ঐ অশৌচের নির্দ্দিষ্ট কালের মধ্যে নিমিত্তাজ্ঞানী কর্ত্তৃক কৃত শ্রাদ্ধাদি কার্য্যে দানকারীর (শ্রাদ্ধকর্ত্তার) বা ভোজনকারীর (ব্রাহ্মণের) কোন দোষ হইবে না, কিন্তু ভোক্তা যদি শ্রাদ্ধকারীর অশৌচ-নিমিত্তের সঙ্ঘটন হইয়াছে জানিয়াও ঐ শ্রাদ্ধে ভোজন করে, তাহা হইলে কেবল তাহারই শ্রাদ্ধকারীর তুল্য অশৌচ হইবে, এবং ঐ অশৌচের অন্তে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে।" এই বচনটীর রঘুনন্দন এইরূপ তাৎপর্য্যার্থ বিবৃত করিয়াছেন—"যে স্থলে শ্রাদ্ধকর্ত্তা আপনার অশৌচ জানিতে পারে নাই, কিন্তু ভোক্তা তাহা জানিতে পারিয়াও লোভবশতঃ ঐ শ্রাদ্ধে ভোজন করিয়াছে, সে স্থলে ভোক্তার প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে, এবং শ্রাদ্ধকর্ত্তার তুল্য অশৌচ হইবে। কিন্তু ঐ প্রায়শ্চিত্ত, ক্রমে অর্থাৎ অশৌচের পরেই কর্ত্তব্য। ২৫।

যখন এইরূপ স্থির হইল, নিমিত্তের জ্ঞানের পরই অশৌচের কার্য্যকারিতা উৎপন্ন হয় অর্থাৎ সেই সময় হইতেই প্রকৃত প্রস্তাবে অশৌচের প্রবৃত্তি হয়, তখন "বিদেশসঙ্ঘটিত জনন-মরণরূপ অশৌচনিমিত্তের সঙ্ঘটন শুনিয়া ঐ শ্রবণদিনের পর হইতে অশৌচের যে টুকু শেষ (বাকী) থাকিবে, তাহার সহিতই শুদ্ধিলাভ করিবে।" এই বিষ্ণুবচনে "অশৌচশেষ" কথাটি আছে, উহার অর্থ, প্রকৃতপ্রস্তাবে প্রবৃত্ত অশৌচের বাকী কয়দিন মাত্র। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, কেহ আশঙ্কা করিয়াছিল, যদি নিমিত্ত সঙ্ঘটনের দিন হইতে প্রকৃতপ্রস্তাবে অশৌচের প্রবৃত্তি না হইয়া নিমিত্তের শ্রবণদিন হইতেই প্রকৃতপ্রস্তাবে অশৌচের

অর্থাদ্বিদেশস্থাশৌচস্য জাতনিমিত্তকত্বাৎ স্বরূপযোগ্যত্বম্, অন্যথা 'অশৌচশেষেণে"ত্যনুপপন্নং স্যাৎ, শ্রুত্বেত্যুপাদানেন চ তৎকাল-মধ্যে শ্রবণাৎ ফলোপধানং, ততশ্চ পূর্ব্বনিমিত্তকালে নিমিত্তা-ন্তরপাতে স্বরূপসৎসাঙ্কর্য্যং বৃত্তং, পূর্ব্বনিমিত্তকালাভ্যন্তরে

স্যাশৌচরূপফলোপধায়কত্বে চেত্যর্থঃ। "অশৌচযোগ্যত্বে" অশৌচস্বরূপযোগ্যত্ব ইত্যর্থঃ। জাতনিমিত্তকত্বাৎ উৎপন্নজননাদিরূপনিমিত্তকত্বাৎ, অন্যথা যোগ্যতাবিবক্ষণে, "অনুপপন্ন"-মিতি। তথাহি নিমিত্তনিশ্চয়াভাবাৎ অশৌচস্য পূর্ব্বমনুৎপন্নত্বেন তচ্ছেষানুপপত্তেরিতি

প্রবৃত্তি হয়, তবে বিষ্ণুর উল্লিখিত বচনস্থিত "অশৌচশেষ" এই কথাটির সঙ্গতি হয় কি প্রকারে? ইহার উত্তরে স্মার্ত্ত কৈফিয়ৎ দিতেছেন যে, বিষ্ণুর বচনে স্থিত "অশৌচশেষ" কথাটির অর্থ কার্য্যকারিরূপে প্রবৃত্ত অশৌচের শেষ দিন নহে, কিন্তু নিমিত্তের সঙ্ঘটনদিন হইতে স্বরূপযোগ্যরূপে যে অশৌচ প্রবৃত্ত হইয়াছিল, তাহারই বাকী কয়দিন। অর্থাৎ বিদেশস্থ মরণাদি জন্য অশৌচের মরণাদিরূপে নিমিত্তের সঙ্ঘটন হওয়াতেই স্বরূপযোগ্যতা (অকার্য্যকারিভাবে সত্তা) যে বিদ্যমান হয়, উক্ত বিষ্ণুবচন দ্বারা তাহাই প্রতিপন্ন হইতেছে; তবে, অশৌচবিষয়ে জ্ঞান না হওয়ায় অশৌচের কার্য্য হয় না, এই মাত্র। অন্যথা, (যদি এরূপ বলা না হয়, অর্থাৎ যদি নিমিত্ত সংঘটনের সংঘটনকাল হইতে অশৌচের স্বরূপযোগ্যতা স্বীকার না করা যায়, তাহা হইলে) ঐ বিষ্ণুর বচনে যে বলা হইয়াছে, "অশৌচের যতটুকু শেষ থাকিবে" এইরূপ বলা অসঙ্গত হয়। অর্থাৎ শ্রবণাদি জন্য জ্ঞানের পূর্ব্বে যদি ঐ অশৌচের কোনরূপে সত্তা না থাকিত, শ্রবণ হইতেই অশৌচের সর্ব্বপ্রকারে সত্তা হইত, তাহা হইলে শ্রবণদিন হইতে "অশৌচের যতটুকু মাত্র অবশিষ্ট থাকিবে" এরূপ বলা কোন প্রকারেই সঙ্গত হইত না। পূর্ব্ব হইতে যাহার সত্তা ঘটিয়াছে (পূর্ব্ব হইতে যাহা চলিয়া আসিতেছে), তাহারই শেষ হইতে যতটুকু বাকী আছে, এইরূপ বলাই সঙ্গত, কিন্তু তৎকাল হইতেই যাহার আরম্ভ হয়, তাহার শেষ হইতে যতটুকু বাকী আছে, এইরূপ বলা কোনও রূপেই সঙ্গত হয় না। এবং উক্ত বিষ্ণুবচনে "শ্রুত্বা" (শুনিয়া), এই অসমাপিকা ক্রিয়াপদের ব্যবহার দ্বারা জনন-মরণরূপ নিমিত্তকালের মধ্যেই শ্রবণে যে, অশৌচরূপ ফলের উৎপত্তি হইবে, ইহাই বুঝাইতেছে। অতএব নিমিত্তকালমধ্যে শ্রবণই কার্য্য-কারী অশৌচের উৎপাদক হয় বলিয়াই নিমিত্তের জ্ঞান ব্যতীতও প্রথম সংঘটিত

উভয়শ্রবণে সাঙ্কর্য্যস্য ফলোপধানম্ ; ন তু পূর্ব্বনিমিত্ত-কালোত্তরশ্রবণেঽপি ॥ ২৬ ॥

কিন্তু শ্রুতপূর্ব্বনিমিত্তকালে সমানং লঘু বা নিমিত্তং জাতং, পূর্ব্বনিমিত্তকালাদুপরি স্বকালে শ্রুতমশৌচং জনয়ত্যেব। অত এবম্ভূতবিষয়ে "যত্তদবধ্যশৌচাচরণং তদ্-

ভাবঃ। ইদানীং মতমুপসংহরতি "তত্তশ্চেতি"। স্বরূপসদিতি অশৌচহ্রাসাদিস্বরূপ-যোগাং, ন তু তদুপধায়কমিত্যর্থঃ। সাঙ্কর্য্যস্য কার্য্যমিতি অশৌচহ্রাসাদীত্যর্থঃ। "শ্রবণেঽপী"তি ন তু সাঙ্কর্য্যস্য কার্য্যমিত্যন্বয়ঃ॥ ২৬॥

স্বকালে পরনিমিত্তকালে। এবম্ভূতবিষয়ে ইতি পূর্ব্বনিমিত্তকালাভ্যন্তরে জাতস্য নিমিত্তান্তরস্য পূর্ব্বনিমিত্তকালাদুপরি স্বকালমধ্যে শ্রবণবিষয়ে ইত্যর্থঃ। তদবধি

নিমিত্তকালের মধ্যে অপর একটী নিমিত্তের সংঘটন হইলে, ঐ উভয় নিমিত্ত জন্য অশৌচদ্বয়ের স্বরূপসংসাঙ্কর্য্য অর্থাৎ অপ্রকাশ্যরূপে বিদ্যমান হইয়া সম্মিলন সংঘটিত হয়, অর্থাৎ একটি নিমিত্তকালের মধ্যে আর একটি নিমিত্তের সংঘটন হইলে পূর্ব্বনিমিত্তজন্য অশৌচ অপ্রকাশ্যভাবে উৎপন্ন হইয়া, তথাবিধ অপ্রকাশ্যভাবে উৎপন্ন পরনিমিত্তজন্য অশৌচের হ্রাসরূপ কার্য্যে সমর্থ হয়, তবে পূর্ব্বনিমিত্তকালের মধ্যে ঐ উভয়ের শ্রবণ ঘটিলে পূর্ব্বোৎপন্ন সাঙ্কর্য্য ফলোপধায়ক হয়, অর্থাৎ পরাশৌচের হ্রাসরূপ কার্য্যের প্রকাশক হয় মাত্র, কিন্তু পূর্ব্বনিমিত্তকাল অতীত হইবার পর শ্রবণ ঘটিলে উহার সহিত পরনিমিত্ত শ্রবণজন্য অশৌচের সাঙ্কর্য্য আর ফলোপধায়ক (কার্য্যকারী) হয় না। কাজেই সে স্থলে পরনিমিত্তজন্য অশৌচকেই সম্পূর্ণরূপে ভোগ করিতে হয়॥ ২৬॥

আর একটী কথা, যেস্থলে পূর্ব্বসংঘটিত নিমিত্ত স্বকীয় নির্দ্দিষ্টকালের মধ্যে শ্রবণগোচর হয় নাই, অথচ ঐ পূর্ব্বনিমিত্তের নির্দ্দিষ্টকালের মধ্যে পূর্ব্বনিমিত্ত অশৌচের সমান বা তদপেক্ষা লঘু অশৌচের জনক আর একটি নিমিত্ত উৎপন্ন হইয়া, পূর্ব্বনিমিত্তকাল অতীত হইবার পর অথচ স্বকীয়কালের মধ্যে শ্রুত হইয়াছে, এরূপ স্থলে ঐ দ্বিতীয় নিমিত্তই যে স্বজন্য অশৌচের উৎপাদন করিবে, তাহাতে কোন সংশয় নাই। অতএব নিমিত্তসাঙ্কর্য্যবাদীরা যে, এইরূপ স্থলে দ্বিতীয়নিমিত্ত-শ্রবণদিন হইতে তজ্জন্য অশৌচের গ্রহণ ও তদনুসারে কার্য্য করাকে ভ্রান্তির কার্য্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের ঐরূপ কথনই যে ভ্রান্তিমূলক ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে। যদি পূর্ব্বজাত নিমিত্তের

ভ্রান্ত্যৈবে”তি যদ্বিমৃষ্টং, তন্ন সুন্দরং, তথাত্বে তু পূর্ব্বা-শৌচকালোত্তরং যত্তদ্দিনে পিণ্ডদানবৃষোৎসর্গাদি কৃতং, পরকালে পূর্ব্বজাতসঙ্করজ্ঞানেন তস্যাযথাকালকৃতত্বাৎ কস্যচিৎ পুনঃকরণপ্রসঙ্গঃ, কস্যচিদ্বৈফল্যাৎ, তৎকালীনসন্ধ্যাদ্যাকরণ-

---

পরনিমিত্তকালাবধি। তথাত্বে ইতি তাদৃশস্থলে অশৌচাচরণস্য ভ্রান্তিকৃতত্বে ইত্যর্থঃ। যদ্বা তথাত্বে অজ্ঞাতনিমিত্তস্য শৌচস্য সাধ্যাশৌচকত্বে। তদ্দিনে ইতি যস্য যঃ সময়ঃ তস্মিন্ প্রকৃতে চ পরনিমিত্তবধে দ্বাদশাহাদৌ অশৌচান্ত-দ্বিতীয়দিনে ইত্যর্থঃ। পরকালে পিণ্ডদানবৃষোৎসর্গাদিকরণোত্তরকালে। অযথা-কালে ইতি স্বরূপনির্দ্দিষ্টকালান্যকালে ইত্যর্থঃ। তথাহি কশ্চিৎ কালঃ স্বরূপনির্ব্বা-হকঃ, যথা একাদ্দিষ্টাদেরশৌচান্তদ্বিতীয়দিনাদিঃ, কশ্চিচ্চ ফলোপকারকঃ যথৈকো-দ্দিষ্টাদৌ কুতপাদিঃ। কস্যচিদিতি আদ্যৈকোদ্দিষ্টাদেরিত্যর্থঃ। পুনঃকরণেতি প্রকৃতে স্বাবধ্যেকাদশাহাদৌ যৎকৃতং, তৎ অযথাকালকৃতত্বাৎ অকৃততুল্যম্। এবঞ্চ সতি “যস্যৈতানি ন দীয়ন্তে প্রেতশ্রাদ্ধানি ষোড়শ। পিশাচত্বং ধ্রুবং তস্য দত্তৈঃ শ্রাদ্ধশতৈরপি” ইত্যাদিবচনাৎ পুনঃ করণপ্রসঙ্গ ইতি ভাবঃ। কস্যচিৎ বৈফল্যমিতি বিলক্ষণশব্দাদানাদে-

স্বকীয় সময়ের মধ্যে অজ্ঞান থাকিলেও ঐ সময়মধ্যে সঙ্ঘটিত পরনিমিত্তের উক্তরূপ অজ্ঞাত পূর্ব্বনিমিত্তের সময় অতীত হইবার পর এবং স্বকীয় সময়ের মধ্যে জ্ঞান হইলে তথাবিধ পরনিমিত্তের সঙ্ঘটনদিন হইতে তজ্জন্য পূর্ণাশৌচ গ্রহণ করা ভ্রান্তির কার্য্য হয়, তাহলে বিবেচনা কর, কোন ব্যক্তি নির্দ্দিষ্টকালের মধ্যে পূর্ব্বসংঘটিত নিমিত্তের জ্ঞান না হওয়ায় তজ্জন্য অশৌচেরও গ্রহণ করে নাই, কিন্তু ঐ পূর্ব্বনিমিত্তের নির্দ্দিষ্ট কালের মধ্যে সঙ্ঘটিত দ্বিতীয় নিমিত্তেরও যথাকালে শ্রবণ এবং তজ্জন্য যথাশাস্ত্র পূর্ণাশৌচ গ্রহণপূর্ব্বক ঐ দ্বিতীয় নিমিত্ত-জন্য অশৌচান্তের পরদিনে দ্বিতীয় মৃতের উদ্দেশে পিণ্ডদান এবং বৃষোৎসর্গাদির অনুষ্ঠান করিবার পর জানিতে পারিল যে, সেই পরজাত নিমিত্তের, পূর্ব্বজাত আর একটি নিমিত্তের সঙ্গে সঙ্কর হইয়াছিল, এইরূপ স্থলেও ত তোমার মতে ঐ ব্যক্তির পক্ষে সময়ের মধ্যে পূর্ব্বনিমিত্তের সম্পূর্ণ অজ্ঞান সত্ত্বেও পূর্ব্বনিমিত্তের সঙ্ঘটনদিন হইতেই একটিমাত্র অশৌচ হইয়া, সেই পূর্ব্বনিমিত্তের নির্দ্দিষ্ট কালের সহিতই শেষ হইয়াছে, পরনিমিত্তটি স্বকীয় কালের মধ্যে জ্ঞাত হইয়াও আর স্বতন্ত্র অশৌচের উৎপাদক হয় নাই, সুতরাং সে ব্যক্তি কেবলমাত্র পরনিমিত্তেরই যথাকালে শ্রবণ করিয়া তজ্জন্য অশৌচ গ্রহণপূর্ব্বক

নিমিত্তপ্রায়শ্চিত্তপ্রসঙ্গশ্চ স্যাৎ। দেশান্তরীয়াশৌচনিমিত্তান্তর-শঙ্কয়া বহুবিত্তব্যয়ায়াসসাধ্যবৃষোৎসর্গাদ্যনুষ্ঠানঞ্চ ন স্যাৎ। তস্মাদবিজ্ঞাতে ন দোষঃ স্যাদিত্যবিশেষাৎ সঙ্করেঽপি

বৈকল্যমিত্যর্থঃ। সন্ধ্যাদ্যকরণেতি তথাচোক্তম্ "অধিকৃতাকরণে হি প্রত্যবায়" ইতি। সঙ্করেঽপীতি তথাচ নিমিত্তনিশ্চয়ং বিনা নাশৌচ, তথা নিমিত্তনিশ্চয়ং বিনা সাঙ্কর্য্যমপি

অশৌচান্ত দ্বিতীয় দিনে যে, দ্বিতীয় মৃতের উদ্দেশে পিণ্ডদান এবং বৃষোৎসর্গাদির অনুষ্ঠান করিয়াছিল; ঐ সকল কার্য্য অযথাকালে অনুষ্ঠিত হওয়ায় উহাদের মধ্যে যে সকল কর্ম্মের শাস্ত্রমতে পুনরনুষ্ঠান হইতে পারে, তাহাদের পুনরনুষ্ঠান আবশ্যক হইয়া পড়িল, এবং কতকগুলি কর্ম্মের অনুষ্ঠান একেবারেই পণ্ড (ব্যর্থ) হইয়া গেল। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, পিণ্ডদান এবং বৃষোৎসর্গাদি কার্য্য অশৌচান্তের পরদিনই কর্ত্তব্য। এক্ষণে দেখ, উক্ত স্থলে দ্বিতীয় নিমিত্তের যথাকালে জ্ঞান হইলেও, তোমার মতে তজ্জন্য কোন প্রকার অশৌচ আদৌ হইবে না, যে একটি মাত্র অশৌচ হইবার কথা তাহাত পূর্ব্বনিমিত্তের নির্দ্দিষ্ট কালের সহিতই শেষ হইয়া যাইবে, সুতরাং তাহার পরদিনই দ্বিতীয় মৃতেরও পিণ্ডদানাদি কর্ত্তব্য হইয়াছিল, সে সময় না করিয়া দ্বিতীয় নিমিত্ত শ্রবণজন্য মিথ্যাকল্পিত অশৌচ শেষ হইবার পরদিন ঐ সকল কার্য্যের অনুষ্ঠান করাতে, অযথাকালেই উহাদের অনুষ্ঠান করা হইল, বলিতে হইবে। শুধু ইহাই নহে, উক্ত স্থলে প্রথম নিমিত্তের নির্দ্দিষ্ট কালের শেষ হইবার পর হইতে দ্বিতীয় নিমিত্তের কাল শেষ হওয়া পর্য্যন্ত অশৌচ ভ্রমে সন্ধ্যাবন্দনাদির যে বাদ করা হইয়াছিল, তজ্জন্য পাপের প্রায়শ্চিত্ত করাও অপরিহার্য্য হইয়া পড়িল। অতএব দেখ কোন ব্যক্তির স্বদেশে মৃত্যু হওয়ার প্রথম দিন হইতেই মৃত্যুর জ্ঞান নিবন্ধন ঐ দিন হইতেই পূর্ণাশৌচ ভোগ করিয়া, অশৌচান্ত দ্বিতীয় দিনে বৃষোৎসর্গাদি করিবার সময় কর্ত্তার মনে আশঙ্কা হইল, এই নিমিত্তটি যদি বিদেশে সঙ্ঘটিত, সুতরাং তৎকাল পর্য্যন্ত অজ্ঞাত, সপিণ্ডমৃত্যুরূপ অপর একটি নিমিত্তের নির্দ্দিষ্ট কালের মধ্যে সঙ্ঘটিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে এত ব্যয় ও আয়াস সহকারে বৃষোৎসর্গাদির অনুষ্ঠান করিবার পর সেই বিদেশসঙ্ঘটিত পূর্ব্বনিমিত্তের জ্ঞান হইলে, এই দ্বিতীয় নিমিত্ত জ্ঞানের পর গৃহীত অশৌচের, সম্পূর্ণরূপে বাধই হইবে। সুতরাং

প্রসজ্যতীতি অতএব "অঘানাং যৌগপদ্যে তু জ্ঞেয়া শুদ্ধি-
র্গরীয়সা" ইত্যত্র লক্ষণাং বিনাপি সঙ্গতিরিতি।

নেত্যর্থঃ। লক্ষণামিতি তথাচ অঘান মিত্যত্রাঘপদস্যাশৌচস্বরূপযোগ্যকালে লক্ষণাং
বিনেত্যর্থঃ। অঙ্গেতি অশৌচে সাঙ্কর্য্যাস্বীকারে ইত্যর্থঃ। অনধ্যবসায়ঃ

এই অশৌচান্তর্বিভীন দিনে কৃত তথা বহু ব্যয় ও আয়াসসাধ্য বৃষোৎসর্গাদিও
একেবারেই পণ্ড হইয়া যাইবে; দূর হউক আর বৃষোৎসর্গাদির অনুষ্ঠান
আদৌ করিবার আর প্রয়োজন নাই, এইরূপ আশঙ্কায় ঐ সকল কার্য্যে
লোকের একেবারেই প্রবৃত্তি না হইতে পারে। এই সকল বিষয় চিন্তা করিলে,
সঙ্কর স্থলের প্রত্যেক নিমিত্তই যে, নিজ নিজ সঙ্ঘটনের দিন হইতেই এক একটী
স্বতন্ত্র অশৌচের স্বরূপযোগ্যতাসম্পাদক হয় এবং নিজ নিজ নির্দ্দিষ্ট কালের
মধ্যে জ্ঞাত হইয়াই স্ব স্ব অশৌচকে কার্য্যকারিভাবে প্রবর্ত্তিত করে, কিন্তু
আপনাদের নির্দ্দিষ্ট কাল অতীত হইবার পর জ্ঞাত হইয়া, আর কোনরূপ অশৌ-
চেরই উৎপাদক হয় না। এইরূপ ব্যবস্থা করাই যুক্তিসঙ্গত বলিয়া প্রতীত
হইতেছে; কেননা এইরূপ ব্যবস্থা করিলে আর পূর্ব্বোক্তরূপে ক্রিয়ালোপের
সম্ভাবনা কয়া যায় না। অতএব পূর্ব্বোল্লিখিত ব্রহ্মপুরাণের "অশৌচের নিমিত্ত
স্বকীয় সময়ের মধ্যে অজ্ঞাত হইলে, পরে আর তাহার জ্ঞানজন্য অশৌচ
হইবে না" বচনে "অশৌচ" এই কথাটী অবিশেষভাবে, (সাধারণরূপে) ব্যবহৃত
হওয়ায় উহা সর্ব্বপ্রকার অশৌচেরই বোধক হইতেছে; সুতরাং নিমিত্তের সঙ্কর-
স্থলেও যে, ঐ বচনানুসারে অশৌচের প্রবৃত্তি হইবে, ইহাও বুঝাইতেছে. অতএব
উল্লিখিত স্থলেও স্বকীয় নির্দ্দিষ্ট দিন অতীত হইবার পূর্ব্বজাত নিমিত্তের জ্ঞান
হইলে, তজ্জন্য অশৌচ না হওয়াতেই অশৌচান্তরের যে, আর সাঙ্কর্য্য হইবে না,
ইহাই বুঝিতে হইবে। এইহেতুই অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত বিচার দ্বারা একাধিক
নিমিত্তের এককালে সঙ্ঘটনে ঐ নিমিত্তজন্য অশৌচেরও সাঙ্কর্য্য সিদ্ধ হইল
বলিয়াই নিমিত্তবাদিগণ স্বমতের পোষণার্থ "এককালে বহু অশৌচের সঙ্ঘটন
হইলে, গুরু অশৌচের সহিতই লঘু অশৌচের শুদ্ধি হইবে।" এই বচনস্থিত
অশৌচবাচক 'অঘ' পদটীর অশৌচরূপ মুখ্য অর্থ ত্যাগ করিয়া, অশৌচের
স্বরূপযোগ্যতাসম্পাদক নিমিত্তরূপ লাক্ষণিক অর্থ অবলম্বনপূর্ব্বক যে, বচনের
অর্থ সংলগ্ন করিয়াছিলেন, কিন্তু এক্ষণে অশৌচের সাঙ্কর্য্য সিদ্ধ হওয়ায়, উক্ত-

এবং শবানুগমনপ্রযুক্তাশৌচয়োঃ, শূদ্রদহনাদি ব্রাহ্মণপিতৃমরণজন্যাশৌচয়োরশুচ্যন্নভোজনজাশৌচয়োর্দশাহাদ্যুপরি সংবৎসরাভ্যন্তরে মরণশ্রবণজন্যাশৌচয়োরপি সাঙ্কর্য্যাৎ সংগচ্ছতে। অন্যথা তত্র অনধ্যবসায়ঃ স্যাৎ, অতএব বাচস্পতিমিশ্রেণ "প্রথমজাতমাশৌচমন্তেহপরনিমিত্তং জাতং যেন তদা ন জাতং তস্য ন সঙ্করঃ, দ্বিতীয়স্য তু পরি তত্র শুদ্ধং। তস্য ক্র...

...স্যাদিতি "অন্তর্দশাহে স্যাতাঞ্চেৎ পুনর্মরণজন্মনী" তেনেন অনয়োরেব নিমিত্তত্বাভাৎ অন্যমতসিদ্ধস্যাশৌচসঙ্করস্য ভবমতেহভাবাদিতি ভাবঃ। দ্বিতীয়স্য নিমিত্তস্য। তৎপূর্ব্বাশৌচকালমধ্যে পরনিমিত্তস্যোত্তারঃ প্রকৃষম্। পঞ্চশাস্তদানীম্ অশৌচা-

---

রূপ লাক্ষণিক অর্থের অনুসরণ ব্যতিরেকেও সাঙ্কর্য্য জ অশৌচরূপ মুখ্য অর্থের গ্রহণ করিলেও বচনের অর্থ সংলগ্ন হইল। আরও দেখ, পূর্ব্বোক্ত "অন্তর্দশাহে" (দশ দিনের মধ্যে) ইত্যাদি মনুবচনদ্বারা নিমিত্তের সাঙ্কর্য্য স্থলে যে কোন নিমিত্তজন্য অশৌচেরই সাঙ্কর্য্য হয়, এইরূপ অর্থের প্রতীতি হইতেছে বলিয়াই পূর্ব্বজাত একটী শবানুগমনরূপ নিমিত্তজন্য অশৌচের মধ্যে সঙ্ঘটিত আর একটি শবানুগমন নিমিত্তজন্য অশৌচের, শূদ্রদহনাদিরূপ নিমিত্তজন্য অশৌচের মধ্যে সঙ্ঘটিত ব্রাহ্মণপিতৃমরণনিমিত্ত জন্য অশৌচের, একটী অশুচি ব্যক্তির অন্নভোজনরূপ নিমিত্তজন্য অশৌচের মধ্যে সংঘটিত অপর একজন অশুচি ব্যক্তির অন্নভোজনরূপ নিমিত্তজন্য অশৌচের এবং বর্ণভেদে সপিণ্ডদ্বয়ের মৃত্যুজন্য দশাহাদিব্যাপী পূর্ণাশৌচের কাল অতীত হইবার পর, একবৎসরের মধ্যে উহাদের মধ্যে একজনের মৃত্যুশ্রবণজন্য অশৌচের মধ্যে আর একজনের মৃত্যুশ্রবণজন্য অশৌচেরও যে সাঙ্কর্য্য হয়, অর্থাৎ ঐ সকল অশৌচও পরস্পরের মধ্যে লঘুত্ব বা গুরুত্ব ধর্ম্ম অনুসারে হ্রাস বা বৃদ্ধির কারণ হয়, বলা হইয়াছে, সে কথাও সঙ্গত হইল। অন্যথা (এরূপ না বলিলে, অর্থাৎ মনুবচন দ্বারা নিমিত্ত জন্য অশৌচের সাঙ্কর্য্যই বিবক্ষিত হইয়াছে, এ কথা না বলিলে), একাধিক শবানুগমনাদিরূপ অশৌচনিমিত্তের যুগপৎ সঙ্ঘটন হইলে, কি নিয়মে কার্য্য করিতে হইবে, তাহার কোন স্থিরতা হয় না। কারণ, নিমিত্তের সাঙ্কর্য্যবাদিগণ মনুবচনের যেরূপ ব্যখ্যা করেন, তাহাতে জন্ম ও মরণরূপ নিমিত্ত ভিন্ন অপর নিমিত্তের যে সাঙ্কর্য্য হইবে এরূপ অর্থের বোধই

প্রকৃতমশৌচদ্বয়”মিত্যুক্তম্। জননমরণনিমিত্তাবধারণন্তু ভ্রমপ্রমাসাধারণং ছন্দোগপরিশিষ্টে মৃতভ্রান্ত্যা কৃতে পর্ণনরদাহে পশ্চাদাগতস্য শান্ত্যভিধানাৎ। যথা,—

“এবং কৃতে মৃতভ্রান্ত্যা যদ্যাগচ্ছেৎ পুমান্ কচিৎ।
কুর্য্যাদায়ুষ্মতীমিষ্টিং পুনরাধায় পাবকম্ ॥”

জনকত্বাং, তস্য পূর্ব্বাশৌচোত্তরং পরনিমিত্তস্য জ্ঞাতুঃ পুরুষস্য জননমরণনিমিত্তাবধারণং—জাত এব মৃত এবেতি নিশ্চয়বিশেষঃ, অবধারণত্বাখ্যো বিষয়িতাবিশেষঃ, এবকারোল্লিখিতনিশ্চয়বৃত্তিঃ। স চ যথা নিকম্পাপ্রবৃত্তিজনকে ইষ্টসাধনতানিশ্চয়ে স্বীক্রিয়তে তথাত্রাপি। যাগাদৌ প্রবৃত্তির্নিকম্পা কৃষ্যাদৌ তু সকম্পা। নিষ্কম্পাত্বং সকম্পা-

হয় না। সুতরাং ঐ সকল নিমিত্তের সাঙ্কর্য্য স্থলে কি নিয়মে শুদ্ধি হইবে, তাহাও ঠিক করা যায় না। এই জন্যই বাচস্পতিমিশ্র বলিয়াছেন, “কোনও একটী প্রথমজাত অশৌচের অবস্থিতিকালে অপর অশৌচের নিমিত্ত সংঘটিত হইলেও, যদি কোনও ব্যক্তি তৎকালে (প্রথমাশৌচকাল মধ্যে) ঐ দ্বিতীয় নিমিত্তের শ্রবণ না করে, তাহা হইলে তাহার আর অশৌচ-সঙ্কর হইবে না। কেননা, দ্বিতীয় অশৌচের অশ্রবণ হেতু ঐ ব্যক্তির পক্ষে উহাকে পণ্ড অর্থাৎ একেবারে হয় নাই, বলিয়াই বোধ করিতে হইবে। সুতরাং তাহার যথাক্রমে নিমিত্ত শ্রবণে প্রকৃত দুইটী অশৌচই হইবে।” পূর্ব্বে যে জনন বা মরণের নিমিত্তের অবধারণকে অশৌচের প্রতি কারণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করা হইয়াছে, ঐ অবধারণকে ভ্রমপ্রমা সাধারণরূপে বুঝিতে হইবে অর্থাৎ, প্রকৃত জননমরণের নিমিত্ত অবধারণে অশৌচ ত হইবেই, যদি কোন ব্যক্তি অপ্রকৃত (অসংঘটিত) জননমরণের নিমিত্ত ভ্রমবশতঃ অবধারণা করিয়া অশৌচ গ্রহণ করে, তাহলেও ঐরূপ অশৌচে সন্ধ্যাদি বর্জ্জনে কোনও দোষ হইবে না। কারণ, ছন্দোগপরিশিষ্টে, কোনও ব্যক্তি বিদেশে মরিয়াছে, এইরূপ মিথ্যা সংবাদ শ্রবণানন্তর তাহার পর্ণনর (কুশপুত্তল) দাহ হইবার পর যদি ঐ ব্যক্তি দেশে আগমন করে, তাহা হইলে তন্নিমিত্ত শান্তি করিবার কথাই বলা হইয়াছে। ছন্দোগ পরিশিষ্টে বচনটী যথা, “এরূপ করা হইলে পর, অর্থাৎ মৃত হইয়াছে এই ভ্রমে কোন ব্যক্তির পর্ণনর দাহ করিবার পর যদি ঐ মৃত ব্যক্তি দেশে প্রত্যাগমন

এতচ্চ সাগ্নেঃ, নিরগ্নেস্তু সামান্যস্বস্ত্যয়নং হরিপূজাদিকম্, অতএব বিষ্ণুপুরাণীয়ে স্যমন্তকোপাখ্যানে গদ্যম্,—"তস্য জীবতঃ কথমেতাবন্তি দিনানি শত্রুক্ষয়ে ব্যাক্ষেপো ভবতীতি কৃতাধ্যবসায়া দ্বারকামাগত্য 'হতঃ কৃষ্ণ' ইতি কথয়ামাসুঃ, তদ্বান্ধবাশ্চ তৎকালোচিতমখিলমুপরতক্রিয়াকলাপং চক্রুস্তত্র চাস্য যুধ্যমানস্যাতিশ্রদ্ধয়া দত্তবিশিষ্টপাত্রোপযুক্তান্নতোয়াদিনা কৃষ্ণস্য বলপ্রাণপুষ্টিরভূদি"তি। এবং স্বরূপযোগ্যতামাদায়ৈব "অথ চেদ্দশরাত্রাঃ সন্নিপতেয়ুরাদ্যং দশরাত্রমানবমাদ্দিবসাদি"তি

ঋক্ষ জাতিবিশেষঃ। তস্য শ্রীকৃষ্ণস্য। ব্যাক্ষেপো বিলম্বঃ। কৃতাধ্যবসায়াঃ বৃষ্ণয়ঃ। উপরতেতি মৃতেত্যর্থঃ। বিশিষ্টেতি বিদ্যাতপস্যাদিবিশিষ্টং সৎপাত্রং তেন উপযুক্তং উপভুক্তমিত্যর্থঃ। কেচিত্তু বিশিষ্টপাত্রং স্বর্ণাদিপাত্রং তেনোপযুক্তং ভুক্তং যৎ অন্নতোয়াদি

করে, তাহা হইলে যথাবিধি অগ্নিস্থাপনপূর্ব্বক উঁহার নিমিত্ত আয়ুষ্মতী ইষ্টি করিবে।" এই যে, আয়ুষ্মতী যজ্ঞ করিবার বিধান করা হইল, ইহা সাগ্নিকদিগের পক্ষেই বুঝিতে হইবে। নিরগ্নিগণের পক্ষে হরিপূজাদি সাধারণ স্বস্ত্যয়নই বিধেয়। এই জন্যই বিষ্ণুপুরাণীয় স্যমন্তকের উপাখ্যানে এইরূপ গদ্য লিখিত হইয়াছে।—"কৃষ্ণ বেঁচে থাকিলে, শত্রুনাশে তেঁার এত দিন কাটিবে কেন? এইরূপ আন্দাজ করিয়া কৃষ্ণের মরণই নিশ্চয় করত অনুচরগণ দ্বারকায় ফিরিয়া আসিয়া 'কৃষ্ণ মরিয়া গিয়াছেন' এই কথা রটাইয়া দিল এবং কৃষ্ণের বন্ধুগণ তৎসময়োচিত সমুদয় ক্রিয়াকলাপ করিলেন, সেই সময় যুধ্যমান কৃষ্ণের, শ্রদ্ধাপূর্ব্বক বিশিষ্ট পাত্রে প্রদত্ত অন্ন ও জলাদি দ্বারা বল এবং প্রাণের পুষ্টি লাভ হইয়াছিল।" প্রত্যেক অশৌচনিমিত্তের সঙ্ঘটনের সহিতই তজ্জন্য অশৌচেরও স্বরূপযোগ্যতা উৎপন্ন হয়, এই কথা স্বীকার করিলে, "একটী দশরাত্রাশৌচের নবম দিনের মধ্যে যদি অপর তথাবিধ দশরাত্রাশৌচ সঙ্ঘটিত হয়, তাহা হইলে প্রথমোৎপন্ন দশরাত্রাশৌচই শুদ্ধির প্রয়োজক হইবে।" এই বৌধায়নসূত্রে দশরাত্রব্যাপী অশৌচসমূহের যে সন্নিপাত বলা হইয়াছে উহাও (ঐ অভিধানও) সঙ্গত হয়। উক্তরূপ অশৌচের স্বরূপযোগ্যতা স্বীকার না করিয়া যদি কেবলমাত্র দশরাত্রাশৌচনিমিত্ত সঙ্ঘটনেরই যুগপৎ সন্নিপাত হয়, এই কথা বলা হয়, তাহ'লে প্রথম নিমিত্ত সঙ্ঘটনের প্রথমদিন ভিন্ন, আর কোন দিনকেই দশরাত্রাশৌচ-

বোধায়নীয়েঽপি দশরাত্রসন্নিপাতাভিধানং সঙ্গচ্ছতে। অন্যথা প্রথমদিনাতিরিক্তে ফলোপহিতদশরাত্রান্তরানুপপত্তেঃ। ন চ প্রথমদিন এব তথেতি বাচ্যম্, "আ নবমা"দিত্যনুপপত্তেঃ, আদ্যং দশরাত্রমিত্যভিধানঞ্চ ব্যর্থং স্যাদিতি ॥ ২৭ ॥

এবং পরজাতস্য দশরাত্রত্ববৎ পূর্ব্বজাতস্য তন্মধ্যে মরণেঽপি তদশৌচস্য ফলানুপহিতদশরাত্রত্বেঽপি স্বরূপযোগ্যতয়া

তেনেত্যাহঃ। স্বরূপেতি তথাচ দশরাত্রাঃ অশৌচস্বরূপযোগ্যাদশরাত্রা ইত্যর্থঃ। ফলোপহিতেতি উপধায়কতাসম্বন্ধেন অশৌচরূপফলবশিষ্টেত্যর্থঃ। তথাচ দ্বিতীয়দিনাদৌ নিমিত্তান্তরে ভূতে ফলোপহিতনবরাত্রাদেরেব সন্নিপততি ন তু ফলোপহিতদশরাত্রান্তরমিতি ভাবঃ। ব্যর্থমিতি আদ্যদশরাত্র-দ্বিতীয়দশরাত্রয়োরভেদাদিতি ভাবঃ ॥ ২৭ ॥

দশরাত্রত্ববদিতি যথা তাদৃশস্থলে নবরাত্রাদিস্বরূপত্বেঽপি স্বরূপযোগ্যতয়া দশরাত্রত্বং তদ্বদিত্যর্থঃ। দশরাত্রত্বং দশরাত্রস্থায়িত্বম্, তৎস্বরূপযোগ্যতা চ সপিণ্ডজননজন্যাশৌচ-

---

সন্নিপাতের আধার বলিয়া নির্দেশ করা যাইতে পারে না। ইহার তাৎপর্য্য এই,— যদি বোধায়নের সূত্রস্থিত 'দশরাত্র' কথাটির 'দশরাত্রব্যাপী অশৌচরূপ ফলের জনক নিমিত্তসমূহের সন্নিপাত' এইরূপ অর্থ করা যায়, তাহা হইলে একমাত্র প্রথম সঙ্ঘটিত নিমিত্তকে দশরাত্রি অশৌচরূপ ফলের উপধায়ক নিমিত্ত বলাই সঙ্গত হয়; কেননা নিমিত্তসঙ্করবাদিগণের মতে দ্বিতীয় দিনাদিতে সংঘটিত সমূহের যখন অশৌচরূপ ফলের উপধায়কত্ব নাই, তখন নবম দিনের মধ্যে যে কোন দিনে দশরাত্রব্যাপী অশৌচ-উৎপাদক নিমিত্তসমূহের সন্নিপাত, এইরূপ বলা কখনই সঙ্গত হইতে পারে না। কাজেই বোধায়নের সূত্রস্থিত 'দশরাত্র' শব্দের দশরাত্র অশৌচের স্বরূপযোগ্যতাসম্পাদক নিমিত্তসমূহ এইরূপ অর্থই করিতে হইবে যদি বল, বোধায়নের সূত্রে একদিনেই তথাবিধ নিমিত্তসমূহের সন্নিপাতের কথা বলা হইয়াছে, তাহাও হইতে পারে না, কারণ, তাহা হইলে ঐ সূত্রস্থিত 'আনবমাৎ' (নয় দিনের মধ্যে) এইরূপ পদের প্রয়োগ অসঙ্গত হইয়া পড়ে, এবং প্রথম সংঘটিত দশরাত্রব্যাপী অশৌচের নিমিত্ত এইরূপ বলাও বৃথা হয়। ২৭।

যদি এইরূপ হইল, অর্থাৎ বোধায়ন-সূত্রস্থিত দশরাত্র কথাটির দশরাত্রাশৌচের স্বরূপযোগ্যতাসম্পাদক রূপ নিমিত্ত, এইরূপ অর্থ করা

দশরাত্রত্বং, তেন সহ সঙ্করে পরাশৌচস্য পূর্ব্বাশৌচকালাবধি স্থায়িত্বাৎ, যথা তত্র পূর্ণপূর্ব্বাশৌচান্তদিনে পূর্ণাশৌচনিমিত্তান্তর-পাতে দিনদ্বয়াদিরূপতদ্বৃদ্ধ্যা মধ্যজাতাশৌচস্যাপি স্থিতিস্তথা যত্র সপিণ্ডজননাশৌচকালমধ্যে সপিণ্ডান্তরজননং ভূতং, তত্র পূর্ব্বজাতস্যান্তরা মরণে পূর্ব্বাশৌচনিবৃত্ত্যা পরাশৌচস্য নিবৃত্তিঃ, ন তু পরজাতস্য তন্মধ্যে মরণেঽপি পূর্ব্বাশৌচস্য নিবৃত্তিঃ, তস্য

ত্বেন বোধ্যা; এবমুত্তরত্র বোধ্যম্। তদশৌচস্য পূর্ব্বজাতাশৌচস্য। ফলানুপহিতেতি দশরাত্রস্থায়িত্বরূপফলাভাববিশিষ্টেত্যর্থঃ। স্বরূপযোগ্যতয়া দশরাত্রস্থায়িত্বস্বরূপযোগ্যতয়া। তদ্বৃদ্ধ্যা পূর্ব্বজাতাশৌচবৃদ্ধ্যা, মধ্যজাতেতি নবরাত্রাদিস্থিতিস্বরূপযোগ্যস্য মধ্যজাতাশৌচস্য বর্দ্ধিতদিনদ্বয়পর্য্যন্তং স্থিতিরিত্যর্থঃ। পরজাতাশৌচস্য পূর্ব্বজাতাশৌচাধীনত্বাৎ পূর্ব্বাশৌচবৃদ্ধৌ তদ্বৃদ্ধিঃ, পূর্ব্বাশৌচহ্রাসে চ তদ্হ্রাস ইতি ভাবঃ, তস্য পূর্ব্বাশৌচস্য।

হইল, তাহা হইলে, কতকগুলি অশৌচনিমিত্তের যুগপৎ সন্নিপাতস্থলে পরোৎপন্ন সপিণ্ড বালকের জন্মরূপ নিমিত্ত দশরাত্রস্থায়ী অশৌচরূপ ফলের অজনক হইলেও দশরাত্রাশৌচের স্বরূপযোগ্যতাসম্পাদকত্ব নিবন্ধনই উহাকে যেরূপ দশরাত্রাশৌচনিমিত্ত বলা যায়, সেইরূপ পূর্ব্বোৎপন্ন সপিণ্ড বালকের নিজ জন্ম হইতে দশ দিনের মধ্যে মৃত্যু ঘটিলে, তৎক্ষণেই ঐ জননাশৌচের নাশ হওয়ায়, ঐ জননরূপ নিমিত্ত দশরাত্রস্থায়ী অশৌচরূপফলের অভাববিশিষ্ট হইলেও, দশরাত্রাশৌচের স্বরূপযোগ্য নিমিত্ত হওয়াতেই, দশরাত্রাশৌচ নিমিত্তরূপে অভিহিত হইয়া থাকে, এবং ঐ পূর্ব্বসংঘটিত অশৌচের সহিত সঙ্কর হইলে পরোৎপন্ন অশৌচ পূর্ব্বাশৌচের শেষ দিন অবধি মাত্র স্থায়ী হয় বলিয়া ঐ পূর্ব্বজাত পূর্ণাশৌচের অন্তিম দিনে আর একটী পূর্ণাশৌচ সংঘটিত হইলে, পূর্ব্বাশৌচের দিনদ্বয়ের বৃদ্ধির সহিত যেমন মধ্যজাত অশৌচেরও অবস্থিতি হয়, অর্থাৎ কোন অশৌচেরই বিবৃতি হয় না, তেমনি আবার যে স্থলে একটী সপিণ্ড জননাশৌচের মধ্যে অপর একটী সপিণ্ডের জন্ম এবং পূর্ব্ব বালকের জন্ম জন্য অশৌচের মধ্যেই আবার সেই পূর্ব্বোৎপন্ন বালকের মৃত্যু হইলে, পূর্ব্বাশৌচের নিবৃত্তির সহিতই পরজাত অশৌচেরও নিবৃত্তি হইয়া থাকে। কিন্তু পরোৎপন্ন বালকের ঐ অশৌচের মধ্যে মৃত্যু হইলে পূর্ব্বাশৌচের নিবৃত্তি হয় না,

স্বাধীনস্থায়িত্বাৎ। এবমেব শুদ্ধিতত্ত্বার্ণবে। যত্র দশমদিনে সপিণ্ডজননান্তরং ভূতং, তত্র তদ্দিনে পূর্ব্বজাতস্য মরণে সপিণ্ডানাং সদ্যঃ শৌচম্‌ ॥

"বালস্ত্বন্তর্দ্দশাহে তু প্রেতত্বং যদি গচ্ছতি।
সদ্য এব বিশুদ্ধিঃ স্যান্নাশৌচং নৈব সূতকম্‌।"

ইতি শাঙ্খোক্তেঃ ॥ ২৮

পূর্ব্বজাতস্য মাতাপিত্রোস্তু স্বজাত্যুক্তস্বপুত্রজননাশৌচকালেন শুদ্ধিঃ।

"জাতমাত্রস্য বালস্য যদি স্যান্মরণং পিতুঃ।
মাতুশ্চ সূতকং তৎ স্যাৎ পিতা স্যাৎস্পৃশ্য এব চ ॥"

বালস্ত্বিতি অত্র পুংস্ত্বং বিবক্ষিতং, তেন কন্যাস্থলে নাস্য বিষয়ঃ, কিন্তু তত্র আজন্মনত চূড়ান্তমিত্যানেন ব্যবস্থা বোধ্যা, নাশৌচং ন মরণাশৌচং, নৈব সূতকং নৈব জননাশৌচং। স্বজাত্যুক্তেতি দশাহাদিকালেন ইত্যর্থঃ ॥ ২৮ ॥

তৎ স্যাদিতি অত্র তৎপদেনৈতৎ সূচিতং, মাতুরপি তদেব সূতকং যত্তু

কারণ পূর্ব্বাশৌচ স্বাধীন অর্থাৎ প্রধানভাবে বরাবর অবস্থান করে। শুদ্ধিতত্ত্বার্ণবেও ঐরূপ মীমাংসা করা হইয়াছে। যে স্থলে একটী সপিণ্ড জননের দশম দিনে আর একটী সপিণ্ডের জন্ম হইয়াছে, সে স্থলে ঐ দিনেই যদি পূর্ব্বোৎপন্ন বালকের মৃত্যু হয়, তাহা হইলে সপিণ্ডদিগের সদ্যঃশৌচ অর্থাৎ তৎক্ষণাৎ অশৌচের নিবৃত্তি হয়। কারণ শঙ্খ বলিয়াছেন, "যদি কোনও নবজাত সপিণ্ড বালক দশ দিনের মধ্যে মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তাহা হইলে, সদ্যঃ অর্থাৎ সেইক্ষণেই বিশুদ্ধি (অশৌচের নিবৃত্তি) হয়। ঐ মৃত্যু নিবন্ধন কোনও প্রকার নূতন অশৌচ উৎপন্ন হয় না, এবং পূর্ব্বোৎপন্ন জননাশৌচও থাকে না। ২৮।

কিন্তু ঐরূপ স্থলে পূর্ব্বজাত বালকের জন্ম হইতে দশ দিনের মধ্যে মৃত্যুনিবন্ধন সপিণ্ডগণের তৎক্ষণই শুদ্ধি হইলেও ঐ বালকের পিতামাতার স্বকীয় পুত্র জন্মিলে স্বজাতীয়দিগের পক্ষে পূর্ণ জননাশৌচের যে কাল নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, সেই জননাশৌচের কালের শেষেই শুদ্ধিলাভ হইবে। কারণ কূর্ম্ম পুরাণের একটী বচন আছে,—"যদি উৎপন্ন বালকের অশৌচের মধ্যে মৃত্যু

ইতি কূর্ম্মপুরাণাৎ। পরজাতস্য পিতুঃ স্বপুত্রজননাবধি পূর্ণাশৌচকালেন শুদ্ধিঃ পরার্দ্ধপাতিত্বাৎ। পরজাতপুত্রকন্যা-মাতুশ্চ বিংশত্যহমাসাভ্যাং শুদ্ধিঃ। "সূতিকাং পুত্রবতীং-বিংশতিরাত্রেণ স্নাতাং সর্ব্বকর্ম্মাণি কারয়েৎ, মাসেন স্ত্রী-জননীম্।" ইতি পৈঠীনস্যুক্তবহুকালীনাশৌচত্বাৎ। পূর্ব্ব-জাতকন্যামরণে তু মাতৃপিতৃসপিণ্ডানাং সদ্যঃশৌচম্।

"আজননস্তু চূড়ান্তং যত্র কন্যা বিপদ্যতে।
সদ্যঃ শৌচং ভবেত্তত্র সর্ব্ববর্ণেষু নিত্যশঃ।"

ইতি ব্রহ্মপুরাণোক্তেঃ।

পরজাতকন্যামরণে তু পিতৃসপিণ্ডয়োর্বর্দ্ধিতদিনদ্বয়সহিত-

পুত্রজননে যদ্বিংশতিরাত্রাশৌচং, তদিত্যর্থঃ এতচ্চ দশাহাভ্যন্তরমরণে বোধ্যং; ন ত্বেকাদশাদিবিংশতিতমদিনপর্য্যন্তমরণে ইতি স্বজাতেতি স্বপুত্রজননাবধীত্যর্থঃ।

ঘটে, তাহা হইলে পিতামাতার ঐ জননাশৌচই প্রবর্ত্তমান থাকিবে, কিন্তু আধিক্যের মধ্যে পিতাও অস্পৃশ্য হইবে।" কিন্তু পরোৎপন্ন বালকের পিতার স্বকীয় পুত্রের জনন দিন হইতে তজ্জন্য পূর্ণাশৌচের অবসানেই শুদ্ধি হইবে, কেননা, তাহার পক্ষে পুত্রজননজন্য অশুদ্ধিবর্দ্ধক অশৌচ পূর্ব্বজাত অশৌচের দশম দিনের দিন হওয়াতে, পরার্দ্ধপাতী হইয়াছে। এবং পরোৎপন্ন শিশু পুত্র সন্তান হইলে মায়ের বিংশতি দিনে এবং কন্যা হইলে মায়ের একমাসে শুদ্ধি হইবে। কারণ, "প্রসবিত্রী পুত্রবতী হইলে বিংশতি দিনে তাহাকে স্নান করাইয়া তাহার দ্বারা সকল কর্ম্ম করাইবে। এবং কন্যার জননী হইলে মাসান্তেই তাহাকে স্নান করাইয়া তাহার দ্বারা সর্ব্ব কর্ম্ম করাইবে।" এই পৈঠীনসীর বচনে মাতার অশৌচ দীর্ঘকাল স্থায়িরূপে নির্দ্দেশ হওয়ায়, উহাই সর্ব্বাপেক্ষা গুরু অশৌচ হইবে। কিন্তু উক্তরূপ ক্রমে সমুৎপন্ন কন্যাদ্বয়ের মধ্যে প্রথমোৎপন্ন কন্যার মরণ হইলে, মাতা পিতা এবং সপিণ্ড, এই সকলেরই সদ্যঃশৌচ হয়। কারণ ব্রহ্মপুরাণের একটী বচন আছে, "জন্মদিন হইতে চূড়াকাল পর্য্যন্ত যখনই কন্যার মৃত্যু হইবে, তখনই সদ্যঃশৌচ হইবে, সকল বর্ণের ইহাই নিত্য নিয়ম।" আর উহাদের মধ্যে পরোৎপন্ন কন্যার মৃত্যু

পূর্ব্বাশৌচান্তাদেব শুদ্ধিঃ। তন্মাতুস্তু মাসাশৌচত্বাৎপিত্রা পূর্ব্বাশৌচাবধি স্থায়িত্বাভাবেন সপিণ্ডসাধারণ্যাভাবাৎ সদ্যঃ-

পরজাতকন্যামরণে ইতি দশমদিনাদিরূপশেষদিনে জাতায়াঃ কন্যায়াঃ অশৌচাভ্যন্তরে তন্মরণে ইত্যর্থঃ। নবমদিনাভ্যন্তরে জাতায়াঃ কন্যায়া মরণে তু সুতরাং পূর্ব্বাশৌচান্তাদেব শুদ্ধিরিতি। পিতৃসপিণ্ডয়োরিতি কন্যাজননাশৌচস্যাবৃদ্ধিমত্ত্বাভাবাৎ পিতৃসপিণ্ডয়োস্তজ্জননাশৌচমিতিভাবঃ। কেচিত্তু কন্যাজননেঽপি পিতুরবৃদ্ধিমদশৌচং বদন্তি, তচ্চ পূর্ব্বমুক্তমস্মাভিঃ। তন্মাতুস্ত্বেতি আজন্মনস্তু চূড়ান্তং যত্র কন্যা বিপদ্যতে। সদ্যঃ শৌচং ভবেত্তত্র সর্ব্ববর্ণেষু নিত্যশঃ" ইত্যত্রাজন্মন ইত্যুপাদানেন জননাশৌচনিবৃত্তিরুক্তা, এবঞ্চ তজ্জননাশৌচমেব নিবর্ত্ততে, নত্বন্যাশৌচং. তথাচ পিতৃসপিণ্ডয়োর্ন পূর্ব্বাশৌচনিবৃত্তিঃ, মাতুস্তু ন পূর্ব্বাশৌচং, কিন্তু কন্যাজননপ্রযুক্তং মাসাশৌচং,

---

হইলে, পিতা এবং তাহার সপিণ্ডগণের ঐ কন্যার পূর্ব্বাশৌচের দশম দিনে জন্ম নিবন্ধন পূর্ব্বাশৌচের যে দিনদ্বয় বাড়িয়াছিল, সেই সম্বর্দ্ধিত দিনদ্বয়ের সহিত পূর্ব্বাশৌচের অবসানেই শুদ্ধি হইবে এবং ঐ পরজাত কন্যার মাতা স্বকীয় কন্যার জন্মহেতু মাসব্যাপী গুরু অশৌচের ভাগী হয় বলিয়া, তাহার অশৌচ কিছু পূর্ব্বাশৌচাবধি স্থায়ী হয় না কিন্তু তাহা ছাড়াইয়া আরও বেশী দিন থাকে, কাজেই তাহার অশৌচের অপর সপিণ্ডদিগের অশৌচের সহিত সাধারণ্য (তুল্যরূপতা) না হওয়ায়, ঐ কন্যার মরণে সে সদ্যঃশৌচেরই ভাগী হয়। কারণ তদ্বিষয়ে পূর্ব্বোক্ত "জন্মদিন হইতে চূড়াকাল পর্য্যন্ত" ইত্যাদি কূর্ম্ম পুরাণের বচনই প্রমাণ। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, কন্যাজনন জন্য পিতার যে অশৌচ হয়, উহা অশুচিবর্দ্ধক অশৌচ নহে, সুতরাং কন্যার জননে পিতার ও সপিণ্ডগণের তুল্যরূপই অশৌচ হয়, কাজেই পূর্ব্বজাত কন্যার অশৌচকালের দশম দিনের দিন আর একটি সপিণ্ড কন্যার জন্ম হইলে, পরজাত কন্যার পিতার এবং অপর সপিণ্ডগণের পূর্ব্বাশৌচেরই দুই দিন মাত্র বৃদ্ধি হইবে, কিন্তু ঐ কালের মধ্যে সেই কন্যার মৃত্যু ঘটিলে, তাহার মৃত্যু জন্য পিতা ও সপিণ্ডদিগের আর সদ্যঃশৌচ হইবে না, কিন্তু দিনদ্বয় বর্দ্ধিত পূর্ব্বাশৌচই বাহাল থাকিবে। তবে অশৌচকালের মধ্যে কন্যার মৃত্যুতে কূর্ম্মপুরাণে যে, সদ্যঃশৌচের বিধান করা হইয়াছে, তাহার ভাব এই যে, কোন কন্যার মৃত্যু জন্য অশৌচ উহার নিজেরই জননাশৌচের হ্রাস করিয়া সদ্যঃশৌচের উৎপাদন করে, অপর অশৌচের নিবৃত্তি করিতে সমর্থ হয় না; এক্ষণে দেখ, ঐ পরজাত কন্যার মৃত্যুকালে তাহার

শৌচং "আজন্মন"ত্তিতি প্রাগুক্তেঃ। এবঞ্চ "অসমানং দ্বিতীয়েনে"ত্তি প্রাগুক্তশঙ্খবচনে যন্মরণস্য শুদ্ধিহেতুত্বমুক্তং, তজ্জননাশৌচকালাপেক্ষয়া সমানদীর্ঘকালব্যাপকাশৌচজনকত্বেন বোধ্যম্। অন্যথা দীর্ঘকালাশৌচস্য স্বল্পকালশুদ্ধিং প্রতি দীর্ঘ-

---

অতত্ত্বানিবৃত্তিরিতিভাবঃ। ননেতাদৃশস্থলে পিতৃসপিণ্ডয়োরপি মরণনিমিত্তকেন সদ্যঃশৌচেন কথং পূর্ব্বাশৌচনিবৃত্তির্ন জায়তে "অসমানং দ্বিতীয়েনে"ত্যত্র মরণাশৌচেন জননাশৌচনিবৃত্তেরুক্তত্বাৎ তত্রাহ এবঞ্চেতি।

দীর্ঘকালীনাশৌচস্যেতি পঙক্তিঃ দীর্ঘকালীনজননাশৌচান্তরপাতিস্বল্পকালীনমরণাশৌচবিষয়িকা বোধ্যা, দীর্ঘেতি দীর্ঘস্বল্পকালীনমরণাশৌচদ্বয়সন্নিপাতস্থলে, এতাদৃশজননাশৌচদ্বয়সন্নিপাতস্থলে চ দীর্ঘকালীনাশৌচস্য গুরুত্বার্থং স্বীকৃতো যো দীর্ঘকালীনং স্বল্পকালীনাৎ গুরু ইতি বিধিঃ, তদ্বোধিতং গুরুত্বং বাধিতমিত্যর্থঃ, অস্য চ গুরুত্বে, প্রাপ্তে ইতি

পিতার ও সপিণ্ডদিগের যে অশৌচ বর্ত্তমান ছিল, তাহা কিছু ঐ কন্যার জন্ম জন্য অশৌচ নহে, অন্য কন্যার জন্মজন্য অশৌচ, তবে তাহার মৃত্যুতে সে অশৌচের নিবৃত্তি হইবে কেন? মাতার কিন্তু তৎকালে ঐ কন্যার মাসব্যাপী জননাশৌচেরই ভোগ হইতেছিল। কাজেই উহার মৃত্যুতে মাতার অশৌচেরই, পূর্ব্বোক্ত কূর্ম্ম-পুরাণের বচনানুসারে নিবৃত্তি হইবে। এক্ষণে কেহ আশঙ্কা করিয়াছিল, এই যে, তুমি পরজাত কন্যার মরণে, পিতা এবং সপিণ্ডের পূর্ব্বাশৌচের নিবৃত্তি হইয়া সদ্যঃশৌচ হইবে না, বলিলে, ইহা কিরূপ হইল? তুমি পূর্ব্বে শঙ্খের বচনের ব্যাখ্যাস্থলে বলিয়াছ, মরণাশৌচ মাত্রের সহিতই জননাশৌচের নিবৃত্তি হইবে, অথচ, এস্থলে আবার অন্যপ্রকার ব্যবস্থা করিতেছ কেন? ইহার উত্তরে স্মার্ত্ত বলিতেছেন—এইরূপ ব্যবস্থা স্থির হইল বলিয়াই আমরা যে, পূর্ব্বোক্ত "জননাশৌচের মধ্যে মরণাশৌচ সঙ্ঘটিত হইলে, দ্বিতীয় অর্থাৎ ঐ মরণাশৌচের সহিত জননাশৌচের নিবৃত্তি হয়" ইত্যাদিরূপ পূর্ব্বোক্ত শঙ্খবচন প্রমাণে মরণাশৌচের সহিত জননাশৌচের নিবৃত্তির কথা বলিয়াছে, তাহাতে ঐ বচনের তাৎপর্য্য,—যে স্থলে মৃত্যুজন্য অশৌচ পূর্ব্বজাত জননাশৌচের সমকাল অথবা পূর্ব্বজাত জননাশৌচকালাপেক্ষা দীর্ঘকালব্যাপক হইবে, সেই স্থলেই মৃত্যুজন্য অশৌচের সহিত পূর্ব্বোৎপন্ন জননাশৌচের যে নিবৃত্তি হইবে" এইরূপই বুঝিতে হইবে। নতুবা মরণরূপ নিমিত্ত জন্য অশৌচমাত্রের সহিতই যে পূর্ব্বোৎপন্ন জননাশৌচের নাশ হইবে, তাহা নহে। অন্যথা

কালীনত্বরূপগুরুত্বং বাধিত্বা, সমানলঘুকালাশৌচয়োস্তু দীর্ঘ-কালীনত্বরূপগুরুত্বাসম্ভবেন তদবাধিত্বা, মরণমাত্রস্য গুরুত্বে প্রাপ্তে, বাধসাপেক্ষনিরপেক্ষতয়া বিধিবৈরূপ্যাপত্তের্বাক্যভেদঃ স্যাৎ। ২৯।

পরে নাবয়ঃ, তদবাধিত্বা দীর্ঘকালীনত্বরূপগুরুত্বমবাধিত্বা। বিধিবৈরূপ্যেতি "মরণোৎপত্তি-যোগে তু গরীয়ো মরণং ভবেৎ" ইতি বিধিবৈরূপ্যাপত্তেরিত্যর্থঃ। বাক্যেতি দীর্ঘকালীন-জননাশৌচং স্বল্পকালীনজননাশৌচাদ্‌গুরু, এবং দীর্ঘকালীনমরণাশৌচং স্বল্পকালীন-শৌচাদ্‌গুরু ইত্যেবং বাক্যভেদঃ, অস্মন্মতে তু দীর্ঘকালীনাশৌচং স্বল্পকালীনাশৌচাদ্‌-

যদি এরূপ না বল, অর্থাৎ মরণরূপ নিমিত্ত জন্য অশৌচমাত্রের সহিত পূর্ব্বোৎপন্ন জননাশৌচের নাশ হইবে, এইরূপ বল, তাহা হইলে, যে স্থলে জননাশৌচ দীর্ঘকালব্যাপী, অতএব গুরু, এবং মরণাশৌচ অল্পকাল স্থায়ী, সুতরাং লঘু হইবে, সে স্থলে তোমার মতানুযায়ী মরণাশৌচমাত্রই পূর্ব্বজাত জননাশৌচের বাধক হইবে; শঙ্খ বচনের এইরূপ ব্যাখ্যা অনুসারে অল্পকালস্থায়ী মরণাশৌচকে দীর্ঘকালস্থায়ী জননাশৌচের নাশক বলিয়া অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। এরূপ স্থলে অল্পকালব্যাপী মরণাশৌচ জননাশৌচের দীর্ঘকালীনত্বরূপ গুরুত্বের বাধ করিয়াই অল্পকালমধ্যে তাহার নাশের প্রযোজক হইতেছে, এবং যে স্থলে পূর্ব্বজাত জননাশৌচের সহিত পরজাত মরণাশৌচ সমানকালব্যাপী, অথবা তদপেক্ষা অল্পকালব্যাপী, সেরূপ স্থলে জননাশৌচের দীর্ঘকাল স্থায়িত্বাভাব হেতু গুরুত্বেরও অভাব হওয়াতে মরণাশৌচ, জননাশৌচের গুরুত্বের বাধ না করিয়াই উহার নাশক হইতেছে। এক্ষণে দেখ, পূর্ব্বোক্ত শঙ্খবচনের ব্যাখ্যা দ্বারা যদি মরণজন্য অশৌচ-মাত্রেরই গুরুত্ব স্থাপন কর, অর্থাৎ মরণাশৌচমাত্রই আপনার সহিত সকল প্রকার জননাশৌচেরই নাশক হইবে, এইরূপ ব্যাখ্যা কর, তাহা হইলে, তোমার ঐ ব্যাখ্যা দ্বারা উদ্ভাবিত বিধিটির অর্থাৎ মরণাশৌচমাত্রই আপনার সহিত জননাশৌচের নাশ করিবে, এইরূপ বিধিটির সর্ব্বত্র একরূপতা থাকিতেছে না, ঐ বিধির বিভিন্ন স্থলে বিভিন্ন আকার স্বীকার করা অপরিহার্য্য হইতেছে। অর্থাৎ "মরণাশৌচ মাত্রই জননাশৌচের নাশক হইবে", এই একইরূপ বিধি সর্ব্বত্র থাকিতেছে না। দেখ, জননাশৌচ যে, স্থলে মরণাশৌচ অপেক্ষা গুরু হইবে, সে স্থলে বিধিটীর রূপ এইরূপ করিতে হইবে যে, মরণাশৌচ পূর্ব্বজাত জননাশৌচের গুরুত্ব বাধ করিয়া আপনার সহিত উহার নাশের প্রযোজক

তথাচ দীর্ঘকালীনাশৌচকালাৎ শুদ্ধিমাহ মিতাক্ষরায়াং উশনাঃ—

"স্বল্পাশৌচস্য মধ্যে তু দীর্ঘাশৌচং ভবেদ্ যদি।
ন তু পূর্ব্বেণ শুদ্ধিঃ স্যাৎ স্বকালেনৈব শুধ্যতি।
"দশাহাভ্যন্তরে বালে প্রমীতে তস্য বান্ধবৈঃ।
শাবাশৌচং ন কর্ত্তব্যং, সূত্যাশৌচং বিধীয়তে।"

ইতি মিতাক্ষরাধৃতবৃহন্মনুবচনাৎ। "মাতুশ্চ সূতকং তৎ

গুরু ইত্যেকং বাক্যমিতিভাবঃ, মরণোৎপত্তিযোগে ত্বিতি বচনস্থ সমানকালীনাশৌচজনকমরণোৎপত্তিযোগে ইত্যর্থকতয়া ব্যাখ্যেয়মিতি।

বান্ধবৈরিতি মাতাপিতৃভ্যামিত্যর্থঃ। মাতুশ্চ সূতকং তৎ স্যাদিতি তৎসূতকং জননা-

---

হইবে, এবং যে স্থলে জননাশৌচ মরণাশৌচের সমান অথবা তদপেক্ষা লঘু হইবে, সে স্থলে বিধিবাক্যে "জননাশৌচের গুরুত্ব বাধ করিয়া" এইরূপ পদের যোজনা করিবার আবশ্যকতা হইবে না; সুতরাং তোমার মতানুসারে শঙ্খবচনে উল্লিখিত বিধির বৈরূপ্য এবং তজ্জন্য বাক্যভেদ (১) নামক দোষেরও সঙ্ঘটন হয়।২৯॥

অশৌচ সঙ্করস্থলে দীর্ঘকালীন অশৌচ কালের পরই যে শুদ্ধি লাভ হয়, তদ্বিষয়ে মিতাক্ষরায়ও উশনার একটী বচন উদ্ধৃত হইয়াছে, যথা "যদি অল্প কালীন অশৌচের মধ্যে দীর্ঘকালীন অশৌচান্তরের সঙ্ঘটন হয়, তবে ঐ পরোৎপন্ন দীর্ঘকালীন অশৌচ পূর্ব্বজাত অল্পকালীন অশৌচের সহিত নাশ প্রাপ্ত হয় না, কিন্তু স্বকীয় নির্দ্দিষ্ট কাল অতীত হইবার পরই নাশ প্রাপ্ত হয়।" আরও দেখ, "উৎপন্ন বালক, জন্মের পর দশাহের মধ্যে মৃত হইলে, তাহার বান্ধব অর্থাৎ মাতা এবং পিতা উহার মরণ জন্য অশৌচ গ্রহণ করিবে না, কারণ, তাহাদের পক্ষে উহার জনন জন্য অশৌচই প্রবলরূপে বিহিত হইয়াছে" মিতাক্ষরায় উদ্ধৃত বৃহন্মনুর এই বচন অনুসারে, এবং "মাতার ঐ জননাশৌচই

---

(১) শঙ্খের বচনের উত্তরার্দ্ধের স্মার্ত্ত যেরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহাতে মোটামুটি একটী মাত্র বাক্য দ্বারাই সর্ব্বত্র উহার নিয়োগ করা যাইতে পারে, যথা মরণাশৌচ আপনার অপেক্ষা অদীর্ঘকালীন জননাশৌচকে আপনার সহিত সমাপিত করিবে; কিন্তু অপরের ব্যাখ্যা অনুসারে একটী বাক্য স্থলে দুইটী বাক্য প্রস্তুত করা অপরিহার্য্য হইয়া উঠে। যথা;—(১) দীর্ঘকালীন জননাশৌচ অল্পকালীন জননাশৌচ অপেক্ষা গুরু। (২) এবং মরণাশৌচ লঘু অশৌচ অপেক্ষা গুরু।

।ৎ পিতা তু স্পৃশ্য এব চেতি” কূর্ম্মপুরাণাচ্চ “মরণোৎপত্তি-যোগে তু গরীয়ো মরণং ভবেদি”ত্যস্য, “মৃতেন সূতকং গচ্ছেন্নেতরৎ সূতকেন তু” ইত্যস্য চ সামান্যবিষয়ত্বে ব্যভিচারঃ তথাচ জননাশৌচমধ্যে মরণাশৌচপাতে, অধিককালব্যাপকেন জননাশৌচেন শুদ্ধিঃ। ৩০ ॥

কূবেরধৃতবৃদ্ধমনুরপি—

“শাবস্যোপরি শাবে তু সূতকোপরি সূতকে।

শেষাহোভির্ব্বিশুদ্ধিঃ স্যাদুদক্যাং সূতিকাং বিনা।”

শৌচমিত্যর্থঃ তথাচাসন্নজননাৎ সদ্য’ ইত্যাদিবচনাৎ মরণাশৌচং স্বল্পকালীনমতো ন তেন শুদ্ধিঃ কিন্তু দীর্ঘকালীনজননাশৌচকালেনৈব শুদ্ধিরিতিভাবঃ। ব্যভিচার ইতি অতএব শুদ্ধিকৌমুদ্যাং বৃদ্ধাঃ পঠন্তীতি কৃত্বা লিখিতং যথা। “জননাশৌচমধ্যে তু মরণং স্যাদ্যহং যদি। ব্যাপকাদহকালস্য জ চ্ছুদ্ধিরিষ্যতে” ইতি ॥ ৩০ ॥

বিদ্যমান থাকিবে, এবং পিতাও অস্পৃশ্য হইবে” কূর্ম্মপুরাণের পূর্ব্বোক্ত এই বচনানুসারেও এইরূপ সিদ্ধান্ত স্থির হইতেছে যে, “মরণ এবং জননাশৌচের সংযোগ হইলে মরণাশৌচ জননাশৌচ অপেক্ষা গরীয়ান্ হইবে” এই বচনটীকে এবং “মৃতাশৌচের সহিত জননাশৌচের শেষ হয়, কিন্তু জননাশৌচের সহিত মৃতাশৌচের শেষ হয় না” এই বচনটীকেও যদি সামান্য মৃতাশৌচ অর্থাৎ মৃতাশৌচমাত্রবিষয়ক বলা যায়, তাহ’লে বিধিতে ব্যভিচার দোষ ঘটে। অর্থাৎ সকল মরণাশৌচই যে সমুদয় জননাশৌচ অপেক্ষা গরীয়ান্, এবং সকল স্থলেই যে মরণাশৌচের সহিত জননাশৌচের শেষ হয় এবং কোনও স্থলেই জননা-শৌচের সহিত মরণাশৌচের শেষ হয় না, এ কথা সকল স্থলেই সঙ্গত হইতে পারে না। কারণ, স্থলবিশেষে ঐ দুইটি বচনবিহিত বিধির ব্যভিচারও দৃষ্ট হয়। যেমন পূর্ব্বজাত জননাশৌচের মধ্যে মরণাশৌচ ঘটিলে পূর্ব্বজাত জননাশৌচটি যদি পরজাত মরণাশৌচ অপেক্ষা দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়, তবে ঐ জননাশৌচের সহিতই মরণাশৌচের শেষ হওয়ার পক্ষে বিবাদ না থাকায়, এ স্থলে বিধির ব্যভিচার হয়। ৩০।

একাধিক নিমিত্তের যুগপৎ সংঘটনে, উহাদের প্রত্যেক নিমিত্তজন্য স্বতন্ত্র

অত্র শাবমাত্রসূতকমাত্রাভিধানাত্ত্রিরাত্রাদিসঙ্করেঽপি পূর্ব্বাশৌচশেষাহেন শুদ্ধিঃ। অতএব—

"সমানং লঘু চাশৌচং পূর্ব্বেণৈব বিশুধ্যতী"তি হারলতা। এতেন সজাতীয়ত্র্যহাশৌচসঙ্করমাত্রে "অঘবৃদ্ধাবশৌচন্তু পশ্চিমেন সমাপয়েদিতি" যমবচনেনোত্তরব্যাপনমাৎ শুদ্ধিরিতি মিশ্রোক্তং হেয়ম্। "অঘবৃদ্ধাবিত্য"স্য প্রাগুক্তাঘবৃদ্ধিমদাশৌচ-

---

শাবমাত্রেত্যাদি—অত্র মাত্রপদং কৃৎস্নার্থকং। ত্রিরাত্রাদিসঙ্করেঽপীতি—খণ্ডাশৌচসঙ্করে, রাত্রিশেষে দিনদ্বয়েনেত্যাদের্ন বিষয় ইতি বোধ্যম্। এতেনেতি পূর্ব্বেণৈব বিশুধ্যতীত্যনেনেত্যর্থঃ। সজাতীয়েতি সজাতীয়ত্র্যহাশৌচং, অঘবৃদ্ধিমদ্ভবতু, তদ্ভিন্নং বা ভবতু, সর্ব্বত্রৈব পরত্র্যহাশৌচকালেন শুদ্ধিরিতি মিশ্রমতং বোধ্যম্। পশ্চিমেন

স্বতন্ত্র অশৌচ হইয়া, তাহাদেরই যে সাঙ্কর্য্য হয় এবং তন্মধ্যে অধিক কালব্যাপী জননাশৌচের সহিতই যে, অল্পকালব্যাপী মরণাশৌচের শেষ হয়। তদ্বিষয় কুবের কর্ত্তৃক উদ্ধৃত বৃদ্ধ মনুর বচনও আমরা প্রমাণস্বরূপ দেখিতে পাই ;—"মরণাশৌচের মধ্যে অপর একটী মরণাশৌচের সংঘটন, এবং জননাশৌচের মধ্যে অপর একটি জননাশৌচের সংঘটন হইলে ঋতুমতী এবং সন্তান প্রসবিনী ব্যতীত অপর সকলেরই পূর্ব্বজাত অশৌচের অবশিষ্ট দিনেই দ্বিতীয় অশৌচের নাশ হইবে।" অপিচ উক্ত বৃদ্ধ মনুর বচনে, মরণাশৌচ এবং জননাশৌচ, এইরূপ সামান্যাকারে উক্ত হওয়ায়, অর্থাৎ উঁহারা পূর্ণ বা ত্রিরাত্র ইত্যাদিরূপ বিশেষণ দ্বারা নির্দ্দিষ্ট না হওয়ায়, ত্রিরাত্রাদিব্যাপী অশৌচের সঙ্কর ঘটিলেও অর্থাৎ একটী ত্রিরাত্র অশৌচের মধ্যে আর একটী ত্রিরাত্র অশৌচের সংঘটন হইলেও পূর্ব্বাশৌচের অবশিষ্ট যে কয়দিন বাকী থাকিবে, তাহাতেই দ্বিতীয়াশৌচের শুদ্ধি হইবে। এই জন্যই হারলতানামক গ্রন্থে বলা হইয়াছে, "দ্বিতীয় উৎপন্ন অশৌচ পূর্ব্বাশৌচের সমানই হউক, অথবা তদপেক্ষা লঘু হউক, পূর্ব্বাশৌচের সহিতই তাহার শুদ্ধি লাভ হইবে।" উপরে যেরূপ মীমাংসা করা হইল, তাহাতে মিশ্র যে যমের "অশুদ্ধির বৃদ্ধি স্থলে পরজাত অশৌচের সহিতই পূর্ব্বাশৌচের শেষ করিবে।" এই বচনটী অবলম্বন করিয়া বলিয়াছিলেন, "সজাতীয় ত্রিরাত্রাশৌচের সঙ্করস্থল মাত্রেই পরজাত অশৌচের নাশের সহিতই

বিষয়কত্বাৎ ; এবং স্নানমাত্রাপনেয়াজাস্পৃশ্যত্বযুক্তত্রিরাত্রস্যৈক-রাত্রাজাস্পৃশ্যত্বযুক্তত্রিরাত্রেণ গুরুণৈব শুদ্ধিঃ। "অঘানাং যৌগপদ্যে তু জ্ঞেয়া শুদ্ধির্গরীয়সা।" ইতি দেবলবচনৈক-বাক্যত্বাৎ। এবং জননমরণত্রিরাত্রয়োঃ সাঙ্কর্য্যে, মরণ-ত্রিরাত্রাৎ শুদ্ধিঃ। "মরণোৎপত্তিযোগে তু গরীয়ো মরণং ভবেদি"তি দেবলবচনান্তরাৎ। তথা, একদিনপাতিতুল্য-মরণাশৌচদ্বয়ে যাবদশৌচং সর্ব্বগোত্রাস্পৃশ্যত্বং যথা —

পরাশৌচকালেন। অঘবৃদ্ধাবিত্যস্যেতি যমবচনস্যেতি শেষঃ, দেবলবচনান্তরাদিতি অত্রেদং বোধ্যং খণ্ডাশৌচসঙ্করে সমানত্বে পূর্ব্বেণৈব শুদ্ধিঃ, লঘুগুরুসাঙ্কর্য্যে, তু গুরুণৈব অত্র পূর্ব্বার্দ্ধপরার্দ্ধপাতিত্বকৃতবিশেষো নাস্তীতি। তত্র আদ্যদিনে সূতকে সতি মরণা-শৌচান্তরে সতি অত্র সূতকপদস্য মরণাশৌচবাচিত্বং মধ্যেঽপি সূতকে দশাদিতুল্যত্বার্দ্ধে ব্যক্তং। অস্পৃশ্যং যাবদশৌচমস্পৃশ্যং, ন দিনদ্বয়াদিবৃদ্ধিরিতি দিনদ্বয়াদিবৃদ্ধেঃ সমান-

পূর্ব্বাশৌচের শুদ্ধি হইবে।" তাহা হেয় বলিয়াই প্রতীত হইতেছে। কারণ যমের বচনে যে অঘবৃদ্ধি 'এই কথাটী আছে, উহা দ্বারা পূর্ব্বজাত অশৌচ অপেক্ষা পরে যদি আর একটি অশুদ্ধি বর্দ্ধক অশৌচ হয়, এইরূপ অর্থই বুঝাইতেছে। যে হেতু, ঐ বচনস্থিত অঘবৃদ্ধি শব্দের অর্থ অর্থাৎ অশুদ্ধির বৃদ্ধি, কতকগুলি অশৌচের সম্বটন এরূপ অর্থ নহে। যদি এইরূপ হইল, তাহা হইলে পূর্ব্বে যদি এমন একটী ত্রিরাত্রা-শৌচ হয়, যজ্জনিত অজাস্পৃশ্যত্ব স্নান করিলেই দূরীভূত হয়, এবং উহার সহিত পরজাত আর একটি এইরূপ ত্রিরাত্রাশৌচের সঙ্কর হয়, যজ্জনিত অজাস্পৃশ্যত্ব এক রাত্র পর্য্যন্ত অবস্থান করে, তাহ'লে ঐ এক রাত্রাস্পৃশ্যত্বের জনক গুরু ত্রিরাত্রাশৌচের সহিতই পূর্ব্বোৎপন্ন ত্রিরাত্রাশৌচের শুদ্ধি হইবে। ফলতঃ পরজাত অশুদ্ধিবর্দ্ধক ত্রিরাত্রাশৌচের অবসানের সহিতই পূর্ব্বজাত সাধারণ ত্রিরাত্রা-শৌচের শুদ্ধি হইবে, পূর্ব্বোক্ত যমবচনের এইরূপ অর্থ করাই যুক্তিযুক্ত, কেননা তাহ'লেই উহার সহিত "অশৌচসমূহের যৌগপদ্য স্থলে গুরু অশৌচের সহিতই লঘু অশৌচের শুদ্ধি জানিবে" এই দেবলবচনের একবাক্যতা হয়। এবং ইহাও বক্তব্য যে, ত্রিরাত্রব্যাপী মরণাশৌচ ও জননাশৌচের সঙ্করস্থলে মরণজন্ত ত্রিরাত্রাশৌচের সহিতই জনন জন্য ত্রিরাত্রাশৌচের শুদ্ধি হইবে।

"সর্ব্বং গোত্রমসংস্পৃশ্যং তত্র স্যাৎ সূতকে সতি।
মধ্যেঽপি সূতকে দদ্যাৎ পিণ্ডান্ প্রেতস্য তৃপ্তয়ে।
মরণং যদি তুল্যং স্যাৎ মরণেন কথঞ্চন।
অস্পৃশ্যন্তু ভবেদ্গোত্রং সর্ব্বমেব সবান্ধবম্।"

ইত্যাদিপুরাণবচনাৎ। এবঞ্চ তদন্তিমদিবসে জ্ঞাত্যন্তরমরণে, ন দিনদ্বয়বৃদ্ধিঃ, কিন্তু মহাগুরুনিপাতে ইতি ধ্যেয়ম্। "উদক্যাং সূতিকাং বিনে"তি অত্রেদং বীজং—উদক্যাশৌচস্য মরণজননাশৌচভিন্নত্বং, সূতিকাশৌচস্য বহুকালব্যাপিত্বং।

শৌচবিষয়ত্বাদিতি ভাবঃ, অসমানস্থলে তু "জ্ঞেয়া শুদ্ধির্গরীয়সে"ত্যস্য বিষয়ঃ। এতাদৃশাশৌচদশমদিনে সপিণ্ডদ্বয়মরণে তু দিনদ্বয়াধিক্যং বর্দ্ধত এব, তত্র তদুভয়োস্তুল্যত্বাদিতি তু বোধ্যং। কিন্তু মহাগুরুনিপাত ইতি দিনদ্বয়াদিবৃদ্ধিরিত্যন্বয়স্তথাচ এতাদৃশস্থলে মহাগুরুনিপাতেঽপি দিনদ্বয়াদিবৃদ্ধির্ন তু পূর্ব্বার্দ্ধপাতিত্বাদি ক্রমেণ ব্যবস্থা; যাবদশৌচাস্পৃশ্যত্বাদশরাত্রাক্ষারলবণান্নাশনয়োস্তুল্যত্বাদিতি স্মার্ত্তাভিপ্রায়ঃ, মহাগুরুনিপাতস্য গুরুত্বাৎ পূর্ব্বার্দ্ধাদিক্রমেণাত্রাপি ব্যবস্থেতি কেচিৎ। বহুকালব্যাপিত্বমিতি

কারণ দেবলের আর একটী বচন আছে, "জননাশৌচ এবং মরণাশৌচের মধ্যে মরণাশৌচই গুরু হইয়া থাকে। এ স্থলে ইহাও বক্তব্য যে, দুটী মরণাশৌচ একদিনপাতী হইলে যাবৎকাল ঐ অশৌচ স্থায়ী হইবে, তাবৎকাল সমুদয় গোত্রই অস্পৃশ্য থাকিবে। কারণ আমরা আদিপুরাণে একটী বচন দেখিতে পাই, যথা "একটী মরণাশৌচের প্রথম দিনে আর একটী মরণাশৌচ সংঘটিত হইলে, সমুদয় গোত্র অস্পৃশ্য হইবে, কিন্তু প্রেতের তৃপ্তির নিমিত্ত ঐ অশৌচের মধ্যেও তাহার উদ্দেশে পিণ্ডদান করিবে। আর যদি পূর্ব্ব মরণাশৌচের সহিত দ্বিতীয় মরণাশৌচ তুল্য হয়, তাহা হইলে, যাবৎ অশৌচ বান্ধবগণের সহিত নিখিল গোত্র অস্পৃশ্য হইবে।" যদি এইরূপ হইল, তাহা হইলে, একদিনে সংঘটিত তুল্যরূপ মরণাশৌচদ্বয়ের অন্তিম দিনে যদি অপর একটি জ্ঞাতির মরণ হয়, তাহা হইলে আর দিনদ্বয়ের হইবে না, কিন্তু কেবলমাত্র মহাগুরুর নিপাত হইলেই অশৌচের বৃদ্ধি হইবে। উপরে উল্লিখিত বৃদ্ধ মনুর বচনে যে, "ঋতুমতী এবং সন্তানপ্রসবকারিণী ভিন্ন" বলা হইয়াছে তাহার বীজ এই,

অতএব কূর্ম্মপুরাণে তুল্যকালাশৌচমুপক্রম্য মরণাৎ শুদ্ধিরুক্তা যথা—

"যদি স্যাৎ সূতকে সূতির্ম্মৃতকে চ মৃতির্ভবেৎ।
শেষেণৈব ভবেচ্ছুদ্ধিরহঃশেষে দ্বিরাত্রকম্।
মরণোৎপত্তিযোগে তু মরণাৎ শুদ্ধিরিষ্যতে"।

শেষেণ পূর্ব্বাশৌচশেষাহেন, অহঃশেষে পূর্ণাশৌচান্তদিনে "আনবমাদ্দিবসা"দিত্যেকবাক্যত্বাৎ। অত্র জননস্য তুল্যকালীন-মরণেন শুদ্ধ্যভিধানাৎ মনুবচনে "পুনর্ম্মরণজন্মনী" ইত্যত্র

অত উদক্যাসূতিকাশৌচয়োরশৌচান্তরসন্নিপাতেঽপি ন হ্রাসবৃদ্ধী। ইতিভাবঃ।

ঋতুমতীর ঋতুজন্য অশৌচ জনন বা মরণাশৌচের সজাতীয় নহে। এবং প্রসূতির অশৌচ দীর্ঘকালস্থায়ী; সুতরাং ঐ দুই অশৌচের সাধারণ জনন বা মরণাশৌচের সহিত নাশ হইতে পারে না। এই জন্যই কূর্ম্মপুরাণে সমান-কালব্যাপী অশৌচের কথা তুলিয়া বলা হইয়াছে,—"তুল্যকালব্যাপী জনন বা মরণ অশৌচের সঙ্কর হইলে, মরণাশৌচের সহিতই জনন জন্য অশৌচের শুদ্ধি হইবে। যথা, "যদি একটী জননাশৌচের মধ্যে পুনর্ব্বার একটী জননাশৌচ হয়, এবং একটী মরণাশৌচের মধ্যে পুনর্ব্বার একটী মরণাশৌচ হয়, তাহা হইলে দ্বিতীয়াশৌচ ঘটনার সময় পূর্ব্বাশৌচের যে কয়দিন অবশিষ্ট থাকে, তাহাতেই পর অশৌচের শুদ্ধি হইবে। আর যদি পূর্ব্বাশৌচের একদিন মাত্র বাকী থাকিতে অর্থাৎ শেষ দিনে সজাতীয় দ্বিতীয় অশৌচ সংঘটিত হয়, তাহা হইলে, দুই রাত্র মাত্র পূর্ব্বাশৌচের বৃদ্ধি হইবে; কিন্তু মরণও জননাশৌচের সঙ্কর হইলে মরণাশৌচের সহিতই জননাশৌচের শুদ্ধি হইয়া থাকে।" মূলবচনে যে "অহঃ শেষ" পদটী আছে, তাহার অর্থ পূর্ণাশৌচের অন্তিমদিনে; এইরূপ অর্থ করিলেই পূর্ব্বোক্ত "নবম দিনের মধ্যে" ইত্যাদি বচনের সহিত কূর্ম্মপুরাণীয় বচনের একবাক্যতা হয়। (১) এই কূর্ম্মপুরাণের বচনে তুল্যকালীন মরণাশৌচের

---

১ অহঃ শেষঃ শব্দের অর্থ সাধারণতঃ দিবার অবসান অর্থাৎ দিনের শেষ ভাগ এইরূপই করা হইয়া থাকে। অন্তিম দিন এইরূপ অর্থ 'অহঃ শেষ" শব্দ হইতে সচরাচর বুঝা যায় না। কিন্তু এস্থলে অন্তিম দিন রূপ অর্থ করাই যুক্তিসঙ্গত। কারণ তাহা হইলে আর একটী ঋষিবচনের সহিত এই বচনের একবাক্যতা হয়।

পুনঃশব্দো "মরণ"মাত্রেণান্বিতো, ন তু 'জন্মনা' অব্যাবর্ত্তকত্বাৎ।

অব্যাবর্ত্তকত্বাদিতি। তথাহি পুনঃশব্দেন সজাতীয়োত্তরত্ববোধনাৎ পুনর্ম্মরণস্য, পুনর্জ্জননস্য চ লাভেন মরণোত্তরং মরণং, জননোত্তরঞ্চ জননং ইতিলভ্যতে এব, কিন্তু তত্র মরণে পুনঃপদং জননদশাহান্তর্ম্মরণব্যাবর্ত্তকং, জননি তু মরণদশাহান্তঃপতিতে বা পূর্ব্বদশাহেন

সহিত জননাশৌচের শুদ্ধি বিধান করায় পূর্ব্বোক্ত মনুবচনের (পুনর্মরণজন্মনী) "যদি পূর্ব্বজাত দশাহব্যাপী অশৌচের দশ দিনের মধ্যেই পুনর্ব্বার একটী তথাবিধ জননাশৌচ বা মরণাশৌচ সংঘটিত হয়" ইত্যাদ বচনে, যে 'পুনঃ' শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে, উহা কেবলমাত্র, 'মরণ' শব্দের সহিতই অন্বিত, 'জন্ম' শব্দের সহিত অন্বিত নয়। অর্থাৎ ঐ স্থলে পুনর্মরণ এবং জন্ম, এইরূপ দুই পদেরই দ্বন্দ্ব সমাস করা হইয়াছে, জন্ম এবং মরণ, প্রথমে এই দুইটীর দ্বন্দ্ব সমাস করিয়া, পরে উহাদের সহিত পুনঃ শব্দের যোগ করা হয় নাই। কারণ, জননাশৌচ কিছু মরণাশৌচের ব্যাবর্ত্তক হয় না। ইহার তাৎপর্য্য এই, ঐ মনুবচনে প্রযুক্ত "পুনঃ" শব্দটীকে যদি মরণ ও জনন এই উভয়ের সহিত অন্বিত করা হয়, অর্থাৎ অগ্রে মরণ এবং জন্ম, এই দুইটির দ্বন্দ্ব সমাস করিয়া উভয়ের সহিত যদি আবার পুনঃ শব্দের যোগ করা হয়, তাহা হইলে এইরূপ অর্থের লাভ হয় যে, পূর্ব্বজাত একটী মরণের বা জননের দশাহের মধ্যে যদি আর একটী মরণ, বা জননের সংঘটন হয়, তাহা হইলে পূর্ব্বজাত মরণ জন্য বা জনন জন্য অশৌচের দশ দিন শেষ হইলেই পরজাত মরণ জন্য বা জনন জন্য, এই দুই প্রকার অশৌচেরই শেষ হইবে। কিন্তু এক্ষণে বিচারে যখন দাঁড়াইল যে, পূর্ব্বজাত মরণাশৌচের মধ্যে আর একটি মরণাশৌচ হইলেই পূর্ব্বজাত অশৌচের মরণাশৌচের সহিতই পরজাত মরণাশৌচের শেষ হইবে, কিন্তু পূর্ব্বজাত জননাশৌচের মধ্যে অপর একটি মরণাশৌচ উৎপন্ন হইলে, পূর্ব্বজাত জননাশৌচের সহিত কিছু উহার শেষ হইবে না, তখন জননাশৌচের অন্তঃপাতী মরণাশৌচকে ব্যাবৃত্ত (পৃথক্) করিবার জন্য মরণ পদটির পূর্ব্বেই "পুনঃ শব্দটির যোগ করা আবশ্যক। অর্থাৎ উহাদ্বারা একটি মরণের পর দশ দিনের মধ্যে আর একটি মরণাশৌচ উৎপন্ন হইলে, পূর্ব্বজাত মরণাশৌচের সহিতই পরজাত মরণাশৌচের শুদ্ধি হইবে, এইরূপ শাস্ত্রার্থ বোধ করাইবার জন্যই মরণের পূর্ব্বে 'পুনঃ' শব্দের যোগ করা আবশ্যক

জননাশৌচতুল্যকালীনমরণাশৌচস্যাপি গুরুত্বাভিধানম্ অঙ্গা-স্পৃশ্যত্বাদিনা নৈয়ায়িকং, ন তু বাচনিকং গৌরবাৎ। এতেন মরণসম্বন্ধিসদ্যঃশৌচাদিনা দশাহজননাশৌচনিবৃত্তির্বাচনিকীতি

শুদ্ধিরিতি তত্র পুনঃপদমব্যাবর্ত্তকমিতিভাবঃ। তথাচ পুনর্ব্বাক্যং, তস্য চেতি গন্ধো বোদ্ধব্যঃ। নৈয়ায়িকং ন্যায়প্রাপ্তং যৌক্তিকমেবেতি যাবৎ। ন বাচনিকং ন বিধিবোধিতং, অত্র হেতুমাহ গৌরবাৎ বিধিকল্পনাগৌরবাৎ, তথাচ যুক্তিসিদ্ধ এবার্থো মরণোৎপত্তিযোগে স্থিতাবেন নিবদ্ধ ইত্যর্থঃ। এতেনেতি মরণাশৌচস্য জননাশৌচা-

---

হইয়াছে। কিন্তু জননাশৌচ যখন মরণাশৌচের পূর্ব্বে উৎপন্ন হইলেও পরজাত মরণাশৌচের সহিতই শেষ হইবে, এবং মরণাশৌচের পরে উৎপন্ন হইলেও পূর্ব্বজাত মরণাশৌচের সহিতই শেষ হইবে, এইরূপই শাস্ত্রসম্মত ব্যবস্থা, তখন আর মরণাশৌচের পরজাত জননাশৌচকে মরণাশৌচের পূর্ব্বজাত জননাশৌচের সহিত ব্যাবৃত্ত করা নিষ্প্রয়োজন; অর্থাৎ মরণাশৌচের মধ্যে আবার একটি জননাশৌচ উৎপন্ন হইলেই পূর্ব্বজাত মরণাশৌচের সহিত উহার শেষ হইবে, এইরূপ করিয়া বলা নিষ্প্রয়োজন, সুতরাং জননাশৌচের সহিত 'পুনঃ' কথাটীর যোগ আর অপেক্ষিত হইতেছে না। কেহ আশঙ্কা করিয়াছিল, এই যে তুমি পূর্ব্বজাত জননাশৌচকালের মধ্যে তৎতুল্য কাল স্থায়ী একটী মরণাশৌচ ঘটিলে, পূর্ব্বজাত জননাশৌচের সহিত পরজাত মরণাশৌচের শুদ্ধি না হইয়া, পরজাত মরণাশৌচের সহিতই পূর্ব্বজাত জননাশৌচের শুদ্ধি হইবার ব্যবস্থা করিলে, ইহাতে তুল্যকাল স্থায়ী জননাশৌচ অপেক্ষা মরণাশৌচের গুরুত্বই বলা হইল, ঐরূপ মরণাশৌচের গুরুত্ব কথনের অনুকূলে কি কোন বচন প্রমাণ আছে? ইহার উত্তরে স্মার্ত্ত বলিতেছেন, ঐ যে মরণাশৌচের গুরুত্ব অভিধান করা হইয়াছে, উহার প্রতি অঙ্গাস্পৃশ্যত্বাদি রূপ অশুদ্ধি কারণ হওয়ায়, ঐরূপ কথনকে যুক্তিমূলকই বুঝিতে হইবে, উহার প্রতি সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কোনরূপ বিধিমূলক বচনকে মূল করিয়া ঐরূপ বলা হয় নাই, কেন না, তাহলে একটী নূতন বিধির কল্পনা করা আবশ্যক হইয়া পড়ে, কিন্তু ঐরূপ বিধি কল্পনা করিলে একটী গৌরব পক্ষ স্বীকার করিতে হয়। এক্ষণে ঐরূপ সিদ্ধান্ত যদি কেবল যুক্তিমূলকই হইল, তবে, জননাশৌচ অপেক্ষা মরণাশৌচের গুরুত্ব বিষয়ে বচন প্রমাণের অভাব সত্ত্বেও মৈথিলগণ যে বলিয়াছিলেন, "যেরূপ

মৈথিলমতমপাস্তম্। এবমেব হারলতাপ্রভৃতয়ঃ। ততশ্চ পুত্র-বত্যা বিংশতিরাত্রাশৌচান্তদিনে পত্যুর্ম্মরণে বহুকালীনাশৌচ-কালেন যথা শুদ্ধিস্তথা সপিণ্ডদ্বয়জননজাতদ্বাদশাহাশৌচান্ত-দিনে পিতুর্মাতুর্ভর্ত্তুর্ব্বা মরণে, পূর্ব্বাশৌচেনৈব শুদ্ধিঃ। এবম-ন্যত্র। এবং মৃতজাতে তু অজাতদন্তত্বেন মরণস্য স্বল্পকালীনা-শৌচস্য নিমিত্তত্বাৎ জননাশৌচমেব দশাহম্। তথাচ মিতা-ক্ষরায়াং পারস্করঃ,—

"গর্ভে যদি বিপত্তিঃ স্যাদ্দশাহং সূতকং ভবেৎ।" দশাহ-পদমিতি স্বস্বজাত্যুক্তাশৌচপরম্। এতচ্চ নবমাদিমাসমৃতজাত-বিষয়ম্॥ ৩১॥

ক্লোরবস্ত বাচনিকত্বাভাবেনেত্যর্থঃ। ততশ্চেতি অঙ্গাস্পৃশ্যত্বাদিসকলাপেক্ষয়া দীর্ঘ-কালীনত্ব গুরুত্বসম্পাদকত্বাদেবেত্যর্থঃ। চাবধারণে, অশৌচান্তদিনে ইতি—তথাচ বহুকালীনাশৌচস্যান্তদিনেঽপি মহাগুরুনিপাতে চেৎ বহুকালীনাশৌচকালেন শুদ্ধিঃ দিনদ্বয়াদিবৃদ্ধিরপি ন জাতা তদা সুতরাং বহুকালীনাশৌচস্য দ্বিতীয়াদিদিনে মহাগুরু-নিপাতে বহুকালীনাশৌচকালেন শুদ্ধিরিতি॥ ৩১॥

মরণে সদ্যঃশৌচ হয়, তাহাতেও পূর্ব্বোৎপন্ন দশাহব্যাপী জননাশৌচের নিবৃত্তি বিধিবোধিত", ইহাও নিরস্ত হইল। কারণ, বাচনিক প্রমাণ না থাকায় উহাকে বিধিবোধিত বলা যাইতে পারে না, তবে যুক্তিমূলক বটে। হারলতা প্রভৃতিও এই কথা বলিয়াছেন। এই জন্যই পুত্রপ্রসূতির বিংশতিরাত্রিব্যাপী অশৌচের অন্ত্যদিনে স্বকীয় পতির মৃত্যু জন্য অশৌচ যেমন বহুকালব্যাপী জননাশৌচের সহিতই নিবৃত্ত হয়, সেইরূপ পূর্ব্বজাত সপিণ্ডজননের দশ দিনের দিন অপর সপিণ্ডের জন্মনিবন্ধন দুই দিন বৃদ্ধি প্রাপ্ত অতএব দ্বাদশাহব্যাপী পূর্ব্বজাত জননাশৌচের অন্তিমদিনে পিতা, মাতা বা স্বামী প্রভৃতি মহাগুরুর মৃত্যু জন্য অশৌচও পূর্ব্বাশৌচের সহিতই নিবৃত্ত হইবে। অপর স্থলেও এইরূপ সিদ্ধান্ত করিতে হইবে। এইরূপ যে স্থলে, মৃত শিশুর জন্ম হয়, সে স্থলে অজাতদন্ত শিশুর মৃত্যু জন্য অশৌচ জননাশৌচ অপেক্ষা অল্পকালস্থায়ী হওয়ায়, জনন জন্য দশাহব্যাপী অশৌচই প্রবল থাকিবে। এ সম্বন্ধে মিতাক্ষরায় পারস্করের নিম্ন-লিখিত বচন উদ্ধৃত হইয়াছে—যথা, "যদি গর্ভে বালকের মৃত্যু হয়, তাহা হইলে

অথ গর্ভস্রাবাশৌচম্।

তত্র কূর্ম্মপুরাণম্,—

"অর্বাক্ ষণ্মাসতঃ স্ত্রীণাং যদি স্যাদ্‌গর্ভসংস্রবঃ।

তদা মাসসমৈস্তাসাং দিবসৈঃ শুদ্ধিরিষ্যতে॥

অত ঊর্দ্ধন্তু পতনে স্ত্রীণাং স্যাদ্দশরাত্রকম্।

সদ্যঃ শৌচং সপিণ্ডানাং গর্ভস্রাবাচ্চ বা ততঃ॥

গর্ভচ্যুতাবহোরাত্রং সপিণ্ডেঽত্যন্তনির্গুণে।

যথেষ্টাচরণে জ্ঞাতৌ ত্রিরাত্রমিতি নির্ণয়ঃ॥" দশরাত্রমিতি

স্বস্বজাত্যুক্তাশৌচকালপরম্। তথাচ আদিপুরাণম্;—

"ষণ্মাসাভ্যন্তরং যাবদ্‌গর্ভস্রাবো ভবেদ্ যদি।

তদা মাসসমৈস্তাসাং দিবসৈঃ শুদ্ধিরিষ্যতে

অর্ব্বাক্ মধ্যে তাসাং স্ত্রীণাং নান্যেষামিত্যর্থঃ। অত ঊর্দ্ধমিতি ষণ্মাসাৎ পরতঃ সপ্তমাষ্টমমাসয়োরিতি যাবৎ। সপিণ্ডানাং সগুণসপিণ্ডানাং সদ্যঃশৌচমিত্যর্থঃ। তত ইতি তস্মিন্ ষণ্মাসোত্তরকালে সপ্তমাষ্টমমাসয়োরিতি যাবৎ সপিণ্ডে নির্গুণে সাবিত্রীরহিতে যথেষ্টাচরণে কর্ত্তরি জ্ঞাতৌ ত্রিরাত্রমিত্যর্থঃ। যাবদিতি বাক্যালঙ্কারে। যাবৎ সাভ্যন্তরং ষষ্ঠমাসপর্য্যন্তমিতি, তাবদ্‌গর্ভস্রাবো যদি ভবেদিত্যর্থঃ। তাসামিতি স্ত্রীলিঙ্গনির্দ্দেশাৎ স্ত্রীণামেব

দশাহব্যাপী জননাশৌচ হইবে," এস্থলে যে 'দশাহ' পদটী আছে, তাহাতে প্রত্যেক বর্ণের পূর্ণাশৌচই বোধ করিতে হইবে। এই যে গর্ভে মৃত্যুর কথা বলা হইল, উহা নবম মাসের পর গর্ভে মৃত্যুরই বোধক। ৩১॥

গর্ভস্রাবজন্য অশৌচ

গর্ভস্রাবাশৌচ সম্বন্ধে কূর্ম্মপুরাণে বলা হইয়াছে, যথা,—"যদি ছয় মাসের পূর্ব্বে স্ত্রীদিগের গর্ভস্রাব হয় তাহা হইলে গর্ভ যত মাস স্থায়ী হইয়াছিল, তাবৎ পরিমিত দিবসেই তাহাদিগের শুদ্ধি হইবে। ছয় মাসের পরে গর্ভস্রাব হইলে, গর্ভবতী স্ত্রীদিগের দশরাত্রি অশৌচ হইবে। গর্ভস্রাব হইলে সপিণ্ডদিগের সাধারণতঃ সদ্যঃশৌচই হইয়া থাকে, কিন্তু ছয় মাসের পর গর্ভস্রাব হইলে, অত্যন্ত নির্গুণ সপিণ্ডদিগের একদিন মাত্র, এবং যথেষ্টাচরণাসক্ত জ্ঞাতির ত্রিরাত্র অশৌচ হয় এইরূপ সিদ্ধান্তই শাস্ত্রসম্মত। উপরে যে গর্ভবতীর দশরাত্রাশৌচের কথা বলা হইয়াছে, উহা দ্বারা স্ব স্ব জাতীয়

অত ঊর্দ্ধং স্বজাত্যুক্তমশৌচং তাসু বিদ্যতে ॥"

"গর্ভস্রাবাচ্চ বা "ততঃ", ইতি 'ততঃ' শব্দেন সন্নিধানাৎ অত ঊর্দ্ধমিত্যুক্তষণ্মাসোত্তরকালঃ পরামৃষ্যতে। ষণ্মাসোপরি সগুণানাং সদ্যঃ, নির্গুণানামেকাহঃ, অত্যন্তনির্গুণানাং জাতীনাং ত্রিরাত্রম্। এবঞ্চ "জাতমৃতে, মৃতজাতে বা কুলস্য ত্রিরাত্র"মিতি হারীতবচনং যথেষ্টাচরণবিষয়ম্।

"জাতমৃতে" ইতি জাতদিন এব মরণে ত্রিরাত্রম্। তথাহি।

"স্ত্রীণান্তু পতিতো গর্ভঃ সদ্যো জাতো মৃতোঽথবা।
অজাতদন্তো মাসৈর্বা মৃতঃ ষড়্ভির্গতৈর্বহিঃ ॥

নাস্ত্যেষামিত্যর্থঃ। এবঞ্চ যথেষ্টাচরণানামেব ত্রিরাত্রস্য বাচনিকত্বে চ। কুলস্য সপিণ্ডস্য যথেষ্টাচরণবিষয়ে যথেষ্টাচরণশীলজাতিবিষয়ম্। এতাদৃশস্থলে জন্মাবধি ত্রিরাত্রাভ্যন্তরমরণে ত্রিরাত্রমিতি কেচিদ্বদন্তি তন্মতং সাধকোপন্যাসপূর্ব্বকং দূষয়িতুমুপক্রমতে তথাহীতি। ষণ্মাসাভ্যন্তরে পতিতো গর্ভ ইত্যেকম্, সপ্তমাষ্টমমাসীয়ো জাতঃ সন্ সদ্যোমৃত ইত্যেকম্, অথবা অজাতদন্তো মৃত ইত্যেকম্, ষড়্ভির্মাসৈর্মৃত ইত্যেকম্, এতেষাং চতুর্ণাং প্রতিপত্তিমাহ বহিরিত্যাদি। শনৈর্মন্দং মন্দং" যথা স্যাৎ, সদ্যঃ শৌচং

পূর্ণাশৌচেরই বোধ করিতে হইবে। ঐ সম্বন্ধে আদিপুরাণে এইরূপ বলা হইয়াছে,—"যদি ছয় মাসের মধ্যে গর্ভস্রাব হয়, তাহা হইলে গর্ভ যতকাল স্থায়ী হইল, তাবৎ পরিমিত দিবসেই গর্ভবতী স্ত্রীদিগের শুদ্ধি হইবে। ছয় মাসের পরে গর্ভস্রাব হইলে গর্ভবতীদিগের নিজ নিজ সম্বন্ধে জাতি নির্দ্দিষ্ট পূর্ণাশৌচই হইবে। মূল বচনে "গর্ভস্রাবাচ্চ বা ততঃ"—'ততঃ' (তাহার পর) এই 'ততঃ' শব্দের দ্বারা নিকটবর্ত্তী 'অত ঊর্দ্ধম্' এই পদ দ্বারা অভিব্যক্ত ছয় মাসের পরবর্ত্তী সময়েরই বোধ করিতে হইবে। এই ছয় মাসের পরে গর্ভস্রাব হইলেই গুণবান্ জাতিদিগের একরাত্রাশৌচ এবং অত্যন্ত নির্গুণ জাতিদিগের ত্রিরাত্রাশৌচ। যদি এইরূপ হইল, তাহা হইলে, হারীত যে "জাতমৃত" বা "মৃতজাতের" পক্ষে ত্রিরাত্রাশৌচের বিধান করিয়াছেন, উহা যে যথেষ্টাচরণশীল জাতির পক্ষেই বিহিত হইয়াছে, এইরূপ বুঝিতে হইবে। এবং ইহাও বক্তব্য, উক্ত হারীতবচনে জাতমৃত স্থলে যে ত্রিরাত্রাশৌচের বিধান করা হইয়াছে, তাহা দ্বারা জন্মদিনে মরণেই যে ঐ ত্রিরাত্র অশৌচ হইবে, এইরূপই বুঝিতে হইবে। কেননা "স্ত্রীদিগের গর্ভস্রাব ঘটিলে, অথবা সপ্তম বা অষ্টম মাস

বস্ত্রাদ্যৈর্ভূষিতং কৃত্বা নিঃক্ষিপেত্তন্তু কাষ্ঠবৎ।

খনিত্বা শনকৈর্ভূমৌ সদ্যঃ শৌচং বিধীয়তে॥” ইতি ব্রহ্মপুরাণে ঊনদ্বিবর্ষপর্য্যন্তমৃতশরীরপ্রক্ষিপক্তৌ বিশেষাভাবেঽপি যত্তদ্বিশেষকালোপাদানং, তত্তৎকালেঽশৌচবিশেষজ্ঞাপনায়। এবঞ্চ। যথা—

“অজাতদন্তো মাসৈর্ব্বা মৃতঃ ষড়্ভির্গতৈর্ব্বহিঃ” ইত্যন্তেন দন্তজন্মকালস্য ষণ্মাসানন্তরত্বসূচনা আ দন্তজননাৎ সদ্য” ইতি কূর্ম্মপুরাণেন ষণ্মাসাভ্যন্তরে সদ্যঃশৌচং, ষণ্মাসোত্তরন্তু-

---

বিধীয়তে ইতি এতদুপলক্ষণম্, খনিত্বাদিক্রমেণ যথাযোগ্যমনুসরণীয়ং, প্রতিপক্তৌ বস্ত্রাদিনা ভূষণাদিরূপায়ামন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায়াম্ —অশৌচকালবিশেষমেব জ্ঞাপনোতি “এবঞ্চে”তি তত্তদ্বিশেষকালোপাদানস্য তত্তদশৌচকালবিশেষজ্ঞাপনার্থত্বে চেত্যর্থঃ। দন্তজন্মকালস্যেতি তথাচ “অজাতদন্ত” ইত্যুক্ত্বা, মৃতঃ ষড়্ভির্মাসৈর্গতৈরিত্যুক্তং, তেন ষণ্মাসোত্তরকালো দন্তজননস্বরূপযোগ্য ইতি সূচিতমিতি ভাবঃ। অল্পদশৌচং একরাত্রাশৌচম্ “আচূড়া-

---

গর্ভে থাকিয়া জন্মাইবার পর বালকের মৃত্যু ঘটিলে, এবং অজাতদন্ত হইয়া, অথবা জন্মের পর ছয় মাস গত হইবার পরে বালক মৃত হইলে, ঐ বালককে বস্ত্রাদিদ্বারা ভূষিত করিয়া মৃত্তিকা খননপূর্ব্বক তন্মধ্যে আস্তে আস্তে কাষ্ঠপুত্তলিকাবৎ নিক্ষেপ করিবে। এবং তজ্জন্য সদ্যঃ শৌচ বিহিত হইয়াছে” এই ব্রহ্মপুরাণীয় বচন দ্বারা জন্ম দিনের পর হইতে দুই বৎসর বয়স পূর্ণ হইবার পূর্ব্ব সময় অবধি বালকের মৃত্যুতে শরীরসংস্কারের (অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার) একরূপতা বিহিত হইলেও, অর্থাৎ কোনরূপ বৈশিষ্ট্য প্রতিপাদিত না হইলেও, উক্ত বচনে যে, গর্ভস্রাব, সদ্যঃ মরণ, অজাতদন্ত অবস্থায় মরণ, ষণ্মাসের পর মরণ প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ রূপে মৃত্যুকালের উপাদান করা হইয়াছে, তাহাতে ঐ ঐ বিশেষ কালের মধ্যে মৃত্যুতে যে, বিশেষ বিশেষ রূপ অশৌচ হয়, তাহাই জ্ঞাপন করা হইয়াছে। অর্থাৎ উক্ত ব্রহ্মপুরাণের বচনে, ঐ সমুদয় কালে মৃত্যুতে, সাধারণতঃ সদ্যঃশৌচের বিধান থাকিলেও ঐ সদ্যঃশৌচ যে সকল স্থলে একরূপ নয়, স্থলবিশেষে ত্রিরাত্রাদিরূপও প্রাপ্ত হয়; তাহাই বুঝাইবার জন্য বিশেষ বিশেষ কালের কথন করা হইয়াছে। যদি এইরূপ হইল, তাহা হইলে ব্রহ্মপুরাণের বচনে “অজাতদন্ত হইয়া, অথবা ছয় মাস

দশৌচম্। তথা "সদ্যো জাতো মৃত" ইত্যত্র সদ্য এব জাতো জীবন্ উৎপন্নঃ, সদ্যো মৃতঃ জন্মসমানেঽহনি মৃত ইত্যর্থেন জাতস্য সপ্তমাষ্টমমাসীয়স্য জন্মদিনমরণাদেব ত্রিরাত্রমশৌচং তদুত্তরদিনাদৌ তু নবমমাসাদিজাতমৃতবৎ বেদিতব্যম্ ॥ ৩২

এতেন জন্মাবধি ত্রিরাত্রাভ্যন্তরমরণে এব ত্রিরাত্রমিতি নিরস্তং প্রমাণাভাবাৎ। অত্র বিশেষমাহ মরীচিঃ,—

দেকরাত্রকমিতি বচনাৎ। ইত্যাত্রেতি তথা অজ্ঞদশৌচমিত্যর্থঃ, তথাচ সপিণ্ডমিণ্ডণা-ভ্যন্তমিণ্ডণানাং ভেদেন আশৌচমিতি ভিন্নং, ন তু সর্ব্বেষামেব সদ্যঃশৌচমিতি। সমানেঽহনীতি তথা চ সমানেঽহনীতিবুৎপত্ত্যা সদ্যঃপদ সাধিতমিতি ভাবঃ। জাতমৃতে জাতমৃতস্থলে ত্র্যাহাশৌচমিতি যথষ্টাচরণানা মন্তার্থঃ। সপ্তমাষ্টমমাসীয়স্য জাতদিনমরণে পিতুর্ব্বিশেষো নাস্তীতি বোধ্যম্ ॥ ৩২ ॥

এতেনেতি "জাতমৃতে" ইতি হারীতবচনস্য সদ্যোজাতমৃতোঽথবেতি ব্রহ্মপুরাণবচনেন

পন্ন হইবার পর মৃত হইলে", এইরূপ পৃথক্ ভাবে যে বলা হইয়াছে, ইহার দ্বারা জন্মকাল হইতে দন্তোৎপত্তি কালের মধ্যে যে, ছয় মাস ব্যবধান থাকে, ইহাই সূচিত হইতেছে মাত্র; সুতরাং দন্তোৎপত্তির পূর্ব্বে মৃত্যুতে, কূর্ম্মপুরাণে যে সদ্যঃশৌচের বিধান করা হইয়াছে, এই ব্রহ্মপুরাণীয় বচন দ্বারাও ছয় মাসের মধ্যে মৃত্যুতে সেই সদ্যঃশৌচের কথাই বলা হইল। এবং ঐ বচনে ছয় মাসের পরে মৃত্যুতে যে সদ্যঃশৌচ হইবে, বলা হইয়াছে, তাহা অন্য প্রকার অর্থাৎ যথাযথ ত্রিরাত্রাদিস্বরূপ; এই কথাই বিশদরূপে ব্যক্ত করা হইতেছে। দেখ, 'সদ্যোজাত মৃত' এই পদটীর সদ্যঃ অর্থাৎ জীবিত হইয়া উৎপন্ন, এবং জন্মদিনেই মৃত, এইরূপ অর্থ হওয়ায়, সপ্তম বা অষ্টমমাসীয় গর্ভচ্যুত বালকের জন্মদিনে মৃত্যু হইলে, অত্যন্তনির্গুণের পক্ষেই যে, ত্রিরাত্র অশৌচ এবং সগুণ জ্ঞাতিদিগেরই যে, সদ্যঃশৌচ বিহিত হইয়াছে, এবং জন্ম দিনের পর যে কোন দিনে মৃত্যু হইলে নবমমাসাদিজাত বালকের মৃত্যুতে যেরূপ অশৌচ সগুণ-নির্গুণভেদে বচনান্তর দ্বারা বিহিত হইয়াছে, ব্রহ্মপুরাণের বচনে এই কালভেদ কথন দ্বারা সেইরূপ অশৌচ বিহিত হইয়াছে। ৩২।

উপরে যেরূপ সিদ্ধান্ত করা হইল, তাহাতে জন্ম হইতে ত্রিরাত্রের মধ্যে মরণে কেহ কেহ যে, ত্রিরাত্রাশৌচের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, তাহা নিরস্ত হইল।

"গর্ভস্রুতাং যথামাসমচিরে তূত্তমে ত্র্যহঃ।
রাজন্যে তু চতূরাত্রং বৈশ্যে পঞ্চাহমেব চ।
অষ্টাহেন তু শূদ্রস্য শুদ্ধিরেষা প্রকীর্ত্তিতা॥"

"যথামাস"মিতি মাসসমসংখ্যদিবসানতিক্রমেণ, যাবন্মাসীয়ো গর্ভস্রাবস্তাবন্মাসসমসংখ্যানি দিবসানীত্যর্থঃ। এব চ প্রথমমাসাদিষণ্মাসপর্য্যন্তম অচিরে দ্বিতীয়ে মাসি। তথাচ যমঃ,—

"গর্ভমাসা অহোরাত্রং ত্র্যহং বা গর্ভসংস্রবে।" ইত্যত্র গর্ভমাসাঃ গর্ভমাসসমসংখ্যদিবসাঃ বহুবচননির্দ্দেশাৎ, তৃতীয়মাসাৎ প্রভৃতি ষণ্মাসপর্য্যন্তম, 'অহোরাত্রং' প্রথমমাসীয়গর্ভস্রাবে, ত্র্যহং বেতি পরিশেষাৎ দ্বিতীয়মাসীয়গর্ভস্রাবে ইতি

সাংহকবাক্যতয়া জাতদিনমাত্রমরণবিষয়কত্বেমেত্যর্থঃ। উত্তমে ব্রাহ্মণজাতৌ। অত্র পুংস্ত্রমবিবক্ষিতম্ এতদশৌচস্য স্ত্রীমাত্রবিষয়কত্বাৎ। এবং রাজন্যাদৌ বোধ্যম্ ত্রয়ো দিবসাঃ। এব চেতি মাসসমসংখ্যানতিক্রমশ্চেত্যর্থঃ। প্রভৃতীতি ষণ্মাসপর্য্যন্ত-

---

কেননা সে সম্বন্ধে কোনও প্রমাণ নাই। মরীচি গর্ভস্রাব সম্বন্ধে বর্ণভেদে বিশেষরূপ ব্যবস্থা করিয়াছেন,—যথা "গর্ভস্রাব হইলে পর, মাসসংখ্যানুসারে অশৌচের দিনসংখ্যা নির্দ্দেশ করিবে, কিন্তু দ্বিতীয় মাসে গর্ভস্রাব হইলে, উত্তম অর্থাৎ ব্রাহ্মণদিগের ত্রিরাত্রে, ক্ষত্রিয়দিগের চারি রাত্রে, বৈশ্যদিগের পাঁচ দিনে এবং শূদ্রের আট দিনে শুদ্ধি কীর্ত্তিত হইয়াছে।" মূলে যে, "যথামাসং" এই পদটী আছে, উহার অর্থ—মাসের সমসংখ্যক দিবস, অর্থাৎ যত মাস ধরিয়া গর্ভের সত্তা হইবে, তত দিবস। প্রথম মাস হইতে ছয় মাসের গর্ভ পর্য্যন্ত এইরূপই নিয়ম। 'অচির' শব্দের অর্থ, যে, 'দ্বিতীয় মাস' এইরূপ করা হইয়াছে—তাহার কারণ, যমের "গর্ভস্রাব হইলে, গর্ভ যত মাস স্থায়ী হইয়াছিল, তাবৎসংখ্যক দিন, একদিন অথবা তিন দিন অশৌচ হইবে।" এই বচনে 'গর্ভমাসাঃ' এই পদটী বহুবচনান্তরূপে নির্দ্দিষ্ট হওয়ায়, "গর্ভমাস" শব্দের অর্থ—গর্ভোৎপত্তি হইতে যত মাস গত হইয়াছে, সেই মাসসমসংখ্যক দিবস, এইরূপই বুঝাইতেছে। অর্থাৎ তৃতীয় মাস হইতে ষষ্ঠ মাস পর্য্যন্ত গর্ভস্রাব ঘটিলে গর্ভমাসসমসংখ্যক দিনব্যাপী অশৌচ হইবে; এইরূপই বুঝাইতেছে। অন্যদিকে 'অহোরাত্রং' (একদিন), এই পদটীর দ্বারা প্রথম মাসের,

মাসদ্বয়ে তু যদ্বর্ণস্য দিনদ্বয়াৎ যাবদ্দিনমধিকং মরীচ্যুক্তং, তদ্দৈবপৈত্রকর্ম্মানধিকারার্থম্। তথাহি—

"রাত্রিভির্মাসতুল্যাভির্গর্ভস্রাবে বিশুধ্যতি।
রজস্যুপরতে সাধ্বী স্নানেন স্ত্রী রজস্বলা॥"

ইতি মনুবচনে গর্ভস্রাবাশৌচমধ্যে রজস্বলাশৌচাভিধানং গর্ভস্রাবাশৌচস্য রজস্বলাশৌচতুল্যতার্থম্।

সমভিব্যাহৃতয়োর্গর্ভস্রাবাশৌচরজস্বলাশৌচয়োঃ রজস্বলায়াং তথা দর্শনাৎ। তথাচ শঙ্খঃ—

"শুদ্ধা ভর্ত্তুশ্চতুর্থেহহ্নি ন শুদ্ধা দৈবপৈত্রয়োঃ।

মিতিবোধকম্। পরিশেষাদিতি ত্র্যহোরাত্রমিত্যস্য প্রথমমাসীয়গর্ভস্রাবো বিষয়ঃ, গর্ভমাসা ইত্যস্য চ বহুবচননির্দ্দেশাৎ তৃতীয়াদিমাসীয়গর্ভস্রাবো বিষয়ঃ" অতঃ পরিশেষাৎ 'ত্র্যহমিত্যস্য দ্বিতীয়মাসীয়গর্ভস্রাবে বিষয়ঃ' ইতি ভাবঃ॥ তথা দর্শনাদিতি। অধিকদিনে বৈদিককার্য্যানধিকারদর্শনাদিত্যর্থঃ, অয়ঞ্চ হেতুঃ প্রাগুক্তদৈবপৈত্রকর্ম্মানধিকারার্থমিত্যত্র বোধ্যঃ। অত্রায়ং বিশেষ ইত্যাদিপাঠঃ

গর্ভস্রাব জন্য অশৌচেরই লাভ হইতেছে, কাজে কাজেই ঐ বচনস্থিত 'ত্র্যহং বা' (অথবা ত্রিরাত্র) এই কথাটি অবশিষ্ট দ্বিতীয় মাসে গর্ভস্রাব জন্য অশৌচেরই বোধক হইল। এই দ্বিতীয় মাসে গর্ভস্রাব হইলে, মরীচি যে যে বর্ণের দুই দিন হইতে যত অধিক দিন অশৌচের কথা যেমন যেমন বলিয়াছেন, তাহাতে তত্তদিন অবধি সেই সেই বর্ণের দৈব ও পৈত্র কর্ম্মমাত্রেই যে অনধিকার জন্মিবার কথা বলা হইয়াছে, লৌকিক কর্ম্মে নহে, ইহাই জানা যাইতেছে। "সাধ্বী স্ত্রী গর্ভপরিমিত রাত্রিতেই শুদ্ধি লাভ করে, এবং রজস্বলা হইয়া রজঃ বিরত হইবার পর স্নান করিয়া শুদ্ধিলাভ করে।" এই মনুবচনে গর্ভস্রাব-অশৌচের প্রসঙ্গে যে, রজঃস্বলাশৌচের কথা বলা হইয়াছে, তাহাতে রজঃস্বলাশৌচ যে, স্ত্রীদিগের পক্ষে গর্ভস্রাবাশৌচের সহিত তুল্য, ইহাই জানান হইয়াছে মাত্র। এক্ষণে আবার দেখ, গর্ভস্রাবাশৌচ এবং রজঃস্বলাশৌচ, যদি তুল্যরূপ হইল, তাহা হইলে একযোগে কথিত ঐ উভয়বিধ অশৌচের মধ্যে রজঃস্বলাশৌচে যখন আমরা প্রকৃত রজোদিন অপেক্ষা একদিন অধিক দৈবাদি কর্ম্মে অশৌচ দেখিতেছি, তখন গর্ভস্রাবাশৌচ সম্বন্ধেও সেইরূপ বুঝিতে হইবে।

দৈবে কর্ম্মণি পৈত্রে চ পঞ্চমেঽহনি শুধ্যতি ॥"

এবঞ্চ তৃতীয়চতুর্থপঞ্চমষষ্ঠমাসেষ্বপি ব্রাহ্মণীক্ষত্রিয়াবৈশ্যা-শূদ্রাণাঞ্চ যথাক্রমং মাসসমসংখ্য দিনাতিরিক্তমেকরাত্রং, দ্বিরাত্রং, ত্রিরাত্রং, ষড়্‌রাত্রঞ্চ দৈব-পৈত্র্যকর্ম্মানধিকারো বোধ্যঃ। লৌকিককর্ম্মণি তু মাসসমসংখ্যদিনানন্তরমেব শুদ্ধিঃ। অন্যথা দ্বিতীয়মাসমাত্রপরত্বে তৎপরেণ লঘশৌচেনৈব বৈষম্যং স্যাৎ। এবং হারলতাপি।

কাদাচিৎকঃ। অত্র রজস্বলাশৌচে। মাসসমসংখ্যদিনাতিরিক্তস্থ একদ্বিত্রিষড়্‌রাত্ররূপ-কালস্থ বৃদ্ধৈর্মৈথিলৈর্দ্বিতীয়মাসমাত্রপরত্বং স্বীক্রিয়তে, তদ্দূষয়তি অন্যথেতি। অস্মদুক্ত-ব্যাখ্যানমনাদৃত্য স্বীকৃতে ইত্যর্থঃ। তৎপরেণেতি দ্বিতীয়মাসীয়াশৌচাৎ পরেণ তৃতীয়াদি-মাসীয়েনেত্যর্থঃ। ননু হারলতা প্রথমমাসীয়গর্ভস্রাবে ইত্যুক্তং, তৎকথং সংগচ্ছতে, দ্বিতীয়াদিমাসীয়গর্ভস্থ যথাকালং রজোনিঃসৃতত্বাসম্ভবেনাপি প্রথমমাসীয়গর্ভে

দেখ রজস্বলাশৌচ প্রসঙ্গে শঙ্খ বলিয়াছেন,—রজোদর্শনের চতুর্থ দিনে স্ত্রী-দিগের যে শুদ্ধ হইবার কথা বলা হইয়াছে ঐ শুদ্ধি কেবল স্বামীর উপভোগের জন্যই বুঝিতে হইবে কিন্তু দৈব ও পৈত্র কর্ম্মে রজঃস্বলা স্ত্রীকে চারিদিনের দিনও অশুদ্ধ বুঝিতে হইবে। দৈব ও পৈত্র কর্ম্মের জন্য স্ত্রীগণ পাঁচ দিনের দিন শুদ্ধিলাভ করেন।" সুতরাং গর্ভস্রাবাশৌচেও গর্ভমাসসমসংখ্য দিন অপেক্ষা যে বর্ণের পক্ষে যত অধিক দিন অশৌচ বলা হইয়াছে, সেই অশৌচ দৈবাদি কর্ম্মের জন্যই হইবে। যদি এইরূপ হইল, তাহা হইলে, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম, এবং ষষ্ঠ মাসে গর্ভস্রাবে যথাক্রমে ব্রাহ্মণী, ক্ষত্রিয়া, বৈশ্যা এবং শূদ্রস্ত্রীদিগের মাসসমসংখ্য দিনের অতিরিক্ত একরাত্র, দ্বিরাত্র, ত্রিরাত্র এবং ছয় রাত্রি ধরিয়া দৈব ও পৈত্র কর্ম্মে যে অনধিকার হয়, ইহাই স্থির হইল। কিন্তু লৌকিক কর্ম্মেতে তাহাদের সকলেরই মাসসমসংখ্যক দিনের পরই শুদ্ধি হইবে। এরূপ না বলিয়া, কেবল যদি দ্বিতীয় মাসে গর্ভস্রাবস্থলেই ঐরূপ অতিরিক্ত দিন অশৌচের কথা বলা হয়, এবং তৃতীয় মাসাদিতে কেবলমাত্র মাসসমসংখ্য দিন অশৌচের ব্যবস্থা করা হয়, তাহ'লে অধিকদিনব্যাপী তৃতীয়মাসাদির অশৌচ কমদিনব্যাপী দ্বিতীয়মাসাশৌচের অপেক্ষা লঘু হওয়ায়, বৈষম্য হইয়া পড়ে। হারলতাও এইরূপ ব্যবস্থা

মিতাক্ষরায়াং "গর্ভধারণঞ্চ শ্রমাদিভির্লিঙ্গৈরবগন্তব্যম্।" তথাচ শ্রুতিঃ।—"সদ্যোগৃহীতগর্ভায়াঃ শ্রমো গ্লানিঃ পিপাসা-হশক্ত্যা নিষদনং শুক্রশোণিতয়োরনুবন্ধঃ স্ফুরণঞ্চ যোন্যা" ইতি॥ ৩২॥

অথ স্ত্র্যশৌচম্।

আদিপুরাণম্—

"দত্তা নারী পিতুর্গেহে সূয়তে ম্রিয়তেঽথবা।
স্বমশৌচং চরেৎ সম্যক্ পৃথক্স্থানব্যবস্থিতা॥

তদসম্ভবাৎ, অতস্তজ্জ্ঞানপ্রকারমাহ—গর্ভধারণমিতি। লিঙ্গৈশ্চিহ্নৈঃ। সুবক্তঃ গর্ভমাস-তুল্যা দিবসাঃ গর্ভস্রাবে সদ্যঃশৌচং বেতি অত্রাপি গর্ভমাসসমানদিবসানাং বহুত্বশ্রুতে-স্তৃতীয়মাসাৎপ্রভৃতি গর্ভস্রাববিষয়মেব, সদ্যঃ শৌচং বেতি পিত্রাদীনাং ষণ্মাসপর্য্যন্তং ব্যব-স্থিতং বোদ্ধব্যমিতি হারলতা। ষণ্মাসপর্য্যন্তং গর্ভস্রাবে পিত্রাদীনাং সদ্যঃশৌচং মাতুস্তু যাবন্মাসীয়গর্ভস্রাবস্তাবন্মাসসমসংখ্যানি দিনানি লৌকিকে বৈদিকে চ কর্ম্মণি অশৌচং, বৈদিককর্ম্মণি তু ব্রাহ্মণীক্ষত্রিয়াবৈশ্যাশূদ্রাণাং যথাক্রমং মাসসমসংখ্যাদিনাতিরিক্তমপি একরাত্রং দ্বিরাত্রং ত্রিরাত্রং ষড়্রাত্রঞ্চ দ্বিতীয়মাসাদিমাসপর্য্যন্তমনধিকারঃ। সপ্তমা-ষ্টমমাসাভ্যন্তরে সদ্যোজাতমৃতে, মৃতজাতে বা পিত্রাদীনাং পিতৃনামেকাহমশৌচং, যথেষ্টাচরণাশক্ত ত্রিরাত্রং, দ্বিতীয়দিনাদৌ মরণে তু নামমাসাদিবৎ বালস্বস্তুর্দ্দশাহে তু ইত্যাদিনা ব্যবস্থা, সপ্তমাষ্টমমাসীয়গর্ভস্রাবে তু মাতুঃ সম্পূর্ণাশৌচমিতি॥ ৩২॥

"দত্তে"তি কৃত্তীবং অদত্তা নারী যদি দৈবাৎ প্রসূয়তে, তদা স্বজাত্যুক্তাশৌচমেব চরেৎ,

করিয়াছেন। মিতাক্ষরায় যে সময় হইতে গর্ভ ধারণ হইয়াছে, তাহা শ্রমাদিরূপ চিহ্নদ্বারা নির্ণয় করিবার কথা বলা হইয়াছে। শ্রুতিতে এই শ্রমাদিচিহ্নের এইরূপ নির্দেশ করা হইয়াছে যথা,—"সদ্যোগৃহীতগর্ভা স্ত্রীর শ্রম, গ্লানি, জলপিপাসা, শরীরাসামর্থ্য প্রযুক্ত অবসাদ, শুক্র-শোণিতের অনুবন্ধ এবং যোনির স্ফুরণ, এই সকল চিহ্ন হইয়া থাকে। ৩২।

স্ত্রীসম্বন্ধীয় অশৌচ।

এক্ষণে স্ত্রী সম্বন্ধীয় অশৌচের কথা বলা হইতেছে। আদিপুরাণে বলা হইয়াছে,—"প্রদত্তা কন্যা যদি পিতার গৃহে প্রসব করে, অথবা মৃত্যু প্রাপ্ত

তদ্বন্ধুবর্গস্ত্বেকেন শুধ্যেত্ জনকস্ত্রিভিঃ॥
আজন্মনস্তু চূড়ান্তং যত্র কন্যা বিপদ্যতে।
সদ্যঃশৌচং ভবেত্তত্র সর্ব্ববর্ণেষু নিত্যশঃ॥
ততো বাগ্দানপর্য্যন্তং যাবদেকাহমেব হি।
অতঃপরং প্রবৃদ্ধানাং ত্রিরাত্রমিতি নিশ্চয়ঃ।
বাক্প্রদানে কৃতে তত্র জ্ঞেয়ঞ্চোভয়তস্ত্র্যহম্।
পিতুর্ব্বরস্য চ ততো দত্তানাং ভর্ত্তুরেব হি।
স্বজাত্যুক্তমশৌচং স্যাৎ সূতকে মৃতকেঽপি বা।"

পিতুর্গেহে যা সূয়তে, ম্রিয়তে বা দত্তা নারী, সা প্রসবে স্বমশৌচং জননীপ্রযুক্তমশৌচং পৈঠীনস্যুক্তং চরেৎ

ন তু জননীপ্রযুক্তাশৌচং, ইত্যেতদর্থং বক্ষ্যমাণম্। স্বং জননীপ্রযুক্তং পৃথগ্গৃহান্তরব্যবস্থিতা পিত্রাদিসংসর্গশূন্যে পিতৃগৃহে স্থিতা। বন্ধুবর্গো ভ্রাত্রাদিঃ। মরণে বিশেষমাহ—আ জন্মন ইতি সর্ব্ববর্ণেষিত্যনেন ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বৈশ্যশূদ্রাণাং কন্যামরণে অশৌচে বিশেষো নাস্তীতি সূচিতম্। অতঃপরম্ অকৃতবাগ্দানাবস্থাতঃ পরং, প্রবৃদ্ধানাং প্রাপ্তাধিকরূপাণাম্, অধিকরূপং ব্যনক্তি—বাক্প্রদানে ইতি, "উভয়ত" ইতি স্বয়ং ব্যাচষ্টে—"পিতুর্ব্বরস্য চে"তি

হয়, তবে প্রসবের পর পৃথক্ স্থানে অবস্থিত হইয়া স্বকীয় সন্তান জনন জন্য অশৌচ ভোগ করিবে। তাহার ভ্রাতাদি বন্ধুবর্গ এক দিনে এবং পিতা তিন দিনে শুদ্ধি লাভ করিবে। জন্মের পর হইতে চূড়া কালের মধ্যে যদি কন্যার মৃত্যু হয়, তাহা হইলে, সকল বর্ণেরই সদ্যঃশৌচ হয়, ইহাই সনাতন নিয়ম। চূড়াকালের পর হইতে বাগ্দান কালের মধ্যে কন্যার মৃত্যুতে একদিন অশৌচ হয়। বাক্দানোপযোগী বয়সের পর পিতৃগৃহে প্রবৃদ্ধ কন্যা-দিগের মৃত্যুতে ত্রিরাত্রাশৌচ হইবে। বাক্দান সম্পন্ন হইবার পর কন্যার মৃত্যু হইলে, তাদৃশ কন্যার পিতা এবং বর এই উভয়ের সপিণ্ডদিগের ত্র্যহাশৌচ হইবে। কিন্তু প্রদত্তা কন্যাদিগের পুত্র জন্মিলে, অথবা তাহাদের মৃত্যু হইলে, কেবল ভর্ত্তৃপক্ষীয় সপিণ্ডদিগেরই স্বজাত্যুক্ত পূর্ণাশৌচ হইয়া থাকে।" পিতার গৃহে বিবাহিতা কন্যা প্রসব করিলে অথবা মৃত্যু প্রাপ্ত হইলে, এই দুইটি পক্ষের মধ্যে প্রসবের কথাই অগ্রে বলা হইতেছে। পিতৃগৃহে প্রসবকারিণী কন্যা স্বকীয় অর্থাৎ বক্ষ্যমাণ পৈঠীনসির বচনোক্ত নিজ সন্তান জনন নিমিত্ত

ব্যবহরেৎ ন তু সপিণ্ডমাত্রজননাশৌচম্। যথা পৈঠীনসিঃ। "সূতিকাং পুত্রবতীং বিংশতিরাত্রেণ স্নাতাং সর্ব্বকর্ম্মাণি কারয়েৎ মাসেন স্ত্রীজননী"মিতি। অস্য স্বজাত্যুক্তাশৌচকাল-

পিতুরিত্যনেন পিতৃপক্ষীয়সপিণ্ডপুরুষত্রয়পর্য্যন্তস্য, বরস্তেত্যনেন চ ভর্ত্তৃকুলসপিণ্ডস্য গ্রহণম্, এতস্ক পশ্চাৎ ব্যক্তীভবিষ্যতি, মাসেন স্ত্রীজননীং মাসেন স্নাতাং সর্ব্বকর্ম্মাণি

অশৌচই ভোগ করিবে, ঐ সন্তানের জন্মনিবন্ধন সাধারণ সপিণ্ডবর্গের যেরূপ জননাশৌচ হইয়া থাকে, সেরূপ অশৌচ নহে। পৈঠীনসি প্রসূতি সম্বন্ধে অশৌচের এইরূপ ব্যবস্থা করিয়াছেন, যথা—"পুত্রবতী প্রসূতিকে বিংশতি-রাত্রের পর স্নান করাইয়া সকল কর্ম্ম করাইবে, আর কন্যাপ্রসবিনীকে এক মাসের পর স্নান করাইয়া কর্ম্ম করাইবে।" এই যে, বিশ দিন এবং একমাস অশৌচের কথা বলা হইল, ইহাতে ব্রাহ্মণী প্রভৃতির স্বজাতীয় পূর্ণাশৌচের কাল অপেক্ষা অধিক কালের বোধ হওয়াতে এবং শূদ্রজাতীয় স্ত্রীর, পুত্র ও কন্যা, উভয়ের জননেই মাসাবধি অশৌচ বিহিত থাকায়, আবার তাহার পক্ষেই পুত্র-জননে বিশ রাত্র অশৌচের ব্যবস্থা দ্বারা বিধির বৈষম্য হয় বলিয়া উক্ত পুত্র জননে প্রসূতির বিশ দিন এবং কন্যা জননে এক মাস অশৌচের ব্যবস্থাকে শূদ্র ভিন্ন অপরজাতীয় স্ত্রীবিষয়ক বলিয়াই স্থির করিতে হইবে। ইহার কারণ এই যে, পৈঠীনসি প্রসবকারিণী স্ত্রীদিগের পুত্র ও কন্যাজননে নিজ নিজ জাতির পক্ষে বিহিত পূর্ণাশৌচের কাল অপেক্ষা অধিককাল যে, অশৌচ বিধান করিয়াছেন, তাহা কিন্তু শূদ্রজাতীয় স্ত্রীদিগের পক্ষে খাটিতেছে না; কারণ তাহাদের পক্ষে পুত্র এবং কন্যা, এই উভয়ের জননেই এক মাস অশৌচই বিহিত হইয়াছে এবং ঐ একমাস অশৌচ কাল কিছু স্বজাত্যুক্ত পূর্ণাশৌচের কাল অপেক্ষা অধিক কাল নহে, যেহেতু শূদ্র জাতির সাধারণ সপিণ্ড জননে বা সাধারণ সপিণ্ডমরণে একমাস অশৌচই হইয়া থাকে; অতএব শূদ্রা প্রসূতির যখন পুত্রের বা কন্যার জননেও সেই সাধারণ সপিণ্ডের পূর্ণা-শৌচকাল অপেক্ষা দীর্ঘকাল অশৌচ হয় না, তখন প্রসূতির পক্ষে স্বজাত্যুক্ত পূর্ণাশৌচের কাল অপেক্ষা দীর্ঘকালব্যাপী অশৌচবিধায়ক পৈঠীনসির বচনকে শূদ্রজাতীয় স্ত্রী ভিন্ন অপরজাতীয় স্ত্রীবিষয়কই বলিতে হইবে। পৈঠীনসির উক্ত বচনাক যে, শূদ্র ভিন্ন অপরজাতীয় স্ত্রীবিষয়কই

ধিককালবোধকত্বাৎ, শূদ্রায়াশ্চ বিংশতিরাত্রাশৌচবৈষম্যাৎ, শূদ্রেতরপরত্বম। অত্র "পুত্রবতীমি"তি মতুপা নির্দ্দেশো বিদ্যমানপুত্রার্থঃ, স্ত্রী জননীমিত্যত্রাপি সাহচর্য্যাত্তথা কল্প্যতে। ততশ্চ জাতানন্তরমৃতয়োরিব মৃতজাতয়োরপি ন বিংশত্যহমাসাশৌচং, বিদ্যমানত্বাভাবহেতোরবিশেষাদিতি। পৃথক্স্থানব্যবস্থিতা পৃথক্স্থানে পিত্রাদিসংসর্গশূন্যে পিতৃগেহে স্থিতা

কারয়েদিত্যর্থঃ। নমু পুত্রবত্যাঃ শূদ্রায়া অপি কথং ন বিংশতিরাত্রাশৌচং সূতিকাং পুত্রবতীমিতি সামান্যবচনাৎ? তত্রাহ অস্যেতি সূতিকাং পুত্রবতীমিত্যস্যেত্যর্থঃ। শূদ্রেতরেতি অস্য শূদ্রায়া অপি বিষয়ত্বে শূদ্রায়া মাসাশৌচস্য স্ত্রীপুংসাধারণত্বেন প্রাপ্তত্বাৎ তৎসংকোচাপত্তেঃ, ন চ সূতিকাং পুত্রবতীমিতি বচনং শূদ্রামাত্রবিষয়কং বাচ্যং, বিশেষবচনামাসাশৌচ সঙ্কোচোহপি ভবতু, তথাচ কুতোহস্যাধিককালবোধকত্বমিতি বাচ্যং, তথা সতি স্ত্রীত্বস্য বৈয়র্থ্যাপত্তেশ্চ শূদ্রায়া মাসাশৌচস্য সামান্যতঃ প্রাপ্তত্বাদিতি ভাবঃ। সাহচর্য্যাৎ একবচনোপাত্তত্বরূপসাহচর্য্যাৎ। তথা কল্প্যতে ইতি স্ত্রীজননীমিত্যত্র মতুপ্নির্দ্দেশাভাবেহপি কন্যায়া বিদ্যমানত্বং কল্প্যতে ইত্যর্থঃ। মৃতজাতয়োরপীতি কন্যাপুত্রয়োরিতি শেষঃ। ন বিংশত্যহমাসাশৌচমিতি, কিন্তু পুত্রজননানন্তরমরণস্থলে "মাতুশ্চ সূতকং তৎ স্যা"দিত্যনেন প্রাপ্তং স্বজাত্যুক্তাশৌচং, মৃতজাতকন্যাপুত্রস্থলে চ "গর্ভে যদি বিপত্তিঃ স্যাদ্দশাহং

বলিতে হইবে, তাহার প্রতি পুত্রজননে অপর জাতীয় স্ত্রীর সহিত শূদ্রজাতীয় স্ত্রীর অশৌচের বৈষম্যও আর একটি কারণ। উক্ত পৈঠীনসির বচনে 'পুত্রবতী' এই মতুপ্ প্রত্যয়ান্ত পদের নির্দ্দেশ করায়, উৎপন্ন পুত্রের বাঁচিয়া থাকাটাও যেন উক্ত দীর্ঘকাল অশৌচের বিদ্যমানতার প্রতি অপরিহার্য্য কারণ বলিয়াই প্রতীত হইতেছে। এবং উহার সাহচর্য্যবশতঃ 'স্ত্রীজননী' এ স্থলেও উৎপন্ন কন্যার বাঁচিয়া থাকাকে অশৌচের বিহিত কাল পর্য্যন্ত স্থায়িত্বের প্রতি কারণ বলিয়া কল্পনা করাই উচিত। অতএব জীবিত উৎপন্ন হইয়া অশৌচের মধ্যেই মৃত্যুমুখে পতিত পুত্র ও কন্যার জননাশৌচ যেমন উৎপন্ন পুত্রের বা কন্যার অবিদ্যমানতা নিবন্ধন প্রভৃতি সম্বন্ধে যথাক্রমে বিশ দিন বা একমাসব্যাপী না হওয়াই শাস্ত্রের অভিপ্রেত বলিয়া প্রতীত হইতেছে, সেইরূপ গর্ভ হইতে মৃত উৎপন্ন পুত্রের বা কন্যার জননেও প্রসূতির পক্ষে তথাবিধ অশৌচ না হওয়াই শাস্ত্রসম্মতরূপে প্রতীত হইতেছে। কারণ, এ স্থলেও পুত্র বা কন্যার বিদ্যমানতার অভাব সমভাবেই বিদ্যমান হইয়াছে। প্রসবকারিণী কন্যা যদি পিতৃগৃহে

চেৎ, তদা তদ্বন্ধুবর্গো ভ্রাত্রাদিরেকাহেন, জনকস্ত্র্যহেণ শুধ্যতি, শুক্রশোণিতসম্বন্ধরূপজননকর্ত্তৃত্বাবিশেষাজ্জননপি ॥ ৩৩ ॥

অন্যথা তস্যাঃ সংসর্গে পিত্রাদেঃ তত্তুল্যাপ্রায়ত্যপ্রসঙ্গঃ। যথা অশৌচাধিকারে কূর্ম্মপুরাণম্,—

"যস্তৈঃ সহাসনং কুর্য্যাৎ শয়নাদীনি চৈব হি।
বান্ধবো বা পরো বাপি স দশাহেন শুধ্যতি॥"

আদিশব্দাদালিঙ্গনাঙ্গসম্বাহনাদিগ্রহণম্। অত্রৈব পূর্ব্বার্দ্ধে বৃহস্পতিঃ,—

সূতকং তবে"দিত্যনেন প্রাপ্তং, জননিষন্ধনং স্বজাত্যুক্তাশৌচমিতি বোধ্যম্। অবিশেষাদিতি জাতমৃতস্থলে চ উভয়ত্রৈব অবিদ্যমানত্বরূপহেতোস্তুল্যত্বাদিতি ভাবঃ। জননকর্ত্তৃত্বেতি তথাচ জনক ইত্যত্র পুংস্ত্বমবিবক্ষিতমিতি ভাবঃ ॥ ৩৩ ॥

অন্যথেতি—"পৃথক্‌স্থান" ইত্যস্য পিত্রাদিসংসর্গশূন্যে পিতৃগৃহে ইত্যর্থকত্বাভাবে ইত্যর্থঃ। তস্যাঃ পৃথক্‌স্থানে ইতি কন্যায়া ভর্ত্তৃগৃহাদৌ পিত্রাদিসংসর্গস্থিতায়াঃ। "অপ্রায়ত্যে"তি অশুচিত্বমিত্যর্থঃ, তথাচ তত্র পিত্রাদের্ত্র্যহাদিবিধানং বিরুদ্ধং স্যাদিতি ভাবঃ। তৈরশুচিভিঃ অত্রৈব পূর্ব্বার্দ্ধে ইতি তথাচ "যস্তৈরি"তি কূর্ম্মপুরাণবচনং, বৃহস্পতিবচনং

পিত্রাদির সংসর্গশূন্য স্থানে অবস্থিত হইয়া, সন্তান প্রসব করে, এবং প্রসবের পরও সেইরূপ নিঃসম্পর্ক হইয়া থাকে, তাহলেই তাহার ভ্রাতা প্রভৃতি বন্ধুবর্গ একদিনে এবং পিতা তিন দিনে শুদ্ধি লাভ করিবে, বচনে যদিও কেবলমাত্র পিতার কথা বলা হইল, তথাপি পিতার মত তুল্যরূপ শুক্র-শোণিতের সম্বন্ধ থাকায়, ঐরূপ স্থলে প্রসূতির মাতারও তিন দিনে শুদ্ধি হইবে। ৩৩।

এইরূপ না বলিলে, অর্থাৎ পিতৃগৃহে পিত্রাদি সংসর্গ শূন্য স্থানে প্রসূতির স্থিতি করার কথা না বলিলে, স্বগৃহে প্রসূতা ঐ কন্যার সংসর্গে পিত্রাদিরও ঐ কন্যার তুল্য অশুচিত্ব হওয়ার প্রসক্তি হইয়া পড়ে। কেননা, অশৌচাধিকারে কূর্ম্মপুরাণে এইরূপ বলা হইয়াছে—"যে কোন ব্যক্তি বান্ধবই হোক্, আর অপরই হোক্, ঐ অশুচি ব্যক্তির সহিত একাসনে উপবেশন ও এক শয্যাদিতে শয়নাদি করে, সেও দশাহের পর শুদ্ধি লাভ করে।" মূল বচনে যে, "শয়নাদি" এই 'আদি' শব্দটি আছে, উহা দ্বারা আলিঙ্গন এবং গাত্রসম্মর্দ্দন আদি কার্য্যের গ্রহণ করা হইয়াছে। ঐ সকল কর্ম্ম করিলেও কর্ত্তার অশুচিতার তুল্য অশৌচই

"যৈস্তৈঃ সহাসপিণ্ডোঽপি প্রকুর্য্যাৎ শয়নাশনে।"

অত্র 'প্র'শব্দেন কামতোঽনুবৃত্তঞ্চ দ্যোত্যতে। পরাশরঃ,—

"সম্পর্কাৎ দুষ্যতে বিপ্রো জননে মরণেঽপি বা।
সম্পর্কবিনিবৃত্তানাং ন প্রেতং নৈব সূতকম্॥"

কেচিত্তু যদি পিতুঃ প্রধানগৃহে সূয়তে ম্রিয়তে বা, তদা বন্ধুবর্গো ভ্রাত্রাদিরেকরাত্রেণ শুধ্যতি, জনকস্ত্রিভিঃ, "পৃথক্-স্থানে" শয়নভোজনদেবার্চ্চনগৃহব্যতিরিক্তগৃহে, সূয়তে, ম্রিয়তে বা, তদা নারীজ্ঞাতিঃ বক্ষ্যমাণস্বমশৌচং চরেৎ, ন পিত্রাদি-রিতি পরিসংখ্যাবিধিঃ। তথাচ কল্পতরুঃ,—

সমানানুপূর্ব্বীকং কিন্তু পূর্ব্বার্দ্ধে বিশেষ ইত্যর্থঃ। অনুবৃত্তঞ্চ আবৃত্তঞ্চ অভ্যাসশ্চেতি যাবৎ। বক্ষ্যমাণমিতি "স্বজাত্যুক্তমশৌচং স্যাদি"ত্যনেন বক্ষ্যমাণমিত্যর্থঃ। পরি-সংখ্যাবিধিরিতি—ননু "শ্রুতার্থস্য পরিত্যাগাদশ্রুতার্থস্য কল্পনাৎ। প্রাপ্তস্য বাধাদিত্যেবং পরিসংখ্যা ত্রিদোষিকা" ইত্যুক্তেঃ। রাগপ্রাপ্তবাধং বিনা কথং পরিসংখ্যা ঘটতে, ইতি চেৎ? সত্যং, ন তস্য সর্ব্বত্রাপেক্ষা, কিন্তু তৎপ্রাপ্তিকং স্বার্থহান্যস্বার্থকল্পনাভ্যামপি পরি-সংখ্যাস্বীকারাৎ, প্রকৃতে চ "স্বমশৌচং চরে"দিত্যস্য ন পিত্রাদিরশৌচং চরেদিত্যর্থত্বাৎ-

হইবে। এই বচনটি বৃহস্পতিস্মৃতিতেও উক্ত হইয়াছে, তবে প্রথমার্দ্ধে পাঠের কিছু পরিবর্ত্তন করা হইয়াছে, যথা "যে কোন অসপিণ্ড ব্যক্তিও যদি তাহাদিগের সহিত একত্র প্রকৃষ্টরূপে শয়ন এবং উপবেশন করে।" এই বাক্যে যে 'প্র' শব্দটি আছে (প্রকৃষ্টরূপে যাহার অর্থ), উহা দ্বারা যথেচ্ছভাবে অশুচি ব্যক্তির সহিত সংসর্গের অনুবৃত্তি করারও বোধ হইতেছে। পরাশর বলেন,—অসপিণ্ড বিপ্র, জনন এবং মরণাশৌচে অশুচির সম্পর্কে (স্পর্শাদি সম্বন্ধেই) দূষিত হয়। সম্পর্কশূন্য ব্যক্তিদিগের মরণাশৌচ বা জননাশৌচ কিছুই হয় না। কেহ কেহ পূর্ব্বোক্ত আদিপুরাণীয় বচনের এইরূপ ব্যাখ্যা করেন—"যদি পিতার প্রধান গৃহে (সর্ব্বদা ব্যবহারের ঘরে) প্রসব করে, বা মৃত্যু প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলেই উহার বন্ধুবর্গ (ভ্রাতা প্রভৃতি) একদিনে শুদ্ধ হয়, এবং জনক তিন দিনে শুদ্ধ হয়, কিন্তু যদি পৃথক্ স্থানে অর্থাৎ পিতার শয়ন ভোজন এবং দেবার্চ্চন স্থান ভিন্ন অপর একটি স্বতন্ত্র গৃহে প্রসব করে, বা মৃত হয়, তাহ'লে কেবল ঐ রমণীর জ্ঞাতিগণই নিজেদের জন্য বিহিত বক্ষ্যমাণ

"দত্তা নারী পিতুর্গেহে প্রধানে সূয়তে যদি।
ম্রিয়তে বা তদা তস্যাঃ পিতা শুধ্যেত্রিভির্দিনৈঃ।"

ইতি তদসৎ, ন পিত্রাদিরিতি প্রসক্ত্যভাবাৎ নিষেধানুপপত্তেঃ দত্তানাং "ভর্ত্তুরেব হী"ত্যনেন পৌনরুক্ত্যাপত্তেশ্চ॥ ৩৪।

পর্য্যাৎ স্বার্থহান্যস্বার্থকল্পনয়োরযুক্তত্বমিতি, এবং "বিধিরত্যন্তমপ্রাপ্তা"বিতি ভট্টকারিকায়াং "অত্র চান্যত্র চ প্রাপ্তা"বিতি প্রাপ্তিকং বোধ্যম্‌। প্রসক্ত্যভাবেনেতি—স্বজাত্যুক্তাশৌচস্য প্রসক্ত্যভাবেনেত্যর্থঃ, অন্যথা পিতুর্গেহে মরণে "শুধ্যেত্তু জনকস্ত্রিভি"রিতি "পিতা শুধ্যেত্রিভির্দিনৈরি"ত্যাদৌ ত্রিরাত্রাশৌচদর্শনাৎ প্রসক্ত্যভাবেন নিষেধানুপপত্তেরিত্যসংগতং স্যাদিতি বোধ্যম্‌। "ভর্ত্তু"রেবেতি তথাচ এবকারেণ পরিসংখ্যাতত্বাৎ পৌনরুক্ত্যমিতি ভাবঃ। ৩৪।

পূর্ণ অশৌচ ভোগ করিবে, তাহার পিত্রাদির আর স্বজাত্যুক্ত পূর্ণ অশৌচ হইবে না। অর্থাৎ আদিপুরাণীয় এই সাধারণ বিধিটিকে তাঁহারা পরিসংখ্যা রূপেই কল্পনা করিয়াছেন, অর্থাৎ এই বচনের দ্বারা, পূর্ব্ব অবোধিত প্রসূতিস্বামীর সপিণ্ডদিগের স্বজাত্যুক্তপূর্ণাশৌচের কল্পনাপূর্ব্বক পিত্রাদির অশৌচের নিষেধরূপ পরিসংখ্যার কল্পনা করিয়াছেন, এবং তাঁহারা আপনাদের মত সমর্থন করিবার জন্য 'তথাচ' বলিয়া কল্পতরুর একটি বচনও উদ্ধৃত করেন, যথা "বিবাহিতা স্ত্রী যদি পিতার প্রধান গৃহে প্রসব করে, বা মৃত্যুপ্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে, তাহার পিতা তিন দিনে শুদ্ধি লাভ করিবে।" এই অবধি 'কেচিত্তু'র মত উদ্ধৃত করিয়া স্মার্ত্ত বলিতেছেন, "তদসৎ", এরূপ মত প্রকাশ করা ঠিক হয় নাই, কেননা, এরূপ ব্যাখ্যায় তুমি যে "ন পিত্রাদি" (পিত্রাদি স্বজাত্যুক্ত অশৌচভাগী হইবে না,) এইরূপ নিষেধ করিতেছ, এই নিষেধটী উপপন্ন হইতেছে না, অর্থাৎ সর্ব্বপ্রকারে অসঙ্গতই হইতেছে; কারণ, কন্যা পিতৃগৃহে প্রসব করিলে, বা মৃত হইলে, পিত্রাদির স্বজাত্যুক্ত অশৌচের ত প্রাপ্তিই হয় নাই, তবে নিষেধ করিতে যাও কেন? কেবল তাহাই নহে, আরও দেখ, আদিপুরাণের আর একটি বচনে "দত্তানাং ভর্ত্তুরেব হি" (প্রদত্ত কন্যাদিগের প্রসবে অথবা মৃত্যুতে কেবলমাত্র স্বামীর সপিণ্ডদিগেরই স্বজাত্যুক্ত অশৌচ হইবে), এই বাক্য দ্বারাই স্বামীর সপিণ্ড ভিন্ন স্ত্রীর পিত্রাদির যে, স্বজাত্যুক্ত পূর্ণাশৌচ হইবে না, এইরূপ পরিসংখ্যাই বোধ করান হইয়াছে, তুমি যদি আবার এই বচনের ব্যাখ্যাতেও বিবাহিতা কন্যার প্রসবে অথবা মৃত্যুতে তাহার স্বামীর জ্ঞাতিগণেরই স্বজাত্যুক্ত

অপরে তু "চরেদি"ত্যস্য কর্ত্তা তদ্বন্ধুবর্গঃ, পিতা চ প্রধান-গৃহে প্রসবে, মরণে চ স্বস্বজাত্যুক্তাশৌচং, পৃথক্স্থানে চৈকাহাদ্যশৌচং যথাসংখ্যঞ্চরেদিত্যর্থঃ। "গেহে প্রধানে সূয়তে চ" ইত্যত্রা'"প্রধান" ইত্যাকারপ্রশ্লেষ ইত্যাহুস্তচ্চিন্ত্যং, "দত্তানাং ভর্ত্তুরেব হী"ত্যুক্তত্বাৎ, "স্বজাত্যুক্তাশৌচ"মিতি বক্ষ্যমাণবিরোধাৎ। "ম্রিয়তে" ইত্যনেন তু পিতৃগৃহমরণমাত্রে পিত্রোস্ত্রিরাত্রং, ভ্রাত্রাদেরেকরাত্রমিতি। "চূড়ান্তমি"তি চূড়াপদং

স্বোক্তং সংসর্গকৃতবিশেষমনাদৃত্য গৃহস্য প্রাধান্যাপ্রাধান্যাকৃতবিশেষকাদৃত্য স্বস্বশৌচং চরেদিত্যাদিবচনং কেচিদ্ব্যাচক্ষতে, তন্মতমুপন্যস্যতি—"অপরে"ত্বিতি সংস্কারে বিবাহে। চূড়েতি—তৃতীয়াব্দশ্চূড়ায়া মুখ্যকালঃ, কিন্তু যদি দ্বিতীয়বর্ষাভ্যন্তর এব

পূর্ণাশৌচের বিধান এবং পিত্রাদির স্বজাত্যুক্ত পূর্ণাশৌচের নিষেধ দ্বারা পরিসংখ্যার কল্পনা কর, তাহ'লে পর বচনের সহিত এই বচনটির পুনরুক্তি হইয়া পড়ে। ৩৪।

অপর পণ্ডিতগণ আবার কল্পতরুধৃত বচনে "গেহে প্রধানে" এই অংশে একটি লুপ্ত অকারের প্রশ্লেষপূর্ব্বক "গেহে প্রধানে" এবং "গেহেঽপ্রধানে" এই দুই প্রকার পদের কল্পনা করিয়া এইরূপ ব্যাখ্যা করেন—"প্রধান গৃহে প্রসবে, অথবা মরণে, বন্ধুবর্গ, এবং পিতা স্বস্ব জাত্যুক্ত অশৌচ ভোগ করিবে, এবং অপ্রধান গৃহে প্রসবে, বা মরণে, বন্ধুবর্গ একাহ আর পিতা ত্রিরাত্র অশৌচের ভোগ করিবেন। স্মার্ত্ত বলিতেছেন এরূপ ব্যাখ্যাও চিন্তনীয়, অর্থাৎ ঠিক নহে, কারণ, "দত্তা কন্যাদিগের প্রসবে বা মৃত্যুতে কেবলমাত্র স্বামীর সপিণ্ডদিগেরই স্বজাত্যুক্ত পূর্ণ অশৌচ হইবে" এইরূপ একটা বচন ইহার পরেই উক্ত হওয়ায়, এ বচনে বন্ধুবর্গের স্বজাত্যুক্ত অশৌচ বিধান করিলে ঐ পরোক্ত অশৌচবিধায়ক বচনের সহিত এই পূর্ব্ব বচনের বিরোধ ঘটে। আদিপুরাণীয় বচনে পিতৃগৃহে মরণ নিবন্ধন যে, পিতা-মাতার ত্রিরাত্র এবং ভ্রাতা প্রভৃতির একরাত্র অশৌচের বিধান করা হইয়াছে, তাহাতে আর সংসর্গবশতঃ অশৌচবৃদ্ধির সম্ভাবনা না থাকায়, পৃথক্গৃহাবস্থিতির বিষয়ে বিচার করিতে হইবে না, পিতার গৃহে কন্যার মরণ হইলেই পিত্রাদির উক্তরূপ অশৌচ হইবে। আদিপুরাণের বচনে যে 'আচূড়ান্ত' পদটি আছে, উহার অর্থ চূড়া যাহার অন্তে হয়, এইরূপ বয়স, সুতরাং উহার ঐ চূড়ান্ত পদদ্বারা, প্রতীতি অর্থাৎ চূড়াপর্য্যন্ত

"কৃতচূড়দ্বিজানাস্তু প্রতীতিষু যথাক্রমমি"তি বক্ষ্যমাণাৎ প্রতীতি-পরং দ্বিতীয়বর্ষসমাপ্তিপর্য্যন্তকালোপলক্ষণঞ্চ।

"অহস্ত্বদত্তকন্যানামশৌচং মরণে স্মৃতম্।

ঊনদ্বিবর্ষমরণে সদ্যঃশৌচমুদাহৃতমিতি" কূর্ম্মপুরাণৈক-বাক্যত্বাৎ। "অতঃপরং প্রবৃদ্ধানাম অকৃতবাগ্দানাবস্থাতঃ পরং প্রবৃদ্ধানাং প্রাপ্তাধিকরূপাণাম্, অধিকরূপং ব্যনক্তি "বাক্প্রদানে কৃতে" ইতি "উভয়ত" ইতি ব্যাকরোতি "পিতু-র্ব্বরস্য চেতি" হারলতাপ্রভৃতয়ঃ। কেচিত্তু "অতঃপর"মিত্যা-দিনা বাগ্দানোপলক্ষিতকালানন্তরং ত্রিরাত্রং বিধীয়তে। তৎকালশ্চ কন্যাবিবাহকালঃ, কন্যাবিবাহকালশ্চ উপনয়নকালঃ,

কৃতচূড়া কন্যা, তদা তন্মরণে একরাত্রাশৌচং, যতঃ প্রথমাব্দে তৃতীয়ে বেত্যনেন প্রথমাব্দস্যাপি চূড়ায়া গৌণকালত্বমুক্তম্। ব্রতেতি উপনয়নেত্যর্থঃ। দ্বিজানাং দত্তানাং প্রতীতিষু ব্রতাদেমুখ্যকালাৎ প্রাগপি প্রতীতিষু। ঊনেতি উনদ্বিবর্ষামরণে সদ্যঃশৌচবিধানাৎ অহস্ত্বদত্তকন্যানামিত্যনেন যদেকরাত্রাশৌচমুক্তং তৎ দ্বিবর্ষাৎ পরং মরণে ইত্যায়াতমিতি ভাবঃ। বাগ্দানেতি—তথাচাতঃ পরমিত্যস্য বাগ্দানোপলক্ষিতকালাৎ পরমিত্যর্থঃ।

কালেরই বোধ হওয়ায়, দ্বিতীয়বর্ষসমাপ্ত পর্য্যন্ত কালেরই উপলক্ষণ করা হইয়াছে। চূড়া শব্দ দ্বারা যে প্রতীতির বোধ হয় তৎপক্ষে "যথাক্রমে প্রতীতিতে কৃতচূড় দ্বিজগণের" ইত্যাদি বক্ষ্যমাণ বচনই প্রমাণ। চূড়া পদদ্বারা ঐরূপ কালের উপলক্ষণ করিলেই "অদত্ত কন্যাদিগের মৃত্যুতে একদিন, এবং যাহার বয়স দ্বিবর্ষ পূর্ণ হয় নাই, এইরূপ কন্যাদিগের মৃত্যুতে সদ্যঃশৌচ হয়" কূর্ম্মপুরাণের এই বচনের সহিত উক্ত আদিপুরাণীয় বচনের একবাক্যতা হয়। উক্ত আদিপুরাণীয় বচনে যে, "অতঃপরং প্রবৃদ্ধানাং" বলা হইয়াছে, উহার অর্থ—অকৃত বাগ্দানাবস্থার পর যাহারা প্রবৃদ্ধ হইয়াছে (বাড়িয়াছে), ইহার যে, বাগ্দানযোগ্য বয়সের পর বাগ্দান না হওয়া পর্য্যন্ত, এইরূপ তাৎপর্য্যার্থ, তাহা পরোক্ত "বাক্ প্রদানে কৃতে" (বাগ্দান করা হইবার পর), ইত্যাদি বচন দ্বারা বিশদ করা হইয়াছে, এবং "পিতুর্ব্বরস্য চেতি" এই অংশ দ্বারা ঐ বচনস্থিত "উভয়তঃ" এই পদটির ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। হারলতা প্রভৃতিতে আদিপুরাণীয় বচনের এইরূপই ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন, "অতঃপরং" ইত্যাদি দ্বারা বাগ্দানোপলক্ষিত

"পতিসেবা গুরৌ বাস" ইতি মনুবচনেনোপনয়নতুল্যকালত্বা-ভিধানাৎ, সোঽপি "গর্ভাষ্টমাব্দঃ" ইত্যাহুস্তচ্চিন্ত্যম্; ন খলু শূদ্রাণামুপনয়নমস্তি, ন বা সর্ব্বেষাং দ্বিজানাং গর্ভাষ্টম এবোপনয়নকালঃ, ন বা বিবাহকালস্য বাগ্দানকালত্বে প্রমাণ-মস্তি, ন চ "অতঃপরং প্রবৃত্তানা"মিত্যস্য বৈয়র্থ্যমেব প্রমাণমিতি চেৎ; আচার্য্যাণামিয়ং শৈলী, যৎ সামান্যেনাভিধায় তদেব

নম্বতঃ পরমিত্যেতদ্বচনং ব্রাহ্মণাদিবর্ণত্রয়পরমস্তু? তত্রাহ ন বা সর্ব্বেষামিতি। নম্বতঃ-পরমিতি বচনং কেবলব্রাহ্মণপরমেবাস্তু? তত্রাহ ন বা বিবাহেতি। বৈয়র্থ্যমিতি ততো বাক্‌দানপর্য্যন্তং যাবদেকাহমেব হি। বাক্‌প্রদানে কৃতে তত্র জ্ঞেয়ঞ্চোভয়তস্ত্র্যহমিত্যা-স্যৈব সম্যক্‌ত্বং মধ্যে অতঃপরং প্রবৃত্তানাং ত্রিরাত্রমিতি নিশ্চয় ইত্যর্থস্য বৈয়র্থ্য-

কালের পর ত্রিরাত্রাশৌচের বিধান করা হইয়াছে। সেই কালটিই কন্যার বিবাহকাল, কন্যার বিবাহকালই উপনয়ন কাল; কেননা, "পতিসেবার যোগ্য কালকেই (বিবাহ কালকেই) স্ত্রীদিগের উপনয়নের তুল্য কালরূপে অভিধান করা হইয়াছে সুতরাং গর্ভাষ্টম বৎসরকেই সেই কালরূপে বুঝিতে হইবে।" এই অবধি 'কেচিত্তু'র আর একটি মত তুলিয়া স্মার্ত্ত বলিতেছেন, "তচ্চিন্ত্যম্" এ কথাও ঠিক নহে, তুমি যে, "অতঃপরং" দ্বারা সূচিত কালকে গর্ভাষ্টম বৎসর বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতেছ, তাহা ঠিক্ নহে, স্ত্রীদিগের বিবাহই উপনয়নস্থলাভিষিক্ত; উপনয়নের মুখ্যকাল গর্ভাষ্টম বৎসর বয়স, অতএব "অতঃপরং" বলিতে গর্ভাষ্টম বৎসর বয়স হওয়াই উচিত, এই যুক্তি আশ্রয় করিয়াই ত তুমি ঐরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইতেছ? এক্ষণে দেখ, শূদ্রদিগের ত উপনয়নই নাই, এবং দ্বিজাতিগণের মধ্যে কিছু সকলেরই গর্ভাষ্টম বৎসর উপনয়নের মুখ্যকাল নহে, আরও দেখ, বিবাহকালকে যে বাগ্‌দান কালের সহিত অভিন্ন বলিয়া ধরা হইবে, তদ্বিষয়ে কোন প্রমাণই নাই। যদি বল, প্রমাণ কি? আর কোন প্রমাণ থাক্ বা না থাক্, ঐরূপ না বলিলে, "অতঃপরং প্রবৃত্তানাং" এই অংশটুকু বৃথা কথন হইয়া পড়ে, কাজেই যেরূপ অর্থ করিলে উহার সার্থক্য হয়, তাহাই আমার পক্ষে পোষক প্রমাণ। ইহাই যদি তোমার বক্তব্য হয়, তবে শুন, তোমার ন্যায় ব্যাখ্যা না করিলে "অতঃপরং" ইত্যাদি অংশের বৈয়র্থ্য হইবে কেন? কারণ, অনেকস্থলে আমরা আচার্য্যগণের এইরূপ প্রকার বলিবার ধাচা দেখিতে পাই যে, তাঁহারা কোন একটি বিষয়

বিবৃণোতি, যথা তত্রৈব "চোভয়ত" ইত্যুক্ত্বা "পিতুর্ব্বরস্য চে"তি ন বৈয়র্থ্যং, "সামান্যবিধিরস্পষ্টঃ সংস্ক্রিয়েত বিশেষত" ইতি ন্যায়াৎ, "পিতুর্ব্বরস্য চে"ত্যুভয়পক্ষোপলক্ষণম্। তথাচ মনুঃ,—

"স্ত্রীণামসংস্কৃতানান্তু ত্র্যহাৎ শুধ্যন্তি বান্ধবাঃ।
যথোক্তেনৈব কালেন শুধ্যন্তি হি সনাভয়ঃ।"

অসংস্কৃতানামকৃতপাণিগ্রহণরূপসংস্কারাণাং বান্ধবা ভর্তৃসপিণ্ডাস্ত্র্যাহেন শুধ্যন্তি। এতচ্চ বাগ্দানাৎ প্রভৃতি বাগ্দানব্যতিরেকেণ ভর্তৃপক্ষে সম্বন্ধাভাবৎ। "সনাভয়" ইতি পিতৃমিত্যর্থঃ। শৈলী শীলম্। সংস্ক্রিয়েত স্পষ্টং ক্রিয়েত, বিশেষতঃ বিশেষকথনেন। অত্র বৃদ্ধপঞ্চাননাঃ—দত্তা বিবাহিতা পিতুর্গেহে পিতুঃ সংসর্গগেহে সূয়তে, ম্রিয়তে বা তদা স্বং অশৌচং তৎপতিঃ কুর্য্যাৎ, সম্যগশৌচং স্বজাত্যুক্তাশৌচং চরেৎ জনকস্ত্রিরাত্রং জননকর্তৃত্বাজ্জনন্যপি তদ্বন্ধুবর্গো ভ্রাত্রাদিস্তেষামেকরাত্রম্, একরাত্রেণ শুধ্যেদিত্যর্থঃ। পৃথক্‌স্থানব্যবস্থিতা সংসর্গশূন্যগেহস্থিতা চেত্তত্র তদা পিত্রাদীনাং নাশৌচমিত্যর্থঃ। তথাচাদিপুরাণম্,—"পিতুর্গেহে যদা নারী প্রধানে সূয়তেঽপি বা। ম্রিয়তে বা তদা তস্যাঃ পিতা শুধ্যে-

প্রথমে সামান্যভাবে বলিয়া পরে স্পষ্ট কথা দ্বারা তাহারই আবার বিশদ-ব্যখ্যা করিয়া থাকেন। যেমন দেখ, ঐ বচনেই "উভয়তঃ" (উভয় কুলের), এইরূপ সামান্যভাবে বলিয়া, পরে আবার "পিতুর্বরস্য চে"তি (পিতার এবং বরের) এইরূপে ঐ উভয়তঃ শব্দেরই সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা করা হইয়াছে, সেইরূপ এ স্থলেও প্রথমে "অতঃপরং প্রবৃত্তানাং" ইত্যাদি দ্বারা সামান্যভাবে বলিয়া "বাক্প্রদানে কৃতে" ইত্যাদি দ্বারা উহাই বিশদরূপে বিবৃত করিয়াছেন, সুতরাং "অতঃপরং" ইত্যাদি অংশের বৈয়র্থ্য হয় নাই। কারণ, "অস্পষ্ট সামান্য বিধিকে বিশেষরূপে বিবৃত করিবে।" এইরূপ একটি ন্যায়ও দৃষ্ট হয়। মূল বচনে কেবল মাত্র "পিতুর্বরস্য চ" (পিতার এবং বরের), এইরূপ থাকিলেও উহা দ্বারা যে পিতৃসপিণ্ড এবং বরসপিণ্ড উপলক্ষিত হইয়াছে, ইহাই বুঝিতে হইবে; দেখ, নিম্নলিখিত মনুবচনে ঐ কথা স্পষ্ট করিয়া বলা হইয়াছে, যথা, "অসংস্কৃত স্ত্রীদিগের মৃত্যুতে বান্ধবগণ তিন দিনের পর শুদ্ধিলাভ করে, এবং সনাভিগণও যথোক্তকালে শুদ্ধ হয়।" অসংস্কৃত শব্দের অর্থ—যাহাদের পাণিগ্রহণ (বিবাহ) রূপ সংস্কার করা হয় নাই, 'বান্ধব' শব্দের অর্থ—স্বামীর সপিণ্ড। উক্ত মনুবচনের বা দানের পর হইতে

পক্ষীয়সপিণ্ডাঃ পুরুষত্রয়পর্য্যন্তা ইতি যাবৎ। সাপিণ্ড্যমধিকৃত্য "অপ্রত্তানাং ত্রিপৌরুষমি"তি বশিষ্ঠবচনাৎ। ন চ "অপ্রত্তানাং তথা স্ত্রীণাং সাপিণ্ড্যং সাপ্তপৌরুষমি"তি রত্নাকরধৃতকূর্ম্মপুরাণ-বচনাৎ কন্যানাং ত্রিপৌরুষসাপিণ্ড্যপ্রতিপাদকবচনং বাগ্দানো-ত্তরবিষয়মিতি রুদ্রধরোক্তং যুক্তং, তস্য বচনস্যোদ্বাহপরত্বে-নৈবোপপত্তেঃ, ত্রিপৌরুষবচনস্য বাগ্দানোত্তরকল্পনে প্রমাণা-ভাবাৎ, গৌরবাচ্চ। "যথোক্তেন" পূর্ব্বার্দ্ধোক্তত্রিরাত্রেণ শুধ্যতি। রত্নাকরাদৌ শঙ্খো। বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরঞ্চ—

ত্রিভির্দিনৈ' রিত্যেষা বাচস্পতিমিশ্রানুসারিণী ব্যবস্থা সর্ব্বদেশীয়ৈরাদৃত্যেত্যাহঃ। অপ্রত্তানাম্ অদত্তানাম্। রুদ্রধরমতং দূষয়তি নচেতি। যুক্তমিতি পরেণান্বিতম্। তস্য সাপ্ত-পৌরুষসাপিণ্ড্য প্রতিপাদকস্য কূর্ম্মপুরাণীয়স্য বিবাহপরত্বেনাবিবাহ্যাবিচারপরত্বেনগৌর-বাদিতি কন্যায়া বাগ্দানাৎ পূর্ব্বং সাপ্তপৌরুষং সাপিণ্ড্যং ভবেৎবাগ্দানাৎ পরং ত্রিপৌরুষং সাপিণ্ড্যং ভবেদিতি বিবিধকল্পনাগৌরবাদিত্যর্থঃ। কূর্ম্মপুরাণং,—স্ত্রীণামসংস্কৃতানাঞ্চ

প্রবৃত্তি হওয়াই শাস্ত্রের অভিপ্রায় বুঝিতে হইবে, কারণ বাগ্দান হইবার পূর্ব্বে কন্যার ভর্তৃকুলের সহিত কোন সম্বন্ধই থাকে না। সনাভি শব্দের অর্থ—পিতৃ-পক্ষীয় সপিণ্ড, এই পিতৃপক্ষীয় সপিণ্ড তিনপুরুষ অবধিই হইয়া থাকে, কারণ, সাপিণ্ডের কথা তুলিয়া বশিষ্ঠ বলিয়াছেন,—"অপ্রদত্ত কন্যাদিগের তিন পুরুষ পর্য্যন্ত সাপিণ্ড্য (হয়)।" রত্নাকর নামক গ্রন্থে উদ্ধৃত কূর্ম্মপুরাণের—"অপ্রদত্ত স্ত্রীদিগের সপ্তপুরুষ পর্য্যন্ত সাপিণ্ড্য" এই বচন দেখিয়া রুদ্রধর যে সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন,—কন্যাদিগের তিন পুরুষাবধি সাপিণ্ড্যপ্রতিপাদক বচন সকলকে বাগ্দানের উত্তর বিষয়কই বলিতে হইবে, অর্থাৎ বাগ্দানের পরই স্ত্রীদিগের পিতৃকুলে সাপিণ্ড্য সাত পুরুষ হইতে কমিয়া আসিয়া, মাত্র তিন পুরুষ অবধি হয়, বাগ্দানের পূর্ব্বে বরাবর সাত পুরুষ অবধিই থাকে, রুদ্রধরের এ কথাটিও যুক্ত (সঙ্গত) নহে, কারণ, ঐ সাত পুরুষ পর্য্যন্ত সাপিণ্ড্য প্রতি-পাদক কূর্ম্মপুরাণীয় বচনকে কেবলমাত্র বিবাহকালে সাপিণ্ড্য গণনাতেই প্রযোজ্য এই কথা বলিলেই সকল গোল মিটে যায়, অন্যদিকে কিন্তু অন্য শাস্ত্রোক্ত তিন পুরুষ পর্য্যন্ত সাপিণ্ড্যপ্রতিপাদক বচন অনুসারেও স্ত্রীদিগের বাগ্দানের পরই যে, তিন পুরুষ পর্য্যন্ত পিতৃকুলে সাপিণ্ড্য গণনা করিতে হইবে,

"পিতৃবেশ্মনি যা নারী রজঃ পশ্যত্যসংস্কৃতা।
তস্যাং মৃতায়াং নাশৌচং কদাচিদপি শাম্যতি।"
"পিতুর্যাবজ্জীবমশৌচমি"তি বাচস্পতিমিশ্রাঃ ॥ ৩৫ ॥
সোদরে বিশেষয়তি কূর্ম্মপুরাণম্,—
"আ-দন্তাৎ সোদরে সদ্য আ-চূড়াদেকরাত্রকম্।
আ-প্রদানাত্রিরাত্রং স্যাদ্দশরাত্রমতঃপরম্॥"
ন চাত্র সোদরপদং কৈমুতিকন্যায়াৎ পিত্রাদ্যুপলক্ষণমিতি

বাক্‌প্রদানাৎ পরং সদা। সপিণ্ডানাং ত্রিরাত্রং স্যাৎ সংস্কারে ভর্ত্তুরেব হি। অহস্ব-দত্তকন্যানামশৌচং মরণে স্মৃতম্। যাজ্ঞবল্ক্যঃ—"অহস্ত্বদত্তকন্যাসু বালেষু চ বিশোধনম্" অতএব দত্তানাঞ্চাপ্যদত্তানাং কন্যানাং কুরুতে পিতা। চতুর্থেঽহনি তাস্তেষাং কুর্য্যুরনু সুসমাহিতাঃ। ইতি বচনে দত্তানামূঢানাম্ অদত্তানাঞ্চ বাগ্দত্তানাং চতুর্থেঽহনি পিতাধিকারী শ্রাদ্ধং কুর্য্যাদিতি শ্রাদ্ধবিবেকে হারলতায়াঞ্চ ব্যাখ্যাতম্ ॥ ৩৫ ॥

তাহার পূর্ব্বে নহে, এরূপ নির্ণয় করিবার পক্ষে কোন প্রমাণ নাই। কেবল প্রমাণাভাব নহে, ঐ মতে গৌরবও হয়, অর্থাৎ অপ্রদত্তা স্ত্রীদিগের অশৌচ সম্বন্ধে বাগ্দানের পূর্ব্বে পিতৃকুলে সাত পুরুষ পর্য্যন্ত সাপিণ্ড্যের গণনা করিতে হইবে, এবং বাগ্দানের পর তিন পুরুষ পর্য্যন্ত সাপিণ্ড্যের গণনা করিতে হইবে, এই দুইটি বিধিমূলক দুইটি শ্রুতি কল্পনায় গৌরবও হইয়া পড়ে। "যথোক্তকালে শুদ্ধিলাভও করে" অর্থাৎ এই বচনের প্রথমার্দ্ধে উল্লিখিত ত্রিরাত্ররূপ সময়ের পরই শুদ্ধিলাভ করে," রত্নাকরাদি গ্রন্থে শঙ্খ এবং বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরের বক্ষ্যমাণ বচন উদ্ধৃত হইয়াছে, যথা—"যদি কোন রমণী অবিবাহিতাবস্থায় পিতার গৃহে রজোদর্শন করে, সেই কন্যার মৃত্যুতে অশৌচের বিরাম হয় না।" ইহার ব্যাখ্যায় বাচস্পতিমিশ্র বলেন, পিতার যাবজ্জীবন অশৌচ হয়। ৩৫।

কূর্ম্মপুরাণে স্ত্রীর মৃত্যুতে তাহার সহোদরের অশৌচ সম্বন্ধে এইরূপ বিশেষ করিয়া বলা হইয়াছে, "দাঁত উঠিবার পূর্ব্বে ভগিনীর মৃত্যুতে সহোদরের সদ্যঃশৌচ হয়। চূড়ার পূর্ব্বে মৃত্যুতে এক রাত্র অশৌচ হয়, এবং চূড়ার পর বাগ্দানের পূর্ব্বে মৃত্যুতে ত্রিরাত্র অশৌচ, ইহার পর মৃত্যু হইলে দশরাত্র অশৌচ।" এই বচনস্থিত সোদর পদটিকে কেহ যেন, কৈমুতিক ন্যায়ের আশ্রয় করিয়া অর্থাৎ

বাচ্যম্, আদিপুরাণে "জনকস্ত্রিভি"রিত্যভিধায় "আ জন্মনস্তু চূড়ান্ত"মিত্যভিধানেন পিতুরপি জন্মপ্রভৃতি চূড়াপর্য্যন্তং সদ্যঃ-শৌচাভিধানাৎ, বাচনিকেঽর্থে ন্যায়ানবতারাচ্চ। "দশরাত্র-মি"তি ভর্ত্রাদিসপিণ্ডপরং, "দত্তানাং ভর্ত্তুরেব হী"তি স্মৃতেঃ। কেচিত্তু বিষমশিষ্টভয়াৎ "সমানমুদরং যস্মা"দিতি বহুব্রীহিণা সোদরপদং পিতৃপরমিত্যাহুঃ, তন্ন, "পিতুর্ব্বরস্তু চে"ত্যনেন বিরোধাৎ॥ ৩৬॥

আ দন্তাদিতি বর্ষাসপর্য্যন্তমিত্যর্থঃ। নহু চূড়াপর্য্যন্তং সোদরস্যৈকরাত্রং পিতুস্তু সদ্যঃশৌচমিতি বিষমশিষ্টং? বস্তুতস্তু বন্ধুবর্গস্যৈকেন শুধ্যেত্তু জনকস্ত্রিভি'রিত্যাদৌ ভ্রাত্রাদ্যপেক্ষয়া পিতুরশৌচকালবৃদ্ধিদৃশ্যতে, তত্রাহ বাচনিকেতি। বিরোধাদিতি তথাহি আ দন্তাৎ সোদরে সদ্য ইত্যেতদ্বচনস্য পিতৃপরত্বে আ জন্মনস্তু চূড়ান্তমিত্যাদি-

---

সোদর ভ্রাতার যখন এইরূপ অশৌচ, তখন ত কাজে কাজেই কন্যার মৃত্যুতে তাহার পিতা প্রভৃতির ঐরূপ ক্রমেই অশৌচ হওয়া এইরূপ যুক্তির আশ্রয় করা উচিত, অতএব বচনস্থিত 'সোদর' পদটি পিতা প্রভৃতিরও উপলক্ষক (বোধক) বলিয়া মনে না করেন। কারণ, আদিপুরাণে "কন্যার মৃত্যুতে পিতা তিন রাত্রে শুদ্ধ হয়", এইরূপ বলার পর, "জন্ম হইতে চূড়াকাল পর্য্যন্ত এই বচনটির অভিধান করায় "উহা দ্বারা, জন্ম হইতে চূড়াকালের মধ্যে কন্যার মৃত্যুতে পিতার যে সদ্যঃশৌচ হইবে, ইহা ত স্পষ্টবাক্যেই প্রকাশ করা হইয়াছে; অতএব যে স্থলে স্পষ্ট কথায় অর্থের প্রকাশ করা হয়, সে স্থলে আর যুক্তির অবতারণা করিয়া অন্যরূপ অনুমান করা কখনই সুসঙ্গত হয় না। সুতরাং উপরি উক্ত কূর্ম্মপুরাণের বচনে যে, বিবাহের পর হইতে দশ রাত্র অশৌচের বিধান করা হইয়াছে, উহা ভ্রাতৃসম্বন্ধে নহে, কিন্তু স্বামীর সপিণ্ড সম্বন্ধে, এইরূপই বুঝিতে হইবে। "দত্তা কন্যাদিগের মৃত্যুতে স্বামীর সপিণ্ডদিগেরই যথোক্ত অশৌচ হয়" এই স্মৃতিবচনই ঐরূপ বুঝিবার পক্ষে প্রবল প্রমাণ-স্বরূপ। কেহ কেহ আবার এই বচন দ্বারা পিতা অপেক্ষা ভাইয়ের অধিক দিন অশৌচের ব্যবস্থা করায় বিষমশিষ্ট দোষ ঘটে, এইরূপ আশঙ্কা করিয়া, 'সোদর' শব্দটির, "সমান উদর হইয়াছে, যাহা হইতে" এইরূপ বহুব্রীহি সমাস দ্বারা পিতারূপ অর্থ করেন; কিন্তু তাহাও হইতে পারে না, কারণ "সোদর" শব্দের

অথ বালাদ্যশৌচম্।

"নবমে দশমে মাসি প্রবলৈঃ সূতিমারুতৈঃ।
নিঃসার্য্যতে বাণ ইব জন্তুশ্ছিদ্রেণ সজ্বরঃ॥" ইতি যাজ্ঞ-
বল্ক্যোক্তপ্রকৃতপ্রসবকালনবমমাসাদিজাতমৃতে কূর্ম্মপুরাণম্,—
"জাতমাত্রস্য বালস্য যদি স্যান্মরণং পিতুঃ।
মাতুশ্চ সূতকং তৎ স্যাৎ পিতা ত্বস্পৃশ্য এব চ॥
সদ্যঃশৌচং সপিণ্ডানাং কর্ত্তব্যং সোদরস্য চ।
ঊর্দ্ধং দশাহাদেকাহং সোদরো যদি নির্গুণঃ॥"

বচনস্য পিতৃভিন্নপরত্বং বাচ্যম্, এবঞ্চ পিতুর্বরস্য চেতি যত্ত্রোক্তং, তেন সহ বিরোধঃ স্যাদিতি ভাবঃ॥ ৩৬॥

অথ বালাদ্যশৌচমিতি। সূতিমারুতৈঃ প্রসূতিকারকবায়ুভিঃ কর্ত্তৃভিশ্ছিদ্রেণ যোন্যা করণেন জন্তুর্নিঃসার্য্যতে বহিষ্ক্রিয়তে ইত্যন্বয়ঃ। সজ্বর ইতি তথা চ—সজ্বরো জায়তে জন্তুঃ সজ্বরো ম্রিয়তেঽপি বা ইতি। জাতমাত্রস্যেতি অশৌচাভ্যন্তরকালোপলক্ষণং বোধ্যম্। অস্পৃশ্য ইতি স্বাশৌচকালপর্য্যন্তমিতি ভাবঃ। সদ্য ইতি তৎক্ষণে ইত্যর্থঃ। দশাহা-

---

পিতারূপ অর্থ করিলে, পূর্ব্বোক্ত আদিপুরাণের বচনে বাগ্দান করার পর হইতেই পিতৃসপিণ্ড এবং বরসপিণ্ডদিগের ত্রিরাত্রাশৌচের বিধান করা হইয়াছে, তাহার সহিত বিরোধ হয়। ৩৬।

বালাদ্যশৌচ।

এক্ষণে বালকাদির অশৌচের কথা বলা হইতেছে। "নবম বা দশম মাসে গর্ভস্থ জীব প্রসবের প্রযোজক প্রবল বেগবান্ বায়ু দ্বারা প্রেরিত হইয়া বাণের মত যোনিরন্ধ্র দিয়া সজ্বর অবস্থাতেই নিঃসৃত হয়।" এই যাজ্ঞবল্ক্যের উক্তি দ্বারা গর্ভধারণের পর হইতে নবম বা দশম মাসই প্রসবের প্রকৃত কালরূপে বিজ্ঞাপিত হইয়াছে, ঐ সময় উৎপন্ন বালকের মৃত্যু হইলে, কূর্ম্মপুরাণে এইরূপ অশৌচের ব্যবস্থা করা হইয়াছে, যথা—"যদি কোন বালক জাতমাত্রই মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তাহা হইলে, তাহার পিতার ও মাতার জননাশৌচই প্রবল থাকিবে, এবং পিতা অস্পৃশ্য হইবে। আর উক্ত বালকের সপিণ্ডদিগের এবং সোদরদিগের সদ্যঃশৌচই কর্ত্তব্য। কিন্তু সহোদর যদি নির্গুণ হয়, তবে জন্ম হইতে দশ দিনের পরে বালকের মৃত্যু হইলে তাহার একরাত্র অশৌচ কর্ত্তব্য"।

"সূতকং তৎ স্যা"দিত্যনেন পূর্ব্বজাতং জননাশৌচমেব পিতুর্মাতুশ্চোচ্যতে, ন তু মরণাশৌচং, মাতুরস্পৃশ্যত্বং পূর্ব্বমেব সিদ্ধম্, ইদানীং পিতুরপ্যুক্তং, "বালস্ত্বন্তর্দ্দশাহ"ইত্যাদিবচনাৎ। "সদ্যঃ"পদং সাক্ষাৎ শুদ্ধিবিধায়কং ন তু মরণেন স্নানাপনেয়াশৌচমুৎপাদ্য, জননাশৌচনিবর্ত্তকমিত্যভিধায়কং, কল্পনাগৌরবাৎ।

"মরণোৎপত্তিযোগে তু মরণাচ্ছুদ্ধিরিষ্যতে।" ইত্যাদিবচনাচ্চ। তথাচ মিতাক্ষরায়াং বৃহন্মনুঃ,—

দূর্দ্ধং যদি বালস্য মরণং স্যাত্তদা সোদরস্য একাহং, সোদরো যদি নির্গুণঃ স্যাদিত্যর্থঃ। অত্র সোদরপদং মাতাপিত্রোরুপলক্ষণং বোধ্যম্। সাক্ষাদিতি অশৌচোৎপাদনং বিনৈব ইত্যর্থঃ। তথ্যাভিধায়কং জননাশৌচনিবর্ত্তনাভিধায়কম্। কল্পনেতি স্নানাপনেয়াশৌচ-

---

এইরূপ বলা হইয়াছে, উহা দ্বারা পিতার এবং মাতার, ঐ বালকের উৎপত্তিতে প্রথমজাত জননাশৌচই যে, প্রবল থাকিবে, উহার মরণ জন্য অশৌচ আর হইবে না, ইহাই বলা হইল। পুত্র জননে মায়ের অস্পৃশ্যত্ব ত প্রথমেই প্রতিপাদিত হইয়াছে, এই জন্য এ স্থলে কেবলমাত্র পিতারই অস্পৃশ্যত্ব উক্ত হইল। আরও একটি কথা—"জন্ম হইতে দশ দিনের মধ্যে বালক যদি মৃত্যুপ্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে, সপিণ্ডদিগের সদ্যঃশৌচ হইবে, জনন বা মরণ নিমিত্ত কোন প্রকার অশৌচই হইবে না", ইত্যাদি পূর্ব্বোক্ত বচন দ্বারা পিতা মাতা ভিন্ন সাধারণ সপিণ্ডদিগের অশৌচের অভাব উক্ত হওয়ায়, উক্ত কূর্ম্মপুরাণবচনে যে, সদ্যঃশৌচ কথাটি আছে, তাহার অর্থ—ঐরূপ বালকের মৃত্যুই সাক্ষাৎ শুদ্ধির বিধায়ক, কিন্তু উহার এরূপ অর্থ নহে, যে, ঐ বালকের মৃত্যু স্নানমাত্র দ্বারাই অপনেয় (নিবর্ত্তনীয়) সুতরাং অত্যল্পকাল স্থায়ী, একটি অভিনব অশৌচবিশেষ উৎপাদন করিয়া পূর্ব্বজাত জননাশৌচের নিবর্ত্তক হয়। কারণ ঐরূপ অর্থ করিলে, স্নানাপনেয় অশৌচান্তরের কল্পনা নিবন্ধন তন্মূলক শ্রুতি কল্পনার আবশ্যকত্বহেতু গৌরব হইয়া পড়ে। আরও দেখ, "মরণ ও উৎপত্তির একত্র সম্বন্ধ হইলে, মরণ দ্বারাই শুদ্ধি হয়।" ইত্যাদি বচনে কেবলমাত্র মরণকেই সাক্ষাৎ শুদ্ধির প্রযোজক বলা হইয়াছে, অশৌচান্তরের উৎপাদন দ্বারা মৃত্যু শুদ্ধির কারণ হয়, এমন কথা বলা হয় নাই। উৎপন্ন বালকের মৃত্যুতে সপিণ্ডদিগের যে, মৃত্যু জন্য আর স্বতন্ত্র অশৌচ

"দশাহাভ্যন্তরে বালে প্রমীতে তস্য বান্ধবৈঃ।
শাবাশৌচং ন কর্ত্তব্যং সূত্যাশৌচং বিধীয়তে।"

বান্ধবৈঃ পিতৃমাতৃভিঃ, বচনান্তরৈকবাক্যত্বাৎ, বহুত্বন্তু ব্যক্তিভেদাৎ; দশাহপদং চতুর্ব্বর্ণানাং স্বস্বজাত্যুক্তাশৌচপরং, সামান্যতঃ কূর্ম্মপুরাণে "তৎ সূতক"মিত্যুক্তত্বাৎ,—পারস্করেণ "অন্তঃসূতক"মিত্যভিধানাচ্চ। যথা,—

কল্পনাগৌরবাদিত্যর্থঃ। শুদ্ধির্জ্জননাশৌচনিবর্ত্তনম্। সূত্যেতি সূতির্জ্জননং, তৎপ্রযুক্তাশৌচমিত্যর্থঃ। বচনান্তরেতি জাতমাত্রস্য বালস্যেতি বালত্বস্তু দশাহে ত্বিত্যর্থঃ। অন্তঃ-

হয় না, তদ্বিষয়ে মিতাক্ষরায় বৃহন্মনুর একটি বচন প্রমাণরূপে উদ্ধৃত হইয়াছে, যথা—"কোন বালক জন্মের পর দশদিনের মধ্যে মৃত্যু প্রাপ্ত হইলে, তাহার বান্ধবগণ মৃতাশৌচ গ্রহণ করিবে না, তাহাদের পক্ষে একমাত্র জননাশৌচই বিহিত হইয়াছে।" এই বচনে যে, 'বান্ধবগণ' বলা হইয়াছে, উহা দ্বারা পিতা ও মাতা, এই দুই জনকেই বুঝিতে হইবে, কারণ তাহ'লেই এই বচনের সহিত পূর্ব্বোক্ত "যদি কোন বালক জাতমাত্রই" ইত্যাদি কূর্ম্মপুরাণীয় বচনের এবং "জন্মের পর দশ দিনের মধ্যে বালকের মৃত্যু হইলে," ইত্যাদি শঙ্খবচনের একবাক্যতা হয়। যদি বল, বৃহন্মনুর বচনস্থিত 'বান্ধব'পদটি যদি কেবলমাত্র পিতা-মাতারই বাচক হয়, তবে উহাতে বহুবচন দেওয়া হইল কেন? ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে, উহা দ্বারা চারি বর্ণের ভিন্ন ভিন্ন পিতা ও মাতার বোধ করান হইয়াছে, বলিয়াই, উহাতে বহুবচন দেওয়া হইয়াছে, এবং উক্ত বৃহন্মনুর বচনে যে, "বালক জন্মের পর দশদিনের মধ্যে" এইরূপ বলা হইয়াছে, ঐ দশদিন শব্দের অর্থ যে, ব্রাহ্মণাদি প্রত্যেক বর্ণের স্ব স্ব জাত্যুক্ত পূর্ণাশৌচকাল, এইরূপও বুঝিতে হইবে; কারণ কূর্ম্মপুরাণে সামান্যতঃ সূতক (অশৌচ) এই কথাটি মাত্রই ব্যবহৃত হইয়াছে, বর্ণ বিশেষের অশৌচ বুঝায়, এমন কোন কথা ব্যবহৃত হয় নাই এবং পারস্করও সাধারণতঃ "অন্তঃসূতক" (অশৌচের মধ্যে), এইরূপ ভাবেই বলিয়াছেন, কোন প্রকার দিন গণিয়া অশৌচের বিশেষ নির্দ্দেশ করেন নাই। ঐ সকল দৃষ্টান্তে এই বৃহন্মনুর বচনোক্ত দশদিনকে সাধারণতঃ সর্ব্ববর্ণের অশৌচেরই বাচক বলিতে হইবে। পারস্করের বাক্য যথা—

"অদ্বিবর্ষে প্রেতে মাতাপিত্রোরশৌচমেকরাত্রং, ত্রিরাত্রং বেতি, শরীরমদগ্ধ্বা ভূমৌ নিখনন্তি অন্তঃসূতকে চেদোত্থানাদশৌচং সূতকবদি"তি।

নবমমাসাদিমৃতজাতে তু সপিণ্ডাদীনাং দশাহাদিজননাশৌচম্।—

"গর্ভে যদি বিপত্তিঃ স্যাদ্দশাহং সূতকং ভবেদি"তি প্রাগুক্তেঃ। "একরাত্রং", "ত্রিরাত্রং বে"তি অজাতদন্তজাতদন্তমৃতবিষয়ম্। যথা কৌর্ম্মে,—

"অজাতদন্তমরণে পিত্রোরেকাহমিষ্যতে।
দন্তজাতে ত্রিরাত্রং স্যাৎ যদি স্যাতাঞ্চ নির্গুণৌ॥"

সূতকে চেৎ সূতকাশৌচমধ্যে চেৎ। ওত্থানাদিতি আ উত্থানাৎ, উত্থানঞ্চ স্বস্বজাত্যুক্তাশৌচান্তদিনপর্য্যন্তমিত্যর্থঃ। দন্তজাতে ত্রিরাত্রমিতি এতচ্চ ষণ্মাসোপরি ত্রিরাত্রাশৌচং

"দুই বৎসর বয়সের মধ্যে বালক মৃত হইলে, মাতা ও পিতার এক রাত্র, অথবা ত্রিরাত্র অশৌচ হইবে, ঐ বালকের শরীর দগ্ধ না করিয়া মাটির মধ্যে পুতিয়া রাখিতে হইবে। কিন্তু বালকের যদি স্বকীয় জননাশৌচের মধ্যে (অন্তঃসূতকে) মৃত্যু হয়, তাহা হইলে ঐ জননাশৌচের অবসান দিন অবধি জননাশৌচই বর্ত্তমান থাকিবে।" গর্ভধারণের পর নবম বা দশম মাস সময়ে যদি গর্ভ হইতে মৃতাবস্থাতেই বালক উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে, সপিণ্ডগণের পর্য্যন্তও যে, দশাহাদিরূপ (প্রত্যেক বর্ণের পূর্ণাশৌচরূপ) জননাশৌচই হইবে; এ কথা "গর্ভে যদি বালকের মৃত্যু হয়, তাহ'লে দশাহ জননাশৌচ হয়" এই বচন দ্বারা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। পারস্কর যে, দুই বৎসর বয়সের মধ্যে বালকের মৃত্যুতে মাতা ও পিতার এক রাত্র, অথবা ত্রিরাত্রাশৌচের বিধান করিয়াছেন, উহা যথাক্রমে অজাতদন্ত এবং জাতদন্ত বিষয়ক বলিয়াই বুঝিতে হইবে; অর্থাৎ দুই বৎসর বয়সের মধ্যে অজাতদন্ত হইয়া মরিলে একরাত্র, এবং জাতদন্ত হইয়া মরিলে ত্রিরাত্র অশৌচ হইবে। এ বিষয় কূর্ম্মপুরাণের এই বচনই প্রমাণ, যথা—"বালক দাঁত উঠিবার পূর্ব্বে মরিলে, পিতা ও মাতার একাহ অশৌচ হইবে, এবং দাঁত উঠিবার পর মরিলে, নির্গুণ পিতা ও মাতার

অজাতদন্তমরণে যদেকাহমুক্তং, তৎ শূদ্রেতরপরং, তস্য ত্রিরাত্রবিধানাৎ যথা "ত্র্যহাৎ শুধ্যতী"ত্যনুবৃত্তৌ শঙ্খঃ,—

"অনূঢ়ানান্তু কন্যানাং তথা বৈ শূদ্রজন্মনামি"তি।

নচৈতৎ "সগুণশূদ্রস্য জাতদন্তবিষয়মি"তি রত্নাকরাদ্যুক্তং যুক্তমিতি বাচ্যং, শঙ্খবচনস্য, "বালানামজাতদন্তানাং ত্রিরাত্রেণ শুদ্ধিরি"তি মিতাক্ষরাধৃতকাশ্যপবচনেন, "বালে চাজাতদন্তে চ ত্রিরাত্রং শাবাশৌচমি"তি গৌতমরত্নাকরধৃতবৈবস্বতবচনেন চৈকবাক্যত্বাৎ।

ব্যক্তমাহ মৎস্যসূক্তম্,—

"ত্রিরাত্রন্তু ভবেৎ শূদ্রে যণ্মাসোনশিশৌ মৃতে"

মাতাপিত্রোর্বোধ্যম্। তস্য শূদ্রস্য ত্রিরাত্রবিধানাদিতি অজাতদন্তশূদ্রমরণে যত্রিরাত্রাশৌচমুক্তং তদশৌচোত্তরকাল এব মরণে বোধ্যম্। অনূঢ়ানামিতি এতচ্চ সোদরাণাং ত্রিরাত্রাশৌচপরং, বাগ্দানোত্তরবিষয়ং বা। অজাতদন্তমরণে পিত্রোরেকাহমিত্যন্তে ইত্যেতদ্বচনং সর্ব্ববর্ণসাধারণং, ন চানূঢ়ানান্ত কন্যানাং তথা বৈ শূদ্রজন্মনামিত্যস্য শূদ্রীয়ত্র্যহাশৌচবিধায়কস্য কা গতিঃ, অজাতদন্তশূদ্রমরণে একাহবিধানাৎ জাতদন্তশূদ্রমরণে চ পঞ্চাহবিধানাদিতি বাচ্যং, সগুণশূদ্রস্য জাতদন্তবিষয়কত্বাদিতি রত্নাকরাদিমতং, তদ্-

---

ত্রিরাত্রাশৌচ শাস্ত্রসম্মত হইয়াছে।" এই যে অজাতদন্তের মরণে সাধারণতঃ সকল বর্ণের পক্ষেই এক রাত্রাশৌচের ব্যবস্থা করা হইয়াছে, উহা শূদ্র ভিন্ন অপর বর্ণের পক্ষেই বুঝিতে হইবে, কারণ শূদ্রের পক্ষে অজাতদন্ত বালকের মরণে ত্রিরাত্রাশৌচই বিহিত হইয়াছে। যথা—"তিনদিনের পর শুদ্ধিলাভ করে" এই কথার অনুবৃত্তি করিয়া শঙ্খ বলিতেছেন,—"অবিবাহিত কন্যাদিগের, এবং শূদ্র জাতির (ত্রিরাত্রাশৌচ)। কেহ কেহ বলিয়াছিলেন "শঙ্খ এই যে, শূদ্রজাতীয়দিগের পক্ষে ত্রিরাত্রাশৌচের বিধান করিয়াছেন, উহার রত্নাকরাদি গ্রন্থে যে, জাতদন্ত বালকের মৃত্যুতে সগুণ শূদ্রবিষয়ক বলিয়া ব্যাখ্যা করা হইয়াছে, তাহাই যুক্তিযুক্ত।" স্মার্ত্ত বলিতেছেন—"ইতি ন চ বাচ্যম্" এমন কথা বলিও না, দেখ, আমার মতানুযায়ী ব্যবস্থা করিলেই উক্ত শঙ্খবচনের, অজাতদন্ত বালকের মৃত্যুতে ত্রিরাত্রে শুদ্ধি হয়," মিতাক্ষরাধৃত এই কাশ্যপবচনের সহিত, এবং "অজাতদন্ত বালকের মৃত্যুতে ত্রিরাত্র মৃতাশৌচ হয়", এই গৌতম এবং রত্নাকর-

এবঞ্চ জাতদন্তশূদ্র এব পরিশেষাৎ। পঞ্চাহমাহ অঙ্গিরাঃ,—

"শূদ্রে ত্রিবর্ষান্ন্যূনেহন্তু মৃতে শুদ্ধিস্তু পঞ্চভিঃ।
অত ঊর্দ্ধং মৃতে শূদ্রে দ্বাদশাহো বিধীয়তে॥
ষড়্বর্ষান্তমতীতো যঃ শূদ্রঃ সংস্রিয়তে যদি।
মাসিকন্তু ভবেচ্ছৌচমিত্যাঙ্গিরসভাষিতম্॥"

ত্রিবর্ষাৎ বর্ত্তমানতৃতীয়বর্ষান্ন্যূনে অসমাপ্তদ্বিতীয়বর্ষে ইত্যর্থঃ।

"ষণ্মাসাভ্যন্তরে শূদ্রে মৃতে বালে ত্র্যহং বিদুঃ।
অনতীতে দ্বিবর্ষে চৈ মৃতে শুধ্যেত্তু পঞ্চভি"রিতি যমবচ-

নৈকবাক্যত্বাৎ। যত্তু,—

যয়তি ন চেতি। বুক্তমিতি পরেণান্বিতম্। এতত্তথা বৈ শূদ্রজন্মনামিতি বচনম্। যন্নালো-নেতি সর্ব্ববর্ণসাধারণং ত্র্যহাশৌচমুক্তমতঃপুংমাত্রবিষয়মিদম্। ত্রিবর্ষান্ন্যূনে ইতি যন্নালো-পরি দ্বিবর্ষাভ্যন্তরমরণে পঞ্চাহাশৌচমিত্যর্থঃ। অত ঊর্দ্ধমিতি দ্বিবর্ষোপরি ষড়্বর্ষাভ্যন্তরে

যুক্ত বৈবস্বত বচনের সহিত একবাক্যত্ব হয়। আরও দেখ, অজাতদন্ত শিশুর মৃত্যুতে শূদ্রদিগের যে ত্রিরাত্রাশৌচ হয়, এ কথা মৎস্য সূক্তে স্পষ্ট করিয়াই বলা হইয়াছে; যথা—"জন্মাবধি ছয় মাসের মধ্যে শিশুর মৃত্যুতে শূদ্রদিগের ত্রিরাত্রাশৌচ হইবে।" এইরূপ ব্যবস্থা স্থির হওয়াতেই অঙ্গিরা যে পঞ্চরাত্র অশৌচের কথা বলিয়াছেন, তাহা পরিশেষন্যায়ে, অর্থাৎ অজাতদন্তের পক্ষে ত্রিরাত্রাশৌচ কূর্ম্মপুরাণে বিহিত হওয়ায়, ঐ পঞ্চরাত্রাশৌচকে তদতিরিক্ত স্থলেই (জাতদন্তের পক্ষেই) বুঝিতে হইবে। অঙ্গিরার সেই বচনটি যথা—"তিন বৎসর বয়সের কমে শূদ্র বালকের মৃত্যুতে পাঁচ দিনে শুদ্ধি হইবে, তিন বৎসর বয়স উত্তীর্ণ হইবার পর শূদ্র বালকের মৃত্যুতে দ্বাদশ দিনে শুদ্ধি হয়। শূদ্র ছয় বর্ষ বয়স অতিক্রম করিয়া মৃত হইলে পর এক মাসের পর, শৌচ (শুদ্ধি) হইবে, অঙ্গিরা এইরূপ বলিয়াছেন।" মূল বচনে যে "ত্রিবর্ষান্ন্যূনে" (তিন বয়সের কমে) কথা আছে তাহার অর্থ, স্মার্ত্ত এইরূপ করিয়াছেন—'ত্রিবর্ষাৎ' এর অর্থ—বর্ত্তমান তৃতীয় বৎসর ন্যূন অর্থাৎ জন্মবৎসর হইতে তৃতীয় বৎসর উপস্থিত হইবার আগে। এইরূপ অর্থ করিবার কারণ, এই যে, ঐরূপ বলিলেই "ছয় মাসের মধ্যে শূদ্রবালকের মৃত্যু হইলে তিন দিন অশৌচ জানিবে। এবং জন্ম হইতে দুই বৎসর বয়স

"অনূঢ়ভার্য্যঃ শূদ্রস্তু ষোড়শাৎ বৎসরাৎ পরম্।
মৃত্যুং সমধিগচ্ছেত্তু মাসং তস্যাপি বান্ধবাঃ।
শুদ্ধিং সমধিগচ্ছন্তি নাত্র কার্য্যা বিচারণা॥"

ইতি শঙ্খবচনং; মাসং ব্যাপ্য ইতি শেষঃ, তদঙ্গিরোবচন-বিরোধাৎ "সগুণশূদ্রবিষয়ক"মিতি গৌড়াঃ। মৈথিলাস্তু "ষড়্-বর্ষোপরি উঢ়ভার্য্যত্বে মাসঃ, অনূঢ়ভার্য্যত্বে দ্বাদশাহঃ, ষোড়শ-বর্ষোপরি অনূঢ়ভার্য্যত্বেঽপি মাস" ইত্যাহুঃ, তন্ন, ষড়্বর্ষা-ভ্যন্তরে কৃতবিবাহস্য মরণে মাসাশৌচস্য বক্ষ্যমাণত্বেন ষড়্-বর্ষোপরি উঢ়ভার্য্যত্বে মাস ইত্যত্র ষড়্বর্ষোপরি ইত্যস্য

মরণে দ্বাদশাহাশৌচমিত্যর্থঃ। ষড়্বর্ষান্তমিতি ষড়্বর্ষোপরি মাসাশৌচমিত্যর্থঃ। অঙ্গিরো-বচনবিরোধাদিতি ষড়্বর্ষান্তমতীতো য ইত্যাদ্যেনাঙ্গিরসা ষড়্বর্ষোপর্য্যেব মাসবিধানা-

অতীত না হইবার মধ্যে মৃত হইলে, পাঁচ দিনে শুদ্ধি হইবে" এই যমবচনের সহিত একবাক্যতা হয়। তবে যে, আমরা শঙ্খের একটি বচন দেখিতে পাই "অকৃতদার অথচ ষোল বৎসর বয়স যাহার অতীত হইয়াছে, এইরূপ শূদ্র যদি মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তাহ'লে তাহার বান্ধবগণ এক মাস যাবৎ অশৌচ ভোগ করিবার পর শুদ্ধিলাভ করিবে, ইহাতে আর কোনরূপ বিচার করিবে না"। পূর্ব্বোক্ত "ছয়বৎসর বয়সের পর মাসাশৌচ বিধায়ক অঙ্গিরার বচনের সহিত এই যমবচনের বিরোধ হওয়ায়, গৌড়দেশীয় পণ্ডিত-গণ এই বচনকে সগুণশূদ্রবিষয়ক বলিয়া ব্যাখ্যা করেন। মৈথিল পণ্ডিত-গণ কিন্তু অন্য প্রকার ব্যাখ্যা করেন, তাঁহারা বলেন—ছবৎসর বয়সের পর শূদ্র যদি কৃতদার হয়, তবেই তাহার মৃত্যুতে এক মাস অশৌচ, আর অকৃতদার হইলে, বার দিন, কিন্তু ষোল বৎসরের পর অকৃতদার হইলেও তাহার মৃত্যুতে এক মাস অশৌচ হইবে। স্মার্ত্ত বলিতেছেন তন্ন, একথা নয়, কারণ পরে যখন ছবৎসর বয়সের ভিতরও কৃতদার শূদ্রের মরণে মাসাশৌচ বলা হইবে, তখন ছবৎসর বয়সের পর কৃতদার শূদ্রের মরণে মাসাশৌচের ব্যবস্থা করা, একপ্রকার বিড়ম্বনা মাত্র, অর্থাৎ সর্ব্বপ্রকারে ব্যর্থ হইয়া পড়ে। দেখ, যখন ছয় বৎসর বয়স হইবার পূর্ব্বেও বিবাহকারী শূদ্রের মৃত্যুতে এক মাস অশৌচ শাস্ত্রসম্মত হইল, তখন ছয় বৎসর

বৈয়র্থ্যাপত্তেঃ। এবঞ্চ ষড়্‌বর্ষোপরি অনূঢ়ভার্য্যমরণেঽপি নির্গুণানাং সম্পূর্ণাশৌচং, ষোড়শবর্ষোপরি মরণে সগুণানামিতি শূদ্রস্য প্রধানসংস্কারত্বেন দৈবাৎ ষড়্‌বর্ষাভ্যন্তরেঽপি কৃতোদ্বাহে মাসাশৌচং ব্যবহ্রিয়তে। অন্যথা দ্বিবর্ষীয়ায়াঃ শূদ্রপত্ন্যা মরণে "দশরাত্রমতঃ পর"মিত্যুক্তবচনাৎ মাসাশৌচং, তদ্বোঢ়ুঃ পঞ্চবর্ষীয়স্য মরণে দ্বাদশাহ ইতি মহদ্বৈষম্যং স্যাৎ। অতএব দ্বিবর্ষোত্তরষোড়শবর্ষাভ্যন্তরমনূঢ়ভার্য্যে মৃতে দ্বাদশাহমেবাশৌচম্, এবং বদতা বাচস্পতিমিশ্রেণাপি দ্বিবর্ষোপরি উঢ়ভার্য্যামরণে মাসাশৌচমঙ্গীকৃতম্। কেচিত্তু "অনূঢ়ভার্য্যস্যোঢ়-

বিরোধ ইতি ভাবঃ। বৈয়র্থ্যাপত্তেরিতি উঢ়ভার্য্যাস্থে মাস ইত্যস্যৈব সমাকৃত্বাৎ উঢ়ভার্য্যত্বঞ্চ ষড়্‌বর্ষাভ্যন্তরে ভবতু ষড়বর্ষোপরি বা ভবতু তত্র বিশেষাভাবাদিতি ভাবঃ। ইদানীং স্বমতমেবোপসংহরতি এবঞ্চেতি। ষোড়শেতিষোড়শবর্ষোপরি অনূঢ়ভার্য্যমরণে সগুণানাং মাসাশৌচমিত্যর্থঃ। অন্যথা এতাদৃশস্থলে মাসাশৌচব্যবহারাস্বীকারে। অঙ্গীকৃতমিতি

বয়স অতীত হইবার পর বিবাহকারী শূদ্রের মৃত্যুতে মাসাশৌচ বিধানের আবশ্যকতাই নাই। যদি এইরূপ হইল, অর্থাৎ মৈথিলদিগের ব্যাখ্যা দূষিত হইল, তাহ'লে ব্যবস্থাটা এইরূপ দাঁড়াইল যে, ছয় বৎসর বয়সের পর অকৃতদার শূদ্রের মরণেও নির্গুণ সপিণ্ডদিগের সম্পূর্ণাশৌচ হইবে, এবং ষোল বৎসর বয়সের পর শূদ্রের মৃত্যুতে সগুণ সপিণ্ডদিগেরও পূর্ণাশৌচ হইবে। দেখ, একমাত্র বিবাহই শূদ্রের প্রধান সংস্কার, কাজেই ছ-বৎসর বয়সের মধ্যে দৈবাৎ (পিতা মাতা আদি বন্ধুবর্গের সখের বশে) যদি কোন শূদ্রের বিবাহ হয়, তাহার মৃত্যুতে একমাস অশৌচ হওয়াই উচিত এবং ব্যবহারও সেইরূপই দৃষ্ট হয়, অন্যথা (এরূপ না বলিলে), দুই বৎসর বয়স্কা শূদ্রপত্নীর মরণে, "ইহার পর (বিবাহের পর) স্ত্রীর মরণে দশরাত্র অশৌচ অর্থাৎ (স্বজাত্যুক্ত পূর্ণাশৌচ) হইবে" এই পূর্ব্বোল্লিখিত কূর্ম্মপুরাণের বচনানুসারে এক এক মাস অশৌচ হইবে, আর তাহার পঞ্চমবর্ষীয় স্বামীর মৃত্যুতে বারদিন মাত্র অশৌচ হইবে; এইরূপ ব্যবস্থায় বড় বৈষম্য দোষ ঘটে। "অতএব দুই বৎসর বয়সের পর ষোল বৎসরের মধ্যে

ভার্য্যত্বস্বরূপযোগ্যতারহিতঃ শূদ্রঃ নপুংসক” ইতি যাবৎ। “অনূঢ়ভার্য্য” ইতি বচনে পুংলিঙ্গশ্ছান্দস” ইতি বদন্তি। নচ “ষোড়শাদ্বৎসরাৎ পর”মিত্যত্র অনূঢ়ভার্য্যত্ববিশেষণমপি ব্যর্থ-মি”তি বাচ্যং, তদ্বিশেষণেন ন্যায়বর্ত্তিশূদ্রাণাং ষোড়শবৎ-সরোপরি বিবাহকালঃ কল্প্যতে। তথাহি,—

“শূদ্রাণাং মাসিকং কার্য্যং বপনং ন্যায়বর্ত্তিনাম্।

সামান্যতঃ ষোড়শবর্ষাভ্যন্তরম্ অনূঢ়েত্যাদিকম্ অনুক্‌ত্বা যৎ দ্বিবর্ষোত্তরং ষোড়শবর্ষাভ্যন্তর-মনূঢ়েত্যাদিকমুক্তং মিশ্রেণ তেন দ্বিবর্ষোপরি উঢ়ভার্য্যমরণে মাসাশৌচমিত্যত্র মিশ্রস্যর-সোঽবগম্যতে ইতি ভাবঃ। ব্যর্থমিতীতি ষোড়শাৎ বৎসরাৎ পরম্ উঢ়ভার্য্যস্যানূঢ়ভার্য্যস্য চ মরণে মাসাশৌচাৎ অনূঢ়ভার্য্যত্ববিশেষণং ব্যর্থমিত্যর্থঃ। ন ষোড়শাৎ বৎসরাৎ প্রাগপি উঢ়ভার্য্যস্য মরণে মাসাশৌচপ্রাপ্ত্যর্থম্ অত্রানূঢ়ভার্য্যত্ববিশেষণং দত্তমিতি বাচ্যং, পঞ্চবর্ষা-ভ্যন্তরেঽপি উঢ়ভার্য্যস্য মরণে বৈষম্যাভিন্না মাসাশৌচস্য ব্যবস্থাপিতত্বাৎ পঞ্চবর্ষাভ্যন্তরে-

---

অকৃতদার শূদ্রের মরণে বারদিনই অশৌচ হইবে”, এইরূপ ব্যবস্থা করিয়া বাচস্পতি মিশ্রও যে, ভঙ্গীক্রমে দুই বৎসর বয়সের পর কৃতদার শূদ্রের মরণেও এক মাস অশৌচ, স্বীকার করিয়াছেন, ইহা অবশ্যই বলিতে হইবে। কেহ কেহ বলেন, বচনে যে ‘অনূঢ়ভার্য্য কথাটি আছে, উহার অর্থ—যে ব্যক্তির, উঢ়ভার্য্য (কৃতদার) হইবার স্বরূপযোগ্যতা নাই, অর্থাৎ নপুংসক। তবে যে অনূঢ়ভার্য্য কথাটিকে পুংলিঙ্গে ব্যবহার করা হইয়াছে, উহা আর্ষ প্রয়োগ। কেহ কেহ আশঙ্কা করিয়াছিল, যদি ষোল বৎসর বয়সের পর কৃতদারই হউক, বা অকৃতদারই হউক শূদ্র মরিলেই মাসা-শৌচ হইবে, এইরূপ ব্যবস্থা হইল, তবে “যদি কোন শূদ্র ষোল বৎসর বয়সের পর অকৃতদার হইয়া মৃত্যু প্রাপ্ত হয়” ইত্যাদি বচনে ষোল বৎসর বয়স যাহার অতীত হইয়াছে, এইরূপ শূদ্রের পক্ষে আবার “অনূঢ় ভার্য্য” (অকৃতদার), এই বিশেষণটি দেওয়াই বৃথা হইয়াছে। ইহার উত্তরে স্মার্ত্ত বলিতেছেন “ন চ বাচ্যম্” এরূপ আশঙ্কাও করিও না, ঐ বিশেষণটি দেওয়াইতে ন্যায়পথানুবর্ত্তী শূদ্রের ষোল বৎসর বয়সের পরই যে, বিবাহকাল হয়, ইহাই সূচিত করা হইয়াছে। ন্যায়পথানুবর্ত্তী শূদ্রের ষোল বৎসরের পরই যে বিবাহকাল উপস্থিত হয়, তাহার পক্ষে শাস্ত্রসম্মত যুক্তিও দৃষ্ট হয়।

বৈশ্যবৎ শৌচকল্পশ্চ দ্বিজোচ্ছিষ্টঞ্চ ভোজনমি"তি মনু-বচনান্ন্যায়বর্ত্তিশূদ্রাণাং "বৈশ্যবচ্ছৌচকল্পশ্চে"ত্যত্র চকারাদ্বৈশ্য-ধর্ম্মাতিদেশেনোপনয়নপ্রসক্তৌ তৎস্থানে ব্রহ্মপুরাণেন বিবাহো বিধীয়তে। যথা,—

'বিবাহমাত্রং সংস্কারং শূদ্রোঽপি লভতে সদে"তি। তত্রোপনয়নকালশ্চ,—

"গর্ভাষ্টমেঽষ্টমে বাব্দে ব্রাহ্মণস্যোপনায়নম্।

রাজ্ঞামেকাদশে সৈকে বিশামেকে যথাকুলমি"তি যাজ্ঞবল্ক্যোক্তঃ। "সৈকে একাদশ" ইত্যনুষঙ্গাৎ দ্বাদশাব্দে ইত্যর্থঃ। অত্র চোত্তরোত্তরবর্ণানামুত্তরোত্তরকালদর্শনাৎ শূদ্রস্যাপ্যুপনয়ন-স্থানাভিষিক্তবিবাহস্য তথৈব যুক্তত্বাৎ। অতএব যথাকুলমিত্য-

ঽপি তদর্থমিহানুচভার্য্যত্ববিশেষণং ব্যর্থমিতি ভাবঃ। মাসিকমিতি মাসেন নিবৃত্তং মাসিকং বপনং মাসাশৌচমিত্যর্থঃ। একে যথাকুলমিতি যেষাং যথাকুলাচারস্তে-স্তথৈব ব্যবহর্ত্তব্যমিতি একে মুনয়ো বদন্তীত্যর্থঃ। উত্তরোত্তরবর্ণানাং পরপরবর্ণানাম্,

যথা—"ন্যায়পথানুবর্ত্তী শূদ্রদিগের মাসের মধ্যে একবার মাত্র ক্ষৌরকার্য্য বিহিত হইয়াছে, তাহারা বৈশ্যের মত শৌচকার্য্য (শুচি ব্যবহারও) করিবে, এবং ব্রাহ্মণের উচ্ছিষ্ট ভোজন করিবে"। এই মনুবচনে ন্যায়-পথানুবর্ত্তী শূদ্রদিগের পক্ষে বিহিত "বৈশ্যবচ্ছৌচকল্পশ্চ" (বৈশ্যের মত শৌচও), এই 'চ'কার (ও) দ্বারা শূদ্রদিগের জন্য বৈধকর্ম্মের অনুষ্ঠান বিষয়ে বৈশ্যধর্ম্ম অতিদিষ্ট (আরোপিত বা কল্পিত) হওয়ায়, শূদ্রদিগের উপনয়ন হইবারও প্রসক্তি হইয়াছিল, এই জন্য ব্রহ্মপুরাণে সেই উপনয়নের স্থানেই, অর্থাৎ তাহার পরিবর্ত্তে বিবাহ বিহিত হইয়াছে, যথা—"শূদ্রও এক মাত্র বিবাহ সংস্কার অবশ্য লাভ করিবে।" এক্ষণে যাজ্ঞবল্ক্য কর্ত্তৃক সাধা-রণতঃ উক্ত উপনয়নের কাল দেখ। "ব্রাহ্মণদিগের গর্ভাষ্টম বা অষ্টম বৎসর উপনয়নের কাল, ক্ষত্রিয়দিগের একাদশ বৎসর, এবং বৈশ্যদিগের দ্বাদশ বৎসর উপনয়নের কাল। কেহ কেহ বলেন, বৈশ্যদিগের কুলাচার অনুসারে উপনয়নের কাল স্থির করিবে।" এই বচনে, বর্ণদিগের যেমন যেমন নীচতা হইয়াছে,

তিদেশেন ষোড়শাব্দৎসরাৎ প্রাগপি বিবাহো দৃশ্যতে। স তু ন প্রকৃষ্ট ইতি বিশেষঃ॥ ৩৭

প্রতিলোমজাতানান্তু "শৌচাশৌচং প্রকুর্ব্বীরন্ শূদ্রবৎ বর্ণসঙ্করা" ইত্যাদিপুরাণাৎ ব্যবস্থা। ইদানীন্তনক্ষত্রিয়াদী-নামপি শূদ্রত্বমাহ মনুঃ,—

"শনকৈস্তু ক্রিয়ালোপাদিমাঃ ক্ষত্রিয়জাতয়ঃ।
বৃষলত্বং গতা লোকে ব্রাহ্মণাদর্শনেন চ॥"

অতএব বিষ্ণুপুরাণম্,—

উত্তরোত্তরকালেভি পরপরকালেত্যর্থঃ। তথৈব যুক্তত্বাদিতি বৈশ্যোপনয়নকালাৎ দ্বাদশবর্ষাভ্যন্তরে ষোড়শবর্ষে উপনয়নত্বামাতিদিষ্টস্য শূদ্রবিবাহস্য যুক্তত্বাদিত্যর্থঃ॥ ৩৭॥

প্রতিলোমজাতানাম্ উত্তমবর্ণায়ামধমবর্ণেন জনিতানাম্। শূদ্রবদিতি শূদ্রবদ্বর্ণসঙ্করা

দেখিতেছি উপনয়নকালেরও তেমনি তেমনি বৃদ্ধি করা হইয়াছে; ইহা দেখিয়া, শূদ্রদিগের উপনয়নস্থলাভিষিক্ত বিবাহকালকেও যোল বৎসররূপে কল্পনা করাই যুক্তিযুক্ত বোধ হইতেছে। এই জন্যই অর্থাৎ শূদ্রদিগের পক্ষে বৈশ্যের আচার ব্যবহার অতিদিষ্ট হইয়াছে বলিয়াই, বৈশ্যদিগের উপনয়নের বিষয়ে যে, "যথাকুলম্" (কেহ কেহ বলেন বৈশ্যদিগের কুলাচার অনুসারেই উপনয়নেরর কাল স্থির করিতে হইবে), এইরূপে একটি পক্ষের অবতারণা করা হইয়াছে, ঐ পক্ষটিকেও শূদ্রে অতিদেশ করিলে, যোল বৎসরের পূর্ব্বেও শূদ্রের বিবাহ সম্ভাবিত হইতে পারে, তবে সে বিবাহ উৎকৃষ্ট নহে। এইমাত্র বিশেষ। ৩৭॥

প্রতিলোম বিবাহক্রমে জাত বর্ণসঙ্কর জাতির কথা।

প্রতিলোমক্রমে সঞ্জাত বর্ণসঙ্করদিগের পক্ষে—"বর্ণসঙ্করগণ শূদ্রদিগের মত শৌচ এবং অশৌচও করিবে" এই আদিত্যপুরাণের বচনানুসারেই ব্যবস্থা স্থির করিতে হইবে। ইদানীন্তন ক্ষত্রিয়গণেরও যে শূদ্রত্ব উৎপন্ন হইয়াছে, তাহাদের ক্ষত্রিয়ত্ব আর নাই, এ কথা মনু বলিয়াছেন। যথা—'এই সকল ক্ষত্রিয় জাতি ক্রমশঃ ক্ষত্রিয়োচিত ক্রিয়ার লোপ করিয়া এবং ব্রাহ্মণগণের দর্শন না পাইয়া শূদ্রধর্ম প্রাপ্ত হইয়াছে। এই নিমিত্ত বিষ্ণুপুরাণেও বলা হইয়াছে

"মহানন্দিসুতঃ শূদ্রাগর্ভোদ্ভবোঽতিলুব্ধো মহাপদ্মো নন্দঃ। পরশুরাম ইবাখিলক্ষত্রিয়ান্তকারী ভবিতা। ততঃ প্রভৃতি শূদ্রা ভূপা ভবিষ্যন্তী"তি।

তেন মহানন্দিপর্য্যন্তং ক্ষত্রিয় আসীৎ। এবঞ্চ ক্রিয়া-লোপাদ্বৈশ্যানামপি তথৈব অম্বষ্ঠাদীনামপীতি জাতিপ্রসঙ্গা-দুক্তম্॥

আ উত্থানাদিতি উত্থানদি-পর্য্যন্তম্। উত্থানঞ্চ স্বয়ঞ্জাতু্য-

ইতি বচনম্ভ কলীতরপরম্। ব্রাহ্মণাদর্শনেন বেদাদর্শনেন। মহাপদ্মো নন্দ ইতি নন্দনামা ইত্যর্থঃ। তস্যৈব নামান্তরং মহাপদ্ম ইতি। যথা শ্রীভাগবতে,—মহানন্দীসুতো রাজন্ শূদ্রাগর্ভোদ্ভবো বলী। মহাপদ্মপতিঃ কশ্চিৎ নন্দঃ ক্ষত্রবিনাশকৃদিতি। এতচ্চ স্বামিপাদৈর্ব্যাখ্যাতং যথা—নন্দো নাম কশ্চিৎ মহাপদ্মসংখ্যায়াঃ সেনায়া ধনস্য বা পতির্ভবিষ্যতি অতএব মহাপদ্ম ইত্যপি তস্য নাম ইতি। তথা বৃষলত্বম্—এবং ক্রিয়ালোপাদ্ বৃষলত্বম্। অত্রেদং বোধ্যং,—বালকমরণে যত্র ব্রাহ্মণস্যৈকরাত্রম্ অশৌচং, তত্র ক্ষত্রিয়স্য দ্বিরাত্রং, বৈশ্যস্য ত্রিরাত্রং; যত্র ব্রাহ্মণস্য ত্রিরাত্রং, তত্র ক্ষত্রিয়স্য ষড়্রাত্রং, বৈশ্যস্য নবরাত্রম্। যথা অঙ্গিরাঃ,—বিপ্রে ত্রিবর্ষান্যূনে তু মৃতে শুদ্ধিস্তু নৈশিকী। দ্ব্যহেন ক্ষত্রিয়ে শুদ্ধিস্ত্রিভির্বৈশ্যে মৃতে তথা॥ নিবৃত্তচূড়কে বিপ্রে ত্রিরাত্রাচ্ছুদ্ধিরিষ্যতে। নিবৃত্তে ক্ষত্রিয়ে ষড়্ভির্বৈশ্যে নবভিরেব চ॥" ইদানীমস্তঃ-

---

—"মহানন্দীর শূদ্রার গর্ভে মহাপদ্ম নন্দ নামে অতিলুব্ধ পুত্র উৎপন্ন হইবে, এবং সেই পুত্র পরশুরামের ন্যায় নিখিল ক্ষত্রিয়দিগের অন্তকারী হইবে। তাহার পর হইতে শূদ্রজাতীয়গণই ভূপতি হইবে।" বিষ্ণুপুরাণের এই কথায় জানা যাইতেছে যে, মহানন্দী অবধিই ক্ষত্রিয়জাতির সত্তা ছিল। এইরূপ ক্রিয়ালোপ নিবন্ধন বৈশ্যদিগের এবং অম্বষ্ঠ প্রভৃতিরও যে শূদ্রত্ব ঘটিয়াছে, অশৌচাদি গ্রহণ বিষয়েও উহারা যে, ঠিক্ শূদ্রাচারী হইয়াছে, এই কথাটি কেবল জাতি প্রসঙ্গবশতই উক্ত হইল, যাহা হউক, এ পর্য্যন্ত যত কথা বলা হইল তৎসমুদয় পূর্ব্বোক্ত "দুই বৎসর পূর্ণ হইবার মধ্যে" ইত্যাদি পারস্করীয় সূত্রের প্রথমার্দ্ধের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গেই বলা হইল। এক্ষণে এই সূত্রের শেষার্দ্ধের ব্যাখ্যা করিতে প্রবৃত্ত হইয়া, সূত্রস্থিত 'ওত্থানাৎ' এই পদটীর ব্যাখ্যা করিতেছেন।—আ উত্থানাৎ এই দুইটী পদ মিলিয়া ওত্থানাৎ এই পদটী হই-

ক্তাশৌচান্তদিন এব। দশম্যামুত্থাপ্য ব্রাহ্মণান্ ভোজয়িত্বা পিতা নাম করোতীতি পারস্করবচনাৎ। ন চ "দশম্যা"মিত্য-স্যোপলক্ষণপরত্বে প্রমাণাভাব ইতি বাচ্যং,"ব্রাহ্মণা"নিত্যাদিনা তদুত্তরদিনে বৃদ্ধিশ্রাদ্ধসম্বন্ধিব্রাহ্মণভোজন-পূর্ব্বকনামকরণবিধা-নাৎ। ন চ অশৌচাভ্যন্তর এব নামকরণম্,

"নামধেয়ং দশম্যান্তু দ্বাদশ্যাং বাথ কারয়ে"দিতি, মনুবচ-নাৎ, হরিশর্ম্মোক্তং যুক্তমিতি বাচ্যং, "অশৌচব্যপগমে নাম-

---

সূতকে চেদোত্থানাদশৌচং সূতকবদিতি পারস্করসূত্রং ব্যাখ্যায়তে, ওত্থানাদিত্তীতি দশম্যামিতি রাত্রাবিতি শেষঃ। উত্থাপ্য সূতিকাশয্যাদিকমুত্থাপ্য। পিতা নামেতি নাম-করণস্যাশৌচান্ত উত্তরদিনে বিধানাৎ উত্থানস্যাশৌচান্তদিনকর্ত্তব্যমায়াতমিতি ভাবঃ। ননু দশমীশব্দেন কথং স্বস্বজাত্যুক্তাশৌচান্তদিনমুচ্যতে প্রমাণাভাবাৎ কিন্তু দশমদিন এব উত্থানমিতি বক্তব্যমিতি আশঙ্কতে ন চেতি, উপলক্ষণপরত্বে স্বস্বজাত্যুক্তাশৌচান্তদিনমত্রে তদুত্তরদিনে ইতি, তথাচ ব্রাহ্মণানাং দশমদিনে উত্থানস্য সম্ভবেঽপি ক্ষত্রিয়াদের্ন সম্ভবতি

য়াছে। উহার অর্থ সিদ্ধ উত্থানদিন পর্য্যন্ত। উত্থান শব্দের অর্থ আবার স্বস্ব জাত্যুক্ত অশৌচের অন্তদিন; কারণ ঐ পারস্করেরই একটী বচন আছে "পিতা দশমদিনের রাত্রিতে সূতিকাস্থ শয্যাদি উঠাইয়া এবং তৎপরদিন ব্রাহ্মণ ভোজন করাইয়া নামকরণ করিবে"। কেহ আশঙ্কা করিয়াছিল, পারস্করের বচনে দশ দিনের দিন রাত্রি ইরূপ মাত্র উক্ত হইয়াছে। উহাকে স্বস্ব জাত্যুক্ত অশৌচের অন্তদিনের উপলক্ষক করিতেছ কেন? এরূপ উপলক্ষণ করা বিষয়ে ত কোন প্রমাণ দৃষ্ট হয় নাই। ইহার উত্তরে স্মার্ত্ত বলিতেছেন, "ইতি ন চ বাচ্যম্,"—এরূপ বলিও না। কারণ, পারস্করের বচনস্থিত "ব্রাহ্মণান্ ভোজয়িত্বা"—(ব্রাহ্মণ ভোজন করাইয়া) এইরূপ কথন দ্বারা দশম দিনের পর দিনে বৃদ্ধিশ্রাদ্ধের অঙ্গভূত ব্রাহ্মণভোজনপূর্ব্বক নাম-করণের বিধানই যে, করা হইয়াছে; এইরূপ বুঝিতে হইবে। অশৌচের মধ্যে যখন বৃদ্ধিশ্রাদ্ধাদির অনুষ্ঠান হইতে পারে না, তখন পারস্করের সূত্রস্থিত "দশমী" শব্দটিকে সামান্যতঃ অশৌচান্তদিনের উপলক্ষক বলিয়াই বুঝিতে হইবে। বৃদ্ধিশ্রাদ্ধাদির অনুষ্ঠানের অনুরোধে যখন ঐরূপ উপলক্ষণ করা হইতেছে, তখন ইহাতে আর প্রমাণাভাব রহিল কই? ইহার উপর অপরে আশঙ্কা করিয়াছিল,—নামকরণ যে, অশৌচের মধ্যে করিবে, শাস্ত্রবিরুদ্ধ হইবে,

ধেন”মিতি বিষ্ণুবিরোধাৎ। অতএব “দশম্যামিতি নিবৃত্তাশৌচ-পর”মিতি ব্রহ্মচারিকাণ্ডম্। এতচ্চ সঙ্করেণাশৌচহ্রাসে, তদানীং নামকরণে বোধ্যম্। এতৎপরমেব ‘দিগবিশিবশতাহ” ইতি

তদুত্তরদিনস্থাশৌচাধিকরণত্বাদিতি ভাবঃ। ইদানীন্তু আচারবশাৎ কৈশ্চিৎ পঞ্চমদিনে কৈশ্চিচ্চ নবমদিনে উত্থানং ক্রিয়তে ইতি বোধ্যম্। অশৌচমধ্যেহপি নামকরণং কর্ত্তব্য-মিতি হরিশর্ম্মমতং, যত্তদ্ যরতি ন চেতি। অতএব বিষ্ণুবিরোধাদেব। দশম্যামিতীতি নামধেয়ং দশম্যাস্ত ইত্যেতদনুবচনীয়দশম্যামিতি পদং নিবৃত্তাশৌচপরং ন তু দশম্যা-মুত্থাপ্যেতি পারস্করীয়বচনস্থং দশম্যামিতি পদং নিবৃত্তাশৌচপরম্, উত্থানস্থাশৌচান্তদিনে বিধানাদিতি বোধ্যম্। নিবৃত্তেতি অত্রাশৌচান্তরসাঙ্কর্য্যেণ নবমদিনেহশৌচনিবৃত্তিস্তৎ-পরমিত্যর্থঃ। ব্রহ্মচারীতি কল্পতরোরিত্যাদি। এতৎপরমেব নিবৃত্তাশৌচপরমেব।

ইহা কে বলিল ? কেন না ? অশৌচের মধ্যেও নামকরণ করিবার বিধি দৃষ্ট হয় ; অতএব হরিশর্ম্মা নামক গ্রন্থকার মনুর “দশম দিনে বা দ্বাদশ দিনে নামকরণ করিবে” এই বচন অবলম্বন করিয়া, অশৌচের মধ্যে যে, নামকরণের কর্ত্তব্যতা প্রতিপাদন করিয়াছেন, তাহাইত সম্পূর্ণ যুক্তিযুক্ত বোধ হইতেছে। ইহার উত্তরে স্মার্ত্ত বলিতেছেন, এ কথাও বলিতে পার না, কারণ, ঐরূপ ব্যবস্থা করিলে “অশৌচের অপগম হইলে নামকরণ করিবে” এই বিষ্ণু বচনের সহিত বিরোধ হইয়া উঠে। এই জন্যই অর্থাৎ অশৌচের মধ্যে নামকরণ হইতে পারে না বলিয়াই, পারস্করের সূত্রস্থিত “দশম্যাং” এই পদটির ব্রহ্মচারিকাণ্ডে এইরূপ তাৎপর্য্যার্থ বিবৃত করা হইয়াছে ;—এই যে, দশম দিনে পারস্কর নামকরণের বিধান করিয়াছেন, উহা দ্বারা অশৌচশূন্য দশম দিনই যে তাঁহার অভিপ্রেত, ইহাই বুঝিতে হইবে। যদি বল, অশৌচ শূন্য দশম দিন একপ্রকার ত অসম্ভব, তাহাতেই বা নামকরণের বিধান সঙ্গত হয় কিরূপে ? ইহার উত্তরে স্মার্ত্ত বলিতেছেন, এ বিধানটি সাধারণ স্থলের জন্য নয়, যে স্থলে অশৌচের সঙ্কর হইয়া কোন বালকের জন্ম হইতে নয় দিনের দিন অশৌচের নিবৃত্তি হইয়াছে, কেবল তথাবিধ স্থলেই ঐ সূত্র দ্বারা দশমদিনে নামকরণ বিহিত হইয়াছে। অর্থাৎ একটি সপিণ্ডবালক জন্মাইবার পরদিনই আর একটি সপিণ্ডবালকের জন্ম হইয়াছে, এস্থলে পরজাত বালকের নিজ জন্মের নবম-দিনে অশৌচান্ত হওয়ায়, অশৌচশূন্য দশমদিনে নামকরণ করিবার বিধানটি

দীপিকোক্তং সঙ্গচ্ছতে। অবির্দ্বাদশাহঃ, অবয়ঃ শৈলমেঘার্কা ইত্যমরকোষাৎ। পারস্করীয়"দশম্যা"মিত্যস্যানুপলক্ষণত্বে "সূতকং তৎ স্যা"দিতি, "শাবাশৌচং ন কর্ত্তব্যং সূত্যাশৌচ"-

---

দ্দিশাহঃ। অবিঃ সূর্য্যঃ দ্বাদশাহঃ। শিব একাদশাহঃ। যত্র দশমদিন এবাশৌচনিবৃত্তিস্তত্র একাদশাহে দ্বাদশাহে বা নামকরণমিতি বোধ্যম্। পারস্করীয়েতি তথাচ পারস্করীয়দশম্যা-মুখাপ্যোত্থেতবচনীয়দশম্যামিত্যস্যানুপলক্ষণত্বে দশমদিন এব সর্ব্ববর্ণানামুত্থানলাভাৎ অন্তঃসূতকে চেৎ উত্থানাদিত্যনেন সর্ব্ববর্ণানাম্ উত্থানাবচ্ছিন্নদশমদিনপর্য্যন্তমেবাশৌচং স্যাৎ, এবঞ্চ সতি "মাতুশ্চ সূতকং তৎ স্যা"দিতি, সূত্যাশৌচং বিধীয়তে" ইত্যেতয়ো-

যে কেবল ঐরূপ পরজাত বালকের জন্যই করা হইয়াছে, তাহাই বুঝিতে হইবে। দীপিকা নামক গ্রন্থে যে জন্ম হইতে দিক্ (দশ), অবি (দ্বাদশ) শিব (একাদশ), এবং শত দিন নামকরণের যোগ্যরূপে বিহিত হইয়াছে তন্মধ্যে দশদিনে নামকরণের বিধানটিকে কেবলমাত্র পূর্ব্বোক্তরূপে নবমদিনে অশৌচান্ত হওয়ার স্থলের জন্য বলিলেই উহা সঙ্গত হয়। 'অবি' শব্দের অর্থ-যে বার সংখ্যা কথিত হইয়াছে, তাহার প্রতি "অবি" বলিতে শৈল, মেঘ এবং সূর্য্য বুঝায়", এই অমরকোষের বাক্যই প্রমাণ এস্থলে সূর্য্যরূপ অর্থগ্রহণ করিয়াই বার সংখ্যা ধরা হইয়াছে। যে হেতু শাস্ত্রমতে সূর্য্যের সংখ্যা দ্বাদশ। পারস্করের সূত্রস্থিত "দশম্যাং" ইহা দ্বারা যদি সামান্যতঃ অশৌচান্ত দিনের উপলক্ষণ না করা হয়, তাহা হইলে "পূর্ব্বোক্ত কূর্ম্মপুরাণীয়" নবজাত শিশুর স্বকীয় অশৌচকালের মধ্যে মৃত্যু হইলে, পিতা ও মাতার পূর্ব্বোৎপন্ন জননাশৌচই প্রবল থাকিবে," এই বচনের এবং বৃহন্মনুর "দশদিনের মধ্যে বালক মৃত হইলে, উহার পিতা এবং মাতা মৃতাশৌচ গ্রহণ করিবে না, তাহাদের পক্ষে পূর্ব্বজাত জননাশৌচই বিহিত হইয়াছে" এই বচনেরও সঙ্কোচ না করিলে আর চলে না। ঐ দুইটি বচনে "অশৌচ" কথাটি সামান্যরূপে ব্যবহৃত হওয়ায়, উহা প্রত্যেক বর্ণেরই স্বজাত্যুক্ত পূর্ণাশৌচেরই বোধ করাইতেছে, কিন্তু পারস্করীয় "দশমী" পদটির যদি কেবলমাত্র যথাশ্রুত "দশদিন" এইরূপ অর্থই রাখা হয়, সর্ব্বসাধারণ অশৌচান্তদিন না বলা হয়, তাহ'লে দশদিনের দিনই সকল বর্ণের উত্থান কর্ত্তব্যরূপে বিহিত হওয়ায়, ঐ দুইটি বচন দ্বারাও সকল বর্ণের স্বজাত্যুক্ত পূর্ণাশৌচের বিধান না হইয়া, কেবলমাত্র যে দশদিন অশৌচেরই বিধান করা হইয়াছে, এইরূপ অর্থের প্রতীতি

মিত্যেতয়োঃ সঙ্কোচাপত্তেঃ। যত্র ব্রাহ্মণস্য সম্পূর্ণাশৌচং, তত্র ক্ষত্রিয়াদীনামপি তথৈব যুক্তত্বাচ্চ। এতেন ক্ষত্রিয়াদী-নামপি দশাহমধ্য এব বালকমরণেঽস্পৃশ্যত্বযুক্তমশৌচমুত্থানা-বধি তদূর্দ্ধন্তু সদ্যঃশৌচম্।

"বালস্ত্বন্তর্দ্দশাহেন প্রেতত্বং যদি গচ্ছতি।

সদ্য এব বিশুদ্ধিঃ স্যান্নাশৌচং নৈব সূতকম্"ইতি শঙ্খো-ক্তবচনেন "উত্থানঞ্চ দশমদিন" এবেতি নিরস্তম্। তস্মাদেত-চ্ছঙ্খবচনং মাতাপিতৃব্যতিরিক্তসপিণ্ডানাং সদ্যঃশৌচবিধায়কম্, অন্তর্দ্দশাহপদঞ্চ স্বস্বজাত্যুক্তাশৌচাহপরম্। এবঞ্চ "সূতকং

বচনয়োঃ স্বজাত্যুক্তজননাশৌচবিধায়কয়োঃ ব্রাহ্মণমাত্রবিষয়কত্বং স্যাদিত্যতঃ সঙ্কোচঃ স্যাদেবং ব্রাহ্মণস্য সম্পূর্ণমশৌচং ক্ষত্রিয়াদেস্তু খণ্ডাশৌচং দশমদিন এব বিশ্রান্তং স্যাদিতি ভাবঃ। তথৈব সম্পূর্ণাশৌচস্যৈব। এতেনেতি নিরস্তমিতি পরেণান্বিতম্। এবঞ্চেতি

হয়, কাজেই ঐ দুইটি বচনের প্রসর লাঘব করিয়া, উহাদিগকে খাট করা হয়। আরও দেখ, যেরূপস্থলে ব্রাহ্মণগণের পূর্ণাশৌচ বিহিত হইয়াছে, সেইরূপস্থলে ক্ষত্রিয়াদি অপর বর্ণেরও পূর্ণাশৌচ হওয়াই যুক্তিযুক্ত, কিন্তু পারস্করীয় "দশমী" পদটির কেবলমাত্র যথাশ্রুত দশদিন রূপ অর্থ করিলে, কেবলমাত্র ব্রাহ্মণগণেরই পূর্ণাশৌচ বিহিত হয় বটে কিন্তু ক্ষত্রিয়াদি জাতির দশদিন মাত্র অশৌচ বিধান করা হয়, পূর্ণাশৌচ আর বিহিত হয় না; এই সকল দোষ নিবারণ জন্য "দশমী" শব্দের অর্থ যথাশ্রুত দশদিন না করিয়া, উহা দ্বারা অশৌচান্ত দিনেরই উপলক্ষণ করিতে হইবে। যেরূপ সিদ্ধান্ত করা হইল; তাহাতে—কেহ কেহ যে ব্যবস্থা করিয়াছিলেন "নবপ্রসূতবালকের দশদিনের মধ্যে মৃত্যু হইলেই ক্ষত্রিয়াদি অপর জাতীয় পিতা মাতারও উত্থান দিন (আঁতুড় থেকে বেড়োনোর দিন) অবধিই অস্পৃশ্যত্ব যুক্ত জননাশৌচ থাকিবে, তাহার পরে বালকের মৃত্যুতে ঐ সকল জাতীয় পিতা মাতারও সদ্যঃশৌচই হইবে; কেন না, শঙ্খের একটি বচন আছে; "যদি জন্মদিন হইতে দশ দিনের মধ্যে বালক মৃত হয়, তাহ'লে সদ্যই বিশুদ্ধি হইবে, সে স্থলে আর মরণাশৌচ বা জননাশৌচ কিছুই বিদ্যমান থাকিবে

তৎস্যা”দিত্যভিধানাৎ তত্র বালস্য শৃগালাদিহতত্বেঽপি ন মরণ-নিমিত্তকো বিশেষঃ। যচ্চ “অন্তঃসূতক” ইতি, উভয়োরপি কন্যা-পুত্রয়োরপি সূতকমধ্যে মরণে মাতাপিত্রোর্দ্দশাহমেবাশৌচ-মিতি তচ্চিন্ত্যম্, “অদ্বিবর্ষে প্রেতে” ইত্যনেন পুত্রস্য প্রকৃতত্বাৎ। ন চ নিমিত্তবিশেষণত্বাৎ পুংস্ত্বমবিবক্ষিতমিতি বাচ্যং,

---

“নাশৌচং নাপি সূতক”মিত্যভিধানাৎ স্বস্বজাত্যুক্তাশৌচাহাভ্যন্তরে। মরণস্য অশৌচ-জনকত্বাভাব ইত্যর্থঃ। সূতকং তদিত্যভিধানাৎ মাতুশ্চ সূতকং তৎ স্যাদিত্যভিধানাৎ। মতান্তরমাহ যচ্চেতি। অন্তঃসূতক ইতি অন্তঃসূতকে চেদোত্থানাদশৌচং সূতকবদিতি। পুংস ইতি অদ্বিবর্ষে প্রেত ইত্যত্র পুংলিঙ্গনির্দ্দেশেন পুংসঃ প্রকৃতত্বাদিত্যর্থঃ। ন চেতি

না” এবং উত্থান কার্য্যটি পারস্করীয় সূত্র অনুসারে সকল জাতির পক্ষে দশ দিনের দিনই কর্ত্তব্য” তাহাও খণ্ডিত হইল, অর্থাৎ দশমী শব্দ দ্বারা অশৌচান্ত দিনের উপলক্ষণ করা হইলে সকল বর্ণের পক্ষে দশদিনের দিনই উত্থান করিতে হইবে, এরূপ ব্যবস্থা করিবার আর আবশ্যকতা হইল না, সকলেই স্বজাত্যুক্ত অশৌচান্ত দিনেই উত্থান করিবে, এইরূপ বিধান হইল। অতএব (এই হেতুই, অর্থাৎ ‘দশমী’ শব্দটি স্ব স্ব ‘জাত্যুক্ত পূর্ণাশৌচের বোধক হওয়াতেই, শঙ্খের উক্ত বচনটী যে, নবজাত শিশুর জন্ম হইতে দশদিনের মধ্যে মৃত্যুতে মাতা ও পিতা ভিন্ন অপর সপিণ্ডদিগেরই সদ্যঃশৌচবিধায়ক, এইরূপই বুঝিতে হইবে, এবং শঙ্খের ঐ বচনে যে “দশদিনের মধ্যে” কথাটী আছে, তাহাতে স্ব স্ব জাত্যুক্ত অশৌচের নির্দ্দিষ্ট দিনের মধ্যে, এইরূপই বুঝিতে হইবে। এবং আর একটী কথা বক্তব্য এই যে, পূর্ব্বোক্ত বচনে “উহাই জননাশৌচ হইবে” এইরূপ বলায়, ঐ জননাশৌচের মধ্যে বালকের শৃগালাদিদংশনে মৃত্যু হইলেও মরণনিমিত্ত অশৌচের বৈশিষ্ট্য বিষয়ে আর বিচার করিতে হইবে না। কেহ যে বলিয়াছিলেন, ‘জননাশৌচের মধ্যে’ এই কথাটী থাকায়, কন্যা ও পুত্র, এই উভয়েরই জননাশৌচের মধ্যে মৃত্যু হইলে, পিতা ও মাতা উভয়েরই দশ দিন অশৌচ হইবে, ইহাও চিন্তনীয়, অর্থাৎ এরূপ ব্যবস্থাকেও ঠিক বলা যাইতে পারে না, কারণ, পূর্ব্বোক্ত “দুই বৎসর বয়সের মধ্যে—মৃত হইলে” এই পারস্করের বচনে পুত্রেরই প্রসঙ্গ উত্থাপন করা হইয়াছে।

যদি বল, ইহা দ্বারা যে, পুত্রের প্রসঙ্গ উত্থাপন করা হইয়াছে, ইহা ত

তথাত্বে দ্বিবর্ষীয়কন্যামরণেঽপি "একরাত্রং, ত্রিরাত্রং বে"তি স্যাৎ। ন চ "শরীরমদগ্ধ্বা নিখনন্তী"তি শরীরপ্রতিপত্তেঃ স্ত্রীপুংসাধারণত্বেন স্ত্রিয়া অপি প্রকৃতত্বমিতি বাচ্যং, পারস্করেণ পুরুষস্য শরীরপ্রতিপত্ত্যাদিকমভিধায়,"স্ত্রীণাঞ্চে"ত্যুক্তং, তদনন্তর-

---

অবিবক্ষিতত্বমিত্যনেনোদিতম্, তথাচ বিধেয়গতমেব লিঙ্গাদিকং বিবক্ষ্যতে, ন তূদ্দেশ্য-গতং, বিধেয়ঞ্চাত্র একরাত্রাশৌচাদিকং ন ত্বদ্বিবর্ষঃ প্রেত ইতি ভাবঃ। তথাত্বে পুংস্ত্বস্যাবিবক্ষিতত্বে। তথা চাগত্যা উদ্দেশ্যগতমপি পুংস্ত্বং বিবক্ষিতমিতি ভাবঃ। অভিধায়েতি অদ্বিবর্ষে প্রেতে ইতি পূর্ব্বোক্তসূত্রেণেত্যর্থঃ। স্ত্রীণাঞ্চেত্যুক্তমিতি তথাচ স্ত্রীণাঞ্চেতি সূত্রেণ পুংধর্ম্মাতিদেশঃ কৃত ইতি ভাবঃ। ননু স্ত্রীণাঞ্চেতি সূত্রেণ যথা

তুমি "অদ্বিবর্ষে প্রেতে" এই পুংলিঙ্গের প্রয়োগ দেখিয়াই স্থির করিতেছ, কিন্তু দেখ, "অদ্বিবর্ষ" এই পদটী নিমিত্তের অর্থাৎ মরণের নিমিত্তীভূত-কালের বিশেষণ হওয়ায়, উহাতে প্রযুক্ত পুংলিঙ্গ যে অবিবক্ষিত, ইহাই বুঝিতে হইবে, অর্থাৎ উহা দ্বারা "দুই বৎসরকাল পূর্ণ না হইবার মধ্যে মরণ হইলে" এইটুকুই বোধ করান হইয়াছে মাত্র; কাহার মৃত্যু হইলে, এরূপ বিশেষ করিয়া কিছু বলা হয় নাই। সুতরাং এস্থলে পুংলিঙ্গই যে, প্রয়োগকর্ত্তার বিবক্ষিত, অর্থাৎ কেবলমাত্র পুরুষ বালকের মৃত্যুতেই ঐরূপ অশৌচ বিধান করা যে, প্রয়োগকর্ত্তার অভিপ্রেত তাহা নহে, ঐ বয়সে কন্যার মৃত্যুতেও ঐ প্রকার অশৌচই হইবে। ইহার উত্তরে স্মার্ত্ত বলিতেছেন, এরূপ বলিতে পার না; ঐ স্থলে যদি পুংলিঙ্গ অবিবক্ষিত হইত, অর্থাৎ কোন পুরুষ শিশুসন্তানের মৃত্যুতেই ঐরূপ অশৌচ হওয়া প্রয়োগকর্ত্তার অভিপ্রেত না হইত, তাহা হইলে দুই বৎসরের কম বয়সে কন্যার মৃত্যুতেও এক-রাত্র বা ত্রিরাত্র অশৌচ হইবে, এইরূপ ব্যবস্থা প্রচলিত থাকিত। যদি বল, ভাল, তাহাই যেন হইল, কিন্তু উক্ত পারস্করের যে, বচনে কন্যার প্রসঙ্গ একেবারে নাই, ইহা কেমন ক'রে বলি? কেন না, "শরীর দগ্ধ না করিয়া মাটীর মধ্যে পুতিয়া রাখিতে হইবে" এই শরীরসংস্কার-বিষয়ক ব্যবস্থা যখন স্ত্রী ও পুরুষ উভয়জাতীয় বালকসম্বন্ধী হইয়াছে, তখন পারস্করের বচনের মধ্যে যে স্ত্রীলিঙ্গেরও প্রসঙ্গ আছে, ইহা অবশ্যই বলিতে হইবে। ইহার উত্তরে স্মার্ত্ত বলিতেছেন, এ কথাও বলিতে পার না, কারণ, পারস্কর উক্ত সূত্র দ্বারা

"অপ্রত্তানা"মিতি সূত্রান্তরেণ কন্যানাং যথাযোগ্যমতিদিশ্যতে, অতঃ শরীরপ্রতিপত্তিপিণ্ডোদকাদীনামনন্যপ্রকারত্বাৎ পুংবদেব, অশৌচস্য তু বচনান্তরেণ কন্যানাং পৃথক্‌ত্ববিধানান্ন তথাত্বমিতি। অতএব সর্ব্বৈর্নিবন্ধৃভিঃ প্রকরণভেদেন স্ত্র্যশৌচং নির্দ্দিশ্যতে, অতএব আদিপুরাণে "অনকন্নিতি"রিত্যনন্তরমেবা"জননত্তু চূড়ান্ত"মিত্যভিধানেন পিতুরপি সদ্যঃশৌচমুক্তম্, "তস্মাদন্তঃ-সূতক" ইত্যাদি পুংমাত্রবিষয়কং, ন কন্যাবিষয়কমিতি। কূর্ম্মপুরাণে,—

পুরুষীয়াশরীরপ্রতিপত্ত্যাদিয়তিদিশ্যতে তথা কথং পুনর্শৌচং নাতিদিশ্যতে তত্রাহ অনন্তরেতি। যথাযোগ্যমিতি তথাচ যত্রোপদেশো নাস্তি তত্রৈবাতিদেশঃ উপদেশসত্ত্বে তু ন এব বাধক ইতি ভাবঃ। ন তথাত্বং ন পুংবত্ত্বম্। অতএব কন্যানামশৌচস্য

সাক্ষাৎ সম্বন্ধে পুরুষের শরীরসংস্কারের কথা বলিয়া "স্ত্রীদিগেরও" এইরূপ একটী সূত্র বলিয়াছেন। তাহার পর "অপ্রদত্তা কন্যাদিগেরও" এই আতি-দেশিক সূত্রটী দ্বারা অবিবাহিত কন্যাদিগের পক্ষে পূর্ব্বসূত্রোক্ত কার্য্যের যথাযোগ্য অতিদেশ করিয়াছেন মাত্র। অতএব (পুরুষের কার্য্য যথাযোগ্য স্ত্রীতে অতিদিষ্ট হওয়াতেই) শরীর-সংস্কার এবং পিণ্ডোদকাদি দানকার্য্যের নিমিত্ত স্ত্রীদিগের জন্য বিভিন্ন বিধান না থাকায়, পুরুষের ন্যায়ই স্ত্রীদিগেরও ঐ সকল কার্য্য করা হইয়া থাকে। কিন্তু বচনান্তরের দ্বারা কন্যাদিগের অশৌচের পৃথক্‌রূপ বিধান থাকায়, উহা আর পুরুষের মত হইতে পারে না। এই জন্যই সকল নিবন্ধকারগণ, "স্ত্র্যশৌচম্" (স্ত্রীসম্বন্ধীয় অশৌচ), এইরূপ একটি স্বতন্ত্র "শিরোনামা" দিয়া স্ত্রীজাতিদিগের অশৌচ বিষয়ে একটি পৃথক্ প্রকরণেরই অবতারণা করিয়াছেন, এবং এই জন্যই আদিপুরাণে "বিবাহিতা রমণীর পিতার গৃহে মৃত্যুতে পিতা তিন দিনে শুদ্ধিলাভ করেন," এইরূপ বলিবার পরই, "জন্মের পর চূড়াকালের মধ্যে" এইরূপ কথন দ্বারা 'দ্বিবর্ষ বয়সের মধ্যে কন্যার মৃত্যুতে পিতারও যে সদ্যঃশৌচ হয়,' ইহা স্পষ্ট করিয়াই জানান হইয়াছে। অতএব পারস্করের বচনে "জননাশৌচের মধ্যে" ইত্যাদি যাহা বলা হইয়াছে, তাহাকে পুরুষ বিষয়কই বুঝিতে হইবে, কন্যা-বিষয়ক নহে।

"আ দন্তজননাৎ সদ্য আ চূড়াদেকরাত্রকম্।
ত্রিরাত্রকোপনয়নাৎ সপিণ্ডানামুদাহৃতম্॥"
সপিণ্ডানাং নির্গুণানাম্।
"অথোর্দ্ধং দন্তজননাৎ সপিণ্ডানামশৌচকম্।
একাহং নির্গুণানাঞ্চ চৌড়াদূর্দ্ধং ত্রিরাত্রক"মিতি তত্রৈবোক্তেঃ। "আ দন্তজননা"দিতি বিপ্রবিষয়ং, শূদ্রস্য ত্রিরাত্রবিধানাৎ॥ ৩৮

দন্তজননাদিকঞ্চ দন্তজন্মচূড়োপনয়নকালোপলক্ষণম্, অন্যথা "দৈবাদজাতদন্তস্য প্রথমেঽব্দে চূড়াকরণ"মিতি বচনাৎ, কুলাচারাচ্চ নবমে মাসি কৃতচূড়স্য মরণে অনধ্যবসায়াপত্তেঃ,

পুংবচ্চাভাবাদেব। অতএব ত্র্যশৌচস্য ভিন্নপ্রকরণীয়ত্বাদেব। ইদানীমুপসংহরতি তস্মাদিতি। ত্রিরাত্রবিধানাদিতি "ত্রিরাত্রন্তু ভবেৎ শূদ্রে বর্ষাদোনশিশৌ মৃতে" ইত্যাদিনা ত্রিরাত্রবিধানাদিত্যর্থঃ॥ ৩৮॥

কিংবেতি এতাদৃশস্থলে কৃতচূড়ত্বেন ত্রিরাত্রমিতি ব্যবস্থা দন্তজননকালোর্দ্ধত্বাৎ। ব্রতচূড়বিভাগাত্ত প্রতীতিষু যথাক্রমম্। দশাহত্র্যহএকাহৈঃ শুধ্যন্ত্যপি হি নির্গুণা ইতি, বক্ষ্যমাণজাবালবচনাচ্চ। নমু চূড়ায়াঃ কালোপলক্ষণত্বেঽপি অনধ্যবসায়োঽস্ত্যেব,

বালকের মরণাশৌচ সম্বন্ধে কূর্ম্মপুরাণে এইরূপ বলা হইয়াছে—"দাঁত না উঠা পর্য্যন্ত কালের মধ্যে বালকের মৃত্যুতে সদ্যঃশৌচ, এবং চূড়াকালের পূর্ব্বে মৃত্যুতে একরাত্রাশৌচ, চূড়ার পর উপনয়নকালের পূর্ব্বে মৃত্যুতে সপিণ্ডদিগের ত্রিরাত্রাশৌচ কথিত হইয়াছে" এই বচনে যে, সপিণ্ডের কথা বলা হইয়াছে, উহাতে নির্গুণ সাপিণ্ডই বুঝিতে হইবে; কারণ ঐ কূর্ম্মপুরাণে বলা হইয়াছে, "দাঁত উঠিবার পর হইতে নির্গুণ সপিণ্ডদিগের একরাত্র অশৌচ এবং চূড়াকালের পর হইতে ত্রিরাত্র অশৌচ হয়।" এই বচনে যে দন্ত জননের পূর্ব্বে অশৌচের ব্যবস্থা করা হইয়াছে, উহাকেও ব্রাহ্মণবিষয়কই বলিতে হইবে, কারণ, শূদ্র বালকের ঐরূপ অবস্থায় মৃত্যুতে ত্রিরাত্র অশৌচের বিধান করা হইয়াছে॥ ৩৮

পূর্ব্বে যে, "দাঁত উঠা ইত্যাদি কথা" বলা হইয়াছে, উহা দ্বারা দাঁত উঠার, চূড়ার এবং উপনয়নের যোগ্য কালেরই যে উপলক্ষণ করা হইয়াছে, ইহা বুঝিতে হইবে। তাহা না বুঝিলে, "দৈববশে কোন বালকের সময়ে দাঁত না উঠিলে,

কিম্ অজাতদন্তত্বেন সদ্যঃশৌচং, কিং বা কৃতচূড়ত্বেন ত্রিরাত্রম্? ইতি। অতএব ব্রহ্মপুরাণীয়ং "ষড়্ভির্মাসৈর্গতৈর্যদি"-রত্যাত্র তথা ব্যাখ্যাতং, গর্ভোপনিষদি "দন্তজননং সপ্তমে মাসী"ত্যুক্তম্। তেন ষণ্মাসাবধি সদ্যঃশৌচম্, এবং চূড়ায়ামপি।

"বিপ্রে ন্যূনে ত্রিভির্ব্বর্ষৈর্ম্ৃতে শুদ্ধিস্তু নৈশিকী।
নিবৃত্তচূড়কে বিপ্রে ত্রিরাত্রাচ্ছুদ্ধিরিষ্যতে॥" ইত্যঙ্গিরোবচনৈকবাক্যতয়া ত্রিভির্ব্বর্ষৈরুপলক্ষিতাদ্বর্ত্তমানতৃতীয়বর্ষান্ন্যূনে

তথাহি ষণ্মাসমধ্যেঽজাতদন্তস্য কৃতচূড়স্য মরণে কিমজাতদন্তত্বেন সদ্যঃ কিংবা কৃতচূড়ত্বেন ত্রিরাত্রমিতি চেৎ সত্যম্, আচারাৎ ষণ্মাসমধ্যে চূড়াকরণং ন ক্রিয়তে অতো ন দোষঃ, অতএব নবমমাসীত্যুক্তম্। অতএব দন্তজননাদের্দন্তজননাদিকালোপলক্ষণত্বাদেব তথা ব্যাখ্যাতমিতি "অজাতদন্তো মাসৈর্ব্বা মৃতঃ ষড়্ভির্গতৈর্যদি"রিত্যনেন দন্তজননকালস্য ষণ্মাসানন্তরত্বসূচনাৎ আ দন্তজননাৎ সদ্য ইতি কূর্ম্মপুরাণেন ষণ্মাসাভ্যন্তরে সদ্যঃশৌচং ষণ্মাসোত্তরন্তু অন্যদশৌচমিতি ব্যাখ্যাতম্। গর্ভোপনিষদি বেদভাগবিশেষে। চূড়ায়ামপি চূড়াস্থলেঽপি। একবাক্যতয়েতি আ চূড়াদেকরাত্রকমিত্যস্যেতি পূরণীয়ম্। ত্রিভির্ব্বর্ষৈরুপলক্ষিতত্বাদিতি অত্র ত্রিশব্দস্তৃতীয়বর্ষঘটকে লাক্ষণিকঃ, তদুত্তরবহুবচনন্ত

প্রথমবর্ষে চূড়াকরণ কর্ত্তব্য" এই বচনানুসারে, এবং "কুলাচারা"নুসারে নবম মাসে যাহার চূড়াকরণ করা হইয়াছে, এইরূপ বালকের মৃত্যুতে দাঁত উঠে নাই বলিয়া, কি সদ্যঃশৌচ হইবে? অথবা চূড়াকরণ হইয়াছে বলিয়া কি ত্রিরাত্রাশৌচ হইবে? এইরূপ একটা সংশয় হইতে পারে, এইজন্যই "ছয়মাস গত হইবার পর" এই কূর্ম্মপুরাণীয় বচনের, দাঁত উঠিবার বয়স উত্তীর্ণ হইবার পর মৃত্যু হওয়াতে যে, সদ্যঃশৌচ না হইয়া, অন্যপ্রকার অশৌচ হইবে, এইরূপ ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। এবং গর্ভোপনিষদে "সপ্তম মাসে দাঁত উঠে" এইরূপ বলিয়া দাঁত উঠিবার মোটামুটি একটা বয়স স্থির করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া স্থির করিতে হইবে যে, দাঁত উঠুক বা নাই উঠুক, ছয় মাস অবধি বালকের মৃত্যুতে সদ্যঃশৌচই হইবে এবং চূড়াদি বিষয়েও ঐরূপ কাল ধরিয়াই ব্যবস্থা করিতে হইবে; কেননা, তা হ'লে পুর্ব্বোক্ত কূর্ম্মপুরাণের বচনের, "ব্রাহ্মণ তিন বৎসর বয়সের কমে মৃত হইলে, একরাত্রে শুদ্ধি হইবে এবং চূড়াকরণের পর মৃত হইলে, তিনরাত্রে শুদ্ধি হইবে" এই অঙ্গিরার বচনের সহিত একবাক্যতা করা হয় এবং ঐরূপ একবাক্যতা করাই যুক্তিসঙ্গত হওয়ায়,

ঊনদ্বিবার্ষিক ইত্যর্থঃ। এবং "শূদ্রে ত্রিবর্ষান্ন্যূনে" ইত্যপি বোধ্যম্। এবমুপনয়নকালোঽপি গর্ভাষ্টমাব্দ এব যথা আদিপুরাণে "অনুপনীতো বিপ্রস্ত্বি"ত্যভিধায়—

"ম্রিয়তে যত্র তত্র স্যাদশৌচং ত্র্যহমেব হি।
দ্বিজন্মনাময়ং কালস্ত্রয়াণান্তু ষড়াব্দিকম্॥"

ইত্যুক্তত্বাৎ, ষড়ব্দপদঞ্চ মাসত্রয়াধিকষড়ব্দপরম্। যথা—

"গর্ভাষ্টমেঽষ্টমে বাব্দে ব্রাহ্মণস্যোপনায়ন"মিতি যাজ্ঞবল্ক্যাদিতি হারলতা। যত্তু,

অভেদার্থকং নিরর্থকং বা, যতো বিশেষণবিভক্তিরভেদার্থিকা নিরর্থিকা বেতি প্রামাণিকৈরুক্তং, বর্ষশব্দশ্চ লক্ষণয়া বর্ষঘটকক্ষণপরঃ, তথাচ তৃতীয়বর্ষঘটকা যে আদ্যক্ষণাবধিচরমক্ষণপর্য্যন্তক্ষণাঃ তৈরূপলক্ষিতঃ কালিকসম্বন্ধেন বিশিষ্টঃ স চ তৃতীয়বর্ষ এব বিভিন্নকালীনয়োরাধারাধেয়ভাববিরহেণ প্রথমবর্ষাদেস্তদ্বৈশিষ্ট্যাভাবাৎ ততো ন্যূনে ইত্যর্থঃ। এতাদৃশক্ষণৈকবিশিষ্টেঽপি ন্যূনত্বং ন ভবতীতি বোধ্যম্। দ্বিজন্মনামিতি ত্রয়াণাং দ্বিজন্মনাং ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাং কালঃ অসম্পূর্ণাশৌচকালঃ, তথাচ মাসত্রয়াধিকষড়ব্দানন্তরং মরণে ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাং সম্পূর্ণাশৌচং শূদ্রাণান্তু ষড়ব্দানন্তরমরণে সম্পূর্ণা-

এই বচনে যে, "তিন বৎসর বয়সের কমে" বলা হইয়াছে উহা দ্বারা তৃতীয় বর্ষ আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে অর্থাৎ দ্বিতীয় বর্ষ সম্পূর্ণ হইবার আগে, এইরূপ অর্থই বুঝিতে হইবে। তাহা হইলেই চূড়াযোগ্য কালই যে, অভিপ্রেত ইহারই বোধ হয়। পূর্ব্বোক্ত শূদ্রবিষয়ে "তিন বৎসরের কমে" ইত্যাদি বচনেরও ঐরূপ অর্থই বুঝিতে হইবে। এইরূপ উপনয়নের কালও গর্ভাষ্টম বা অষ্টম বৎসর। যথা আদিপুরাণে "অনুপনীত বিপ্র" এই প্রসঙ্গ তুলিয়া বলা হইয়াছে "মরিলে পর ত্রিরাত্রই অশৌচ হইবে, ব্রাহ্মণাদি ত্রিবিধ দ্বিজাতিদিগেরই ত্রিরাত্রাদি অসম্পূর্ণাশৌচের কাল এই ছয় বৎসর পর্য্যন্ত।" এই যে ছয় বৎসর পর্য্যন্ত বলা হইল, ঐ ছয় বৎসর শব্দের অর্থ—তিন মাস অধিক ছয় বৎসর। কারণ "গর্ভাষ্টম বৎসরে অথবা অষ্টম বৎসরে ব্রাহ্মণের উপনয়ন কর্ত্তব্য", এইরূপ যাজ্ঞবল্ক্যের একটী বচন থাকায়, তিন মাস অধিক ছয় বৎসর বয়সের পরই উপনয়নের কাল হয়, গর্ভে নয়মাস এবং ছয় বৎসর তিন মাস এই উভয়ের যোগ করিলে গর্ভাষ্টম বৎসর হয়। হারলতা নামক গ্রন্থে এইরূপ সিদ্ধান্তই করা হইয়াছে। এস্থলে ইহাও

"ব্রতচূড়দ্বিজানান্তু প্রতীতিষু যথাক্রমম্।
দশাহত্র্যহএকাহৈঃ শুধ্যন্ত্যপি হি নির্গুণা" ইতি জাবালবচনং তৎপ্রতীতিম্বিত্যভিধানাৎ পঞ্চাব্দোপনীতস্য প্রথমাব্দে কৃতচূড়স্য ষণ্মাসাভ্যন্তরজাতদন্তস্য চ মরণে দশাহাদিভিঃ শুদ্ধিপরম্। এতদ্‌ব্রাহ্মণবিষয়ং, ক্ষত্রিয়াদীনামপি তথাশৌচবৃদ্ধিঃ কল্প্যতে;—যত্র ব্রাহ্মণস্য বালকমরণে একরাত্রং, তত্র ক্ষত্রিয়াণাং দ্বিরাত্রং, বৈশ্যস্য ত্রিরাত্রং; যত্র ব্রাহ্মণস্য ত্রিরাত্রং, তত্র ক্ষত্রিয়স্য ষড়্রাত্রং, বৈশ্যস্য নবরাত্রম্। যথাঙ্গিরাঃ,—

শৌচমিত্যর্থঃ। মাসত্রয়েতি এতচ্চ নবমমাসজন্মাভিপ্রায়েণেতি বোধ্যম্। প্রতীতিষু লৌকিকসাক্ষাৎকারেষু, লৌকিকসাক্ষাৎকারশ্চ বিষয়স্যোৎপৎস্যমানতাদশায়াং ন সম্ভবতীতি বোধ্যম্। কল্প্যতে ইত্যনন্তরং যত্রেত্যাদি নব্যভিরেব চেত্যন্তমধিকং ক্বাপি বর্ত্ততে,

---

বক্তব্য যে, গর্ভাষ্টম বা অষ্টম বৎসর ব্রাহ্মণদিগেরই মুখ্য উপনয়নকাল, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যদিগের পক্ষে কেবলমাত্র অশৌচ গ্রহণ বিষয়েই উহা পারিভাষিক উপনয়নকাল মাত্র। তবে যে, আমরা জাবালির একটী বচন দেখিতে পাই, "ব্রত (উপনয়ন), চূড়া, এবং দন্তের প্রতীতিতে অর্থাৎ উপনয়নাদি লোকদৃষ্টিগোচর হইবার পর মৃত্যু হইলে, যথাক্রমে দশরাত্র তিনরাত্র, এবং একদিনে নির্গুণেরাও শুদ্ধ হইয়া থাকে।" এই বচনে 'প্রতীতি' পদের কথন থাকায় এই বচন দ্বারা যে, উপনয়নাদির যোগ্য বয়স উক্ত হইয়াছে, এইরূপ ত আর বলা যায় না, অসময়ে উপনয়নাদির অনুষ্ঠান হইলেও, দশাহাদি অশৌচ হইবে, সুতরাং ঐ বচন দ্বারা পাঁচ বৎসরে উপনীত বালকের প্রথম, বৎসরে কৃতচূড় বালকের, এবং ছয় মাসের মধ্যে জাতদন্ত বালকের মরণে যথাক্রমে দশ দিনাদিতে যে শুদ্ধির বিধান করা হইয়াছে এই কথাই বলিতে হইবে। ফলকথা, এই বচনটি কেবল মাত্র যে, ব্রাহ্মণদিগের সম্বন্ধেই উক্ত হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। অশৌচবিধায়ক বচন প্রধানতঃ ব্রাহ্মণ সম্বন্ধেই বলা হইয়াছে, ক্ষত্রিয়াদিরও ব্রাহ্মণবিহিত অশৌচের অনুপাতে অশৌচের বৃদ্ধি কল্পিত হইয়া থাকে। যেখানে ব্রাহ্মণ বালকের মৃত্যুতে একরাত্র, সেস্থলে ক্ষত্রিয়দিগের দ্বিরাত্র, এবং বৈশ্যের ত্রিরাত্র; যে স্থলে ব্রাহ্মণের ত্রিরাত্র

"বিপ্রে ন্যূনে ত্রিভির্ব্বর্ষৈর্ম্মৃতে শুদ্ধিস্তু নৈশিকী।
ত্র্যহেন ক্ষত্রিয়ে শুদ্ধিস্ত্রিভির্ব্বৈশ্যে মৃতে তথা॥
নিবৃত্তচূড়কে বিপ্রে ত্রিরাত্রাৎ শুদ্ধিরিষ্যতে।
নিবৃত্তে ক্ষত্রিয়ে ষড়্ভির্ব্বৈশ্যে নবভিরেব চ॥"

ইত্যনেন কল্প্যতে, অন্যথা ব্রাহ্মণস্য দন্তাদিপ্রতীতৌ অশৌচাধিক্যম্ অন্যস্য ন তথেতি বৈষম্যং স্যাৎ।

তেন শূদ্রস্য ষণ্মাসাভ্যন্তরে দন্তোৎপত্তৌ মরণে পঞ্চাহঃ, দ্বিবর্ষাভ্যন্তরে কৃতচূড়স্য দ্বাদশাহঃ, উপনয়নবৎ প্রধানসংস্কারত্বেন দৈবাৎ কৃতোদ্বাহেঽপি মাসো ব্যবহ্রিয়তে, অন্যথা যত্র দ্বিবর্ষীয়ায়াঃ শূদ্রপত্ন্যা মরণে মাসাশৌচং, তত্র তদ্বোঢ়ুঃ পঞ্চমাব্দীয়স্য

তচ্চ নাতিসুশৃঙ্খলম্। তেন শূদ্রস্যেত্যাদিগ্রন্থে শূদ্রমাত্রকথনাৎ। অন্যথা মাসাশৌচব্যবহারাভাবে। ননু ঊনদ্বিবার্ষিকমরণে মনুনা ত্র্যহাশৌচমুক্তং তৎকথং সংগচ্ছতে তত্রাহ

সে স্থলে ক্ষত্রিয়ের ছয়রাত্র, বৈশ্যের নয় রাত্র। এ বিষয়ে অঙ্গিরার বচন, যথা,—"তিন বৎসর বয়সের কমে অর্থাৎ দুই বৎসর পূর্ণ হইবার পূর্ব্বে ব্রাহ্মণের মৃত্যুতে একরাত্রে শুদ্ধি, ঐরূপ ক্ষত্রিয়ের মৃত্যুতে দুই রাত্রে শুদ্ধি। এবং ঐরূপ বৈশ্যের মৃত্যুতে তিন রাত্রে শুদ্ধি। কৃতচূড় বিপ্রবালকের মৃত্যুতে ত্রিরাত্রে শুদ্ধি, তথাবিধ ক্ষত্রিয়বালকের মৃত্যুতে ছয়রাত্রে, এবং তথাবিধ বৈশ্যবালকের মৃত্যুতে নয় রাত্রে।" এই বচনানুসারে সর্ব্বত্রই ব্রাহ্মণাশৌচের অনুপাতে ক্ষত্রিয়াদির অশৌচবৃদ্ধি কল্পনা করিতে হইবে। তা' না করিলে, ব্রাহ্মণের ছ'মাসের পূর্ব্বে দন্তের প্রতীতি এবং এক বৎসরে চূড়ার প্রতীতি এবং পাঁচ বৎসর বয়সে উপনয়নের প্রতীতি হইলে, তৎতৎকালে যেরূপ অশৌচ হওয়া উচিত ছিল, তদপেক্ষা অধিকাশৌচ হইবে, কিন্তু অন্যের বেলায় ঐরূপ ঘটনাতে যদি অধিকাশৌচের কল্পনা না করা যায়, তা'হ'লে বড়ই বৈষম্য হইয়া উঠে। উপরে যে ব্যবস্থা করা হইল, তাহাতে শূদ্রের ছয় মাসের মধ্যে দন্তোৎপত্তির পর মৃত্যু ঘটিলে, পাঁচ দিন অশৌচ, দুই বৎসরের মধ্যে চূড়া হইবার পর মৃত্যু হইলে বার দিন, এবং উপনয়নের ন্যায় প্রধান সংস্কার বলিয়া, যদি ছয় বৎসরেরমধ্যে দৈববশতঃ কোনও শূদ্রের বিবাহ হয়, তা হ'লে সেরূপ শূদ্রের মৃত্যুতে মাসাশৌচেরই ব্যবহার

মরণে দ্বাদশাহাশৌচমিতি বৈষম্যাপত্তেরিত্যুক্তম্ । অতএব দ্বিবর্ষোত্তরং ষোড়শবর্ষাভ্যন্তরেঽনূঢ়ভার্য্যশূদ্রে মৃতে দ্বাদশাহমেবাশৌচমিতি বদতা বাচস্পতিমিশ্রেণাপি দ্বিবর্ষোপর্য্যূঢ়ভার্য্যমরণে মাসাশৌচমঙ্গীক্রিয়তে ।

এবঞ্চ প্রথমাব্দকৃতচূড়মরণে এব মনুঃ—

"ঊনদ্বিবার্ষিকং প্রেতং নিদধ্যুর্বান্ধবা বহিঃ ।
অলঙ্কৃত্য শুচৌ ভূমাবস্থিসঞ্চয়নাদৃতে ॥
নাস্য কার্য্যোঽগ্নিসংস্কারো নাপি কার্য্যোদকক্রিয়া ।
অরণ্যে কাষ্ঠবৎ ক্ষিপ্ত্বা ক্ষপেয়ুস্ত্র্যহমেব হি ॥" অকৃতচূড়েঽপি স এব ।

"নৃণামকৃতচূড়ানামশুদ্ধির্নৈশিকী স্মৃতা ।
নিবৃত্তচূড়কানান্তু ত্রিরাত্রাচ্ছুদ্ধিরিষ্যতে ।
এতৎপরার্দ্ধেন ঊনদ্বিবার্ষিকমিতি বচনস্য বিষয়ো দর্শিতঃ ।

এবঞ্চেতি, ব্রতচূড়াদেঃ প্রতীতিপরত্বে চেত্যর্থঃ । দ্বিতীয়াব্দস্য যুগ্মত্বেন নিষিদ্ধত্বাদুক্তং প্রথমাব্দে ইতি । স এব মনুরেব । বিষয় ইতি তথাচ ঊনদ্বিবার্ষিকং প্রেতমিত্যাদিনা

করা উচিত। তাহা না করিলে যে স্থলে দ্বিবর্ষবয়স্ক শূদ্রপত্নীর মৃত্যুতে একমাস অশৌচ হইবে, সে স্থলে পঞ্চমবর্ষীয় তাহার পতির মৃত্যুতে বার দিন অশৌচের ব্যবস্থা করিলে, বড়ই যে একটা বৈষম্য হইয়া পড়ে, সে কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। অতএব, "দুই বৎসরের পর ষোল বৎসরের মধ্যে অকৃতদার শূদ্রের মৃত্যুতে বার দিন অশৌচ হইবে" এইরূপ ব্যবস্থা করায়, বাচস্পতিমিশ্রও দুই বৎসরের পর কৃতদার শূদ্রের মরণে যে একমাস অশৌচ হইবে," তাহা স্বীকার করিয়াছেন। এইরূপ ব্যবস্থা স্থির হওয়াতেই মনু যে বলিয়াছেন, "দুই বৎসরের কমবয়স্ক মৃত বালককে বান্ধবগণ সংস্কার না করিয়া, গ্রামের বহিঃস্থিত পবিত্র প্রদেশে স্থাপিত করিবে, তাহার অস্থিসঞ্চয় করিবে না, তাহার অগ্নিসংস্কারও করিবে না, তাহার পিণ্ডোদকাদিও প্রদান করিবে না। অশুচি কাষ্ঠের ন্যায় তাহাকে অরণ্যে নিক্ষেপ করিয়া তিনরাত্রি কাটাইবে।" ইহাকে প্রথম বৎসরে কৃতচূড় ব্যক্তির মরণস্থলেই বুঝিতে হইবে ;

যত্তু পৈঠীনসিবচনম্ "অকৃতচূড়ানাং ত্রিরাত্র"মিতি তদ্‌দ্বিবর্ষাদুপরি অকৃতচূড়ানামবগন্তব্যং, মিতাক্ষরাপ্যেবম্ । এতেন ঊনদ্বিবার্ষিকস্য অদাহেঽপি ত্রিরাত্রবিধানাৎ স্নেহাদ্দাহাদাহকৃতত্রিরাত্রৈকরাত্রব্যবস্থা মৈথিলোক্তা হেয়া ; হারলতাপ্রভৃতয়স্তু নির্গুণাত্যন্তনির্গুণাভ্যাং ব্যবস্থেতি ॥৩৯

ক্ষপেয়ুস্ত্র্যহমেব হি ইত্যন্তেন ঊনদ্বিবার্ষিকস্য মনুনা যৎত্র্যহাশৌচমুক্তং তস্য বিষয়ো নিবৃত্তচূড়কানামিত্যনেন মনুনৈব দর্শিত ইত্যর্থঃ। অত্র নৃণামকৃতচূড়ানামশুদ্ধির্নৈশিকী স্মৃতা ইতি মনুবচনস্যাকৃতচূড়ানাং ত্রিরাত্রমিতি পৈঠীনসিবচনেন সহ বিরোধঃ, তৎপরিহারায় অকৃতচূড়স্য দাহে কৃতে ত্রিরাত্রং দাহেঽকৃতে একরাত্রমিতি মৈথিলৈর্ব্যবস্থীয়তে, তদ্দূষয়তি এতেনেতি। এতেন অগ্রেনোক্তেন ক্ষিপ্তা ক্ষপেয়ুস্ত্র্যহমেব হি ইতি বচনেন। অস্য চ ত্রিরাত্রবিধানাদিত্যনেনান্বয়ঃ, ত্রিরাত্রবিধানাদিতি চ হেয়েত্যত্র হেতুঃ স্বমতে তু ঊনদ্বিবার্ষিকস্য কৃতচূড়স্য একরাত্রং দ্বিবর্ষাদুপরি অকৃতচূড়স্য ত্রিরাত্রমিত্যতো ন বচনদ্বয়বিরোধ ইতি বোধ্যম্। মতান্তরমাহ হারলতেতি অকৃতচূড়স্য মরণে নির্গুণানামেকরাত্রাশৌচম্ অত্যন্তনির্গুণানাং ত্রিরাত্রাশৌচমিতি ব্যবস্থিতম্, অতো ন বচনদ্বয়বিরোধ ইতি ভাবঃ। অত্র কিঞ্চিৎ বৃদ্ধাচারানুসারেণ লিখ্যতে; যথা স্নেহাৎ দ্বিবর্ষীয়দাহে ব্রাহ্মণানাং পিত্রাদিসপিণ্ডানাং ত্রিরাত্রম্। অসঞ্জাতদ্বিবর্ষস্তু মৃতো যত্রাপি দহ্যতে। অশৌচং ব্রাহ্মণানান্তু ত্রিরাত্রং তত্র বিদ্যতে॥ ইত্যাদিপুরাণবচনাৎ। যদ্যপ্যকৃতচূড়োঽপি জাতদন্তশ্চ সংস্থিতঃ। তথাপি দাহয়িত্বৈনমশৌচং ত্র্যহমাচরেদিত্যঙ্গিরোবচনাচ্চ। যত্র বিপ্রাণাং ত্রিরাত্রং ক্ষত্রিয়াণাং ষড়রাত্রং বৈশ্যানাং নবরাত্রম্। যত্র বিপ্রে ত্রিরাত্রং স্যাৎ ষণ্ণব ক্ষত্রবৈশ্যয়োরিত্যাদিপুরাণাৎ শূদ্রাণান্তু

কেননা, অকৃতচূড়ের মরণে ঐ মনুই আবার বলিয়াছেন, "অকৃতচূড় মনুষ্যের মৃত্যুতে একরাত্রেই শুদ্ধি হয়, এবং কৃতচূড়দিগের মৃত্যুতে ত্রিরাত্রের পর শুদ্ধি হয়" এই বচনের শেষার্দ্ধ অর্থাৎ "কৃতচূড়দিগের মৃত্যুতে ত্রিরাত্রে শুদ্ধি হয়" এই অংশটুকু পূর্ব্বোক্ত "দুই বৎসরের কমবয়স্ক মৃত বালককে" ইত্যাদি বচনেরই বিষয়রূপে দর্শিত হইয়াছে। তবে যে পৈঠীনসি অকৃতচূড়ের মৃত্যুতে ত্রিরাত্রাশৌচের ব্যবস্থা করিয়াছেন, উহা দুই বৎসর বয়সের পর অকৃতচূড়ের মৃত্যু সম্বন্ধেই বুঝিতে হইবে। মিতাক্ষরাও এই কথা বলিয়াছেন। ইহার দ্বারা দুই বৎসরের কমবয়স্ক বালকের মৃত্যুতে শরীরদাহের অভাবেও ত্রিরাত্রাশৌচ বিধান করায় মৈথিলগণ যে বলিয়াছিলেন, "স্নেহপূর্ব্বক তথাবিধ বালকের দাহ করিলে ত্রিরাত্র অশৌচ হইবে, এবং দাহ

অথ সগুণাদ্যশৌচম্।

নমু বালাদীনাং সদ্যঃ প্রভৃতি অশৌচশ্রবণাৎ,

"সদ্যঃশৌচং তথৈকাহস্ত্র্যহশ্চতুরহস্তথা।

ষড়্দশদ্বাদশাহঃ স্যাৎ পক্ষো মাসস্তথৈব চ।

মরণান্তং তথা চান্যদ্দশ পক্ষাস্তু সূতকে॥"

ইতি দক্ষবচনমপি যথাযোগ্যং তৎপরমস্তু, ন তু অত্যন্ত-সগুণাদিপরম্। চতুরহশ্চতুর্মাসগর্ভস্রাববিষয়ঃ। ষড়হঃ দ্বিবর্ষো-ত্তরঞ্চ উপনয়নপ্রাক্কালীনক্ষত্রিয়বালকবিষয়ঃ।

"যত্র ত্রিরাত্রং বিপ্রাণামাশৌচং সম্প্রদৃশ্যতে।

বিংশতিরাত্রম্, যথা—অনতীতদ্বিবর্ষস্তু মৃতো যত্রাপি দহ্যতে। অপি বিংশতিরাত্রেণ শূদ্রাণাস্তু ভবেৎ ক্রমাদিত্যাদিপুরাণাৎ॥ ৩৯॥

নম্বিত্যাদিরিতি চেদিত্যন্তঃ পূর্ব্বপক্ষঃ গ্রন্থঃ। শ্রবণাদিতি তৎপরমস্ত্বিত্যত্র হেতুঃ দশ পক্ষাঃ দশপ্রকারাঃ, সূতকে অশৌচে তৎপরমস্তু, বালাদ্যশৌচপরমস্তু। অত্যন্তেতি

না করিলে একরাত্রাশৌচ হইবে," তাহা হেয় হইল। হারলতা প্রভৃতি গ্রন্থকারগণ ঐরূপ অশৌচের ব্যবস্থা যথাক্রমে নির্গুণ এবং অত্যন্ত নির্গুণভেদে করিয়াছেন॥ ৩৯॥

সগুণাদির অশৌচ।

এক্ষণে সগুণাদির অশৌচের কথা বলিতেছি। কেহ আশঙ্কা করি-তেছে, বালাদির মৃত্যুতে সদ্যঃশৌচ প্রভৃতি অশৌচের শ্রবণহেতু "সদ্যঃশৌচ, একাহ, তিন দিন, চারি দিন, ছয় দিন, দশদিন, বারদিন, পক্ষ, মাস, জননাদি অশৌচ হইতে ভিন্নরূপ মরণান্ত, এই দশটী অশৌচের প্রকার। এই যে দক্ষবচনে দশবিধ অশৌচের কথা বলা হইয়াছে, এই বচনটীও যথাযোগ্য বালাদি অশৌচ বিষয়কই হউক না কেন? উহাকে অত্যন্ত সগুণ বিষয়ক বলিতে যাই কেন? দেখ, ঐ বচনে যে চারিদিন অশৌচের কথা বলা হইয়াছে, উহা চতুর্ম্মাসীয় গর্ভস্রাব বিষয়ক, ছয় দিন অশৌচের কথা যে বলা হইয়াছে, উহা দুই বৎসর বয়সের পর উপনয়নের পূর্ব্বকালবর্ত্তী ক্ষত্রিয়বালকের মৃত্যুবিষয়ক, কারণ, হারলতায় একটী বচন উদ্ধৃত হইয়াছে,

তত্র শূদ্রে দ্বাদশাহঃ ষণ্ণব ক্ষত্রবৈশ্যয়োরি”তি হারলতাধৃতবচনাদিতি চেন্ন,

“উপন্যাসক্রমেণৈব বক্ষ্যামাহমশেষতঃ ।

গ্রন্থার্থং যো বিজানাতি বেদমঙ্গৈঃ সমন্বিতম্ ।

সকল্পং সরহস্যঞ্চ ক্রিয়াবাংশ্চেন্ন সূতকম্ ॥”

ইত্যাদিবচনৈর্দ্দক্ষেণৈব সগুণনির্গুণভেদেন দত্তবিষয়ত্বাৎ ॥ ৪০

অতএব বাচস্পতিমিশ্রেণ গুণহান্যা ষড়হাদিব্যবস্থা উক্তা, “অন্যজ্জননমরণাভ্যিমং মরণান্তং দশম”মিতি রত্নাকরঃ । তথাচ কূর্ম্মপুরাণম্,—

তথাচাত্যন্তসগুণাদেরশৌচহ্রাসো নাস্তীতি পূর্ব্বপক্ষিণামাশয়ঃ। উপন্যাসক্রমেণ উদ্দেশক্রমেণ “উপন্যাসস্তু বাঙ্মুখমিত্যমরঃ”। নামমাত্রেণ সংকীর্ত্তনমুদ্দেশঃ। সকল্পমিতি কল্পস্যাঙ্গত্বেঽপি পৃথক্ নির্দ্দেশঃ “গোবলীবর্দ্দ”ন্যায়েন প্রাধান্যজ্ঞাপনায়। সরহস্যমিতি রহস্যমুপনিষদ্ভাগঃ। ন সূতকমিতি তস্য তত্তৎকর্ম্মণি নাশৌচং ন তু সর্ব্বাশৌচনিবৃত্তিরিতি বোধ্যম্ ॥

গুণহান্যেতি অত্যন্তসগুণস্য সদ্যঃ, ততঃ কিঞ্চিন্ন্যূনসগুণস্য একাহঃ, ততঃ কিঞ্চিন্ন্যূন-

---

“যে স্থলে ব্রাহ্মণদিগের ত্রিরাত্র অশৌচ হইবে, সেস্থলেই শূদ্রের দ্বাদশাহ এবং ক্ষত্রির ও বৈশ্যের যথাক্রমে ছয় দিন ও নয় দিন অশৌচ হইবে।” ইহার উপর স্মার্ত্ত বলিতেছেন, তুমি এ আপত্তি করিতে পার না; কারণ, ঐ দক্ষই “আমি উদ্দেশক্রমেই অর্থাৎ প্রত্যেকের নাম করিয়া সমুদয় বলিতেছি, যে ব্যক্তি কল্প, রহস্য (উপনিষদ্), এবং অন্যান্য অঙ্গের সহিত বেদের অর্থ অবগত হয় এবং বেদোক্ত ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করে, তাহার ঐ কার্য্যে সূতক হয় না” ইত্যাদি বচন দ্বারা সগুণ এবং নির্গুণ ভেদে ঐ বচনের বিষয় বিভাগ করিয়াছেন। ৪০

এইজন্যই বাচস্পতিমিশ্র গুণহানি ক্রমেই ছয়দিনাদি অশৌচের ব্যবস্থা করিয়াছেন, অর্থাৎ অত্যন্ত সগুণের সদ্যঃশৌচ, তদপেক্ষা কিঞ্চিৎ ন্যূন সগুণের একাহ, তদপেক্ষা কিঞ্চিৎ ন্যূন সগুণের তিন দিন, ইত্যাদিরূপে ব্যবস্থা করিয়াছেন। উক্ত বচনে মরণানন্তর যে ‘অন্যৎ’ এই বিশেষণ দেওয়া হইয়াছে, তাহাতেও মরণান্তাশৌচ, জননমরণাশৌচ হইতে যে ভিন্ন প্রকার, ইহাই বলা হইয়াছে। রত্নাকরেও মরণান্তাশৌচকে জননমরণ ভিন্ন দশম প্রকারের অশৌচ বলিয়া

"ক্রিয়াহীনস্য মূর্খস্য মহারোগিণ এব চ।
যথেষ্টাচরণস্যাহুর্ম্মরণান্তমশৌচকম্॥"

মূর্খস্য গায়ত্রীরহিতস্য, "সার্থগায়ত্রীরহিতস্যে"তি রুদ্রধরঃ। মরণান্তং যাবজ্জীবম্। কেচিত্তু দক্ষবচনে সগুণাশং দশহাদি-সমভিব্যাহারাৎ সদ্যঃশৌচপ্রভৃতিসর্ব্বাশৌচনিবৃত্তিঃ, যত্র গুণ-বত্তাপ্রযুক্তাশৌচনিবৃত্তিস্তত্র সর্ব্বাশৌচনিবৃত্তির্ন তু হোমা-ধ্যাপনমাত্রার্থমিত্যাহুস্তচ্চিন্ত্যং, জাবালাদিবচনবিরোধাৎ; যথা জাবালঃ,—

"উভয়ত্র দশাহানি সপিণ্ডানামশৌচকম্।
স্নানোপস্পর্শনাভ্যাসাদগ্নিহোত্রার্থমর্হতি॥"

সগুণস্য ত্র্যহ ইত্যেবং ক্রমেণ ব্যবস্থা ইত্যর্থঃ। ক্রিয়াহীনস্য নিত্যনৈমিত্তিকক্রিয়াননুষ্ঠা-য়িনঃ, যাবজ্জীবমিতি তথাচ তস্য ন বৈদিককর্ম্মাধিকারঃ, শুচি তৎকালজীবী কর্ম্ম কুর্য্যা-দিতিবিধিবোধিতস্যাধিকারিতাসম্পাদকস্য শৌচস্যাভাবাদিতি বোধ্যম্। সদ্যঃপ্রভৃতি-রিতি সদ্যঃশৌচং তথৈকাহ ইতি বচনোক্তেঃ, তথাচ ষড়্দশদ্বাদশাহশ্চ পক্ষো মাস ইত্যনেন সর্ব্বাশৌচনিবৃত্তিঃ প্রতিপাদ্যতে ন তু তত্তৎকর্ম্মমাত্রেহশৌচনিবৃত্তিঃ, এবঞ্চ তদ্বচনং সর্ব্বাশৌচনিবৃত্তিপরমিতি কেষাঞ্চিদাশয়ঃ। মাত্রার্থেতি অশৌচনিবৃত্তিরিত্যর্থঃ।

নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, কূর্ম্মপুরাণে মরণান্তাশৌচের এইরূপ স্বরূপ নির্দ্দেশ করা হইয়াছে,—"ক্রিয়াহীন, মূর্খ, মহারোগগ্রস্ত, এবং যথেচ্ছাচারনিরত, এই সকল ব্যক্তির মরণান্ত পর্য্যন্ত অশৌচ বিদ্যমান।" রুদ্রধর "মূর্খ" শব্দের অর্থ—সামান্যতঃ গায়ত্রীরহিত এবং গায়ত্রীর অর্থবোধশূন্য এই প্রকার করিয়াছেন। "মরণান্ত" শব্দের অর্থ—যাবজ্জীবন। কেহ কেহ দক্ষবচনে সগুণের পক্ষে যে, সদ্যঃশৌচ প্রভৃতির কথা আছে, তাহা দশাহাদিসমভিব্যাহারে উক্ত হওয়ায়, সকল প্রকার অশৌচেরই নিবৃত্তিরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, যেস্থলে গুণবত্তা প্রযুক্ত অশৌচের নিবৃত্তি হইবে, সেস্থলে সকল প্রকার অশৌচেরই নিবৃত্তি হইবে। কেবলমাত্র হোম বা অধ্যাপনাদি কার্য্যের জন্য যে অশৌচের নিবৃত্তি হইবে, তাহা নহে। স্মার্ত্ত বলিতেছেন, এ মতটীও চিন্তনীয়, অর্থাৎ সহসা গ্রাহ্য নহে; কারণ, ঐরূপ মত গ্রহণ করিলে, জাবালের বচনের সহিত এই বচনের বিরোধ ঘটে। জাবালের বচনটী যথা, "উভয় স্থলেই অর্থাৎ

উভয়ত্র—মৃত্যুজন্মনোঃ। অত্র সাগ্নীনামেব দশাহাশৌচং প্রতীয়তে, স্নানাচমনাভ্যাসাদেকাহাদুত্তরমগ্নিহোত্রার্হতা চ। অন্যথা নিরগ্নিসাগ্নিবিষয়ত্বেন বাক্যভেদাদ্গৌরবং স্যাৎ। সম্বর্ত্তঃ,—

"হোমস্তত্র তু কর্ত্তব্যঃ শুষ্কান্নেনাপি বা ফলৈঃ।
পঞ্চযজ্ঞবিধানঞ্চ ন কুর্য্যান্মৃত্যুজন্মনোঃ॥

স্নানেতি অভ্যাস আবৃত্তিঃ, দ্বিতীয়দিনাদৌ স্নানদ্বয়ে স্নানাবৃত্তির্ভবতীতি একাহাদ্যুত্তরলাভ ইতি বোধ্যম্। আচমনাভ্যাসো দ্বিরাচমনম্। নিরগ্নীতি উভয়ত্রেত্যাদি পূর্ব্বার্দ্ধস্য নিরগ্নিপরত্বে স্নানেত্যাদিপরার্দ্ধস্য চ সাগ্নিপরত্বে নিরগ্নির্দ্দশাহাশৌচং কুর্য্যাৎ সাগ্নিস্তু স্নানাচমনাভ্যাসাৎ কর্ম্ম কুর্য্যাৎ; এতন্মতে চ অগ্নিহোত্রপদং কর্ম্মমাত্রোপলক্ষণং বাচ্যম্ ইতি বাক্যভেদঃ স্যাৎ। বস্তুতস্তু নিরগ্নিপরশ্রুতেরবশ্যকল্পনীয়তয়া স্বরসাদ্দোষান্তরমাহ গৌরবং স্যাদিতি, গৌরবঞ্চ স্যাদিত্যর্থঃ। তথাচ নিরগ্নিপদস্যাধিকস্য প্রবেশে গৌরবাৎ তদ্বিহায় সামান্যেন এব দশাহাশৌচং কুর্য্যাদিতি সাগ্নিনিরগ্নিসাধারণো বিধিঃ কল্প্যতে ইতি ভাবঃ।

জন্ম ও মৃত্যুতে সপিণ্ডদিগের দশাহ অশৌচ হইবে, তবে উহাতে তাহারা স্নান ও আচমনের অভ্যাসে অগ্নিহোত্রের উপযুক্ত হইতে পারে।" ইহাতে জনন ও মরণে সপিণ্ডমাত্রেরই, সাগ্নিককর্ত্তৃক অনুষ্ঠীয়মান অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম ভিন্ন, অপরবিধ কর্ম্ম সকলানুষ্ঠানের অযোগ্যতা প্রতিপাদক দশাহাশৌচ হইবে, এইরূপ একটী বিধিরই প্রতীতি হইতেছে অর্থাৎ সাগ্নিক নিরগ্নি সর্ব্বপ্রকার সপিণ্ডেরই দশাহাশৌচ হইবে, তন্মধ্যে সাগ্নিকদিগের স্নানাচমনের অভ্যাস নিবন্ধন একাহান্তর কেবলমাত্র অগ্নিহোত্রানুষ্ঠানে যোগ্যতা থাকিবে। যদি এইরূপ না বল, তাহা হইলে জাবালের বচনে নিরগ্নি ও সাগ্নি-ভেদে এইরূপ দুইটী বিধির কল্পনা আবশ্যক হইয়া উঠে। যথা (১) নিরগ্নি সপিণ্ড মাত্রের দশাহাশৌচ হইবে। (২) এবং সাগ্নিসপিণ্ডদিগের একাহান্তর অনুষ্ঠীয়মান হোমাদি কর্ম্ম ভিন্ন ধর্ম্মকর্ম্মানুষ্ঠানের অযোগ্যতাপ্রতিপাদক অশৌচ দশদিন স্থায়ী হইবে। ইহাতে জাবালের বচনে বাক্যভেদ অর্থাৎ দুইপ্রকার বাক্যের সন্নিবেশ, এবং ঐ দ্বিবিধ বাক্যের মূলাভূত দুইটি শ্রুতির কল্পনা জন্য গৌরবদোষ হইয়া উঠে। বাস্তবিক কথা এই যে, সম্বর্ত্ত বলিয়াছেন,—"ঐরূপ অশৌচে শুষ্কান্ন দ্বারাই হউক, অথবা ফলের দ্বারাই হউক হোম অবশ্য কর্ত্তব্য, কিন্তু মৃত্যু ও জননাশৌচে

দশাহাত্তু পরং সম্যক্ বিপ্রোঽধীয়ীত ধর্ম্মবিৎ ॥"

অতএব যেষামশৌচাভ্যন্তরে হোমস্তেষামেব দশাহোত্তরং পঞ্চযজ্ঞাদি প্রতীয়তে। গৌতমঃ,—"শ্রুত্বা চোর্দ্ধং দশম্যাঃ পক্ষিণী"ত্যস্য চতুরহঃপঞ্চাহাশৌচিসগুণবিষয়কতয়া তৈরেব ব্যবস্থাপিতত্বেন দশম্যা ঊর্দ্ধমিত্যনুপপত্তেঃ, "আশুচ্যং দশরাত্রন্তু সর্ব্বত্রাপ্যপরে বিদুরি"তি দেবলবচনেন সগুণবিষয়কত্বাৎ ক্ষত্রিয়াদীনাং সর্ব্বাশৌচনিবৃত্তিঃ ॥ ৩১ ॥

তত্র দশাহাভ্যন্তরে। শুক্লান্নেন শক্তু লাজাদীনাম্। যেষাং সাগ্নীনাং তেষামেব সাগ্নীনামেব। দশাহোত্তরমিতি তথাচ সদ্যঃপ্রভৃতির্ন সর্ব্বাশৌচনিবৃত্তিরিত্যর্থঃ। ঊর্দ্ধং দশম্যা ইতি দশাহানন্তরং শ্রুত্বেত্যর্থঃ। নন্বৃ দশাহানন্তরং শ্রবণে ত্র্যহাশৌচমেব জায়তে কথং পক্ষিণীমিতি তত্রাহ অস্যেতি। তৈরেবেতি তৈঃ সদ্যঃপ্রভৃতিভিঃ সর্ব্বাশৌচনিবৃত্তিরুক্তা তৈরেবেত্যর্থঃ। অনুপপত্তেরিতি তন্মতে চতুরহাদ্যশৌচিনঃ সগুণস্য সর্ব্বদা সর্ব্বাশৌচাভাবেন দশম্যা ঊর্দ্ধমিত্যস্যাসঙ্গতিরিতি ভাবঃ। সর্ব্বত্র সর্ব্ববর্ণেষু ন ক্ষত্রিয়াদীনাং সর্ব্বাশৌচনিবৃত্তিরিত্যত্র শ্রুতেরিত্যন্তো হেতুঃ ॥ ৩১ ॥

পঞ্চযজ্ঞের বিধান করিবে না। "ধর্ম্মবিৎ ব্যক্তি দশদিন অতীত হইবার পর সম্যক্‌রূপে বেদাধ্যয়ন করিবে।" এইজন্যই যাহাদিগের অশৌচের মধ্যে হোমের বিধান করা হইয়াছে, তাহাদিগের পক্ষেই আবার দশাহের পরই পঞ্চযজ্ঞাদির বিধান প্রতীত হইতেছে। গৌতম বলেন,—"দশম দিনের পর অশৌচ শ্রবণকারীর পক্ষিণী অশৌচ হইবে।" দশম দিনের পর শ্রবণকারীর সাধারণতঃ ত্রিরাত্রাশৌচই হইয়া থাকে, তবে গৌতমের এই বচনের বিষয় কোথায়? এইজন্য দক্ষ প্রভৃতি ব্যবস্থা করিয়াছেন যে, যে সকল সগুণ সপিণ্ডের চারিদিন বা পাঁচ দিন মাত্র অশৌচ হয়, তাহারা যদি দশদিনের পর শুনে, তাহারাই গৌতমের উক্ত বচনের বিষয় হয়। স্মার্ত্ত বলিতেছেন, উহারাই যদি গৌতমবচনের বিষয় হইত, তা'হলে গৌতমবচনস্থিত "দশদিনের পর" এই কথাটীর অসঙ্গতি হইত। কারণ, উহাদের ত দশদিন অবধি অশৌচ থাকে না। এইজন্য "অপর পণ্ডিতগণ সকলের পক্ষেই দশাহাশৌচের বিধান করিয়াছেন" এই দেবলবচন অনুসারে সকলেরই যে দশদিন অশৌচ হয়, তাহা স্বীকার করিতে হইবে; সুতরাং উক্ত গৌতমের বচনটীকে সগুণবিষয়ক বলিয়াই স্থির করিতে হইবে।

"সপ্তমীতে দশাহে তু তদশৌচে বিধানতঃ।
চক্রে দ্বাদশিকং শ্রাদ্ধং ত্রয়োদশিকমেব চে"তি বক্ষ্যমাণবচনেন রামাদিবিবাহপ্রস্তাবে "ত্রীনগ্নীংস্তে পরিক্রম্য তা

দ্বাদশিকমিতি দ্বাদশাহে গতে অর্থাত্ত্রয়োদশাহে ক্রিয়মাণং যৎশ্রাদ্ধং তৎ দ্বাদশিকমিত্যর্থঃ। ত্রয়োদশিকমিতি ত্রয়োদশাহে গতে অর্থাচ্চতুর্দ্দশাহে ক্রিয়মাণং যৎশ্রাদ্ধং

সকলেরই দশরাত্রাশৌচ হয়, তবে ব্যক্তিবিশেষের ঐ অশৌচের মধ্যেও কেবল কতকগুলি বিশেষ কর্ম্মানুষ্ঠানে যোগ্যতা জন্মে, এই মাত্র। ক্ষত্রিয়াদিরও কিছু দশাহের মধ্যে সকল প্রকার অশৌচের নিবৃত্তির ব্যবহার দৃষ্ট হয় না। উপরে যাহা বলা হইল, তাহার তাৎপর্য্য এই,—উপরি উক্ত জাবালের বচন লইয়া স্মার্ত্তদিগের মধ্যে একটা গোল বাধিয়াছিল, কেহ কেহ বলিয়াছিলেন, ঐ বচনটীতে দুইটী বিধি করা হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে একটী দ্বারায় সপিণ্ড সাধারণের দশাহাশৌচ, এবং দ্বিতীয়টি দ্বারা সগুণ সপিণ্ডদিগের ও দশদিনই অশৌচ বটে, তবে উহার মধ্যে অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মবিশেষের অনুষ্ঠানদিনে তাহাদের ঐ অশৌচ গ্রাহ্য হইবে না। ইহার উত্তরে স্মার্ত্ত রঘুনন্দন বলিতেছেন যে, ঐ বচনে দুইটী বিধি কল্পিত হয় নাই, উহাতে অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মবিশেষ ভিন্ন অপর সকল কর্ম্মের অযোগ্যতা প্রতিপাদক দশাহাশৌচ, সগুণ, নির্গুণ, উভয়বিধ সপিণ্ডেরই হইবে, এইরূপ একটী মাত্র বিধিরই কল্পনা করা হইয়াছে। অর্থাৎ কি সগুণ, কি নির্গুণ, সকলেরই দশদিন অশৌচ, তবে ব্যক্তিবিশেষের ঐ অশৌচ মধ্যেও কেবল অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মবিশেষের অনুষ্ঠান বিষয়ে যোগ্যতা হয়, এইমাত্র। তাহাদের কিন্তু সকলপ্রকার কর্ম্মের অনুষ্ঠান জন্য ঐ অশৌচ নিবৃত্তি হয় না। সগুণ ব্রাহ্মণের ত কথাই নাই, সগুণ ক্ষত্রিয়াদিরও দশাহের মধ্যে সকল কর্ম্মের অনুষ্ঠান জন্য অশৌচের নিবৃত্তি দৃষ্ট হয় না। সুতরাং দশদিনের পর অশৌচ শ্রবণে সাধারণের ত্রিরাত্রাশৌচ হইলেও, সগুণদিগের পক্ষিণী অশৌচ হইবে, গৌতমের বচনের ইহাই অভিপ্রায়॥ ৪১॥

সগুণ ক্ষত্রিয়াদিরও যে, নির্দ্দিষ্ট অশৌচকালের মধ্যে সর্ব্বাশৌচের নিবৃত্তি হয় না, তাহার প্রতি কারণ নির্দ্দেশ করিতেছেন,—"দশদিন অতীত হইবার পর ভরত যথাবিধি কৃতশৌচ হইয়া, দ্বাদশিক অর্থাৎ দ্বাদশদিনের পরদিনে কর্ত্তব্য,

উদূহ বধূঃ পৃথগি"ত্যাদিকাণ্ডোক্তসাগ্নিত্বেন সগুণস্য ভরতস্য দ্বাদশাহিকাদিশ্রাদ্ধকর্তৃত্বপ্রতীতেঃ। শূদ্রস্যাপি ব্রাহ্মণস্য সেবকান্তরাভাবে ব্রাহ্মণসেবার্থমেব দশাহোত্তরং শুদ্ধিঃ।"

"মাসেনৈব তু শুদ্ধিঃ স্যাৎ সূতকে মৃতকে তথা।"

ইত্যঙ্গিরোবচনে এবকারশ্রুতেঃ সর্ব্বাশৌচনিবৃত্তিস্তু মাসেনৈব; তস্মাৎ সগুণানাং তত্তৎকর্ম্মণ্যেবাশৌচস্য সঙ্কোচঃ, সর্ব্বাশৌচনিবৃত্তিস্তু দশাহাদূর্দ্ধমিতি হারলতামিতাক্ষরাদ্যুক্তং

তং ত্রয়োদশিকম্, এতচ্চ সাগ্নেরেবেতি বোধ্যম্। বচনমেতৎস্য শ্রুতেরিত্যাত্রান্বয়ঃ। নমু ভরতস্য সগুণত্বমেব নাস্তি তত্রাহ রামাদীতি। ত্রীনগ্নীনিতি দক্ষিণাগ্নির্গার্হপত্যাহবনীয়ৌ ত্রয়োঽগ্নয় ইত্যুক্তাস্ত্রয়োঽগ্নয়ঃ সাগ্নেরেবেতি ভাবঃ। শূদ্রস্যাপীতি

এবং ত্রয়োদশিক, অর্থাৎ ত্রয়োদশদিনের পরদিনে কর্ত্তব্য শ্রাদ্ধ করিয়াছিলেন।" বক্ষ্যমাণ বচনদ্বারা প্রতিপাদিত সগুণ ভরতেরও এই বচনদ্বারা দ্বাদশদিনের পর শ্রাদ্ধের কর্তৃত্ব প্রতীত হওয়ায়, সগুণক্ষত্রিয়দিগের নির্দ্দিষ্টকালের মধ্যে যে, সর্ব্বাশৌচনিবৃত্তি হয় না, ইহাই বুঝাইতেছে। ভরত যে, সগুণ ক্ষত্রিয় ছিলেন, তাহা রামাদির বিবাহ প্রস্তাবে—"তাঁহারা তিনটী অগ্নিকে পৃথক্ প্রদক্ষিণ করিয়া স্ব স্ব বধূর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন" এই বাক্যদ্বারা তাঁহাদের সাগ্নিকত্বের প্রতীতি হওয়ায়, তাঁহাদিগকে সগুণ বলিয়াই স্থির করা কর্ত্তব্য। এইরূপ ব্রাহ্মণসেবী সগুণ শূদ্রের পূর্ণাশৌচ হইলে, যদি স্বকীয় প্রভু ব্রাহ্মণের অপর সেবক না থাকে, তাহা হইলে কেবলমাত্র ঐ ব্রাহ্মণের সেবারূপ কার্য্যের নিমিত্তই দশদিনের পর তাহার শুদ্ধি হইবে, অন্য কার্য্যের জন্য নহে। কারণ, কি জননাশৌচ, কি মরণাশৌচ, উভয়াশৌচেই শূদ্রের একমাসের পরই শুদ্ধিলাভ হইবে," এই অঙ্গিরার বচনে 'এব'কারের প্রয়োগ থাকায়, একমাসের মধ্যে যে, সর্ব্বাশৌচের নিবৃত্তি হইবে না, ইহাই সূচিত হইতেছে। সুতরাং এক মাসের পরই তাহার সর্ব্বাশৌচের নিবৃত্তি হইবে। অতএব, সগুণদিগেরও স্ব স্ব জাতির জন্য নির্দ্দিষ্টকাল অবধিই অশৌচ থাকিবে, তবে কোনও কোনও বিশেষ কর্ম্মের অনুষ্ঠান জন্যই ঐ কালের মধ্যেও সেই অশৌচের সঙ্কোচ হইবে মাত্র। সকল প্রকার অশৌচের নিবৃত্তি কিন্তু, জাতিভেদে নির্দ্দিষ্ট দশাহাদি কালের পরেই হইবে, হারলতা এবং মিতাক্ষরাদিতে যে এইরূপ মীমাংসা করা হইয়াছে,

সাধীয়ঃ। বস্তুতস্তু হেমাদ্রিপরাশরভাষ্যধৃতাদিত্যপুরাণেন বৃত্তাদিনিমিত্তকাশৌচসঙ্কোচঃ কলৌ নিরস্তঃ। যথা—

"কন্যানামসবর্ণানাং বিবাহশ্চ দ্বিজাতিভিঃ।" তথা—

"বৃত্তস্বাধ্যায়সাপেক্ষমঘসঙ্কোচনং তথা।
প্রায়শ্চিত্তবিধানঞ্চ বিপ্রাণাং মরণান্তিকম্॥
সংসর্গদোষঃ পাপেষু মধুপর্কে পশোর্বধঃ।
দত্তৌরসেতরেষাঞ্চ পুত্রত্বেন পরিগ্রহঃ॥
শূদ্রেষু দাসগোপালকুলমিত্রার্দ্ধসীরিণাম্।
ভোজ্যান্নতা গৃহস্থস্য তীর্থসেবাতিদূরতঃ॥" তথা—

"ব্রাহ্মণাদিষু শূদ্রস্য পক্বতাদিক্রিয়াপি চ।
ভৃগ্বগ্নিমরণঞ্চৈব বৃদ্ধাদিমরণং তথা।" ইত্যাদীন্যভিধায়—

"এতানি লোকগুপ্ত্যর্থং কলেরাদৌ মহাত্মভিঃ।

ত্যশুচ্যম্ দশরাত্রস্তু সর্ব্বত্রেতি বচনানুসারেণেতি ভাবঃ। স্বমতমাহ বস্তুতস্ত্বিতি। বৃত্তাদিনিমিত্তকেতি সগুণত্বনিমিত্তকেত্যর্থঃ। বৃত্তেতি বৃত্তং চরিত্রং সদাচার ইতি যাবৎ।

দাসেতি দাসো নিজভৃত্যঃ। গোপালঃ স্বকীয়ানাম্ গবাম্ পালকঃ। কুলমিত্রং পুরুষক্রমেণ মিত্রম্। অর্দ্ধসীরী যো ব্রীহ্যাদিশস্যার্দ্ধভাগং ভজতে তেষামিত্যর্থঃ। পক্বতেতি দাসাদীনামন্নং ভোক্তব্যমিতি পূর্ব্ববচনার্থঃ। ব্রাহ্মণাদ্যন্নস্য শূদ্রেণ পাকঃ কর্ত্তব্য ইতি

উহাকেই অত্যন্ত সাধু বলিয়া বিবেচনা হইতেছে। বাস্তবিক বলিতে গেলে, হেমাদ্রির, এবং পরাশরভাষ্যধৃত আদিত্যপুরাণের বচন অনুসারে কলিকালে বৃত্তি আদির নিমিত্ত, অর্থাৎ ব্যক্তিবিশেষের অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্মবিশেষের নিমিত্তও অশৌচের সঙ্কোচ নিরস্ত করা হইয়াছে। সেই বচনটী যথা,—"দ্বিজগণের অসবর্ণা কন্যাদিগের পাণিগ্রহণ, বৃত্তি (কর্ম্মবিশেষ), এবং অধ্যয়নার্থ (বেদাধ্যয়নার্থ) অশৌচের সঙ্কোচ, ব্রাহ্মণদিগের পক্ষে মরণান্ত প্রায়শ্চিত্ত, পাপের সংসর্গদোষ, মধুপর্কে পশুহিংসা, এবং দত্ত ও ঔরস ভিন্ন অপরকে পুত্ররূপে পরিগ্রহণ, শূদ্রজাতির মধ্যে দাস, গোপাল, কুলমিত্র, এবং অর্দ্ধসীরী, অর্থাৎ ভাগে জমি চাষকারী, ইহাদের সহিত ভোজ্যান্নতা, গৃহস্থের অতি দূরবর্ত্তী তীর্থসেবা, ব্রাহ্মণাদির জন্য শূদ্রের দ্বারা অন্ন পাক করান, ভৃগুপতনে বা অগ্নি প্রবেশে

নিবর্ত্তিতানি কর্ম্মাণি ব্যবস্থাপূর্ব্বকং বুধৈঃ ॥”

এবঞ্চাত্র কলাবসবর্ণবিবাহনিষেধাৎ সর্ব্ববর্ণসন্নিপাতাশৌচং নাভিহিতম্। পক্ষিণী তু অহর্দ্বয়সহিতা রাত্রিরেব।

“দ্বাবহ্নাবেকরাত্রিশ্চ পক্ষিণীত্যভিধীয়তে।” ইতি ভট্ট-নারায়ণধৃতবচনাৎ। “পক্ষতুল্যৌ তু দিবসৌ পার্শ্বয়োঃ স্ত ইতি পক্ষিণী রাত্রি”রিতি সরলাপি। যত্র তু রাত্রৌ শ্রুতং তত্র পূর্ব্বদিনমাদায় পক্ষিণীব্যবহারঃ।

“রাত্রাবেব সমুৎপন্নে মৃতে রজসি সূতকে।

পূর্ব্বমেব দিনং গ্রাহ্যং যাবন্নাভ্যুদিতো রবিরি”তি বাচস্পতিমিশ্রধৃতপারস্করবচনাৎ। এতেন “দিনদ্বয়সহিতা রাত্রিঃ,

---

তু এতদ্বচনার্থ ইত্যেতয়োর্ভেদঃ। ভৃগ্বগ্নীতি “জলপ্রবেশী চানন্দং প্রমোদং বহ্নিসাহসী। ভৃগুপ্রপাতী সৌধ্যন্ত রণে চৈবাতিনির্ম্মলমি”ত্যাদিনোক্তং মরণমিত্যর্থঃ। বৃদ্ধাদিমরণমিতি

মরণ, এবং বৃদ্ধাদির মরণ” এই সকল কথা বলিয়া “মহাত্মা পণ্ডিতগণ কলিযুগের আদিতে লোকের রক্ষার জন্য এই সকল কর্ম্ম ব্যবস্থাপূর্ব্বক রহিত করিয়াছেন।” এবং এই কলিযুগে অসবর্ণা কন্যার সহিত বিবাহের নিষেধ থাকায়, সর্ব্ববর্ণাসন্নিপাতাশৌচের কথা আর এখানে বলা হইল না। পক্ষিণী শব্দের অর্থ—দুইটী দিবাভাগ ও তন্মধ্যবর্ত্তী রাত্রি, অর্থাৎ যেদিন ঘটনা হইবে, সেই দিনের দিবারাত্র ও তৎপরদিনের প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যাকাল পর্য্যন্ত। পক্ষিণী সম্বন্ধে ভট্টনারায়ণ এই বচনটীর উদ্ধার করিয়াছেন, “দুইদিন এবং একরাত্রের নাম পক্ষিণী।” সরলাতে বলা হইয়াছে, “রাত্রিটী মধ্যবর্ত্তিনী, এবং দুইটীদিন দুই পাশে তাহার পক্ষস্বরূপ অবস্থিত বলিয়া, ঐ রাত্রিকে পক্ষিণী কহে।” যে স্থলে পক্ষিণীযোগ্য অশৌচ রাত্রিতে শ্রুত হইবে, সেই স্থলেও ঐ রাত্রির পূর্ব্ববর্ত্তী দিবাভাগকে ধরিয়া পক্ষিণীর ব্যবহার করিতে হইবে। কারণ, বাচস্পতিমিশ্র পারস্করের এইরূপ একটী বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন, যথা—“মৃতাশৌচ, রজস্বলাশৌচ, এবং জননাশৌচ রাত্রিতে উৎপন্ন হইলে, ঐ রাত্রের পূর্ব্ববর্ত্তী দিবাভাগ ধরিয়াই অশৌচের গণনা করিতে হইবে। সূর্য্যের উদয় না হওয়া পর্য্যন্ত এইরূপই ব্যবস্থা অর্থাৎ সূর্য্য উদয়ের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত যে অশৌচ হইবে, তাহাকে পূর্ব্বদিন সজ্ঘটিত ধরিয়াই গণনা করিতে হইবে।”

রাত্রিদ্বয়সহিতং দিনমিতি অবিশেষাৎ পক্ষিণী”তি নিরস্তম্। দিনবিশেষ্যত্বে স্ত্রীলিঙ্গত্বানুপপত্তিঃ স্যাৎ॥ ৪২

অথ বিদেশস্থাশৌচম্।

গৌতমঃ,—“শ্রুত্বা চোর্দ্ধং দশম্যাঃ পক্ষিণীমি”তি “অতিক্রান্তে দশাহে তু ত্রিরাত্রমশুচির্ভবে”দিত্যাদৌ স্বস্বজাত্যুক্তপূর্ণাশৌচানন্তরমেব অতিক্রান্তাশৌচং প্রতীয়তে, ন তু বালাদিখণ্ডাশৌচানন্তরম্।

অত্যন্তবার্দ্ধক্যাসহিষ্ণুতয়া মরণমিত্যর্থঃ। বর্ণসন্নিপাতাশৌচং বর্ণসঙ্করাশৌচম্। পক্ষিণীলক্ষণমাহ পক্ষিণী ত্বিতি। মৃতে মরণে, রজনি স্ত্রীপুষ্পে, সূতকে জননে॥ ৪২॥

ঊর্দ্ধমিতি দশম্যা ঊর্দ্ধং সংবৎসরমধ্যে শ্রবণে পক্ষিণ্যাশৌচমেতচ্চ সগুণস্য বোধ্যম্। ত্রিরাত্রমশুচিরিতি এতত্তু নির্গুণবিষয়ং বোধ্যম্। স্বস্বেতি শূদ্রীয়দ্বাদশাহাশৌচবারণায় স্বস্বজাত্যুক্তেতি অন্যথা দ্বাদশাহাশৌচস্য ক্ষত্রিয়জাতেঃ পূর্ণত্বেন তৎসংগ্রহঃ স্যাৎ। ষড়্‌রাত্রাদ্যশৌচস্য ক্ষত্রিয়াদিজাত্যুক্তত্বেন তদ্বারণায় পূর্ণেতি পূর্ণত্বঞ্চ তত্তজ্জাতের্যাবন্তো-

---

উপরে যে মীমাংসা করা হইল, তাহাতে কেহ কেহ যে বলিয়াছিলেন, “দিনদ্বয়ের সহিত তন্মধ্যবর্ত্তী রাত্রিকে যেমন পক্ষিণী বলা যায়, তেমনিই রাত্রিদ্বয়ের সহিত তন্মধ্যবর্ত্তী দিবাকেও পক্ষিণী বলা যাইতে পারে; কারণ, এই উভয় পক্ষের মধ্যে কোনও ইতর বিশেষ দেখা যায় না।” এ মতও নিরস্ত হইল। আরও একটী কথা, দিন যদি পক্ষিণী শব্দের বিশেষ্য হইত, তাহ’লে উহাকে স্ত্রীলিঙ্গে ব্যবহার করা অসঙ্গত হইত, কারণ, দিনবাচক শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ দৃষ্ট হয় না॥ ৪২॥

বিদেশস্থ অশৌচ।

এক্ষণে বিদেশে সংঘটিত অশৌচের কথা বলা হইতেছে। গৌতম বলিয়াছেন, “পূর্ব্ব সংঘটিত অশৌচের দশমীর পর উহার শ্রবণে পক্ষিণী অশৌচ হয়। দশাহ অতিক্রান্ত হইবার পর অশৌচ শ্রবণে ত্রিরাত্র অশৌচ হইবে” ইত্যাদি বচনে যে অশৌচের কথা বলা হইয়াছে, তাহাতে স্ব স্ব জাতীয় পূর্ণাশৌচের অতিক্রমের পরই উহার শ্রবণে ত্রিরাত্রাশৌচ হইবে, এইরূপ বুঝাই উচিত, এবং ইহাও বুঝা উচিত, পূর্ণাশৌচ ভিন্ন অপর প্রকার অশৌচের অতিক্রমের পর উহার শ্রবণে ত্রিরাত্রাশৌচ হইবে না। কেননা

"বালে দেশান্তরস্থে তু পৃথক্‌পিণ্ডে চ সংস্থিতে।
সবাসা জলমাপ্লুত্য সদ্য এব বিশুধ্যতী"তি মনুবচনাৎ। অতএব শঙ্খেন,—
"মরণাদেব কর্ত্তব্যং সংযোগো যস্য নাগ্নিনা।
দাহাদূর্দ্ধমশৌচং স্যাদ্‌যস্য বৈতানিকো বিধিঃ॥"

ইত্যতো বিশেষবচনাভাবে মরণকালাবধ্যশৌচং সামান্যত উক্তম্। অন্যথা পূর্ণাশৌচশেষদিনে তন্মরণশ্রবণে জ্ঞাতীনামেকাহঃ, দৌহিত্রাদীনাং ত্রিরাত্রাদিরিতি বৈষম্যং স্যাৎ; তথাচ মিতাক্ষরায়াং ব্যাঘ্রপাদঃ,—

হশৌচকাল। উক্তাস্তদন্যূনকালীনত্বম্। খণ্ডেতি স্বস্বজাত্যুক্তপূর্ণাশৌচভিন্নত্বমেব খণ্ডত্বম্ অতএবোক্তং ন খণ্ডে খণ্ডমিষ্যতে ইতি। দেশেতি অশৌচকালমধ্যেঽনিশ্চিতমরণত্বং দেশান্তরস্থত্বং পৃথক্‌পিণ্ডেঽসপিণ্ডে সমানোদকাদৌ মাতামহাদৌ চ ইত্যর্থঃ। অতএবেতি যতো বালস্য পৃথক্ পিণ্ডস্য চ খণ্ডাশৌচানন্তরং শ্রবণে স্নানাদেব শুদ্ধিঃ নত্বতিক্রান্তাশৌচম্। অতএব অস্য চ সামান্যত উক্তমিত্যত্রান্বয়ঃ। অগ্নিনা অগ্নিহোত্রেণ নিরগ্নেরিত্যর্থ। বৈতানিকোঽগ্নিহোত্রীয়ঃ সাগ্নিকস্যেত্যর্থঃ। বিশেষবচনাভাব ইতি যত্র

মনুর একটি বচন আছে,—"বালক এবং দেশান্তরস্থিত অসপিণ্ড ব্যক্তির মৃত্যু শ্রবণে যে কাপড় পরিয়া উহা শ্রবণ করিবে সেই কাপড়ের সহিতই জলে অবগাহন করিয়া সদ্যই বিশুদ্ধ হইবে।" এইজন্যই শঙ্খ "যাহার দেহে অগ্নিসংস্কার করা শাস্ত্রে বিহিত হয় নাই, এরূপ ব্যক্তির মরণের পর হইতেই অশৌচ গ্রহণ করিতে হইবে, এবং শাস্ত্রে যাহার অগ্নিদ্বারা অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া বিহিত হইয়াছে, দাহের পর হইতেই তাহার অশৌচ গ্রহণ করিতে হইবে।" এই বচনদ্বারা বিশিষ্ট কারণ ব্যতীত সামান্যতঃ মরণকাল হইতেই অশৌচের কথা বলিয়াছেন। এইরূপ না বলিলে, যে মরণ ঘটনার নিমিত্ত জ্ঞাতিগণের পূর্ণাশৌচ হইয়াছে, অথচ উহা শ্রুত না হওয়ায়, উহার কার্য্যকারিতা হয় নাই, এরূপ স্থলে পূর্ণাশৌচের শেষদিনে ঐ মরণের শ্রবণে জ্ঞাতিদিগের একরাত্র এবং দৌহিত্রদিগের ত্রিরাত্র অশৌচ হইবার সম্ভাবনায় বৈষম্য ঘটিয়া উঠে। বালাদি অশৌচ সম্বন্ধে মিতাক্ষরায় ব্যাঘ্র

"তুল্যং বয়সি সর্ব্বেষামতিক্রান্তে তথৈব চ।
উপনীতে তু বিষমং তস্মিন্নেবাতিকালজম্ ॥"

বয়সি উপনয়নকালাৎ পূর্ব্বস্মিন্ কালে, সর্ব্বেষাং বর্ণানাং ত্রিরাত্রাশৌচং তুল্যমিতি দাক্ষিণাত্যদেশব্যবস্থিতম্। অন্যদেশে তু কূর্ম্মপুরাণাদিনা তত্তৎকালে তত্তদ্বর্ণানামশৌচবিশেষ উক্তঃ। তথাচ মরীচিঃ,—

"যেষু স্থানেষু যচ্ছৌচং ধর্ম্মাচারশ্চ যাদৃশঃ।
তত্র তন্নাবমন্যেত ধর্ম্মস্তত্রৈব তাদৃশঃ ॥

ঃ পূর্ণাশৌচস্থলে বিশেষবচনমস্তি তত্রাশৌচকালানন্তরং শ্রবণেঽপি অতিক্রান্তাশৌচং ভবতীত্যর্থঃ। মরণকালাবধ্যেবেতি ন তু শ্রবণকালাবধি অতিক্রান্তাশৌচমিত্যর্থঃ। সামান্যত ইতি সপিণ্ডাসপিণ্ডাবিশেষেণেত্যর্থঃ। অন্যথেতি খণ্ডাশৌচকালানন্তরমপি শ্রবণে যদি ত্র্যহাদিঃ স্যাত্তদেত্যর্থঃ। ত্র্যহাদিরিতি দৌহিত্রাদেরতিক্রান্তাশৌচত্বাদিতি ভাবঃ। আদিনা পক্ষিণীপরিগ্রহঃ। বৈষম্যমিতি তথাচ এতদ্বৈষম্যভয়েন মরণাদেবেতি পৈঠীনসিবচনং দৌহিত্রাদিবিষয়কমপীতি ভাবঃ। অতিক্রান্তে অশৌচে গতে। উপনয়নেতি

পাদের এই বচনটী উদ্ধৃত হইয়াছে, যথা—"উপনয়নের পূর্ব্বকালে মৃত হইলে, সকল বর্ণেরই তুল্যরূপ অশৌচ হইবে, উপনয়নের পর মৃত হইলে, ব্রাহ্মণাদি বর্ণভেদে ভিন্ন ভিন্নরূপ অশৌচ হইবে," উক্ত বচনে যে 'বয়সি' এই কথাটি আছে উহার অর্থ—উপনয়নের পূর্ব্বকালে এবং উক্ত বচনে যে তুল্য অশৌচের কথা বলা হইয়াছে, তাহার তাৎপর্য্য এই—উপনয়নের পূর্ব্বে মৃত্যুতে সকল বর্ণেরই ত্রিরাত্রব্যাপী তুল্য অশৌচ হইবে; এই অর্থ অনুসরণ করিয়াই দাক্ষিণাত্য দেশে ব্যবস্থা করা হইয়াছে। অশৌচের কারণ, দাক্ষিণাত্য ভিন্ন দেশে কূর্ম্মপুরাণাদি শাস্ত্রে কালভেদে মৃত্যুতে বর্ণভেদে ভিন্ন ভিন্নরূপ অশৌচের কথা বলা হইয়াছে। দেশভেদে যে, তত্তদ্দেশে প্রচলিত আচারের অনুসরণ করিতে হইবে; এ সম্বন্ধে মরীচির এই বচনটীই প্রমাণ, যথা,—"যে যে স্থানে যে প্রকার শৌচ এবং যাদৃশ ধর্ম্মাচার প্রচলিত, সেই সকল দেশে ঐরূপ প্রচলিত শৌচ বা আচারকে অবজ্ঞা করিবে না, কারণ, ঐ সকল দেশে তথাবিধ শৌচ ও আচারের অনুষ্ঠানে যে ধর্ম্ম হয়, ইহাই

বিদেশবিগতানান্তু পিত্রাদ্যাচার এব চ।"
যেনাস্য পিতরো যাতা যেন যাতাঃ পিতামহাঃ।
তেন যায়াৎ সতাং মার্গং তেন গচ্ছন্ন দুষ্যতি।" ইতি মনুবচনাৎ ॥ ৪৩ ॥

অতিক্রান্তে যৎ ত্রিরাত্রমুক্তং, তদপি তুল্যম্। তথাচ শঙ্খঃ,—
"অতীতে মৃতকে স্বে স্বে ত্রিরাত্রং স্যাদশৌচকম্।
সংবৎসরে ব্যতীতে তু সদ্যঃশৌচং বিধীয়তে॥" কৌর্ম্মে,—
"তথৈব মরণে স্নানমূর্দ্ধং সম্বৎসরাদ্‌যদি।" জননাশৌচে তু কেবলঃ,—

উপনীতে তু বিষমমিত্যস্য বক্ষ্যমাণত্বাৎ অত্র বয়ঃপদেন উপনয়নপূর্ব্বকাললাভঃ। বিদেশেতি দেশান্তরগতানামিত্যর্থঃ। পিত্রাদ্যাচার এবেতি ন তু বিদেশাচারঃ কর্ত্তব্য ইত্যর্থঃ। কেচিত্তু বিদেশগতানাম্ অর্ব্বাদেতদ্দেশীয়ানাং পিত্রাদ্যাচার এব ন তু দাক্ষিণাত্যদেশাচারঃ কর্ত্তব্য ইত্যর্থ ইত্যাহুঃ॥ ৪৩ ॥

তদপি তুল্যমিতি সর্ব্বেষাম্ বর্ণানাং তুল্যম্ ত্রিরাত্রং, বক্ষ্যমাণশঙ্খবচনে স্বে স্বে ইতি

শাস্ত্রসঙ্গত বুঝিতে হইবে। পরন্ত বিদেশস্থিত ব্যক্তিগণ স্ব স্ব পিতৃপুরুষের অনুষ্ঠিত আচারই আশ্রয় করিয়া থাকিবে।" কারণ "যে পথ ধরিয়া কোনও ব্যক্তির পূর্ব্ব পিতৃগণ গমন করিয়াছেন এবং যে পথ ধরিয়া পিতামহগণ গমন করিয়াছেন সেই সৎ পথ অনুসরণ করিয়াই গমন করিবে, কারণ সেই পথ অনুসরণ করিয়া গমন করিলে কেহ তাহাকে কোনও প্রকারে দূষিত করিতে পারিবে না" এইরূপ একটী মনুর বচন দৃষ্ট হয়। ৪৩

পূর্ণাশৌচ অতিক্রমের পর যে ত্রিরাত্র অশৌচের কথা বলা হইয়াছে, তাহা সকল বর্ণের পক্ষেই সমান বুঝিতে হইবে, এ বিষয়ে শঙ্খের একটী বচন দৃষ্ট হয় যথা,—"স্ব স্ব জাতীয় মৃতাশৌচ অতীত হইবার পর উহার শ্রবণে ত্রিরাত্রাশৌচ হইবে, কিন্তু এক বৎসর অতীত হইয়া গেলে অশৌচের শ্রবণে সদ্যঃশৌচই বিহিত হইয়াছে।" কূর্ম্মপুরাণেও বলা হইয়াছে, "সম্বৎসরের পর মৃত্যুর শ্রবণে স্নান করিয়াই শুদ্ধিলাভ করিবে।" জননাশৌচ সম্বন্ধে কেবল

"নাশৌচং প্রসবস্তাস্তি ব্যতীতেষু দিনেষ্বপি।" পুত্রজন্মব্যতীতাশৌচকালে পিতুঃ স্নানমাহ মনুঃ,—

"নির্দ্দশং জ্ঞাতিমরণং শ্রুত্বা পুত্রস্য জন্ম চ।
সবাসা জলমাপ্লুত্য শুদ্ধো ভবতি মানবঃ॥" মরণে স্নানাদিনাঙ্গাস্পৃশ্যত্বনিবৃত্তিরূপা শুদ্ধির্ন তু সর্ব্বাশৌচনিবৃত্তিঃ, ত্রিরাত্রাদিবিধানাৎ। পুত্রজননে তু সর্ব্বাশৌচস্য নিবৃত্তিঃ, সঙ্কোচকাভাবাৎ। "উপনীতে" ত্বিতি উপনয়নকালানন্তরন্তু দশাহদ্বাদশাহপঞ্চদশাহাদিরূপেণ বিষমং স্বস্বজাত্যুক্তাশৌচ-

---

বীপ্সাশ্রুতেরিতি ভাবঃ। প্রসবস্য জননাশৌচস্য দিনেষু ব্যতীতেষু নাশৌচমিত্যম্বয়ঃ। নন্‌ পুত্রজননাশৌচদিনেষু ব্যতীতেষু শ্রবণে সচেলস্নানাৎ শুদ্ধিরস্তু মরণাশৌচদিনেষু ব্যতীতেষু শ্রবণে কথং সচেলস্নানাৎ শুদ্ধিস্তত্রাহ ত্রিরাত্রাদিবিধানাৎ, তত্রাহ মরণে স্নানাদীতি ত্রিরাত্রাদিত্যাদিপদেন বক্ষ্যমাণৈকরাত্রাদিপরিগ্রহঃ। সঙ্কোচকাভাবাদিতি

এই কথা বলিয়াছেন—"জননাশৌচগণিত দিন অতীত হইবার পর উহার শ্রবণে আর অশৌচ হইবে না।" পুত্রজন্ম জন্য অশৌচের গণিত দিন অতিক্রম হইবার পর পিতা উহা শ্রবণ করিলে স্নান করিয়াই যে শুদ্ধ হইবে, এই কথা মনু বলিয়াছেন, যথা,—"দশদিন অতিক্রম হইবার পর জ্ঞাতির মরণ অথবা পুত্রের জন্ম শ্রবণ করিয়া পরিহিত বস্ত্রের সহিত জলে অবগাহন করিয়া শুদ্ধিলাভ করিবে।" এই মনুবচনে মরণের স্থলেও যে শুদ্ধির বিধান করা হইয়াছে, উহাতে স্নানাদি দ্বারা অঙ্গাস্পৃশ্যত্বাদি নিবৃত্তিরূপ শুদ্ধি বুঝিতে হইবে, সকল প্রকার অশৌচের যে নিবৃত্তি হইবে এরূপ নহে, কারণ দশ দিনের পর মৃত্যু শ্রবণে ত্রিরাত্রাদি অশৌচের বিধান করা হইয়াছে। কিন্তু পুত্রজননাশৌচের দশদিন অতিক্রম হইবার পর উহার শ্রবণে যে স্নানাদি দ্বারা শুদ্ধিলাভের কথা বলা হইয়াছে, উহাতে সর্ব্বপ্রকার অশৌচ নিবৃত্তিরূপ শুদ্ধিই বুঝিতে হইবে। কারণ, সেস্থলে শুদ্ধি পদের সঙ্কোচ করিবার কোনও কারণ দেখা যায় না। উপরিউক্ত ব্যাঘ্রপাদীয় বচনের শেষার্দ্ধে স্মার্ত্ত এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন,— উপনয়ন কালের অনন্তর কিন্তু মৃত্যু হইলে পর ব্রাহ্মণাদি বর্ণভেদে দশাহ, দ্বাদশাহ, এবং পঞ্চদশাহাদি ভেদে স্ব স্ব জাত্যুক্ত বিভিন্নরূপ অশৌচ হইবে,

মিত্যর্থঃ। তস্মিন্নেব উপনীতোপরমে এব, অতিকালমিতি অতিক্রান্তকালাশৌচং, ন তু বালাদ্যশৌচাতিক্রমেঽপি ॥ ৪৪ ॥

"শ্রুত্বা চোর্দ্ধং দশম্যাঃ পক্ষিণী"মিত্যত্র "দশম্যা উর্দ্ধ"মিতি শ্রুতেঃ প্রাচাং মৈথিলানাং চতুর্মাসোপরি, অর্ব্বাচাঞ্চ ষণ্মাসোপরি যৎ পক্ষিণ্যশৌচাভিধানং তদ্ধেয়ম্। কিন্তু হারলতোক্তং সগুণবিশেষমেবেতি যুক্তম্। অত্র বিশারদচরণাঃ,—

"অতীতাশৌচ একাহং খণ্ডাশৌচিমৃতে শ্রুতৌ।
সম্পূর্ণাশৌচিমরণে শ্রুতৌ জ্ঞেয়ং ত্রিরাত্রকম্॥" ইতি

যথা মরণস্থলে ত্রিরাত্রাদিবিধায়কং বচনমেব সঙ্কোচকমস্তি তথা জননস্থলে নাস্তীতি ভাবঃ। উপনীতোপরমে উপনীতমরণে॥ ৪৪॥

অতিক্রান্তাশৌচস্থলে ত্রিরাত্রবিধায়কবচন-পক্ষিণীবিধায়ক-বচনয়োর্ব্বিরোধমাশঙ্ক্য মৈথিলৈশ্চতুর্মাসাদিকালভেদেন বিষয়ভাগং কৃত্বা বিরোধঃ পরিহৃতঃ, তদ্দূষয়তি শ্রুত্বেত্যাদিনা। শ্রুতেরিতি হেয়মিত্যত্র হেতুঃ; তত্রাহি দশম্যা উর্দ্ধমিত্যস্যাসঙ্গতিঃ স্যাৎ, চতুর্মাসাদূর্দ্ধং পক্ষিণীমিত্যাদ্যেব ব্রূয়াদিতি ভাবঃ। নমু তর্হি তয়োর্ব্বচনয়োর্ব্বিরোধঃ কথং পরিহরণীয়স্তত্রাহ কিন্ত্বিত্যাদি। সগুণবিশেষাণামেব পক্ষিণ্যশৌচাভিধানমিত্যন্বয়ঃ। খণ্ডাশৌচিমৃতে খণ্ডাশৌচিমরণেঽশৌচেঽতীতে সতি শ্রুতৌ একাহমিত্যন্বয়ঃ। এবং

এবং এই উপনয়নযোগ্যকালে মৃত ব্যক্তিরই অশৌচ অতীত হইবার পর উহার শ্রবণে অতিক্রান্ত অশৌচ হইবে, বাল্যাদির মরণাশৌচ অতিক্রম হইবার পর উহার শ্রবণে অতিক্রান্ত অশৌচ হইবে না। ৪৪

পূর্ব্বোক্ত দশমী, অর্থাৎ দশ রাত্রির পর শ্রবণ করিলে পক্ষিণী হইবে, এই গৌতমবচনে 'দশমীর পর' এইরূপ স্পষ্ট করিয়া কথিত হওয়ায়, প্রাচীন মৈথিলগণ যে চারিমাসের পর, এবং তৎপরবর্ত্তী মৈথিলগণ যে ছয় মাসের পর, অশৌচ শ্রবণে পক্ষিণী অশৌচের ব্যবস্থা করিয়াছেন, সে ব্যবস্থাকে হেয় বলা যাইতে পারে। তবে ঐ বচনটীকে হারলতা যে সগুণবিষয়ক বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহাই যুক্তিযুক্ত বোধ হয়। এবিষয়ে বিশারদ ঠাকুর এইরূপ মীমাংসা করিয়াছেন, যথা,—"খণ্ডাশৌচপ্রযোজক-ব্যক্তির মৃত্যুজন্য অশৌচের দিন অতীত হইবার পর উহা শ্রবণ করিলে, একাহ অশৌচ হইবে, এবং সম্পূর্ণাশৌচপ্রযোজক ব্যক্তির মৃত্যুজন্য অশৌচের দিন অতীত হইবার পর উহা শ্রবণ করিলে,

বায়ুপুরাণবচনং যদি সমূলং, তদা খণ্ডাশৌচিপিতরি মৃতে জ্ঞেয়ম্। যত্ত,—

"মাসত্রয়ে ত্রিরাত্রং স্যাৎ ষণ্মাসে পক্ষিণী তথা।

অহস্তু নবমাদর্ব্বাগূর্দ্ধং স্নানেন শুধ্যতী"তি মিতাক্ষরায়াং বৃহদ্বশিষ্ঠবচনাদ্ব্যবস্থেতি, তদ্দাক্ষিণাত্যানাম্। দেবলঃ,—

"অশৌচাহঃস্বতীতেষু বন্ধুশ্চেৎ শ্রূয়তে মৃতঃ।

তত্র ত্রিরাত্রমাশুচ্যং ভবেৎ সংবৎসরান্তরে॥

ঊর্দ্ধং সংবৎসরাদাদ্যাদ্বন্ধুশ্চেৎ শ্রূয়তে মৃতঃ।

ভবেদেকাহমেবাত্র তচ্চ সন্ন্যাসিনাং ন তু॥" বন্ধুরত্র মাতা, পিতা, ভর্ত্তা চ। যচ্চ মিতাক্ষরায়াং,—

পরত্র। তদা খণ্ডাশৌচিপিতরীতি অত্র পিতৃপদং পিতৃমাতৃভর্ত্তৃপলক্ষণম্। তত্রৈবং বোধ্যম্,—"একরাত্রং সমুদ্দিষ্টং ন্যূনাশৌচে মৃতৌ শ্রুতৌ" ইতি হরিদাসতর্কাচার্য্যধৃতবচনং ত্র্যহাশৌচিপিতৃমাতৃমরণাশৌচোত্তরং শ্রুতৌ বর্ষমধ্যেঽহোরাত্রং বর্ষোত্তরমপি একরাত্রং খণ্ডাশৌচসাধারণত্বাদিতি। মাসত্রয়ে মাসত্রয়াভ্যন্তরে। এবং পরত্র। বেদ্ধ-

---

ত্রিরাত্রাশৌচ হইবে।" এই বায়ুপুরাণের বচনটী যদি সমূলক হয়, তাহা হইলে খণ্ডাশৌচপ্রযোজক পিতা, মাতা, বা ভর্ত্তার মৃত্যুই অশৌচকাল অতীত হইবার পর শ্রবণ করিলে যে একরাত্র অশৌচ হইবে, এইরূপ ব্যবস্থাই বুঝিতে হইবে।" তবে যে আমরা মিতাক্ষরাধৃত বৃহৎবশিষ্ঠের বচনে "মৃত্যুর পর তিনমাসের মধ্যে অশৌচ শ্রবণে ত্রিরাত্রাশৌচ হইবে এবং ছয় মাসের মধ্যে অশৌচ শ্রবণে পক্ষিণী, নবমমাসের মধ্যে অশৌচ শ্রবণে একদিন মাত্র অশৌচ হইবে, তাহার পর অশৌচ শ্রবণে স্নানেই শুদ্ধিলাভ ঘটিবে" এইরূপ ব্যবস্থা দেখিতে পাই, উহা দাক্ষিণাত্যদিগের সম্বন্ধেই বুঝিতে হইবে। দেবল বলিয়াছেন, "অশৌচের নির্দ্দিষ্ট দিন অতীত হইবার পর যদি কোনও বন্ধুর মৃত্যু শ্রবণ করা হয়, বৎসরের মধ্যে ঐ মৃত্যু শ্রবণে ত্রিরাত্র অশৌচ হইবে, এবং মৃত্যুর প্রথম সম্বৎসর অতীত হইবার পর, যদি কোনও বন্ধুর মৃত্যু শ্রবণ করা হয়, তাহা হইলে একাহমাত্র অশৌচ হইবে, কিন্তু সন্ন্যাসীদিগের তাহা হইবে না।" উপরিউক্ত বচনে যে 'বন্ধু' শব্দটী প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহার

"পিতরৌ চেন্মৃতৌ স্যাতাং দূরস্থোঽপি চ পুত্রকঃ।
শ্রুত্বা তদ্দিনমারভ্য দশাহং সূতকী ভবেৎ॥" ইতি পৈঠীনসিস্মৃত্যুক্তং, তৎ কলিঙ্গোড্রাদিদেশব্যবস্থিতম্, তেষাং তথাচারাৎ। তথাচ বামনপুরাণম্,—

"দেশানুশিষ্টং কুলধর্ম্মমগ্র্যং সগোত্রধর্ম্মং ন হি সংত্যজেচ্চ।" এবমন্যানি তত্তদ্বচনানি ব্যবস্থেয়ানি॥ ৪৫॥

যত্রেতি, ঊর্দ্ধং সংবৎসরাদাদ্যাদ্বন্ধুশ্চেদিত্যত্র ইত্যর্থঃ। মাতেতি মাতৃপিতৃভর্ত্তৄণাং মরণস্য বর্ষোত্তরং শ্রবণে স্নানেন শুদ্ধিঃ সপিণ্ডানামিতি বোধ্যম্। ব্যবস্থিতমিতি, শ্রুত্বা তদ্দিনমারভ্যেতিবচনং যত্র পিত্রাদিমরণমাত্রং শ্রুতং দিনমাসাদিকঞ্চ বিশিষ্য ন জ্ঞাতং তদ্বিষয়কমিতি কেচিৎ। কুলধর্ম্মং সংসর্গিণাং তুল্যবৃত্তীনাং ধর্ম্মম্। অত্র শুদ্ধিবিবেকঃ,—দশাহাদূর্দ্ধং ষণ্মাসপর্য্যন্তং ত্রিরাত্রং ষণ্মাসাদূর্দ্ধং নবমমাসপর্য্যন্তং গোতমোক্তপক্ষিণ্যশৌচং, তদূর্দ্ধং সংবৎসরপর্য্যন্তং বিষ্ণুক্তমহোরাত্রমিতি। তন্নম্। অথাহঃ— স্যু ব্যতীতেষু জ্ঞাতিশ্চেৎ শ্রূয়তে মৃতঃ। তত্র ত্রিরাত্রমাশুচ্যং ভবেৎ সংবৎসরান্তরে॥ ইতি দেবলেন সংবৎসরং প্রাপ্যৈব ত্রিরাত্রবিধানাৎ, শ্রুত্বা চোর্দ্ধং দশম্যাঃ পক্ষিণীমিতি গোতমেন অতীতেঽশৌচে একরাত্রমিতি বিষ্ণুনা চ অশৌচান্তরমেব পক্ষিণ্যেকরাত্রয়োর্ব্বিধানাচ্চ ইতি শুদ্ধিকৌমুদী। মৈথিলাস্তু শ্রুত্বা চোর্দ্ধং দশম্যা ইতি গোতমবচনে ঊর্দ্ধং সংবৎসরাদূর্দ্ধামিতি মন্যন্তে পাঠমিতি তু বোধ্যম্॥ ৪৫॥

অর্থ—মাতা, পিতা, ও ভর্ত্তা। তবে যে আমরা মিতাক্ষরাতে পৈঠীনসির একটী এইরূপ বচন উদ্ধৃত দেখিতে পাই, "যদি পিতা মাতার মৃত্যু হয়, তাহ'লে পুত্র দূরস্থ অর্থাৎ বিদেশস্থ হইলেও যে দিন ঐ মৃত্যু শ্রবণ করিবে, সেই দিন হইতেই দশ দিন অশৌচ গ্রহণ করিবে", উহাকে কলিঙ্গ এবং উড়িষ্যাদি দেশের ব্যবস্থা-বিধায়কই বুঝিতে হইবে। কারণ, ঐ সকল দেশের লোকেরা ঐ রকম আচারই করিয়া থাকে। দেশপ্রচলিত আচার যে প্রতিপালনীয়, এ সম্বন্ধে বামনপুরাণের একটী বচন দেখা যায়, যথা,—"যাহা দেশে প্রচলিত, যাহা কুলের শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম বলিয়া গণিত, এবং যাহা স্বকীয়-গোত্রধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দিষ্ট, তাহা কখনই পরিত্যাগ করিবে না।" মিতাক্ষরাধৃত অন্যান্য বচনেরও এইরূপ মীমাংসা করিতে হইবে। ৪৫॥

অথ সপিণ্ডাদ্যশৌচম্।

তত্র বৃহস্পতিঃ,—

"দশাহেন সপিণ্ডাস্তু শুধ্যন্তি প্রেতসূতকে।

ত্রিরাত্রেণ সকুল্যাস্তু স্নাত্বা শুধ্যন্তি গোত্রজাঃ॥" "প্রেত-সূতকে" মরণজন্মনোঃ, তৎপরং চতুর্দ্দশপুরুষপর্য্যন্তং পক্ষিণী, তদূর্দ্ধং জন্মনামস্মৃতিপর্য্যন্তমেকরাত্রং, তদূর্দ্ধমেকগোত্রজ-মাত্রেণৈকগ্রামনিবাসে সদ্যঃশৌচম্, অত্যন্তনির্গুণানামেকাহঃ। সপিণ্ডাঃ সপ্তমপুরুষাবধয়ঃ, কন্যায়াস্তু তৃতীয়পুরুষাবধয়ঃ। সকুল্যা দশমপুরুষাবধয়ঃ। এষু বিশেষঃ সপিণ্ডাদিবিচারে স্ফুটী-ভবিষ্যতি। গোত্রজা নিবর্ত্তমানোদকভাবাঃ। "দশাহেনে"তি বিপ্রবিষয়ম্। তথাচ মনুঃ,—

সপিণ্ডাদির অশৌচ।

এক্ষণে সপিণ্ডাদির অশৌচের কথা বলা হইতেছে—এই সম্বন্ধে বৃহস্পতি এই কথা বলেন,—"সপিণ্ডগণ প্রেত কিম্বা সূতকের সঙ্ঘটনে দশ দিনের পর শুদ্ধিলাভ করেন এবং সকুল্যগণ তিনদিনের পর শুদ্ধিলাভ করেন, এতদ্ভিন্ন গোত্রজমাত্রেই স্নান করিয়া শুদ্ধিলাভ করেন।" মূলে যে 'প্রেতসূতক' কথাটী আছে, তাহার অর্থ—জন্ম ও মরণাশৌচ। সপ্তম পুরুষ পর্য্যন্ত পরস্পর সপিণ্ড, দশম পুরুষ পর্য্যন্ত সকুল্য, তাহার পর চতুর্দ্দশ পুরুষ পর্য্যন্ত পক্ষিণী অশৌচ হইবে। চতুর্দ্দশ পুরুষের পর যত পুরুষ পর্য্যন্ত স্ববংশীয়দিগের যথাক্রমে নাম ও জন্ম স্মরণ থাকিবে, তত পুরুষ পর্য্যন্ত একরাত্র অশৌচ হইবে, তাহার পর যাহাদিগের এক গোত্রে জন্ম এবং এক গ্রামে নিবাস হইবে, তাহাদের সকলেরই সদ্যঃশৌচ, অর্থাৎ স্নানের পরই শুদ্ধিলাভ হইবে। আর ঐরূপ ব্যক্তিগণ যদি একেবারেই নির্গুণ হয়, তবে তাহাদের একাহ অশৌচ হইবে। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি সাতপুরুষ পর্য্যন্ত সপিণ্ড, কিন্তু অশৌচ বিষয়ে কন্যার সপিণ্ড তিন পুরুষ পর্য্যন্ত। সকুল্য শব্দে দশ পুরুষ পর্য্যন্ত ব্যক্তিগণকে বুঝায়। সপিণ্ড এবং সকুল্যাদির মধ্যে পরস্পর যাহা বৈশিষ্ট্য শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে, তাহা পরে সপিণ্ডাদির বিচারস্থলে স্পষ্ট করিয়া বলা হইবে। উপরিউক্ত বৃহস্পতির

"শুধ্যেদ্বিপ্রো দশাহেন দ্বাদশাহেন ভূমিপঃ।
বৈশ্যঃ পঞ্চদশাহেন শূদ্রো মাসেন শুধ্যতি॥" অঙ্গিরাঃ,—
"দশমেঽহনি শূদ্রস্য কার্য্যং সংস্পর্শনং বুধৈঃ।
মাসেনৈব তু শুদ্ধিঃ স্যাৎ সূতকে মৃতকেঽপি বা॥" অত্র

বর্জ্জ্যাবর্জ্জ্যে জাবালঃ,—
"সন্ধ্যাং পঞ্চমহাযজ্ঞান্নৈত্যিকং স্মৃতিকর্ম্ম চ।
তন্মধ্যে হাপয়েত্তেষাং দশাহান্তে পুনঃ ক্রিয়া॥" তন্মধ্যে

অশৌচমধ্যে, হাপয়েৎ ত্যজেৎ, স্মৃতিকর্ম্ম বৈধস্নানাদি। অত্র

কার্য্যং সংস্পর্শনমিতি, যত্র শূদ্রস্য মাসাশৌচং তত্র দশাহেন সংস্পর্শনং কার্য্যম্ অন্যত্র তু, অশৌচকালাদ্বিজ্ঞেয়ং স্পর্শনন্তু ত্রিভাগতঃ। শূদ্রবিট্‌ক্ষত্রবিপ্রাণাং যথাশাস্ত্রপ্রচোদিতাৎ॥ ইতি বচনাদ্ব্যবস্থা বোধ্যা। অত্র বর্জ্জ্যাবর্জ্জ্যে ইতি, নমু তন্মধ্যে হাপয়েৎ ইত্যনেনৈবেষ্টসিদ্ধৌ দশাহান্তে ইত্যাদিকং কিমর্থমুক্তমিতি চেৎ, অত্র কেচিৎ নাপি দৈবং ন বা পৈত্রং যাবৎ পূর্ণো ন বৎসর ইত্যাদিবচনাৎ সন্ধ্যাদিকং দশাহোত্তরমপি ন কার্য্যম্, তত্রাহ দশাহান্ত ইত্যাহুঃ; পরে তু জাতকর্ম্মষষ্ঠী-

---

বচনে যে 'গোত্রজ' শব্দটী আছে, তাহা দ্বারা ঐ সকল ব্যক্তিকে বুঝিতে হইবে, যাহাদের সহিত সমানোদকতাও নিবৃত্ত হইয়াছে। ঐ বচনে যে দশাহের পর শুদ্ধিলাভের কথা বলা হইয়াছে, তাহা ব্রাহ্মণবিষয়কই বুঝিতে হইবে। কারণ, এ সম্বন্ধে মনু বলিয়াছেন,—"ব্রাহ্মণ দশদিনের পর শুদ্ধিলাভ করে, ক্ষত্রিয় বারদিনের পর, বৈশ্য পনরদিনের পর এবং শূদ্র একমাসের পর শুদ্ধিলাভ করে।" অঙ্গিরা বলেন,—"শূদ্রগণের মাসব্যাপী অশৌচ হইলেও দশদিনের দিন উঁহাদিগের অস্পৃশ্যত্ব নিবৃত্ত হইবে, এবং কি জননাশৌচ, কি মরণাশৌচ, উভয় স্থলেই একমাসের পর সর্ব্ববিষয়ে শুদ্ধিলাভ করিবে।" অশৌচস্থলে কোন্ কার্য্য বর্জ্জনীয়, এবং কোন্ কার্য্য অবর্জ্জনীয়, সে সম্বন্ধে জাবাল এইরূপ বলিয়াছেন—"অশৌচের মধ্যে সন্ধ্যোপাসনা, পঞ্চ মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান, নিত্য কর্ত্তব্য স্মৃতিশাস্ত্রসম্মত কর্ম্ম, এই সকল কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবে না, দশাহের পর পুনর্ব্বার ঐ সকল কর্ম্মের পূর্ব্বের মত অনুষ্ঠান করিতে থাকিবে।" মূল বচনে যে 'হাপয়েৎ' এই ক্রিয়া পদটী আছে, উহার অর্থ—পরিত্যাগ করিবে। এবং মূলবচনস্থিত স্মৃতিশাস্ত্রসম্মত কর্ম্ম বলিতে বৈধস্নানাদি বুঝিতে হইবে।

চ "মুহূর্ত্তংশাশ্রয়তো ন স্যাৎ" ইত্যাপস্তম্ববচনাৎ স্পৃষ্টস্পর্শনাদৌ শৌচস্য স্বস্থতিসাধ্যত্বাত্তদর্থং স্নানাদিকং কর্ত্তব্যং, মূত্রপুরীষোৎসর্গাদিনিমিত্তাশৌচে হস্তপ্রক্ষালনাদিবৎ ॥ ৪৬ ॥

এবং ভোজনাশ্রিতত্বাৎ প্রাণাহুত্যাদি চ কর্ত্তব্যম্। এবঞ্চ কর্ম্মাভ্যন্তরে চাপ্রায়ত্যে শৌচসম্পাদকতয়া স্নানাদিকং নৈমিত্তিকাঙ্গত্বাৎ ন ব্যবধায়কম্, অতএব পূর্ব্বকৃতানাং ন পুনঃকরণম্। অতএব আচাররত্নাকরে জাবালঃ,—

"কর্ম্মমধ্যে তু যঃ কশ্চিৎ যদি স্যাদশুচির্নরঃ।

পুত্রয়োঃ শুদ্ধিবিধানাৎ তত্র সন্ধ্যাদিকমপি কার্য্যমিতি শঙ্কা স্যাৎ, তন্নিরাসার্থমাহ দশাহান্ত ইত্যাহুঃ ; অন্যে তু তন্মধ্যে ইত্যত্র মধ্যপদশ্রবণাৎ পঞ্চযজ্ঞাদিব্যতিরিক্তে সন্ধ্যাদিকং কার্য্যম্ ইত্যাশঙ্কা স্যাৎ তন্নিরাসায়াহ দশাহান্তে ইতি ইতি বদন্তি ॥ ৪৬ ॥

প্রাণাহুত্যাদীতি "ও প্রাণায় স্বাহা" ইত্যাদিমন্ত্রকরণকাম্যাহুত্যাদীত্যর্থঃ। নৈমিত্তিকাঙ্গত্বাদিতি, নিমিত্তনিশ্চয়ং কর্ত্তব্যং নৈমিত্তিকত্বং, প্রকৃতে চ অপ্রারব্ধং নিষিদ্ধং তত্ত্ব কর্ম্মপ্রতিবন্ধকম্, এবঞ্চ প্রতিবন্ধকাভাবরূপকারণস্য সম্পাদকত্বাৎ স্নানস্যাপি

এখানে ইহাও বক্তব্য যে, "মুহূর্ত্তমাত্র অপবিত্র হইয়া থাকিবে না" এই আপস্তম্বের বচন অনুসারে সর্ব্বদা শুচি থাকা নিজের কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হওয়ায়, অশৌচের মধ্যেও যদি কেহ অস্পৃশ্য স্পর্শ করে, তাহা হইলে সেই অশুচিতার নিবৃত্তির জন্য তাহার তৎক্ষণাৎ স্নানাদি কর্ত্তব্য ; যেমন অশৌচ মধ্যে মলমূত্র ত্যাগ করিলে শাস্ত্রবিহিত শৌচ সকলেই করিতে বাধ্য ॥ ৪৭ ॥

যদি এইরূপ হইল, তাহা হইলে অশৌচকালে ভোজন করিবার সময় ভোজনের শুদ্ধির কারণীভূত 'প্রাণায় স্বাহা' ইত্যাদি মন্ত্রদ্বারা পঞ্চ আহুতিও কর্ত্তব্য। আরও একটী কথা এই যে, কর্ম্ম অনুষ্ঠান করিতে করিতে ঐ অনুষ্ঠানের মধ্যে যদি কেহ অশুচি হয়, তাহা হইলে ঐ নৈমিত্তিক অর্থাৎ আগন্তুক অশুদ্ধির নিবারণার্থ স্নানাদি অপরিহার্য্য হওয়ায়, উহা কর্ম্মানুষ্ঠানের মধ্যেই অবশ্য কর্ত্তব্য, কিন্তু সেজন্য পূর্ব্বারব্ধ কর্ম্মের উচ্ছেদ হইবে না, অর্থাৎ ঐরূপ অশুদ্ধি নিবারণার্থ স্নানের পর, ঐ পূর্ব্বারব্ধ কর্ম্মের আরম্ভ হইতে আর পুনর্ব্বার অনুষ্ঠান করিতে হইবে না, কিন্তু যে পর্য্যন্ত অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহার পর হইতেই অনুষ্ঠান করিলে চলিবে। এইজন্যই আচার-

স্নাত্বা কর্ম্ম পুনঃ কুর্য্যাদন্যথা বিফলং ভবেৎ॥” যজ্ঞপার্শ্বে ঽপি,—

“স্মার্ত্তকর্ম্মপরিত্যাগো রাহোরন্যত্র সূতকাৎ।” শঙ্খঃ,—

“দানং প্রতিগ্রহো হোমঃ স্বাধ্যায়ঃ পিতৃকর্ম্ম চ।
প্রেতপিণ্ডক্রিয়াবর্জ্জং সূতকে বিনিবর্ত্ততে॥”

“নাশুচির্দেবপিতৃঋষিনামানি চ কীর্ত্তয়েৎ।” ইতি বচনং বিষ্ণুনামাতিরিক্তপরম্‌।

“ন দেশনিয়মস্তত্র ন কালনিয়মস্তথা।
নোচ্ছিষ্টাদৌ নিষেধোঽস্তি বিষ্ণোর্নামনি লুব্ধক॥” ইতি বচনাৎ। “অভিবাদয়ে”দিত্যনুবৃত্তৌ শঙ্খলিখিতৌ,—

অঙ্গত্বম্‌, অঙ্গেন চ ব্যবধানং ন ভবতীত্যভিপ্রায়ঃ। হোমঃ কাম্যহোমঃ, নিত্যহোমে তু কূর্ম্মপুরাণং,—শুচীনন্বিধনাংস্তল্যান্‌ শালাগ্নৌ হাবয়েৎ দ্বিজান্‌। শুষ্কান্নেন ফলৈর্ব্বাপি বৈতানং জুহুয়াত্তদা॥ শুচীন্‌ অশৌচরহিতান্‌, অনিধনান্‌ হোমার্থাতুকল্পিতধনান্‌। শুষ্কান্নং শক্তবো লাজাশ্চ। ছন্দোগপরিশিষ্টং,—হোমঃ সৌতে তু কর্ত্তব্যঃ শুষ্কান্নেনাপি বা ফলৈঃ। অকৃতং হাবয়েৎ স্মার্ত্তে তদভাবে কৃতাকৃতম্‌॥ অকৃতাদিকঞ্চ তত্রৈবোক্তং,—কৃতমোদনশক্ত্বাদি তণ্ডুলাদি কৃতাকৃতম্‌। ব্রীহ্যাদি চাকৃতং প্রোক্ত-

---

রত্নাকরে জাবালের বক্ষ্যমাণ বচনটী উদ্ধৃত হইয়াছে,—“যদি কোনও মনুষ্য কোনও একটী কর্ম্মানুষ্ঠানের মধ্যে অশুচি হইয়া পড়ে, তাহা হইলে স্নান করিয়া ঐ কর্ম্মের অবশিষ্টাংশের পুনর্ব্বার অনুষ্ঠান করিবে। তাহা না হইলে কর্ম্ম বিফল হইবে।” যজ্ঞপার্শ্ব গ্রন্থেও লেখা আছে,—চন্দ্র সূর্য্যাদির গ্রহণ ভিন্ন অপর অশৌচ ঘটিবামাত্রই স্মৃতিশাস্ত্রবিহিত কর্ম্মের পরিত্যাগ করিবে।” শঙ্খ বলিয়াছেন—“অশৌচকালে প্রেতের উদ্দেশে পিণ্ডদান ব্যতীত দান, প্রতিগ্রহ, হোম, স্বাধ্যায় (নিয়মিত বেদাধ্যয়ন), এবং পিতৃকর্ম্ম, ইত্যাদি কর্ম্ম সকলের নিবৃত্তি হইয়া থাকে।” আমরা যে, “অশুচি ব্যক্তি দেব, পিতৃ এবং ঋষিদিগের নাম কার্ত্তন করিবে না” এইরূপ একটী বচন দেখিতে পাই, ঐ বচনদ্বারা যে, বিষ্ণুনাম ভিন্ন অপর দেবতার নামগ্রহণই নিষিদ্ধ হইয়াছে, এইরূপই বুঝিতে হইবে। কেননা, “হে ব্যাধ! বিষ্ণুর নাম গ্রহণ বিষয়ে দেশেরও নিয়ম নাই, কালেরও নিয়ম নাই, এবং উচ্ছিষ্টাদিস্পর্শরূপ অশুচি অবস্থায় নাম গ্রহণের নিষেধও

"নাশুচির্ন্ন জপন্ দৈবপিতৃকার্য্যং কুর্ব্বন্নি"তি। আপস্তম্বঃ,—"অপ্রয়তশ্চ নাভিবাদয়েদি"তি। নমস্কারমাহ স্মৃতিঃ,—

"সর্ব্বে চাপি নমস্কুর্য্যুঃ সর্ব্বাবস্থাসু সর্ব্বদা।" ইতি রাঘবভট্টধৃতনারদবচনম্॥ ৪৭॥

"অথ সূতকিনঃ পূজাং বক্ষ্যাম্যাগমচোদিতাম্।
স্নাত্বা নিত্যঞ্চ নির্ব্বর্ত্ত্য মানস্যা ক্রিয়য়া তু বৈ॥
বাহ্যপূজাক্রমেণৈব ধ্যানযোগেন পূজয়েৎ।
যদা কামী, ন চেৎ কামী নিত্যং পূর্ব্ববদাচরেৎ॥" নিত্যঞ্চাশুচিকর্ত্তব্যং প্রেততর্পণাদি। মন্ত্রমুক্তাবল্যাম্,—

মিতি হব্যং ত্রিধা বুধৈরিতি। অভিবাদয়েদিতি অভিবাদনকামুকদেবশর্ম্মাহং ভোঃ অভিবাদয়ে ইত্যাকারশব্দোচ্চারণপূর্ব্বকপাদগ্রহণম্। গমে তু পাদগ্রহণমভিবাদনমিত্যুক্তে ইত্যন্বয়ঃ। সর্ব্বাবস্থাস্বিত্যনেনাশৌচেঽপি নমস্কারো বিহিতঃ॥ ৪৭॥

আগমচোদিতাম্ আগমপ্রতিপাদিতাম্। যদেতি কামী ন চেৎ কৃতসংকল্পো ন চেৎ, তথাচ যাবজ্জীবং প্রত্যহং পূজাদিকমহং করিষ্যে ইতি সংকল্পো যদি ন কৃতস্তদা বাহ্যপূজাক্রমেণ মানস্যা ক্রিয়য়া পূজয়েৎ। যদি তু কামী কৃততাদৃশসংকল্পঃ তদা নিত্যং

নাই।" এইরূপ একটী বচন দৃষ্ট হইয়া থাকে। 'অভিবাদন করিবে' এইরূপ বিধির অনুবৃত্তিতে শঙ্খ এবং লিখিত বলিয়াছেন,—"অশুচি হইয়া, জপ করত এবং দৈব ও পিতৃকার্য্যের অনুষ্ঠানের সময় (অভিবাদন করিবে) না।" আপস্তম্ব বলিয়াছেন—"অশুচি অবস্থায় অভিবাদন করিবে না।" এইরূপে অভিবাদন নিষিদ্ধ হইলেও স্মৃতিতে কিন্তু নমস্কার করিবার কথা বলা হইয়াছে, যথা রাঘবভট্টধৃত নারদের বচন,—"সকল ব্যক্তি, সকল অবস্থায়, সকল কালে নমস্কার করিতে পারিবে"। ৪৭

"এক্ষণে অশুচি ব্যক্তির আগম শাস্ত্রে যেরূপ পূজা কর্ত্তব্য বলিয়া বিহিত হইয়াছে, তাহা বলিতেছি—যদি কেহ সঙ্কল্প করিয়া দেবতাবিশেষের পূজনকার্য্যে ব্রতী হইয়া থাকে, তবে অশৌচের সময় সে ব্যক্তি, স্নান করিয়া নিত্যকর্ম্ম সমাপনপূর্ব্বক বাহ্যপূজাক্রমেই মানসোপচারে ধ্যানযোগে পূজা করিবে। কিন্তু যদি ঐরূপ কাম্যপূজায় ব্রতী না থাকে, তবে কেবল নিত্যকর্ম্ম সকলেরই পূর্ব্বের

"জপো দেবার্চ্চনবিধিঃ কার্য্যো দীক্ষান্বিতৈর্নরৈঃ।
নাস্তি পাপং যতস্তেষাং সূতকং বা যতাত্মনাম্॥" অতএব মন্ত্রগ্রহণদিনে তথাবিধা প্রতিজ্ঞা রাঘবভট্টেন লিখিতা। যথা,—
"বরং প্রাণপরিত্যাগশ্ছেদনং শিরসোঽপি বা।
ন ত্বনভ্যর্চ্চ্য ভুঞ্জীত ভগবন্তং ত্রিলোচনমি"তি।
"অপূজিতে শিবে ভুক্ত্বা গ্রাসাদষ্টশতং জপেৎ।
অজ্ঞানাদীদৃশং জ্ঞেয়ং জ্ঞানাদ্বিদ্যাচ্চতুর্গুণম্॥" অন্যত্র অধোক্ষজমিত্যাদ্যূহেত। যত্তু নৃসিংহকল্পে সদা মন্ত্রজপমুক্তং,—
"যদি স্যাদশুচিস্তত্র স্মরেন্মন্ত্রং ন তূচ্চরেৎ।

পূজাদিরূপং কর্ম্ম পূর্ব্ববৎ যথা অশৌচাভাবকালে তথা অশৌচকালেঽপি কুর্য্যাৎ ইত্যর্থঃ। পাপং শাবাশৌচম্। সূতকং জননাশৌচম্। সদেতি সদা মন্ত্রজপযোগবিশিষ্টো ভূত্বা, দীক্ষাদিনে যাবজ্জীবং পূজাজপাদিকমহং করিষ্যে ইতি সংকল্পং কৃত্বেতি যাবৎ।

মত অনুষ্ঠান করিবে।" নিত্যকর্ম্ম বলিতে অশুচি অবস্থাতে কর্ত্তব্য প্রেতকর্ম্মাদিই বুঝিতে হইবে। মন্ত্রমুক্তাবলী নামক গ্রন্থে বলা হইয়াছে,—"দীক্ষিত মনুষ্যগণ সকল সময়েই জপ ও দেবার্চ্চনা করিতে পারিবে, কারণ, সেই সকল পবিত্রাত্মাদিগের অশৌচও হয় না, পাপও থাকে না।" এইজন্যই রাঘবভট্ট মন্ত্রগ্রহণদিনে বক্ষ্যমাণরূপ প্রতিজ্ঞা করাইবার কথা বলিয়াছেন,—"বরং অনাহারে প্রাণ যায়, সেও ভাল, না খাইলে যদি কেহ শিরশ্ছেদন করে, সেও স্বীকার্য্য, তথাপি ভগবান্ ত্রিলোচনের পূজা না করিয়া কেহই যেন ভোজন না করে।" "শিবপূজা না করিয়া যদি কেহ ভোজন করে, তাহা হইলে যতগুলি গ্রাস ভোজন করিবে তাহার আটশত গুণ জপ করিবে। অজ্ঞানপূর্ব্বক পূজার বাধ হইলেই উক্তরূপ প্রায়শ্চিত্তের বিধান করা হইয়াছে, কিন্তু জ্ঞানপূর্ব্বক পূজার বাধস্থলে উহার চতুর্গুণ প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে, অর্থাৎ গ্রাস অপেক্ষা ৩২ শত গুণ জপ করিতে হইবে।" অশৌচ ভিন্ন স্থলে পূর্ব্বোক্ত 'অনাহারে প্রাণ যায়' ইত্যাদি বচনস্থিত 'ত্রিলোচন' স্থলে 'অধোক্ষজ' ইত্যাদি দেবতার নামও বসাইবে। আমরা যে নৃসিংহকল্পে দেখিতে পাই, সর্ব্বদা মন্ত্রজপের বিধান করিয়া বলা হইয়াছে "যদি অশুচি হয় তা হ'লে মন্ত্রের মনে মনে স্মরণ করিবে মাত্র, মুখে উচ্চারণ

মনো হি সর্ব্বজন্তূনাং সর্ব্বদৈব শুচি স্মৃতমিত্যতি তন্মূত্রো-চ্চারাদ্যশৌচপরং, মন্ত্রবিশেষপরং বা রামার্চ্চনচন্দ্রিকাধৃত-মন্ত্রমহার্ণবেঽপি,—

"অশুচির্ব্বা শুচির্ব্বাপি গচ্ছন্ তিষ্ঠন্ স্বপন্নপি।
মন্ত্রৈকশরণো বিদ্বান্ মনসৈব সদাভ্যসেৎ ॥" ৪৮

মরীচি,—

"লবণে মধুমাংসে চ পুষ্পমূলফলেষু চ।
শাককাষ্ঠতৃণেম্বপ্সু দধিসর্পিঃপয়ঃসু চ ॥
তৈলৌষধ্যজিনে চৈব পক্কাপক্কে স্বয়ংগ্রহে।
পণ্যেষু চৈব সর্ব্বেষু নাশৌচং মৃতসূতকে ॥" "পক্কং" তদ্দ্কারং-শক্তু লাজাদি, "অপক্কং"—তণ্ডুলাদি, তৎস্বয়ং গৃহ্ণ-

---

মূত্রোচ্চারিতেতি তথাচ জপো দেবার্চ্চনবিধিরিত্যনেন জননমরণাশৌচে এব জপাদের্নিষেধানং ন তু মূত্রোচ্চারাদ্যাশৌচে ইতি ভাবঃ ॥ ৪৮ ॥

স্বয়ং গৃহ্ণাণমিতি তথাচ যাচকাদিনা স্বয়ং গৃহীতে দোষাভাবঃ যাচকাং দিনা তৈর্দত্তে তু দোষ ইত্যর্থঃ। অত্র প্রাচীনগ্রন্থানুসারেণ কিঞ্চিল্লিখ্যতে। যথা কুমার-প্রসবেঽচ্ছিন্নায়াং নাড্যাং যদা পিত্রাদ্যুপকারার্থং গুড়াদিদ্রব্যং কিঞ্চিদশৌচী দদাতি তদা তৎপ্রতিগ্রহে ন দোষঃ, অশৌচিনোঽপি তদ্দানে নাশৌচম্। এবঞ্চ পিত্রাদ্যুপ-

---

করিবে না, কারণ সকল জন্তুর মন সর্ব্বদাই শুচি থাকে।" এই স্থলে যে, অশুচি অবস্থায় মনে মনে মন্ত্রের স্মরণের কথা বলা হইয়াছে, উহা মলমূত্রাদিত্যাগজনিত অশৌচস্থলে, অথবা মন্ত্রবিশেষের জপস্থলেই বুঝিতে হইবে। কেন না, মন্ত্রের স্মরণ যে সকল অবস্থাতে করা যাইতে পারে, তাহা রামার্চ্চনচন্দ্রিকাধৃত-মন্ত্রমহার্ণবের একটী বচন দ্বারা স্পষ্ট দেখা যাইতেছে—"একমাত্র মন্ত্রের আশ্রয়কারী বিদ্বান্ ব্যক্তি, অশুচিই হউক, বা শুচিই হউক, রাস্তায় চলেই যাক্, অথবা কোন ঠাঁইয়ে বসিয়াই থাকুক্, কিম্বা শুইয়াই থাকুক্, সর্ব্বদাই মন্ত্রের অভ্যাস করিবে। ৪৮।

মরীচি বলেন, "লবণ, মধু, মাংস, পুষ্প, মূল, ফল, শাক, কাষ্ঠ, তৃণ, জল, দধি, ঘৃত, দুগ্ধ, তৈল, ওষধি, অজিন (মৃগচর্ম্ম), পক্ক এবং অপক্ক, অশুচির

মাণং ন দোষায় ; "পণ্যেষু" চেতি পৃথগভিধানাৎ তেষশৌচিনা দত্তেষপি ন দোষঃ। বৌধায়নঃ,—

"মানসমপ্যশুচী"তি মনসাপি জননমরণয়োরনধ্যায়ঃ।

মিতাক্ষরায়ামঙ্গিরাঃ,—

"অতিক্রান্তে দশাহে তু পশ্চাজ্জানাতি চেদ্‌গৃহী।

ত্রিরাত্রং সূতকং তস্য ন তদ্ভ্রব্যেষু কর্হিচিৎ।" ৪৯।

কারার্ত্তাব্যতিরেকেণ তেষাং দানে দ্রব্যান্তরদানে চ নাড়ীচ্ছেদাৎ পূর্ব্বমপ্যশৌচম্। আদিপুরাণে।—তত্র দদ্যাৎ সুবর্ণঞ্চ ভূমিং গাং তুরগং রথম্। সুত্রং ছাগঞ্চ বংস্তঞ্চ শয়নকাসনং গৃহম্। জাতশ্রাদ্ধে ন দদ্যাত্তু পক্বান্নং ব্রাহ্মণেষপি॥ কূর্ম্মপুরাণে।—জাতে দদ্যাত্তু তদহঃ কামং কুর্য্যাৎ প্রতিগ্রহম্। হিরণ্যধান্যগোবাসতিলান্নগুড়সর্পিষাম্। তথা লবণমধুমাংসাদিষু শক্তুলাজমোদকতণ্ডুলাদিষু। স্বাম্যনুমত্যা স্বয়ং গৃহ্যমাণেষু নাশৌচং ক্রীতেষু পণ্যেষু অশৌচিহস্তাদ্দত্তেষপি ন দোষঃ। আদিপুরাণে।—লবণং মধুমাংসঞ্চ পুষ্পমূলফলানি চ। কাষ্ঠং লোষ্ট্রং তৃণং পর্ণং দধি ক্ষীরং ঘৃতং তথা॥ ঔষধং তৈল-মজিনং শুষ্কান্নঞ্চ নিত্যশঃ। অশৌচিনাং গৃহাদ্‌গ্রাহ্যং স্বয়ং পণ্যঞ্চ মূলজম্। মূলং মূল্যং তেন জাতং ক্রীতমিত্যর্থঃ। অশৌচে সপিণ্ডানামন্যোহন্যান্নভক্ষণে ন দোষঃ। সূতকে তু কুলস্যান্নমদোষং মনুরব্রবীদিতি। অনধ্যায় ইত্যশৌচমধ্যে মানসং পূজা-দিকং কর্ত্তব্যং, বেদপাঠস্তু মানসোহপি ন কর্ত্তব্য ইত্যর্থঃ। অতঃ অশৌচমধ্যে মানস-পূজাদিবিধায়কেন পূর্ব্বোক্তবচনেন সহ ন বিরোধঃ॥ ৪৯

নিকট হইতে ভিক্ষাপূর্ব্বক স্বয়ং গৃহীত এবং সকল প্রকার পণ্য অর্থাৎ বিক্রেয় বস্তু, এই সমুদয় বস্তুতে জনন ও মরণাশৌচকালে স্পর্শজন্য অশৌচ হয় না" উক্ত বচনস্থিত "পক্ব" শব্দের অর্থ- শুকায়, ছাতু, খই প্রভৃতি, এবং 'অপক্ব' শব্দের অর্থ তণ্ডুলাদি, এই সকল বস্তু অশুচির গৃহ হইতে প্রার্থনাপূর্ব্বক নিজে গ্রহণ করিলে দোষ হইবে না। ঐ বচনে কতকগুলি বস্তুর গণনা করিয়া আবার 'পণ্যেষু' এইরূপ পৃথক্‌ভাবে কথিত হওয়ায়, ইহা বুঝা যাইতেছে যে, পণ্যবস্তু মাত্রই অশুচি ব্যক্তি হাতে ক'রে দিলেও দোষ হয় না। বৌধায়ন বলিয়াছেন, "মানস অশৌচও হয়", অএতব অশৌচকালে মানস বেদাধ্যয়নও দোষাবহ, অর্থাৎ জনন ও মরণাশৌচকালে মনে মনেও বেদের (বেদপাঠের) অভ্যাস করিবে না। মিতাক্ষরায় অঙ্গিরার এইরূপ একটী বচন উদ্ধৃত হইয়াছে— "যদি দশাহ অতীত হইবার পর কোন গৃহস্থ, সেই অশৌচের কথা জানিতে

কূর্ম্মপুরাণে,—"মাতামহানাং মরণে ত্রিরাত্রং স্যাদশৌচকম্।
একোদকানাং মরণে সূতকং চৈতদেব হি॥
পক্ষিণী যোনিসম্বন্ধে বান্ধবেষু তথৈব চ।
একরাত্রং সমুদ্দিষ্টং গুরৌ সব্রহ্মচারিণি॥
প্রেতে রাজনি সজ্যোতির্যস্য স্যাদ্বিষয়ে স্থিতিঃ।
পরপূর্ব্বাসু ভার্য্যাসু পুত্রেষু কৃতকেষু॥
ত্রিরাত্রং স্যাত্তথাচার্য্যে স্বভার্য্যাস্বন্যগাসু চ।
আচার্য্যপুত্রে পত্ন্যাঞ্চ অহোরাত্রমুদাহৃতম্॥
একাহং স্যাদুপাধ্যায়ে স্বগ্রামে শ্রোত্রিয়েষু চ।

গুরাবিতি। গুরুরত্র জ্যোতিষ্টোমাদৌ যাজয়িতা বেদার্থব্যাখ্যাতাদুপাধ্যায়শ্চ। সব্রহ্মচারিণীতি একব্রহ্মব্রতাচারা মিথঃ সব্রহ্মচারিণ ইত্যমরঃ। আচার্য্যে উপনীয় বেদাধ্যাপকে। উপনীয় দদবেদ আচার্য্যঃ ন উদাহৃতঃ। উপাধ্যায়ে সামান্যশাস্ত্রাধ্যাপকে। শ্রোত্রিয়েষ্বিতি শ্রোত্রিয়োঽত্র বিদ্যাচারসম্পন্নঃ, তস্য একাং শাখামিত্যাদিনা বক্ষ্যতি। অন্যে তু, জন্মনা ব্রাহ্মণো জ্ঞেয়ঃ সংস্কারৈর্দ্বিজ

পারেন, তাহ'লে ঐ ব্যক্তিরই ত্রিরাত্র অশৌচ হইবে মাত্র, তাহার কোনও দ্রব্যে অশৌচ হইবে না। ৪৯।

কূর্ম্মপুরাণে লিখিত আছে—"মাতামহাদির মরণে ত্রিরাত্র অশৌচ হইবে, এবং সমানোদকদিগের মরণেও ঐ ত্রিরাত্র অশৌচই হইবে। যাহাদিগের সহিত জন্ম নিবন্ধন সম্বন্ধ হয়, তাহাদিগের মৃত্যুতে পরস্পর পক্ষিণী অশৌচ হইবে, এবং বান্ধবদিগের মধ্যেও পরস্পর পক্ষিণী অশৌচ হইবে। গুরু এবং সহাধ্যায়ীর মৃত্যুতে একরাত্র অশৌচ হইয়া থাকে। যাহার রাজ্যে বাস করা যায় এইরূপ রাজার মৃত্যুতে সজ্যোতিঃ অর্থাৎ সূর্য্যের অবস্থানকালে হইলে, সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত, এবং চন্দ্রের অবস্থানকালে ঐরূপ রাজার মৃত্যু ঘটিলে রাত্রির অবসান পর্য্যন্ত অশৌচ হইবে। পরপূর্ব্বা অর্থাৎ পূর্ব্বে অন্যোঢ়া ভার্য্যা, কৃত্রিম পুত্র, আচার্য্য, এবং অন্য পুরুষগামিনী স্বকীয় ভার্য্যার মৃত্যুতে ত্রিরাত্র অশৌচ হইবে। আচার্য্যপুত্র এবং আচার্য্যপত্নীর মৃত্যুতে অহোরাত্র মাত্র অশৌচ হইবে। স্বগ্রামবাসী উপাধ্যায় (অধ্যাপক), এবং শ্রোত্রিয়দিগের মৃত্যুতে একাহ

ত্রিরাত্রমসপিণ্ডেষু স্বগৃহে সংস্থিতেষু চ।
একাহঞ্চাপ্যশুদ্ধং স্যাদেকরাত্রঞ্চ শিষ্যকে।”

একাহশ্চৈকরাত্রঞ্চেত্যহোরাত্রমিত্যর্থঃ।

“ত্রিরাত্রং শ্বশ্রূমরণে শ্বশুরে চৈতদেব হি।
সদ্যঃশৌচং সমুদ্দিষ্টং সগোত্রে সংস্থিতে সতি।”

“একোদকানাং” সমানোদকানাম্, “যোনিসম্বন্ধে” মাতৃস্বস্রীয়পিতৃস্বস্রীয়ভাগিনেয়েষু, বান্ধবেষু পিতৃবান্ধবেষু, তথৈব চ ইতি প্রাগুক্তা পক্ষিণীত্যর্থঃ। অন্যথা তদুপাদানং ব্যর্থং স্যাৎ॥ ৫০॥

উচ্যতে। বিদ্যয়া যাতি বিপ্রত্বং ত্রিভিঃ শ্রোত্রিয় উচ্যতে॥ ইত্যাহঃ। কশ্চিত্তু শ্রোত্রিয়ো বেদাধ্যাপকো দশকর্ম্মসংস্কৃত ইত্যাহ। একাহঞ্চ একরাত্রঞ্চ একাহোরাত্রমিত্যর্থঃ। শিষ্যকে ইতি শিষ্যোঽত্র বেদৈকদেশবেদাঙ্গাধ্যেতা। যাজ্ঞবল্ক্যে পক্ষিণীং রাত্রিং শিষ্যর্ত্বিগ্বান্ধবেষু চেতি। মনুবচনে তু শিষ্যোঽধ্যাপিতসকলবেদঃ শিষ্যে সত্যার্থে। ত্রিরাত্রমহো রাত্রমিতি বৌধায়নবচনে শিষ্য উপনীয়াধ্যাপিতসাঙ্গবেদঃ॥ নন্বু বান্ধবেষিত্যস্য একরাত্রমিত্যনেন পরার্দ্ধস্থিতেন সহ কথং নান্বয়ঃ ক্রিয়তে তত্রাহ অন্যথেতি একরাত্রমিত্যনেন সহান্বয়ে ইত্যর্থঃ। তদুপাদানং তথৈব চেত্যস্যোপাদানম্॥ ৫০

অশৌচ হইবে। অসপিণ্ড শোত্রিয় স্বগৃহে মৃত হইলে ত্রিরাত্র অশৌচ হয়, এবং শিষ্যের মৃত্যুতে একদিন এবং এক রাত্র অশৌচ হইবে। শ্বাশুড়ীর মৃত্যুতে ত্রিরাত্র অশৌচ হয়, শ্বশুরের মৃত্যুতেও ঐ ত্রিরাত্র অশৌচ হইবে। সপিণ্ডাদি ভিন্ন এক গোত্রজাত ব্যক্তি মাত্রেরই মৃত্যুতে যে পর্য্যন্ত স্নান না করা হইবে, সেই পর্য্যন্ত অশৌচ হইবে।” উক্ত বচনে যে ‘একোদক’ পদটী আছে, তাহার অর্থ সমানোদক। ঐ বচনে ‘জন্ম নিবন্ধন যাহাদের সহিত সম্বন্ধ’ বলিয়া যে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, উহা দ্বারা মাসতুতো ভাই, পিসতুতো ভাই, এবং ভাগিনেয় ইহাদিগকে বুঝিতে হইবে। এবং ‘বান্ধব’ শব্দের দ্বারা পিতৃবান্ধবদিগকে জানিতে হইবে, অর্থাৎ পিতৃবান্ধবদিগের মরণাদিতেও পক্ষিণী অশৌচ হইবে। পিতৃবান্ধবদিগের মরণাদিতেও

অতএব—

"দন্তজাতেঽনুজাতে চ কৃতচূড়ে চ সংস্থিতে।
অশুদ্ধা বান্ধবাঃ সর্ব্বে সূতকে চ তথোচ্যতে ॥"

ইতি মনুবচনে "বান্ধবাঃ সর্ব্বে" ইত্যত্র সর্ব্বশব্দান্ন সপিণ্ডানামেবাশৌচং, কিন্তু সগোত্রসমানোদকমাতৃবন্ধুপিতৃবন্ধুপ্রভৃতীনাং গ্রহণমিতি হারলতাব্যাখ্যানেঽপি পিতৃবন্ধূনামপ্যশৌচমুক্তং, সম্বন্ধবিবেকে পিতৃবন্ধূনামপ্যশৌচমুক্তঞ্চ সঙ্গচ্ছতে।

নিরুপপদবান্ধবশব্দঃ পিতৃবান্ধবস্যাপি বাচকঃ, তত্র প্রাচাং সংবাদমাহ অতএবেতি। নিরুপপদবান্ধবশব্দস্য পিতৃবান্ধবস্যাপি বাচকত্বাদেবেত্যর্থঃ। বস্তুতস্তু ননু বান্ধবেষিত্যত্র বান্ধবপদেন আত্মবান্ধবো গ্রাহ্যঃ, আত্মবান্ধবাশ্চ, — আত্মমাতুঃ স্বসুঃ পুত্রা আত্মপিতুঃ স্বসুঃ সুতাঃ। আত্মমাতুলপুত্রাশ্চ বিজ্ঞেয়া আত্মবান্ধবাঃ ॥ তত্রাহান্যথেতি। অত্র বান্ধবপদস্য আত্মবান্ধবপরত্বে ইত্যর্থঃ। তদুপাদানং বান্ধবেষিত্যস্যোপাদানম্। ব্যর্থমিতি যোনিসম্বন্ধে ইত্যনেনৈব আত্মবান্ধবস্য প্রাপ্তেরিত্যর্থঃ। নন্ বৈয়র্থ্যভিয়া অত্র বান্ধবপদং মাতৃবান্ধবপরম্ বাচ্যম্, একাহাধায়কমাতৃবন্ধাবিতি বক্ষ্যমাণবচনৈকবাক্যতয়া চাস্য পর্য্যবসানেন একরাত্রমিত্যনেন সহান্বয়ঃ কার্য্যঃ, পিতৃবন্ধূনাঞ্চাশৌচমেব নাস্তীতি বক্তব্যং, তত্রাহ অতএবেতি। অথ বান্ধবপদস্য পিতৃবন্ধুপরত্বেন তেষামশৌচসত্ত্বাদেবেত্যর্থঃ। প্রাকৃত

পক্ষিণী অশৌচ হইবে, একথা না বলিলে, বচনে "তথৈব চ" শব্দের উল্লেখ ব্যর্থ হইয়া পড়ে। ৫০। এই হেতুই অর্থাৎ পিতৃবান্ধবদিগের সহিত অশৌচ সম্বন্ধ আছে বলিয়াই "জাতদন্ত অনুজাত, এবং কৃতচূড় বালকের মৃত্যু হইলে, সমুদয় বান্ধব অশুদ্ধ হয়, এবং উক্ত বালকের জননেও সমুদয় বান্ধব অশুদ্ধ হয়।" এই মনুবচনে 'বান্ধব' এই কথাটিতে "সর্ব্বে" (সকল প্রকার) এই বিশেষণের যোগ করা হইয়াছে। এই বচনে সকল প্রকার বান্ধব অশুদ্ধ হয়, এইরূপ স্পষ্ট করিয়া বলায়, কেবলমাত্র সপিণ্ডরূপ বান্ধবগণই যে অশুদ্ধ হইবে, এরূপ বুঝাইতেছে না; কিন্তু ঐ 'বান্ধব' শব্দের দ্বারায় সপিণ্ড ছাড়া সগোত্র, সমানোদক, মাতৃবন্ধু ও পিতৃবন্ধু প্রভৃতিকেও বুঝাইতেছে; হারলতা যে উক্ত মনুবচনের এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহাতেও পিতৃবন্ধুদিগেরও যে অশৌচ হয়, এইরূপ বলা হইয়াছে। এবং সম্বন্ধবিবেকেও পিতৃবন্ধুদিগেরও যে অশৌচ

পিতৃবান্ধবাশ্চ,—

"পিতুঃ পিতুঃস্বসুঃ পুত্রাঃ পিতুর্মাতুঃ স্বসুঃ সুতাঃ।

পিতুর্মাতুলপুত্রাশ্চ বিজ্ঞেয়াঃ পিতৃবান্ধবাঃ।"

"অনুজাতে" ইতি দন্তজাতস্য প্রাঙ্ নির্দ্দেশাচ্ছাস্ত্রে বৃক্ষবদ্ব্যবহার" ইতি ন্যায়েন জাতদন্তাদনু পশ্চাজ্জাতোঽজাতদন্ত ইত্যর্থঃ। "কৃতচূড়ে চে"তি চকারাৎ কৃতোপনয়নে চ, "সংস্থিতে" মৃতে। অত্র মৃতস্য তত্তৎকর্ম্মভেদেনোপাদানম্ অশৌচভেদায়, স চ প্রাগেব বিবৃতঃ। মাতৃবান্ধবেষু তু একরাত্রম্, তথাচ জাবালিঃ,—

"সমানোদকানাং ত্র্যহং গোত্রজানামহঃ স্মৃতম্।

যোনিসম্বন্ধে পিতৃভগিনীমাতৃভগিনীভাগিনেয়েষু মৃতেষু পক্ষিণী,বান্ধবপদঞ্চ স্ববান্ধবপরম্। মাতৃবন্ধুষু একরাত্রবিধানাৎ তুল্যন্যায়েন পিতৃবন্ধুষ্বপ্যেকরাত্রমিতি প্রাহুঃ। অনুজাতে

হয় বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, তাহাও সঙ্গত হইল। 'পিতৃবান্ধব' বলিতে—"পিতার পিস্তুতো ভাই, পিতার মাস্তুতো ভাই, এবং পিতার মামাতো ভাই—ইহারা সকলে 'পিতৃবান্ধব' বলিয়া বিখ্যাত। উক্ত বচনে যে "অনুজাত" কথাটী ব্যবহৃত হইয়াছে, উহার পূর্ব্বে 'জাতদন্তের' ব্যবহার থাকায়, উহা দ্বারা 'অজাতদন্ত' এইরূপ অর্থেরই বোধ হইতেছে কারণ একটি ন্যায় আছে যে, শাস্ত্রে বৃক্ষের ন্যায় ক্রমে অপর দিক্ থেকেই ব্যবহার হইয়া থাকে, প্রথম জাত দন্তের উল্লেখ থাকায়, তৎপূর্ব্ববর্ত্তী অজাত দন্তেরই বোধ করিতে হইবে। ঐ বচনে 'কৃতচূড়' এই কথাটীর পর যে চকার ব্যবহৃত হইয়াছে উহা দ্বারা কৃতোপনয়নেরও সমুচ্চয় করা হইয়াছে, অর্থাৎ কৃতোপনয়নের মৃত্যু বা জননে বান্ধবগণ অশুদ্ধ হইবে। 'সংস্থিত' শব্দের অর্থ—মৃত। এই বচনে জাতদন্তাদি বিভিন্ন ক্রিয়ার সহিত মৃত ব্যক্তির উল্লেখ করায়, ঐ সকল অবস্থাভেদে অশৌচের প্রকারও যে ভিন্ন ভিন্ন হইবে, ইহাই জ্ঞাত করা হইয়াছে। অবস্থাভেদে অশৌচের যেরূপ প্রকারভেদ হইবে, তাহা পূর্ব্বেই বিবৃত করা হইয়াছে। "মাতৃবান্ধবদিগের পরস্পর একরাত্র অশৌচ হইবে। এ সম্বন্ধে জাবালির বচন, যথা,—"সমানোদকদিগের তিনদিন অশৌচ, এবং সাধারণ, গোত্রজাত মাতৃবন্ধু,

মাতৃবন্ধৌ গুরৌ মিত্রে মণ্ডলাধিপতৌ তথা ॥”

মাতৃবান্ধবাশ্চ,—

“মাতুর্মাতুঃস্বসুঃ পুত্রাঃ মাতুঃ পিতুঃস্বসুঃ সুতাঃ।

মাতুর্মাতুলপুত্রাশ্চ বিজ্ঞেয়া মাতৃবান্ধবাঃ ॥”

গোত্রজা একগ্রামবাসিত্বেন বিশেষণীয়াশ্চ, তন্মরণে অত্যন্তনির্গুণানামেকাহঃ, অন্যেষান্তু সদ্যঃ, প্রাগুক্তকূর্ম্মপুরাণাৎ। মণ্ডলাধিপতিশ্চ যস্য মণ্ডলে নিবাসরূপেণ স্থিতিঃ ক্রিয়তে। “কৃতকেষু চে”তি চকারাৎ ক্ষেত্রজাদিষু, তথাচ ত্রিরাত্রানুবৃত্তৌ বিষ্ণুপুরাণম্,—“অনৌরসেষু পুত্রেষু জাতেষ চ মৃতেষু চ।

পরপূর্ব্বাসু ভার্য্যাসু প্রসূতাসু মৃতাসু চ ॥” ইতি ॥ ৫১ ॥

অত্রাতদন্তে, এতচ্চ স্বয়ং ব্যাখ্যাস্যতে। মিত্রেঽত্যন্তস্নিগ্ধে, ভিন্নকুলজে মণ্ডলাধিপতৌ শ্রোত্রিয়নৃপে একরাত্রং তদন্যনৃপে তু সজ্যোতিঃ। কেচিত্তু অভিষিক্তে রাজনি একরাত্রম্ অনভিষিক্তে রাজনি সজ্যোতিরিত্যাহুঃ। প্রাগুক্তেতি সদ্যঃশৌচং সমুদিষ্টং সগোত্রে সংস্থিতে সতীতি প্রাগুক্তম্। নিবাসেতি এতচ্চ আগন্তুকস্থিতিব্যাবৃত্ত্যর্থং স্থিতিলাভশ্চ যস্য স্বাধিষয়ে স্থিতিরিত্যনেনৈকবাক্যত্বাদিতি বোধ্যম্ ॥ ৫১ ॥

গুরু, মিত্র ও মণ্ডলাধিপতির মৃত্যুতে একরাত্র অশৌচ হইবে।’ ‘মাতৃবান্ধব’ বলিতে—“মায়ের মাসতুতো ভাই, মায়ের পিসতুতো ভাই, এবং মা’য়ের মামাতো ভাই, ইহারাই মাতৃবান্ধব বলিয়া বিখ্যাত।’ উক্ত বচনে যে “গোত্রজের মরণে একদিন অশৌচে”র কথা বলা হইয়াছে, উহা দ্বারা একগ্রামবাসী ‘গোত্রজ’-দিগেরই বোধ করিতে হইবে, কারণ একগ্রামবাসী গোত্রজদিগেরই মৃত্যুতে নির্গুণদিগের একাহ, এবং সগুণদিগের স্নান না করা অবধি যে অশৌচ হয়, তাহা পূর্ব্বোক্ত কূর্ম্মপুরাণের বচনে প্রদর্শিত হইয়াছে। ‘মণ্ডলাধিপতি’ বলিতে যাহার অধিকারে বাস করা হয়। উক্ত বচনে “কৃতকেষু চ” এই চকার দ্বারা ক্ষেত্রজাদি পুত্রেরও সমুচ্চয় করা হইয়াছে। এ বিষয়ে প্রমাণস্বরূপ ত্রিরাত্রাশৌচের অনুবৃত্তিতে বিষ্ণুপুরাণের বচনটী উদ্ধৃত করা হইতেছে—“ঔরস ভিন্ন পুত্রদিগের জন্ম ও মৃত্যুতে, এবং অন্যপূর্ব্বা ভার্য্যাদিগের প্রসবে ও মৃত্যুতে (ত্রিরাত্র অশৌচ হয়)।” ৫১।

পিতৃমরণেঽপি তেষাং ত্রিরাত্রমাহ ব্রহ্মপুরাণম্,—

"দত্তকশ্চ স্বয়ংদত্তঃ কৃত্রিমঃ ক্রীত এব চ।
অপবিদ্ধাশ্চ যে পুত্রা ভরণীয়াঃ সদৈব তে।
ভিন্নগোত্রাঃ পৃথক্‌পিণ্ডাঃ পৃথগ্বংশকরাঃ স্মৃতাঃ।
সূতকে মৃতকে চৈব ত্র্যহাশৌচস্য ভাগিনঃ॥"

এতচ্চ কলৌ দত্তকপুত্রমাত্রবিষয়ম্,—অন্যেষাং প্রাগুক্তাদিত্যপুরাণেন করণনিষেধাৎ 'স্বভার্য্যাস্বন্যগাসু' সজাতীয়োৎকৃষ্টজাতীয়পুরুষান্তরসংগৃহীতাসু, অপকৃষ্টজাতিগমনে পতিতত্বেনা

দত্তক ইতি দত্তকঃ মাত্রা পিত্রা বা দত্তঃ। স্বয়ংদত্তঃ স্বয়ং স্বকীয়ংশরীরং দত্তং যেন সঃ কৃত্রিমঃ পুত্রত্বেন পরিকল্পিতঃ। ক্রীতঃ ধনেন ক্রীতঃ। অপবিদ্ধাঃ পোষণার্থাসামর্থ্যো পিত্রাদ্যপেক্ষিতাঃ অন্যেন গৃহীত্বা পুত্রত্বেন পরিকল্পিতাঃ। ভিন্নগোত্রা ইত্যাদি জনয়িতু ভিন্নগোত্রাঃ জনয়িতুঃ পৃথক্‌পিণ্ডাঃ জনয়িতুঃ পৃথগ্বংশকরাঃ। প্রাগুক্তেতি দত্তৌরসেতরেষামিত্যাদি প্রাগুক্তম্। সজাতীয়োৎকৃষ্টেতি তথাচ পুরাণবচনং,—বিবাহিতা তু যা ভার্য্যা বিক্রীতা বা পলায়িতা উত্তমং বর্ণমাশ্রিত্য সবর্ণমাশ্রিতা যদি। প্রসবে মরণে তস্যা স্ত্রিরাত্রং পূর্ব্বভর্ত্তরীতি। মাতৃষ্বস্মাতুলয়োরিত্যেতদ্বচনং,মাতৃস্বস্রাদীনাং পক্ষিণ্যাদ্যশৌচ বিধায়কপিত্রোঃ স্বসরি তদ্বচ্চ পক্ষিণীং ক্ষপয়েন্নিশামিতি বচনবিরোধাৎ ত্রিরাত্রমস পিণ্ডেষু গৃহে সংস্থিতেষু চেতি বচনৈকবাক্যত্বাচ্চ স্বগৃহসংস্থিতমাতৃস্বস্রাদিবিষয়কমবগ

ঔরস ভিন্ন পুত্রদিগের অঙ্গীকৃত পিতৃমরণেও যে ত্রিরাত্র অশৌচ হইবে, তাহা ব্রহ্মপুরাণে বলা হইয়াছে। "দত্তক অর্থাৎ আপনার জনক পিতামাতা-কর্ত্তৃক অপরকে প্রদত্ত, স্বয়ংদত্ত (যে নিজেই আপনাকে অপরের পুত্ররূপে প্রদান করে), কৃত্রিম পুত্র, ক্রীতপুত্র ইত্যাদি রূপে ভরণ-পোষণে অসমর্থ পিত্রাদি কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত পুত্র সকল অবশ্যই প্রতিপালনীয়, ইহারা ভিন্নগোত্রই থাকিয়া যায়, ইহাদের পিণ্ডও পৃথক্ হইয়া থাকে, এবং ইহারা যে বংশ প্রবর্ত্তিত করে, তাহা একটী স্বতন্ত্র বংশ, ইহারা জনন ও মরণে তিন দিন মাত্র অশৌচের ভাগী হইবে।" আদিত্যপুরাণে কলিকালে দত্তক ভিন্ন অপরবিধ পুত্রের গ্রহণ করা নিষিদ্ধ হওয়ায়, এই বচনটীকে কলিকালে দত্তক পুত্র-মাত্রবিষয়কই বলিতে হইবে। পূর্ব্বে অন্যপুরুষগামিনী স্বকীয় ভার্য্যার মৃত্যুতে যে ত্রিরাত্র অশৌচের বিধান করা হইয়াছে, তাহাতে এইরূপ বুঝিতে হইবে যে, যদি স্বকীয় ভার্য্যা আপনা হইতে উৎকৃষ্ট জাতীয় পুরুষগামিনী হয়, তবেই তাহার

শৌচাভাবাৎ। "অসপিণ্ডেষু" ভিন্নকুলজেষু শ্রোত্রিয়ব্রাহ্মণেষু। মাতুঃ স্বস্রাদিষু চ স্বগৃহেষু মৃতেষু ত্রিরাত্রম্। তথাচ প্রচেতাঃ,—

"মাতৃস্বসৃমাতুলয়োঃ শ্বশ্রূশ্বশুরয়োর্গুর্বো।
ঋত্বিজি চোপরতে চ ত্রিরাত্রমিতি শিষ্যকে॥"

"শিষ্যকে" সন্নিহিতে, "একাহক" 'একরাত্র"কেতি অহোরাত্রমিত্যর্থঃ। শ্বশ্রূশ্বশুরয়োস্তু স্বগৃহভিন্নে সন্নিধিমরণমাত্রেণ ত্রিরাত্রম্ "শ্রোত্রিয়ে তূপসম্পন্নে ত্রিরাত্রমশুচির্ভবেদি"তি মনুবচনে "উপসম্পন্নে" ইত্যত্র সন্নিহিতত্বেন অশৌচবিশেষদর্শনাৎ অত্রাপি তথা কল্প্যতে; অন্যথা স্বগৃহমাত্রপরত্বে "ত্রিরাত্রমসপিণ্ডেষু স্বগৃহে সংস্থিতেষু চ" ইত্যনেন স্বগৃহস্থিতমাত্রপরত্বেন কূর্ম্মপুরাণীয়েন "ত্রিরাত্রং শ্বশ্রূমরণে শ্বশুরে চৈতদেব হী"ত্যস্য পুনরুক্তত্বাপত্তেঃ॥ ৫২॥

বক্তব্যমিতি ভাবঃ। প্রচেতোবচনে মাতৃস্বসৃপদং পিতৃস্বস্রুপলক্ষণমিতি বৃদ্ধপকালনঃ। পুনরুক্ত্যাপত্তেরিতি ত্রিরাত্রমসপিণ্ডেষ্বিতি ত্রিরাত্রং শ্বশ্রূমরণে ইত্যেতয়োর্বচনয়োঃ কূর্ম্মপুরাণৈকপ্রকরণীয়ত্বাদিতি ভাবঃ। তথা শ্বশ্রূশ্বশুরয়োস্ত্রিরাত্রবিধায়কং

মৃত্যুতে ত্রিরাত্র অশৌচ হইবে, নিকৃষ্টজাতীয় পুরুষগামিনী ভার্য্যা পতিত হইয়া থাকে, তাহার মৃত্যুতে অশৌচ হয় না। মাসী প্রভৃতি স্বকীয় গৃহে মৃত হইলেও ত্রিরাত্র অশৌচ হয়, এ সম্বন্ধে প্রচেতা এইরূপ বলিয়াছেন—"মাসী, মামা, শাশুড়ী, শ্বশুর, গুরু, পুরোহিতের এবং শিষ্যের মৃত্যুতে ত্রিরাত্র অশৌচ শাস্ত্রে বিহিত হইয়াছে। কিন্তু শিষ্য নিকটে না থাকিলে তাহার মৃত্যুতে এক দিন এবং একরাত্র অর্থাৎ অহোরাত্র অশৌচ হইবে। শাশুড়ী এবং শ্বশুর নিজের গৃহভিন্ন স্থলেও যদি নিজের সম্মুখে মৃত হয়, তাহলেও ত্রিরাত্র অশৌচ হইবে।"

এই যে নিজের গৃহের ভিন্ন স্থলেও নিজ সন্নিকটে মৃত্যুতে ত্রিরাত্রাশৌচ হইবে বলিয়া কল্পনা করা হইল, ঐ কল্পনার প্রতি কারণ এই যে, "উপসম্পন্ন শ্রোত্রিয়ের মৃত্যুতে ত্রিরাত্র অশৌচ হইবে," এই মনুর বচনে উপসম্পন্ন অর্থাৎ সন্নিধিমাত্রস্থিত শ্রোত্রিয়ের মৃত্যুতে ত্রিরাত্রাশৌচের ব্যবস্থা দর্শনে, এস্থলেও ঐরূপ কল্পনা করা হইয়াছে। যদি এরূপ কল্পনা না করিয়া কেবল মাত্র স্বগৃহে মৃত্যুতেই ত্রিরাত্রাশৌচের ব্যবস্থা করা হয়, এবং সন্নিহিত মৃত্যুতেও ত্রিরাত্রাশৌচে

শ্রোত্রিয়মাহ দেবলঃ,—

"একাং শাখাং সকল্পাং বা ষড়ুভিরঙ্গৈরধীত্য বা।

ষট্‌কর্ম্মনিরতো বিপ্রঃ শ্রোত্রিয়ো নাম ধর্ম্মবিৎ।"

যচ্চ যমবচনং—

"শ্বশুরয়োর্ভগিন্যাঞ্চ মাতুলান্যাঞ্চ মাতুলে।

পিত্রোঃ স্বসরি তদ্বচ্চ পক্ষিণীং ক্ষপয়েন্নিশাম্॥" ইতি

মিতাক্ষরারত্নাকরয়োঃ, বৃহন্মনুবচনঞ্চ—

"মাতুলে শ্বশুরে মিত্রে গুরৌ গুর্ব্বঙ্গনাসু চ।

অশৌচং পক্ষিণীং রাত্রিং মৃতা মাতামহী যদি।" ইতি,

তৎ * শ্বশ্রূশ্বশুরয়োরেকগ্রামস্থিতয়োরসন্নিধিমরণে পক্ষিণী-

প্রচেতোবচনং ত্রিরাত্রমসপিণ্ডেষিতি কূর্ম্মপুরাণৈকবাক্যতয়া স্বগৃহমরণবিষয়কং, ত্রিরাত্রং শ্বশ্রূমরণে ইতি কূর্ম্মপুরাণস্য পৌনরুক্ত্যাপত্তিঃ। শ্বশ্রূশ্বশুরয়োঃ সন্নিধিমরণবিষয়কতয়া ব্যাখ্যেয়মিতি নির্গলিতার্থঃ॥ ৫২॥

গুরাবিতি উপনয়নং বিনা বেদাধ্যাপকে একগ্রামস্থে বা গুরৌ পক্ষিণ্যশৌচং বোধ্যং, গুর্ব্বঙ্গনাসু পক্ষিণ্যশৌচম্ একগ্রামস্থত্বাদিনা সমাধেয়ম্। ননু এক-গ্রামস্থিত্যা অশৌচবৈলক্ষণ্যং ন কুত্রাপি দৃষ্টচরং তত্রাহ স্বগ্রামেতি। বহূনামিতি একো ধর্ম্মো যেষাং প্রকৃতে চাশৌচরূপেকো ধর্ম্মঃ, তেষাং মধ্যে একস্যাপি বহূচ্যতে প্রকৃতে চ একস্য শ্রোত্রিয়াশৌচস্য বহূচ্যতে একগ্রামস্থিতে বৈলক্ষণ্যপ্রযোজকত্বমুচ্যতে সর্ব্বেষাং

ব্যবস্থা না করা হয়, তাহা হইলে "অসপিণ্ড ব্যক্তিমাত্রে স্বগৃহে মৃত হইলে ত্রিরাত্র অশৌচ হইবে" এই বচন দ্বারা সম্বন্ধিমাত্রেরই স্বগৃহমৃত্যুতে যখন ত্রিরাত্রাশৌচ বিহিত হইয়াছে, তখন কূর্ম্মপুরাণের বচনে "শাশুড়ী এবং শ্বশুরের স্বগৃহে মৃত্যুতে ত্রিরাত্রাশৌচ হইবে" এইরূপ কথন পুনরুক্তি হইয়া পড়ে। ৫২।

দেবল শ্রোত্রিয়ের পরিভাষা এইরূপ করিয়াছেন, "যে ধর্ম্মজ্ঞ ব্রাহ্মণ কল্পসূত্র, এবং ছয় অঙ্গের সহিত বেদের যে কোনও একটী শাখা অধ্যয়ন করিয়া ব্রাহ্মণোক্ত যজন, যাজনাদি সৎকর্ম্মে নিরত হইয়া থাকে, তাহাকে শ্রোত্রিয় বলা যায়।" তবে যে আমরা "শ্বশুর, শাশুড়ী, ভগিনী, মাতুলানী, মাতুল, এবং পিতা ও মাতার ভগ্নী অর্থাৎ পিসী,মাসীর মৃত্যুতে পক্ষিণী অশৌচ হইবে," এইরূপ একটী যমের বচন দেখিতে পাই, এবং মিতাক্ষরা ও রত্নাকর নামক গ্রন্থে "মাতুল, শ্বশুর,

বিধায়কম্। স্বগ্রামে শ্রোত্রিয়েষু চেত্তত্র স্বগ্রামস্থেনাপি বিশেষবর্ণনাযত্রাপি বচনানাং বিরোধে,—

"বহূনামেকধর্ম্মাণামেকস্যাপি যদুচ্যতে।

সর্ব্বেষামেব তৎকুর্য্যাদেকরূপা হি তে স্মৃতাঃ॥"

ইতি বৌধায়নবচনস্বরসাত্তথা কল্প্যতে। এবঞ্চ শ্বশ্রূশ্বশুরয়ো-র্বিকৃতমেকরাত্রং ভিন্নগ্রামমরণবিষয়কম্; যথা—"আচার্য্য-পত্নীপুত্রোপাধ্যায়মাতুলশ্বশুর-শ্বশ্রূশ্বশুর্য্যসহাধ্যায়িশিষ্যেষ্বেকস্থা-

---

কৃতে অশৌচানাং তদেব প্রকৃতে একগ্রামস্থত্বমেব বিষয়কং কুর্য্যাদিত্যর্থঃ। ননু মাতু-লাদ্যশৌচস্থ একগ্রামস্থিতত্বাদিকং কথং ন বিশেষকামতি চেন্ন, যত্র হি নানাবিধমশৌচং শ্রূয়তে তত্রৈব তৎসমাধানায় একগ্রামস্থিত্যাদের্বিশেষকত্বং স্বীক্রিয়তে নান্যত্রেতি ভাবঃ। বিহৃতমিতি বক্ষ্যমাণ বিষ্ণুবচনোক্তমিত্যর্থঃ মাতুর্বৈমাত্রেয়ভ্রাতরি সন্নিধৌ অসন্নিধৌ

মিত্র, গুরু, গুরুপত্নী, এবং মাতামহীর মৃত্যুতে পক্ষিণী অশৌচ হইবে" এইরূপ একটী বৃহৎমনুর বচন উদ্ধৃত দেখিতে পাই, উহার দ্বারা একগ্রামস্থিত শ্বশুর এবং শাশুড়ীর নিজের সম্মুখে মৃত্যু না হইলে যে পক্ষিণী অশৌচ হইবে, তাহারই ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

কেহ আশঙ্কা করিয়াছিল, পূর্ব্বে "একগ্রামস্থিত শ্রোত্রিয়ের মরণে একাহ অশৌচ হইবে" এইরূপ বচন দেখান হইয়াছে, উপরিউক্ত বচনে আবার শ্রোত্রি-য়ের মরণে ত্রিরাত্রাশৌচের বিধান করা হইয়াছে, সুতরাং বচনগুলির মধ্যে পরস্পর বিরোধ উপস্থিত হইল, ইহার উত্তরে স্মার্ত্ত বলিতেছেন যে, এই বিরোধ ভঞ্জনের জন্য এইরূপ ব্যবস্থা করিতে' হইবে যে, একগ্রামবাসী শ্রোত্রিয় মাত্রের যদি অসন্নিধানে মৃত্যু হয়, তা'হইলেই একাহাশৌচ হইবে, এবং সন্নিধানে মৃত্যু হইলে ত্রিরাত্রাশৌচ হইবে; কারণ বৌধায়নের একটী বচন আছে, "একধর্ম্ম-বিশিষ্ট, বহু ব্যক্তির মধ্যে এক ব্যক্তির পক্ষে যে ব্যবস্থা করা হয়, সকলের পক্ষেই ঐ ব্যবস্থা স্বীকার্য্য বলিয়া ধরিতে হইবে, যেহেতু তাহারা সকলেই একরূপ। এস্থলে দেখ, অশৌচরূপ একটীধর্ম্মবিশিষ্ট সমুদয় শ্রোত্রিয়ের মধ্যে একগ্রামস্থিতিজন্য অশৌচের যে বৈশিষ্ট্য করা হইয়াছে, ঐ একগ্রামস্থিতিজন্য বৈশিষ্ট্যরূপ ধর্ম্মের একগ্রামস্থিতিবিশিষ্ট যাবৎ

যোলেঽপীতি। আচার্য্যপত্নীপুত্রয়োর্মাতুঃ সাপত্ন্যভ্রাতর্য্যহোরাত্রং সোদরে তু ভিন্নস্থানমৃতেঽপি পক্ষিণী, এবং হারলতাপ্রভৃতয়ঃ। "শ্বশুর্য্যো" শ্যালকে, "সহাধ্যায়িনি" সতীর্থে, "শিষ্যে" বেদৈক-দেশবেদাঙ্গাধ্যাপ্যে ॥৫৩॥

মনুঃ,—"মাতুলে পক্ষিণীং রাত্রিং শিষ্যর্ত্বিগ্বান্ধবেষু চ।"

অত্র পক্ষিণীবিধানাৎ বান্ধবপদং স্ববান্ধবপরম্। স্ববান্ধবাশ্চ মিতাক্ষরায়াম্,—

"আত্মমাতুঃ স্বসুঃ পুত্রা আত্মপিতুঃ স্বসুঃ সুতাঃ।
আত্মমাতুলপুত্রাশ্চ বিজ্ঞেয়া আত্মবান্ধবাঃ।"

চ একরাত্রং, মাতুঃ সোদরস্যাৎ। ভিন্নেতি অর্দ্ধসন্নিহিতস্থলেঽপি মৃতে ইত্যর্থঃ। মাতুলে পক্ষিণীং রাত্রিং শিষ্যর্ত্বিগ্বান্ধবেষু চেত্যত্র শিষ্যপদং সমস্তবেদাধ্যাপ্যপরং, কেচিত্তু মন্ত্র-গ্রহীতৃপরং বদন্তি॥ ৫৩

পূর্ব্বং পিতৃবান্ধবেষু পক্ষিণী ব্যবস্থাপিতা। ইদানীমাত্মবান্ধবেষু তাং ব্যবস্থাপয়তি অত্রেতি। নযত্র বান্ধবপদং কথং মাতৃবান্ধবপরং নোচ্যতে তত্রাহ পক্ষিণীবিধানাদিতি।

শ্রোত্রিয়াশৌচেই প্রবৃত্তি হইবে। যদি এইরূপ হইল, তবে বিষ্ণু যে, শাশুড়ী এবং শ্বশুরের মরণে একরাত্রের অশৌচের কথা বলিয়াছেন, উহাকে ভিন্নগ্রামস্থিত শাশুড়ী ও শ্বশুরের মরণবিষয়কই বলিতে হইবে। বিষ্ণুর ঐ বচনটী যথা,—"আচার্য্যপত্নী, আচার্য্যপুত্র, উপাধ্যায়, মাতুল, শ্বশুর, শাশুড়ী, শ্যালক, সহাধ্যায়ী, শিষ্য, ইহাদের মৃত্যুতে একরাত্র অশৌচ হইবে।" হারলতা প্রভৃতিতে ব্যবস্থা করা হইয়াছে যে, "আচার্য্যপত্নী, আচার্য্যপুত্র ও মাতার বৈমাত্রের ভ্রাতার মৃত্যুতে অহোরাত্র অশৌচ হইবে, কিন্তু মাতার সহোদর ভ্রাতা ভিন্ন স্থানে মরিলেও পক্ষিণী অশৌচ হইবে"। উপরে যে শিষ্যের কথা বলা হইয়াছে, তাহা দ্বারা বেদের একদেশ ও বেদাঙ্গ অধ্যয়নকারী ছাত্ররূপ শিষ্যই বুঝিতে হইবে।৫৩।

আমরা "মাতুল, শিষ্য, ঋত্বিক্, এবং বান্ধবের মৃত্যুতে পক্ষিণী অশৌচ হয়" মনুর এই বচনে পক্ষিণী অশৌচের বিধান থাকায়, বচনস্থিত বান্ধবশব্দের, নিজের বান্ধব এইরূপ অর্থ করিয়াছি। মিতাক্ষরাতে স্ববান্ধবদিগের উল্লেখ এইরূপে করা হইয়াছে, যথা, "আপনার মাসতুতো ভাই, আপনার পিসতুতো ভাই, এবং আপনার

মাতৃবন্ধৌ জাবালেনাহর্ব্বিধানাৎ আত্মবান্ধবে তদধিকং যুক্তং, রায়মুকুটপ্রভৃতয়োঽপ্যেবম্। একরাত্রমিত্যনুবৃত্তৌ বিষ্ণুঃ,—"অসপিণ্ডে স্ববেশ্মনি মৃতে" ইতি। "অসপিণ্ডে"-ঽশ্রোত্রিয়মরণে। "অশ্রোত্রিয়ে ত্বহঃ কৃৎস্নমি"তি মনুবচনৈক-বাক্যত্বাৎ॥ ৫৪॥

মাতৃবান্ধবে ত্বহর্বিধানাৎ অত্র বান্ধবপদং তৎপরং ন যুক্তমিতি ভাবঃ। জাবা-লেনেতি তথাচ জাবালঃ,—সমানোদকানাং ত্র্যহো গোত্রজানামহঃ স্মৃতম্। মাতৃ-বন্ধৌ গুরৌ মিত্রে মণ্ডলাধিপতৌ তথা॥ ইতি। অশ্রোত্রিয়মরণে ইতি শ্রোত্রিয়ে তু ভিন্নকুলজে স্বগৃহে সংস্থিতে ত্রিরাত্রমিতি পূর্ব্বং ব্যবস্থাপিতমিতি বোধ্যম্। অশ্রোত্রিয়ে ত্বিতি অশ্রোত্রিয়েঽসপিণ্ডব্রাহ্মণে স্বগৃহে মৃতে অহরিত্যর্থঃ। অত্রৈবং বোধ্যং শুদ্ধিকৌমুদ্যাম্,—একরাত্রাশৌচিনাং পক্ষিণ্যশৌচিনাঞ্চ প্রধানগৃহে মরণে ত্রিরাত্রম্। যথা ভগিন্যো, মাতামহে, তথাতীতে চৈকরাত্রাদ্যশৌচিনাম্। মরণং স্যাদ্‌যদা গেহে প্রধানে চ ত্র্যহং ভবেদিতি। বৃদ্ধপঞ্চাননকৃতশুদ্ধিনির্ণয়ে,—ভগিনীপতিমিত্রজামাতৃতৎ-ভ্রাতৃবিবাহিতাভগিনীদৌহিত্রশ্যালকতৎসুতানাং মরণে সদ্যঃশৌচম্। ভগিন্যাং সংস্থিতা-য়াঞ্চ ভ্রাতর্য্যপি চ সংস্থিতে। মিত্রে জামাতরি প্রেতে দৌহিত্রে ভগিনীপতৌ। শ্যালকে তৎসুতে চৈব সদ্যঃস্নানেন শুধ্যতীতি মিতাক্ষরায়াং। অত্র মিত্রপদমসবর্ণমিত্রপরং, দৌহিত্রপদং সপত্নীদৌহিত্রপরং,শ্যালকপদং পত্নীবৈমাত্রেয়পরম্,অতঃ পূর্ব্বোক্তেন সহ ন বিরোধঃ। শুদ্ধিকৌমুদ্যাম্, যত্তু, গুরুঃ করোতি শিষ্যাণাং পিণ্ডনির্বপণং যদা। কৃত্বা তৎপিতৃকং শৌচং স্বজাতিবিহিতঞ্চ যদিতি ব্রহ্মপুরাণবচনং, তৎসকলকার্য্যাধি-কারিত্বকবিষয়ম্। শ্যালকে একরাত্রমাহাঙ্গিরাঃ,—একরাত্রমশৌচং হি শ্যালকে চ তথা স্মিতম্। জামাতরি মৃতে চৈকরাত্রং যস্মিন্ মৃতে তথা॥ যস্ত যাবৎ তস্মিন্ মৃতে তত্ত

মামাতো ভাই, ইহারা স্ববান্ধবরূপেই জ্ঞাত। জাবাল ঋষি মাতৃবন্ধুর মৃত্যুতে 'অহোরাত্র' অশৌচের বিধান করায় তদপেক্ষা অধিক অশৌচ নিজবান্ধবে হওয়াই উচিত, এইজন্য আমরা বান্ধবশব্দের অর্থ 'স্ববান্ধব' এইরূপ করিলাম। কেবল যে আমরা করিলাম, এমন নহে, রায়মুকুট প্রভৃতি নিবন্ধকারগণও এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। একরাত্রাশৌচের অনুবৃত্তিতে বিষ্ণু যে বলিয়াছেন, "অসপিণ্ড নিজের গৃহে মৃত হইলেও একরাত্র অশৌচ হইবে", এই স্থলে যে 'অসপিণ্ড' শব্দ আছে, উহার অর্থ -"অশ্রোত্রিয় অসপিণ্ড" এইরূপই বুঝিতে হইবে, কারণ তাহা হইলেই "অসপিণ্ড শ্রোত্রিয়ের মৃত্যুতে সম্পূর্ণ দিবারাত্র অশৌচ হয়," এই মনুবচনের সহিত জাবালিবচনের একবাক্যতা হয়॥ ৫৪॥

ব্রহ্মপুরাণে,—

"আদাবেকস্য দত্তায়াং কুত্রচিৎ পুত্রয়োর্দ্বয়োঃ।
পিতুর্যত্র ত্রিরাত্রং স্যাদেকং তত্র সপিণ্ডিনাম্।
একা মাতা দ্বয়োর্যত্র পিতরৌ দ্বৌ চ কুত্রচিৎ।
তয়োঃ স্যাৎ সূতকাদেবং মৃতকাচ্চ পরস্পরম্॥"

প্রথমমন্যেনোঢ়া তেনৈব জনিতপুত্রা, তৎপুত্রসহিতৈব অন্যমাশ্রিতা, পশ্চাত্তেনাপি জনিতপুত্রা, তয়োঃ পুত্রয়োর্যথাসম্ভবং জননমরণয়োর্দ্বিতীয়পুত্রপিতুস্ত্রিরাত্রম্, এবংবিধে চ বিষয়ে যত্র পরস্ত্রীপুত্রজনকস্য ত্রিরাত্রং তত্র তৎসপিণ্ডানামেকরাত্রম্।

তাবদশৌচমিতি ন্যায়েন শ্বশুরতুল্যত্বাবগমাৎ। পুনর্বিবাহিতায়াস্তু প্রসবে মরণে চ সম্পূর্ণাশৌচং, পৈশাচরূপবিহিতবিবাহত্বাৎ, তথাচ পৈশাচঃ কন্যকাচ্ছলাদিতি। মিতাক্ষরায়াঞ্চ পিতৃস্বসৃপতিমাতৃস্বসৃপত্যোর্মরণে তু নাশৌচং বচনাভাবাদিতি॥ ৫৪॥

যথাসম্ভবমিতি তথাহি প্রথমপুত্রমরণে দ্বিতীয়পুত্রপিতুস্ত্রিরাত্রং ন তু প্রথমপুত্রজননে, প্রথমপুত্রস্য জননকালে দ্বিতীয়পুত্রপিতুঃ পিতৃত্বাভাবাৎ। দ্বিতীয়পুত্রস্য তু জননে মরণে চ উভয়ত্রৈব দ্বিতীয়পুত্রপিতুস্ত্রিরাত্রম্, অত উক্তং যথাসম্ভবমিতি। কেচিত্তু ঔরসজননমরণয়োঃ সম্পূর্ণাশৌচং তস্য মরণে তু ত্রিরাত্রং স্বভার্য্যান্যজাসু চ ইতি বচনাৎ। পুত্রান্তরস্য জননে মরণে চ ত্রিরাত্রং ক্ষেত্রজত্বাৎ; তথাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ,

---

ব্রহ্মপুরাণে বলা হইয়াছে, "পূর্ব্বে কোনও এক ব্যক্তিকে প্রদত্ত কোনও এক স্ত্রীতে দুইজন কর্ত্তৃক উৎপাদিত দুইটী পুত্রের মধ্যে যাহার মৃত্যুতে পিতার ত্রিরাত্র অশৌচ হইবে, সেইস্থলে অপর সপিণ্ডদিগের একরাত্র অশৌচ হইবে, যেস্থলে দুইটী পুত্রের মাতা এক এবং পিতা প্রত্যেকের পৃথক্, সেই স্থলেতেই জন্ম ও মরণে উক্তরূপ অশৌচের ব্যবস্থা করিতে হইবে"। স্মার্ত্ত এই দুইটী বচনের বক্ষ্যমাণরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—"অগ্রে কোনও স্ত্রী কোনও এক ব্যক্তি কর্ত্তৃক বিবাহিত হইয়া ঐ ব্যক্তিরই ঔরসে একটী পুত্র উৎপাদন করিবার পর, ঐ পূর্ব্বজাত পুত্রের সহিতই অপর পুরুষকে আশ্রয় করে, এবং পরে ঐ দ্বিতীয় ব্যক্তির ঔরসেও আর একটী পুত্র উৎপাদন করে, ঐ দুই পুত্রের যথাসম্ভব জন্ম ও মৃত্যুতে দ্বিতীয় পুত্র-উৎপাদয়িতা পিতার ত্রিরাত্র অশৌচ হইবে, এইরূপ বিষয়ে, যেস্থলে

তথাবিধপুত্ত্রয়োঃ পরস্পরং প্রসবমরণয়োর্মাতৃজাত্যুক্তমাশৌচ-মেব ॥ ৫৫ ॥

অত্র বিশেষমাহ নারদঃ,—

"জাতা যে ত্বনিযুক্তায়ামেকেন বহুভিস্তথা।
অঋক্থভাজস্তে সর্ব্বে বীজিনামেব তে সুতাঃ॥"
"দদ্যাত্তে বীজিনে পিণ্ডং মাতা চেৎ শুল্কতো হৃতা।
অশুল্কোপহৃতায়াস্তু পিণ্ডদা বোঢ়ুরেব তে॥"

অঋক্থভাজঃ ক্ষেত্রিণামিত্যর্থঃ। এবকারেণ দ্বিপিতৃকত্বং নিরস্তম্। "তদেতৎ শুল্কতঃ স্ত্রীসংগ্রহে বোধ্যং, শুল্কাভাবে ক্ষেত্রিণ এব পিণ্ডদা" ইতি শ্রাদ্ধবিবেকঃ। বস্তুতস্তু প্রাগুক্তা-

---

ঔরসং ধর্ম্মপত্নীজং ত্বু সর্ব্ববর্ণেষু সর্ব্বদা। অশৌচন্তু ত্রিরাত্রং স্যাৎ সমানমিতি নিশ্চয়ঃ। ঔরসস্ত ঔরসো ধর্ম্মপত্নীজ ইতি যাজ্ঞবল্ক্যেনোক্তঃ। তয়োঃ স্যাদিতি ব্যাচষ্টে তথাবিধ-পুত্রয়োরিতি। ঔরসানাং পিতুর্ম্মরণে সম্পূর্ণাশৌচমিতি ॥ ৫৫ ॥

বোঢ়ুরিতি বিবাহকর্ত্তুঃ ক্ষেত্রিণ ইত্যর্থঃ। মাতা চেচ্ছুল্কতো হৃতেতি কল্পতো ব্যাচষ্টে তদেতৎ শুল্কত ইতি, জাতা যে ত্বনিযুক্তায়াম্ ইত্যাদিনা যদুক্তম্ এতাবিতার্থঃ। জাতা যে ইত্যাদি শুল্কতো হৃতেত্যেকো গ্রন্থঃ। অশুল্কোপহৃতায়াস্বিত্যাস্ত শ্রাদ্ধবিবেক-

---

পরস্ত্রীতে পুত্র উৎপাদনকারী পিতার ত্রিরাত্র অশৌচ হইবে, সেই স্থলে তাহার সপিণ্ডদিগের একরাত্র অশৌচ হইবে, এবং ঐরূপে উৎপন্ন পুত্রদ্বয়ের পরস্পরের জন্ম ও মরণে মাতৃজাতিবিষয়ে উক্ত অশৌচ হইবে ॥ ৫৫ ॥

এ বিষয়ে নারদ একটু বিশেষ করিয়া বলিতেছেন যথা, "যে সকল পুত্র একদ্বারাই হউক বা বহুর দ্বারাই হউক অনিযুক্তা স্ত্রীতে উৎপাদিত হইবে, তাহারা কেহই ক্ষেত্রপতির ধনভাগী হইবে না, যেহেতু তাহারা সকলেই আপন আপন উৎপাদক পিতারই পুত্র বলিয়া গণ্য হয়। যদি তাহাদের মাতা উৎপাদক পিতৃগণকর্ত্তৃক মূল্য দ্বারা পালিত হয়, তাহা হইলে তাহারা আপন আপন উৎপাদক পিতারই পিণ্ড দান করিবে, যদি তাহাদিগের মাতা উৎপাদক পিতৃগণ কর্ত্তৃক মূল্য দ্বারা প্রতিপালিত না হয়, তাহা হইলে ঐ মাতার পরিণেতা স্বামীকেই উহারা সকলে পিণ্ডদান করিবে।" উপরিউক্ত বচনে "বীজিনামেব তে সুতাঃ" এইস্থলে 'এব' কার দ্বারা তথাবিধ পুত্রদিগের দ্বিপিতৃকত্ব নিরস্ত করা হইয়াছে। শ্রাদ্ধবিবেক-

দিত্যপুরাণাৎ কলৌ ক্ষেত্রজপুত্রকরণনিষেধাৎ, স চ পুত্রো বীজিনামেব, ইদানীং ব্যবহারোঽপি তথা।

"জাতোঽপি দাস্যাং শূদ্রেণ কামতোঽংশহরো ভবেৎ।

মৃতে পিতরি কুর্য্যুস্তং ভ্রাতরস্ত্বর্দ্ধভাগিনমি"তি যাজ্ঞবল্ক্যদর্শনাৎ শূদ্রাণামেব তথাবিধাচারো নান্যবর্ণানামিতি প্রাগুক্তব্রহ্মপুরাণবচনমপ্যেতৎপরম্॥ ৫৬॥

যত্তু, অন্যপূর্ব্বা গৃহে যস্য ভার্য্যা স্যাত্তস্য নিত্যশঃ।

অশৌচং সর্ব্বকার্য্যেষু দেহে ভবতি সর্ব্বদা।

ব্যাখ্যামাহ শুল্কাভাব ইতি। প্রাগুক্তেতি সংস্কারসেতুষ্বেষাস্তু পুত্রত্বেন পরিগ্রহ ইতি প্রাগুক্তম্। যাজ্ঞবল্ক্যটীকায়াং বৃহস্পতিঃ। কলাবিত্যধিকৃত্য—অনেকধা কৃতাঃ পুত্রা ঋষিভির্যৈঃ পুরাতনৈঃ। ন শক্যন্তেঽধুনা কর্তুং শক্তিহীনৈরিদন্তনৈরিদন্তনৈরিদা-নীন্তনৈঃ। স চ পুত্রঃ অশুল্কোপহৃতায়াং জাতঃ পুত্রঃ। বীজিনামেব ন তু ক্ষেত্রি-ণামিত্যর্থঃ। কামতঃ পিতুরিচ্ছাতঃ। প্রাগুক্তব্রহ্মপুরাণেতি আদাবেকস্য দত্তায়াং কুত্রচিৎ পুত্রয়োর্দ্বয়োরিত্যাদিব্রহ্মপুরাণবচনমিত্যর্থঃ। এতৎপরং শূদ্রপরম্॥ ৫৬

কারও উক্ত বচনের এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, যে "যেস্থলে উৎপাদকগণ মূল্য দ্বারা পূর্ব্বে অপর কর্ত্তৃক পরিণীতা স্ত্রীর সংগ্রহ করিবে, সেই স্থলেই ঐ স্ত্রীতে উঁহাদিগের কর্ত্তৃক উৎপাদিত পুত্রগণ নিজ নিজ উৎপাদককে পিণ্ডদান করিবে। মূল্য দিয়া ঐরূপ স্ত্রী সংগ্রহ না করিলে কিন্তু, ঐ স্ত্রীতে উৎপাদিত পুত্রগণ ক্ষেত্রস্বামীকেই পিণ্ডদান করিবে।" বাস্তবিক বলিতে হইলে পূর্ব্বপ্রদর্শিত আদিত্যপুরাণের বচন অনুসারে কলিকালে ক্ষেত্রজ পুত্রকরণ নিষিদ্ধ হওয়ায়, ঐরূপে উৎপাদিত পুত্রমাত্রেই উৎপাদকেরই পুত্ররূপে গণ্য হইবে, ব্যবহারও এইরূপই দৃষ্ট হইয়া থাকে। আরও একটী কথা, "শূদ্র কর্ত্তৃক দাসীর গর্ভে যথেচ্ছ উৎপাদিত পুত্রও উৎপাদক পিতার ধনের অংশভাগী হইয়া থাকে, সেইজন্য পিতার মৃত্যুর পর অপর ভ্রাতৃগণ তথাবিধ ভ্রাতাকেও অংশভাগী করিবে।" যাজ্ঞবল্ক্যের এই বচনানুসারে শূদ্রদিগের ভিতরেই উক্তরূপ আচার প্রচলিত দেখা যায়; অন্য বর্ণের মধ্যে নহে। অতএব পূর্ব্বোক্ত ব্রহ্মপুরাণের বচনকেও শূদ্রবিষয়ক বলিয়াই বুঝা উচিত॥ ৫৬॥

আমরা যে "যাহার গৃহে অন্যপূর্ব্বা ভার্য্যা বাস করে, তাহার দেহে সকল

দানং প্রতিগ্রহং স্নানং সর্ব্বং তস্য বৃথা ভবেৎ ।”

ইতি ব্রহ্মপুরাণবচনান্তরং তদগৃহ ইত্যুপাদানাৎ সমস্ত-গৃহকার্য্যকারিণী যস্য ইত্যর্থঃ, হারলতাদত্তবিষয়কম্ । অত্র প্রতিগ্রহশ্রবণাৎ ব্রাহ্মণমাত্রপরং, যস্যেতি বিপ্রবিশেষণত্বেহপ্যুপপদ্যতে । তথা শঙ্খঃ,—

“হীনবর্ণা তু যা নারী প্রমাদাৎ প্রসবং ব্রজেৎ ।

প্রসবে মরণে তজ্জমশৌচং নোপশাম্যতি ” “হীনবর্ণা” অত্র শূদ্রা, “প্রমাদাৎ” পরিণয়ং বিনা কৃতসংগ্রহাৎ । তেন যদি অপরিণীতা শূদ্রা, উত্তমবর্ণাদপত্যমুৎপাদয়তি, তদা তস্যাঃ

সমস্তেতি তথাচ জাতোঽপি দাস্যাং শূদ্রেণ কামতোঽংশহরো ভবেদিতি বচনেন শূদ্রস্যাপ্যন্যপূর্ব্বায়া বিহিতত্বেঽপি অন্যপূর্ব্বা যস্য গেহে ইতি নিন্দাশ্রবণাৎ শূদ্রেণাপি অন্যপূর্ব্বা সমস্তগৃহকার্য্যকারিণী কর্ত্তুং ন যুজ্যতে ইতি ভাবঃ । অত্রেতি যতঃ প্রতিগ্রহো ব্রাহ্মণস্যৈব ধর্ম্মঃ অতো ব্রাহ্মণমাত্রলাভে ইতি ভাবঃ । নমু যস্য গেহে ইত্যত্র যস্যেতি সামান্যত এবোক্তং তৎকথং ব্রাহ্মণমাত্রপরমুচ্যতে তত্রাহ যস্যেতীতি । হীনবর্ণাত্র শূদ্রেতি তথাচ শূদ্রং প্রতি শূদ্রায়া হীনবর্ণত্বাভাবেন নৈতৎ শূদ্রপরমিতি ভাবঃ ।

কার্য্যের অনুষ্ঠানবাধক অশৌচই বর্ত্তমান হয়, সুতরাং তাহার দান, তৎকর্ত্তৃক প্রতিগ্রহ এবং স্নান ইত্যাদি সকল কর্ম্মই বিফল হইবে” ব্রহ্মপুরাণের এইরূপ আর একটী বচন দেখিতে পাই, ঐ বচনে ‘গৃহ’ এই শব্দটীর ব্যবহার থাকায়, যাহার গৃহে অন্যপূর্ব্বা স্ত্রী গৃহকর্ত্রীরূপে সমস্ত গৃহকার্য্যকারিণী হইবে, তাহারই উক্তরূপ নিত্য অশৌচ হইবে,” হারলতা এইরূপে উক্ত বচনের বিষয় নির্দ্দেশ করিয়াছেন । উক্ত বচনে ‘প্রতিগ্রহ’ শব্দের ব্যবহার থাকায়, এই বচনটী যে, ব্রাহ্মণ-বিষয়ক তাহাই বলিতে হইবে, সুতরাং এই বচনস্থিত ‘যস্য’ এই সর্ব্বনাম পদটীকে কেবলমাত্র ‘বিপ্রস্য’ এই পদের বিশেষণরূপে নির্দ্দেশ করিলে, কোনও রূপ অসঙ্গতি হয় না । শঙ্খ বলেন, “কোনও হীনবর্ণা স্ত্রী প্রমাদবশতঃ প্রসূতিত্ব প্রাপ্ত হয়, তাহার ঐরূপে উৎপাদিত পুত্রাদির জননাশৌচ বা মরণাশৌচ কখনই নিবৃত্ত হয় না ।” এই বচনের শুদ্ধিচিন্তামণিতে এইরূপ ব্যাখ্যা করা হইয়াছে—এই বচনস্থিত ‘হীনবর্ণা’ শব্দের অর্থ—শূদ্রজাতীয় স্ত্রী, প্রমাদাৎ শব্দের অর্থ—বিবাহ ব্যতীত সংগৃহীতা । অতএব যদি কোন অপরিণীতা শূদ্রজাতীয়া

প্রসবমরণজমশৌচং তদগর্ভজনকস্য যাবজ্জীবং ভবতি ইত্যর্থঃ, ইতি শুদ্ধিচিন্তামণিঃ। যত্তু শঙ্খলিখিতৌ,—

"অন্যপূর্ব্বাসু ভার্য্যাসু ক্ষেত্রজেষু মৃতেষু চ।
নানধ্যায়ো ভবেত্তত্র নাশৌচং নোদকক্রিয়া" ইতি,

তৎ অপকৃষ্টজাতিবিষয়ম্ ॥ ৫৭ ॥

মিতাক্ষরায়াং বৃদ্ধযাজ্ঞবল্ক্যঃ,—

"সংস্থিতে পক্ষিণীং রাত্রিং দৌহিত্রে ভগিনীসুতে।
সংস্কৃতে তু ত্রিরাত্রং স্যাদিতি ধর্ম্মো ব্যবস্থিতঃ ॥
পিত্রোরুপরমে স্ত্রীণামূঢ়ানান্তু কথং ভবেৎ।
ত্রিরাত্রেণৈব শুদ্ধিঃ স্যাদিত্যাহ ভগবান্মনুঃ ॥" সংস্কৃতে স্বয়ং দাহাদিনা সংস্কৃতে। তথাচ পৈঠীনসিঃ,—

অপকৃষ্টেতি ক্ষত্রিয়বৈশ্যয়োঃ পরিগৃহীতায়া অন্যপূর্ব্বায়াঃ স্বাপকৃষ্টজাতীয়ায়া মরণে তৎসুতোৎপত্তিমরণয়োশ্চ নানধ্যায়াদিকমিত্যর্থঃ। ৫৭ ॥

ব্রাহ্মণস্য তু দানং প্রতিগ্রহ ইত্যাদিনা ব্যবহোক্তা, হীনবর্ণা তু যা নারীতি

স্ত্রী, কোন এক উত্তম বর্ণান্তর্গত পুরুষের দ্বারা আপনার গর্ভে অপত্য উৎপাদন করে, তাহইলে তাহার প্রসব বা মরণ জন্য অশৌচ ঐ অপত্য-উৎপাদক উত্তমবর্ণের যাবজ্জীবন স্থায়ী হইবে"। আমরা যে "অন্যপূর্ব্বা ভার্য্যা এবং ক্ষেত্রজাদি পুত্রের মৃত্যুতে অধ্যায়ের বাদ হইবে না, অশৌচও হইবে না, এবং তাহাদিগের উদ্দেশে উদকক্রিয়া, অর্থাৎ তর্পণাদিও করিতে হইবে না" এইরূপ একটী শঙ্খলিখিত বচন দেখিতে পাই, ঐ বচনটীকে অপকৃষ্ট জাতি বিষয়কই বলিতে হইবে। ৫৭ ॥

মিতাক্ষরায় বৃদ্ধ যাজ্ঞবল্ক্যের এইরূপ একটী বচন দৃষ্ট হয়, "দৌহিত্র এবং ভগিনীর পুত্র মৃত হইলে পক্ষিণী অশৌচ হইবে, কিন্তু যদি আপনার দ্বারা উহাদিগের সংস্কার অর্থাৎ অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পাদিত করা হয়, তাহা হইলে ত্রিরাত্র অশৌচ হইবে; পণ্ডিতগণ এইরূপ ধর্ম্মেরই ব্যবস্থা করিয়াছেন। পিতামাতার মৃত্যুতে বিবাহিত স্ত্রীদিগের অশৌচের ব্যবস্থা কিরূপ হইবে, এইরূপ প্রশ্নের উত্তরে ভগবান্ মনু বলিয়াছেন, ত্রিরাত্রই অশৌচ হইবে।" উপরিউক্ত যাজ্ঞ-

"অসম্বন্ধিনো বিপ্রান্ দহিত্বা, বহিত্বা সদ্যঃশৌচং, সম্বন্ধে তু ত্রিরাত্রমি"তি। উঢ়কন্যানাস্তু দাহাদিকং বিনাপি, অন্যথা তয়োঢ়ুরশৌচং, ন তস্যা ইতি মহদ্বৈষম্যং স্যাৎ। অত্রায়ং বিশেষঃ,—

"দানাধ্যয়নে বর্জ্জয়েরন্ দশাহং সপিণ্ডেষু। গুরৌ চাসপিণ্ডে ত্রিরাত্রমিতরাচার্য্যেষু" ইত্যাশ্বলায়নবচনে 'দশাহাশৌচমুপক্রম্য ত্রিরাত্রবিধানাৎ যাদৃশবয়সি যাদৃঙ্মরণে সপিণ্ডানাং দশাহং, তাদৃশবয়সি তাদৃঙ্মরণে আচার্য্যাদীনাং ত্রিরাত্রাদি। অন্যথা মাতুলে পক্ষিণীং রাত্রিমি"তি মনুবচনেন

বচনন্তু বৈপ্তাতিরিক্তবিষয়কং বোধ্যম্। সম্বন্ধে তু ত্রিরাত্রমিতি সম্বন্ধোঽত্র যথাসম্ভবাশৌচপ্রযোজকো গ্রাহ্যঃ। এবমসম্বন্ধিন ইত্যত্রাপি। দাহাদিকং বিনাপীতি পিত্রোর্মরণে ত্রিরাত্রমিতি শেষঃ। তয়োঢ়ুরিতি জামাতুরিত্যর্থঃ। যত্র পুত্রাদীনাং সপিণ্ডানাং সম্পূর্ণাশৌচং তত্রৈব খণ্ডাশৌচিনাং ভাগিনেয়া-

---

বক্ষ্যের বচনস্থিত 'সংস্কৃত' শব্দের অর্থ যে আমরা দাহাদি দ্বারা সংস্কৃত, এইরূপ অর্থ করিলাম, ইহার কারণ পৈঠীনসির বক্ষ্যমাণ বচনে ঐরূপ সংস্কারের কথাই স্পষ্টরূপে উল্লিখিত হইয়াছে,—যথা, "যাহাদের সহিত কোনও প্রকার সম্বন্ধ নাই, এতাদৃশ ব্রাহ্মণসন্তানের দহন ও বহনে সদ্যঃশৌচ হইবে, অর্থাৎ স্নান করার পরই শুদ্ধি লাভ হইবে, এবং যে সব ব্রাহ্মণের সহিত কোনও প্রকার সম্বন্ধ আছে, এইরূপ ব্রাহ্মণদিগের দহন বহনে ত্রিরাত্র অশৌচ হইবে।" এবং উক্ত বচনে বিবাহিত কন্যাদিগের পিতৃমাতৃমরণে যে ত্রিরাত্র অশৌচের কথা বলা হইয়াছে, উহারা দহনাদি না করিলেও, ঐ ত্রিরাত্র অশৌচভাগী হইবে। এরূপ না বলিলে, তাহাদিগের পিতা মাতার মরণ হইলেই তাহাদের স্বামীর অশৌচ হইবে, অথচ তাহাদের অশৌচ হইবে না, এ বড় বিষম দৃষ্ট হইয়া পড়ে। এস্থলে বিশেষ বক্তব্য এই যে, "সপিণ্ডের মৃত্যুতে দশাহ পর্য্যন্ত দান এবং অধ্যয়ন বর্জ্জন করিবে, অসপিণ্ড গুরু এবং অপরাপর আচার্য্যের মৃত্যুতে ত্রিরাত্র পর্য্যন্ত দান অধ্যয়ন বর্জ্জন করিবে" এই আশ্বলায়নের বচনে প্রথমেই দশাহের কথা বলিয়া, পরে ত্রিরাত্রাশৌচের বিধান করায়, ইহার এইরূপ অভিপ্রায় বুঝা যাইতেছে যে, যে বয়সে, যেরূপ মৃত্যুতে সপিণ্ডদিগের দশরাত্র অশৌচ

অজাতদন্তমাতুলমরণেঽপি ভাগিনেয়স্য পক্ষিণী স্যাৎ, তৎসপিণ্ডানাং সদ্যঃশৌচম্, "আদন্তজননাৎ সদ্য" ইত্যাদিনা মহদ্বৈষম্যং স্যাৎ।

অত্রানূঢ়াকন্যায়াঃ পিত্রাদিমরণে সম্পূর্ণাশৌচং কার্য্যমিতি রায়মুকুটপ্রভৃতয়ঃ। তন্ন,—

"অপুত্রস্য চ যা পুত্রী সৈব পিণ্ডপ্রদা ভবেৎ।
তস্য পিণ্ডান্ দশৈতান্ বা একাহেনৈব নির্ব্বপেদি"তি।

"যাবদশৌচং তাবৎ পিণ্ডান্ দদ্যাদি"তি বচনয়োরেকবাক্যতয়া একাহো যুক্তঃ, একাহে দশপিণ্ডদানবিধানাৎ, একাহাশৌচস্য সর্ব্বনিবন্ধৃভির্ব্যবস্থাপিতত্বাৎ। বৃদ্ধশাতাতপঃ,—

দীনাং পক্ষিণ্যাদিরূপং খণ্ডাশৌচম্, যত্র তু পুত্রাদীনাং সপিণ্ডানাং খণ্ডাশৌচং তত্র ভাগিনেয়াদীনাং খণ্ডাশৌচিনামশৌচাভাব ইতি। বিশেষং দর্শয়তি তত্রায়মিতি। উক্তঞ্চ প্রামাণিকৈঃ,—ন খণ্ডে খণ্ডমিষ্যতে ইতি তন্নেতি হারলতাবিরুদ্ধত্বাদিতি শেষঃ। তত্রৈব বিরোধং দর্শয়তি অপুত্রস্যেত্যাদিনা। বা ইতি বাশব্দো ব্যবস্থিত-

---

হইবে, আচার্য্যদিগের সেই বয়সে সেইরূপ মৃত্যুতেই ত্রিরাত্র অশৌচ হইবে। এরূপ ব্যবস্থা যদি না করা হয়, তাহা হইলে, মাতুলের মৃত্যুতে পক্ষিণী অশৌচ হইবে, এই সাধারণ মনুবচন অনুসারে, অজাতদন্ত মাতুলের মৃত্যুতেও ভাগিনেয়ের পক্ষিণী অশৌচ হইতে পারে, কিন্তু অন্যদিকে "যে পর্য্যন্ত দাঁত না উঠে, এইরূপ বালকের মৃত্যুতে সপিণ্ডদিগের সদ্যঃশৌচ হইবে," এই বচন অনুসারে তাদৃশ মাতুলের মৃত্যুতে তাহার সপিণ্ডদিগের সদ্যঃশৌচই হইবে, সপিণ্ডদিগের সদ্যঃশৌচ, অথচ ভাগিনেয়ের পক্ষিণী অশৌচ—এ বড় বৈষম্য হইয়া উঠে। এ বিষয়ে আরও বক্তব্য এই যে, রায়মুকুট প্রভৃতি নিবন্ধকারগণ পিত্রাদির মরণে অবিবাহিতা কন্যার সম্পূর্ণাশৌচের ব্যবস্থা করিয়াছেন। কিন্তু ওরূপ ব্যবস্থা ঠিক হয় না। "অপুত্র ব্যক্তির কন্যাই পিণ্ডদাত্রী হইবে। কিন্তু ঐ কন্যা মৃত পিতার উদ্দেশে দশ পিণ্ড একদিনেই প্রদান করিবে" এই একটী বচন দৃষ্ট হয়, আরও একটী বচন এইরূপ দৃষ্ট হয় যে, "অশৌচ কালের মধ্যেই দশপিণ্ড প্রদান করিতে হইবে," এই দুইটী বচনের একবাক্যতা করিলে পিতামাতার মরণে অনূঢ়া কন্যারও একাহ অশৌচ হওয়াই যুক্তিযুক্ত হইতেছে,। কেন না

"যদা ভোজনকালে তু অশুচির্ভবতি দ্বিজঃ।
ভূমৌ নিক্ষিপ্য তং গ্রাসং স্নাত্বা বিপ্রো বিশুধ্যতি॥
ভক্ষয়িত্বা তু তং গ্রাসমহোরাত্রেণ শুধ্যতি।
অশিত্বা সর্ব্বমেবান্নং ত্রিরাত্রেণ বিশুধ্যতি॥" অত্র ভোজন-
গততারতম্যেন স্নানাদিপ্রায়শ্চিত্তভেদাৎ, অত্রাশুচিপদং ন
স্নানার্হাশৌচিমাত্রপরম্, অন্যথা স্নানবিধানং ব্যর্থং স্যাৎ; মরণ-

বিকল্পার্থঃ। অনয়া ব্যবস্থয়া বচনভেদেন বোধ্যঃ। এতচ্চ পশ্চাদ্‌ব্যক্তীভবিষ্যতি। বৈশদ্যে নিশ্চিতার্থকঃ। প্রসঙ্গসঙ্গত্যাহ যদেতি। স্নানার্হেতি স্নানার্হমশৌচঞ্চ পুত্রজননি সপিণ্ডাদিমরণে চ ভবতি ন তু সপিণ্ডজননাদৌ, তত্র স্নানবিধানাদিতি।

একাহে দশটী পিণ্ডের বিধান করা হইয়াছে, এবং অপর সকল নিবন্ধকারগণও একাহাশৌচেরই ব্যবস্থা করিয়াছেন। বৃদ্ধ শাতাতপ বলেন, যদি ভোজন করিতে করিতে ব্রাহ্মণ অশুচি হইয়া পড়ে, তাহা হইলে মাটীতে মুখের গ্রাস ফেলিয়া দিয়া স্নান করিয়া শুদ্ধিলাভ করিবে। কিন্তু যদি ঐ গ্রাস ভোজন করে, তাহা হইলে সমস্ত দিন রাত্রিই অশুচি থাকিবে, অর্থাৎ কোনও ধর্ম্মকার্য্যের অধিকারী হইবে না। আর যদি যতগুলি অন্ন তাহাকে প্রদত্ত হইয়াছিল, সেই সবগুলিই অশুচি অবস্থায় খাইয়া ফেলে, তাহা হইলে তাহার ত্রিরাত্রই অশৌচ থাকিবে।" উক্ত স্থলে ভোজনাদির তারতম্য অনুসারে স্নানাদিরূপ ভিন্ন ভিন্ন প্রায়শ্চিত্তের বিধান করায়, ইহা প্রতীত হইতেছে যে, উক্ত বচনে যে অশুচি হইবার কথা বলা হইয়াছে ঐ অশুচিশব্দের দ্বারা কেবল স্নানার্হ অশৌচের যে গ্রহণ করিতে হইবে তাহা নহে, যাহাতে স্নান করিবার আবশ্যকতা নাই, এরূপ অশৌচেরও গ্রহণ করিতে হইবে, যদি কেবলমাত্র স্নানার্হ অশৌচই এই স্থলে অভিপ্রেত হইত, তাহা হইলে সপিণ্ডমরণ এবং পুত্রজন্মের জ্ঞান এই দুইটী অশৌচেরই বিশেষরূপে নির্দ্দেশ করিলে, তাদৃশ অশৌচের প্রাপ্তি হইত, অশুচি এই কথাটি সামান্য রূপে ব্যবহৃত হইত না। কিন্তু এস্থলে 'অশুচি' কথাটী সামান্যরূপে ব্যবহৃত হওয়ায়, উহা সপিণ্ড ও সমানোদকের জনন, মরণ ও আচার্য্যাদির মৃত্যু জন্য অশৌচেরও বোধক হইতেছে। কারণ পূর্ব্বেই বলিয়াছি 'অশুচি' কথাটী এখানে কোনও বিশেষরূপে অশুচি বলিয়া নির্দ্দিষ্ট

পুত্রজন্মজ্ঞানাদেব তৎপ্রাপ্তেঃ। কিন্তু সপিণ্ডসমানোদকজননা-চার্য্যাদিমরণাশৌচিপরমপি অবিশেষাৎ। অতএবাশুচিঃ সূত-কাদিনা ইতি প্রায়শ্চিত্তবিবেকঃ। অহোরাত্রেণোপোষিতেন, এবং ত্রিরাত্রেণ, প্রায়শ্চিত্তপ্রকরণাৎ॥ ৫৮॥

অথ মৃত্যুবিশেষাশৌচম্।

কূর্ম্মপুরাণম্,—

"ব্যাপাদয়েদ্যথাত্মানং স্বয়ং যোঽগ্ন্যুদকাদিভিঃ।
বিহিতং তস্য নাশৌচং নাগ্নির্নাপ্যুদকাদিকম্॥

অন্যথা স্নানার্হাশৌচমাত্রপরত্বে। অতএব অত্রাশুচিশব্দঃ শুচিমাত্রপরত্বাদেব। নন্বহোরাত্রেণ ত্রিরাত্রেণ ইত্যত্র তাবৎপর্য্যন্তমশৌচং তিষ্ঠতীতি বক্তব্যং ন তূপোষণং কর্ত্তব্যং, তত্রাহ প্রায়শ্চিত্তেতি। তথাচ প্রায়ো নাম তপঃ প্রোক্তং চিত্তং নিশ্চয় উচ্যতে ইতি বচনাৎ তপসশ্চ দৈহক্লেশজনকরূপত্বাৎ উপবাসলাভ ইতি ভাবঃ॥ ৫৮॥

ব্যাপাদয়েৎ নাশয়েৎ। নবাত্মা বক্তো মৃতিবুদ্ধিঃ স্বভাবো ব্রহ্ম বর্ষ্ম চ ইত্যনুশাসনাৎ

হয় নাই। এইজন্যই অর্থাৎ এইস্থলে অশুচি কথাটী সামান্যতঃ অশৌচ বিশিষ্ট ব্যক্তির বোধক হওয়াতেই প্রায়শ্চিত্তবিবেককার উহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—'যে ব্যক্তি সূতকাদির দ্বারা অশৌচ বিশিষ্ট হইয়াছে। উক্ত বচনে যে 'অহোরাত্রেণ শুধ্যতি,' এইরূপ বলা হইয়াছে, উহা দ্বারা এইরূপ বুঝিতে হইবে যে, অহোরাত্র উপবাস করিয়া থাকিলেই তবে শুদ্ধিলাভ হইবে, নতুবা অহোরাত্র কেবলমাত্র ধর্ম্মকার্য্যশূন্য হইয়া স্বচ্ছন্দে আহারাদি করিয়া বেড়াইবে, এরূপ নহে। এইরূপ 'ত্রিরাত্রে' শুদ্ধির কথা যে আছে, তাহার তাৎপর্য্যও ত্রিরাত্র উপবাস করিয়া শুদ্ধিলাভ করিবে, কারণ এই দুইটী বচন, অশৌচের স্বরূপ নির্দ্দেশ-স্থলীয় নহে, প্রায়শ্চিত্তপ্রকরণীয়॥ ৫৮॥

মৃত্যুবিশেষে অশৌচ।

এক্ষণে মৃত্যুবিশেষ নিবন্ধন অশৌচের কথা বলা হইতেছে। কূর্ম্মপুরাণে কথিত আছে—"যে ব্যক্তি স্বয়ং ইচ্ছা করিয়া আপনাকে অগ্নি বা জলাদি দ্বারা বিনষ্ট করে, তাহার অশৌচও বিহিত হয় নাই, তাহার অগ্নিকার্য্যও

অথ কশ্চিৎ প্রমাদেন ম্রিয়তেঽগ্নিবিষাদিভিঃ।
তস্যাশৌচং বিধাতব্যং কার্য্যঞ্চাপ্যুদকাদিকম্॥

আত্মানং "স্বদেহং" "স্বয়"মিত্যুপাদানাৎ। এবঞ্চাবৈধবুদ্ধি-পূর্ব্বকাত্মঘাতিনোঽশৌচে পর্য্যুদস্তে, তদিতরস্যাশৌচপ্রাপ্তৌ, যৎপুনরভিহিতম্—"অথ কশ্চিৎ প্রমাদেন" ইত্যাদিনা, তদগ্ন্যাদিভিঃ প্রমাদমৃতে সতি, অশৌচ-জ্ঞাপনার্থম্। তচ্চ কাশ্যপোক্তং ত্রিরাত্রম্। "অগ্নিবিষাদিভি"রিত্যত্রাদিপদং রোগব্যতিরিক্তহেতুপরম্। কাশ্যপঃ,—"অনশনমৃতানামশনি-

আত্মপদেন স্বপরসাধারণদেহমাত্রমুচ্যতে ; কথং স্বদেহমুচ্যতে তত্রাহ স্বয়মিত্যুপাদানা-দিতি। এবঞ্চ স্বয়মিত্যনেন চ তথাচ এতেন বুদ্ধিপূর্ব্বকত্বলাভঃ ইতি ভাবঃ। বৈধাত্মহনন-স্যাশৌচস্য বক্ষ্যমাণত্বাৎ অবৈধেত্যুক্তম্, অবৈধবুদ্ধিপূর্ব্বকস্য চ আত্মঘাতঃ ন বিনাশে যস্তেত্যর্থে মন্তব্যমিদম্। পর্য্যুদস্তে নিষিদ্ধে তদিতরস্য বৈধাবুদ্ধিপূর্ব্বকাত্মঘাতিনঃ। তচ্চ অশৌচবিশেষস্য, ত্রিরাত্রমিত্যস্য বিধেয়স্য বিশেষণত্বাৎ ক্লীবত্বং, শৈত্যং হি শাং বৎ

বিহিত হয় নাই, এবং উদকক্রিয়া, (তর্পণাদি) ও বিহিত হয় নাই। কিন্তু যদি কেহ অনবধানবশতঃ অগ্নি ও বিষাদি-দ্বারা মৃত্যু প্রাপ্ত হয়, তাহার অশৌচ গ্রহণ করা উচিত, তর্পণাদি ক্রিয়াও করা উচিত।" উক্ত বচনে যে আত্মা শব্দ আছে, তাহার অর্থ 'স্বদেহ' এইরূপ করিতে হইবে, কেননা ঐ বচনে 'স্বয়ং' এই কথাটী পৃথক্‌রূপে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, উহাদ্বারা বিনাশ ক্রিয়ার কর্ত্তা চৈতন্যরূপী আত্মা যে বিনাশ্য আত্মা হইতে পৃথক্ তাহা স্পষ্ট জানা যাইতেছে। এক্ষণে দেখ, উক্ত বচনে অবিধিপূর্ব্বক আত্মঘাতীর অশৌচগ্রহণ নিষিদ্ধ হওয়ায় তদ্ভিন্ন অপর সকল ব্যক্তির যে কোনও প্রকার মৃত্যুতে যে, অশৌচ হইবে, ইহা ত আপনা হইতেই সিদ্ধ হইয়াছিল, তাহার পরে যে আবার "যে কোনও ব্যক্তি প্রমাদ বশতঃ বিষাদি ও অগ্নি দ্বারা মৃত্যু প্রাপ্ত হয়," ইত্যাদি বচন দ্বারা অন্য প্রকারে মৃত ব্যক্তির জন্য অশৌচ হইবার কথা বলা হইয়াছে, উহা বিধান নহে, কিন্তু উহা দ্বারা পূর্ব্ববচনপ্রভাবে প্রমাদ বশতঃ অপঘাতে মৃত ব্যক্তির যে অশৌচ প্রাপ্ত হইয়াছিল, তাহারই জ্ঞাপন করা হইয়াছে মাত্র। এবং ঐ অশৌচ কাশ্যপোক্ত ত্রিরাত্রই হইবে। ঐ বচনে "অগ্নিবিষাদির" এইরূপে নির্দ্দিষ্ট 'আদি' পদের দ্বারা রোগাদি ভিন্ন

হতানামগ্নিজলপ্রবিষ্টানাং ভৃগুসংগ্রামদেশান্তরমৃতানাং জাত-দন্তানাং গর্ভাণাং ত্রিরাত্রমি”তি। অনশনমৃতানাং শাস্ত্রানু-মত্যা। অত্র কলান্মাহ দানরত্নাকরে নরসিংহপুরাণম্,—

“জলপ্রবেশী চানন্দং প্রমোদং বহ্নিসাহসী।
ভৃগুপ্রপাতী সৌখ্যন্তু রণে চৈবাতিনির্ম্মলম্।
অনশনমৃতো যঃ স্যাৎ স গচ্ছেত্তু ত্রিপিষ্টপম্॥
আনন্দাদয়স্তু স্বর্গবিশেষাঃ—

প্রকৃতিজ লক্ষেতাদিবৎ। রোগেতি সন্নিপাতং বিনা মরণাভাবস্য বৈদ্যকশাস্ত্রোক্তত্বাৎ শস্ত্রঘাতাদিস্থলেঽপি অন্তরাসন্নিপাতভবমঙ্গীকারাৎ, অত্র রোগপদং মরণব্যাপকসন্নিপাত-রোগাতিরিক্তরোগপরং বোধ্যম্। দেশান্তরেতি বিদেশে ইত্যর্থঃ। বিদেশমৃতত্বঞ্চ স্বাশৌচমধ্যে অনিশ্চিতমরণকত্বম্। গর্ভাণামিতি বালানামিত্যর্থঃ। এতদ্বিশেষণঞ্চ

অপরবিধ মৃত্যুর কারণই বুঝিতে হইবে। কাশ্যপ বলিয়াছেন, “যাহারা উপবাস করিয়া মরিবে, বজ্রাঘাতে যাহাদের মৃত্যু হইবে, যাহারা আগুনে পুড়িয়া বা জলে ডুবিয়া মরিবে, যাহারা উচ্চস্থান হইতে পড়িয়া অথবা যুদ্ধস্থলে কিম্বা দেশান্তরে মৃত্যু প্রাপ্ত হইবে, উহাদের জন্য এবং জাতদন্ত বালকের মৃত্যুতে সপিণ্ডগণের ত্রিরাত্র অশৌচ হইবে।” উক্ত বচনে যে উপবাস করিয়া মরিবার কথা আছে, তাহাতে বুঝিতে হইবে,—শাস্ত্রে যেরূপ অবস্থায় উপবাস করিয়া মরিবার বিধান করা হইয়াছে, ঐরূপ অবস্থায় যদি কেহ উপবাস করিয়া মরে; নতুবা যথেচ্ছাক্রমে উপবাস করিয়া মরিলে, অশৌচ হইবে না, কারণ সেরূপ মৃতব্যক্তি আত্মঘাতী হইবে। পূর্ব্বে যে সকল প্রকার মৃত্যুর উল্লেখ করা হইল, ঐ সকল প্রকার মৃত্যুর ফল সম্বন্ধে দানরত্নাকর নামক গ্রন্থে নারসিংহ পুরাণ হইতে এইরূপ একটী বচন উদ্ধৃত করা হইয়াছে,—“জল প্রবেশে (জলে ডুবে) মরিলে, আনন্দময় লোক প্রাপ্ত হয়, বহ্নিসাহসী (অগ্নিতে দগ্ধ হইয়া মৃত) ব্যক্তি প্রমোদময় লোক প্রাপ্ত হয়, উচ্চস্থান হইতে পতিত হইয়া মৃত ব্যক্তি সৌখ্য প্রাপ্ত হয়, রণস্থলে মৃতব্যক্তি নির্ম্মললোক প্রাপ্ত হয়, এবং যে ব্যক্তি উপবাস করিয়া মৃত হয়, সে স্বর্গে গমন করে।” উক্ত বচনে যে আনন্দময়াদি লোকের কথা বলা হইয়াছে, উহারা সকলেই এক

"একবিংশত্যমী স্বর্গা নির্মিতা মেরুমূর্দ্ধনি"ত্যুপক্রম্যাভিধানাৎ ॥ ৫৯ ॥

কৌর্ম্মে,—

"যঃ সর্ব্বপাপযুক্তোঽপি পুণ্যতীর্থেষু মানবঃ।

নিয়মেন ত্যজেৎ প্রাণান্ মুচ্যতে সর্ব্বপাতকৈঃ॥"

"নিয়মেন" তত্তৎসংকল্পপূর্ব্বকজলপ্রবেশাদিনা। জলপ্রবেশাদিকন্তু কলৌ শূদ্রস্যৈব, ব্রাহ্মণানান্তু—আদিপুরাণেন সগুণাদ্যশৌচপ্রকরণোক্তেন নিষেধাৎ। তীর্থকাণ্ডকল্পতরাবাদিত্যপুরাণঞ্চ,—"কীদৃশৈস্তু তপোদানৈঃ পুরীং পশ্যন্তি মানবাঃ।

জাতসত্তানামিতি। একবিংশত্যমীতি একবিংশতিসংখ্যাকাশ্চ তে অমী চেতি পরমসমাস ইত্যাদাবিব সমাসে প্রধানস্যাংশকনামকামম্॥ ৫৯॥

এতচ্চ রাজ্যার্থমিত্যাদিকঞ্চ। প্রমাদো মরণাভিসন্ধানাভাবঃ। বৈধ বিধিপ্রাপ্তসংকল্পাদিপূর্ব্বকজলপ্রবেশাদিকম্। তদেবাহ কৌর্ম্ম ইত্যাদিনা। যথা প্রায়শ্চিত্তেত্যাদিবুধৈরিত্যন্তপাঠঃ কাচিৎকঃ, স চ ন সমর্থতমঃ: প্রায়শ্চিত্তেত্যর্দ্ধস্য পূর্ব্বমনুক্তত্বাৎ, সগুণাদ্যশৌচপ্রকরণোক্তেনেত্যনেন গতার্থত্বাচ্চ। ভৃগ্বগ্নিপতনকেত্যাদ

একটী স্বর্গবিশেষ। কারণ "এই একুশটী স্বর্গ সুমেরুর চূড়ায় সৃষ্ট হইয়াছে" এইরূপে আরম্ভ করিয়া, গণনার সময় উক্ত আনন্দময়াদির নাম করা হইয়াছে॥ ৫৯॥

কূর্ম্মপুরাণে বলা হইয়াছে—"যে মনুষ্য সর্ব্বপ্রকার পাপে যুক্ত হইয়াও নিয়মপূর্ব্বক পুণ্যতীর্থে প্রাণত্যাগ করে, সে সকল প্রকার পাপ হইতে বিমুক্ত হয়।" ঐ বচনে যে 'নিয়মপূর্ব্বক' বলা হইয়াছে, উহার তাৎপর্য্য এই যে,—আনন্দময়াদি লোকে গমনার্থ যথাবিধি সংকল্প করিয়া পুণ্যতীর্থের জলাদিতে প্রবেশপূর্ব্বক। এই যে শাস্ত্রলিখিত জল-প্রবেশাদি দ্বারা মৃত্যুর কথা বলা হইল, কলিকালে একমাত্র শূদ্রই ঐরূপ মৃত্যুর অধিকারী, বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করা হইয়াছে। ব্রাহ্মণাদি দ্বিজাতির পক্ষে আদিপুরাণীয় সগুণাদ্যশৌচপ্রকরণোক্তবচন দ্বারা ঐরূপে মৃত্যু নিষিদ্ধ হইয়াছে। এবং 'তীর্থকাণ্ডকল্পতরু' নামক নিবন্ধে আদিত্যপুরাণ হইতে ঐরূপ মৃত্যুর ফল

ভানুরুবাচ,—"রাজ্যার্থং নিহতা যে চ রাজানো ধর্ম্মতৎপরাঃ।
অগ্নিবিদ্যুদ্ধতা যে চ সিংহব্যাঘ্রহতাশ্চ যে।
প্রাপ্নুবন্তি চ তে সর্ব্বে পুরীমৈরাবতীং শুভাম্॥
সাক্ষাদ্ধি ভগবানগ্নি র্নাগস্য বসতে মুখে।
সিংহব্যাঘ্রগজোষ্ট্রাণাং বিষ্ণুরেব ব্যবস্থিতঃ॥
বিদ্যুদগ্নিহতা যে চ সিংহব্যাঘ্রহতাশ্চ যে।
নাগৈশ্চৈব হতা যে চ তে নরাঃ পুণ্যকর্ম্মিণঃ॥"

এতচ্চ প্রমাদবৈধান্যতরমরণবিষয়ম্। অশনিহতানাং প্রমাদাৎ। ভৃগুরুচ্চদেশঃ।

ব্রহ্মপুরাণং—"প্রমাদাদপি নিঃশঙ্কস্ত্বকস্মাদ্বিধিচোদিতঃ।

বিপ্রাণামিত্যনেন সম্বন্ধঃ। নমু বক্ষ্যমাণদঙ্ষ্ট্রাপ্যথ বিদ্যুতোত ব্রহ্মপুরাণবচনেন বিদ্যুদ্ধতস্যাশৌচাভাব উক্তঃ তৎ কথমশনিহতানাং কাশ্যপোক্তং ত্রিরাত্রং সংগচ্ছতে তত্রাহ প্রমাদাদিতি। তথাচ বজ্রেন মরণং ভবত্বিত্যভিসন্ধায় সজ্জীভূয় স্থিতস্য বজ্রেণ মরণেঽশৌচাভাবঃ; প্রমাদাদশনিহতস্য তু ত্রিরাত্রমিতি নাসঙ্গতিরিতি ভাবঃ। যাজ্ঞবল্ক্যোঽপি,—মহীপতীনাং নাশৌচং হতানাং বিদ্যুতা তথেতি। আদিপুরাণঞ্চ,—

বিষয়ক কতকগুলি বচনও উদ্ধৃত হইয়াছে,—যথা, "মনুষ্যগণ কি প্রকার তপ ও দানের প্রভাবে, এই ঐরাবতী পুরী দর্শন করিতে সমর্থ হয়?" ইহার উত্তরে সূর্য্য বলিতেছেন, "যে সকল ধর্ম্মপরায়ণ রাজা রাজ্যরক্ষার্থ নিহত হয়, এবং যাহারা অগ্নি এবং বিদ্যুৎপাতে হত হয়, এবং যে সকল মনুষ্য সিংহ ও ব্যাঘ্রাদি দ্বারা নিহত হয়, তাহারা এই সুরম্য ঐরাবতী পুরী প্রাপ্ত হয়। ভগবান্ অগ্নি স্বয়ং সর্পের মুখে বাস করেন, এবং সিংহ, ব্যাঘ্র, হস্তী, ও উষ্ট্র ইহাদিগের মুখাদি অবয়বে স্বয়ং বিষ্ণু অবস্থান করেন। অতএব যে সকল ব্যক্তি বিদ্যুৎ ও অগ্নি দ্বারা হত হয়, এবং যাহারা সিংহ ব্যাঘ্রাদি কর্ত্তৃক নহত হয় ও যাহারা সর্পের দংশনে মৃত্যু প্রাপ্ত হয়, তাহার সকলেই পুণ্যকর্ম্মকারী।" এই বচনটীকে প্রমাদমরণ ও বৈধমরণ, অর্থাৎ শাস্ত্রবিধি অনুসারে ঐ সকল উপায়ে আত্ম-বিনাশন এই উভয়বিধ মরণের মধ্যে যে কোন এক প্রকার মৃত্যুবিষয়ক বলিতে হইবে। কারণ, বজ্রহত ব্যক্তিদিগের মৃত্যু প্রমাদবশতই হইয়া থাকে। ভৃগু শব্দের অর্থ উচ্চ প্রদেশ।

শৃঙ্গিদংষ্ট্রিনখিব্যালবিষবিদ্যুজ্জলাদিভিঃ॥
চাণ্ডালৈরথ বা চৌরৈর্নিহতো বাপি কুত্রচিৎ।
তস্য দাহাদিকং কার্য্যং যস্মান্ন পতিতস্তু সঃ।”
পতিতমাহ,—“শৃঙ্গিদংষ্ট্রিনখিব্যালবিষবহ্নিস্ত্রিয়া জলৈঃ।
আদরাৎ পরিহর্ত্তব্যঃ কুর্ব্বন্ ক্রীড়াং মৃতস্তু যঃ।”
নাগানাং বিপ্রিয়ং কুর্ব্বন্ দগ্ধশ্চাপ্যথ বিদ্যুতা।
নিগৃহীতঃ স্বয়ং রাজ্ঞা চৌর্য্যদোষেণ কুত্রচিৎ॥
পরদারান্ রমন্তশ্চ দ্বেষাত্তৎপতিভির্হতাঃ।

অশৌচং স্যাৎ আহ তেষাং বক্ষ্যমাণহেতো তথেতি। স্ত্রিয়া ইতি স্ত্রীতিবিত্যর্থে সুপাংসুলুগিতি ছান্দসলক্ষণানুসারং সিদ্ধম্। শৃঙ্গ্যাদিভিঃ ক্রীড়াং কুর্ব্বন্ যো মৃতঃ স আদরাৎ পরিহর্ত্তব্যঃ, তস্যাশৌচদাহাদিকং ন কার্য্যমিত্যর্থঃ। চৌর্য্যদোষেণেতি বধার্হাপরাধোপলক্ষণম্। তথাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ বৃহস্পতিঃ,— ডিম্বাহবে বিদ্যুতা চ রাজ্ঞা গোবিপ্রপালনে। সদ্যঃশৌচং মৃতস্যাহুস্ত্র্যহমন্যে মহর্ষয়ঃ। সদ্যঃশৌচং ত্র্যহঞ্চেতি ব্যবস্থিতবিকল্পঃ, তথাহি বধার্হাপরাধে রাজ্ঞা হতস্য সদ্যঃশৌচমশৌচাভাবঃ, অল্পাপরাধে রাজ্ঞা হতস্য তু ত্রিরাত্রমিতি। বধার্হাপরাধশ্চ —ধাঙ্গং দশত্যাঃ

ব্রহ্মপুরাণে বলা হইয়াছে, “অনবধানবশতঃ যদি দংষ্ট্রী প্রভৃতির দ্বারা আহত হইবার আশঙ্কা রহিত কোন ও নিঃশঙ্ক ব্যক্তি অকস্মাৎ কর্ম্মবিপাকে শৃঙ্গী, দংষ্ট্রী, নখী, এবং অন্য প্রকার হিংস্র জন্তু এবং বিষ, বিদ্যুৎ ও জলাদির দ্বারা হত হয়, অথবা চাণ্ডাল ও চোর কর্ত্তৃক কোনও স্থলে নিহত হয়, তাহা হইলে তাহার দাহাদি করিবা, যেহেতু সে পাতিত্য দোষে দূষিত নয়।” তবে ঐ সকল কারণে মৃত্যু ঘটিলে কীদৃশ ব্যক্তি পতিত হইবে, তাহার কথাও বলা হইয়াছে, যথা,—“শৃঙ্গী, দংষ্ট্রী, নখী, ব্যাল, বিষ, বহ্নি, স্ত্রী, এবং জলের সহিত ক্রীড়া করিতে করিতে যে ব্যক্তি মৃত্যু প্রাপ্ত হয়, তাহার দাহাদি যত্নপূর্ব্বক পরিত্যাগ করিবে। যে ব্যক্তি সর্পাদিগের প্রতিকূলতা করিয়া মৃত্যুগ্রস্ত হয়, অথবা বিদ্যুতাগ্নির দ্বারা দগ্ধ হয়, কিম্বা যে ব্যক্তি চৌর্য্যাপরাধহেতু রাজা কর্ত্তৃক নিগৃহীত হয়, যাহারা পরদারের সহিত ব্যভিচার দোষহেতু, ঐ সকল স্ত্রীদিগের স্বামিগণ কর্ত্তৃক বিদ্বেষবশতঃ নিহত

অসমানৈশ্চ সংকীর্ণৈশ্চাণ্ডালাদ্যৈশ্চ বিগ্রহম্।
কৃত্বা তৈর্নিহতাস্তাংস্তু চাণ্ডালাদীন্ সমাশ্রিতাঃ।
গরাগ্নিবিষদাশ্চৈব পাষণ্ডাঃ ক্রূরবুদ্ধয়ঃ।
ক্রোধাৎ প্রায়ং বিষং বহ্নিং শস্ত্রমুদ্বন্ধনং জলম্।
গিরিবৃক্ষপ্রপাতঞ্চ যে কুর্ব্বন্তি নরাধমাঃ॥
কুশিল্পজীবিনশ্চৈব শূনালঙ্কারকারিণঃ।
মুখেভগাশ্চ যে কেচিৎ ক্লীবপ্রায়া নপুংসকাঃ॥
ব্রহ্মদণ্ডহতা যে চ যে চ বৈ ব্রাহ্মণৈর্হতাঃ।
মহাপাতকিনো যে চ পতিতাস্তে প্রকীর্ত্তিতাঃ॥
পতিতানাং ন দাহঃ স্যাৎ নান্ত্যেষ্টির্নাস্থিসঞ্চয়ঃ।
ন চাশ্রুপাতঃ পিণ্ডো বা কার্য্যং শ্রাদ্ধাদিকং কচিৎ॥

কুণ্ডেভ্যো হরতোঽপ্যধিকং বধঃ ইত্যাদিবচনাদনুসন্ধেয়ঃ। তাংস্তিতি তান্ সমানান্ সংকীর্ণান্ চাণ্ডালাদীন্ যে সমাশ্রিতাঃ পতিতাস্তে প্রকীর্ত্তিতা ইতি উত্তরবচনেনান্বয়ঃ। প্রায়ং মহাপথগমনম্ অনশনং বা। মহাপাতকিন ইতি। ব্রহ্মহত্যা সুরাপানং স্তেয়ং গুর্ব্বঙ্গনাগমঃ। মহান্তি পাতকান্যাহুস্তৎসংসর্গী চ পঞ্চম ইত্যুক্তমহাপাতকযুক্তাঃ।

যাহারা অসমান অর্থাৎ আপনা হইতে হীনবর্ণ চাণ্ডালাদি সঙ্কীর্ণ জাতীয় মনুষ্যগণের সহিত বিবাদ করিয়া তাহাদিগের দ্বারা নিহত হয়, অথবা যাহারা চাণ্ডালাদি সঙ্কীর্ণ জাতিকে আশ্রয় করিয়া থাকে, যাহারা অপরের প্রতি প্রাণনাশকর ঔষধ অগ্নি বা বিষের প্রয়োগ করে, যাহারা পাষণ্ড, যাহারা ক্রূরবুদ্ধি, এবং যাহারা ক্রোধবশত অনশন করিয়া বা মহাপ্রস্থান দ্বারা কিম্বা বিষ খাইয়া, আগুনে পুড়িয়া, নিজের গলায় অস্ত্রাঘাত করিয়া, গলায় দড়ি দিয়া, জলে ডুবিয়া, অথবা পর্ব্বত বা বৃক্ষ হইতে পড়িয়া, মৃত্যুপ্রাপ্ত হয়, যাহারা কুৎসিত শিল্প অবলম্বন করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করে, এবং যাহারা শূনালঙ্কারকারী, যাহাদের মুখে ভগচিহ্ন, যাহারা ক্লীব-প্রায়, যাহারা নপুংসক, যাহারা ব্রহ্মদণ্ডে অথবা ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক নিহত, আর যাহারা মহাপাতকী, এই সকল ব্যক্তিই পতিত। পতিতদিগের দাহ অস্থিসঞ্চয় ও অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া, এ সব কিছুই কর্ত্তব্য নহে। পতিতদিগের জন্য অশ্রুপাত,

এতানি পতিতানাস্তু যঃ করোতি বিমোহিতঃ।
তপ্তকৃচ্ছ্রদ্বয়েনৈব তস্য শুদ্ধির্ন চান্যথা॥"

"প্রমাদাদ"নবধানাৎ, নিঃশঙ্কঃ দংষ্ট্রিশৃঙ্গিনখ্যাদিহিংস্রজন্তুসন্নিধিশঙ্কারহিতঃ, পুরুষঃ বিধিচোদিতো মরণকর্ম্মপ্রেরিতঃ সন্ যদা পলায়নাসমর্থঃ অকস্মাৎ ঝটিতি শৃঙ্গ্যাদিনিহতো ভবতি, তদা সর্ব্বমেব দাহাদিকং কর্ত্তব্যং। "সংকীর্ণৈঃ" প্রতিলোমসঙ্করজাতৈঃ। অসমানৈরিত্যনেন ব্রাহ্মণাদীনামেব, ন তু চাণ্ডালাদীনাম্ অন্যোন্যকলহেন, "গরং" ব্যাধিজনকমৌষধং, কৃত্রিমবিষমিতি কশ্চিৎ। "পাষণ্ডা" ইতি বেদবাহ্যরক্তপটমৌণ্ডাদিব্রতচর্য্যাঃ, পাষণ্ডাঃ তদেব তেষামস্তীত্যর্থঃ।

স্তেয়ং ব্রাহ্মণস্বাশকাশীতিরত্তিকানূনস্বর্ণচৌর্য্যম্। কর্ম্মিণনা বিমাতা তৎসমনম্। তপ্তকৃচ্ছ্রেতি তপ্তকৃচ্ছ্রদ্বয়ং চান্দ্রায়ণতুল্যং, তদশক্তৌ ধেন্বেকং দেয়ং, তদশক্তৌ সার্দ্ধসপ্তধেনুমূল্যানি দেয়ানি। মরণকর্ম্মেতি মরণজনকপ্রাক্তনকার্য্য ইত্যর্থঃ। প্রতিলোমেতি

দশাহিণ্ডদান, অথবা শ্রাদ্ধাদিও করিবে না। যে ব্যক্তি মোহবশতঃ পতিতদিগের দাহাদি কার্য্য করে, দুইটী তপ্তকৃচ্ছ্রব্রতের (১) অনুষ্ঠানরূপ প্রায়শ্চিত্তাচরণের দ্বারাই তাহার শুদ্ধি হয়, তদ্ভিন্ন তাহার শুদ্ধিলাভের আর কোনও উপায় নাই।" উক্ত বচনের স্মার্ত্ত এইরূপ ব্যাখ্যা করিতেছেন,—অনবধানবশতঃ দংষ্ট্রী, শৃঙ্গী, নখী প্রভৃতি হিংস্র জন্তুর সান্নিধ্যের শঙ্কাশূন্য কোন ব্যক্তি নিশ্চিন্তভাবে যাইতে যাইতে মরণজনক-পূর্ব্বজন্ম কর্ম্মফলের দ্বারা প্রেরিত হইয়া, সহসা কোন হিংস্র জন্তুর সম্মুখে পড়িয়া, পলায়ন অসামর্থ্যহেতু যদি ঝটিতি সেই শৃঙ্গী প্রভৃতি হিংস্রজন্তুর দ্বারা নিহত হয়, তাহা হইলে, তাহার দাহাদি সমুদয় কর্ম্মই কর্ত্তব্য। বচনস্থিত সঙ্কীর্ণ শব্দের অর্থ—"প্রতিলোম ক্রমে সঙ্কর বর্ণরূপে উৎপন্ন।" বচনে যে, অসমান অর্থাৎ হীন বর্ণের কথা বলা হইয়াছে তাহা—ব্রাহ্মণাদির পক্ষেই নিজ অপেক্ষা হীনবর্ণের সহিত কলহস্থলেই বুঝিতে হইবে, চণ্ডালাদির পরস্পর দাঙ্গা করিয়া মৃত্যুস্থলে নহে। 'পাষণ্ড' শব্দের অর্থ—রক্তবস্ত্রাদি ধারণপূর্ব্বক মস্তক

---

(১) দুইটী তপ্তকৃচ্ছ্র একটি চান্দ্রায়ণের তুল্য। সাড়ে বাইশ কাহন কড়ি উৎসর্গই অশক্তের প্রায়শ্চিত্ত।

"অর্শ আদিভ্যোঽচ্" ইতি পাণিনীয়া "অদি"তি কালাপাঃ। অতএব পাষণ্ডমাশ্রিতাস্তেনা ইতি যজ্ঞকল্পক্যঃ। ক্রূরবুদ্ধয়ঃ নিত্যং পরাপকার এব বুদ্ধির্যেষাং, তন্নিন্দায়াং মৎস্যপুরাণং,—

"বিষাগ্নিসর্পশস্ত্রেভ্যো ন তথা জায়তে ভয়ম্।
অকারণজগদ্বৈরিখলেভ্যো জায়তে যথা॥"

"কুশিল্পজীবিনঃ" সজ্জাতীয়া এব চর্ম্মাস্থ্যাদিময়পাত্রনির্ম্মাণকর্ত্তারঃ। "শূনালঙ্কারকারিণো" মনুষ্যবধস্থানাধিকারিণঃ। "মুখেভগাঃ" কণ্ঠদেশোৎপন্নভগাঃ, উৎকলদেশে তাদৃশরোগযুক্তত্বেন প্রসিদ্ধাঃ। ক্লীবপ্রায়া নপুংসকা ইতি চতুর্দ্দশপ্রকারা নপুংসকা নারদোক্তাঃ। তত্র কেচিৎ পুরুষকর্ম্মকরণাসমর্থাস্তু ক্লীবপ্রায়াঃ।

অনবচ্ছিন্নবারণায় ক্লীবেতি কালাপাঃ,—মূত্রং ন ফেনিলং যস্য বিষ্ঠা চাপ্সু নিমজ্জতি।

মুণ্ডনাদিরূপ বেদের বহির্ভূত ব্রতের আচরণ, ঐরূপ পাষণ্ড অর্থাৎ তথাবিধ আচরণশালী ব্যক্তিকেও পাষণ্ড বলা যায়। পাষণ্ড শব্দের উত্তর 'তৎ অস্যাস্তি' এই অর্থে পাণিনি ব্যাকরণ অনুসারে অচ্ প্রত্যয় করিয়া, অথবা কলাপ ব্যাকরণ অনুসারে অ প্রত্যয় করিয়া 'পাষণ্ড শব্দ' সিদ্ধ হইয়াছে। 'পাষণ্ড' শব্দের মুখ্য অর্থ—তথাবিধ ব্রতাচরণ বলিয়াই যজ্ঞকল্প "পাষণ্ডকে আশ্রয় করিয়াছে"—এইরূপ প্রয়োগ করিয়াছেন। ক্রূরবুদ্ধি বলিতে যাহাদের সর্ব্বদা পরের অপকারে বুদ্ধি ঐরূপ ব্যক্তিদিগের মৎস্যপুরাণে এইরূপে নিন্দা করা হইয়াছে, যথা—"বিষ, অগ্নি, সর্প এবং শস্ত্র এই সকল হইতেও তাদৃশ ভয় হয় না, বিনা কারণে জগতের অপকারকারী খল ব্যক্তিদিগের নিকট হইতে যেরূপ ভয় হইয়া থাকে।" কুৎসিত শিল্প অবলম্বন করিয়া যাহারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে, ইহার তাৎপর্য্য এই—যাহারা সদ্বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া চর্ম্মময় ও অস্থিময় প্রভৃতি পাত্রের নির্ম্মাণ করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে। "শূনালঙ্কারকারী' শব্দের অর্থ—যাহারা মনুষ্যবধ স্থানের অধিকারী (কর্ত্তা)। "যাহাদের মুখে ভগচিহ্ন" ইহা দ্বারা উৎকল দেশে প্রসিদ্ধ কণ্ঠদেশোৎপন্ন রোগবিশেষযুক্ত ব্যক্তিকেই বুঝিতে হইবে। "ক্লীবপ্রায় নপুংসক" বলিতে নারদোক্ত চতুর্দ্দশ

যদি স্নেহাচ্চরেদ্দাহং যতিচান্দ্রায়ণং চরেৎ ॥”

যতিচান্দ্রায়ণাশক্তৌ, পাদোনধেনুচতুষ্টয়ং দেয়ম্। অতি-পাতকশেষফলত্বাদপি এবং যুক্তম্।

যথা বিষ্ণুঃ,—“অথ নরকানুভূতদুঃখানাং তির্য্যক্ত্বমুত্তীর্ণানাং মানুষ্যে লক্ষণানি ভবন্তি। কুষ্ঠাতিপাতকী, ব্রহ্মহা যক্ষ্মী, সুরাপঃ শ্যাবদন্তকঃ, সুবর্ণহারী কুনখী, দুশ্চর্ম্মা গুরুতল্পগঃ”। “শ্যাবদন্তকঃ” স্বভাবকৃষ্ণদন্তকঃ, প্রধানদন্তদ্বয়মধ্যবর্ত্তিক্ষুদ্রদন্ত ইতি কশ্চিৎ। “কুনখী” সংকুচিতনখঃ। “দুশ্চর্ম্মা” মগ্রাবৃত-

---

ষণ্মাসীয় ইত্যাদিনা বক্ষ্যতি। অথ নরকেতি অতিপাতকাদেয়াদৌ নরকানুভবঃ, তদুত্তরং স্থাবরতির্য্যক্ত্বাদি, তদুত্তীর্ণস্য কুষ্ঠাদিকং ভবতীতি বোধ্যম্। অতিপাতকী মাতৃদুহিতৃ-স্নুষাগন্তা, সুবর্ণহারী ব্রাহ্মণস্বামিকাশীতিরত্তিকাপরিমিতান্যূনস্বর্ণস্তেয়ী, গুরুতল্পগো বিমাতৃগন্তা; বিস্তারস্তু প্রায়শ্চিত্তবিবেকাদাবনুসন্ধেয়ঃ। ক্ষুদ্রদন্ত ইতি এতন্মতে শ্যাবদন্ত

তিন মাস কাল মাত্র রোগ ভোগ করিয়া, মৃত হইলে স্নেহবশতঃ তাহার দাহাদি করে, তাহা হইলে যতিচান্দ্রায়ণ ব্রতরূপ প্রায়শ্চিত্তের আচরণ করিবে। যদ্যপি যতিচান্দ্রায়ণ ব্রতের আচরণে অসমর্থ হয়, তাহা হইলে পাদোনধেনুচতুষ্টয় (তিনটি ধেনুর সম্পূর্ণ মূল্য, এবং একটী ধেনুর মূল্য চার ভাগের একভাগ কম) প্রদান করিবে। কারণ কুষ্ঠরোগ অতি-পাতকের অবশিষ্ট ফল স্বরূপ, সুতরাং তাদৃশ রোগীর দাহাদিকারীর পক্ষে এরূপ প্রায়শ্চিত্তই যুক্ত হইয়াছে। কুষ্ঠরোগ যে অতিপাতককারীর ভুক্তাবশেষ পাপের লক্ষণ স্বরূপ, একথা বিষ্ণু বলিয়াছেন, যথা,—পাপিগণ নরকে আপনার আপনার পাপের অনুরূপ দুঃখ ভোগ করিবার পর, তির্য্যগ্‌যোনিতে জন্মগ্রহণ করে, কিছুকাল তির্য্যগ্‌যোনি ভোগ করিয়া পরে যখন মনুষ্য হইয়া জন্মগ্রহণ করে, তখন তাহাদিগের শরীরে ভুক্তাবশিষ্ট পাপের এইরূপ লক্ষণ সকল দৃষ্ট হয়। অতিপাতকী—কুষ্ঠরোগী, ব্রহ্মহত্যাকারী, যক্ষ্মারোগগ্রস্ত, মদ্যপানকারী শ্যাবদন্ত বিশিষ্ট, সুবর্ণচৌর্য্যকারী কুনখী, এবং গুরুপত্নীগামী দুশ্চর্ম্মা হয়।” মূলবচন-স্থিত,—‘শ্যাবদন্ত’ শব্দের অর্থ,—যাহার দাঁত স্বভাবতই কৃষ্ণবর্ণ হয়, কেহ কেহ বলেন, ‘সম্মুখস্থিত প্রধান দন্তদ্বয়ের মধ্যে যাহার একটী ক্ষুদ্র দন্ত থাকে, তাহাকে শ্যাবদন্তক বলে।’ কুনখী শব্দের অর্থ—যাহার নখ ভাল বাঁধিয়া

মেঢ্রঃ। অতএব মহারোগিণো যাবজ্জীবমশৌচমাহ কূর্ম্মপুরাণম্,—"ক্রিয়াহীনস্য মূর্খস্য মহারোগিণ এব চ।
যথেষ্টাচরণস্যাহুর্মরণান্তমশৌচকম্॥"

"ক্রিয়াহীনস্য" নিত্যনৈমিত্তিকক্রিয়ানন্মুষ্ঠায়িনঃ। "মূর্খস্য" গায়ত্রীরহিতস্য, সার্থগায়ত্রীরহিতস্যে"তি রুদ্রধরঃ। "মহারোগিণঃ পাপাষ্টকান্যতমরোগবতঃ। তে চ উন্মাদস্তুগ্দোষো, রাজযক্ষ্মা, শ্বাসো, মধুমেহো, ভগন্দর, উদরো, অশ্মরী, ইত্যষ্টৌ পাপরোগাঃ নারদোক্তাঃ। "যথেষ্টাচরণস্য" দ্যূতবেশ্যাদ্যাসক্তস্য॥ ৬০॥

ইতি পাঠঃ শাবঃ, শিশুঃ ক্ষুদ্র ইতি যাবৎ। তথাচামরঃ। পৃথুকঃ শাবকঃ শিশুরিতি সংকুচিতনগ্নঃ মাংসপ্রবিষ্টনখাগ্রভাগঃ, স্বভাবত ইতি বাল্যাবধি চর্ম্মানাচ্ছাদিতোপস্থাগ্রভাগ ইত্যর্থঃ। অত এব কুষ্ঠাদেরতিপাতকফলত্ব মেব ত্বগ্দোষঃ কুষ্ঠং, রাজযক্ষ্মা কাসবিশেষঃ যত্র গলাদ্রক্তং স্রবতি, শ্বাসঃ শ্বাসকাস ইতি যস্য প্রসিদ্ধিঃ, মধুমেহঃ, মহোদরঃ উদরীতি স্ম প্রসিদ্ধিঃ, মধুমেহ উদরীত্যপি পাঠঃ। অত্র চ মধুমেহঃ মধুপ্রমেহ উদর উদরীতি খ্যাত ইত্যর্থঃ। ভগন্দর ইতি পাঠঃ কাচিৎকঃ। তদসত্ত্বে মধুমেহ উদর ইতি রোগত্রয়ম্॥ ৬০॥

জন্মিয়া যায়। হ্রস্বচর্ম্মা শব্দের অর্থ—যাহার লিঙ্গের আচ্ছাদক চর্ম্ম হ্রস্ব থাকে, উহাদ্বারা সম্পূর্ণ লিঙ্গ ঢাকা পড়ে না। এই জন্যই এই সকল মহারোগী ব্যক্তির কূর্ম্মপুরাণে যাবজ্জীবন অশৌচের কথাই বলা হইয়াছে। অর্থাৎ এই সকল রোগগ্রস্ত ব্যক্তি বিধিমত প্রায়শ্চিত্ত না করিলে, কোনও ধর্ম্মকর্ম্মের অধিকারী হয় না। কূর্ম্মপুরাণের বচনটি, যথা,—"যে ব্যক্তি শাস্ত্রবিহিত কর্ত্তব্য ক্রিয়ার অনুষ্ঠান না করে, যে ব্যক্তি মূর্খ হয়, যে ব্যক্তি মহারোগগ্রস্ত হয়, এবং যে ব্যক্তি যথেচ্ছাচার করিতে নিরত এই সকল ব্যক্তি যে পর্য্যন্ত মৃত না হয় তাবৎকাল অশুচি থাকে।" "ক্রিয়াহীন" শব্দের অর্থ—নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়ানুষ্ঠানে বিরত। মূর্খ শব্দের অর্থ—গায়ত্রীজপ পরিত্যাগকারী। রুদ্রধর বলেন, অর্থের সহিত গায়ত্রী যে না জানে, তাহার নামই মূর্খ। 'মহারোগী' শব্দের অর্থ— অষ্ট প্রকার পাপের মধ্যে যে কোনও পাপের সূচক চিহ্নস্বরূপ রোগবিশিষ্ট। ঐ মহারোগ—"উন্মাদ চর্ম্মদোষ, রাজযক্ষ্মা, শ্বাস, মধুমেহ, ভগন্দর, উদরী, অশ্মরী, এই আট প্রকার।

এবঞ্চ ভবিষ্যপুরাণোক্তং যতিচান্দ্রায়ণপ্রায়শ্চিত্তমকৃতপ্রায়শ্চিত্তানাং কুষ্ঠ্যাদীনাং দাহে বোধ্যম্, অন্যথৈষাং প্রায়শ্চিত্তস্যোপদেশো বিফলঃ স্যাৎ। যথা বিষ্ণুঃ,—"কুনখী শ্যাবদন্তশ্চ দ্বাদশরাত্রং কৃচ্ছ্রং চরিত্বা উদ্ধরেয়াতাং তদ্দন্তনখা"বিতি।

অত্র "দ্বাদশরাত্রং" পরাকরূপং, তত্র পঞ্চ ধেনবঃ, ন তু প্রাজাপত্যাং, তদ্দাহকর্ত্তুর্যতিচান্দ্রায়ণেন বিষমশিষ্টত্বাৎ। অতএব বহূনামেকধর্ম্মাণামিতি বচনাদাকাঙ্ক্ষিতত্বাচ্চ কুষ্ঠ্যাদীনামপি প্রায়শ্চিত্তম্। অতএব প্রায়শ্চিত্তবিবেকেঽপ্যুক্তমেবং

এবঞ্চ কুষ্ঠাদেঃ পাপবিশেষফলত্বে চ তথাচ কুষ্ঠ্যাদীনামদাহত্বে পাপবিশেষ এব হেতুঃ প্রায়শ্চিত্তেন তন্নাশে চ কথং তেষামদাহত্বমিতি ভাবঃ। অন্যথা প্রায়শ্চিত্তেনাপি অদাহত্বপ্রযোজকীভূতপাপবিশেষানাশে। এষাং কুষ্ঠাদীনাং বিষমশিষ্টত্বাদিতি কুষ্ঠিবিষয়ে এতদ্দ্বিগুণেন প্রাজাপত্যদ্বয়ে সঙ্কলনীয়ে বিষমশিষ্টত্বং স্যাদিতি ভাবঃ। অতঃ কুনখিশ্যাবদন্তদাহকর্ত্তুর্যতিচান্দ্রায়ণপ্রায়শ্চিত্তবিধানাদ্বিষমশিষ্টত্বানুপপত্তির্নাশঙ্কনীয়া।

নারদ এই আটটীকে পাপরোগ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বচনে যে "যথেচ্ছাচরণে রত" এর কথা বলা হইয়াছে, তাহার অর্থ—জুয়াখেলা এবং বেশ্যাদিতে আসক্ত॥ ৬০॥

যদি উক্তরূপ ব্যবস্থাই স্থির হইল, তাহা হইলে, ভবিষ্যপুরাণে যে যতিচান্দ্রায়ণব্রতের কথা বলা হইয়াছে, উহা অকৃত-প্রায়শ্চিত্ত কুষ্ঠরোগী প্রভৃতির দাহকারীর পক্ষেই বুঝিতে হইবে। তাহা না হইলে, অর্থাৎ প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা অদাহত্বপ্রযোজক পাপদোষের নাশ হয়, একথা না বলিলে, উহাদিগের পক্ষে প্রায়শ্চিত্ত উপদেশ করা বিফল হইত। বিষ্ণু বলিয়াছেন, "কুনখী, এবং শ্যাবদন্ত বিশিষ্টব্যক্তি দ্বাদশরাত্র কৃচ্ছ্র ব্রতের আচরণ করিয়া, ঐ দুষ্ট নখ এবং দন্তেরও উৎপাটন করিবে।" এস্থলে দ্বাদশরাত্র কৃচ্ছ্রের কথা যে বলা হইয়াছে, উহা দ্বারা পরাকরূপ প্রায়শ্চিত্তই বুঝিতে হইবে যাহার অনুকল্প পঞ্চধেনু বা তাহার মূল্যদান; উহার দ্বারা প্রাজাপত্যরূপ প্রায়শ্চিত্তের বোধ হইতে পারে না, কারণ, তথাবিধ রোগীর দাহকারীর পক্ষে যখন যতিচান্দ্রায়ণরূপ গুরু প্রায়শ্চিত্তের বিধান করা হইয়াছে, তখন মূলীভূত পাপরোগীর পক্ষে তদপেক্ষা অল্প প্রায়শ্চিত্ত বিধান করিলে বিষমশিষ্ট দোষ হইয়া পড়ে। অতএব পূর্ব্বে

ব্রহ্মদণ্ডহতা ব্রাহ্মণবিষয়াপরাধকরণান্নিঃসৃতা ইত্যনিরুদ্ধভট্টাঃ। 'যে চ বৈ ব্রাহ্মণৈর্হতা' ইতি তৎক্রোধোৎপাদনাদভিচারেণ, শাপেন, শস্ত্রাদিনা বা হতাঃ, প্রায়শ্চিত্তবিবেকেঽপ্যেবম্। অত্র বিপ্রতিরস্কারাদিফলপরিপাককালমাহ পরাশরঃ,—

"কৃতে তাৎকালিকং পাপং ত্রেতায়াং দশভির্দ্দিনৈঃ।
দ্বাপরে চৈকমাসেন কলৌ সংবৎসরেণ তু॥" ৬১॥

তদিতরত্র মরীচিঃ,—

"বিষশস্ত্রশ্বাপদাহিতির্য্যগ্‌ব্রাহ্মণঘাতিনাম্।
চতুর্দ্দশ্যাং ক্রিয়া কার্য্যা অন্যেষান্তু বিগর্হিতা॥"

যে চ ক্রোধাদণ্ডকাভাবাৎ স্থানং ক্লীবঃ স উচ্যতে॥ ইত্যাদিকমনুসন্ধেয়ম্। ব্রহ্মদণ্ডহতা ইতি ব্রাহ্মণবিষয়াপরাধকরণান্নিঃসৃতা ইত্যর্থঃ। অতো ন পুনরুক্তিঃ, কৃতে সত্যযুগে, তাৎকালিকমিতি তদা এব ফলং ভবতীত্যর্থঃ॥ ৬১॥

তদিতরত্র ব্রাহ্মণবিষয়াপরাধ-ব্রাহ্মণমন্যূৎপাদনভিন্নমরণমাত্রে। অন্যেষামিতি তথা চ বিষাদিমৃতভিন্নানাং মাসি মাসি কৃষ্ণপক্ষনিমিত্তকশ্রাদ্ধং চতুর্দ্দশ্যাং ন কর্ত্তব্যমিত্যর্থঃ।

প্রকার নপুংসকদিগের মধ্যে যাহারা পুরুষোচিত কর্ম্ম করিতে অক্ষম। উক্ত বচনে যে 'ব্রহ্মদণ্ডহত' শব্দটী আছে, তাহার অর্থ,—ব্রাহ্মণের প্রতি অপরাধ করা নিমিত্ত রাজ্য হইতে নিষ্কাষিত, অনিরুদ্ধ ভট্ট এইরূপ করিয়াছেন। এবং উক্ত বচনে "যাহারা ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক হত হইয়াছে" এইরূপ যে কথা আছে তাহার অর্থ,—"যাহারা ব্রাহ্মণের ক্রোধ উৎপাদন করিয়া ঐ ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক অভিচার দ্বারা, শাপদ্বারা, বা অস্ত্রাঘাতে নিহত। প্রায়শ্চিত্তবিবেককার এইরূপ করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে ব্রাহ্মণকে তিরস্কার করিবার ফলের যতদিনে পরিপাক হয়, পরাশর সেই কালের নির্দ্দেশ করিয়াছেন, যথা,—"সত্যযুগে ব্রাহ্মণকে তিরস্কার আদি করিলে তজ্জন্য পাপ হাতে হাতেই ফলিত; ত্রেতাযুগে ঐ পাপের ফল দশ দিনে ফলিত; দ্বাপরযুগে একমাসে ফলিত এবং কলিকালে এক বৎসরে ফলে।" ৬১॥

পূর্ব্বে যে সকল প্রকার মৃত্যুর কথা উক্ত হইয়াছে, তদ্ভিন্ন অপর প্রকারে মৃত্যুতে মরীচি এইরূপ বলিয়াছেন,—"বিষ, শস্ত্র, শ্বাপদ, অহি, পশু ও পক্ষী

সংগ্রামে বিশেষমাহ অগ্নিপুরাণম্,—
দংষ্ট্রিভিঃ শৃঙ্গিভির্ব্বাপি হতা ম্লেচ্ছৈশ্চ তস্করৈঃ।
যে স্বাম্যর্থে হতা যান্তি রাজন্ স্বর্গং ন সংশয়ঃ” ॥ তথা,—
“সর্ব্বেষামেব বর্ণানাং ক্ষত্রিয়স্য বিশেষতঃ।”
বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরঞ্চ,—
“স্বাম্যর্থে ব্রাহ্মণার্থে বা মিত্রকার্য্যে চ যে হতাঃ।
গোগ্রহে নিহতা যে চ তে নরাঃ স্বর্গগামিনঃ॥” তস্মাৎ
“চাণ্ডালাদ্যৈশ্চ বিগ্রহ”মিতি যদুক্তং, তৎ ক্রীড়াপরম্ ॥ ৬২ ॥

সর্ব্বেষামিতি সংগ্রামে মরণং স্বর্গমিত্যর্থঃ। ননু চাণ্ডালাদৈশ্চ বিগ্রহমিত্যাদিনা পতিতাস্নে প্রকীর্ত্তিতা ইত্যনেন চাণ্ডালহতাদীনাং পতিতত্বমুক্তং তৎকথং সঙ্গচ্ছতাম্ অত্রাহ তস্মাদিতি। সংগ্রামে ম্লেচ্ছাদিহতস্যাপি স্বর্গগামিত্বাদিত্যর্থঃ। ক্রীড়েতি অত্র স্বামার্থমিত্যভিধানাদিতি ভাবঃ॥ ৬২॥

এবং ব্রাহ্মণ হইতে যাহাদের মৃত্যু হইয়াছে, তাহাদের জন্য শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া চতুর্দ্দশীতে করিবে, কিন্তু এতদ্ভিন্ন অপর কারণে মৃত ব্যক্তিদিগের উদ্দেশে শ্রাদ্ধাদি কার্য্য শাস্ত্রে বিহিত হইয়াছে। অগ্নিপুরাণে উপরোক্ত হিংস্র জন্তু প্রভৃতির সহিত লড়াই করিয়া যদি কেহ মৃত্যু প্রাপ্ত হয়, তাহার সম্বন্ধে এইরূপ বিশেষ করিয়া বলা হইয়াছে, “হে রাজন্, যে সকল লোক স্বামীর উপকারের নিমিত্ত দংষ্ট্রী, শৃঙ্গী, ম্লেচ্ছ অথবা তস্কর কর্ত্তৃক নিহত হয়, তাহারা স্বর্গে গমন করে, এ বিষয়ে কোন সংশয় নাই, এবং সকল বর্ণের মধ্যে ক্ষত্রিয়ের এইরূপ মৃত্যুতে যে বিশেষরূপ সদ্গতিলাভ হয়, তাহাতে কোনও সংশয় নাই।’ বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরেও ঐ কথা বলা হইয়াছে, যথা,—“যে সকল মনুষ্য স্বামীর উপকারার্থ, ব্রাহ্মণের উপকারার্থ, মিত্রের কার্য্যার্থ, অথবা গোগণকে আক্রমণকারীর হস্ত হইতে পরিত্রাণার্থ (হিংস্র জন্তু প্রভৃতি কর্ত্তৃক) হত হয়, তাহারা স্বর্গে গমন করে।” অতএব পূর্ব্ববচনে “চাণ্ডালাদির সহিত বিবাদ করিয়া যে, মৃত্যুর” কথা বলা হইয়াছে ঐ বিবাদ যুদ্ধরূপ আন্তরিক নহে, কিন্তু “লাঠি-খেলা আদি রূপ সখের ‘বিবাদ’ এইরূপই বুঝিতে হইবে ॥ ৬২ ॥

অথ, ভবিষ্যপুরাণীয়মধ্যতন্ত্রষষ্ঠাধ্যায়ে,—
"শৃণু কুষ্ঠগণং বিপ্রা উত্তরোত্তরতো গুরুম্।
বিচর্চ্চিকা তু দুশ্চর্ম্মা চর্চ্চরীয়স্তৃতীয়কঃ।
বিকর্চ্চু ব্রণতাম্রৌ চ কৃষ্ণশ্বেতে তথাষ্টকম্।
এষাং মধ্যে তু যঃ কুষ্ঠী গর্হিতঃ সর্ব্বকর্ম্মসু।
ব্রণবৎ সর্ব্বগাত্রেষু গণ্ডে ভালে তথা নসি॥" তথা,—
"মৃতে চ প্রেরয়েত্তীর্থে অথবা তরুমূলকে।
ন পিণ্ডং নোদকং কুর্য্যান্ন চ দাহক্রিয়াং চরেৎ॥
ষণ্মাসীয়স্ত্রিমাসীয়ো মৃতঃ কুষ্ঠী কদাচন।

শৃণুত ইত্যর্থে শৃণু ইত্যেকবচনান্তং তিঙা তিঙ্ ইতি ছান্দসলক্ষণানুসারাদ্বোধ্যম্। বিপ্রা ইতি বহুবচনান্তস্য সম্বন্ধত্বাৎ কুষ্ঠী গর্হিত ইত্যুক্তং, তমেব বিবৃণোতি ব্রণবদিত্যাদি। ননু সর্ব্বগাত্রেষিত্যনেনৈব গণ্ডাদেরপি লাভসম্ভবঃ কিমর্থং গণ্ডাদেঃ পৃথগুপাদানমিতি চেন্ন, গণ্ডাদ্যতিরিক্তসর্ব্বগাত্রেষু ব্রণবৎকুষ্ঠে ষণ্মাসোত্তরং দাহো নিষিদ্ধঃ, গণ্ডাদৌ চ ব্রণবৎকুষ্ঠে ত্রিমাসোত্তরং দাহো নিষিদ্ধ ইতি বিশেষার্থং পৃথগুপাদানাৎ ইমং বিষয়ভেদং

কুষ্ঠরোগীর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার কথা।

এক্ষণে ভবিষ্য পুরাণে মধ্যমতন্ত্রের ষষ্ঠাধ্যায়ে কুষ্ঠরোগের ভেদ এবং কুষ্ঠরোগীর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্বন্ধে যাহা কথিত হইয়াছে, তাহা প্রদর্শিত হইতেছে। "হে ব্রাহ্মণগণ, যে সকল কুষ্ঠরোগ যথাক্রমে পূর্ব্বাপূর্ব্বাপেক্ষা উত্তরোত্তর গুরুতর পাপের ব্যঞ্জক, তাহা শ্রবণ কর,—বিচর্চ্চিকা, দুশ্চর্ম্মা, চর্চ্চরীয়, বিকর্চ্চু, ব্রণ (ক্ষত), ও তাম্র, কৃষ্ণ, শ্বেত (ধবল), এই আট প্রকার কুষ্ঠরোগ। এই সকল কুষ্ঠরোগের মধ্যে যে কোনও কুষ্ঠরোগিব্যক্তির সমুদয় অবয়বে, অথবা গণ্ডস্থলে, ভালদেশে, কিম্বা নাকে, ব্রণাকার কুষ্ঠ প্রকটিত হইবে, সে সকল কর্ম্মে গর্হিত। তাহার মৃত্যু হইলে, তাহার দেহ কোনও তীর্থস্থানে অথবা বৃক্ষমূলে নিক্ষেপ করিবে কিম্বা পুতিয়া রাখিবে। তাহার উদ্দেশে পিণ্ড দিবে না, তর্পণ করিবে না, অথবা তাহার শরীরের দাহ করিবে না। যদি ষণ্মাসীয়, অথবা ত্রিমাসীয় কুষ্ঠরোগী (সর্ব্বাবয়বে ব্রণাকার কুষ্ঠরোগী ছয় মাসকাল মাত্র, এবং গণ্ডস্থলে ঐরূপ কুষ্ঠ

দুশ্চর্ম্মাদিষপ্যূহ্যং, মহাপাতকাদতিপাতকস্য গুরুত্বাত্তচ্ছেষেঽপি দ্বিগুণং প্রায়শ্চিত্তম্। কর্ম্মবিপাকে শাতাতপঃ,—

"মহাপাতকজং চিহ্নং সপ্তজন্মসু জায়তে।
বাধতে ব্যাধিরূপেণ তস্য কৃচ্ছ্রাদিভিঃ শমঃ॥
কুষ্ঠঞ্চ রাজযক্ষ্মা চ প্রমেহো গ্রহণী তথা॥ অত্র কুষ্ঠ-

পদমল্পকুষ্ঠপরমিতি পূর্ব্বেণাবিরোধঃ। এবঞ্চ,—

"ঊনৈকাদশবর্ষস্য পঞ্চবর্ষাধিকস্য চ।

অতএব রোগাদিসূচিতজন্মান্তরীয়পাপবত্ত্বাৎ প্রায়শ্চিত্তার্হত্বাদেব। একধর্ম্মগামিতি জন্মান্তরীয়পাপবত্ত্বং প্রকৃতে একো ধর্ম্মঃ। আকাঙ্ক্ষিতত্বাদিতি, কুষ্ঠ্যাদীনাং কিং প্রায়শ্চিত্তমিত্যাকারকাঙ্ক্ষা বিষয়ত্বাদিত্যর্থঃ। প্রায়শ্চিত্তমিতি পরাকরূপং বাদশরাত্রমিতি শেষঃ। অতএব কুনখিশ্যাবদন্তভিন্নস্যাপি প্রায়শ্চিত্তত্বাদেব। দ্বিগুণমিতি যুক্তমিতি শেষঃ তস্য মহাপাতকস্য শমো নাশঃ। ননু কুষ্ঠ্যতিপাতকীতি বিষ্ণুসূত্রেণ কুষ্ঠমতিপাতক-

---

ন্নার্থঃ "একধর্ম্মাবাপন্ন বহু পদার্থের মধ্যে একতর পদার্থের পক্ষে যেরূপ ব্যবস্থা করা হইবে" ইত্যাদি বচন অনুসারে এবং 'কুষ্ঠ্যাদির প্রায়শ্চিত্ত কিরূপ হইবে'? এইরূপ আকাঙ্ক্ষা থাকায়, কুষ্ঠরোগী প্রভৃতির যে ঐ পরাকরূপ প্রায়শ্চিত্ত বিহিত হইয়াছে, ইহাই বলিতে হইবে। এইজন্য প্রায়শ্চিত্তবিবেকেও উহাদের প্রায়শ্চিত্ত উক্ত হইয়াছে। দুশ্চর্ম্মা প্রভৃতিরও যে প্রায়শ্চিত্ত করণীয়, তাহাও ইহা দ্বারা বুঝা উচিত। মহাপাতক অপেক্ষা অতিপাতকের গুরুত্ব নিবন্ধন মহাপাতকের শেষ অপেক্ষা অতিপাতকের শেষ অবশ্যই গুরু হইবে, সুতরাং মহাপাতকের শেষস্থলে যে প্রায়শ্চিত্ত অতি-পাতকের শেষস্থলে তদপেক্ষা দ্বিগুণ প্রায়শ্চিত্ত হওয়াই বিধেয়। কর্ম্মবিপাকে শাতাতপের এইরূপ একটী বচন উদ্ধৃত হইয়াছে—"মহাপাতকে প্রায়শ্চিত্ত না করিলে সাতজন্ম পর্য্যন্ত উহার চিহ্ন দৃষ্ট হয়, এবং ঐ চিহ্ন ব্যাধিরূপে পাতকীকে পীড়িত করে। কৃচ্ছ্রাদি প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা উহার শান্তি হয়। কুষ্ঠ, রাজযক্ষ্মা, প্রমেহ, গ্রহণী এই সকল রোগ পূর্ব্বকৃত পাতকের চিহ্নস্বরূপ"। এই বচনে যে 'কুষ্ঠ' শব্দটী আছে, উহা দ্বারা অল্প কুষ্ঠই বুঝিতে হইবে, তাহা হইলেই পূর্ব্ব বচনোক্ত কুষ্ঠ পদের সহিত কোনও বিরোধ থাকে না। আর একটী কথা, "একাদশ বর্ষের কম বয়স্ক এবং পঞ্চ বর্ষের অধিক বয়স্ক পাপীর বিশুদ্ধির

চরেদ্‌গুরুঃ সুহৃদ্বাপি প্রায়শ্চিত্তং বিশুদ্ধয়ে॥ ইত্যা-ঙ্গিরোবচনে;—

"রোগী বৃদ্ধস্তু পৌগণ্ডঃ কুর্ব্বন্ত্যন্যৈর্ব্রতং সদা" ইতি ব্রহ্মপুরাণে চাস্য পাপক্ষয়ায় অন্যকর্ত্তৃকপ্রায়শ্চিত্তদর্শনাদত্রাপি তুল্যন্যায়তয়া স্বয়মকৃতপ্রায়শ্চিত্তস্য মৃতস্য পুত্রাদিনা প্রায়শ্চিত্তং কৃত্বা তদ্দাহাদিকং কর্ত্তব্যম্॥ ৬৩॥

মনুঃ—

"শস্ত্রেণাভিমুখো যস্তু বধ্যতে ক্ষাত্রধর্ম্মণা।

যজ্ঞঃ সন্তিষ্ঠতে তস্য সদ্যঃশৌচং বিধীয়তে॥" "ক্ষাত্রধর্ম্মণা" অকাতরত্বাদিনা, "যজ্ঞঃ" পিণ্ডদানাদিরূপঃ, "সন্তিষ্ঠতে" সমাপ্তি-

---

চিহ্নমুক্তম্, অত্র তু শাতাতপেন কুষ্ঠং মহাপাতকজং চিহ্নমুক্তম্, অতো বিরোধঃ, তত্রাহ অত্রেতি। পূর্ব্বেণ কুষ্ঠ্যাতিপাতকীত্যনেন। একাকৃতপ্রায়শ্চিত্তস্য কুষ্ঠ্যাদের্দ্দাহাদে-নিষিদ্ধত্বেচ। পঞ্চবর্ষপর্য্যন্তং পাপানুৎপত্তেরাহ পঞ্চবর্ষাধিকস্য চেতি। তুল্যন্যায়তয়া-তুল্যযুক্ত্যা॥ ৬৩॥

অগ্নিষ্টোমাদাবিতি সদ্যঃ সন্তিষ্ঠতে তৎপুণ্যেন যুজ্যতে ইত্যর্থঃ। নবশৌচপ্রকরণে-ক্ষাত্রধর্ম্মণা মরণে যজ্ঞফলং ভবতীতি যৎ কথ্যতে তদযুক্তম্, অ।করণিকত্বাত্তত্রাহ

নিমিত্ত গুরু বা সুহৃৎ প্রায়শ্চিত্তের আচরণ করিবে" অঙ্গিরার এই বচনে এবং "রোগী, বৃদ্ধ, পৌগণ্ড ব্যক্তিরা অন্যের দ্বারায় প্রায়শ্চিত্ত আচরণ করাইবে" এই ব্রহ্মপুরাণীয় বচনেও আমরা দেখিতে পাই, পাপিবিশেষের পাপক্ষয়ের নিমিত্ত অন্য দ্বারা প্রায়শ্চিত্তের আচরণও বিহিত হইয়াছে। এস্থলে যেমন রোগী প্রভৃতির অসামর্থ্য নিবন্ধন অন্যের দ্বারা প্রায়শ্চিত্তের বিধান দৃষ্ট হয়, উহার তুল্য যুক্তিতেই আমরা এইরূপ ব্যবস্থা করিতে পারি,—অকৃতপ্রায়শ্চিত্ত মৃত ব্যক্তির পুত্রাদি দ্বারা প্রায়শ্চিত্তের আচরণ করাইয়া, দাহাদি করা যাইতে পারে॥ ৬৩॥

মনু বলিয়াছেন, "যে ব্যক্তি অভিমুখ সমরে ক্ষাত্রধর্ম্ম অনুসারে শস্ত্রের দ্বারা নিহত হয়, তাহাকে যজ্ঞ আসিয়া প্রাপ্ত হয়, এবং তাহার জন্য সদ্যঃশৌচই কর্ত্তব্য"। 'ক্ষাত্রধর্ম্ম অনুসারে' এই কথা বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, কোনওরূপ মনের দৌর্ব্বল্য প্রকাশ না করিয়া। মূলস্থিত "যজ্ঞঃ সংতিষ্ঠতে" ইহার অর্থ,

মেতীতি রত্নাকরঃ। "যজ্ঞো জ্যোতিষ্টোমাদিস্তস্য ভবতী"তি প্রসঙ্গাদুক্তমিতি প্রকাশকারঃ। পরাশরঃ,—

"ব্রাহ্মণার্থে বিপন্নানাং দণ্ডিনাং গোগ্রহে তথা।
আহবেষু বিপন্নানামেকরাত্রমশৌচকম্॥" গবার্থে ব্রাহ্মণার্থে বা সংগ্রামে দণ্ডেন যুধ্যমানানাং মরণে, একাহোরাত্রমশৌচকম্। বৃহস্পতিঃ,—

"ডিম্বাহবে বিদ্যুতা চ রাজ্ঞা গোবিপ্রপালনে।
সদ্যঃশৌচং মৃতস্যাহুস্ত্র্যহঞ্চান্যে মহর্ষয়ঃ॥"

ডিম্বাহবে নৃপতিরহিতযুদ্ধে শস্ত্রৈরভিমুখহতস্য সদ্যঃশৌচং, লগুড়াদিহতস্য পরাঙ্মুখহতস্য চ ত্রিরাত্রম্। "বজ্রাভিঘাতেন মরণং ভবত্বি"ত্যভিসন্ধায় স্থিতস্য মরণে সদ্যঃশৌচং, প্রমাদাৎ ত্রিরাত্রং, গোবিপ্রপালনে অভিমুখত্বপরাঙ্মুখত্বাভ্যাং সদ্যস্ত্রিরাত্রে॥৬৪॥

প্রসঙ্গাদিতি। সদ্যস্ত্রিরাত্রে ইতি তথা চ "সদ্যঃশৌচং মৃতস্যাহুস্ত্র্যহঞ্চান্যে মহর্ষয়" ইতি যদুক্তং তত্র ব্যবস্থিতো বিকল্পো বোধ্যঃ, ন ত্বিচ্ছাবিকল্প ইতি ভাবঃ॥ ৬৪॥

রত্নাকর বলিয়াছেন—"তাহার পিণ্ডাদি সমাপ্তি প্রাপ্ত হয়।" এবং প্রকাশকার বলেন, ঐ ব্যক্তিকে জ্যোতিষ্টোমাদি যজ্ঞ আসিয়া তৎকালে প্রাপ্ত হয়, একথা কেবল প্রসঙ্গ ক্রমে বলা হইল। পরাশর বলিয়াছেন, "যাহারা ব্রাহ্মণের কার্য্যের জন্য অথবা গোর উদ্ধারের জন্য দণ্ড দ্বারা যুদ্ধ করিতে করিতে মৃত হয়, তাহাদের একরাত্র অশৌচই বিহিত।" বৃহস্পতি বলেন, "ডিম্বাহবে, বিদ্যুতের দ্বারা, রাজার আদেশে এবং গো-ব্রাহ্মণ রক্ষার্থে মৃত ব্যক্তির সদ্যঃশৌচ হইবে", কিন্তু অপর মহর্ষিগণ এরূপ স্থলে ত্রিরাত্রাশৌচের কথা বলিয়াছেন। স্মার্ত্ত 'ডিম্বাহব' শব্দের অর্থ এইরূপ বলেন, "রাজশূন্য সৈন্যের সহিত অভিমুখ যুদ্ধে যদি শস্ত্র দ্বারা হত হয়, তা'হলে সদ্যঃশৌচ হইবে, কিন্তু ঐরূপ যুদ্ধে যদি লগুড়াদির দ্বারা হত হয়, অথবা যুদ্ধে পরাঙ্মুখ হইয়া হত হয়, তাহার ত্রিরাত্রাশৌচ হইবে।" যদি কেহ 'আমার মাথার বজ্র পড়িয়া আমার মৃত্যু হউক' এইরূপ সংকল্পপূর্ব্বক মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত থাকিয়া মৃত হয়, তাহা হইলে তাহার সদ্যঃশৌচ হইবে,

ব্যাঘ্রঃ,—

"ক্ষতেন ম্রিয়তে যস্তু তস্যাশৌচং ভবেৎ দ্বিধা।

আ সপ্তাহাত্ত্রিরাত্রং স্যাদ্দশরাত্রমতঃপরম্॥

শস্ত্রঘাতে ত্র্যাহাদূর্দ্ধং যদি কশ্চিৎ প্রমীয়তে।

অশৌচং প্রাকৃতং তত্র সর্ব্ববর্ণেষু নিত্যশঃ॥" বিদ্যাচ্ছন্দস্য বচনং যথেতি ক্বচিৎ পাঠঃ। অত্র শস্ত্রঘাতপদং ক্ষতেতরশস্ত্রঘাতপরং, পারিভাষিকশস্ত্রঘাতপরমপি। যথা দেবীপুরাণং,—

"পক্ষিমৎস্যমৃগৈর্দংষ্ট্রিশৃঙ্গিনখৈর্হতাঃ।

পতনানশনপ্রায়ৈর্বজ্রাগ্নিবিষবন্ধনৈঃ।

দ্বিধেতি ত্রিরাত্রদশরাত্রভেদেন দ্বৈবিধ্যং সপ্তাহোর্দ্ধত্র্যাহোর্দ্ধভেদেন বা দ্বৈবিধ্যম্। অত্র শস্ত্রঘাতপদং ক্ষতেতরশস্ত্রঘাতপরং, পারিভাষিকশস্ত্রঘাতপরমপীতি পাঠঃ। ক্বচিচ্চ ক্ষতপদমত্র শস্ত্রঘাতেতরক্ষতপরং শস্ত্রঘাতপদঞ্চ পারিভাষিকশস্ত্রঘাতমপীতি পাঠঃ। অত্র বৃদ্ধপকানমঃ,—ব্যাঘ্রঃ,—শস্ত্রঘাতে ত্র্যাহাদূর্দ্ধং যদি কশ্চিৎ প্রমীয়তে। অশৌচং প্রকৃতং তত্র সর্ব্ববর্ণেষু নিত্যশঃ॥ শস্ত্রপদং পারিভাষিকম্। যথা দেবীপুরাণং,—পক্ষিমৎস্য-

---

যদি কেহ আচম্বিতে বজ্রাঘাতে মৃত হয়, তাহা হইলে তাহার ত্রিরাত্রাশৌচ হইবে। গোবিপ্র রক্ষার্থ অভিমুখ মরণে সদ্যঃ অশৌচ, এবং পরাঙ্মুখ হইয়া মৃত হইলে ত্রিরাত্র অশৌচ॥ ৬৪॥

ব্যাঘ্র বলেন, "ক্ষত নিবন্ধন যাহার মৃত্যু হইবে, তাহার অশৌচের দুই প্রকার ব্যবস্থা দৃষ্ট হয়। যদি কোনও ক্ষত হেতু সপ্তাহের মধ্যে কাহারও মৃত্যু হয়, তাহা হইলে ত্রিরাত্র অশৌচ হইবে, এবং সপ্তাহের পরে মৃত্যুতে দশরাত্র অশৌচ হইবে। যদি কোনও ব্যক্তি অস্ত্রাঘাত হইবার তিন দিনের পর মৃত্যু প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে, যে বর্ণের যেরূপ পূর্ণাশৌচ নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, সেই বর্ণের সেইরূপ অশৌচ হইবে। কোনও কোনও পুস্তকে "তত্র সর্ব্ববর্ণেষু নিত্যশঃ" এই পাঠের পরিবর্ত্তে "বিদ্যাচ্ছন্দস্য বচনং যথা" এইরূপ পাঠ দৃষ্ট হয়। এস্থলে যে 'শস্ত্রঘাত' শব্দ আছে, তাহাতে ক্ষত ভিন্ন শস্ত্রাঘাত এবং পারিভাষিক শস্ত্রাঘাত এই উভয়ই বুঝাইতেছে। পারিভাষিক শস্ত্রাঘাতের কথা দেবীপুরাণে এইরূপে উক্ত হইয়াছে—"যাহারা পক্ষী, মৎস্য, মৃগ, দংষ্ট্রী, শৃঙ্গী এবং নখাঘাতে হত হয়, এবং যাহারা ভৃগুপতনে, অনশনে,

মৃতা জলপ্রবেশেন তে বৈ শস্ত্রহতাঃ স্মৃতাঃ ॥” অন্যথা ক্ষতং বিনা পতনাদিভির্বিলম্বমৃতানাং দিনগ্রহণেঽনধ্যবসায়ঃ স্যাৎ। ন চ শাস্ত্রীয়ব্যবহারেঽন্তরঙ্গত্বেন পারিভাষিকগ্রহণস্যৈব যুক্তত্বাদিতি বাচ্যং, শ্রাদ্ধে পারিভাষিকশস্ত্রঘাতগ্রহণবদত্রাপি তথা যুক্তত্বাৎ পারিভাষিকত্বাদেব ন প্রকরণনিয়মঃ ॥ ৬৫ ॥

মৃগৈর্যে তু শৃঙ্গিণা দংষ্ট্রিণা হতাঃ। পতনানশনপ্রায়ৈর্বজ্রাগ্নিবিষবন্ধনৈঃ। মৃতা জলপ্রবেশেন তে বৈ শস্ত্রহতাঃ স্মৃতাঃ॥ প্রায়ো মহাপথগমনম্। এতদতিরিক্তক্ষতে সপ্তাহাভ্যন্তরে মৃতে ত্রিরাত্রং, তদূর্দ্ধং স্বজাত্যুক্তাশৌচম। যথা ব্যাঘ্রঃ,—ক্ষতেন ম্রিয়তে যস্তু তস্যাশৌচং ভবেৎ ত্রিধা। আ সপ্তাহাত্ত্রিরাত্রং স্যাৎ দশরাত্রমতঃ পরম্॥ দশরাত্রং স্বজাত্যুক্তাশৌচমিত্যাহ। অন্যথা শস্ত্রঘাতপদস্য পারিভাষিকশস্ত্রঘাতাপরত্বে। ননু পতনাদিস্থলে ক্ষতেন মরণাৎ ক্ষতেন ম্রিয়তে যস্তু ইত্যস্যৈব বিষয়ো ভবিষ্যতীত্যতো নানধ্যবসায়স্তত্রাহ ক্ষতং বিনেতি। অনধ্যবসায় ইদমেবেতি নিশ্চয়াভাবঃ। ননু তে বৈ শস্ত্রহতাঃ স্মৃতা ইতি শাস্ত্রীয়পরিভাষায়াঃ লৌকিকশস্ত্রঘাতব্যবহারাপেক্ষয়া বলবত্ত্বাদন্তরঙ্গত্বেন গ্রহণং ভবতু ন তু তদন্যশস্ত্রঘাতস্যেত্যাশঙ্কা দূষয়তি ন চেতি। শ্রাদ্ধে ইতি “বিষশস্ত্রশ্বাপদাহিতির্য্যগ্‌ব্রাহ্মণঘাতিনাম্। চতুর্দ্দশ্যাং ক্রিয়া কার্য্যা অন্যেষাস্তু বিগর্হিতা॥ ইত্যাদিবচনেন প্রতিপাদিতে শ্রাদ্ধে ইত্যর্থঃ। ননু পক্ষিমৎস্যমৃগৈরিত্যাদিবচনং শ্রাদ্ধপ্রকরণীয়ত্বাৎ শ্রাদ্ধমাত্রবিষয়কমস্তু তত্রাহ পারিভাষিকত্বাদিতি। তথাচ শ্রাদ্ধমাত্রবিষয়ত্বে পক্ষিমৎস্যাদিহতানাং চতুর্দ্দশ্যাং শ্রাদ্ধং কুর্য্যাদিত্যস্যৈব সম্যক্ত্বেন তে বৈ শস্ত্রহতাঃ স্মৃতাঃ ইতি পরিভাষায়া বৈয়র্থ্যং স্যাদিতি ভাবঃ। অত্র শুদ্ধিকৌমুদী,—প্রমাদেন সিংহাদিহতানাং বিদ্যুদ্ধতানাঞ্চ ত্র্যহাশৌচে নির্ণীতে জলাগ্ন্যাদিষু প্রমাদমৃতানামপি ত্র্যহাশৌচং ব্রহ্মপুরাণাদিবচনেন সাহচর্য্যাৎ অপমৃত্যুত্বেন তুল্যত্বাচ্চ এতেন সংকোচে প্রমাণাভাবাৎ জলাদিষু প্রমাদমৃতানাং সম্পূর্ণাশৌচমিতি রুদ্রধরলিখিতমশ্রদ্ধেয়ম্। যত্তু, জাতিকালস্য পার্থক্যমপমৃত্যৌ ন বিদ্যতে। দাহাৎ পরমশৌচঞ্চ কর্ত্তব্যং তত্র নিশ্চিত-

বজ্রাঘাতে, অগ্নিপ্রবেশে বিষভক্ষণে, উদ্বন্ধনে এবং জলপ্রবেশে মৃত হয়, তাহাদিগের সকলকেই শস্ত্রাঘাতে মৃত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করা হয়। এস্থলে পারিভাষিক শস্ত্রাঘাতেরও গ্রহণ না করিলে, যাহাদের পতনাদি নিবন্ধন বিলম্বে মৃত্যু হইয়াছে বটে, অথচ শরীরে ক্ষত হয় নাই তাহাদের কতদিনের পর মৃত্যু হইলে কতদিন অশৌচ হইবে, এইরূপ স্থির করা কঠিন হইয়া পড়ে। কেহ কেহ আশঙ্কা করিয়াছিল, শস্ত্রাঘাত শব্দের দ্বারা তুমি যে সাধারণ শস্ত্রাঘাত এবং পারিভাষিক শস্ত্রাঘাত, এই দুই প্রকার শস্ত্রাঘাতের গ্রহণ করিতেছ, ইহা

অথ সদ্যঃশৌচম্।

বিষ্ণুঃ,—"নাশৌচং রাজ্ঞাং রাজকর্ম্মণি। ন ব্রতিনাং ব্রতে, ন সত্রিণাং সত্রে, ন কারূণাং স্বকর্ম্মণি, ন রাজাজ্ঞা-

মিতি পঠন্তি তন্মূলং, সমূলত্বেঽপি মরণাদেব কর্ত্তব্যং সংযোগো যস্ত নাগ্নিনা। তাহা-পূর্ব্বমশৌচং স্যাদ্যস্ত বৈতানিকো বিধির্বিতি শঙ্খবচনেনৈকবাক্যতয়া সাগ্নেরপমৃত্যুবিষয়ম্ বৈতানিকম্ অগ্নিহোত্রম্। ব্যাসঃ,—সিংহব্যাঘ্রাদিভির্যস্ত হতো মৃত্যুমবাপ্নুয়াৎ। ত্র্যহাশৌচং ভবেত্তস্ত সর্ব্ববর্ণেম্বয়ং বিধিঃ॥ যাজ্ঞবল্ক্যঃ,—পাষণ্ডমাশ্রিতাঃ স্তেনা ন ব্রাত্যা ন বিকর্ম্মিণঃ। আচার্য্যাদিব্যতিরিক্তানামেব ব্রহ্মচারিণো নিষেধঃ। যথা মনুঃ,—আচার্য্যং স্বমুপাধ্যায়ং পিতরং মাতরং গুরুম্। নির্হৃত্যাপি ব্রতী প্রেতং ন ব্রতেন বিযুজ্যতে॥ বিকর্ম্মিণঃ আলস্যাদ্যুক্তনিত্যক্রিয়াঃ। মনুঃ,—বৃথা সঙ্করজাতানাং প্রব্রজ্যাসু চ তিষ্ঠতাম্। আত্মনস্ত্যাগিনাঞ্চৈব নিবর্ত্তেতোদকক্রিয়া॥ পাষণ্ডমাশ্রিতানাঞ্চ চরন্তী-নাঞ্চ কামতঃ। গর্ভভর্ত্তৃদ্রুহাঞ্চৈব সুরাপীনাঞ্চ যোষিতাম॥ অপকৃষ্টবর্ণেন উৎকৃষ্টবর্ণস্ত্রীষু জাতা বৃথা সঙ্করজাতাইত্যাদি॥ ৭৫॥

অথ সদ্যঃশৌচম্।

অশৌচে কর্ম্মণাং ত্যাগ ইতি সামান্যতঃ কর্ম্মবর্জ্জনমুক্তং, তত্র বিশেষয়তি নাশৌচং রাজ্ঞামিত্যাদি। মনুরপি,—চাজ্ঞো মাহাত্মিকে স্থানে সদ্যঃশৌচং বিধীয়তে। প্রজানাং পরিরক্ষার্থমাসনং চাত্র কারণম্॥ মাহাত্মিকে স্থানে ব্যবহারবোধনার্থং ধর্ম্মাসনাধি-কারাত্বে অশৌচাভাব ইত্যর্থঃ। তথাচ পরাশরঃ,—কারবঃ শিল্পিনো দাসা বৈদ্যামাত্যা-

কিরূপ হইল? কারণ শাস্ত্রীয় ব্যবহারের নিমিত্ত বিশেষরূপে শাস্ত্রে পারিভাষিক শব্দেরই প্রধানত্ব দেখা যায়, পারিতোষিক শস্ত্রাঘাত শব্দটি শ্রাদ্ধ প্রকরণেই উক্ত হইয়াছে, সুতরাং সে স্থলেই তাহার ব্যবহার হউক, অশৌচ প্রকরণে তাহার ব্যবহার হইবে কেন? ইহার উত্তরে স্মার্ত্ত বলিতেছেন, এরূপ আশঙ্কা করিতে পার না, কারণ উক্ত কারণে মৃত্যু সকলকে যখন শস্ত্রাঘাতে মৃত্যু বলিয়া পরিভাষিত করা হইয়াছে, তখন যে যে স্থলে শস্ত্রাঘাতের কথা আছে, সেই সেই স্থলেই ঐ সকল কারণে মৃত্যুরই গ্রহণ করিতে হইবে, প্রকরণের নিয়ম আর ধরা হইবে না। ৭৫।

সদ্যঃশৌচ।

এক্ষণে সদ্যঃশৌচের কথা বলা হইতেছে। বিষ্ণু বলেন, "রাজাদিগের রাজকার্য্যের অনুষ্ঠানের অশৌচ ব্যাঘাতকারী হইবে না। ব্রতে দীক্ষিত ব্যক্তির

কারিণাং তদিচ্ছয়া, ন দেবপ্রতিষ্ঠাবিবাহয়োঃ পূর্ব্বসম্ভৃতয়ো-" রিতি। সত্রিণাং নিত্যপ্রবৃত্তান্নদানানাং সত্রেহন্নদানে, কারবঃ সূপকারাদ্যাঃ। আদিপুরাণে,—

স্থৈব চ। রাজানো রাজভৃত্যাশ্চ সদ্যঃশৌচাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥ রাজভৃত্যানামপি অন্যস্য তৎকর্ম্মকরণাসামর্থ্যে বোদ্ধব্যম্। তথা কার্য্যবশাৎ ব্রাহ্মণানামিচ্ছয়াপি অশৌচাভাবমাহ পিতামহঃ:—রাজ্ঞাঞ্চ সূতকং নাস্তি ব্রতিনাং সত্রিণাং তথা। দীক্ষিতানাঞ্চ সর্ব্বেষাং যস্য চেচ্ছন্তি ব্রাহ্মণাঃ॥ ন ব্রতিনাং ব্রত ইত্যাদি, অত্র প্রারব্ধেঽপি যজ্ঞকর্ম্মকুর্ব্বতাম্ ঋত্বিজাং দীক্ষিতানাঞ্চ তৎকালে নাশৌচং, নিত্যান্নদানব্রতপ্রবৃত্তানামন্নদানে নাশৌচং, চান্দ্রায়ণাদিব্রতানুষ্ঠানপ্রবৃত্তানাং নাশৌচং, প্রত্যহং গোহিরণ্যাদিদানশীলানাং তদ্দানে নাশৌচং, কদাচিদ্দানকারিণামপি দানপ্রবৃত্তানাং তদ্দানে নাশৌচং, বিবাহে প্রক্রান্তে বরণে কৃতে তৎক্রিয়ার্থং নাশৌচং, যজ্ঞদীক্ষিতান্নভক্ষণপ্রতিগ্রহাদৌ নাশৌচং, সংগ্রামে যুধ্যমানানাং নাশৌচং, পরচক্রাদিভির্দ্দেশোপপ্লবেহত্যন্তদুর্ভিক্ষে চ ঔপসর্গিকাত্যন্তমরণ-পীড়ায়াঞ্চ নাশৌচম্। যথা যাজ্ঞবল্ক্যঃ,—ঋত্বিজাং দীক্ষিতানাঞ্চ যজ্ঞকর্ম্মণি কুর্ব্বতাম্। সত্রি-ব্রতি-ব্রহ্মচারি-দাতৃ-ব্রহ্মবিদাং তথা॥ দানে বিবাহে যজ্ঞে চ সংগ্রামে দেশ-বিপ্লবে। আপদ্যপি চ কষ্টায়াং সদ্যঃশৌচং বিধীয়তে॥ দক্ষঃ,—যজ্ঞে প্রবর্ত্তমানে তু জায়তে ম্রিয়তেহথবা। পূর্ব্বসংকল্পিতার্থেষু ন দোষস্তত্র বিদ্যতে॥ বর্ত্তমানে বিবাহে চ নিত্যধানে তথৈব চ। হূয়মানে তথাগ্নৌ চ নাশৌচং নৈব সূতকম্॥ পূর্ব্বসংকল্পিতেষু পুষ্করিণ্যাদিধর্ম্মকার্য্যং কর্ত্তুং পৃথক্ কৃতেষু ধনেষু অসমর্থমুপযুজ্যমানেষু নাশৌচমিতি। বিবাহযজ্ঞয়োরন্তকুলান্নভোজনে ক্রিয়মাণে সদ্যঃশৌচং স্যাৎ তদশৌচরহিতকুলান্তর-দ্বারেণ শেষান্নপরিবেশনং কারয়েৎ। এবং দাতুর্ভোক্তুশ্চ ন কশ্চিদ্দোষঃ। যথা আদি-

পক্ষে অশৌচ ব্রতভঙ্গের কারণ হইবে না। সত্রীদিগের সত্রে অশৌচ ব্যাঘাত করিবে না। অশৌচ কারুদিগের কারুকর্ম্মের নিবর্ত্তক হইবে না। রাজাজ্ঞাকারীদিগের কার্য্যবিশেষে রাজার ইচ্ছাতেই অশৌচ দোষাবহ হইবে না। এবং পূর্ব্বে যাহাদিগের আয়োজন সম্পন্ন হইয়াছে, এরূপ দেবপ্রতিষ্ঠার বা বিবাহেরও অশৌচে ব্যাঘাত হইবে না। মূলবচনে যে 'সত্রী' শব্দ আছে, তাহার অর্থ অন্নসত্রাদি খুলিয়া যাহারা নিত্য অন্নদানে প্রবৃত্ত হইয়াছে, এবং সত্র শব্দের অর্থ ঐরূপ ব্যক্তির অন্নদানাদিরূপ কার্য্য, এবং বচনস্থিত 'কারু' শব্দের অর্থ সূপকার (রাঁধুনি ব্রাহ্মণ) প্রভৃতি, অর্থাৎ রাঁধুনি ব্রাহ্মণের অশৌচ হইলে ঐ অশৌচ নিবন্ধন তাহার পক্ব অন্নাদি দূষিত হইবে না।

"সূপকারেণ যৎ কর্ম্ম করণীয়ং নরেষ্বিহ ।
তদন্যো নৈব শক্নোতি তস্মাৎ শুদ্ধঃ স সূপকৃৎ ॥" ৬৬ ॥

কূর্ম্মপুরাণে,—

"কারবঃ শিল্পিনো বৈদ্যা দাসী দাসাস্তথৈব চ ।
দাতারো নিয়মী চৈব ব্রহ্মবিদ্ব্রহ্মচারিণৌ ।
সত্রিণো ব্রতিনস্তাবৎ সদ্যঃশৌচা উদাহৃতাঃ ॥"

আদিপুরাণে,—

"শিল্পিনশ্চিত্রকারাদ্যাঃ কর্ম্ম যৎ সাধয়ন্ত্যুত ।
তৎকর্ম্ম নান্যো জানাতি তস্মাৎ শুদ্ধঃ স্বকর্ম্মণি ॥

পুরাণম্,—বিবাহযজ্ঞয়োর্মধ্যে সূতকে সতি চান্তরা। শেষমন্নং পরৈর্দত্তং দাতৄন্ ভোক্তৄংশ্চ ন স্পৃশেৎ ॥ সন্ন্যাসিনাং জননমরণে নাশৌচম্। যথা জাবালঃ,—ব্রহ্মচারিণি ভূপে চ যতৌ শিল্পিনি দীক্ষিতে। যজ্ঞে বিবাহে সত্রে চ সূতকং ন কদাচন ॥ ছন্দোগপরিশিষ্টম্,—ন ত্যজেৎ সূতকে কর্ম্ম ব্রহ্মচারী স্বকং ক্বচিৎ। স্নেহাদিনা ভোজনে তন্মধ্যে যদশৌচজাতে শেষান্নং ত্যক্ত্বা পরজলাচমনেন শুদ্ধিঃ। যথাদিপুরাণম্,—ভোজনার্দ্ধে তু সংযুক্তে বিপ্রেন্দ্রাণাং নিপাততে। যদা কশ্চিত্তদোচ্ছিষ্টং শেষং ত্যক্ত্বা সমাহিতঃ। আচম্য পরকীয়েণ জলেন শুচয়ো দ্বিজাঃ ॥ ইত্যাহ। পূর্ব্বসংভৃতয়োরিতি আরব্ধয়োরিত্যর্থঃ। তদন্যো নৈবেতি অন্যস্তৎ শক্নোতি তদা শুচিত্বাদেব তৎকর্ম্ম কারয়িতব্যমিতি বোধ্যম্ ॥ ৬৬

কারবঃ শিল্পিন ইতি, কারবঃ সূপকারাদ্যাঃ, শিল্পিনঃ চিত্রকারাদ্যা, ইতি তেনাদৃতয়ো-

---

কারণ আদি পুরাণে বলা হইয়াছে,—"এই সংসারে মনুষ্যদিগের মধ্যে সূপকারগণের যে সকল কার্য্য করণীয় বলিয়া স্থির করা হইয়াছে, তাহা অপর মনুষ্য কখনই সম্পাদন করিতে পারে না এই জন্য সূপকার সর্ব্বদাই শুদ্ধ বলিয়া বিবেচিত হইবে ॥ ৬৬ ॥

কূর্ম্মপুরাণে লিখিত হইয়াছে, "কারুগণ, শিল্পিগণ, বৈদ্যগণ, দাস, দাসী দাতা, নিয়মী, ব্রহ্মবিৎ, ব্রহ্মচারী, সত্রী, এবং ব্রতিগণ, ইহারা সকলেই সদ্যঃশৌচ বিশিষ্ট অর্থাৎ ইহাদের কোনরূপ অশৌচ ঘটিলে স্নান করিলেই ইহারা শুদ্ধ হয়।" আদিপুরাণে বলা হইয়াছে, "শিল্পী (চিত্রকারাদি শিল্পিগণ) যে কর্ম্ম সম্পাদন করে, সে কর্ম্ম অন্যের দ্বারা হইবার নহে। কারণ অপরে

দাসা দাসশ্চ যৎ কর্ম্ম কুর্ব্বন্ত্যপি চ লীলয়া।
তদন্যো ন ক্ষমঃ কর্ত্তুং তেন তে শুচয়ঃ স্মৃতাঃ॥”

“চিত্রকারাদ্যরূপাঃ শিল্পিনঃ। আদ্যশব্দাচ্চেলনির্ণেজকাদ্যাঃ। শাতাতপঃ,—

“মূল্যকর্ম্মকরাঃ শূদ্রা দাসা দাস্যস্তথৈব চ।
স্নানে শরীরসংস্কারে গৃহকর্ম্মণ্যদূষিতাঃ॥”

স্মৃতিঃ,—

“সদ্যঃস্পৃশ্যো গর্ভদাসো ভক্তদাসস্ত্র্যহাচ্ছুচিঃ।”

বৈদ্যা অপি চিকিৎসায়ামেব। তথাচ স্মৃতিঃ,—

চিকিৎসকো যৎ কুরুতে তদন্যেন ন শক্যতে।
তস্মাৎ চিকিৎসকঃ স্পর্শে শুদ্ধো ভবতি নিত্যশঃ॥

রূপাদানম্। ব্রহ্মবিদিতি তত্ত্বজ্ঞানী সন্ন্যাসী বা। চেলনির্ণেজকো ধোবা ইতি খ্যাতঃ। গর্ভদাসঃ গর্ভাবস্থায়াং তন্মাত্রা সহ ক্রীতঃ। ভক্তদাস ইতি অপরবেতনং বিনা কেবল-

---

সে কর্ম্ম করিতে জানে না। এই জন্য তাহারা নিজ নিজ কর্ম্মের অনুষ্ঠানাবসরে শুদ্ধ বলিয়াই গণিত হইবে। এইরূপ দাস ও দাসীগণ অবলীলাক্রমে যে সকল কর্ম্মের সাধন করে, সে কর্ম্ম করিতে আর কেহই সমর্থ হয় না, এই জন্য দাস এবং দাসীগণও আপন আপন কার্য্যের অনুষ্ঠান অবসরে শুচি বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে।” মূল বচনে ‘চিত্রকারাদি’ এই স্থলে যে আদি পদ আছে, তাহার দ্বারা বস্ত্রনির্ম্মলকারী ধোপা প্রভৃতিরও গ্রহণ করা হইয়াছে। শাতাতপ বলেন, “যে সকল শূদ্র পরিশ্রমের মূল্য লইয়া কর্ম্ম করে, তাহারা এবং দাস ও দাসীগণ স্নানে, শরীরের অলঙ্কারণাদি কার্য্যে এবং গৃহকর্ম্মের অনুষ্ঠানে অশুচিতাদোষে দূষিত হইবে না। স্মৃতিতে বলা হইয়াছে “গর্ভদাসগণ অর্থাৎ দাসীর গর্ভজাত দাসগণ অশুচি হইলে, স্নান করিয়াই স্পৃশ্য হয়, কিন্তু যাহারা কেবল উদরান্নের জন্য দাসত্ব করে, তাহারা অশুচি হইলে তিন দিনের পর শুদ্ধিলাভ করে। উপরে যে বৈদ্যগণের সদ্যঃশৌচের কথা বলা হইয়াছে, তাহা কেবল চিকিৎসাব্যবসায়ি-বিষয়কই বুঝিতে হইবে। এ বিষয়ে স্মৃতিপ্রমাণ যথা,—“চিকিৎসক যে কার্য্য করেন, তাহা অন্যের দ্বারা হইবার

"দাতার" আবশ্যক(প্রত্যহং) গোহিরণ্যাদিদানে প্রবৃত্তানেষাং তদ্দান এব, প্রত্যহং দানঞ্চ দাতব্যম্। "দাতব্যং প্রত্যহং পাত্রে" ইতি যাজ্ঞবল্ক্যাৎ। কাদাচিৎকদানকারিণান্তু দানে প্রবৃত্তে অশৌচং নাস্তি তাবৎ যাবৎ কর্ম্ম করোতি, হারলতা-প্যেবম্। পূর্ব্বসঙ্কল্পিতদ্রব্যদানেঽপি নাশৌচম্। তথাচ মিতাক্ষরায়াং ক্রতুঃ,-

"পূর্ব্বসঙ্কল্পিতং দ্রব্যং দীয়মানং ন দূষ্যতি।"

আদিপুরাণে,—

"নিবৃত্তে কৃচ্ছ্রহোমাদৌ ব্রাহ্মণাদিষু ভোজনে।
গৃহীতনিয়মস্যাপি ন স্যাদন্যস্য কস্যচিৎ॥

তত্তেন যস্মিন্নিতি স ভক্তদাসঃ। আবশ্যকেতি প্রত্যহমিত্যর্থঃ। আবশ্যকপ্রত্যক্ষেতি কচিৎ পাঠঃ প্রত্যক্ষং সাক্ষাদিত্যর্থঃ। তদ্দান এবেতি সদ্যঃশৌচমিতি শেষঃ। ক্রতু-মুনিবিশেষঃ। নিবৃত্তে ইত্যস্য বিবরণং সমাপ্তে ইতি। হোমাদাবিত্যস্য বিবরণং

নহে, এই জন্য স্পর্শ বিষয়ে চিকিৎসককে শুদ্ধই বিবেচনা করিতে হইবে, অর্থাৎ চিকিৎসকের অশৌচ কালে তাহাকে স্পর্শ করিলে দোষ হইবে না। উপরিউক্ত বচনে যে দাতার কথা বলা হইয়াছে, তাহার অর্থ—যাহারা প্রত্যহ নিয়মপূর্ব্বক গো এবং হিরণ্যাদি দানে প্রবৃত্ত হইয়াছে। তাহাদিগের ঐ দান কার্য্যেই কেবল শুদ্ধি বিবেচনা করিতে হইবে। যেহেতু "প্রত্যহই সৎপাত্রে দান করা কর্ত্তব্য" এই যাজ্ঞবল্ক্যের বচনানুসারে রোজ রোজ দান করা শাস্ত্রে বিহিত হইয়াছে। "যাহারা কালে-ভদ্রে বিশেষ কামনা করিয়া দান করে, তাহাদেরও দানক্রিয়ায় প্রবৃত্ত হইবার পর অশৌচের কারণ ঘটিলে, যে পর্য্যন্ত ঐ দান ক্রিয়া শেষ না হইবে, তাবৎ কাল অশৌচ দোষ হইবে না।" হারলতাতেও এইরূপ বলা হইয়াছে। অশৌচের পূর্ব্বে সংকল্পিত দ্রব্য দান বিষয়ে অশৌচ ব্যাঘাত করিবে না। এ সম্বন্ধে মিতাক্ষরায় ক্রতুর একটী এইরূপ বচন উদ্ধৃত হইয়াছে,—"পূর্ব্বসংকল্পিত বস্তুর অশৌচকালে দান করিতে কোনও ব্যাঘাত হইবে না।" আদিপুরাণে বলা হইয়াছে—প্রাজাপত্যাদি কৃচ্ছ্র ব্রতরূপ প্রায়শ্চিত্তের অনুষ্ঠান শেষ হইলে, এবং হোমাদি অর্থাৎ হোম,

নিমন্ত্রিতেষু বিপ্রেষু প্রারব্ধে শ্রাদ্ধকর্ম্মণি ।
নিমন্ত্রণাদ্ধি বিপ্রস্য স্বাধ্যায়াদ্বিরতস্য চ ।
দেহে পিতৃষু তিষ্ঠৎসু নাশৌচং বিদ্যতে ক্বচিৎ ॥

প্রাজাপত্যাদিকৃচ্ছ্রে সমাপ্তে, হোমযাগজপেষু সমাপ্তেষু, সম্পূর্ণার্থমবশ্যং ময়া ব্রাহ্মণা ভোজয়িতব্যা ইতি গৃহীতনিয়মো বা যস্তস্যাশৌচে অন্যকুলজাতানামপি ভুঞ্জানানাং দোষাভাবঃ, "কস্যচি"দিতি দাতৃভোক্ত্রোরিত্যর্থঃ। এবং প্রারব্ধে শ্রাদ্ধেঽপি কস্যচিদিত্যনেন দাতৃভোক্ত্রোরশৌচাভাব ।

তথাচ বিষ্ণুঃ,—

"ব্রতযজ্ঞবিবাহেষু শ্রাদ্ধে হোমেঽর্চ্চনে জপে ।
আরব্ধে সূতকং ন স্যাদনারব্ধে তু সূতকম্ ॥" ইতি ।

হোমজাপযাগেষ্বিতি। অন্যস্যেত্যস্য বিবরণম্ অন্যকুলজাতানামপীতি। আরব্ধে সূতকং, ন স্যাদিতি। আরম্ভো বরণং যজ্ঞে সংকল্পো ব্রতজাপয়োঃ। নান্দীশ্রাদ্ধং বিবাহাদৌ শ্রাদ্ধে পাকপরিক্রিয়েতি বচনেনারম্ভো বোধ্যঃ। জপানাং বৃন্দং জাপং পুরশ্চরণমহাভারতপাঠাদি। পাকপরিক্রিয়েতি নান্দীদর্শশ্রাদ্ধবিষয়ং, নিত্যেঃ শ্রাদ্ধস্য তু সংকল্পকার্য্যকারিত্বাৎ অনুজ্ঞাবাক্যমেবারম্ভো বোধ্যঃ। মিতাক্ষরাধৃতষট্ত্রিংশন্মুনিবচনম্,— উভাভ্যামপরিজ্ঞাতে সূতকং ন তু দোষকৃৎ। একেনাপি পরিজ্ঞাতে ভোক্তুর্দোষমুপাহরেৎ। দাতুঃ সূতকং দাতৃভোক্ত্রোরেকস্যাপি জ্ঞানে ভোক্তুরেব দোষং বহেৎ ন দাতুরিত্যর্থঃ। আদিপুরাণে,—অপি দাতৃগ্রহীত্রোশ্চ সূতকে মৃতকেঽথবা। অবিজ্ঞাতে

যাগ ও জপ সমাপ্ত হইবার পর ঐ কার্য্যগুলির সাঙ্গতা-সম্পাদনার্থ 'আমি অবশ্য ব্রাহ্মণ ভোজন করাইব,' এইরূপ নিয়মকারীর অশৌচ ঘটিলে, ব্রাহ্মণ-ভোজন কার্য্যে সে অশুচি বলিয়া গণিত হইবে না; তাহার অসগোত্র অপর কোনও ব্রাহ্মণ তাহার বাড়ী ভোজন করিলে, তাহারও অশৌচ দোষ ঘটিবে না। এবং ব্রাহ্মণগণ নিমন্ত্রিত হইবার পর শ্রাদ্ধ কর্ম্মের আরম্ভ হইলে শ্রাদ্ধ-কারীর যদি অশৌচ ঘটে, তাহা হইলে নিমন্ত্রিত হইবার পর হইতে স্বাধ্যায় হইতে বিরত ব্রাহ্মণের দেহে পিতৃগণের আবির্ভাব হওয়ায় উক্ত অশৌচান্ন ভোজনে দোষ হইবে না।" কর্ম্মারম্ভের পর অশৌচ ঘটিলে, ঐ অশৌচ যে আরব্ধ কর্ম্মের প্রতিবন্ধক হয় না, তৎসম্বন্ধে বিষ্ণুর এই বচনই প্রমাণ, যথা—

পরাশরঃ,—

"দীক্ষিতেষভিষিক্তেষু ব্রততীর্থপরেষু চ।
তপোদানপ্রসক্তেষু নাশৌচং মৃতসূতকে॥"

যজমানানাং সোমযাগাঙ্গদীক্ষণীয়েষ্টৌ কৃতায়াং দীক্ষিতত্বং ভবতি। তেন দীক্ষণীয়েষ্ট্যুত্তরকালং যজমানস্য যৎকর্ম্ম, তত্রা-শৌচং নাস্তি। অভিষিক্তেষু ক্ষত্রিয়নৃপতিষু। তীর্থং গঙ্গাদি, গুরুরিতি কশ্চিৎ।

কালমাধবীয়ে কূর্ম্মপুরাণম্,—

"কাম্যোপবাসে প্রক্রান্তে ত্বন্তরা মৃতসূতকে।

ন দোষঃ স্যাৎ শ্রাদ্ধাদিষু কথঞ্চন। বিজ্ঞাতে ভোক্তুরেব স্যাৎ প্রায়শ্চিত্তাদিকং ক্রমাৎ॥ শ্রাদ্ধাদিষু ভোজনে ইত্যর্থঃ। ভোক্তুরেবেতি উপসংহারাৎ। দাতৃভোক্ত্রোরজ্ঞয়োরেব দাতুরশৌচে অবিজ্ঞাতে ন দোষঃ, উভয়োরন্যতরস্য বিজ্ঞাতে ভোক্তুরেব দোষো ন দাতুরিত্যর্থঃ। এবঞ্চ তুল্যন্যায়াৎ দ্রব্যান্তরপ্রতিগ্রহেঽপি দাতুঃ স্বাশৌচাজ্ঞানে গ্রহীতু-রেব দোষঃ, দাতুর্জ্ঞানে তু দানবিধ্যভাবঃ স্থিত এব। এবঞ্চ প্রতিগ্রহীতুরশৌচে উভয়োরবিজ্ঞাতে ন দোষঃ, দাতুরেব বিজ্ঞাতে মোহাদ্দানে দাতুর্দোষঃ। গ্রহীতুরেব

"ব্রত, যজ্ঞ, বিবাহ, শ্রাদ্ধ, হোম, পূজা এবং জপ আরব্ধ হইবার পর যদি অশৌচ হয়, তাহা হইলে ঐ অশৌচ ঐ সকল কর্ম্মের প্রতিবন্ধক হইবে না, ঐ সকল কর্ম্মারম্ভের পূর্ব্বে অশৌচ হইলে কিন্তু ঐ অশৌচ নিবন্ধন আর ঐ সকল কর্ম্মের অনুষ্ঠান হইবে না।" পরাশর বলেন, "দীক্ষিত, অভিষিক্ত, ব্রত পরায়ণ, তীর্থবাসী, এবং তপঃ ও দানে আসক্ত ব্যক্তিদিগের কর্ম্মানুষ্ঠানের প্রতি মরণ ও জননাশৌচ প্রতিবন্ধক হইবে না।" যজমান অর্থাৎ যজ্ঞানুষ্ঠানকারিগণ সোমযাগের অঙ্গভূত দীক্ষণীয় নামক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিবার পর হইতেই দীক্ষিত হয়েন। অতএব দীক্ষণীয় যাগের পরে যজমানদিগের যদি অশৌচ হয়, সে অশৌচ তাহাদিগের অবশিষ্ট কর্ম্মের প্রতি প্রতিবন্ধক হইবে না। 'অভিষিক্ত' শব্দের অর্থ—ক্ষত্রিয় রাজা। 'তীর্থ' শব্দের অর্থ—গঙ্গাদি, কেহ কেহ বলেন গুরু। কালমাধবীয় নামক গ্রন্থে কূর্ম্মপুরাণের এইরূপ একটী বচন উদ্ধৃত হইয়াছে—"কাম্য উপবাস আরম্ভ করিবার পর, উহা সমাপ্ত হইবার মধ্যে

তত্র কাম্যব্রতং কুর্য্যাদ্দানার্চ্চনবিবর্জ্জিতম্ ॥”

তেনাত্র দানার্চ্চনং স্বয়ং বর্জ্জয়েৎ অন্যদ্বারা তু কারয়েৎ।

তথাচ মৎস্যপুরাণম্,—

“গর্ভিণী সূতিকা নক্তং কুমারী চ রজস্বলা।

যদাশুদ্ধা তদান্যেন কারয়েৎ ক্রিয়তে সদা ॥”

উপবাসাচরণে গর্ভাদিপীড়াসম্ভাবনায়াং নক্তং ভোজনং কুর্য্যাৎ।

“উপবাসেষ্বশক্তস্য তদেব ফলমিচ্ছতঃ।

অনভ্যাসেন রোগাণাং কিমিষ্টং ব্রতমুচ্যতা”মিতি নারদ-প্রশ্নানন্তরম্, ‘উপবাসেষ্বশক্তানাং নক্তং ভোজনমিষ্যতে”।

জ্ঞাতে লোভাৎ প্রতিগ্রহে গ্রহীতুরেব দোষ ইতি। এতেন জ্ঞায়মানস্যৈব অশৌচস্য কর্ম্মণাং ফলাজনকপ্রযোজকতা ন তু স্বরূপকতা ইতি দর্শিতম্। গর্ভিণীতি গর্ভিণী সূতিকা চ। উপবাসস্থলে নক্তব্রতং কুর্য্যাৎ নক্তব্রতঞ্চ দিবা ভোজনাভাব-বিশিষ্টরাত্রিভোজনং কুমারী চ, রজস্বলা সতী যদি অশুদ্ধা তদা অন্যদ্বারা পূজা-দিকং কারয়েৎ। এতদ্বচনস্য অশুদ্ধস্য অন্যদ্বারা পূজাদিকরণে তাৎপর্য্যম্ ক্রিয়তে সদেত্যস্য চ কায়িকোপবাসাদেরশুদ্ধিকালেঽপি স্বয়ং করণে তাৎপর্য্যমিতি বোধ্যম্।

যদি জনন বা মরণাশৌচ সংঘটিত হয়, তাহা হইলে দান এবং পূজা পরিত্যাগ করিয়া, কেবল কাম্য উপবাসরূপ ব্রত করিবে।” ইহাতে বুঝিতে হইবে যে, ঐরূপ অশৌচে নিজে দান বা পূজা করিবে না, কিন্তু অপরের দ্বারা দান ও পূজা করাইবে। অশুচি অবস্থায় অন্য দ্বারা যে পূজাদি কর্ম্ম করা যাইতে পারে, তদ্বিষয়ে মৎস্য পুরাণের নিম্নলিখিত বচনটীই প্রমাণ —“গর্ভিণী, সূতিকা, অর্থাৎ নূতন প্রসবকারিণী, কুমারী, এবং রজস্বলা ইহারা উপবাসে অশক্ত হইলে নক্ত অর্থাৎ রাত্রিভোজনরূপ ব্রত করিবে, এবং ইহাদের অশুদ্ধাবস্থায় পূজাদি কার্য্য অপরের দ্বারায় করাইবে, কিন্তু কি শুদ্ধ অবস্থা কি অশুদ্ধ অবস্থা, সকল অবস্থাতেই সমর্থ হইলে কায়িক উপবাসাদি নিজেই করিবে, উপবাসাদি দ্বারা গর্ভাদির পীড়ার সম্ভাবনা থাকায় নক্তভোজন করিবে। “উপবাসে অসমর্থ ব্যক্তির পক্ষে নক্ত ব্রতের বিধানের প্রতি কারণ, ঐ মৎস্য পুরাণের উক্ত প্রকরণে

ইতি মৎস্যপুরাণ এব ঈশ্বরপ্রতিবচনাৎ। স্বয়মশুদ্ধা শুদ্ধদ্বারা পূজাদিকং কারয়েৎ, কায়িকমুপবাসাদি সদা শুদ্ধাশুদ্ধিকালে স্বয়ং ক্রিয়তে স্মৃতিপরিভাষায়ামপ্যেবম্। বিষ্ণুঃ,—

"বহুকালিকসঙ্কল্পো গৃহীতশ্চ পুরা যদি।
সূতকে মৃতকে চৈব ব্রতং তন্নৈব দুষ্যতি॥"

এতৎ কাম্যব্রতপরম্। নিত্যানাং ত্বারব্ধানাং বা অবিশেষেণ কর্ত্তব্যতা ॥ ৬৭ ॥

নাশৌচমিত্যনুবৃত্তৌ ব্রহ্মপুরাণ,—

নৈষ্ঠিকস্যাপি বাল্যস্য ভিক্ষার্থং প্রস্থিতস্য চ ”

গর্ভবতীতি আদিনা সূতিকায়া বালকপরিগ্রহঃ। তদেব কল্পম্ উপবাসজন্যমেব ফলম্। রোগাণামনভ্যাসেন পুনঃপুনরসহিষ্ণুতয়া, তথাচ উপবাসে সতি রোগবৃদ্ধিরিতি ভাবঃ। স্মৃতিপরিভাষায়াং গ্রন্থবিশেষে নিত্যানাম্বিতি নিত্যব্রতস্য বিষ্ণুবোৎসর্গাদিকালে মৌনাদিব্রতম্ একাদশ্যাদিব্রতঞ্চ ॥ ৬৭ ॥

প্রথমে নারদ জিজ্ঞাসা করিলেন, "যে ব্যক্তি উপবাসে অশক্ত হইবে, অথচ উপবাস করিলে যে ফললাভ হয়, সেই ফললাভের ইচ্ছা করিবে, অন্যদিকে উপবাসজনিত রোগের যন্ত্রণা সহ্য করিতেও অসমর্থ হইবে, এরূপ ব্যক্তির পক্ষে কিরূপ কার্য্য করিলে ইষ্ট ফল লাভ হয়?" নারদের এই প্রশ্নের উত্তরে ভগবান্ উত্তর করিয়াছেন "উপবাসে অসমর্থদিগের পক্ষে নক্ত ভোজনই ইষ্টফলপ্রদ," উক্ত অবস্থাপন্ন স্ত্রীগণ স্বয়ং যৎকালে অশুদ্ধ অবস্থায় থাকিবে তৎকালে শুদ্ধ ব্যক্তির দ্বারা পূজাদি করাইবে, কিন্তু কায়িক উপবাসাদি কি শুদ্ধ অবস্থায়, কি অশুদ্ধ অবস্থায়, সকল অবস্থায় সমর্থ হইলে নিজেই করিবে। পূর্ব্বে সংকল্পপূর্ব্বক ব্রত গ্রহণ করিবার পর অশৌচ হইলে, অশৌচে ঐ ব্রতের প্রতিবন্ধক হইবে না, তদ্বিষয়ে স্মৃতিপরিভাষা নামক গ্রন্থে বিষ্ণুর এইরূপ একটী বচন উদ্ধৃত হইয়াছে—"যদি পূর্ব্বে দীর্ঘকালব্যাপী ব্রতের সংকল্প অনুষ্ঠিত হয়, তাহা হইলে ঐ ব্রতানুষ্ঠানের মধ্যে জনন বা মরণাশৌচ ঘটিলে উহারা, ঐ ব্রতকে দূষিত করিবে না।" এই বচনটীকে কাম্যব্রত বিষয়কই বুঝিতে হইবে। কেননা নিত্য ব্রত এবং আরব্ধ ব্রতাদি অশৌচের মধ্যেও যে সমানভাবে কর্ত্তব্য, তাহা শাস্ত্রে প্রতিপাদিত হইয়াছে ॥ ৬৭ ॥

নৈষ্ঠিকস্য ব্রহ্মচারিবিশেষস্য, অন্যস্য চতুর্থাশ্রমিণঃ। অশৌচিভিক্ষাগ্রহণে দোষাভাব ইতি হারলতাদয়ঃ। কৌর্ম্মে,—

"সদ্যঃশৌচং সমাখ্যাতং দুর্ভিক্ষে চাপ্যুপদ্রবে।
ডিম্বাহবহতানাঞ্চ বিদ্যুতা পার্থিবৈর্দ্বিজৈঃ॥
সদ্যঃশৌচং সমাখ্যাতং শাপাদিমরণে তথা।"

উপদ্রবে রাজবিপ্লবে, ঔপসর্গিকাত্যন্তমরকপীড়নে চ। তথাচ পরাশরঃ,—

"উপসর্গমৃতে চৈব সদ্যঃশৌচং বিধীয়তে।" অতএব "আপদ্যপি চ কষ্টায়াং সদ্যঃশৌচং বিধীয়তে।" ইতি যাজ্ঞবল্ক্যবচনে অনিরুদ্ধভট্টশূলপাণিপ্রভৃতিভিরৌপসর্গিকাত্যন্তমরকপীড়ায়াং সদ্যঃশৌচমিত্যুক্তম্। উপসর্গশ্চ ত্রিবিধোৎপাতঃ।

ব্রহ্মচারিবিশেষস্যেতি, ব্রহ্মচারী দ্বিবিধঃ নৈষ্ঠিক উপকুর্ব্বাণশ্চ; নিষ্ঠা নাশঃ তৎপর্য্যন্তং যাবজ্জীবং ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে নৈষ্ঠিকঃ। নিষ্ঠা বিপত্তিনাশেষ্বন্তা ইত্যমরঃ। যস্তু কিয়ৎকালং ব্রহ্মচর্য্যং কৃত্বা সমাবর্ত্তনানন্তরং বিবহতি স উপকুর্ব্বাণঃ চতুর্থাশ্রমিণঃ সন্ন্যাসিনঃ।

ইহার অনুবৃত্তিতে ব্রহ্মপুরাণে বলা হইয়াছে—"ভিক্ষার্থ প্রস্থানকারী নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী এবং অপর ব্যক্তিরও অশৌচ প্রতিবন্ধক হইবে না।" মূল বচনে যে অপর ব্যক্তির বলা হইয়াছে, উহা দ্বারা 'চতুর্থাশ্রমী' অর্থাৎ ভিক্ষুকাশ্রমীরই গ্রহণ করা হইয়াছে। এই বচন অনুসারে, হারলতাদি নিবন্ধকার "অশৌচ অবস্থায় ভিক্ষা গ্রহণে দোষ হয় না," এইরূপ মীমাংসা করিয়াছেন। কূর্ম্মপুরাণে বলা হইয়াছে—"দুর্ভিক্ষ সময়ে, অথবা দেশ কোনওরূপ উপদ্রবগ্রস্ত হইলে, অস্ত্রবিশেষের আঘাতে, যুদ্ধে, বজ্রাঘাতে, রাজদণ্ডে এবং ব্রাহ্মণ দ্বারা নিহত ব্যক্তির মৃত্যুতে সদ্যঃশৌচ গ্রহণ করিবে, শাপাদি দ্বারা মৃত্যুতেও সদ্যঃশৌচ গ্রহণ করিবে।" মূলবচনে যে "উপদ্রব" শব্দ আছে তাহার অর্থ—রাজবিপ্লব, এবং উপসর্গসম্ভূত অত্যন্ত মরকের উৎপীড়ন। কারণ "উপসর্গ নিবন্ধন মৃত্যু হইলে সদ্যঃশৌচ হয়" এইরূপ একটী পরাশরের বচন দৃষ্ট হয়। এই জন্যই "অতি কষ্টকর আপদ্ নিবন্ধন মৃত্যুতেও সদ্যঃশৌচ হইবে" এই যাজ্ঞবল্ক্য-

তথাচ গর্গসংহিতাবার্হস্পত্যয়োঃ,—

"অতিলোভাদসত্যাদ্বা নাস্তিক্যাদ্বাপ্যধর্ম্মতঃ।
নরাপচারান্নিয়তমুপসর্গঃ প্রবর্ত্ততে॥
ততোপচারান্নিহতমপবর্জ্জন্তি দেবতাঃ।
তাঃ সৃজন্ত্যদ্ভুতাংস্তাবৎ দিব্যনাভসভূমিজান্॥
ত এব ত্রিবিধা লোকে উৎপাতা দেবনির্ম্মিতাঃ।
বিচরন্তি বিনাশায় রূপৈঃ সম্ভাবয়ন্তি চ॥" যদ্য"প্যুপসর্গঃ স্মৃতো রোগভেদোপপ্লবয়োরপী"তি বিশ্বকোষাদুপসর্গস্য উভয়বাচকত্বং, তথাপি অত্র মুনিপ্রযুক্তত্বেনান্তরঙ্গত্বাৎ ত্রিবিধোৎ-

নরাপচারাদিতি অতিলোভাদিরূপনরাপচারাদিত্যর্থঃ। অপবর্জ্জন্তি বিরক্তা ভবন্তি, তা দেবতাঃ। দিব্যেতি বার্হস্পত্যে,—"গন্ধর্ব্বানুকেতুনক্ষত্রগ্রহতারার্কচন্দ্রজম্। দিবি চোৎপাতং বদন্তি তদ্দিব্যমিতি ভাষিতম্॥ বাতাভ্রসন্ধ্যাদিগ্দাহপরিবেশাদয়স্তথা। যদন্তরীক্ষং জাতং তদান্তরীক্ষং প্রচক্ষতে॥ ভূমাবুৎপাতে যত্তু স্থাবরে জঙ্গমেঽপি চ। তদৈকদেশিকং ভৌমং ভূমিবান্ববিক্রিয়া" ইত্যাদি। তে দিব্যনাভসভূমিজাঃ। সম্ভাবয়ন্তি আত্মানং প্রকাশয়ন্তি। রোগভেদো বসন্তরোগঃ। অত্র উপসর্গমৃতে চৈব

বচনের ব্যাখ্যাবসরে অনিরুদ্ধ ভট্ট, এবং শূলপাণি প্রভৃতি কষ্টকর আপদ্ শব্দের অর্থ—উপসর্গসম্ভূত অত্যন্ত মরকের উৎপীড়ন; এইরূপই করিয়াছেন। 'উপসর্গ' শব্দের অর্থ—ত্রিবিধ উৎপাত; গর্গসংহিতা এবং বৃহস্পতি সংহিতাতে উপসর্গের অর্থ এইরূপই করা হইয়াছে, যথা—"অতি লোভবশতই হউক, অসত্য পথ অবলম্বন করাতেই হউক, নাস্তিক্য বশতই হউক, বা অধর্ম্ম বশতই হউক, মনুষ্য কর্ত্তৃক মদ্যপানাদি নানারূপ ধর্ম্মবিরুদ্ধ আচারের প্রাবল্যেরই প্রবর্ত্তনে উপসর্গের প্রবৃত্তি হয়। এইরূপ নিন্দনীয়াচারে আসক্ত ব্যক্তিদিগের দেবতাগণ ত্যাগ করেন, অর্থাৎ তাহাদের প্রতি অনুগ্রহ করেন না; প্রত্যুত তাহাদিগকে দণ্ড দিবার জন্য আধিদৈবিক, আন্তরীক্ষ, এবং ভৌম এই ত্রিবিধ অদ্ভুতের সৃষ্টি করেন। ঐ ত্রিবিধ অদ্ভুতই ত্রিবিধ উৎপাতরূপে লোকের বিনাশার্থ বিচরণ করে, এবং ভীষণ মূর্ত্তিতে আপনাদিগকে প্রকাশ করে।" যদ্যপি বিশ্বকোষে 'উপসর্গ' শব্দের রোগভেদ, এবং উপপ্লব, এই

পাতাখ্যকোপসর্গো গৃহ্যতে, ন তু রোগবিশেষাত্মক ইতি। এতে"নোপসৃজন্তী"তি ব্যুৎপত্ত্যা দেহাভ্যন্তর এব যাবদ্বর্ত্ততে, তাবৎকাল মরণ এব সদ্যঃশৌচম্। বহির্ভাবে চ ব্রণ-পরম্পরয়া মরণে সতি স্বজাত্যুক্তমেবেতি। "ত্র্যহ"মিতি দর্পণ-স্মৃতিসার-প্রদীপা" ইতি বাচস্পতিমিশ্রোক্তং হেয়ম্। দ্বিজৈ-ব্রাহ্মণৈঃ "শাপাদী"ত্যাদিশব্দেনাভিচারো গৃহ্যতে॥ ৬৮॥

সদ্যঃশৌচং বিধীয়তে ইত্যন্বয়। মুনিপ্রযুক্তত্বেন মরাপচারান্নিয়তমুপসর্গঃ প্রবর্ত্ততে ইতি মুনিপ্রযুক্তত্বেন। এতেন মুনিপ্রযুক্তত্বেনেত্যাদ্যুক্তহেতুনা। অস্য চ হেয়মিত্যনেনান্বয়ঃ। উপসৃজন্তীতি উপ সমীপ এব অভ্যন্তর এব স্থিত্বা মৃত্যুং সৃজন্তি ন তু বহির্ভূয় ইত্যর্থঃ। স্বজাত্যুক্তাশৌচমেবেতি বাচস্পতিমিশ্রস্য মতং স্বিজমতং মিশ্রেণ লিখিতম্। দর্পণাদি-মতমাহ দর্পণেত্যাদি। দ্বিজৈর্ব্রাহ্মণৈরিতি যে চ বৈ ব্রাহ্মণৈর্হতা ইত্যস্য সমানার্থকম্। পার্থিবৈরিতি তু বধার্হাপরাধ হতবিষয়ং বোধ্যম্। শাপেতি ব্রাহ্মণস্যাস্য বা শাপাদিমৃতবিষয়ং বোধ্যম্॥ ৬৮॥

দুইরূপ অর্থই লিখিত হইয়াছে, তথাপি এস্থলে মুনি নিজগ্রন্থে উপসর্গের যখন ত্রিবিধ উৎপাতরূপ পরিভাষা করিয়াছেন, তখন মুনিবাক্যকেই প্রবল বলিয়া গণ্য করা উচিত। এই জন্য এস্থলে আমরা উপসর্গের ত্রিবিধ উৎপাতরূপ অর্থই গ্রহণ করিলাম। রোগবিশেষরূপ অর্থকে এস্থলে সঙ্গত বলিয়া বিবেচনা করিলাম না। উপরে উপসর্গ শব্দের যেরূপ অর্থ গ্রাহ্য বলিয়া সিদ্ধান্ত করা হইল, তাহাতে বাচস্পতিমিশ্র বলিয়াছেন যে, "রোগবিশেষের উৎপত্তি কারণ যৎকালে দেহের মধ্যে অব্যক্ত হইয়া থাকে, তদবস্থায় মৃত্যু হইলে সদ্যঃশৌচ হইবে, যেহেতু উপ পূর্ব্বক সৃজ্ ধাতুর উত্তর কর্ত্তৃবাচ্যে অচ্ প্রত্যয় করিয়া উপসর্গ এই পদটী সিদ্ধ হওয়ায় উহার ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থ—যাহা রোগের উৎপাদন করে। কিন্তু ঐ রোগের কারণ সকল ব্রণাদিরূপে পরিণত হইয়া যদি বাহিরে প্রকাশ পায়, তদবস্থায় মৃত্যুতে স্ব স্ব জাত্যুক্ত অশৌচ হইবে। অন্যদিকে দর্পণ, স্মৃতিসার, এবং প্রদীপ নামক গ্রন্থে ব্রণাদিরূপে বহির্ভূত রোগকারণে মৃত্যুতে ত্রিরাত্র অশৌচের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।" বাচস্পতি মিশ্রের এই উক্তিও হেয় হইল॥ ৬৮॥

ব্রহ্মকূর্ম্মপুরাণাভ্যাং যদ্‌ব্রাহ্মণহতস্যাশৌচাভাব উক্তঃ, স বুদ্ধিপূর্ব্বক হননে বোদ্ধব্যঃ। প্রমাদমৃতে ত্বশৌচমস্ত্যেব, অন্যথা মরীচিবচনং নির্ব্বিষয়ং স্যাৎ। যথা,—

"বিষশস্ত্রশ্বাপদাহিতির্য্যগ্‌ব্রাহ্মণঘাতিনাম।
চতুর্দ্দশ্যাং ক্রিয়া কার্য্যা চান্যেষান্তু বিগর্হিতা।"

বিষাদিসাহচর্য্যাদ্‌ব্রাহ্মণকর্তৃকঘাতো যস্যাস্তীতি প্রতীয়তে। যচ্চাত্র "যে চ বৈ ব্রাহ্মণৈর্হতা" ইতি ব্রহ্মপুরাণীয়ং

ব্রহ্মকূর্ম্মপুরাণাভ্যামিতি। ব্রহ্মদণ্ডহতা যে চ যে চ বৈ ব্রাহ্মণৈর্হতা ইতি ব্রহ্মপুরাণম্, ডিম্বাহবহতানাঞ্চ বিদ্যুতা পার্থিবৈর্দ্বিজৈরিতি কূর্ম্মপুরাণং, তাভ্যামিত্যর্থঃ। ননু ব্রাহ্মণঘাতিনামিত্যত্র ব্রাহ্মণকর্ম্মকঘাতঃ কথং নোচ্যতে তত্রাহ বিষাদীতি। তথাহি প্রাণবিয়োগফলকব্যাপাররূপস্য হননস্য বিষাদিকর্ম্মকত্বাসম্ভবাৎ বিষাদিকর্তৃকত্বমেব বাচ্যম্, তৎসাহচর্য্যাচ্চ ব্রাহ্মণঘাতোঽপি ব্রাহ্মণকর্তৃক এব ঘাতো বাচ্য ইতি ভাবঃ। সাহচর্য্যমত্রৈকবচনোপাত্তত্বম্। অত্র ঘাতস্য ব্রাহ্মণকর্তৃকত্বে বিষাদিসাহচর্য্যম্ হেতুত্বেন স্বয়মু-

ব্রহ্মপুরাণ এবং কূর্ম্মপুরাণে ব্রাহ্মণ কর্তৃক নিহত ব্যক্তির যে অশৌচাভাব উক্ত হইয়াছে, উহা জ্ঞানপূর্ব্বক হননেতেই বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ, ব্রাহ্মণ জানিয়া শুনিয়া যদি কাহাকেও মারে, তাহালেই সেইরূপে মৃত ব্যক্তির অশৌচ হইবে না। কিন্তু প্রমাদ অর্থাৎ অনবধানতা হেতু যদি কেহ ব্রাহ্মণ কর্তৃক নিহত হয়, তাহা হইলে অশৌচ অবশ্য হইবে। একথা না বলিলে, মরীচির বচনের প্রয়োগ বিষয় আর কিছুই থাকে না, অর্থাৎ কোন্ স্থলে যে মরীচির বচন গ্রহণ করিতে হইবে, সেইরূপ স্থল দৃষ্ট না হওয়ায়, উহা এক প্রকার ব্যর্থ হইয়া পড়ে। মরীচির ঐ বচনটী যথা,—"বিষ, অস্ত্র, হিংস্রজন্তু, সর্প, তির্য্যক্‌জাতি এবং ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক আহত ব্যক্তিদিগের চতুর্দ্দশীতেই ক্রিয়া করিবে, এতদ্ভিন্ন অপর কারণে—প্রমাদ-মৃতদিগের অন্ত্যেষ্টি কার্য্য শাস্ত্রবিগর্হিত।" ব্রহ্মঘাতী শব্দের সচরাচর 'ব্রাহ্মণ-ঘাতক' এইরূপ অর্থ ই প্রযুক্ত হয়; কিন্তু এস্থলে বিষাদির সাহচর্য্যবশতঃ "ব্রাহ্মণ-কর্তৃক ঘাত যাহার উপর হইয়াছে" এইরূপ অর্থই প্রতীত হইতেছে। শ্রাদ্ধ-বিবেককার যে ব্রাহ্মণঘাতী শব্দের, ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক নিহত—এইরূপ অর্থের প্রতি সাধকরূপে পূর্ব্বোক্ত ব্রহ্মপুরাণীয় বচনের "যাহারা ব্রাহ্মণ কর্তৃক হত হইয়াছে" এই অংশটুকুর উপন্যাস করিয়াছেন, তাহা কিন্তু চিন্তনীয়, অর্থাৎ

সাধকত্বেনোপন্যস্তং শ্রাদ্ধবিবেকে, তাচ্চয়ুক্তং, "মহাপাতকিনো যে চ পতিতাস্তে" উদাহৃতাঃ" ইত্যুত্তরার্দ্ধেন পাতিত্যমভিধায় তেষাং শ্রাদ্ধনিষেধাৎ। জাবালঃ,—

"দুর্ভিক্ষে রাষ্ট্রসম্পাতে শস্ত্রগোব্রহ্মঘাতিতে।

পতিতেঽনশনপ্রেতে বিদেশস্থে শিশৌ ন চ ॥" নাশৌচমিত্যর্থঃ ॥ ৬৯ ॥

অথ শবানুগমনাদ্যশৌচম্।

কূর্ম্মপুরাণং,—

"প্রেতীভূতং দ্বিজং বিপ্রো যোঽনুগচ্ছতি কামতঃ।

স্নাত্বা সচেলং স্পৃষ্ট্বাগ্নিং ঘৃতং প্রাশ্য বিশুধ্যতি ॥

পন্যস্তম্। শ্রাদ্ধবিবেকস্তাতু যে চ বৈ ব্রাহ্মণৈর্হতা ইতি ব্রহ্মপুরাণীয়ম্ একবাক্যতয়া সাধকত্বেনোপন্যস্তং, তদ্দূষয়তি বচেতি। অত্র ঘাতস্য ব্রাহ্মণকর্ত্তৃকত্বে। বিদেশস্থ ইতি স্বাশৌচকালমধ্যেঽনিশ্চিতমরণকে শিশৌরিত্যর্থঃ। তথা শিশোর্ম্মরণেঽশৌচকালোত্তরং শ্রুতে সতি নাশৌচমিতি ভাবঃ। যদ্বা বিদেশস্থেঽতিক্রান্তে খণ্ডাশৌচে, শিশৌ অজাতদন্তে ইতি দ্বয়ম্ ॥ ৬৯ ॥

অনুগচ্ছতীত্যত্রানুঃ সহার্থঃ। কচিচ্চ পুস্তকে এতাদৃশপাঠ এব তিষ্ঠতি। তথাচ

ব্রহ্মপুরাণের বচনের উপন্যাস করা ঠিক হয় নাই; কারণ ঐ ব্রহ্মপুরাণীয় বচনের উত্তরার্দ্ধেই "যে সকল ব্যক্তি মহাপাতকী তাহারাও পতিত বলিয়া উদাহৃত হয়," এইরূপ কথন দ্বারা ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক নিহত ব্যক্তিদিগের পাতিত্য নির্দ্দেশ করায় তাহাদিগের শ্রাদ্ধ ত আপনা হইতেই নিষিদ্ধ হইয়াছে। জাবাল বলেন "দুর্ভিক্ষ, রাষ্ট্রবিপ্লবে, শস্ত্র, গো এবং ব্রাহ্মণের আঘাতে, পতিত অবস্থায়, প্রায়-উপবেশনে বিদেশে, শিশুকালে এবং উপবাসাবস্থায় মৃত্যুতে (অশৌচ হইবে) না।" ৬৯ ॥

শবানুগমনাশৌচ।

এক্ষণে শবের পশ্চাৎ গমনাদিতে কিরূপ অশৌচ হইবে। তাহার বিচার করা হইতেছে।

কূর্ম্মপুরাণে বলা হইয়াছে—"যদি কোনও ব্রাহ্মণ ইচ্ছাপূর্ব্বক মৃত দ্বিজ শবের অনুগমন করে (দাহস্থান অবধি পিছনে পিছনে যায়), তাহা হইলে, তাহার

একাহাৎ ক্ষত্রিয়ে শুদ্ধির্বৈশ্যে চ স্যাৎ দ্ব্যহেন তু।
শূদ্রে দিনত্রয়ং প্রোক্তং প্রাণায়ামশতং পুনঃ॥"

এতচ্চ ঘৃতপ্রাশনং শুদ্ধিহেতুত্বাৎ নিয়মপরম্, ন তু প্রায়শ্চিত্তবদন্যভোজনাভাবপরম্। তত্র তপস্ত্বাৎ যথা। যত্তু যাজ্ঞবল্ক্যবচনম্—

"ব্রাহ্মণেনানুগন্তব্যো ন তু শূদ্রঃ কথঞ্চন।

ব্রাহ্মণস্য ত্রাম্বতো! ব্রাহ্মণশবানুগমনে সচেলস্নানাগ্নিস্পর্শঘৃতপ্রাশনৈঃ শুদ্ধিঃ, ক্ষত্রিয়শবস্যৈকাহেন, বৈশ্যশবস্য দ্ব্যহেন, শূদ্রশবস্য ত্র্যহেণ, প্রাণায়ামশতেন চেতি ব্যবস্থা। নিয়মপরমিতি তথাচ ঘৃতং প্রাশ্য বিশুধ্যতীতি বচনং ঘৃতং প্রাশ্যৈব বিশুধ্যতীতি নিয়মপরং, ন তু ঘৃতমেব প্রাশ্য বিশুধ্যতীতি পরিসংখ্যাপরম্। ঘৃতমেব প্রাশ্যেতি চ ঘৃতাতিরিক্তমপ্রাশ্যেত্যর্থকতয়া ঘৃতেতরভোজনাভাবপরমিতি মন্তব্যম্। প্রায়শ্চিত্তবদিতি তু ব্যতিরেকে দৃষ্টান্তঃ। তত্র প্রায়শ্চিত্তস্থলে। তপস্ত্বাৎ বৈধক্লেশজনকত্বাৎ। তথা ইতরভোজনাভাবপরত্বম্। ননু শূদ্রশবানুগমনে ত্র্যহেণ চেৎ শুদ্ধিস্তর্হি

গাত্রে শবানুগমন সময়ে যে সকল বস্ত্র থাকিবে, ঐ সমুদয় বস্ত্রের সহিত স্নান করিয়া, পরে অগ্নিস্পর্শ, এবং ঘৃতাহার করিয়া শুদ্ধ হইবে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়জাতীয় শবের অনুগমন করিলে একাহের পর শুদ্ধিলাভ করিবে, বৈশ্যজাতীয় শবের অনুগমনে দুই দিনের পর, এবং শূদ্রজাতীয় শবের অনুগমনে তিন দিনের পর শুদ্ধিলাভ করিবে এবং প্রত্যেকের জন্য স্ব স্ব অশৌচের পর একশত প্রাণায়াম করিতে হইবে"। উপরে যে ঘৃতাহারের কথা বলা হইল, তাহা শুদ্ধির জন্য অবশ্য নিয়মপূর্ব্বক খাইতে হইবে। উহা দ্বারা প্রায়শ্চিত্তের পূর্ব্বদিন যেমন উপবাসে অসমর্থ ব্যক্তির পক্ষে আর কিছু না খাইয়া কেবলমাত্র ঘৃত খাইবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে, সেরূপ করা হয় নাই; কারণ প্রায়শ্চিত্ত তপস্যার স্বরূপ, উহাতে উপবাস করাই প্রধান কর্ত্তব্য, কাজেই সেস্থলে ঘৃত ভিন্ন কোনরূপ অনুকল্পের বিধান করা হয় নাই, ঘৃত ভক্ষণই সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বিহিত হইয়াছে। অপর বস্তুর আহারে দোষ হইতে পারে, কিন্তু এস্থলে শুদ্ধি লাভ করাই প্রধান উদ্দেশ্য, কাজেই ঘৃতাহারপূর্ব্বক শুদ্ধিলাভ করিয়া অপর বস্তুর ভোজনে কোনও দোষ হইবে না। আর একটী কথা, আমরা যে যাজ্ঞবল্ক্যের একটী বচন দেখিতে পাই—"ব্রাহ্মণ কখনও শূদ্রজাতীয়

অনুগম্যাম্ভসি স্নাত্বা হ্যগ্নিস্পৃক্ ঘৃতভুক্ শুচিঃ ॥”

তৎপ্রমাদাদনুগমনে, “কথঞ্চনে”ত্যভিধানাৎ। অম্ভসি ন তুদ্ধৃতোদকে। মনুঃ,—

“নারং স্পৃষ্ট্বাস্থি সস্নেহং স্নাত্বা বিপ্রো বিশুধ্যতি।
আচম্যৈব তু নিঃস্নেহং গামালভ্যার্কমীক্ষ্য বা ॥”

আলভ্য স্পৃষ্ট্বা। ইদমজ্ঞানতঃ, জ্ঞানতোঽত্যন্তাভ্যাসে তু বশিষ্ঠঃ,—

স্নানাগ্নিস্পর্শঘৃতপ্রাশনৈঃ শুদ্ধিবিধায়কেন যাজ্ঞবল্ক্যবচনেন সহ বিরোধস্তত্রাহ যত্ত্বিতি। প্রমাদাদিতি, তথাচ কামতঃ শূদ্রশবানুগমনে ত্র্যহাদিনা শুদ্ধিঃ, অকামতস্তু স্নানাদিনা ইতি ন বিরোধ ইতি ভাবঃ। নারং নরসম্বন্ধি। বিপ্র ইতি বর্ণমাত্রোপলক্ষণম্, অতঃ ক্ষত্রিয়াদেরপি এতাদৃশী ব্যবস্থা। স্নাত্বা বিপ্রো বিশুধ্যতীত্যত্র সচেলো জলমাবিশেদিতি পাঠঃ ক্বচিৎ। আলভ্য স্পৃষ্ট্বেতি বিশুধ্যতীত্যর্থঃ। অগ্নিস্পর্শ-

শবের অনুগমন করিবে না, যদি অনুগমন করে, তাহা হইলে জলাশয়ে স্নান করিয়া অগ্নিস্পর্শ এবং ঘৃতাহারপূর্ব্বক শুচি হইবে।” এ বচনের শূদ্র শবানুগমনকারী ব্রাহ্মণের শুদ্ধির যে ব্যবস্থা করা হইয়াছে, উহা ইচ্ছাপূর্ব্বক অনুগমনের স্থলে নহে। যদি কোনও ব্রাহ্মণ অনবধান বশতঃ শূদ্রশবের অনুগমন করেই যে, সে উক্ত প্রকারে শুদ্ধিলাভ করিবে, ইহাই বুঝাইতেছে। কেননা, ঐ বচনের প্রথমেই ‘ব্রাহ্মণ কখনও শূদ্র শবের অনুগমন করিবে না’ এই বাক্য দ্বারা শূদ্রশবের অনুগমন ব্রাহ্মণের পক্ষে একেবারেই নিষিদ্ধ হইয়াছে: এবং বচনে ‘অম্ভসি’ (জলে) এইরূপ অধিকরণ বাচক পদের প্রয়োগ থাকায় কোনও প্রশস্ত জলাশয়ে ডুব দিয়া যে, স্নান করিতে হইবে, ইহাই বুঝাইতেছে। সুতরাং কলসী প্রভৃতিতে জল উঠাইয়া মাথায় ঢেলে স্নান করিলে শুদ্ধিলাভ হইবে না। মনু বলিয়াছেন “ব্রাহ্মণ যদি মনুষ্যের কাঁচা হাড় স্পর্শ করে, তাহা হইলে স্নান করিয়া শুদ্ধ হইবে, কিন্তু শুষ্ক হাড় স্পর্শ করিলে আচমনপূর্ব্বক গোদেহ স্পর্শ বা সূর্য্য দর্শন করিয়াই শুদ্ধিলাভ করিবে।” এই যে অস্থি-স্পর্শের কথা বলা হইল, ইহা অজ্ঞান বশতঃ অর্থাৎ হঠাৎ অস্থিস্পর্শ স্থলেই বুঝিতে হইবে। কেননা জ্ঞানপূর্ব্বক কিম্বা বারম্বার অস্থি স্পর্শস্থলে বশিষ্ঠ

"মনুষ্যাস্থি সস্নেহং স্পৃষ্ট্বা ত্রিরাত্রমশৌচং অস্নেহে ত্বহোরাত্র"মিতি প্রায়শ্চিত্তবিবেকঃ। মিতাক্ষরায়ান্তু মনুবচনং দ্বিজাত্যস্থিপরম্, অন্যত্র তু বশিষ্ঠোক্তমিত্যুক্তম্ ॥ ৭০ ॥

পৈঠীনসিঃ,—

"অসম্বন্ধিনো দ্বিজান্ বহিত্বা দহিত্বা সদ্যঃশৌচং সম্বন্ধে তু ত্রিরাত্র"মিতি "সম্বন্ধে" ইত্যুক্তে মাতুলাদৌ।

বিষয়ে প্রায়শ্চিত্তবিবেককৃন্মতমুক্ত্বা মিতাক্ষরাকৃন্মতমাহ মিতাক্ষরায়ান্ত্বিতি। মনুবচনং নারং স্পৃষ্ট্বেত্যাদিবচনং, দ্বিজাত্যস্থিপরম্ ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বৈশ্যাস্থিপরম্, অন্যত্র শূদ্রাস্থিস্পর্শে বশিষ্ঠোক্তং মনুষ্যাস্থ্যাদিকম্। তথাচ শূলপাণিমতে মনুষ্যমাত্রাস্থিস্পর্শে মনূক্তম্ অভ্যাসে তু বশিষ্ঠোক্তম্; মিতাক্ষরাকৃন্মতে তু দ্বিজাত্যস্থিস্পর্শে মনূক্তং, শূদ্রাস্থিস্পর্শে তু স্নিগ্ধে ত্রিরাত্রম্, অস্নিগ্ধে একরাত্রম্ ইত্যর্থঃ। কেচিত্তু বিপ্রো বিশুধ্যতীত্যুপাদানাৎ মনুবচনং বিপ্রকর্ত্তৃকস্পর্শপরং, বশিষ্ঠবচনন্তু বিপ্রেতরকর্ত্তৃকস্পর্শপরমিতি বদন্তি। শুদ্ধি-কৌমুদ্যান্তু বশিষ্ঠঃ,—মানুষাস্থি স্নিগ্ধং স্পৃষ্ট্বা ত্রিরাত্রমশৌচম্ অস্নিগ্ধে ত্বেকরাত্রম্। এতচ্চাপকৃষ্টজাতীয়াস্থিস্পর্শবিষয়ম্। সজাতীয়স্য উৎকৃষ্টজাতীয়স্য অস্থিস্পর্শে মনুঃ,— নারং স্পৃষ্ট্বাস্থি সস্নেহং স্নাত্বা বিপ্রো বিশুধ্যতি। আচম্যৈব তু নিঃস্নেহং গামালভ্যার্কমীক্ষ্য বা ইতি লিখিতম্ ॥ ৭০ ॥

অসম্বন্ধিন ইতি যাদৃশসম্বন্ধেঽশৌচমুক্তং তাদৃশসম্বন্ধরহিতানিত্যর্থঃ। সম্বন্ধেঽশৌচ-প্রযোজকসম্বন্ধে; তাদৃশসম্বন্ধশ্চ মাতুলত্বাদিরূপঃ, মাতুলত্বাদিকঞ্চ স্বমাতামহজন্যত্ব-

---

এইরূপ ব্যবস্থা করিয়াছেন,—"মনুষ্যের কাঁচা হাড় স্পর্শ করিলে ত্রিরাত্র অশৌচ হইবে। শুক্‌নো হাড় স্পর্শ করিলে অহোরাত্র মাত্র অশৌচ হইবে।" বশিষ্ঠের এই বচনটী প্রায়শ্চিত্তবিবেকে উদ্ধৃত হইয়াছে। মিতা-ক্ষরার কিন্তু এইরূপ ব্যবস্থা করা হইয়াছে যে, 'মনুর বচনটীকে ব্রাহ্মণের অস্থি স্পর্শ বিষয়কই বুঝিতে হইবে', অর্থাৎ জ্ঞানপূর্ব্বকই হউক, বা অজ্ঞান-পূর্ব্বকই হউক, দ্বিজাতির অস্থি স্পর্শেই মনুর কথিত নিয়ম অনুসারে শুদ্ধি-লাভ হইবে এবং বশিষ্ঠের বচনটীকে অপরজাতীয় মনুষ্যের অস্থিস্পর্শে শুদ্ধি বিধায়করূপে বুঝিতে হইবে ॥ ৭০ ॥

পৈঠীনসি বলিয়াছেন—"যে সকল ব্রাহ্মণের সহিত কোনও প্রকার সাপিণ্ড্যাদি সম্বন্ধ নাই, এইরূপ ব্রাহ্মণের দহন, ও বহন করিলে সদ্যঃশৌচ হইবে, এবং সম্বন্ধবিশিষ্ট ব্রাহ্মণের দহন এবং বহনে ত্রিরাত্র অশৌচ

কূর্ম্মপুরাণে,—

"অনাথঞ্চৈব নির্দ্দহ্য ব্রাহ্মণং ধনবর্জ্জিতম্।
স্নাত্বা সম্প্রাশ্য তু ঘৃতং শুধ্যন্তি ব্রাহ্মণাদয়ঃ॥" তথা,—
"যদি নির্দ্দহতি প্রেতং প্রলোভাক্রান্তমানসঃ।
দশাহেন দ্বিজঃ শুধ্যেৎ দ্বাদশাহেন ভূমিপঃ।
অর্দ্ধমাসেন বৈশ্যস্তু শূদ্রো মাসেন শুধ্যতি॥ ৭১॥

তথা,—

"অবরশ্চেদ্বরং বর্ণমবরং বা বরো যদি।
অশৌচে সংস্পৃশেৎ স্নেহাৎ তদাশৌচেন শুধ্যতি॥"

বিশিষ্টপুংস্ত্বাদি। তদ্‌যুক্তে সম্বন্ধযুক্তে। অনাথমিতি অত্র ফলমাহ পরাশরঃ,—অনাথ ব্রাহ্মণং দীনং যে বহন্তি দ্বিজাতয়ঃ। পদে পদে ফলং তেষাং যজ্ঞতুল্যং ন সংশয়ঃ। জলাবগাহনাত্তেষাং সদ্যঃশৌচং বিধীয়তে ইতি। যদি নির্দ্দহতীত্যাদিবচনং স্বস্বজাতিদহনপরম্॥ ৭১॥

অবরঃ অপকৃষ্টজাতিঃ, বরম্ উৎকৃষ্টজাতিম্; অবরমপকৃষ্টজাতিং বরঃ উৎকৃষ্টজাতিঃ। অশৌচে সংস্পৃশেদিতি সংস্পর্শোঽত্র দহনবহনাদিরূপঃ। কূর্ম্মপুরাণে,—যস্তৈঃ সহাসনং কুর্য্যাৎ শয়নাদীনি চৈব হি। বান্ধবো বাপরো বাপি স দশাহেন শুধ্যতি॥ ব্রাহ্মণস্য

হইবে। "সম্বন্ধবিশিষ্ট" এইরূপ সাধারণভাবের উক্তি দ্বারা মাতুলকেই বুঝিতে হইবে। কূর্ম্মপুরাণে বলা হইয়াছে—"অনাথ, এবং ধনহীন ব্রাহ্মণের দহনকারী ব্রাহ্মণাদি স্নানান্তর ঘৃতাহার করিলেই শুদ্ধ হইবে।" এবং আরও বলা হইয়াছে যে, "যদি কোন ব্রাহ্মণ অর্থাদি প্রাপ্তির লোভে এক জন নিঃসম্পর্ক ব্রাহ্মণকে দাহ করে, তাহ'লে দশদিনের পর শুদ্ধি লাভ করিবে; কোন ক্ষত্রিয় এইরূপ লোভাক্রান্ত হইয়া স্বজাতীয় নিঃসম্পর্ক ব্যক্তির শব দাহ করিলে বার দিনের পর শুদ্ধ হইবে। বৈশ্য লোভাক্রান্ত হইয়া নিঃসম্পর্ক স্বজাতীয় ব্যক্তির দাহ করিলে পঞ্চদশ দিনে, এবং শূদ্র লোভাক্রান্ত হইয়া নিঃসম্পর্ক শূদ্র শবের দাহন করিলে এক মাসে শুদ্ধ হইবে। আরও দেখ, "যদি কোন নীচজাতীয়বর্ণ আপনা অপেক্ষা উচ্চজাতীয় বর্ণকে, এবং কোন উচ্চজাতীয় বর্ণ আপনা অপেক্ষা নীচজাতীয় বর্ণকে স্নেহের খাতিরে উহার অশৌচাবস্থায় সম্যকরূপে স্পর্শ করে, তাহা হইলে, স্পৃষ্টব্যক্তির অশৌচের অব-

"তদা শুচ্যেম" তদীয়াশৌচেন। তথাদিপুরাণে,—

"যোঽন্যবর্ণন্তু মূল্যেন নীত্বা চৈব দহেন্নরঃ।
অশৌচন্তু ভবেত্তস্য প্রেতবন্ধুসমন্তদা॥"

মনুঃ,—

"অসপিণ্ডং দ্বিজং প্রেতং বিপ্রো নির্হৃত্য বন্ধুবৎ
বিশুধ্যতি ত্রিরাত্রেণ মাতুরাপ্তাংশ্চ বান্ধবান্॥
যদ্যন্নমত্তি তেষান্তু দশাহেনৈব শুধ্যতি।
অনদন্নমহ্নৈব ন চেত্তস্মিন গৃহে বসেৎ॥"

পত্রশবদাহে শূদ্রতুল্যমশৌচম্ অশৌচোত্তরকালে উপবাসত্রয়ং পঞ্চগব্যপানঞ্চ প্রায়শ্চিত্তম্। যথা আদিপুরাণে। ন ব্রাহ্মণো দহেৎ শূদ্রং মিত্রং বাপ্যন্যমেব বা। মোহাৎ দগ্ধা ততঃ

সানের সহিতই স্পর্শকারী শুদ্ধ হইবে।" (১) স্নেহের খাতিরে উহার অশৌচ অবস্থায় যদি সম্যক্‌রূপে স্পর্শ করে।" ইহার তাৎপর্য্য এই যে, যদি উহার সহিত বন্ধুতা নিবন্ধন নিজের বর্ণগত উচ্চতা বা নীচতারূপ পার্থক্য বিস্মৃত হইয়া ঐ ব্যক্তির মৃতদেহ বহন এবং দাহ করে, তাহা হইলেই ঐ মৃতব্যক্তির সপিণ্ডদিগের যে প্রকার অশৌচ হইবে, ঐরূপ দহন-বহনকারী-দিগেরও সেইরূপ অশৌচ হইবে। মূল বচনে যে, "তদাশৌচ্যেন শুধ্যতি" এইরূপ বাক্য আছে, উহার অর্থ এই যে, মৃত ব্যক্তির মৃত্যু নিবন্ধন সপিণ্ডদিগের অশৌচের সহিতই উক্ত স্পর্শকারীরও অশৌচের শেষ হইবে। আদিপুরাণে লিখিত হইয়াছে, "যদি কোন মনুষ্য মূল্য অর্থাৎ পারিশ্রমিক বেতন লইয়া, বিভিন্নবর্ণের শবদেহ বহন করিয়া দাহ করে, তাহা হইলে, ঐরূপ দহন এবং বহনকারীও মৃত ব্যক্তির বন্ধুগণের তুল্যরূপ অশৌচী হইবে।" মনু বলিয়াছেন— "যদি কোন ব্রাহ্মণ অসপিণ্ড অর্থাৎ সম্পর্ক শূন্য কোন ব্রাহ্মণের মৃতদেহ স্নেহ বশতঃ বহনপূর্ব্বক দাহ করে, এবং মায়ের আপ্ত বান্ধব অর্থাৎ মায়ের পিসতুত ভাই প্রভৃতির শবদেহ বহনপূর্ব্বক দাহ করে, তাহা হইলে ত্রিরাশৌচের পর

---

(১) আদিপুরাণে বলা হইয়াছে "ব্রাহ্মণ যদি মোহবশতঃ অর্থাৎ শাস্ত্রীয় বিধান না জানা হেতু, মিত্র বা অপর কোন শূদ্র জাতীয় শবের দাহ করে তাহ'লে তাহার শূদ্রতুল্য অশৌচ হইবে, এবং অশৌচের পর ত্রিরাত্র উপবাস করিয়া পঞ্চগব্য ভোজন-রূপ প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে।

"বন্ধুবৎ" স্নেহানুবন্ধাদশৌচিগৃহবাসে তদন্নভক্ষণরহিতানাং ত্রিরাত্রং, তদগৃহবাসতদন্নভোজনরহিতানাং স্নেহাদসম্বন্ধিনো নির্হরণেঽহোরাত্রং, বান্ধবেষু তু অদৃষ্টবুদ্ধ্যা তদগৃহবাসাদ্যভাবেঽপি নির্হরণে ত্রিরাত্রম্।

বিষ্ণুঃ,—"চিতাধূমসেবনে সর্ব্বে বর্ণাঃ স্নানমাচরেয়ুঃ ॥৭২॥

স্নাত্বা স্পৃষ্ট্বাগ্নিং প্রাশয়েদ্ঘৃতম্। উপবাসরতঃ পশ্চাৎ ত্রিরাত্রেণ বিশুধ্যতি॥ পশ্চাৎ প্রেতজাত্যুক্তাশৌচাৎ পশ্চাদিত্যর্থঃ। স্নেহাদসম্বন্ধিন ইতি স্নেহং বিনা অদৃষ্টবুদ্ধ্যা অসম্বন্ধিদ্বিজবহনদহনে সদ্যঃশৌচং স্নানং ঘৃতপ্রাশনঞ্চ, অতোঽনাথকৈবেতি কূর্ম্মপুরাণবচনেন সহাবিরোধঃ। তৎকুলান্নভোজনে তু দশরাত্রং যদ্যন্নমত্তীতি বচনাৎ। চিতেতি এতচ্চ কামতশ্চিতাধূমস্পর্শে সেবনপদস্বরসাদিতি বদন্তি ॥ ৭২ ॥

শুদ্ধিলাভ করিবে। কিন্তু যদি ঐ বহন ও দহনকারী মৃত ব্যক্তিদিগের অন্নভোজী হয়, তবে তাহার দশ রাত্র অশৌচ হইবে। আর যদি অন্নভোজী এবং তদ্গৃহবাসী না হইয়া কেবল স্নেহের খাতিরেই ঐরূপ বহন ও দহন করে, তবে এক রাত্র মাত্র অশৌচ হইবে।" মূল বচনে যে "বন্ধুবৎ" কথাটি আছে, তাহার অর্থ—স্নেহের অনুরোধে (২)। মূল বচনে যে, "অন্নদন্নমন্নহ্নৈব নচেত্তস্মিন্ গৃহে বসেৎ" আছে তাহা দ্বারা এইরূপ তাৎপর্য্য সূচিত করা হইয়াছে;—যে, অশৌচীর গৃহে বাস করে, কিন্তু তাহার অন্ন ভোজন করে না, এইরূপ ব্যক্তি দহন ও বহন করিলেই ত্রিরাত্র অশুচি হইবে, কিন্তু দহন ও বহনকারী যদি অশৌচীর অন্নভোজী, অথবা তদ্গৃহবাসী, এই দুইএর কিছুই না হয়, কিন্তু কেবল মাত্র স্নেহের খাতিরেই উক্ত অসম্বন্ধী ব্যক্তির দহন এবং বহন করে, তাহ'লে একাহোরাত্র মাত্র অশুচি হইবে। এইরূপ ব্যবস্থা অসম্বন্ধীদিগের দহন বহনেই বুঝিতে হইবে, কিন্তু মাতৃবান্ধবাদির মৃতদেহ যদি কেহ কেবল মাত্র অদৃষ্ট লাভ হইবে, এইরূপ বিবেচনায় দহন ও বহন করে, আর ঐ দহন ও বহনকারী, তদ্গৃহবাসী এবং তদন্নভোজী নাও হয়, তথাপি তাহার ত্রিরাত্রাশৌচ হইবে। বিষ্ণু বলিয়াছেন "চিতাধূম গায়ে লাগিলে সকল জাতীয় ব্যক্তিই স্নান করিবে"। ৭২

(২) টীকাকারেরা এস্থলে বলিয়াছেন, যদি স্নেহের খাতির না থাকে, কেবলমাত্র অদৃষ্ট বুদ্ধিতেই অসম্বন্ধী ব্যক্তির দহন ও বহন করিলে, সদ্যঃশৌচই হইবে, এবং স্নানের পর ঘৃতভোজনরূপ প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে।

পারস্করঃ,—

"অস্থিসঞ্চয়নাদর্ব্বাক্ যদি বিপ্রোঽশ্রু পাতয়েৎ।
মৃতে শূদ্রে গৃহং গত্বা ত্রিরাত্রেণ বিশুধ্যতি॥
অস্থিসঞ্চয়নাদূর্দ্ধং মাসং যাবদ্দ্বিজাতয়ঃ।
দিবসেনৈব শুধ্যন্তি বাসসাং ক্ষালনেন চ॥
স্বজাতের্দ্দিবসেনৈব দ্ব্যহাৎ ক্ষত্রিয়বৈশ্যয়োঃ।
স্পর্শং বিনানুগমনে শূদ্রো নক্তেন শুধ্যতি॥
মৃতস্য বান্ধবৈঃ সার্দ্ধং কৃত্বা তু পরিদেবনম্।

অস্থিসঞ্চয়নাদিতি অর্ব্বাক্পূর্ব্বম্, অস্থিসঞ্চয়নকালশ্চ বিপ্রস্য চতুর্থাহঃ,ক্ষত্রিয়স্য ষষ্ঠাহঃ, বৈশ্যস্যাষ্টমাহঃ, শূদ্রস্য দশমাহঃ। খণ্ডাশৌচে তৃতীয়ভাগানন্তরকালঃ, যথা ত্র্যহাশৌচে দ্বিতীয়াহঃ। গৃহগমনাশ্রুপাতয়োর্বৈশিষ্ট্যে ত্রিরাত্রমভিদধত্তদেকতরাভাবে তন্ন্যূনমভিপ্রেতং তচ্চাশ্রুপাতাভাবে গৃহগমনে একরাত্রং পরিদেবনে উক্তম্, এবঞ্চ সতি গৃহগমনাভাবে অশ্রুপাতে একরাত্রং যুক্তমিতি মনসি কৃত্বাহ স্থানান্তর ইত্যাদি। এতচ্চ ত্রিরাত্রং সজাতিবিষয়ম্। শূদ্রো নক্তেনেতি পূর্ব্বমুক্তম্, অতঃ শূদ্রপ্রকরণীয়ত্বাৎ মৃতস্যেতি শূদ্রপরং

পারস্কর বলিয়াছেন,—"যদি কোনও শূদ্র জাতীয় ব্যক্তি মৃত হয়, এবং ব্রাহ্মণ অস্থি সঞ্চয়নের পূর্ব্বে তাহার গৃহে যাইয়া, তাহার শোকে অশ্রুপাত করে, তাহা হইলে তিন রাত্রির পর শুদ্ধিলাভ করিবে। কিন্তু দ্বিজাতিগণ অস্থি সঞ্চয়নের পরে একমাসের মধ্যে মৃত শূদ্রের গৃহে গমন করিয়া অশ্রুপাত করিলে পরিহিত বস্ত্র প্রক্ষালন করিবে, এবং একদিনেই শুদ্ধিলাভ করিবে। ব্রাহ্মণ যদি স্পর্শ না করিয়া স্বজাতীয় শবের অনুগমন মাত্র করে, তাহা হইলে একদিনে শুদ্ধিলাভ করে, ঐরূপ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য-জাতীয় শবের স্পর্শ ব্যতীত অনুগমন করিলে, দুইদিনে শুদ্ধিলাভ করিবে, এবং শূদ্র সকল জাতীয় শবেরই স্পর্শ না করিয়া কেবলমাত্র অনুগমন করিলে, এক রাত্রেই শুদ্ধিলাভ করিবে। "মৃত"ব্যক্তির বান্ধবগণের সহিত পরিদেবন করিয়া সম্পূর্ণ দিবারাত্রকাল দান ও বেদাধ্যয়ন পরিত্যাগ করিবে।" বচনে যে 'মৃত' শব্দ বলা হইল, উহা দ্বারা মৃত শূদ্রকেই বুঝিতে হইবে। এবং "পরিদেবন" শব্দের অর্থ—অশ্রুপূর্ণ বিলাপমাত্র। পূর্ব্বে যে মৃত শূদ্রের গৃহে গমন-পূর্ব্বক অশ্রুপাতকারী ব্রাহ্মণের ত্রিরাত্রাশৌচের কথা বলা হইয়াছে, ঐ ত্রিরাত্র

বর্জ্জয়েত্তদহোরাত্রং দানং স্বাধ্যায়মেব চ ॥”

গৃহগমন এব ত্রিরাত্রং, স্থানান্তরমেলনে একরাত্রম্। ‘মৃতস্য’ শূদ্রস্য, “পরিদেবনং” রোদনরহিতবিলাপমাত্রম্। অস্থিসঞ্চয়নাঙ্গস্পর্শয়োঃ কালমাহ সম্বর্ত্তঃ,—

“চতুর্থেঽহনি কর্ত্তব্যমস্থিসঞ্চয়নং দ্বিজৈঃ।
ততঃ সঞ্চয়নাদূর্দ্ধমঙ্গস্পর্শো বিধীয়তে ॥
চতুর্থেঽহনি বিপ্রস্য ষষ্ঠে বৈ ক্ষত্রিয়স্য চ।
অষ্টমে দশমে চৈব স্পর্শঃ স্যাদ্বৈশ্যশূদ্রয়োঃ ॥”

এতৎ পূর্ণাশৌচে, খণ্ডাশৌচে তু দেবলঃ—
“অশৌচকালাদ্বিজ্ঞেয়ং স্পর্শনন্তু ত্রিভাগতঃ।”

বোধ্যমিতি অভিপ্রেত্য শূদ্রস্যেতি পূরয়তি,মৃতস্য শূদ্রস্যেতি। রোদনরহিতেতি অশ্রুপাতরহিতেত্যর্থঃ। তদয়ং সংক্ষেপঃ।—মৃতে শূদ্রেঽস্থিসঞ্চয়নকালাভ্যন্তরে তদ্গৃহং গত্বাশ্রুপাতনে দ্বিজাতেস্ত্রিরাত্রমশৌচং, স্থানান্তরে অহোরাত্রং, তদ্গৃহে তদূর্দ্ধং মাসাভ্যন্তরেঽহোরাত্রং, সচেলস্নানঞ্চ স্বীয়জাতৌ দিবসেনৈব,ক্ষত্রিয়বৈশ্যয়োর্দ্ব্যহেন ব্রাহ্মণঃ শুধ্যতি, শূদ্রস্য সর্ব্বত্র স্পর্শেন বিনা নক্তেন। মৃতস্য শূদ্রস্য বান্ধবৈঃ সহ রোদনরহিতবিলাপমাত্রেঽহোরাত্রমিতি। অস্থিসঞ্চয়নাঙ্গস্পর্শয়োরিতি। দ্বিজৈর্ব্রাহ্মণৈঃ। ততঃ সঞ্চয়নাৎ অস্থিসঞ্চয়নাৎ, এতচ্চ সর্ব্ববর্ণসাধারণম্। পূর্ব্ববর্ণাপেক্ষয়া পরবর্ণস্য দ্ব্যহানন্তর্য্যং বোধ্যম্। অশৌচকালাদ্বিজ্ঞেয়ং স্পর্শনন্তু ত্রিভাগতঃ। শূদ্রবিট্ক্ষত্রবিপ্রাণাং যথাশাস্ত্রপ্রচোদিতাৎ ইতি

অশৌচ মৃত শূদ্রের গৃহে গমন করিলেই হইবে, যদি গৃহে গমন না করিয়া, তাহার বন্ধুদিগের সহিত মিলিত হয়, তাহা হইলে একরাত্র অশৌচ হইবে। সম্বর্ত্ত অস্থিসঞ্চয় এবং অঙ্গস্পর্শের কাল এইরূপে নির্দেশ করিয়াছেন—“দ্বিজগণ চতুর্থ দিনে অস্থি সঞ্চয় করিবে, এই অস্থিসঞ্চয়ের পর অশুচি ব্যক্তির অঙ্গস্পর্শ দোষাবহ হয় না। চতুর্থ দিনে ব্রাহ্মণের, ষষ্ঠ দিনে ক্ষত্রিয়ের, এবং বৈশ্য শূদ্রদিগের যথাক্রমে অষ্টম ও দশমদিনে অঙ্গস্পর্শ করা যাইতে পারিবে।” উপরে সম্বর্ত্তের যে বচন উদ্ধৃত হইল, তাহা পূর্ণাশৌচ স্থলেই বুঝিতে হইবে। খণ্ডাশৌচ স্থলে কিন্তু দেবল এইরূপ ব্যবস্থা করিয়াছেন,—“যতদিন অশৌচ হইবে, তাহার তৃতীয়াংশ কাল মাত্র অস্পৃশ্য

অতিক্রান্তাশৌচে তু সচেলস্নানাদেবাঙ্গাস্পৃশ্যত্বনিবৃত্তিঃ। পূর্ব্বোক্ত"নির্দ্দশ"মিতি মনুবচনাৎ। জননে তু কূর্ম্মপুরাণম্—

"সূতকে তু সপিণ্ডানাং সংস্পর্শো নৈব দুষ্যতি।"

মাতৄণান্তু আদিপুরাণে—

"ব্রাহ্মণী ক্ষত্রিয়া বৈশ্যা প্রসূতা দশভির্দ্দিনৈঃ।

গতৈঃ শূদ্রা তু সংস্পৃশ্যা ত্রয়োদশভিরেব চ॥"

পুত্রজননে পিতুর্ব্বিমাতৄণাঞ্চ স্নানাৎ স্পৃশ্যত্বম্। সূতিকা-স্পর্শে তৎসমকালাস্পৃশ্যত্বঞ্চ বক্ষ্যতে। অত্রৈব বৃদ্ধশাতাতপঃ—

"উদক্যা সূতিকা বাপি অন্ত্যজং সংস্পৃশেদ্‌যদি।

ত্রিরাত্রেণৈব শুধ্যেত ইতি শাতাতপোঽব্রবীৎ॥"

সমপ্রবর্তনম্। পূর্ব্বোক্তেতি নির্দ্দশং জ্ঞাতিমরণং শ্রুত্বা পুত্রস্য জন্ম চ। সবাসা জলমাপ্লুত্য শুদ্ধো ভবতি মানব ইতি পূর্ব্বোক্তেত্যর্থঃ। শুদ্ধো ভবতি স্পৃশ্যো ভবতি। দশভির্দ্দিনৈর্গতৈঃ একাদশাহে সংস্পৃশ্যা ইত্যর্থঃ। এবং ত্রয়োদশভির্দ্দিনৈর্গতৈঃ চতুর্দ্দশাহে

থাকিবে, কিন্তু অশৌচ অতীত হইবার পর শ্রুত হইলে, সচেল স্নানেই অঙ্গাস্পৃশ্যত্বের নিবৃত্তি হইবে। কারণ, পূর্ব্বে মনুর "দশ দিনের পর জ্ঞাতিমরণ, এবং পুত্রের জন্ম শ্রবণ করিয়া, পরিহিত বস্ত্রাদির সহিত জলে অবগাহন করিলেই শুদ্ধিলাভ করিবে" এইরূপ একটী বচন যে, উক্ত হইয়াছে, তাহাতেই অশৌচ অতিক্রান্ত হইবার কথা বুঝাইতেছে। জননাশৌচে অঙ্গাস্পৃশ্যত্ব সম্বন্ধে কূর্ম্মপুরাণে এইরূপ উক্ত হইয়াছে—"জননাশৌচে সপিণ্ডদের স্পর্শ দোষাবহ হয় না।" মাতৃদিগের অঙ্গাস্পৃশ্যত্ব সম্বন্ধে আদিপুরাণে এইরূপ উক্ত হইয়াছে—"ব্রাহ্মণী, ক্ষত্রিয়া এবং বৈশ্যা, প্রসবের পর দশ দিন গত হইলে স্পর্শযোগ্যা হইবে, এবং শূদ্রা ত্রয়োদশ দিন গত হইলে স্পর্শযোগ্যা হইবে। পুত্র উৎপন্ন হইলে পিতা, এবং বিমাতৃগণ স্নান করিয়াই স্পর্শযোগ্য হইবে। কিন্তু সূতিকা অর্থাৎ প্রসবকারিণীকে স্পর্শ করিলে তাহার যতকাল অঙ্গাস্পৃশ্যত্ব শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, উঁহাদিগেরও যে ততকাল অঙ্গাস্পৃশ্যত্ব থাকিবে, এ কথা পরে বলা যাইবে। এ প্রসঙ্গে বৃদ্ধ শাতাতপের এইরূপ একটী বচন দৃষ্ট হয়—"উদক্যা, অথবা সূতিকা, যদি অন্ত্যজকে স্পর্শ করে, তাহা হইলে ত্রিরাত্রে শুদ্ধিলাভ করিবে, শাতাতপ এইরূপ

"উদক্যা" রজস্বলা, তৎসাহচর্য্যাৎ সূতিকাস্পৃশ্যা বোধ্যা। "ত্রিরাত্রেণ" ত্রিরাত্রোপবাসেন, প্রায়শ্চিত্তপ্রকরণাৎ। তচ্চাশুদ্ধ্যনন্তরং কর্ত্তব্যমিতি প্রায়শ্চিত্তবিবেকঃ ॥ ৭৩ ॥

যমঃ,—"অজা গাবো মহিষ্যশ্চ ব্রাহ্মণী চ প্রসূতিকা।
দশরাত্রেণ শুধ্যন্তি ভূমিষ্ঠঞ্চ নবোদকম্ ॥"
ব্রহ্মপুরাণে—"নবধান্তজলং গাবো মহিষ্যশ্ছাগযোনয়ঃ।
শুধ্যন্তি দিবসৈরেব দশভির্নাত্র সংশয়ঃ ॥" মিতাক্ষরায়াং

স্মৃতিঃ,—

শূদ্রা সংস্পৃশ্যা ইত্যর্থঃ। তৎসাহচর্য্যাৎ অস্পৃশ্যায়া রজস্বলায়াঃ সাহচর্য্যাৎ। সূতিকাপ্যস্পৃশ্যা ইতি। তথাচ সূতিকায়া অস্পৃশ্যত্বকালে গতে অন্ত্যজস্পর্শে সতি ন ত্রিরাত্রোপবাসাত্মকং প্রায়শ্চিত্তমিত্যর্থঃ। অশুদ্ধ্যনন্তরম্ অশৌচানন্তরং কচিত্তথৈব পাঠঃ, শুদ্ধিকালে প্রায়শ্চিত্তবিধানাদিতি ভাবঃ ॥ ৭৩ ॥

প্রসূতিকেতি অজাদৌ সর্ব্বত্রৈবান্বেতি। দশভিরিতি পঞ্চভিরিত্যর্থঃ। পাষাণিভরম

বলিয়াছেন"। বচনস্থিত 'উদক্যা' শব্দের অর্থ—রজস্বলা। তাহার সহিত একত্রে উক্ত হওয়ায় সূতিকাও যে অস্পৃশ্য ইহা বুঝাইতেছে। অর্থাৎ উক্ত বচনে যদিও সূতিকা নিজে অস্পৃশ্য, এরূপ কথা বলা হয় নাই, তথাপি অস্পৃশ্যা উদক্যার সহিত একযোগে উক্ত হওয়ায় উহারও অস্পৃশ্যত্ব সূচিত হইতেছে। উক্ত বচনে যে, "ত্রিরাত্রে শুদ্ধিলাভ করিবে" এইরূপ বলা হইয়াছে, তাহার অর্থ—ত্রিরাত্র উপবাস করিয়া শুদ্ধিলাভ করিবে। কারণ শাতাতপের ঐ বচনটী প্রায়শ্চিত্ত প্রকরণেই কথিত হইয়াছে। এবং ঐ যে ত্রিরাত্র উপবাসরূপ প্রায়শ্চিত্ত কথিত হইয়াছে, উহা স্পর্শকারিণীদিগের অশুদ্ধিকাল অতীত হইবার পরই কর্ত্তব্য। এই কথা প্রায়শ্চিত্তবিবেককার বলেন ॥ ৭৩ ॥

যম বলিয়াছেন "ছাগী, গো, মহিষী, এবং ব্রাহ্মণী, ইহারা প্রসবের দশ দিন পরে শুদ্ধিলাভ করে, এবং নূতন বর্ষার জল মৃত্তিকায় পতিত হইবার দশদিন পরে শুদ্ধিলাভ করে।" ব্রহ্মপুরাণে বলা হইয়াছে—"নূতন ধান্তের জল, এবং প্রসূতা গো, মহিষী ও ছাগী ইহারা যে দশ দিনে শুদ্ধিলাভ করে, এ বিষয়ে

"কালে নবোদকং শুদ্ধং ন পাতব্যন্তু তৎ ত্র্যহম্।
অকালে তু দশাহং স্যাৎ পীত্বা নাদ্যাদহর্নিশম্॥"
"কালে" বর্ষাকালে। শঙ্খঃ;—
"স্নানমাচমনং দানং দেবতাপিতৃতর্পণম্।
শূদ্রোদকৈর্ন কুর্ব্বীত তথা মেঘাদ্বিনিঃসৃতৈঃ॥" পানাদিতরত্র স্পর্শাদৌ তু হরিবংশঃ,—
"অভৌমমম্ভো বিসৃজন্তি মেঘাঃ,
পূতং পবিত্রং পবনৈঃ সুগন্ধি॥" ৭৪॥

অথ দ্রব্যশুদ্ধিঃ।

স্কান্দে,—
"সুবর্ণরূপ্যশঙ্খাশ্মশুক্তিরত্নময়ানি চ।
কাংস্যায়স্তাম্ররৈত্যানি ত্রপুসীসময়ানি চ॥

স্পর্শাদাবিতি মেঘবিনিঃসৃতোদকস্য পবিত্রত্বমাহেতি শেষঃ। পূতং স্বরূপত এব পূতং, যদ্বা পূতং নিরাবিলং, ক্বচিৎ পুস্তকে তথৈব পাঠো মূলে বর্ত্ততে। পবনৈশ্চ পবিত্রম্॥ ৭৪॥

কোনও সংশয় নাই।" মিতাক্ষরায় স্মৃতির এইরূপ একটী বচন উদ্ধৃত হইয়াছে—"বর্ষাকালে নূতন বর্ষার জল শুদ্ধ বলিয়াই গণ্য হয়, তবে তিন দিন পর্য্যন্ত উহা পান করিবে না, কিন্তু অকালে বর্ষণের জল দশ দিন পর্য্যন্ত অশুদ্ধ থাকিবে। ঐ অশুদ্ধজল পান করিয়া এক দিন সম্পূর্ণ উপবাস করিতে হয়।" শঙ্খ বলিয়াছেন, "স্নান, আচমন, দান, দেবতা এবং পিতৃগণের তর্পণ শূদ্রানীত জলে করিবে না, এবং মেঘাদ্বিনিঃসৃত জলেও ঐ সকল কার্য্য করিবে না।" পান ভিন্ন অপর স্পর্শাদি কার্য্যে বৃষ্টির জলের সদ্যঃশুদ্ধিতা সম্বন্ধে হরিবংশে এইরূপ উক্ত হইয়াছে, "মেঘ সকল পবিত্র এবং আকাশ বায়ু দ্বারা পূত ও সুগন্ধি অভৌম (ভূমি সম্পর্ক শূন্য) জল বর্ষণ করে।" ৭৪

দ্রব্যশুদ্ধি।

এক্ষণে দ্রব্যশুদ্ধির কথা বলা হইতেছে।

স্কন্দপুরাণে লিখিত আছে—"সোণা, রূপা, শাঁখ, প্রস্তর, ঝিনুক, রত্নময় দ্রব্য, কাঁসা, লোহা, তামা, পিতলের দ্রব্য, রাং, এবং সীসার দ্রব্য সকল,

নির্লেপানি বিশুধ্যন্তি কেবলেন তু বারিণা।
শূদ্রোচ্ছিষ্টানি শুধ্যন্তি ত্রিধা ক্ষারাম্লবারিভিঃ॥
সূতিকাশববিণ্মূত্র-রজস্বলাহতানি চ।
প্রক্ষেপ্তব্যানি তাম্রগ্নৌ যচ্চ যাবৎ সহেদপি॥"

"রৈত্যং" পিত্তলং, "ত্রপু" রজং, যৎপাত্রং যাবৎ কাল-মগ্নিং সহেত, তৎপাত্রং প্রক্ষালনানন্তরং তাবত্তাপনীয়মিত্যর্থঃ।
বৃহস্পতিঃ,—

"অম্ভসা হেমরূপ্যায়ঃ কাংস্যং শুধ্যতি ভস্মনা।
অম্লৈস্তাম্রঞ্চ রৈত্যঞ্চ পুনঃ পাকেন মৃন্ময়ম্"। ৭৫॥

রাজধর্ম্মে,—

"পজ্জলোচ্ছিষ্টকাংস্যং যদ্গবাঘ্রাতমথাপি বা।
গণ্ডূষোচ্ছিষ্টমপি চ বিশুধ্যেদ্দশভিস্তু তৎ॥"

অথ দ্রব্যশুদ্ধিঃ। নির্লেপানি উচ্ছিষ্টলেপরহিতানি। অগ্নিং সহেত অগ্নিনা ন স্ফুটতি। পুনঃ পাকেনেতি পক্বমৃন্ময়স্য পুনঃপাকেন শুদ্ধিরিত্যর্থঃ॥ ৭৫॥

পজ্জলেতি পাদজলস্পর্শেন অশুদ্ধং যৎকাংস্যমিত্যর্থঃ। গবাঘ্রাতং কাংস্যমিত্যর্থঃ।

ইহারা, কোনও উচ্ছিষ্টাদি অশুচি পদার্থের দ্বারা স্পৃষ্ট হইয়া, যদি ঐ অশুচি দ্রব্যের লেপশূন্য হয়, তাহা হইলে কেবল জলের দ্বারা ধুইলেই শুদ্ধ হইবে। এবং ঐ সকল ধাতুময় পদার্থ শূদ্র কর্ত্তৃক উচ্ছিষ্ট হইলে ক্ষার, অম্ল, এবং জল দ্বারা যথাক্রমে তিনবার মাজিলে শুদ্ধ হইবে। এবং ঐ সকল ধাতুময় পদার্থ সূতিকা, শব, বিষ্ঠা, মূত্র এবং রজস্বলা দ্বারা স্পৃষ্ট হইলে, উহাদিগের মধ্যে যে পাত্রটী যতকাল অগ্নির তাপ সহ্য করিতে ক্ষম হইবে, প্রক্ষালনের পর তাহাকে ততকাল আগুনের তাপে নিক্ষেপ করিয়া রাখিবে।" বৃহস্পতি বলেন,—"সোণা, রূপা এবং লোহার পাত্র, কেবল জলে ক্ষালিত করিলেই শুদ্ধ হয়, আর কাঁসার পাত্র কেবল ছাই মাখাইলেই শুদ্ধ হয়। তামা এবং পিত্তলের পাত্র কেবল অম্ল দ্বারা শুদ্ধি লাভ করে, এবং মাটির পাত্র পুনর্ব্বার আগুনে পক করিলে শুদ্ধ হয়। ৭৫।

রাজধর্ম্মে বলা হইয়াছে—"পাধোয়া জলের দ্বারা দূষিত অথবা গো-কর্ত্তৃক

দশভির্দ্দিনৈরিতি শেষঃ। তথাচ,—

"ন কাংস্যে ধাবয়েৎ পাদৌ যত্র স্যাদপি ভোজন"মিতি "যত্র" পাত্রান্তরে ভোজনং, তত্রাপি শ্রুতস্যৈব সাহচর্য্যাৎ কাংস্যবৎ শুদ্ধিঃ। বৌধায়নঃ,—

"ভিন্নকাংস্যে তু যোঽশ্নীয়ান্নদ্যাং স্নাত্বা জপন্ দ্বিজঃ।
গায়ত্র্যষ্টসহস্রন্তু একভক্তস্ততঃ শুচিঃ॥"

"অষ্টসহস্রং" অষ্টোত্তরসহস্রম, অন্যথা বহুবচনাপত্তেঃ। দেবলঃ,—

"তাম্ররজতসুবর্ণাশ্মস্ফটিকানাং ভিন্নমভিন্ন"মিতি ভিন্নেঽপি ন দোষ ইতি। বিষ্ণুঃ,—

গণ্ডূষেতি ভোজনকালে যৎ গণ্ডূষং পিবতি তদবশিষ্টজলস্পর্শেন ভোজনপাত্রমশুদ্ধং ভবতীত্যর্থঃ। দশভিরিতি তথাচ দশদিনপর্য্যন্তং তেন পাত্রেণ ন ব্যবহরেদিত্যর্থঃ। পাত্রান্তরে কাংস্যেতরপাত্রে সাহচর্য্যাৎ সুবর্ণরূপ্যোক্তাদিবচনে সাহচর্য্যাৎ। অন্যথা ইতি সহস্রাণামষ্টত্বে সতীত্যর্থঃ। বহুবচনেতি সহস্রাণীতি স্যাদিত্যর্থঃ। সমাহারে তু অষ্টসহস্রীতি স্যাৎ। তাম্রেতি তাম্রাদীনাং পাত্রং ভিন্নমপ্যভিন্নম্ অভিন্নবদদোষজনক-

---

আঘ্রাত কাংস্য পাত্র এবং গণ্ডূষ (কুল্‌কুচোর) জলস্পৃষ্ট কাংস্যময় ভোজনপাত্র দশ দিন পর্য্যন্ত অশুদ্ধ থাকে, পরে শুদ্ধ হয়। এবং আরও একটী বচন আছে—'কাংস্যময় পাত্রের অথবা যে পাত্রে ভোজন করা হয়, তাহার উপর পাদপ্রক্ষালন করিবে না।" যে পাত্রে ভোজন করা হয় তাহা অন্য ধাতুময় হইলেও শ্রূয়মাণ কাংস্য শব্দের সাহায্য নিবন্ধন কাংস্য পাত্রের মতই তাহার শুদ্ধি বুঝিতে হইবে অর্থাৎ অশুদ্ধ কাংস্য পাত্রের যেরূপে শুদ্ধি হয়, তাহারও সেইরূপে শুদ্ধি হইবে। বৌধায়ন বলিয়াছেন—'যদি কোনও ব্রাহ্মণ ভাঙ্গা কাঁসার পাত্রে কোনও বস্তু ভোজন করে, তাহা হইলে নদীতে স্নানপূর্ব্বক অষ্টোত্তর হাজারবার গায়ত্রী জপ করিয়া একাহারী হইলে শুদ্ধি লাভ করিবে।" মূল বচনে 'অষ্ট সহস্র' এইরূপ পদটী আছে, উহার অর্থ—অষ্টোত্তর সহস্র অর্থাৎ ১০০৮ বার। উহার অর্থ ঐরূপ না হইয়া, যদি 'আট হাজারবার' এইরূপই অভিপ্রেত হইত, তাহা হইলে উহাতে বহুবচনের প্রয়োগ থাকিত। দেবল বলিয়াছেন "তামা, রূপা, সোণা, প্রস্তর এবং স্ফটিকের পাত্র ভাঙ্গা হইলেও তাহা না ভাঙ্গার মত গ্রাহ্য হইবে।"

"শারীরৈর্ম্মলৈঃ সুরাভির্ম্মদ্যৈর্ব্বা যদুপহতং, তদত্যন্তোপহতং সর্ব্বং, লৌহভাণ্ডমগ্নৌ প্রতপ্তং শুধ্যেত, মণিময়মশ্মময়-মব্জময়ঞ্চ সপ্তরাত্রং মহীখননেন, শৃঙ্গদন্তাস্থিময়ঞ্চ, তক্ষণেন দারুময়ং, মৃন্ময়ং জহ্যা"দিতি। "লৌহপদং" সুবর্ণাদ্যষ্টক-পরম্। "সর্ব্বঞ্চ তৈজসং লৌহ"মিত্যমরকোষাৎ। মনুঃ;—

মিত্যর্থঃ। শারীরৈরিত্যাদি জহ্যাদিত্যন্তং বিষ্ণুসূত্রম্। শারীরৈর্ম্মলৈর্ব্বসাদিভিঃ। যথা,—বসা শুক্রমসৃঙ্ মজ্জা মূত্রবিট্ কর্ণবিন্নখাঃ। শ্লেষ্মাশ্রু দূষিকা স্বেদো দ্বাদশৈতে নৃণাং মলা ইতি। সুরাভির্ম্মদ্যৈরিতি অন্নাবিকারবিশেষো মদহেতুঃ সুরা ইতি সুরালক্ষণম্। মদ্যশব্দস্তু মদহেতুদ্রবদ্রব্যমাত্রবচন ইতি শূলপাণিঃ। তদ্ভেদানাহ পুলস্ত্যঃ।—পানসং দ্রাক্ষমাধূকং খার্জ্জূরং তালমৈক্ষবম্। মাধ্বীকং টাঙ্কমাধ্বীকং মৈরেয়ং নারিকেলজম্। সমানানি বিজানীয়াৎ মদ্যান্যেকাদশৈব তু। দ্বাদশন্তু সুরামদ্যং সর্ব্বেষামধমং স্মৃতমিতি। অনেনৈকাদশানাং সুরাত্বং নিষেধয়তি। অব্জময়ং শঙ্খময়ম্, অব্জৌ শঙ্খশাঙ্কৌ চেত্য-মরঃ। মহীখননেন পৃথিব্যাভ্যন্তরস্থাপনেন। লৌহভাণ্ডং তৈজসপাত্রং "সর্ব্বমাবপনং ভাণ্ডং পাত্রামত্রঞ্চ ভাজন"মিত্যমরঃ। শৃঙ্গেতি মৃগাদিশৃঙ্গময়ং হস্ত্যাদিদন্তময়ং গণ্ডক্যাদ্যস্থিময়ঞ্চ সপ্তরাত্রং মহীখননেন শুধ্যেত ইতি পূর্ব্বেণান্বয়ঃ। দারুময়ং তক্ষণেন শুধ্যেতেত্যর্থঃ। তথাচ কাষ্ঠশুদ্ধিস্তু তক্ষণাদিতি, দারবাণাঞ্চ তক্ষণমিতি চ। সুবর্ণা-

অর্থাৎ ঐ সকল ধাতুর ভাজা ।ত্রে ভোজনে কোনও দোষ হইবে না। বিষ্ণু বলেন "যে সকল পাত্র মলমূত্রাদি শারীরিক মলস্পর্শ দ্বারা, সুরা অথবা মদ্য স্পর্শ দ্বারা দূষিত হইবে, তাহাদিগকে অত্যন্ত দূষিত বুঝিতে হইবে। লৌহ ভাণ্ড এইরূপ দূষিত হইলে, আগুনে প্রকৃষ্টরূপে তপ্ত করিবার পর শুদ্ধ হয়। মণিময়, প্রস্তরময়, শঙ্খময় পাত্র ঐরূপ দূষিত হইলে, মৃত্তিকার মধ্যে সাত দিন পুতিয়া রাখিলে শুদ্ধ হইবে। শৃঙ্গ (শিঙ্), দন্ত, এবং অস্থিময় পাত্র ঐরূপ দূষিত হইলে উহাদিগকেও সাত রাত্রি মাটীর মধ্যে পুতিয়া রাখিলে শুদ্ধ হইবে, কাষ্ঠময় পাত্র ঐরূপে দূষিত হইলে রঁ্যাদা বুলাইয়া চাঁচিয়া শুদ্ধ করিতে হইবে, এবং মৃন্ময় পাত্র ঐরূপে দূষিত হইলে তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিবে।" উক্ত বচনে যে, 'লৌহভাণ্ড' শব্দটী আছে, ঐ লৌহভাণ্ড শব্দের অর্থ—সুবর্ণাদি অষ্ট প্রকার ধাতুর মধ্যে যে কোন প্রকার ধাতুর পাত্ররূপেই বুঝিতে হইবে। কারণ, আমরা অমরকোষে দেখিতে পাই—"সকল তৈজস পাত্রকেই লৌহময়

"ত্রীণি দেবাঃ পবিত্রাণি ব্রাহ্মণানামকল্পয়ন্।
অদৃষ্টমদ্ভির্নির্ণিক্তং যচ্চ বাচা প্রশস্যতে॥"

অদৃষ্টম্ উপঘাতশঙ্কাদিভিরজ্ঞাতম্। "অজ্ঞাতঞ্চ সদা শুচি"-মিতি যাজ্ঞবল্ক্যীয়ৈকবাক্যত্বাৎ। "বাচে"তি উপঘাতশঙ্কায়াং "পবিত্রং ভবত্বি"তি ব্রাহ্মণৈর্যদ্বাচা প্রশস্যতে, ইতি শূলপাণি-মহামহোপাধ্যায়কুল্লূকভট্টৌ॥ ৭৬॥

শাতাতপঃ,—

"গোকুলে কন্দুশালায়াং তৈলযন্ত্রেক্ষুযন্ত্রয়োঃ।
অমীমাংস্যানি শৌচানি স্ত্রীষু বালাতুরেষু চ॥"

দাষ্টকেতি সুবর্ণরূপ্যকাংস্যারস্তাম্রৈস্ত্যস্ত্রপুসীসেত্যর্থঃ। ধাতবোঽষ্টাবষ্টাপ্যুক্তাঃ।—সুবর্ণং রজতং তাম্রং কাংস্যং পিত্তলমেব চ। রঙ্গসীসকলৌহানি ধাতবোঽষ্টৌ প্রকীর্ত্তিতা ইতি॥ ৭৬॥

গোকুলে গোগৃহে। কন্দুশালায়াং খাদ্যাদিভর্জনশালায়াম্। পর্য্যবসিতার্থমাহ শৌচা-

নামে অভিহিত করা হইয়াছে।" মনু বলেন—"দেবগণ ব্রাহ্মণদিগের সম্বন্ধে তিনপ্রকার বস্তুকে পবিত্র বলিয়া কল্পিত করিয়াছেন; প্রথম যাহা অপবিত্র স্পর্শদোষে দূষিত বলিয়া জ্ঞাত হওয়া যায় নাই, দ্বিতীয় যাহা জলের দ্বারা ধুইয়া ঝরঝরে পরিষ্কার করা হইয়াছে, তৃতীয় যাহাকে ব্রাহ্মণেরা স্পষ্টবাক্যে পবিত্র বলিয়া প্রশংসা করেন।" মূল বচনস্থিত 'অদৃষ্ট' শব্দের অর্থ—"যাহা অপবিত্র স্পর্শদোষে দূষিত বলিয়া জ্ঞাত হওয়া যায় নাই" এইরূপ যে করিলাম তাহার কারণ ঐরূপ অর্থ করিলেই, "অজ্ঞাত বস্তু সর্ব্বদাই শুচি" এই যাজ্ঞবল্ক্যীয় বচনের সহিত একবাক্যতা হয়। "যাহাকে পবিত্র বলিয়া ব্রাহ্মণগণ স্পষ্টবাক্যে প্রশংসা করেন" ইহার তাৎপর্য্য এই—কোনও বস্তু অপবিত্র সংস্পর্শে দূষিত কি না, এইরূপ শঙ্কা হইলে, যদি ব্রাহ্মণগণ "উহা পবিত্র বৈকি,"—এইরূপ নিশ্চিত বাক্য দ্বারা উহার পবিত্রতা নির্দ্দেশ করেন, তাহা হইলে সেই বস্তুকে আর অপবিত্র বলিয়া ধরা হইবে না—মহামহোপাধ্যায় শূলপাণি এবং কুল্লূকভট্ট ঐ কথাটীর এইরূপ ব্যাখ্যাই করিয়াছেন। ৭৬॥

শাতাতপ বলিয়াছেন। "গোকুল, কন্দুশালা, (ভুজুরীর দোকান) তৈলযন্ত্র, ইক্ষুযন্ত্র, স্ত্রী, বালক এবং আতুর—ইহাদিগের সম্বন্ধে শৌচ বিষয়ে কোন প্রকার

"অমীমাংস্যানি" শৌচাশৌচভাগিতয়া ন বিচারণীয়ানি।

মনুঃ,—

"মক্ষিকা বিপ্রুষশ্ছায়া গৌরশ্বঃ সূর্য্যরশ্ময়ঃ।

রজো ভূর্বায়ুরগ্নিশ্চ স্পর্শে মেধ্যানি নির্দ্দিশেৎ॥"

বৌধায়নঃ,—"অদুষ্টাঃ সন্ততা ধারা বাতোদ্ধূতাশ্চ রেণবঃ।

আকরাঃ শুচয়ঃ সর্ব্বে বর্জ্জয়িত্বা সুরাকরম্॥"

শঙ্খলিখিতৌ,—"আকরদ্রব্যাণি প্রোক্ষিতানি শুচীনি॥"

যমঃ,—"আমমাংসং ঘৃতং ক্ষৌদ্রং স্নেহাশ্চ ফলসম্ভবাঃ।

ম্লেচ্ছভাণ্ডস্থিতা দুষ্যা নিষ্ক্রান্তাঃ শুচয়ঃ স্মৃতাঃ॥"

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে,—

"মুখবর্জ্জঞ্চ গৌঃ শুদ্ধা মার্জ্জারশ্চংক্রমে শুচিঃ।

শৌচভাগিতয়া ইতি গোকুলাদীনি তুহম্। সন্ততা অবিচ্ছিন্না। আকরা লবণাদ্যুৎপত্তি-স্থানানি। ফলসম্ভবাঃ স্নেহাঃ কোচড়াদিখ্যাতফলসম্ভবাঃ স্নেহাঃ। চংক্রমে শুচিরিতি

বোধ করাই উচিত নয়।" মূলে যে"অমীমাংস্য" শব্দ আছে, তাহার অর্থ—পূর্ব্বো-ল্লিখিত গোকুল প্রভৃতি শুচি কি অশুচি, এরূপ সন্দেহ না করিয়া, উহাদিগকে শুচি বলিয়াই স্থির করা উচিত। মনু বলেন, "মক্ষিকা (মাছি) এবং পাঠাদি সময়ে মুখ হইতে নির্গত থুথুর কণা, ছায়া, গোরু, অশ্ব, সূর্য্যের কিরণ, ধূলি, মৃত্তিকা, বাতাস, এবং আগুন, ইহাদিগকে স্পর্শ বিষয়ে পবিত্র বলিয়াই জানিবে।" অর্থাৎ এই সকল বস্তু অপবিত্রস্পর্শে কখনই অপবিত্র হয় না। বৌধায়ন বলিয়াছেন—"অবিরতভাবে প্রবাহিত জলধারা, এবং বায়ু কর্ত্তৃক উদ্ধুত রেণু, ইহারা অপবিত্রস্পর্শে দূষিত হয় না, এবং সুরার আকর ভিন্ন অপর সকল আকরই পবিত্র।" শঙ্খ এবং লিখিত বলেন, "আকরজাত দ্রব্য সকল প্রোক্ষণেই—শুচি হয়।" যম বলিয়াছেন,—"কাঁচা মাংস, ঘৃত, মধু, এবং ফল হইতে উৎপন্ন তৈলাদি স্নেহ পদার্থ, যতক্ষণ—ম্লেচ্ছদিগের পাত্রে থাকিবে, ততক্ষণই দূষ্য বলিয়া গণিত হইবে, কিন্তু ম্লেচ্ছের পাত্র হইতে ঐ সকল বস্তু অন্য পাত্রে ঢালিয়া লইলে, আর অশুচি বলিয়া গণ্য হইবে না"। বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে বলা হইয়াছে—"মুখ ছাড়া

পুষ্পাণাঞ্চ ফলানাঞ্চ প্রোক্ষণাৎ শুদ্ধিরিষ্যতে ॥”

অত্রিঃ,—“মক্ষিকা সন্ততা ধারা ভূমিস্তোয়ং হুতাশনঃ।
মার্জ্জারশ্চাপি দর্ব্বী চ মারুতশ্চ সদা শুচিঃ ॥”

বৌধায়নঃ,—

“অনেকোদ্বাহে দারুশিলে ভূমিসমে, ইষ্টকাশ্চ সঙ্কীর্ণী-ভূতা” ইতি। “সঙ্কীর্ণীভূতা” পরস্পরসম্বদ্ধাঃ।

বিষ্ণুঃ,—“প্রোক্ষণেন পুস্তক”মিতি।

শাতাতপঃ,—“তাপনং ঘৃততৈলানাং প্লাবনং গোরসস্য চ।
তন্মাত্রমুদ্ধৃত্য শুধ্যেৎ কঠিনন্তু পয়ো দধি।
অবিলীনং তথা সর্পির্বিলীনং শ্রপণেন তু ॥” “অবিলীনং” কঠিনম্। মনুঃ,—

“দ্রব্যাণাং চৈব সর্ব্বেষাং শুদ্ধিরুৎপ্লবনং স্মৃতম্।

যস্মিন্ দেশে মার্জ্জারস্তৎক্রম্যাতে স দেশো নাপবিত্র ইত্যর্থঃ। সন্ততিরপত্যং সন্ততেতি পাঠে অবিচ্ছিন্নেত্যর্থঃ। দর্ব্বী কাষ্ঠময়ী সূর্পাদের্ঘটনী। অনেকোদ্বাহে একোদ্বাহ-ভিন্নে ন তু অনেকেন উদ্বাহ্যে একোদ্বাহ্যয়োরপি তথাত্বাদিতি বোধ্যম্। পরস্পরসম্বদ্ধাঃ

গোরুর সকল অবয়বই শুদ্ধ, এবং বিড়ালের পায়ের তলা ভাগ শুদ্ধ, আর ফল ও পুষ্প ধুইলেই শুদ্ধ হয়।” অত্রি বলেন,—“মাছি, অবিরতভাবে প্রবাহিত জলধারা, ভূমি, জল, অগ্নি, বিড়াল, হাতা, এবং বায়ু—ইহারা সর্ব্বদাই শুচি বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে।” বৌধায়ন বলেন—“যে কাষ্ঠফলক, বা পাষাণখণ্ডকে একজন তুলিতে অক্ষম, এবং গাঁথুনিতে জমাটবাঁধা ইট এই সকলকে ভূমি তুল্য বলিয়া গণ্য করিতে হইবে।” বিষ্ণু বলেন—পুস্তক অশুচি হইলে, উহার উপর জলের ছিটে দিলেই শুদ্ধ হইবে।” শাতাতপ বলেন “ঘৃত এবং তৈল তাপনেই (তাতাইলেই) শুদ্ধি হয়, দুগ্ধ ছাঁকিয়া লইলেই শুদ্ধ হয়, কাঠিন্য প্রাপ্ত দুগ্ধ বা দধি কাকাদি দ্বারা স্পৃষ্ট হইলে, যে অংশে স্পৃষ্ট হইবে, সেইটুকু মাত্র তুলিয়া ফেলিলেই অবশিষ্ট অংশ শুদ্ধ হইবে। অবিলীন অর্থাৎ জ’মে যাওয়া ঘৃতের ঐরূপ কাকাদি স্পর্শে উপর হইতে স্পৃষ্ট অংশ মাত্র তুলিয়া ফেলিলেই শুদ্ধি হইবে। এবং গলা ঘৃত কাকাদি দ্বারা দূষিত হইলে, আগুনে পাক করিলেই শুদ্ধ হইবে।” মনু বলেন—“সমুদয় দ্রব দ্রব্যের উৎপ্লবনেই শুদ্ধি হইবে। জমাট বাঁধা বস্তু

প্রোক্ষণং সংহতানাঞ্চ দারবাণাঞ্চ তক্ষণম্ ॥”

ইদন্তূচ্ছিষ্টাদ্যন্নদোষে। “উৎপ্লবনং” বস্ত্রান্তরনির্ব্যাপণেন কীটাদ্যপনয়নম্।

শাতাতপঃ,—

“ক্লীবাভিশস্তপতিতৈঃ সূতিকোদক্যনাস্তিকৈঃ।

দৃষ্টং বা স্যাদ্‌যদন্নন্তু তস্য নিষ্কৃতিরুচ্যতে।

অভ্যুক্ষ্য কিঞ্চিদুদ্ধৃত্য ভুঞ্জীতাপ্যবিশঙ্কিতঃ ॥”

দেবলঃ,—“চাণ্ডালেন শুনা বাপি দৃষ্টং হবিরযজ্ঞিয়ম্।

বিড়ালাদিভিরুচ্ছিষ্টং দুষ্টমন্নং বিবর্জ্জয়েৎ ॥”

অন্যত্র হিরণ্যোদকস্পর্শাদিতি। মনুঃ,—

“অদ্ভিঃ সংপ্রোক্ষণং শৌচং বহুনাং ধান্যবাসসাম্।

শুচিতাঃ। প্লাবনং বস্ত্রেণ নির্বাপণম্, অবিলীনং সর্পিঃ তথা তথাজ্যমুদ্ধৃতং শুধ্যেৎ। প্রপণেন পাকেন। সংহতানাং সংশ্লিষ্টবস্তুনাং ধান্যাদীনাম্, অভিশস্তঃ মহাপাতকাদি-পরিবাদযুক্তঃ। সূতকোদক্যেতি উদক্যা রজস্বলা, দুষ্কশ্চারিণঃ। নিষ্কৃতিঃ শুদ্ধিঃ।

প্রোক্ষণেই শুদ্ধ হইবে, এবং কাষ্ঠময় বস্তুর উপরে একবার রাঁদা বুলাইলেই শুদ্ধ হইবে।” উপরে মনু যে শুদ্ধির কথা বলিলেন, তাহা ঐ সকল বস্তু উচ্ছিষ্টাদি অন্নদোষে দূষিত হওয়ার পক্ষে বুঝিতে হইবে। “উৎপ্লবন” শব্দের অর্থ—বস্ত্রান্তর দ্বারা ছাঁকিয়া কীটাদি দূর করা। শাতাতপ বলেন—ক্লীব, শাপগ্রস্ত, পতিত, সূতিকা, ঋতুমতী, এবং নাস্তিক ব্যক্তি কর্ত্তৃক যদি কোনও ভক্ষ্যদ্রব্য দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে তাহার শুদ্ধির উপায় বলিতেছি। ঐ ভক্ষ্য দ্রব্যের উপর জলের ছিটা দিয়া এবং উহা হইতে অংশ তুলিয়া ফেলিয়া দিয়া অশঙ্কিতচিত্তে উহা ভোজন করিবে।” দেবল বলেন “ঘৃত, চণ্ডাল বা কুকুর কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে উহা যজ্ঞে ব্যবহার করিবে না, এবং বিড়ালাদি দ্বারা উচ্ছিষ্ট ও দুষ্ট অন্নও যজ্ঞে একেবারেই ব্যবহার করিবে না। কিন্তু আহারাদি কার্য্যে তাদৃশ অন্নের উপর—স্বর্ণস্পৃষ্ট জল স্পর্শ করাইলে উহা আর পরিত্যাগ করিতে হইবে না।” মনু বলেন—“বহু পরিমিত ধান্য ও বস্ত্র অপবিত্র হইলে, উহাদিগের উপর জলের ছিটা দিলেই উহারা শুদ্ধ

প্রক্ষালনেন ভস্মানামদ্ভিঃ শৌচং বিধীয়তে ॥”

শুদ্ধিরিত্যনুবৃত্তৌ বিষ্ণুঃ,—

“গুড়ানামিক্ষুবিকারাণাং প্রভৃতানাং বাযুগ্নিদানেন সর্ব্বলবণানা”ঞ্চেতি।

সূতিকাং স্পৃশতঃ পিতুরপি তাদৃশমস্পৃশ্যত্বমাহ সুমন্তুঃ,—

“মাতুরেব সূতকং তাং স্পৃশতশ্চ পিতুর্নেতরেষা”মিতি।

“ইতরেষাং” সপত্নীমাতৃব্যতিরিক্তানাম্। তাসান্তু সূতিকাস্পর্শে পিতুর্যথা তৎসমকালমস্পৃশ্যত্বং, তথা তাসামপি। তথাচাদিপুরাণম্—

“সূতকে তু মুখং দৃষ্ট্বা জাতস্য জনকস্ততঃ।
কৃত্বা সচেলং স্নানন্তু শুদ্ধো ভবতি তৎক্ষণাৎ ॥
অন্যাশ্চ মাতরস্তদ্বত্তদ্গেহং ন ব্রজন্তি চেৎ।

তাদৃশং সূতিকাতুল্যম্। সপত্নীমাতৃব্যতিরিক্তানামিতি সপিণ্ডাদীনামিত্যর্থঃ। তাসান্তু

হইবে, কিন্তু অল্প পরিমিত অপবিত্র ধান্য ও বস্ত্র জলের দ্বারা প্রক্ষালন করিবার পরই শুদ্ধ হইবে।” বিষ্ণু বলিয়াছেন—“গুড়, এবং প্রভূত ইক্ষুরস; এবং সর্ব্বপ্রকার লবণ,—বায়ু ও অগ্নি স্পর্শেই শুদ্ধ হয়।” প্রসবকারিণীকে যদি প্রসূত সন্তানের পিতা স্পর্শ করে, তাহা হইলে তাহারও যে প্রসবকারিণীর সদৃশ অস্পৃশ্যত্ব হয়, একথা সুমন্তু বলিয়াছেন, যথা—“সন্তান জন্মিলে মাতারই অস্পৃশ্যত্ব হয়; এবং পিতা যদি ঐ মাতাকে স্পর্শ করেন, তবে তাঁহারও অস্পৃশ্যত্ব হইবে, এতদ্ভিন্ন জননাশৌচে আর কাহারও অস্পৃশ্যত্ব হইবে না।” এই যে অপর কাহারও হইবে না বলা হইল, উহাতে বিমাতা ছাড়া অপরকেই বুঝিতে হইবে। কারণ প্রসবকারিণীকে স্পর্শ করিলে পিতার যেমন প্রসবকারিণীর সমকাল অস্পৃশ্যত্ব হয়, বিমাতাদিগেরও প্রসবকারিণীকে স্পর্শ করিলে, সেইরূপ অস্পৃশ্যত্ব হইয়া থাকে। এ সম্বন্ধে আদিপুরাণের বচনই প্রমাণ, যথা—“পিতা, সদ্যোজাত পুত্রের মুখ দর্শন করিয়া পরিহিত বস্ত্রাদির সহিত জলে স্নান করিলেই শুদ্ধিলাভ করিবে, এবং ঐ উৎপন্ন পুত্রের বিমাতৃগণ যদি সেই গৃহে

সপিণ্ডাশ্চৈব সংস্পৃশ্যাঃ সন্তি সর্ব্বে বিনিশ্চয়ঃ ॥"

"তদ্বৎ" পিতৃবৎ স্নাত্বা শুদ্ধাঃ। গৃহগমনন্তু সূতিকা-স্পর্শোপলক্ষণম্। অন্যথা পিতৃতোঽধিকদোষাপত্তেঃ। এবঞ্চ তদ্গৃহগমনেঽপি স্পর্শাভাবে নাস্পৃশ্যত্বম্। পুত্রজন্মনি স্নানাৎ পূর্ব্বমঙ্গাস্পৃশ্যত্বমাহ সম্বর্ত্তঃ,—

"জাতে পুত্রে পিতুঃ স্নানং সচেলন্তু বিধীয়তে।
মাতা শুধ্যেদ্দশাহেন স্নানাত্তু স্পর্শনং পিতুঃ" ॥ ৭৭ ॥

একদিনপাতিতুল্যমরণাশৌচদ্বয়ে যাবদশৌচং সর্ব্বগোত্রা-স্পৃশ্যত্বমাহাদিপুরাণম্,—

"সর্ব্বং গোত্রমসংস্পৃশ্যং তত্র স্যাৎ সূতকে সতি।

সপত্নীম্ তৃণান্তু। অন্যথা তদ্গৃহগমনস্য সূতিকাস্পর্শমাত্রোপলক্ষণত্বাভাবে। পিতৃত ইতি তাং স্পৃশতশ্চ পিতুরিত্যনেন সূতিকাস্পর্শ এব পিতুর্যাবদশৌচমঙ্গাস্পৃশ্যত্বং বিমাতৃণান্তু সূতিকাগৃহগমনমাত্রে ইত্যধিকদোষঃ স্যাদিতি ভাবঃ। মাতেতি দশাহানন্তরং মাতা স্পর্শমাত্রে শুধ্যেৎ ন তু মাতুঃ সর্ব্বাশৌচনিবৃত্তিরিতি বোধ্যম্ ॥ ৭৭ ॥

তুল্যেতি সমকালীনত্বেন তুল্যতা বোধ্যা। ন তথা ন যাবদশৌচমঙ্গাস্পৃশ্যত্ব-

---

না গমন করে, তাহা হইলে তাহারাও পিতার মত স্নান করিয়াই শুদ্ধ হইবে। এবং জননাশৌচে সপিণ্ডগণ যে স্পর্শনীয় থাকিবে, তাহাতে কোনও সংশয় নাই। উপরে যে বিমাতৃগণের সে গৃহে গমন না করার কথা বলা হইয়াছে,— উহা দ্বারা প্রসবকারিণীকে যদি স্পর্শ না করে, এইরূপ অর্থই বুঝিতে হইবে। এরূপ না বলিয়া, কেবল গৃহগমনেই যদি উহাদের অস্পৃশ্যত্ব বলা যায়, তাহা হইলে পিতা অপেক্ষা অল্পকারণেই উহাদিগের অস্পৃশ্যত্ব বিহিত হওয়ায়, বচনের অর্থে অসামঞ্জস্য দোষ হইয়া পড়ে। কেন না পিতা স্পর্শ করিলে অস্পৃশ্যত্ব হইবে, আর বিমাতৃগণ কেবল মাত্র গৃহে গমন করিলে, স্পর্শ না করিলেও— অস্পৃশ্যত্ব হইবে এইরূপ বিসদৃশ ব্যবস্থা হইয়া পড়ে। পুত্র জন্মিলে স্নানের পূর্ব্বে যে অঙ্গাস্পৃশ্যত্ব হয় একথা সম্বর্ত্ত বলিয়াছেন যথা—"পুত্র জন্মাইলে পিতার পরিহিত বস্ত্রের সহিত স্নান বিহিত হইয়াছে, দশাহের পর মায়ের অঙ্গাস্পৃশ্যত্ব অপনীত হইবে, কিন্তু স্নানের পর হইতেই পিতা স্পর্শযোগ্য হইবে। ৭৭।

তুল্যরূপ মরণাশৌচদ্বয় যদি একদিনে সংঘটিত হয়, তাহা হইলে যতকাল

মধ্যেঽপি সূতকে দদ্যাৎ পিণ্ডান্ প্রেতস্য তৃপ্তয়ে ॥”

“তত্রা”দ্যদিনে, ভিন্নদিনে তু মনুনা প্রথমেন আনবমীয়স্য দ্বিতীয়স্য শুদ্ধ্যভিধানাৎ তথা। অত্র প্রথম“সূতক”পদং মরণাশৌচমাত্রপরং পিণ্ডদানশ্রুতেঃ, দ্বিতীয়“সূতকং” চাস্পৃশ্যত্বপরম্। তথাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ,—

“ত্রিরাত্রং দশরাত্রং বা শাবমাশৌচমিষ্যতে।
ঊনদ্বিবর্ষমুভয়োঃ সূতকং মাতুরেব হি ॥”

“শাবমাশৌচ”মস্পৃশ্যত্বলক্ষণম্, ত্রিরাত্রং, দশরাত্রাশৌচিনামেকস্মিন্ সূতকে দ্বিতীয়সূতকে সমানদিনপতিতে দশরাত্রা-

প্রযোজকম্। নন্বত্র সূতকপদস্য কথং জননাশৌচপরত্বং নোচ্যতে তত্রাহ পিণ্ডদানেতি। তথাচ জননাশৌচে পিণ্ডদানাভাবাদসঙ্গতিঃ স্যাদিতি ভাবঃ। নন্বু সর্ব্বং গোত্রমসংস্পৃশ্যমিত্যেতাবন্মাত্রশ্রবণাৎ কথং যাবদশৌচমস্পৃশ্যত্বং লভ্যতে, এবং সূতকপদস্যাস্পৃশ্যত্বপরত্বং ন দৃষ্টচরং তত্রাহ যথেতি। উভয়োর্মাতাপিত্রোঃ, সূতকমিতি সূতকমত্র

অশৌচ বর্ত্তমান থাকিবে, ততকাল যে, গোত্রজ সকল ব্যক্তিরই অস্পৃশ্যত্ব থাকিবে, একথা আদিপুরাণে বলা হইয়াছে, যথা,—“যদি কোনও জ্ঞাতিমরণের প্রথম দিনে আর একটী তুল্যরূপ মরণাশৌচ সংঘটিত হয়, তাহ'লে গোত্রজ সমুদয় ব্যক্তি যাবৎ অশৌচ অস্পৃশ্য হইবে; কিন্তু ঐ অস্পৃশ্যত্ব সত্ত্বেও ঐ অশৌচের মধ্যে প্রেতের তৃপ্তির নিমিত্ত পিণ্ডদান করিবে।” বচনে যে, “তত্র” শব্দ আছে উহার অর্থ—“আদ্যদিনে” এই নির্দিষ্ট করা হইল। যদি প্রথম মৃত্যুর আদ্য দিন ভিন্ন নবম দিনের মধ্যে যে কোনও দিনে অপমৃত্যু অঃ তুল্যরূপ অশৌচ ঘটে, তবে মনু প্রথমাশৌচের সহিতই উহার শুদ্ধি বিধান করায়, দ্বিতীয়াশৌচের যে, প্রথমাশৌচ অপেক্ষা প্রথম দিন ভিন্ন অন্য দিনে কোনওরূপ প্রাবল্য নাই, ইহাই জ্ঞাপিত হইয়াছে। সুতরাং প্রথম দিন ভিন্ন অপর দিনে সংঘটিত ঐ দ্বিতীয়াশৌচ যাবদশৌচ অস্পৃশ্যত্বের কারণ হইতে পারে না। উক্ত বচনে “সূতক” শব্দটী দুইবার ব্যবহৃত হইয়াছে। তাহার মধ্যে প্রথম ‘সূতক” শব্দের অর্থ—মরণাশৌচ, এবং পিণ্ডদানের কথা থাকায় দ্বিতীয় “সূতক” শব্দের অর্থ—অস্পৃশ্যত্ব। মরণাশৌচের যে, স্থলবিশেষে দশরাত্র পর্য্যন্ত

শৌচমঙ্গাস্পৃশ্যত্বম্, ঊনদ্বিবর্ষমরণলক্ষণমস্পৃশ্যত্বং মাতাপিত্রোরেব, তদন্যেষাং স্পৃশ্যত্বম্। এবমেব মিতাক্ষরাদীপকলিকে। ন চ শাবাশৌচপদম্ অশৌচমাত্রপরমিতি মিতাক্ষরোক্তং যুক্তমিতি বাচ্যম্,

"আ-দন্তজননাৎ সদ্যঃ আ-চূড়াদৈকরাত্রকম্।

কন্যাজননজন্যমঙ্গাস্পৃশ্যত্বং, তচ্চ মাতুরেব ইত্যর্থঃ। অত্র সূতকপদস্যাশৌচপরত্বে মাতুরেবেত্যেবকারাসঙ্গতিঃ স্যাদিতি ভাবঃ। ঊনেতি তথাচ ঊনদ্বিবর্ষে বালকে মৃতে অঙ্গাস্পৃশ্যত্বং মাতাপিত্রোরেবেত্যর্থঃ। অশৌচমাত্রেতি ন তু অঙ্গাস্পৃশ্যত্বপরমিত্যর্থঃ।

অঙ্গাস্পৃশ্যত্ব হইয়া থাকে, এবং সূতক শব্দের যে, অঙ্গাস্পৃশ্যত্বরূপ অর্থও হয়, এ সম্বন্ধে যাজ্ঞবল্ক্যের নিম্নলিখিত বচনটীই প্রমাণ,—"মরণ জন্য অশৌচনিবন্ধন ত্রিরাত্র বা স্থল বিশেষে দশরাত্র অঙ্গাস্পৃশ্যত্ব হইয়া থাকে"। এবং দ্বিবর্ষের পূর্ত্তি হইবার পূর্ব্বে বালকের মৃত্যুতে যে অস্পৃশ্যত্ব হইবার কথা আছে, তাহা কেবল মাতা পিতারই হইয়া থাকে, এবং জননাশৌচ জন্য অস্পৃশ্যত্ব কেবল মাতারই হয়"। বচনে যে "শাব অশৌচ" কথাটী আছে, উহা দ্বারা মরণাশৌচ জন্য অস্পৃশ্যত্বই বুঝিতে হইবে। দশরাত্রাশৌচের অধিকারিগণের একটী মাত্র দশরাত্রাশৌচ ঘটিলে, ত্রিরাত্র অঙ্গাস্পৃশ্যত্ব থাকিবে। এবং প্রথম দশরাত্রাশৌচ যে দিনে সংঘটিত হইয়াছে, সেই দিন বাদ আর একটী দশরাত্রাশৌচ সংঘটিত হয়, তাহা হইলে, দশরাত্র পর্য্যন্ত অঙ্গাস্পৃশ্যত্ব থাকিবে। এবং দ্বিবর্ষপূর্ত্তি হইবার পূর্ব্বে বালকের মৃত্যুতে যে, অঙ্গাস্পৃশ্যত্বের কথা আছে, তাহা কেবল মাতা পিতারই হইবে। এবং মাতা পিতা ভিন্ন অপর জ্ঞাতিদিগের শরীরস্পৃশ্যত্ব অব্যাহতই থাকিবে। মিতাক্ষরা এবং দীপকলিকা নামক টীকাদ্বয়ে যাজ্ঞবল্ক্যের উক্তবচনটী এইরূপেই ব্যাখ্যাত হইয়াছে। কেহ বলিয়াছিল, শাবাশৌচ শব্দটীর মিতাক্ষরায় যে, কেবল অশৌচমাত্ররূপ অর্থ করা হইয়াছে, অর্থাৎ অঙ্গাস্পৃশ্যত্বযুক্ত ছাড়া কেবলমাত্র যে, অশৌচরূপ অর্থ করা হইয়াছে, তদ্রূপ অর্থই যুক্তিযুক্ত; স্মার্ত্ত বলিতেছেন এ কথা বলিতে পার না। কারণ এস্থলে 'শাবাশৌচ' শব্দের অর্থ যদি কেবলমাত্র অশৌচই হইত, তাহা হইলে দাঁত উঠিবার পূর্ব্বে মৃত্যুতে সদ্যঃশৌচ, চূড়ার পূর্ব্বে মৃত্যুতে এক রাত্র, উপনয়ন-

ত্রিরাত্রমা-ব্রতাদেশাদ্দশরাত্রমতঃপর"মিতি যাজ্ঞবল্কীয়েন পৌনরুক্ত্যাপত্তেঃ। ব্যক্তমাহাঙ্গিরাঃ,—

"মরণং যদি তুল্যং স্যান্মরণেন কথঞ্চন।
অস্পৃশ্যস্তু ভবেদ্গোত্রং সর্ব্বমেব সবান্ধবম্॥"

"তুল্যম্" অভিন্নদিনজাততয়া, দশরাত্রাদিব্যাপিতয়া চ সমানম্। এবমন্যানি বচনানি সর্ব্বত্র নির্গুণবিষয়তয়া ব্যাখ্যেয়ানি, তদ্বিরুদ্ধানি তু যথাযথং বেদাধ্যায়াদিসগুণ-সর্ব্বাশিত্বসর্ব্ববিক্রয়িকত্বাদ্যত্যন্তনির্গুণদেশভেদাদিনা চ ব্যবস্থেয়ানি॥ ৭৮॥

পৌনরুক্ত্যেতি। ত্রিরাত্রমাব্রতাদেশাদিত্যাদিনা ত্রিরাত্রদশরাত্রয়োর্ব্বিধানাৎ ত্রিরাত্রং দশরাত্রং চেত্যনেন পুনস্তদ্বিধানে পৌনরুক্ত্যং স্যাদিতি ভাবঃ। সবান্ধবমিত্যনেন একস্মিন্ দিনে তুল্যকালীনখণ্ডমরণাশৌচদ্বয়পাতে ভিন্নগোত্রস্যাপি ভাগিনেয়াদের্যাবদশৌচমস্পৃশ্যত্বং বোধ্যম্। বেদেতি বেদাদিনা সগুণেত্যর্থঃ। সর্ব্বাশিত্বেতি সর্ব্বাশিত্বাদিনাত্যন্তনির্গুণেত্যর্থঃ॥ ৭৮॥

যোগ্য কালের পূর্ব্বে মৃত্যুতে ত্রিরাত্র, এবং তাহার পর মৃত্যুতে দশ রাত্র অশৌচ"—যাজ্ঞবল্ক্যের এই বচনের সহিত উপরিউক্ত বচনের পুনরুক্তি দোষ ঘটিত। এক্ষণে দেখ, "শাবাশৌচের" অস্পৃশ্যত্বযুক্ত অশৌচ দেখিয়া "সূতক" শব্দেরও ঐরূপ অর্থ করা হইয়াছে। একদিনে তুল্যরূপ মরণাশৌচদ্বয় ঘটিলে, যাবদশৌচ সপিণ্ডমাত্রেরই যে, অস্পৃশ্যত্ব হয়, সে কথা অঙ্গিরা স্পষ্ট করিয়াই বলিয়াছেন, যথা—"যদি একটী মরণাশৌচের সহিত কোনও প্রকারে তুল্যরূপ আর একটী মরণাশৌচ সংঘটিত হয়, তাহা হইলে সমুদয় গোত্রজ ব্যক্তি বান্ধবগণের সহিত অস্পৃশ্য হইবে।" বচনে যে, "তুল্যরূপ" শব্দটী আছে, তাহার অর্থ—একদিনেই সংঘটন ও দশ দিন ব্যাপিত্ব এই উভয়বিধ ধর্ম্মহেতু সমান রূপ এইরূপ অশৌচকালের পরিমাণ বিধায়ক অন্যান্য যে সকল বচন দৃষ্ট হয়, তৎসমুদয়কেই সাধারণতঃ নির্গুণ সম্বন্ধীই বুঝিতে হইবে। এবং ইহার বিরুদ্ধ যে সকল বচন দৃষ্ট হইবে, তাহাদের মধ্যে যেখানে যেমন লাগে কোনটীকে বেদাধ্যয়ন, অগ্নিপরিচর্য্যাপর সগুণবিষয়ক, এবং কোনটীকে বা সর্ব্বভক্ষক, সর্ব্ববিক্রয়ী প্রভৃতি নির্গুণ বিষয়ক বলিয়া ব্যাখ্যা করিতে হইবে। ৭৮।

অথ মুমূর্ষুমৃতকৃত্যাদি।

হারীতঃ,—

"শূদ্রান্নেন তু ভুক্তেন উদরস্থেন যো মৃতঃ।

স বৈ খরত্বমুষ্ট্রত্বং শূদ্রত্বঞ্চাধিগচ্ছতি।"

"শূদ্রান্নং" শূদ্রস্বামিকান্নং, তদ্দত্তমপি ভোজনকালে তদ্‌-বহাস্থিতং যত্তদপি শূদ্রান্নম্‌। তদাহাঙ্গিরাঃ,—

"শূদ্রবেশ্মনি বিপ্রেণ ক্ষীরং বা যদি বা দধি।

নিবৃত্তেন ন ভোক্তব্যং শূদ্রান্নং তদপি স্মৃতম্‌॥"

"অপি"শব্দাৎ শাকাস্তদ্দত্তঘৃততণ্ডুলাদি, ন তু তদ্দত্তকপর্দকা-দিনা ক্রীতমপি। স্বগৃহাগতে পুনরঙ্গিরাঃ,—

অথ মুমূর্ষুমৃতকৃত্যাদি। উদরস্থেন শূদ্রান্নেনেত্যভিধানাদ্‌যত্র শূদ্রাদিনা ব্রাহ্মণাদয়ো ভোজ্যন্তে তত্র বিপ্রাদ্যুদরস্থেঽপ্যন্নে শূদ্রাদিস্বত্বং ন নশ্যতি, তথাচ ভোজনং ন স্বত্বনাশকমিতি ; যত্র তু ক্রয়প্রতিগ্রহাদিনা শূদ্রাৎ প্রতিগৃহীতং তণ্ডুলাদিকং ভুজ্যতে তত্র ন শূদ্রান্নভোজনং, ক্রয়াদিনা শূদ্রস্বত্বনাশাৎ। এতদভিপ্রেত্য ব্যাচষ্টে শূদ্রস্বামিকান্নমিতি। শূদ্রস্বত্ববিশিষ্টান্নং ন তু শূদ্রস্বত্বোপলক্ষিতান্নমিত্যর্থঃ। শূদ্রাৎ প্রতিগৃহীতান্নস্থলে বিশেষমাহ তদ্দত্তমপীতি। শূদ্রদত্তমপীত্যর্থঃ। তদ্‌গৃহাবস্থিতং

মুমূর্ষু এবং মৃত কৃত্যাদি।

এক্ষণে মুমূর্ষু এবং মৃত ব্যক্তি সম্বন্ধে কর্ত্তব্যের কথা বলা হইতেছে। হারীত বলেন,—"যদি কোনও (দ্বিজ) ব্যক্তি শূদ্রান্ন ভোজন করে, এবং সেই অন্ন পেটের মধ্যে না পচিতে পচিতে মৃত হয়, তাহা হইলে সে মৃত্যুর পর যথাক্রমে, গর্দ্দভ, উট, এবং শূদ্রজাতি প্রাপ্ত হয়।" মূল বচনে যে 'শূদ্রান্ন' শব্দ আছে, তাহার অর্থ—শূদ্রকর্ত্তৃক পকান্ন নহে কিন্তু শূদ্রস্বামিকান্ন। যদিও ঐ অন্ন দান করিবার পর উহাতে শূদ্রের স্বামিত্ব থাকে না, তথাপি উহা শূদ্রের গৃহে যে পর্য্যন্ত অবস্থিত হয়, সে পর্য্যন্ত শূদ্রান্ন বলিয়াই গণ্য হইবে। শূদ্রের গৃহে স্থিত অন্ন যে শূদ্রান্ন বলিয়া গণ্য হয়, সে কথা অঙ্গিরা বলিয়াছেন—যথা, "শূদ্রান্ন ভোজন হইতে নিবৃত্ত, অর্থাৎ শূদ্রান্ন ভোজন পরিত্যাগী ব্রাহ্মণ শূদ্রের গৃহে ক্ষীরটুকু দইটুকু অবধি খাইবে না। কারণ, উহাও শূদ্রান্ন বলিয়া পরিগণিত"। বচনে যে "তদপি" (উহাও) এই 'অপি' শব্দ আছে,

"যথা যতস্ততো হ্যাপঃ শুদ্ধিং যান্তি নদীং গতাঃ।
শূদ্রাদ্বিপ্রগৃহেষন্নং প্রবিষ্টন্তু সদা শুচি॥"
প্রবিষ্টং স্বত্বাপাদকপ্রতিগ্রহাদিনেতি শেষঃ। অতএব
পরাশরঃ—
"তাবদ্ভবতি শূদ্রান্নং যাবন্ন স্পৃশতি দ্বিজঃ।

শূদ্রগৃহাবস্থিতম্, শূদ্রবেশ্মনীতি তথাচ শূদ্রাৎ প্রতিগৃহীতমন্নাদিকং ব্রাহ্মণাদিগৃহে ভোক্তব্যং শূদ্রগৃহে তু তদ্ভোজনং বচনবলান্নিষিদ্ধমিতি ভাবঃ। নিরুক্তেন শূদ্রান্নভোজনান্নিবৃত্তেন, শূদ্রান্নং তদপি স্বত্বমিতানেন পারিভাষিকমিদং শূদ্রান্নভোজনমিতি সূচিতম্। তদপি তাদৃশক্ষীরাদাপি। যতস্ততঃ ইতি অপবিত্রস্থানাদপি আগতা

উহার দ্বারা শূদ্রকর্ত্তৃক প্রদত্ত সাক্ষাৎ খাদ্য ঘৃত তণ্ডুল ইত্যাদিরই বোধ করিতে হইবে। (১) কারণ শূদ্রকর্ত্তৃক প্রদত্ত কড়ি দিয়া ক্রীত অন্নের শূদ্রের গৃহে ভোজনে দোষ হইবে না। অর্থাৎ শূদ্র সাক্ষাৎ সম্বন্ধে যে ভোজ্য দ্রব্য দান করিবে, তাহাই শূদ্রগৃহে খাইলে শূদ্রান্ন বলিয়া পরিগণিত হইবে; কিন্তু শূদ্র প্রদত্ত পয়সা দিয়া বাজার হইতে ভোজ্যদ্রব্য কিনিয়া আনিয়া খাইলে উহা শূদ্রান্ন বলিয়া গণিত হইবে না। শূদ্রান্ন ব্রাহ্মণের বাড়ী আসিলে আর যে দোষাবহ থাকিবে না, একথাও অঙ্গিরা বলিয়াছেন, যথা—"যেরূপ যে কোনও স্থান হইতে জল আসিয়া নদীতে পড়িলেই শুদ্ধ হয়, সেইরূপ শূদ্রের অন্ন ব্রাহ্মণের বাড়ী আসিয়া প্রবিষ্ট হইলেই আর অশুদ্ধ থাকে না।" এই যে ব্রাহ্মণের বাড়ী আসিয়া "প্রবিষ্ট" হইবার কথা বলা হইল, উহা দ্বারা কেহ এরূপ না বুঝেন—শূদ্রের অন্ন ব্রাহ্মণের বাড়ীতে যে কোনও প্রকারে, অর্থাৎ অপহরণাদি দ্বারা গেলেই শুদ্ধ বলিয়া গণ্য হইবে, কিন্তু উহার তাৎপর্য্য এই যে, ব্রাহ্মণ যদি ঐ অন্নের উপর স্বীয় অধিকার উৎপাদক যথাবিধি প্রতিগ্রহাদি করিয়া ঐ অন্নকে আপনার বাড়ীতে প্রবিষ্ট করে, তবেই উহা শুদ্ধ হইবে। এইজন্য পরাশর বলিয়াছেন, "যে পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণ শূদ্রান্ন স্পর্শ না করে, সেই পর্য্যন্তই উহা শূদ্রান্ন বলিয়া গণ্য হয়, ব্রাহ্মণের হস্ত দ্বারা যথাবিধি প্রতিগ্রহের পর স্পৃষ্ট হইবামাত্রই উহা হবিঃ সদৃশ পবিত্র হয়।" মূল

(১) ইহার তাৎপর্য্য এই—কেহ আশঙ্কা করিয়াছিল, শূদ্র যে ব্রাহ্মণকে ভোজন করিতে দিয়াছে, তাহাতে আর শূদ্রের অধিকার না থাকায়, তাহা আর শূদ্রান্ন হইল কিরূপে? ইহার উত্তরে স্মার্ত্ত বলিতেছেন, প্রদত্ত অন্নও যে পর্য্যন্ত শূদ্রের গৃহে থাকিবে, উহা শূদ্রান্ন রূপেই গণ্য হইবে।

দ্বিজাতিকরসংস্পৃষ্টং সর্ব্বং তদ্ধবিরুচ্যতে॥"

"স্পৃশতি" প্রতিগৃহ্লাতীতি কল্পতরুঃ। তচ্চ সম্প্রোক্ষ্য গ্রাহ্যমাহ বিষ্ণুপুরাণম্,—

"সম্প্রোক্ষয়িত্বা গৃহ্লীয়াৎ শূদ্রান্নং গৃহমাগতম্।" তচ্চ পাত্রান্তরে গ্রাহ্যমাহাঙ্গিরাঃ,—

"স্বপাত্রে যত্তু বিন্যস্তং শূদ্রো যচ্ছতি নিত্যশঃ।
পাত্রান্তরগতং গ্রাহ্যং দুগ্ধং স্বগৃহমাগতম্॥"

এতেন স্বগৃহাগতস্যৈব শুদ্ধত্বং, তদ্গৃহগতস্যৈব শূদ্রান্নদোষভাগিত্বং প্রতীয়তে। ততশ্চৈতাদৃগপি মুমূর্ষুণা সর্ব্বথা শূদ্রান্নং ন ভোক্তব্যম্। পূজারত্নাকরে,—

"শালগ্রামশিলা যত্র তত্র সন্নিহিতো হরিঃ।

ইত্যর্থঃ। যচ্ছতি দদাতি। অত ইতি উদরস্থশূদ্রান্নস্য মরণে দোষশ্রুতেরিত্যর্থঃ। শূদ্রান্নভোজননিন্দা অন্যত্রাপ্যুক্তা, যথা,—শূদ্রান্নেন তু ভুক্তেন মৈথুনং যোঽধিগচ্ছতি। যস্যান্নং তস্য তে পুত্রাঃ অন্নাচ্ছ্রেতঃ প্রবর্ত্ততে॥ ব্রাহ্মণান্নেন দারিদ্র্যং ক্ষত্রিয়ান্নেন

বচনে 'স্পৃশতি' (স্পর্শ করে), এই যে ক্রিয়া পদটী আছে, কল্পতরু ইহার অর্থ "যে পর্য্যন্ত প্রতিগ্রহ না করে" এইরূপ করিয়াছেন। এবং উহা যথাবিধি প্রোক্ষণ করিয়াই যে গ্রাহ্য এ কথা বিষ্ণুপুরাণে বলা হইয়াছে; যথা—"গৃহে আগত শূদ্রান্ন সম্যক্‌রূপে প্রোক্ষণ করিয়াই গ্রহণ করিবে।" এবং অঙ্গিরা বলিয়াছেন—শূদ্রের বাড়ী হইতে যে পাত্র করিয়া অন্ন আনা হইবে, ব্রাহ্মণ সেই পাত্র শুদ্ধ ঐ অন্ন না লইয়া নিজের বাড়ীর অন্য পাত্রে উহা ভোজন করিবে, যথা—"শূদ্র প্রত্যহ নিজের পাত্র করিয়া, যে দুগ্ধ প্রদান করে, ব্রাহ্মণ ঐ দুগ্ধ আপনার বাড়ী আনিয়া অন্য পাত্রে ঢালিয়া ব্যবহার করিবে।" "বচনে স্বগৃহ মাগতং" এই কথার দ্বারা ব্রাহ্মণের নিজের গৃহে আগত বস্তুরই শুদ্ধতা, এবং শূদ্রগৃহে স্থিত ভক্ষ্য বস্তুর শূদ্রান্ন ভক্ষণ দোষে দূষিতত্ব প্রতীত হইতেছে। অতএব অর্থাৎ শূদ্রান্ন উদরে থাকিতে থাকিতে মৃত্যুর দোষ শ্রুতিহেতু মুমূর্ষু ব্যক্তির দুগ্ধাদিরূপ শূদ্রান্ন ভোজন করাও উচিত নহে। পূজা-রত্নাকরে বলা হইয়াছে "যেস্থলে শালগ্রামশিলা বিদ্যমান থাকে, সে স্থলে সাক্ষাৎ নারায়ণ সন্নিহিত হন।

তৎসন্নিধৌ ত্যজেৎ প্রাণান্ যাতি বিষ্ণোঃ পরং পদম্॥"

লিঙ্গপুরাণে,—

"শালগ্রামসমীপে তু ক্রোশমাত্রং সমন্ততঃ।

কীকটেঽপি মৃতো যাতি বৈকুণ্ঠভবনং নরঃ॥" "কীকটো' মগধঃ। গৌতমীয়ে,—

"শালগ্রামশিলারূপী হরিরেব ন সংশয়ঃ।"

বৈষ্ণবামৃতে ব্যাসঃ—

"তুলসীকাননে জন্তোর্যদি মৃত্যুর্ভবেৎ ক্বচিৎ।

স নির্ভৎর্স্য যমং পাপী লীলয়ৈব হরিং বিশেৎ॥

প্রয়াণকালে যস্যাস্যে দীয়তে তুলসীদলম্।

নির্ব্বাণং যাতি পক্ষীন্দ্র পাপকোটীযুতোঽপি সঃ॥"

কূর্ম্মপুরাণে,—

"গঙ্গায়াঞ্চ জলে মোক্ষো বারাণস্যাং জলে স্থলে।

বৈশ্যতাম্। বৈশ্যান্নেনাপি শূদ্রত্বং শূদ্রান্নৈর্নরকং ব্রজেৎ॥ ইত্যাদি। ত্যজেদিতি য ইতি এবং স ইতি চ পূরণীয়ম্। পাপী পাপাপি। প্রয়াণকালে মরণকালে। গঙ্গায়ামিত্যাদৌ সুপাংসুপা ষষ্ঠ্যর্থে সপ্তমী। তথাচ গঙ্গাজলং দেশান্তরেঽপি

অতএব যে ব্যক্তি শালগ্রামশিলার সমীপে প্রাণত্যাগ করে, সে বিষ্ণুর পরমপদ প্রাপ্ত হয়। লিঙ্গপুরাণে বলা হইয়াছে—"যদি কেহ মগধের ন্যায় অপবিত্র দেশেও শালগ্রামশিলার অবস্থান স্থানের এক ক্রোশ মধ্যেও মৃত হয়, তাহা হইলে সে মনুষ্য বৈকুণ্ঠভবনে গমন করে।" গৌতমীয় তন্ত্রে বলা হইয়াছে—"সাক্ষাৎ নারায়ণই যে শালগ্রামশিলারূপে অবস্থান করেন, এ বিষয়ে কোনও সংশয় নাই!" বৈষ্ণবামৃত নামক গ্রন্থে ব্যাসের এইরূপ একটী বচন উদ্ধৃত হইয়াছে—"যদি কোনও জন্তুর তুলসী বনে মৃত্যু হয়; তাহা হইলে সে পাপী হইলেও যমকে অবজ্ঞা করিয়া শ্রীবিষ্ণুর শরীরে প্রবেশ করে। হে পক্ষীন্দ্র! মৃত্যুর সময় যাহার মুখে তুলসীদল বিন্যস্ত করা হয়, সে কোটি কোটি পাপের পাপী হইলেও মোক্ষলাভ করে।" কূর্ম্মপুরাণে বলা হইয়াছে,—"মৃত ব্যক্তির মৃত্যুর সময়—কেবল

চান্তরীক্ষে চ গঙ্গায়াং গঙ্গাসাগরসঙ্গমে ॥"

চকারাৎ স্থলেঽপি ॥ ৭৯ ॥

ভুবনেশ্বরমধিকৃত্য ব্রহ্মপুরাণম্,—

"এষ বিশ্বেশ্বরো দেব এষা বৈ মণিকর্ণিকা।

কলাবন্তর্হিতা কাশী মুক্তিস্তত্র ন সংশয়ঃ ॥

যা গতির্যোগযুক্তস্য বারাণস্যাং মৃতস্য চ।

সা গতির্ঘটিকার্দ্ধেন পুরুষোত্তমদর্শনে ॥"

স্কান্দে,—

"গঙ্গায়াং ত্যজতঃ প্রাণান্ কথয়ামি বরাননে।

কর্ণে তৎ পরমং ব্রহ্ম দদামি নামকং পদম্ ॥

নীত্বা তত্র মরণে মোক্ষ ইতি গুরবঃ। মোক্ষো মোক্ষবিশেষঃ। গঙ্গো(?)
গঙ্গাসাগরসঙ্গমাবচ্ছিন্নগঙ্গায়ামিত্যর্থঃ ॥ ৭৯ ॥

কথয়ামীতি, কাশ্যাং বিশ্বেশ্বরো দেবঃ ক্ষেত্রে চ পুরুষোত্তমঃ। নারায়ণস্তু জাহ্নব্যাং কর্ণে দিশতি তারকমিতি। অত্রধা ইতি গঙ্গাক্ষেত্রধা অন্যত্রাপি মরণে ত্রিদিবং যান্তীত্যর্থঃ। মরণেনেতি গঙ্গায়াং মরণেন যৎ ফলম্, ইহ যোজনদ্বয়ে মরণে তৎফলং

মাত্র (ক্ষেত্রেই) গঙ্গার জল শরীরে সংলগ্ন হইলেই মোক্ষলাভ হ বারাণসীতে গঙ্গার জলেই হউক, অথবা স্থলেই হউক মৃত্যু হইলেই মোক্ষ লাভ হয়। এবং গঙ্গাসাগরসঙ্গমাস্থিত গঙ্গার উপর শূন্যপ্রদেশে মরিলেও মোক্ষলাভ হইবে। ঐ বচনে 'অন্তরীক্ষের' পর যে চকার আছে, উহার দ্বারা গঙ্গাসাগরসঙ্গম স্থলে মরিলেও যে মোক্ষলাভ হইবে, ইহাই বুঝাইতেছে। ৭৯?

ভুবনেশ্বর ক্ষেত্রের প্রসঙ্গে ব্রহ্মপুরাণে এইরূপ বলা হইয়াছে,—"ইহাই সাক্ষাৎ বিশ্বেশ্বর, এবং ইহাই সাক্ষাৎ মণিকর্ণিকা, কলিযুগে কাশী এইস্থানে অন্তর্হিত হইয়া রহিয়াছেন, এস্থলে মৃত্যু হইলে যে মুক্তিলাভ হইবে, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। যোগযুক্ত ব্যক্তির মৃত্যুর পর যে গতি লাভ হয়, বারাণসীতে মৃত ব্যক্তির মৃত্যুর পর যে গতি লাভ হয়, ক্ষণার্দ্ধমাত্র পুরুষোত্তম দর্শনকারী ব্যক্তিরও মৃত্যুর পর সেই গতি লাভ হইয়া থাকে।" স্কন্দপুরাণে বলা হইয়াছে—"হে বরাননে! যে ব্যক্তি গঙ্গায় প্রাণত্যাগ করে, আমি তাহার কর্ণে সেই পরমব্রহ্ম

তীরাদ্গব্যূতিমাত্রন্তু পরিতঃ ক্ষেত্রমুচ্যতে।
অত্র দানং জপো হোমো গঙ্গায়াং নাত্র সংশয়ঃ।
অত্রস্থাস্ত্রিদিবং যান্তি যে মৃতাস্তেঽপুনর্ভবাঃ॥" "গব্যূতিঃ"
ক্রোশযুগম্। তীর্থচিন্তামণৌ ব্রহ্মপুরাণম্,—
"অত্র দূরে সমীপে চ সদৃশং যোজনদ্বয়ম্।
গঙ্গায়াং মরণেনেহ নাত্র কার্য্যা বিচারণা॥"

এবং গঙ্গাদিমরণেন প্রাপ্তব্রহ্মলোকস্যাপ্যৌর্দ্ধদেহিকী ক্রিয়া তদধিকারিণা কর্ত্তব্যা নিত্যত্বাৎ। তথা চ ভাগবতে,—

ভবতীত্যর্থঃ। গঙ্গামরণপ্রকারশ্চ অর্দ্ধং নারায়ণক্ষেত্রে অর্দ্ধং কারণবারিণি ইত্যনেন বোধ্যঃ। প্রবাহমবধিং কৃত্বা যাবদ্ধস্তচতুষ্টয়ম্। অত্র নারায়ণঃ স্বামী নান্যঃ স্বামী কদাচন॥ কারণবারিণি গঙ্গাজলে। কূর্ম্মপুরাণে,—গঙ্গায়াং জ্ঞানতো মৃত্বা মুক্তিমাপ্নোতি মানবঃ। অজ্ঞানাদ্ব্রহ্মলোকঞ্চ যাতি নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ॥ স্মৃতিঃ,—শুক্লপক্ষে দিবা ভূমৌ গঙ্গায়ামুত্তরায়ণে। ধন্যা দেহং বিমুঞ্চন্তি হৃদয়স্থে জনার্দ্দনে॥ আগ্নেয়ে,—অর্দ্ধোদকে তু জাহ্নব্যাং ম্রিয়তেঽনশনেন যঃ। স যাতি ন পুনর্জ্জন্ম ব্রহ্মসাযুজ্যমেতি চ॥ অর্দ্ধোদকং চরণাদ্যাভিপর্য্যন্তম্, অনশনেন অনশনব্রতেন। অযোধ্যা মথুরা মায়া কাশী কাঞ্চী অবন্তিকা। পুরী দ্বারাবতী চৈব সপ্তৈতা মোক্ষদায়িকাঃ॥ কাঞ্চী দ্রাবিড়ান্তর্গতা বিষ্ণুকাঞ্চী শিবকাঞ্চী চ। স্কান্দে,—ত্রিভিঃ সারস্বতং তোয়ং সপ্তভিস্ত্বথ যামুনম্। নার্ম্মদং দশভিশ্চ সৈর্গাঙ্গং বর্ষেণ জীর্য্যতি॥ নাভ্যন্তর্গতস্তোয়ানাং মৃতানাং কার্য্যা নেহিনাম্। তত্তীর্থফলাবাপ্তির্নাত্র কার্য্যা বিচারণা ইতি। গঙ্গাদিতীর্থেষু চতুর্ণামেব

মন্ত্র বলিয়া দিই, এবং মৃত্যুর পর আমার পদ তাহাকে প্রদান করি। গঙ্গার তীর হইতে চারি দিকে দুই ক্রোশ স্থান গঙ্গাক্ষেত্র নামে অভিহিত হয়, ঐ ক্ষেত্র মধ্যে অনুষ্ঠিত দান, জপ, এবং হোমাদি কার্য্য সাক্ষাৎ গঙ্গার তীরে অনুষ্ঠিত তথাবিধ ধর্ম্ম কার্য্যের যে তুল্য, এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। এই ক্ষেত্রে বাস করতঃ যাহারা শরীর ত্যাগ করে, তাহারা স্বর্গে গমন করে, সংসারে আর তাহাদিগকে আসিতে হয় না।" তীর্থচিন্তামণিতে ব্রহ্মপুরাণের এইরূপ একটী বচন উদ্ধৃত হইয়াছে—"এ যোজনদ্বয়ের মধ্যে তীরের সমীপস্থ হউক, বা দূরবর্ত্তী হউক, সকল স্থানই তুল্যরূপ পবিত্র। ইহার মধ্যে যে কোনও স্থানে মৃত্যু হইলেই যে গঙ্গামরণের সমান ফললাভ হইবে, তদ্বিষয়ে আর বিচার করিতে হইবে না।" এইরূপ হইলেও অর্থাৎ গঙ্গাদিমরণে মৃতব্যক্তির যদিও ব্রহ্মলোক লাভ হইলেও,

"কৃষ্ণে এবং ভগবতি মনোবাগ্‌দৃষ্টিবৃত্তিভিঃ।
আত্মন্যাত্মানমাবেশ্য সোহন্তঃশ্বাসমুপারমৎ॥
সম্পদ্যমানমাজ্ঞায় ভীষ্মং ব্রহ্মণি নিষ্কলে।
সর্ব্বে বভূবুস্তে তূষ্ণীং বয়াংসীব দিনাত্যয়ে॥
তস্য নির্হরণাদীনি সম্পরেতস্য ভার্গব।
যুধিষ্ঠিরঃ কারয়িত্বা মুহূর্ত্তং দুঃখিতোহভবৎ॥"

"কৃষ্ণে আত্মনি" পরমাত্মনি, আত্মানং স্বীয়াত্মানং নিবেশ্য একীকৃত্য স ভীষ্ম উপারমৎ মুক্তিং গতবান্। "নিষ্কলে" নিরুপাধৌ ব্রহ্মণি, সম্পাদ্যমানং মিলিতমাজ্ঞায় আলক্ষ্য, "তস্য" ভীষ্মস্য, "নির্হরণাদীনি" সংস্কারাদীনি সম্পরেতস্য সম্যক্ পরেতস্য মুক্তস্যাপি, ভার্গব ইতি শৌনকসম্বোধনম্। এবঞ্চৈ-

---

বর্ণানাম্, উদকমধ্যে শরীরার্দ্ধং দত্ত্বা ভূমিস্পর্শনমবশ্যং কারয়িতব্যম্। তথাচ বিষ্ণুপুরাণে ভারতবর্ষমধিকৃত্য,—ইতঃ সংপ্রাপ্যতে স্বর্গো মুক্তিমস্মাৎ প্রয়াতি চ। তির্য্যক্ত্বং নারকিত্বং বা যান্ত্যত্র মনুজা মুনে ইতি। নিত্যত্বাৎ অকরণে প্রত্যবায়াৎ, তথাচ যদকরণে প্রত্যবায়স্তন্নিত্যমিতি। প্রাপ্তমোক্ষস্যাপি ঔর্দ্ধদেহিকী ক্রিয়া, নিত্যত্বাৎ কর্ত্তব্যেতি মহাজনব্যবহারেণ দ্রঢ়য়তি তথাচেতি। বয়াংসি পক্ষিণঃ। নিরুপাধাবিতি

ঔর্দ্ধদেহিক কার্য্যে অধিকারিগণের, তাহার উদ্দেশে শ্রাদ্ধাদি ঔর্দ্ধদেহিক কার্য্য অবশ্য কর্ত্তব্য; কারণ অধিকারিগণের পক্ষে ঐ শ্রাদ্ধাদির অনুষ্ঠান নিত্য, অর্থাৎ অপরিহার্য্য। এ বিষয়ে ভাগবতের প্রমাণ যথা—"হে ভার্গব! সেই ভীষ্ম পরমাত্মস্বরূপ ভগবান্ কৃষ্ণে বাঙ্মনোবৃত্তি দ্বারা নিজে আত্মার সন্নিবেশ করিয়া মুক্তিলাভ করিয়াছিলেন; এবং সেই পাণ্ডবগণ ভীষ্মকে নিষ্কল অর্থাৎ নির্ব্বিকার (নিরুপাধি) ব্রহ্মে লয় প্রাপ্ত হইতে দেখিয়া দিনবাসনে পক্ষিগণের ন্যায় নিঃশব্দে সেই স্থানে অবস্থান করিয়াছিলেন। হে ভার্গব! সেই ভীষ্ম সম্যক্ মুক্তি প্রাপ্ত হইলেও যুধিষ্ঠির তাঁহার অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া সমাপন করিয়া মুহূর্ত্তকালের জন্য দুঃখিত হইয়াছিলেন।" ঐ বচনে যে 'ভার্গব' পদটী আছে, উহা শৌনকের সম্বোধন। যদি এইরূপ হইল, অর্থাৎ তীর্থবিশেষে মৃত্যুহেতু মোক্ষপ্রাপ্ত ব্যক্তিরও ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়া

তেষামপি তত্তৎকর্ম্মণি তত্তদ্বচনোপাত্তপ্রেতপদস্য, পিতৃপদস্য চ মন্ত্রাদিষু যথাযথং বাচনিকত্বাৎ প্রয়োগঃ সংগচ্ছতে ॥ ৮০ ॥

ব্যাসঃ,—

"আসন্নমৃত্যুনা দেয়া গৌঃ সবৎসা চ পূর্ব্ববৎ।
তদভাবে চ গৌরেকা নরকোদ্ধারণায় বৈ ॥
তদা যদি ন শক্নোতি দাতুং বৈতরণীঞ্চ গাম্।
শক্তোঽন্যোঽরুক্ তদা দত্ত্বা শ্রেয়ো দদ্যান্মৃতস্য চ ॥"

"পূর্ব্ববৎ" হেমশৃঙ্গাদিনা। অত্র "মৃতস্য চে"তি শ্রবণাৎ একাদশাহেঽপি বৈতরণীদানাচারঃ। বনপর্ব্বণি,—

কার্য্যোপাধিকারণোপাধিরহিতে। তদুক্তং ভগবচ্ছঙ্করাচার্য্যৈঃ,—"কার্য্যোপাধিরয়ং জীবঃ কারণোপাধিরীশ্বরঃ। কার্য্যকারণতাং হিত্বা পূর্ণবোধোঽবশিষ্যতে ইতি। কার্য্যোপাধিঃ অবিদ্যোপাধিঃ কারণোপাধির্মায়োপাধিঃ ॥ ৮০ ॥

অরুক্ কুষ্ঠাদিরোগরহিতঃ। বৈতরণীদানেতি আসন্নমৃত্যুনা যা গৌর্দীয়তে তস্যা

অবশ্য কর্ত্তব্য হইল, তাহা হইলে ঐরূপ মরণের পর ব্রহ্মত্বাদি, বা মোক্ষ প্রাপ্ত ব্যক্তিদিগেরও সেই সেই ঔর্দ্ধদেহিক শ্রাদ্ধাদি কার্য্যের মন্ত্রের পাঠ অনুসারে কিম্বা মৃতব্যক্তির উদ্দেশে যে প্রেত এবং পিতৃপদের প্রয়োগ করা হয়, তাহাও সঙ্গত হইল, কেন না মন্ত্রে ঐরূপ পদের প্রয়োগ তত্তৎকর্ম্মবিধায়ক বচনানুসারেই করা হইয়া থাকে। অর্থাৎ, তাদৃশ ব্যক্তির জন্য যদি ঐ সকল কর্ম্ম করাই অপরিহার্য্য হইল, তবে ঐ কর্ম্ম-বিধায়ক বচনে যেরূপভাবে মন্ত্রের প্রয়োগ করিতে বলা হইয়াছে, সেইরূপভাবে মন্ত্রের প্রয়োগ করাই উচিত ॥ ৮০ ॥

ব্যাস বলিয়াছেন, 'মুমূর্ষু' ব্যক্তি নরক হইতে উদ্ধারের জন্য পূর্ব্ববৎ (সুবর্ণ-শৃঙ্গাদি বিশিষ্ট) সবৎসা গাভী দান করিবে, যদি সবৎসা গাভীর অভাব ঘটে, তবে কেবলমাত্র একটী গাভীই দান করিবে। যদি সেই সময় মুমূর্ষু স্বয়ং বৈতরণী গাভী প্রদান করিতে সমর্থ না হয়, তাহা হইলে অরুক্ (রোগশূন্য অর্থাৎ —ধর্ম্মকার্য্য করিতে অধিকারী) মুমূর্ষুর পুত্রাদি অপর কেহ, ঐরূপ বৈতরণী গাভী এবং মৃত ব্যক্তির পারত্রিক মঙ্গলকর অন্য বস্তু সকল প্রদান করিবে। এই বচনে 'মৃত' এই শব্দটীর ব্যবহার থাকায়, একাদশাহে অর্থাৎ মৃতব্যক্তির অশৌচান্ত

"সার্থঃ প্রবসতো মিত্রং ভার্য্যা মিত্রং গৃহে সতঃ।
আতুরস্য ভিষক্ মিত্রং দানং মিত্রং মরিষ্যতঃ॥"

বরাহপুরাণে,—

"ব্যতীপাতোহথ সংক্রান্তিস্তথৈব গ্রহণং রবেঃ।
পুণ্যকালাস্তদা সর্ব্বে যদা মৃত্যুরুপস্থিতঃ।
গোভূতিলহিরণ্যাদি দত্তমক্ষয়তামিয়াৎ॥"

নিরবকাশত্বাদত্র মলমাসাদিদোষো নাস্তি। সূতকমপি ন। তথাচ শুদ্ধিরত্নাকরে দক্ষঃ,—

নাম বৈতরণীতি এবং যমদ্বারাবস্থিতনদ্যা অপি নাম বৈতরণীতি বোধ্যম্। সার্থঃ সহগন্তা সাথীতি প্রসিদ্ধঃ। সতো বিদ্যমানস্য। ভিষগ্বৈদ্যঃ। মরিষ্যতঃ আসন্নমৃত্যোঃ। ব্যতীপাতে ইতি। শ্রবণাশ্বিধনিষ্ঠাদ্র্যা নাগদৈবতমস্তকে। যদ্যমা রবিবারেণ ব্যতীপাতঃ স উচ্যতে॥ নাগদৈবতমশ্লেষা, মস্তকং মৃগশিরঃ, অমা অমাবস্যা।

দ্বিতীয় দিনেও বৈতরণীদানের প্রথা দেখা যায়; বনপর্ব্বে লিখিত হইয়াছে, "প্রবাসী ব্যক্তির সঙ্গের সাথীই মিত্র, অর্থাৎ যে ব্যক্তি প্রবাসে আপদ্‌গ্রস্তের সঙ্গ পরিত্যাগ না করে, সেই পরম মিত্র, গৃহে বাসকারীর ভার্য্যাই মিত্র, রোগীর বৈদ্যই মিত্র, এবং মুমূর্ষু ব্যক্তির দানই মিত্র।" বরাহপুরাণে বলা হইয়াছে—"যে সময় মৃত্যু আসিয়া মনুষ্যের নিকট উপস্থিত হয়, সেই সময় ব্যতীপাত, সংক্রান্তি, সূর্য্যের গ্রহণ, ইত্যাদি দান বিষয়ে প্রশস্ত পুণ্যকাল সকলই 'সেই মুমূর্ষুর নিকট আসিয়া উপস্থিত হয়। সুতরাং সেই সময় গাভী, ভূমি, তিল, এবং হিরণ্যদানে অক্ষয় ফল লাভ হয়।" মুমূর্ষুর দান নিরবকাশ হওয়ায় অর্থাৎ মুমূর্ষু-ভিন্ন অন্য অবস্থায় ঐ সকল দান ইচ্ছামত সময়ে কর্ত্তব্যরূপে বিহিত না হওয়ায়, এবং কেবল মুমূর্ষু অবস্থাতেই কর্ত্তব্যরূপে বিহিত হওয়ায়, ঐ দানের প্রতি মলমাসাদি প্রতিবন্ধক হইবে না, অশৌচও প্রতিবন্ধক হইবে না, শুদ্ধ; অশুদ্ধ সকল সময়ই ঐ দান করা যাইবে; ঐ সময়ের দানের প্রতি অশৌচও যে প্রতিবন্ধক হইবে না, তৎসম্বন্ধে শুদ্ধিরত্নাকর নামক গ্রন্থে দক্ষের নিম্নলিখিত বচনটী প্রমাণরূপে উদ্ধৃত হইয়াছে। যথা—

"সুস্থকালে ত্বিদং সর্ব্বং সূতকং পরিকীর্ত্তিতম্।
আপদ্গতস্য সর্ব্বস্য সূতকেঽপি ন সূতকম্॥" ৮১ ॥

ত্রিপুষ্করাশান্তিরপি কার্য্যা। স চ যোগঃ। শ্রীপতি-রত্নমালায়াম্,—

"বিষমচরণং ধিষ্ট্যং ভদ্রা তিথির্যদি জায়তে,
দিনকরশনিক্ষ্মাপুত্রাণাং কথঞ্চন বাসরে।
মুনিভিরুদিতঃ সোঽয়ং যোগস্ত্রিপুষ্করসংজ্ঞিতঃ,
ত্রিগুণফলদো বৃদ্ধৌ নষ্টে হৃতে চ মৃতে স্মৃতঃ॥"

"বিষমচরণং ধিষ্ট্যম্" একত্রিপাদরূপেণ উভয়রাশিপ্রবিষ্টং নক্ষত্রং, কৃত্তিকা পুনর্ব্বসু প্রভৃতি।

সূতকমপি নেতি দোষজনকমিতি শেষঃ। সূতকেঽপীতি অশৌচে সত্যপি অশৌচং ন দোষাবহমিত্যর্থঃ॥ ৮১॥

ধিষ্ট্যং নক্ষত্রম্। কৃত্তিকা-পুনর্ব্বসুপ্রভৃতীতি প্রভৃতিশব্দেন উত্তরফল্গুনী-বিশাখোত্তরাষাঢ়াপূর্ব্বভাদ্রপদানাং গ্রহণম্। বাপ্যাদাবিতি তথাচ বাপ্যাদৌ অন্তর্জ্জলাচারো ন কর্ত্তব্যঃ কিন্তু ভূমৌ গর্ত্তং কৃত্বা তত্র জলং দত্ত্বা তজ্জলে পাদদ্বয়স্থাপনরূপান্তর্জ্জলাচারঃ

"এই যে সকল অশৌচাদির কথা বলা হইল, ইহারা সুস্থকালেই দানাদি ধর্ম্ম-কার্য্যের প্রতিবন্ধক হয়, আপদ্গত ব্যক্তি সকলের পক্ষে অশৌচ বর্ত্তমান থাকি-লেও ঐ অশৌচ, তৎকালীন অবশ্য কর্ত্তব্য ধর্ম্মকর্ম্মে প্রতিবন্ধকরূপে গণ্য হইবে না।" ৮১।

কোন ব্যক্তির মরণে ত্রিপুষ্করা দোষ ঘটিলে মৃতাশৌচের মধ্যেই ত্রিপুষ্করা দোষেরও শান্তি করা যাইতে পারে। ত্রিপুষ্করা একটি যোগ। ঐ ত্রিপুষ্করা-যোগের কথা "শ্রীপতিরত্নমালা" নামক গ্রন্থে এইরূপে উক্ত হইয়াছে।—"যদি রবি, শনি এবং মঙ্গলবারে, ভদ্রা অর্থাৎ দ্বিতীয়া, সপ্তমী ও দ্বাদশী তিথি এবং বিষমচরণধিষ্ট্য অর্থাৎ কৃত্তিকা, পুনর্ব্বসু প্রভৃতি নক্ষত্রের সম্মিলন হয়, তাহা হইলে মুনিগণ ঐরূপ বার তিথি নক্ষত্রের সংযোগকে ত্রিপুষ্কর" যোগ নামে অভিহিত করিয়াছেন, ঐ যোগের বৃদ্ধিতে ত্রিগুণবৃদ্ধি, ধনাদির লাভ ঘটিলে ত্রিগুণ লাভ ধনাদির নাশে ত্রিগুণ নাশ, চুরি হইলে ত্রিগুণ চুরি, এবং একজনের মৃত্যু হইলে উপরি উপরি তিন জনের মৃত্যু হয়।" মূলবচনে যে "বিষমচরণধিষ্ট্য"

মরণে বাপ্যাদৌ নান্তর্জ্জলাচারঃ, তথা সতি মৃতশরীর-যোগেন তস্য দুষ্টতা স্যাৎ। যথা ব্রহ্মপুরাণম্—

"যেষামভক্ষ্যং মাংসঞ্চ তচ্ছরীরৈর্যতঞ্চ যৎ।
বাপীকূপতড়াগেষু জলং সর্ব্বঞ্চ দুষ্যতি॥" "তচ্ছরীরৈ"

মৃতশরীরৈঃ, উত্তরবচনে কুণপগ্রহণাৎ। যথা,—

"সকর্দ্দমং সকুণপং তেভ্যাস্তোয়মপাস্য তৎ।
প্রক্ষিপেৎ পঞ্চগব্যঞ্চ সমন্ত্রং সর্ব্বশুদ্ধিকৃৎ॥

কর্ত্তব্যঃ। জলান্তীম্ ওঁকারস্য রামাদিনাম্নশ্চ উচ্চারণম্ উচ্চৈঃ কার্য্যম্। তথাচ গীতা,—ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাহরন্ মামনুস্মরন্। যঃ প্রয়াতি ত্যজন্ দেহং স যাতি পরমাং গতিম্॥ মাং কৃষ্ণম্। শ্রীভাগবতঞ্চ,—জন্ম লাভঃ পরং পুংসামন্তে নারায়ণস্মৃতি-

---

এইরূপ একটি সমস্ত পদ আছে, তাহার মধ্যে 'ধিষ্ট্য' শব্দের অর্থ—নক্ষত্র, এবং বিষমচরণ শব্দের অর্থ - অসমপাদ, এই দুটি মিলিত হইয়া এইরূপ অর্থ প্রকাশ করিতেছে যে, সে সকল নক্ষত্র সমপাদে কোন রাশিতে অবস্থান করে না, যাহারা একটি রাশিতে এক পাদ, এবং অপর রাশিতে ত্রিপাদ, এইরূপ ক্রমে অবস্থান করে; যেমন কৃত্তিকা প্রভৃতি। মরণকালে 'বাপী' প্রভৃতির আবদ্ধ জলাশয়ে অন্তর্জ্জলের (অন্তর্জ্জলির) অনুষ্ঠান করিবে না, কারণ তথাবিধ জলাশয়ে অন্তর্জ্জলের অনুষ্ঠান করিলে, মৃতশরীরস্পর্শে ঐ জলাশয়ের জল দূষিত হইয়া যাইবে।" (১) এ বিষয়ে ব্রহ্মপুরাণে বলা হইয়াছে—যথা, "যাহাদের মাংস অভক্ষ্য তাহাদের মৃত শরীরের সহিত বাপী, কূপ, এবং তড়াগের জল যদি সংযুক্ত হয়, তাহা হইলে ঐ সমুদয় জল দূষিত হইবে।" উক্ত বচনে যদিও কেবল তাহার শরীরের সহিত' এইরূপ সাধারণ ভাবে বলা হইয়াছে, তথাপি উহার অর্থ—তাহাদের মৃত শরীর, এইরূপই বুঝিতে হইবে, কারণ পরবচনে কুণপ (শবদেহ) এই শব্দটীর ব্যবহার করা হইয়াছে, যথা, "উক্ত জলাশয় সকলে ঐ শবদেহ সংস্পৃষ্টজল যদি অল্প পরিমিত হয়, তাহা হইলে, তাহা হইতে ঐ শবদেহ ও কর্দমের সহিত

---

(১) যে দেশে আবদ্ধ জলাশয় ভিন্ন, নদী প্রভৃতির মত খোলা জলাশয় নাই, সেইরূপ দেশে মাটিতে গর্ত্ত খুঁড়িয়া তাহা জলে পরিপূর্ণ করিয়া, উহাতে আসন্নমৃত্যু ব্যক্তির পা ডুবাইয়া অন্তর্জ্জল করা কর্ত্তব্য। অন্তর্জ্জলের সময় "ওঁ"কার ও রাম-নামাদি উচ্চৈঃস্বরে উচ্চারণ করাও কর্ত্তব্য।

অপাস্য কুণপং তেভ্যো বহুতোয়েভ্য এব বা।
শতং ষষ্ট্যথবা ত্রিংশত্তোয়কুম্ভান্ সমুদ্ধরেৎ।
পঞ্চগব্যং ততস্তেষু প্রক্ষিপেন্মন্ত্রপূর্ব্বকম্॥”

“বাপী” সসোপানা, নিঃসোপানঃ “কূপঃ”, “তড়াগঃ” পদ্মাকরঃ। “শতাদি” জলাল্পত্বাদ্যপেক্ষয়া অত্যল্পজলস্য সর্ব্বোদ্ধারণাভিধানাৎ।

এবং মরণসময়ে গৃহাগ্নিঃসার্য্যতে। অন্যথা গৃহস্য দুষ্টতা স্যাৎ। যথা বৃহদ্গমঃ,—

রিত্যাদি। তেভ্যো বাপ্যাদিভ্যঃ। সমন্ত্রং পঞ্চগব্যীয়মন্ত্রপাঠপূর্ব্বকম্। ষষ্টীতি ক্লীবত্বং ছান্দসম্। সসোপানা সঘটা, আরোহণং স্যাৎ সোপানম্ ইত্যমরঃ। অল্পজলে শতকুম্ভান্, মধ্যজলে ষষ্টিকুম্ভান্, অধিকজলে ত্রিংশৎকুম্ভান্ সমুদ্ধরেৎ। জলাল্পত্বে কুম্ভাধিক্যং তত্র হেতুমাহ অত্যল্পেতি। গৃহাগ্নিঃসার্য্যতে ইতি অত্র প্রাহুঃ,—বহির্গোময়োপলিপ্তে ব্রাহ্মণাদয়ো নেয়াঃ শূদ্রস্তু গৃহ এব স্থাপ্যঃ। তথাচাগ্নিপুরাণম্,—“ম্রিয়মাণো

সমস্ত জল উঠাইয়া ফেলিয়া মন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক সকল প্রকার শুদ্ধির প্রয়োজক পঞ্চগব্য উহাতে নিক্ষেপ করিবে। এবং শবস্পৃষ্ট জলাশয় সকল যদি বহুজল সম্পন্ন হয়, তাহা হইলে উহা হইতে ঐ শবদেহটী প্রথমে উঠাইয়া ফেলিয়া, উহা হইতে একশত, ষাইট, অথবা ত্রিশ কলসী পূর্ণ করিয়া জল উঠাইয়া ফেলিবে, ঐরূপ জল উঠাইবার পর, ঐ জলাশয়ে মন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক পঞ্চগব্য নিক্ষেপ করিবে।” যে সকল বদ্ধ জলাশয় সোপানের সহিত বর্ত্তমান, তাহাদিগকে “বাপী” বলা হয়, যাহাতে নামিবার উঠিবার সোপান নাই, তাহাদিগকে “কূপ” বলে, এবং যে সকল জলাশয়ে পদ্মফুল ফুটে, তাহাদিগকে “তড়াগ” বলে। বহুজলযুক্ত জলাশয় হইতে যে একশত ষাইট অথবা ত্রিশ কলসী জল উঠাইবার কথা বলা হইয়াছে, ইহার তাৎপর্য্য এই যে, ঐ বহু জলের আবার পরিমাণের তারতম্যানুসারে তথাবিধ জলাশয়ের মধ্যে কোন জলাশয় হইতে একশত কলসী জল উঠাইবে, কোন জলাশয় হইতে ষাইট কলসী এবং কোন জলাশয় হইতে ত্রিশ কলসী জল উঠাইয়া ফেলিবে, কারণ অত্যল্প জলবিশিষ্ট জলাশয় সকলের সমুদয় জল যে, উঠাইয়া ফেলিতে হইবে, এ কথা আগেই বলা হইয়াছে। এইরূপ মরণ সময়ে মুমূর্ষু ব্যক্তিকে

"শ্বশূদ্রপতিতাশ্চান্ত্যা মৃতাশ্চেৎ দ্বিজমন্দিরে।
শৌচং হি তত্র বক্ষ্যামি মনুনা ভাষিতং যথা॥
দশরাত্রাৎ শুনি মৃতে মাসাৎ শূদ্রে ভবেৎ শুচিঃ।
দ্বাভ্যান্তু পতিতে গেহে অন্ত্যে মাসচতুষ্টয়াৎ।
অত্যন্ত্যে বর্জ্জয়েদ্গেহমিত্যেবং মনুরব্রবীৎ॥"

"দ্বাভ্যাং" মাসাভ্যাং, মাসসন্দংশপাঠাৎ। "অন্ত্যো" ম্লেচ্ছঃ। "অত্যন্ত্যঃ" শ্বপাকঃ, ইতি বাচস্পতিমিশ্রাঃ।

যমঃ,—

বহির্নেয়ঃ স্থাপ্যঃ শূদ্রো গৃহেঽথবা। মৃন্ময়ানি তু ভাণ্ডানি সর্ব্বাণি তু সমুৎসৃজেৎ॥ স্পর্শাৎ সমুৎসৃজেৎ পৃথক্ কৃত্বা স্থাপয়েদিত্যর্থঃ। অথবেতি তীর্থসম্ভবে শূদ্রোঽপি তীর্থে নেয়ঃ ইতি ব্যবস্থিতো বিকল্প ইত্যাহুঃ। শুনীতি শুনি গেহে মৃতে সতি দশরাত্রাৎ পরং গেহং শুচীত্যর্থঃ; এবমুত্তরত্র। পতিতে পাতিত্যযুক্তে মৃতে। অত্যন্ত্য ইতি অন্ত্যমতিক্রান্তঃ অন্ত্যাদপি অপকৃষ্ট ইত্যর্থঃ। মাসসন্দংশেতি মাসমধ্যে ইত্যর্থঃ। তথাহি দ্বাভ্যামিত্যস্য পূর্ব্বং মাসাদিত্যুক্তং পশ্চাদপি মাসচতুষ্টয়াদিতি বক্ষ্যতি অতো মাসসন্দংশস্য পাঠঃ। সন্দংশঃ সাড়াশীতি খ্যাতঃ। যথা সন্দংশেন একয়ৈব রীত্যা ধ্রিয়তে তথাত্রাপি ধর্ত্তব্যমিতি ভাবঃ। ম্লেচ্ছশ্চাণ্ডালাদিঃ। শ্বপাকো জাতিবিশেষঃ। যথা মনুঃ,—

গৃহ হইতে বাহির করিবে, নতুবা তাহার মৃতদেহের সম্পর্কে গৃহও দূষিত হইয়া যাইবে। মৃতদেহ সম্পর্কে গৃহ যে দূষিত হয়, তৎসম্বন্ধে বৃহদ্‌যমের বচনটীই প্রমাণ। যথা,—"যদি ব্রাহ্মণের গৃহে কুকুর, শূদ্র, পতিত, এবং অন্ত্যজ মৃত হয়, তাহা হইলে, উহার শুদ্ধি মনু কর্ত্তৃক যেরূপে উক্ত হইয়াছে, তাহাই এস্থলে বলিতেছি,—কুকুর, ঘরের মধ্যে মৃত হইলে দশরাত্রের পর উহার শুদ্ধি হইবে, এবং শূদ্র মৃত হইলে এক মাসের পর উহার শুদ্ধি হইবে, পতিত ব্যক্তির মরণে গৃহ দুই মাসের পর শুদ্ধ হইবে, এবং অন্ত্যজ জাতির মরণে চারি মাসের পর গৃহের শুদ্ধি হয়। কিন্তু অতিশয় অন্ত্যজ জাতির মৃত্যুতে গৃহটী একেবারে পরিত্যাগ করিবে; মনু এইরূপই বলিয়াছেন।" মূল বচনে যদিও কেবল 'দ্বাভ্যাং' এই কথাটী আছে, তা' হইলেও উহার অর্থ—'দুইমাস এইরূপই বুঝিতে হইবে, কারণ ঐ "দ্বাভ্যাং" পদটির দুই দিকেই (আগে পিছু) সাড়াশীর দাড়ার মত "মাস" শব্দের পাঠ করা হইয়াছে। মূল বচনে যে অন্ত্য

"দ্বিজস্য মরণে বেশ্ম বিশুধ্যতি দিনত্রয়াৎ।
দিনৈকেন বহির্ভূমিরগ্নিপ্রোক্ষণলেপনৈঃ॥" যথোক্তকালানন্তরং কর্ত্তব্যমাহ সম্বর্ত্তঃ,—
"গৃহশুদ্ধিং প্রবক্ষ্যামি অন্তঃস্থশবদূষিতে।
প্রোৎসৃত্য মৃন্ময়ং ভাণ্ডং সিদ্ধমন্নং তথৈব চ॥
গৃহাদপাস্য তৎ সর্ব্বং গোমযেনোপলেপয়েৎ।
গোময়েনোপলিপ্যাথ ছাগেনাঘ্রাপয়েদ্বুধঃ॥
ব্রাহ্মণৈর্ম্মন্ত্রপূতৈশ্চ হিরণ্যকুশবারিভিঃ।
সর্ব্বমভ্যুক্ষয়েদ্বেশ্ম ততঃ শুধ্যত্যসংশয়ম্॥"
অত্র মন্ত্রাণাদেশে গায়ত্রী॥ ৮২॥

"ক্ষত্রিয়াদ্বিপ্রকন্যায়াং সূতো ভবতি জাতিতঃ। বৈশ্যান্মাগধবৈদেহৌ রাজবিপ্রাঙ্গনাসুতৌ॥ শূদ্রাদায়োগবঃ ক্ষত্তা চণ্ডালশ্চাধমো নৃণাম্। বৈশ্যরাজন্যবিপ্রাসু জায়ন্তে

(অন্ত্যজ) শব্দ আছে, তাহার অর্থ—ম্লেচ্ছ। "অত্যন্ত্য (অতিশয় অন্ত্য) শব্দটীর অর্থ—শ্বপাক। বাচস্পতি মিশ্র উঁহাদের এইরূপ অর্থ করিয়াছেন। যম বলিয়াছেন—"গৃহের মধ্যে দ্বিজের মৃত্যুতে গৃহ তিন দিনের পর শুদ্ধি লাভ করে, গৃহের বাহিরে মৃত্যু হইলে ঐ ভূমি, অগ্নিস্পর্শ, জলপ্রোক্ষণ, এবং গোময় লেপনের দ্বারা একদিনেই শুদ্ধি লাভ করে।" শবস্পর্শে গৃহের যতকাল অশুদ্ধি হইবার কথা বলা হইল, সেইকাল অতীত হইবার পর ঐ গৃহের শুদ্ধি সম্পাদনের নিমিত্ত সম্বর্ত্ত এইরূপ বিধান করিয়াছেন,—"নিজের মধ্যস্থিত শবদ্বারা কোন গৃহ দূষিত হইলে, যেরূপে উহার শুদ্ধি করিতে হইবে, তাহা আমি বলিতেছি,—ঐ গৃহস্থিত মাটীর পাত্র সকল ও সিদ্ধ (পক্ব) অন্ন (ভক্ষ্যদ্রব্য) একত্র করিয়া, ঐ সকল বস্তু ঐ গৃহ হইতে বাহিরে ফেলিয়া দিবে এবং ঐ গৃহটীকে আগাগোড়া গোবর দিয়া লেপিবে, গোময় দ্বারা লেপা হইবার পর, ঐ গৃহটী ছাগলের দ্বারা আঘ্রাত করাইবে। তাহার পর ব্রাহ্মণ কর্তৃক মন্ত্রপূত সোণা এবং কুশার জল দিয়া ঐ গৃহটীর সকল অংশ অভ্যুক্ষিত করিবে, এইরূপ করিলে নিশ্চয় ঐ গৃহ শুদ্ধি প্রাপ্ত হইবে।" এই বচনে মন্ত্রপূত জলের

দেবলঃ,—

"পঞ্চধা বা চতুর্দ্ধা বা ভূরমেধ্যা বিশুধ্যতি।
দুষ্টা দ্বিধা ত্রিধা বাপি শুধ্যতে মলিনৈকধা॥
দহনং খননং ভূমেরুপলেপনবাপনে।
পর্জ্জন্যবর্ষণঞ্চাপি শৌচং পঞ্চবিধং স্মৃতম্॥
প্রসূতে গর্ভিণী যত্র ম্রিয়তে যত্র মানুষঃ।
চাণ্ডালৈরুষিতং যত্র যত্র বিন্যস্যতে শবঃ॥
বিণ্মূত্রোপহতং যচ্চ কুণপো যত্র দৃশ্যতে।

বর্ণসঙ্করাঃ॥ তথা, ক্ষত্তুর্জ্জাতস্তথোগ্র্যাস্ব শ্বপাক ইতি কীর্ত্ত্যতে। তথা, ক্ষত্রিয়াৎ শূদ্রকন্যায়াং ক্রূরাচারবিহারবান্। ক্ষত্রশূদ্রবপুর্জ্জন্তুরুগ্রো নাম প্রজায়তে ইতি॥ ৮২॥

পঞ্চধেতি পঞ্চভিশ্চতুর্ভি বা দহনাদিভিঃ প্রকারৈরমেধ্যা অশুদ্ধা ভূর্বিশুধ্যতীত্যর্থঃ। এবং পরত্র। অমেধ্যা দুষ্টা। মলিনানাং লক্ষণমনুপদমেব বক্ষ্যতি। পঞ্চধা ভূসংস্কারা-

দ্বারা অভ্যুক্ষণের কথা বলা হইল বটে, অথচ এ অংশে শাস্ত্রে কোনরূপ বিশেষ মন্ত্রের আদেশ করা না হওয়ায়, গায়ত্রী পাঠ করিয়াই ঐ জলকে পূত করিবে। ৮২।

দেবল বলিয়াছেন,—"বক্ষ্যমাণ পাঁচ প্রকার বা চারি প্রকার প্রক্রিয়া দ্বারা অমেধ্যা ভূমি শুদ্ধ হয় (১)। দুষ্ট ভূমি উহার মধ্যে তিন প্রকার বা দুই প্রকার প্রক্রিয়ার দ্বারা শুদ্ধ হয়, এবং মলিনা ভূমি যে কোনও এক প্রকার প্রক্রিয়া দ্বারাই শুদ্ধ হয়। যথা,—দহন (পোড়ান), খনন, গোময়াদি দ্বারা উপলেপন, বাপন, এবং উহার উপরে মেঘজলের বর্ষণ এই পাঁচ প্রকার প্রক্রিয়ায় অমেধ্যা ভূমির শুদ্ধি হয়। যে স্থলে গর্ভিণী প্রসব করে, মনুষ্য যেখানে মৃত হয়, যেস্থলে চাণ্ডালে বাস করে, যেস্থলে মৃতদেহ স্থাপিত হয়, যাহা বিণ্মূত্রসম্পর্কে দূষিত, যেস্থলে মৃতদেহ দৃষ্ট হয়, ইত্যাদিরূপ বহুবিধ

(১) অমেধ্যতার তারতম্য অনুসারে উক্ত পাঁচ প্রকার প্রক্রিয়ার সকল গুলিরই প্রয়োগ করিতে হইবে, অথবা উহাদের মধ্যে যে কোন চার প্রকার প্রক্রিয়ার যথাসম্ভব প্রয়োগ করিবে। গোস্বামী ভট্টাচার্য্য বলেন—যে স্থলে গর্ভবতী প্রসব করে, মনুষ্য মরে, চণ্ডালের বাস থাকে, অথবা শবদেহ রক্ষিত হয়, সেইরূপ অমেধ্যভূমিকে পাঁচ প্রকার প্রক্রিয়া দ্বারা শুদ্ধ করিতে হইবে। এবং যেসকল ভূমি মলমূত্র দ্বারা দূষিত অথবা অল্পক্ষণমাত্র শবদেহ দ্বারা স্পৃষ্ট, তাহা ঐ প্রক্রিয়ার মধ্যে যে কোন চার প্রকার প্রক্রিয়া যোগেই শুদ্ধ হইবে।

এবং কশ্মলভূ র্যষ্ঠা ভূরমেধ্যেতি কথ্যতে ॥
কৃমিকীটপদাক্ষেপৈর্দূষিতা যত্র মেদিনী।
দ্রপ্সয়া কর্ষকৈঃ ক্ষিপ্তা বান্তৈর্ব্বা দুষ্টতাং ব্রজেৎ ॥
নখদন্ততনূজত্বক্‌তুষপাংশুরজোমলৈঃ।
ভস্মপঙ্কতৃণৈর্ব্বাপি প্রচ্ছন্না মলিনা ভবেৎ ॥"

"বাপনং" মৃদন্তরেণ পূরণং, "উষিতং" বাসঃ, "দ্রপ্সা" ঘনীভূতশ্লেষ্মাদি, চতুর্দ্ধাদৌ পঞ্চানাং মধ্যে যথাসম্ভবং গ্রহণ।

অঙ্গিরাঃ—

"শৌচং সহস্ররোমাণাং বাযুগ্ন্যর্কেন্দুরশ্মিভিঃ।
রেতঃস্পৃষ্টং শবস্পৃষ্টমাবিকং নৈব দুষ্যতি ॥

মাহ মহমমিত্যাদি। কশ্মলম্ অশুদ্ধিজনকম্। তনূজং লোম, রজঃ স্ত্রীণাং পুষ্পং, মলশ্চ দ্বাদশবিধঃ। অতন্দ্রিতঃ নিরলসঃ। বসেতি চর্ম্মক্ষতানন্তরং শুভ্রং যদ্দৃশ্যতে সৈব

অপবিত্র বস্তুপূর্ণ ভূমিকে অমেধ্যা বলে। যেখানে মৃত্তিকা কৃমি ও কীট দ্বারা, অথবা পদক্ষেপে দূষিত, যেস্থলে ঘনীভূত শ্লেষ্মাদি—শরীর হইতে নিষ্কাশিত করিয়া নিক্ষিপ্ত করা হয়, এবং যাহাতে বমন করা পদার্থ নিক্ষিপ্ত করা হয়, ঐরূপ ভূমিকে দূষিত বলে। এবং যে ভূমি নখ, দন্ত, লোম, চর্ম্ম, তুষ, পাংশু, স্ত্রীদিগের রজঃ, মল, ভস্ম, পঙ্ক, অথবা তৃণ দ্বারা আচ্ছন্ন, তাহাকে মলিনা বলে।" মূল বচনে যে, "বাপন" শব্দ আছে, তাহার অর্থ—ঐ ভূমি খননপূর্ব্বক উপরের উপরের মাটী ফেলিয়া দিয়া অপর মৃত্তিকা দ্বারা পূরণ করা। উক্ত বচনে ভূমির অপবিত্রতাভেদে উহাতে "চারি প্রকার" "তিন প্রকার", "দুই প্রকার" এবং "এক প্রকার" এইরূপে যে, প্রক্রিয়া প্রয়োগের বিকল্প কথিত হইয়াছে, উহাদিগকে উক্ত পাঁচ প্রকার প্রক্রিয়ার মধ্য হইতেই যথাসম্ভব গ্রহণ করিতে হইবে। অঙ্গিরা বলিয়াছেন—"সহস্ররোমে নির্ম্মিত বস্ত্র অর্থাৎ কম্বল বায়ু, অগ্নি এবং সূর্য্য, ও চন্দ্রের কিরণ স্পর্শেই শুদ্ধ হয়, মেষের লোমে নির্ম্মিত বস্ত্র রেতস্পৃষ্ট, এবং শবস্পৃষ্ট হইলেও দূষিত হয় না।"

"সহস্ররোমাণাং" কম্বলানাম্ বিষ্ণুঃ—

"নাভেরধস্তাৎ প্রবাহুষু চ কায়িকৈর্ম্মলৈঃ সুরাভির্ম্মদ্যৈ-র্ব্বোপহতো মৃত্তোয়ৈস্তদঙ্গং প্রক্ষাল্যাচম্য শুধ্যেদন্যত্রোপ-হতো মৃত্তোয়ৈস্তদঙ্গং প্রক্ষাল্য স্নানেন, চক্ষুষ্যুপহতে, উপোষ্য, স্নাত্বা পঞ্চগব্যেন দশনচ্ছদোপহত"শ্চেতি।

"প্রবাহুঃ" কফোণেরধোভাগঃ। "পঞ্চগব্যেন" প্রাশিতেন শুধ্যেদিতি শেষঃ। মলান্যাহ মনুঃ—

"বসাশুক্রমসৃঙ্মজ্জা মূত্রবিট্ কর্ণবিন্নখাঃ।

শ্লেষ্মাশ্রুদূষিকা স্বেদো দ্বাদশৈতে নৃণাং মলাঃ॥"

বৌধায়নঃ,—

"আদদীত মৃদোহপশ্চ ষট্সু পূর্ব্বেষু শুদ্ধয়ে।

বসা। দূষিকা নেত্রমলম্। ষট্সু পূর্ব্বেষু বসাশুক্রাসৃঙ্মজ্জামূত্রবিট্সু চ। উত্তরেষু

বিষ্ণু বলিয়াছেন,—"যদি কোনও ব্যক্তি নাভির অধঃ অঙ্গে অথবা উভয় হস্তের কনুইয়ের নিম্নস্থলে শরীরজাতমল এবং সুরা কিম্বা মদ্যের দ্বারা স্পৃষ্ট হয়, তাহা হইলে, তৎক্ষণাৎ মৃত্তিকা লেপনপূর্ব্বক ও জলের দ্বারা ঐ অঙ্গ প্রক্ষালিত করিয়া শুদ্ধি লাভ করিবে। অপরাঙ্গে অর্থাৎ নাভি এবং কনুইয়ের ঊর্দ্ধে স্থিত অঙ্গে উক্ত অস্পৃশ্য ও অপবিত্র বস্তু দ্বারা স্পৃষ্ট হইলে মৃত্তিকা লেপনপূর্ব্বক জল দ্বারা ঐ অঙ্গ প্রক্ষালন করিয়া স্নান করিলে তবে শুদ্ধিলাভ করিবে। চক্ষুর্দ্বয় ও অধরোষ্ঠ উক্ত অপবিত্র বস্তু দ্বারা দূষিত হইলে, উপবাস করিয়া স্নান করিবে, পরে পঞ্চগব্য ভোজন করিবার পর শুদ্ধ হইবে।' উপরে যে শরীরজাতমলের কথা বলা হইয়াছে, মনু তাহাদিগের এইরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন; যথা,—"বসা, শুক্র (রেতঃ), অসৃক্ (রুধির), মজ্জা, মূত্র, বিষ্ঠা, কাণের খোল, নখ, শ্লেষ্মা, চক্ষের জল, চক্ষের পিচুটী, এবং ঘর্ম্ম—এই বারটী মনুষ্যের শরীরজাত মল।" বৌধায়ন বলেন—"উক্ত দ্বাদশ প্রকার মলের মধ্যে প্রথমোক্ত ছয় প্রকার মলের শুদ্ধির জন্য মৃত্তিকা এবং জল

ব্যবহার করিবে, এবং শেষোক্ত ছয় প্রকার মলের কেবল

উত্তরেষু চ ষট্ স্বদ্ভিঃ কেবলাভির্বিশুধ্যতি ।"

বিশেষয়তি মনুঃ,—"দেহাচ্চৈব চ্যুতা মলাঃ ॥" ৮৩ ॥

দেবলঃ,—

"মানুষাস্থি বশাং বিষ্ঠামার্ত্তবং মূত্ররেতসী।

মজ্জানং শোণিতং বাপি পরস্য যদি সংস্পৃশেৎ ॥

স্নাত্বাপমৃজ্য লেপাদীনাচম্য স শুচির্ভবেৎ।

তান্যেব স্বানি সংস্পৃশ্য পূতঃ স্যাৎ পরিমার্জ্জনাৎ ॥"

অত্র স্পর্শনং বিনা অপমার্জ্জনাসম্ভবাৎ তদনন্তরমেব স্নানা-

ষট্ সু কর্ণবিন্নথশ্লেষ্মাশ্রুদূষিকাস্বেদেষু। কেবলাভিরিতি মৃদং বিনেত্যর্থঃ। দেহাদিতি দেহাচ্চ্যুতাশ্চেৎ তর্হি মলা উচ্যন্তে ইত্যর্থঃ ॥ ৮৩ ॥

আর্ত্তবং রজস্বলারক্তম্। লেপাদীন্ স্বগাত্রলগ্নান্ পরস্য বসাদীনপমৃজ্য দূরীকৃত্য। তান্যেবাস্থ্যাদীন্যেব। স্বানি স্বকীয়ানি স্নাত্বাপমৃজ্য ; লেপাদীনিত্যত্র পাঠক্রমাৎ অপমার্জ্জনাৎ পূর্ব্বং স্নানং লভ্যতে, তত্রানুপপত্তিং প্রদর্শ্য স্নানাৎ পূর্ব্বং মার্জ্জনং ব্যবস্থাপয়তি অত্রাপমার্জ্জনমিতি। স্পর্শসম্ভবাদিতি স্নানোত্তরমপীত্যাদি তথাচ স্বাঙ্গে লগ্নত্বাৎ পুনঃ পুনঃ স্পর্শেন স্নানধারাপত্তিরিতি ভাবঃ। তদনন্তরমেব মার্জ্জনানন্তরমেব। পাঠক্রমাদিতি তথাহি এতদনন্তরং এতৎ পঠিতম্ ইতি কৃত্বা এতদনন্তরমেতদিতি অনুমানে

জল দিয়া ধুইলেই শুদ্ধি হয়।" মনু উক্ত প্রকার মলের নির্দ্দেশপূর্ব্বক বিশেষ করিয়া আবার বলিয়াছেন—"ঐ সকল বস্তু শরীর হইতে বহির্গত হইলেই মলরূপে গণিত হইবে।" ৮৩ ॥

দেবল বলিয়াছেন,—"অপর মনুষ্যের অস্থি, বশা, বিষ্ঠা, ঋতুসম্বন্ধী রক্তাদি, মূত্র, রেতঃ, মজ্জা, কিম্বা শোণিত যদি কেহ স্পর্শ করে, তাহা হইলে উহাদের লেপ মার্জ্জিত করিয়া স্নান ও আচমন করিবার পর শুদ্ধ হইবে। এবং নিজের ঐ সকল মল স্পর্শ করিলে কেবল ভালরূপ মার্জ্জনা দ্বারাই শুদ্ধিলাভ করিবে।" এস্থলে বক্তব্য এই যে, যদিও বচনে অগ্রে স্নান এবং পরে মার্জ্জনা ও আচমন করিবার কথা আছে, কিন্তু ঐ অপবিত্র বস্তুকে স্পর্শ না করিয়া মার্জ্জন করা অসম্ভব, কাজেই অগ্রে মার্জ্জনা করিবার পরে স্নান

চমনে কর্ত্তব্যে, পাঠক্রমাদর্থক্রমস্য বলবত্ত্বাৎ। ততশ্চ পরমল-বিশেষস্পর্শে প্রক্ষালনস্নানাচমনম্। আত্মমলস্পর্শনে প্রক্ষাল-নাচমনমাত্রম্ ॥ ৮৪ ॥

পর্য্যবসানং পাঠক্রমস্য। অনুপপত্তিজ্ঞানসহকারেণ তু যত্র ঔপাদানিকবোধং জনয়তি শাব্দসামগ্রী তত্রার্থক্রমঃ। তথাচ অনুমিতিসামগ্র্যপেক্ষয়া শাব্দসামগ্রী বলবতীতি ভাবঃ। অনয়া রীত্যা শাব্দক্রমস্য বলবত্ত্বং বোধ্যম্। প্রকৃতে উপাদানঞ্চ অপমৃজ্য পদানন্তরং স্নায়েতি পদোপাদানং প্রক্ষালনাচমনমাত্রমিতি ন তু স্নানমিত্যর্থঃ ॥ ৮৪ ॥

ও আচমন করিবে; এইরূপই বচনের তাৎপর্য্যার্থ বুঝিতে হইবে। কারণ, শাস্ত্রে পাঠক্রম অপেক্ষা অর্থক্রমেরই বলবত্তা দৃষ্ট হয়। এস্থলে, পাঠক্রম এবং অর্থক্রম এই দুটী কথা স্পষ্ট করিয়া বুঝাইলে মন্দ হইবে না। পাঠক্রম বলিতে ঋষি বচনে যেমন যথাক্রমে একটীর পর আর একটীর পাঠ করা হইয়াছে, ঐ পাঠক্রম দেখিয়া লোকের মনে এই-রূপ অনুমান সহজেই উদিত হয় যে, বচনে অমুক কার্য্যের পর যখন অমুক কার্য্য পঠিত হইয়াছে, তখন অমুক কার্য্যের পরেই অমুক কার্য্য কর্ত্তব্য। কিন্তু যদি ঐ বচনব্যবহৃত শব্দসমূহের পাঠক্রম অনুসারে কার্য্য করিলে অমুক প্রকার অনুপপত্তি ঘটে, অথচ পাঠক্রম ছাড়িয়া দিয়া অন্যক্রমে বচনের অর্থ করিলে, সে অনুপপত্তি আর থাকে না, এইরূপ বিবেচনাপূর্ব্বক বচনের যে অর্থ করা হয়, তাহাকে অর্থক্রম বলে। এই অর্থক্রম যে পাঠক্রম অপেক্ষা বলবৎ অর্থাৎ আদরণীয়, তাহার পোষক দৃষ্টান্ত এই স্থলেই দেখ।—তুমি যদি পাঠক্রমের অনুরোধে প্রথমে স্নান, তদনন্তর মার্জ্জনা, তাহার পর আচমন কর, তাহা হইলে স্নানের পর মার্জ্জনা করিবার সময় মলের স্পর্শ জন্য অপবিত্রতা থাকিয়াই গেল, সুতরাং এস্থলে পাঠক্রমে ঐরূপ অনুপপত্তি দোষ দেখিয়া, তুমি যদি এইরূপ অর্থ কর যে, বচনে অগ্রে স্নান, পরে মার্জ্জনা, অনন্তর আচমনের কথা থাকিলেও অগ্রে মার্জ্জনা, পরে স্নান, তদনন্তর আচমন করাই উহার তাৎপর্য্য; কারণ মার্জ্জনা সময়ে মল স্পর্শ জন্য যে অপবিত্রদোষ ঘটিবে স্নান দ্বারা তাহার নাশ হইবে। কাজেই প্রথমে মার্জ্জনা, পরে স্নান ও আচমন করিবে, এইরূপ অর্থ করিলে আর কোনও অনুপপত্তি থাকে না। অতএব,

বিষ্ণুঃ,—

"মৃতং দ্বিজং ন শূদ্রেণ নির্হারয়েৎ ন শূদ্রং দ্বিজেন।"

যমঃ,—

"যস্তানয়তি শূদ্রোঽগ্নিং তৃণকাষ্ঠহবীংষি চ।
মন্যতে হ্যেষ ধর্ম্মোঽস্তি স চাধর্ম্মেণ লিপ্যতে॥"

অশক্তাবপি চিতায়াং ব্রাহ্মণৈরেব তৃণাদিকং দেয়ম্॥ ৮৫॥

শ্রীভাগবতীয়তৃতীয়স্কন্ধকাপিলীয়ে,—

"তথা পাপীয়সা নীতস্তরসা যমসাদনম্।
যোজনানাং সহস্রাণি নবতিং নব চাধ্বনঃ।

নির্হারয়েদিতি নির্হরণং দাহাদি। যস্তু প্রেতস্য আনয়তি অর্থাচ্চিতায়াম্। মন্যতে ইতি এষ ধর্ম্মোঽস্তি ব্রাহ্মণচিতায়াম্ অগ্ন্যাদিদানে ধর্ম্মোঽস্তীতি শূদ্রো মন্যতে, তন্মতে যমপার্ষদৈর্দণ্ড্যস্তু কিংপরলোকে গতিরস্তি প্রত্যুতাসৌ চ প্রেতোঽধর্ম্মেণ লিপ্যতে ইত্যর্থঃ। যদ্বা অত্র কর্ম্মণি অগ্ন্যাদ্যানয়নে ধর্ম্মোঽস্তীতি মন্যতে এবং শূদ্রঃ প্রত্যুত স চ প্রেতঃ শূদ্রশ্চাধর্ম্মেণ লিপ্যতে ইত্যর্থঃ। অশক্তাবপীতি চিতায়াং তৃণাদিকং পুত্রেণ দেয়ম্, অশক্তৌ ব্রাহ্মণদ্বারা পুত্রেণ দেয়ং ন তু শূদ্রাদিদ্বারেতি ভাবঃ॥ ৮৫॥

নীতঃ অর্থাদ্যমদূতেন। নবতিমিতি অধ্বপরিমাণং নবাধিকনবতিসহস্রযোজনানি

পরন্তু—মলবিশেষস্পর্শে অগ্রে প্রক্ষালন, পরে স্নান, অনন্তর আচমন কর্ত্তব্য এবং আত্ম-মল স্পর্শে প্রক্ষালন ও আচমন করিলেই চলিবে। ৮৪॥

বিষ্ণু বলিয়াছেন—"মৃত দ্বিজের শূদ্রের দ্বারা অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া করাইবে না, এবং দ্বিজদ্বারা মৃত শূদ্রেরও অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া করাইবে না।" যম বলিয়াছেন—"যে শূদ্র মৃত দ্বিজের চিতায় অগ্নি, তৃণ, কাষ্ঠ এবং ঘৃত আনয়ন করে, এবং উহাতে ধর্ম্ম আছে বিবেচনা করে, সেই শূদ্র অধর্ম্মে লিপ্ত হয়।" অতএব পুত্রাদি অধিকারীর নিজের শক্তি না থাকিলেও ব্রাহ্মণের চিতায় ব্রাহ্মণের দ্বারাই তৃণাদি প্রদান করাইবে। ৮৫।

শ্রীভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধের অন্তর্গত কাপিলীয় প্রকরণে লিখিত হইয়াছে—"এইরূপে পাপীয়ান্ যমদূত কর্ত্তৃক অতি ত্বরায় যমের গৃহে নীত হয়, যমের গৃহের পথ ৯৯০০০ যোজন পরিমিত হইলেও তিন মুহূর্ত্তে কখনও বা

ত্রিভির্মুহূর্ত্তৈর্যাত্যাং বা নীতঃ প্রাপ্নোতি যাতনাঃ ॥"

"যাত্যা"মতিপাপস্য, তেন গমনাগমনানুরোধাৎ দ্বাদশদণ্ডা-বহির্দাহ ইতি। মরণানন্তরকর্ম্মাণি প্রাচীনাবীতিত্বাদিকমাহ, মনুঃ,—"প্রাচীনাবীতিনা সম্যগপসব্যমতন্দ্রিণা।

পিত্র্যমানিধনাৎ কার্য্যং বিধিবদ্দর্ভপাণিনা" ইতি।"

যাজ্ঞবল্ক্যঃ,—

"ঊনদ্বিবর্ষং নিখনেন্ন কুর্য্যাদুদকং ততঃ।"

ছন্দোগপরিশিষ্টম্,—

"ভূর্ব্বলং স্নাপয়িত্বা তং শুদ্ধচেলাভিসংবৃতম্।

৯৯০০০ গমনেতি আয়ুঃসত্ত্বেঽপি ... ... দৃষ্টা তং শরীরে পুনঃ প্রস্থাপয়তীতি অতো মুহূর্ত্তষট্কাপেক্ষা ইতি ভাবঃ। প্রাচীনাবীতিনা নিয়মাদেবেন,

---

দুই মুহূর্ত্তে সেই স্থানে নীত হইয়া পাপিষ্ঠগণ নরকভোগ করে।" তিন মুহূর্ত্তে যমের বাড়ী গমন সাধারণতঃই হইয়া থাকে, তবে অতি পাপকারী ব্যক্তিরা দুই মুহূর্ত্তেও যমদূত কর্ত্তৃক যমের বাড়ী নীত হইয়া থাকে। যাহা হউক, তিন মুহূর্ত্ত কালই যখন সাধারণের গমনের পক্ষে নির্দ্ধারিত, তখন সাধারণ মৃতব্যক্তির গমনের জন্য তিন মুহূর্ত্ত অর্থাৎ ছয় দণ্ড কাল, এবং ঐ ব্যক্তি যদি ভ্রম বশতঃ আয়ুঃ সত্ত্বেও যমদূত কর্ত্তৃক নীত হওয়ায় মৃত্যুর পর যমের বাটী হইতে ফিরিয়া আসে, এই জন্য আরও ছয়দণ্ডকাল, অর্থাৎ মরিবার পর সর্ব্বশুদ্ধ দ্বাদশদণ্ড কাল প্রতীক্ষা করিয়া শবদাহ করা উচিত। মরণের পর প্রেতের উদ্দেশে যে সকল কর্ম্ম করিতে হইবে, কর্ম্মকর্ত্তা প্রাচীনাবীতী হইয়া, অর্থাৎ যজ্ঞোপবীত বিপরীত ভাবে পরিধান করিয়া যে, ঐ সকল কর্ম্ম করিবে, তাহা মনু বলিয়াছেন—যথা, "পিতার মৃত্যুর পর হইতেই তদুদ্দেশে যে সকল ক্রিয়া শাস্ত্রে কর্ত্তব্যরূপে বিহিত হইয়াছে, ঐ সকল পৈত্রকর্ম্ম দক্ষিণমুখ হ'য়ে হস্তে কুশ লইয়া এবং দক্ষিণস্কন্ধে উপবীত ধারণপূর্ব্বক সাবধানতার সহিত বিধিবৎ সম্পাদন করিবে।" যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন—"দুই বৎসর বয়স পূর্ত্তি হইবার পূর্ব্বে মৃত ব্যক্তিকে মাটির মধ্যে পুঁতিয়া রাখিবে, এবং তাহার তর্পণাদিও করিবে না।" ছন্দোগপরিশিষ্টে বলা

দক্ষিণাশিরসং ভূমৌ বর্হিষ্মত্যাং নিবেশয়েৎ ॥
ঘৃতেনাভ্যক্তমাপ্লাব্য সুবস্ত্রং সূপবীতিনম্ ।
চন্দনোক্ষিতসর্ব্বাঙ্গং সুমনোভির্ব্বিভূষয়েৎ ॥
হিরণ্যশকলান্যস্য ক্ষিপ্ত্বা চ্ছিদ্রেষু সপ্তসু ।
মুখেষথ পিধায়ৈনং নির্হরেয়ুঃ সুতাদয়ঃ ॥
আমপাত্রেঽন্নমাদায় প্রেতমগ্নিপুরঃসরম্ ।
একোঽনুগচ্ছেত্তস্যার্দ্ধমর্দ্ধং পথ্যুৎসৃজেদ্ভুবি ॥
অর্দ্ধমাদহনং প্রাপ্ত আসীনো দক্ষিণামুখঃ ।
সব্যং জান্বাচ্য শনকৈঃ সতিলং পিণ্ডদানবৎ ॥
অথ পুত্রাদিরাপ্লুত্য কুর্য্যাদ্দারুচয়ং মহৎ ।

দুর্ব্বলং গতপ্রাণং স্নাপয়িত্বা শুক্লেন বাসসা সর্ব্বং শরীরমাচ্ছাদয়েদিত্যর্থঃ। বর্হিষ্মত্যাং আস্তীর্ণকুশায়াং ভূমৌ আপ্লাব্য পুনঃ স্নাপয়িত্বা। হিরণ্যশকলানি সুবর্ণখণ্ডানি মুখেষু মুখসন্ধিষু সপ্তসু চ্ছিদ্রেষু। অন্নমিতি গৃহস্থিতান্নং তদভাবে তদানীং পক্বম্। অগ্নিপুরঃসরম্ অগ্নিহোত্রযজ্ঞীয়াগ্নিপুরঃসরম্। একঃ পুত্রাদিরগ্নিদাতা অনুগচ্ছেৎ পশ্চাদ্-

---

হইয়াছে—"সেই মৃত ব্যক্তিকে স্নান করাইয়া, বিশুদ্ধ বস্ত্রদ্বারা উঁহার শবদেহ পরিবেষ্টনপূর্ব্বক দক্ষিণ দিকে মস্তক রাখিয়া কুশাচ্ছাদিত মৃত্তিকার উপর স্থাপিত করিবে। তাহার পর ঐ দেহে ঘৃত মাখাইয়া পুনর্ব্বার স্নান করাইবে, অনন্তর শোভন বস্ত্র ও উপবীত ধারণ করাইয়া, সর্ব্বাঙ্গে চন্দনলেপনপূর্ব্বক পুষ্পদ্বারা বিভূষিত করিবে, তাহার পর মুখস্থিত সপ্ত ছিদ্রে সাত খণ্ড সুবর্ণ স্থাপনপূর্ব্বক পুত্রাদি আত্মীয়গণ ঐ সম্পূর্ণ মৃতদেহ বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদন করিয়া চিতাস্থানে লইয়া যাইবে। এক ব্যক্তি অপক্ক মৃৎপাত্রে অন্ন লইয়া অগ্নি পুরঃসর অর্থাৎ অগ্নির পশ্চাতে পশ্চাতে বাহিত প্রেতের অনুগমন করিবে। অর্থাৎ প্রথমে মৃত দেহের আগে আগে অগ্নি লইয়া যাইবে, তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ মৃত দেহ লইয়া যাইবে। তাহার পশ্চাৎ একব্যক্তি আম পাত্রে অন্ন লইয়া যাইবে। এবং লইয়া যাইতে যাইতে অর্দ্ধপথে ঐ অন্নের অর্দ্ধেক ত্যাগ করিবে, অনন্তর শ্মশানভূমিতে যাইয়া পুত্রাদি (দাহকর্ত্তা) স্নান করিবে এবং বাম জানু ভূমিতে পাতিয়া এবং দক্ষিণ মুখে উপবিষ্ট হইয়া, পিণ্ডদানের বিধানানুসারে উক্ত অন্নের অবশিষ্টার্দ্ধ তিলের সহিত ঘৃত

ভূপ্রদেশে শুচৌ যুক্তে পশ্চাচ্চিতাদিলক্ষণম্ ।
তত্রোত্তানং নিপাত্যৈনং দক্ষিণাশিরসং মুখে ।
আজ্যপূর্ণাং স্রুচং দদ্যাৎ দক্ষিণাগ্রাং নসি স্রুবম্ ॥
ঘৃতাভ্যক্তস্নাপনে বিশেষমাহ বরাহপুরাণম্,-
"দক্ষিণাশিরসং কৃত্বা সচেলন্তু শবং তথা ।
তীর্থস্যাবাহনং কৃত্বা স্নপনং তত্র কারয়েৎ ॥
গয়াদীনি চ তীর্থানি যে চ পুণ্যাঃ শিলোচ্চয়াঃ ।
কুরুক্ষেত্রঞ্চ গঙ্গাঞ্চ যমুনাঞ্চ সরিদ্বরাম্ ॥
কৌশিকীং চন্দ্রভাগাঞ্চ সর্ব্বপাপপ্রণাশিনীম্
ভদ্রাবকাশাং সরযূং গণ্ডকীং পনসাং তথা ॥
বৈণবঞ্চ বরাহঞ্চ তীর্থং পিণ্ডারকং তথা ।
পৃথিব্যাং যানি তীর্থানি সরিতঃ সাগরাংস্তথা ॥
ধ্যাত্বা তু মনসা সর্ব্বে কৃতস্নানং গতায়ুষম্ ।

গচ্ছেৎ, পুত্রাদেঃ পশ্চাদ্গমনঞ্চ পথি অগ্রদানাদেরেব। তস্যাগ্নেস্ত। আদহনং শ্মশানম্। আজ্যভূমৌ শায়য়িত্বা যুক্তে চিতাযোগ্যে, মুখে আজ্যপূর্ণাং স্রুচং দদ্যাৎ, নসি নাসিকায়াং দক্ষিণাগ্রং স্রুবং দদ্যাৎ। সর্ব্বে ইতি দ্বিতীয়ার্থে প্রথমা, তথাচ গয়াদীনীত্যাদি সর্ব্বাং-

মাখাইয়া উৎসর্গ করিবে। তাহার পর পুত্রাদি অগ্নিদাতা প্রভূত কাষ্ঠ সঞ্চয়-পূর্ব্বক চিতার যোগ্য পবিত্র স্থানের চিতা নির্ম্মাণযোগ্য পঞ্চবিধ সংস্কার করিবে। ঐ চিতার উপর মৃতদেহ দক্ষিণশির করিয়া স্থাপনপূর্ব্বক উহার মুখে ঘৃতপূর্ণ দক্ষিণাগ্র স্রুক্ এবং নাসায় স্রুব প্রদান করিবে। শব দেহকে ঘৃত মাখাইবার পর যে পুনর্ব্বার স্নান করাইবার কথা বলা হইল, বরাহ পুরাণে তাহা এইরূপ বিশেষ করিয়া বিবৃত করা হইয়াছে, যথা,—বস্ত্রের সহিত শবদেহ দক্ষিণশির করিয়া তীর্থের আবাহনপূর্ব্বক স্নান করাইবে। গয়াদি তীর্থ সকলকে, পবিত্র পর্ব্বত সকলকে, কুরুক্ষেত্র, গঙ্গা, এবং নদীশ্রেষ্ঠ যমুনাকে, কৌশিকী, সর্ব্বপাপবিনাশিনী চন্দ্রভাগা, ভদ্রাবকাশা, সরযূ, গণ্ডকী, এবং পনসাকে, বৈণব, বরাহ এবং পিণ্ডারক নামক তীর্থকে, একে একে আর কত নাম করা যাইবে, পৃথিবীতে যত তীর্থ, যত নদী, এবং

দেবাস্ত্বাগ্নিমুখাঃ সর্ব্বে গৃহীত্বা তু হুতাশনম্।
গৃহীত্বা পাণিনা চৈব মন্ত্রমেতদুদীরয়েৎ॥
কৃত্বা তু দুষ্করং কর্ম্ম জানতা বাপ্যজানতা।
মৃত্যুকালবশং প্রাপ্য নরং পঞ্চত্বমাগতম্॥
ধর্ম্মাধর্ম্মসমাযুক্তং লোভমোহসমাবৃতম্।
দহেয়ং সর্ব্বগাত্রাণি দিব্যান্ লোকান্ স গচ্ছতু॥
এবমুক্ত্বা ততঃ শীঘ্রং কৃত্বা চৈব প্রদক্ষিণম্।
জ্বলমানং তথা বহ্নিং শিরঃস্থানে প্রদাপয়েৎ॥
চাতুর্ব্বর্ণ্যেষু সংস্থানমেবং ভবতি পুত্রিকে॥"

"দুর্ব্বলং" গতপ্রাণম্। "স্নাপয়িত্বা" শুক্লেন বাসসা সর্ব্বং শরীরমাচ্ছাদ্যাস্তীর্ণকুশায়াং ভূমৌ দক্ষিণাশিরসং স্থাপয়েৎ। ততো ঘৃতেনাভ্যজ্য "গয়াদী"ত্যাদি "সাগরাংস্তথে"ত্যন্তান্

স্তবেত্যন্তান্ সর্ব্বান্ মনসা ধ্যায়েদিত্যর্থঃ। দেবা ইতি দেবাস্ত্বাগ্নিমুখাঃ সর্ব্বে হুতাশনং গৃহীত্বা এনং দহন্ত্বিতি মনসা ধ্যাত্বা হুতাশনং পাণিনা গৃহীত্বা ইত্যন্বয়ঃ, কিঞ্চিৎ পূরয়িত্বা

যত সাগর আছে, তাহাদিগের সকলকে মনে ধ্যান করিয়া মৃতদেহকে স্নান করাইবে, তদনন্তর ঐ কৃতস্নান শবদেহ লইয়া চিতায় রাখিবে, এবং "অগ্নিমুখ দেবগণ অগ্নি গ্রহণ করিয়া এই শবদেহ দহন করুন।" মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া, হস্তে অগ্নি গ্রহণপূর্ব্বক বক্ষ্যমাণ মন্ত্র উচ্চারণ করিবে। "এই মৃত মনুষ্য ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম সংযুক্ত, এবং লোভ ও মোহের বশীভূত হইয়া জেনেই হৌক, বা না জেনেই হৌক, যে দুষ্কৃত (পাপ) কর্ম্ম সকল করিয়াছে, এই ব্যক্তি অদ্য মৃত্যুকাল বশে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হওয়ায়, তাহারই প্রভাবে আমি ইহার সকল গাত্র দহন করিতেছি, এই ব্যক্তি এক্ষণে দিব্যলোকে গমন করুক্। এই মাত্র উচ্চারণ করিয়া শীঘ্র প্রদক্ষিণ করিবে, এবং হস্তস্থিত প্রজ্বলিত বহ্নি শবদেহের মস্তক স্থানে প্রদান করিবে। হে পুত্রি! ব্রাহ্মণাদি বর্ণ চতুষ্টয়ের পক্ষে দাহাদি কার্য্যের এই একইরূপ ব্যবস্থা।" মৃতদেহকে প্রথমে একবার স্নান করাইয়া শুক্ল বস্ত্রদ্বারা আচ্ছাদনপূর্ব্বক কুশাচ্ছাদিত ভূমিতে দক্ষিণশিরা করিয়া শোয়াইবে। পরে শবদেহে ঘৃতাদি মাখাইয়া "গয়াদি" হইতে "সাগরাংস্তথা"

সর্ব্বাংশ্চিন্তয়িত্বা পুনঃ স্নাপয়েৎ। অত্র "সুপাংসু"বিত্যনেন "সর্ব্বে" ইতি দ্বিতীয়ার্থে প্রথমা। বস্ত্রান্তরং পরিধাপ্য, উপবীতমুত্তরীয়ঞ্চ দত্ত্বা, চন্দনাদিনোপলিপ্য মুখেষু মুখসম্বন্ধিষু কর্ণনাসিকা-নেত্রদ্বয়মুখাত্মকেষু সপ্তসু ছিদ্রেষু সপ্তসুবর্ণখণ্ডিকাঃ প্রক্ষিপেৎ, তদভাবে মণিবিদ্রুমকাংস্যখণ্ডিকাঃ মুখে নিধায়, "কাংস্যং সুবর্ণং মণিবিদ্রুম"মিত্যাদিপুরাণাৎ। বস্ত্রান্তরেণাচ্ছাদ্য নির্হরেয়ুঃ। "অগ্নিপুরঃসর"মিতি সাগ্নিপরম্। তস্যার্দ্ধম্ অর্দ্ধপথে ত্যজেৎ। "আদহনেঽগ্নি"মিতি "আদহনং" শ্মশানং, তৎ প্রাপ্তঃ পুত্রাদিরগ্নিদাতা আপ্লবনং কৃত্বা, বামং জান্বাচ্য ভূমিং নীত্বা,দক্ষিণামুখ উপবিশ্য তিলসহিতমপরমর্দ্ধং পিণ্ডদানেতিকর্ত্তব্যতয়া উৎসৃজেদিত্যনুষঙ্গঃ॥ ৮৬॥

কার্য্যঃ। চাতুর্ব্বর্ণ্যেষু চতুর্ষু বর্ণেষু স্বার্থে তদ্ধিতঃ। উৎসৃজেৎ অমুকগোত্র প্রেত অমুকদেবশর্ম্মন্নেতত্তেঽন্নমুপতিষ্ঠতাম্ ইত্যনেন দদ্যাৎ॥ ৮৬॥

পর্য্যন্ত বচনে যে সকল তীর্থ ও নদ নদীর নাম করা হইয়াছে, উহাদিগকে মনে মনে স্মরণ করিয়া পুনর্ব্বার স্নান করাইবে। মূল বচনে যে "সর্ব্বে" এই প্রথমান্ত পদ আছে, উহাতে "সুপাংসুপ্" এই সূত্র অনুসারে দ্বিতীয়ার স্থানেই প্রথমা করা হইয়াছে। ঐরূপ স্নান করাইবার পর শবদেহে অপর বস্ত্র পরাইয়া নূতন উত্তরীয় এবং যজ্ঞোপবীতও পরাইবে, পরে উহাতে চন্দন লেপনপূর্ব্বক মুখভাগে স্থিত মুখ, নাসিকা প্রভৃতি সাতটী ছিদ্রে সাত খণ্ড সুবর্ণ নিক্ষেপ করিবে, সুবর্ণের অভাবে মণি, বিদ্রুম (পলা), অথবা কাংস্যখণ্ডিকা মুখের ঐ সাতটি ছিদ্রে স্থাপিত করিতে পারে, কেমনা আদিপুরাণে "কাংস্য, সুবর্ণ, মণি অথবা বিদ্রুম" এইরূপ বিকল্পের বিধান করা হইয়াছে। অনন্তর ঐ সম্পূর্ণ শবদেহকে আর একখণ্ড বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া চিতার উপর লইয়া যাইবে। উপরে যে, চিতার নিকট "শবদেহ লইয়া যাইবার সময় অগ্রে আগুন লইয়া যাইবার কথা বলা হইয়াছে, উহা সাগ্নিকদিগের পক্ষেই বুঝিতে হইবে। মূল বচনে যে, "আদহন" শব্দটি আছে, উহার—"যেখানে দহন করা হয়," এই ব্যুৎপত্তি অনুসারে শ্মশানরূপ অর্থই বুঝিতে হইবে। আদহন অর্থাৎ শ্মশান ভূমিতে

পিণ্ডদানেতিকর্ত্তব্যতা চ প্রাচীনাবীতিত্বম্, উপবীতবদুত্তরীয়ধারণঞ্চ। তথাচ বিদ্যাকরধৃতম্,—

"যথা যজ্ঞোপবীতঞ্চ ধার্য্যতে চ দ্বিজোত্তমৈঃ।
তথা সন্ধার্য্যতে বস্ত্রাদুত্তরাচ্ছাদনং শুভম্॥"

অত্র দ্বিজোত্তমৈর্যথা সব্যাপসব্যাদিনা যজ্ঞোপবীতং ধার্য্যতে, তথোত্তরাচ্ছাদনমপি। অত্র যথা যজ্ঞোপবীতধারণে উত্তমত্বমবিবক্ষিতং, ক্ষত্রিয়বিশোস্তৎসম্ভবাৎ, তথোত্তরীয়ধারণে দ্বিজোত্তমত্বমবিবক্ষিতম্; স্ত্রীশূদ্রয়োরপি দ্বিজোপবীতধারণবদুত্তরীয়ধারণাচারাৎ।

তৎসম্ভবাৎ উপবীতধারণসম্ভবাৎ। দ্বিজোপবীতধারণবৎ সব্যাপসব্যাদিনা দ্বিজানাং

পুত্রাদি অগ্নিদাতা সপিণ্ড আসিবার পর, পূর্ব্বে পথে অর্দ্ধ পরিত্যক্ত অন্নের অবশিষ্টার্দ্ধ অন্নে ঘৃত মাখাইয়া তিলযুক্ত করিয়া বামজানু মাটীতে পাতিয়া, দক্ষিণ মুখে ব'সে পিণ্ডদান ক্রমে প্রেতের উদ্দেশে উৎসর্গ করিবে। ৮৬

উপরে যে 'পিণ্ডদানক্রমে' বলা হইয়াছে, তাহার তাৎপর্য্য এই যে, পিণ্ডদানের সময় পৈতা যেমন দক্ষিণ স্কন্ধে ধারণ এবং উত্তরীয় বস্ত্রও ঐরূপ করিয়া পরিধান করিতে হয়, সেইরূপ যজ্ঞোপবীত এবং উত্তরীয় ধারণ করিয়া ঐ অন্ন প্রেতের উদ্দেশে ত্যাগ করিবে। পৈতার মতই যে উত্তরীয় ধারণ করিতে হইবে, তৎসম্বন্ধে বিদ্যাকর কর্ত্তৃক উদ্ধৃত বক্ষ্যমাণ বচনটীই প্রমাণ।—"দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ যে যে সময় যেমন যেমন প্রকারে যজ্ঞোপবীত ধারণ করিবেন, সেই সেই সময় উত্তরীয় বস্ত্রও উপবীতের অনুরূপ করিয়া ধারণ করিবেন। অর্থাৎ দ্বিজোত্তমগণ, যে সময়ে দক্ষিণ স্কন্ধে বা বামস্কন্ধে যজ্ঞোপবীত ধারণ করিবেন, উত্তরীয় বস্ত্রও সেই প্রকারে ধারণ করিবেন।" উক্ত বচনে যে, দ্বিজোত্তম কথাটী আছে, উহা দ্বারা কেবল দ্বিজাতিশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণের পক্ষেই যে, ঐরূপ উপবীত ধারণের নিয়ম করা হইয়াছে, তাহা নহে, কেন না "উত্তম" শব্দটীর অর্থ এখানে অবিবক্ষিত, অর্থাৎ ধর্ত্তব্য নহে, যেহেতু সাধারণ দ্বিজাতির পক্ষেই ঐরূপ উপবীত ধারণের ব্যবস্থা সম্ভবপর হইতে পারে। যেমন উপবীত ধারণের ব্যবস্থায় 'উত্তম' কথাটীর অর্থ

"বিকচ্ছঃ কচ্ছশেষশ্চ মুক্তকচ্ছস্তথৈব চ।
একবাসা অবাসাশ্চ নগ্নঃ পঞ্চবিধঃ স্মৃতঃ॥"

ইতি হরিশর্ম্মধৃত-গোভিলাদেকবস্ত্রস্য সামান্যতো নগ্নত্বা-ভিধানাত্তৎপরীহারায় দ্বিবস্ত্রোপযোগিত্বাচ্চ।

স্ত্রিয়াস্তু—অথ "পন্থ্যাচারমনুক্রমিষ্যামঃ" ইত্যুপক্রম্য, "স্নাতা বাসসী পরিধায়ে"তি হারীতেনোপদেশাচ্চ. অতএব দ্বিবাহ-

যজ্ঞোপবীতধারণবৎ। বিকচ্ছ ইতি কচ্ছো বস্ত্রবন্ধঃ; পুংসাং সম্মুখে কচ্ছদ্বয়ং পৃষ্ঠদেশে চ একঃ কচ্ছঃ ইতি কচ্ছত্রয়ং, স্ত্রীণাঞ্চ সম্মুখে কচ্ছদ্বয়ং পৃষ্ঠদেশে চ কচ্ছদশাযুক্তং বস্ত্রাঞ্চলং পরিহিতবস্ত্রে যৎ স্ত্রী সংবৃণোতি স এব চ একঃ কচ্ছ ইতি কচ্ছত্রয়ং; তথাচ কর্ম্মমাত্রে পুংসাং স্ত্রীণাঞ্চ ত্রিকচ্ছত্বমাবশ্যকম্। যথা ভৃগুঃ,—বিকচ্ছোঽনুত্তরীয়শ্চ নগ্নশ্চা-বস্ত্র এব চ। শ্রৌতং স্মার্ত্তং তথা কর্ম্ম ন নগ্নশ্চিন্তয়েদপি বিকচ্ছঃ পরিধানাসংবৃতকচ্ছঃ। তথাচ যোগিযাজ্ঞবল্ক্যঃ,—পরিধানাদ্বহিঃ কক্ষা নিবদ্ধা হ্যাসুরী মতা। "স্মৃতিঃ,—বামে পৃষ্ঠে তথা নাভৌ কক্ষাত্রয়মুদাহৃতম্। ত্রিভিঃ কক্ষৈঃ পরীধত্তে যো বিপ্রঃ স শুচিঃ স্মৃতঃ॥ কক্ষা কচ্ছঃ। বৌধায়নঃ,—"নাভৌ ধৃতঞ্চ যদ্বস্ত্রমাচ্ছাদয়তি জানুনী। অন্তরীয়ং প্রশস্তং স্যাদাচ্ছন্নমুভয়োস্তয়োঃ॥ আচ্ছন্নম্ আচ্ছাদকম্। প্রচেতাঃ,—"দশা নাভৌ নিযোজয়েদিতি। স্মৃতিঃ,—"ন স্যাৎ কর্ম্মণি কঞ্চুকী"। কঞ্চুকং জামা ইতি খ্যাতম্। কচ্ছশেষ ইতি অসংবৃতকচ্ছঃ কিঞ্চিৎ পতিতকচ্ছ। ইতি যাবৎ। সামান্যতঃ

দ্বিজাতিগণের উপবীত ধারণের ন্যায় উত্তরীয় ধারণের আচার প্রচলিত আছে, সুতরাং পিণ্ডদানের সময় উঁহাদিগকেও উল্টা ক'রে উত্তরীয় ধারণ করিতে হইবে। স্ত্রী এবং শূদ্রগণের উত্তরীয় ধারণ বিষয়ে একমাত্র আচারই যে, প্রবল সাধক প্রমাণ তাহা নহে, প্রত্যুত হরিশর্ম্মা কর্ত্তৃক গোভিল হইতে বক্ষ্যমাণ যে বচনটী উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাতে একমাত্র (পরিধেয়) বস্ত্রধারী নগ্নরূপে (উলঙ্গ) নির্দ্দেশ করায় সকলের পক্ষেই দ্বিবস্ত্র ধারণ অত্যাবশ্যক বলিয়া প্রতীত হইতেছে। গোভিলের বচনটী যথা,—"কচ্ছরহিত, অসংবৃতকচ্ছ (যাহার কচ্ছ (কোঁচা) আধখানা ঝুলিয়া থাকে, অর্থাৎ লম্বা কোঁচা), মুক্তকচ্ছ (কাচা এবং কোঁচা শূন্য), এক বস্ত্র পরিধানকারী, অথবা একেবারেই বস্ত্রশূন্য, এই পাঁচ ব্যক্তিই "নগ্ন" (উলঙ্গ) বলিয়া শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।" এই বচনটী প্রধানতঃ পুরুষসম্বন্ধেই কথিত হইয়াছে বটে, কিন্তু স্ত্রীলোকেরও যে উত্তরীয় ধারণ আবশ্যক, তাহা, "এক্ষণে পন্থীর আচারের কথা বলিতেছি" এইরূপ আরম্ভ করিয়া "স্নান করিয়া

প্রকরণীয়গোভিলসূত্রস্থ "প্রাবৃতাং যজ্ঞোপবীতিনী"মিত্যত্র স্ত্রিয়া উপবীতাভাবে যজ্ঞোপবীতধারণবৎ কৃতোত্তরীয়মিতি ভট্ট-ভাষ্যব্যাখ্যানদর্শনাদত্রাপ্যপসব্যতয়া যুক্তত্বাচ্চ।

"অপসব্যং ততঃ কৃত্বা বস্ত্রযজ্ঞোপবীতকে।" ইতি কূর্ম্ম-পুরাণেঽপি বস্ত্রস্যাপ্যপসব্যত্বদর্শনাচ্চ। এতেন "স্ত্রিয়াস্তু দ্বিবস্ত্রত্বমাত্রং ন ত্বপসব্যকরণমপি, তথৈব ছন্দোগাচারকৃত্যে প্রতিহস্তকলিখনা"দিতি শ্রাদ্ধচিন্তামণ্যুক্তং নিরস্তম্॥ ৮৭॥

স্ত্রীপুংসাধারণ্যেন। উপদেশাদিতি বাক্যমী ইত্যত্র দ্বিবচনেন বস্ত্রদ্বয়স্য উপদেশাদি-ত্যর্থঃ। অতএব স্ত্রিয়া অপি বস্ত্রদ্বয়োপদেশাদেব। অত্রাপি মৃতকৃত্যেঽপি অপসব্যং প্রাচীনাবীতিত্বম্। এতেন বস্ত্রস্যাপ্যপসব্যত্বদর্শনেন। প্রতিহস্তকলিখনাৎ প্রতি-হস্তকসংজ্ঞকপণ্ডিতবিশেষলিখনাৎ॥ ৮৭॥

বস্ত্রদ্বয় (পরিধেয় এবং উত্তরীয়) পরিধান করিবে" এইরূপ হারীতের উপদেশ বাক্য হইতে জানা যাইতেছে। অতএব স্ত্রীলোকের উত্তরীয় বস্ত্র ধারণ আবশ্যক হওয়াতেই বিবাহ প্রকরণীয় গোভিলসূত্রে যে "প্রাবৃতা" এবং "যজ্ঞোপবীতিনী", এইরূপ পদ আছে, ঐ যজ্ঞোপবীতিনী কথাটির—ভট্টভাষ্যে "স্ত্রীগণের যজ্ঞোপবীতের অভাব নিবন্ধন যজ্ঞোপবীতের ন্যায় উত্তরীয় বস্ত্রধারিণী" এইরূপ ব্যাখ্যা করা হইয়াছে, এই উত্তরীয়ধারণ যখন যজ্ঞোপবীতের স্থলাভিষিক্ত হইল, তখন স্ত্রীগণ যখন পিণ্ডদান করিবে, তখন আপনাদের উত্তরীয় বস্ত্রকে অপসব্য অর্থাৎ দক্ষিণস্কন্ধে ধারণ করাই তাহাদের যুক্তিযুক্ত। "বস্ত্র এবং যজ্ঞোপবীত অপসব্য করিয়া অর্থাৎ দক্ষিণস্কন্ধে স্থাপিত করিয়া ধারণ করিবে," এই কূর্ম্মপুরাণীয় বচনে পিতৃকার্য্যে সাধারণতঃ বস্ত্রের অপসব্য করিয়া ধারণ করিবার বিধান দর্শনে, উত্তরীয় বস্ত্রই যে পিণ্ডদানের সময় স্ত্রীগণের অপসব্য করিতে হইবে, ইহা সপ্রমাণ হইল। উপরে যেরূপ সিদ্ধান্ত করা হইল, তাহাতে শ্রাদ্ধচিন্তামণিকার যে, বলিয়াছিলেন,—"স্ত্রীলোকদিগের বস্ত্রদ্বয়মাত্র ধারণ করিলেই চলিবে, তাহাদিগের আর উত্তরীয় বস্ত্র অপসব্য করিয়া ধারণ করিতে হইবে না, কারণ ছন্দোগাচারকৃত্য নামক গ্রন্থে—প্রতিহস্তক নামক পণ্ডিত ঐরূপই লিখিয়া গিয়াছেন," তাহাও (শ্রাদ্ধচিন্তামণিকারের এই উক্তিও) খণ্ডিত হইল। ৮৭

মৎস্যপুরাণম্,—

"ধারয়েদথ রক্তানি নারী চেৎ পতিসংযুতা।
বিধবা তু ন রক্তানি কুমারী শুক্লবাসসী।"

পরিধানপ্রকারমাহতুঃ শঙ্খলিখিতৌ,—

"ন নাভিং দর্শয়েৎ কুলবধূরাগুল্‌ফাভ্যাং বাসঃ পরিদধ্যাৎ ন স্তনৌ বিবৃতৌ কুর্য্যা"দিতি।

বাসোবিন্যাসবিশেষস্তু দেশাচারাদেবাবগন্তব্যঃ। রত্নাকরোঽপ্যেবম্। শিরোঽবগুণ্ঠনমাহ ঋষ্যশৃঙ্গঃ,—

"গৃহমেধ্যা ভবেন্নিত্যং ভূষণানি প্রপূজয়েৎ।
নিত্যস্নানকৃতাং বেণীমর্চ্চয়েৎ পুষ্পবাসসা॥"

"গৃহমেধ্যা" গৃহকর্ম্মপরা, "পূজয়ে"ন্মার্জ্জনাদিভিঃ সংস্কুর্য্যা-

---

কুমারী অবিবাহিতা। আগুল্‌ফাভ্যাং, গুল্‌ফদ্বয়পর্য্যন্তং গুল্‌ফঃ পাদগ্রন্থি-

---

মৎস্য পুরাণে বলা হইয়াছে, "সধবা স্ত্রী রক্তবস্ত্র পরিধান করিবে; বিধবা এবং কুমারী (অবিবাহিতা কন্যা) রক্তবস্ত্র পরিধান করিবে না। কিন্তু শুক্লবস্ত্রদ্বয় পরিধান করিবে।" শঙ্খ এবং লিখিত বাস পরিধানের রীতি এইরূপ লিখিয়াছেন—"কুলবধূগণ, গুল্‌ফ হইতে নাভির উপর পর্য্যন্ত বস্ত্র পরিধান করিবে। কখনও নাভি খুলিয়া রাখিবে না, এবং স্তনদ্বয়ও যাহাতে বিবৃত না হয়, এইরূপে বস্ত্র পরিধান করিবে।" কিন্তু কথা প্রচলিত দেশাচার হইতেই বস্ত্র পরিধানের রীতি অবগত হইবে। রত্নাকরও এইকথা বলিয়াছেন। ঋষ্যশৃঙ্গ স্ত্রীদিগের মস্তক অবগুণ্ঠন করিবার কথাও বলিয়াছেন। যথা, "স্ত্রীগণ প্রত্যহ গৃহকর্ম্মে নিযুক্ত থাকিবে, এবং অলঙ্কার সকলকে অতি আদরের সহিত রক্ষা করিবে। এবং নিত্য স্নানের পর বেণী বন্ধন করিয়া তাহাকে পুষ্প ও বস্ত্রদ্বারা অলঙ্কৃত করিবে।" মূল বচনে "অলঙ্কার সকলকে আদরের সহিত রক্ষা করিবে," যে বলা হইয়াছে, তাহার তাৎপর্য্য এই যে, উহাদিগকে প্রত্যহ উত্তমরূপে মাজিয়া ঘসিয়া চকচকে করিয়া রাখিবে। এবং ঐ বচনস্থিত "স্নানকৃতা" শব্দের অর্থ— নিত্যস্নানের পর যাহা বাঁধা হয়, এইরূপ বেণী অর্থাৎ খোঁপা। রত্নাকর ঐরূপ ব্যাখ্যাই করিয়াছেন। উত্তরীয় প্রসঙ্গে এতগুলি অবান্তর

মিত্যর্থঃ। "নিত্যস্নানকৃতাং" নিত্যস্নানানন্তরকৃতামিতি রত্নাকরঃ। ততঃ পুত্রাদিঃ স্নানং কৃত্বা দারুচয়ং কুর্য্যাৎ। শুচিভূপ্রদেশে চিতাযোগ্যলক্ষণং পঞ্চধাসংস্কাররূপং কুর্য্যাৎ। তত্র প্রথমমাকরশোধনং, ততো গোময়েনোপলেপনং, ততঃ গৃহ্যোক্তরেখাকরণং, রেখামার্জ্জনং, রেখাভ্যুক্ষণঞ্চ, এতচ্চ নিরগ্নেরপি। "যদ্যুপেতো ভূমিজোষণাদিসমান"মিতি পারস্করসূত্রাৎ।

"উপেত" উপনীতঃ, "জোষণং" "জুষী প্রীতিসেবনয়ো"রিতি ধাত্বর্থানুসারাৎ সেবনম্, তেন "ভূমিজোষণং" ভূমিসংস্কার ইতি হারলতা। তেন উপবীতমাত্রস্য দাহে ভূমিসংস্কার ইতি। চিতায়াং দক্ষিণাশিরসম্ অধোমুখং সামগং পুমাংসং ন্যসেৎ।

মৃত্তিকা। পুষ্পবাসসা পুষ্পেণ বাসসা চ। আকরশোধনং কুদ্দালাদিনা স্থানপরিষ্কারঃ। স্বগৃহ্যোক্তেতি যথা হোমার্থং স্থণ্ডিলে রেখা ক্রিয়ন্তে তথা রেখাকরণমিত্যর্থঃ। উপেত ইতি মৃত ইতি শেষঃ। দক্ষিণাশিরস্থিতি। তত্রোত্তানং নিপাত্যৈনং দক্ষিণা-

---

কথা বলিয়া, আবার সেই যাজ্ঞবল্ক্যের বচনেরই ব্যাখ্যা করিতেছেন—পূর্ব্বে যে চিতা নির্ম্মাণ যোগ্য ভূমিতে সংস্কারের কথা বলা হইয়াছে, ঐ সংস্কার পাঁচ প্রকার যথা,—(১) প্রথমে আকর শোধন (কোদাল দিয়া স্থান চাঁচা), পরে (২) তাহার উপর গোময়ের দ্বারা লেপন, অনন্তর (৩) উহার উপর গৃহ্যশাস্ত্রোক্ত রেখার অঙ্কন, ও (৪) রেখামার্জ্জন, এবং (৫) ঐ রেখার অভ্যুক্ষণ, এই পাঁচ প্রকার সংস্করণ নিরগ্নির চিতাযোগ্য ভূমিতেও করিতে হইবে। কেননা, পারস্করের একটি সূত্রে বলা হইয়াছে, "যদি উপনীত হয়, অর্থাৎ মৃত ব্যক্তির যদি উপনয়ন সংস্কার সম্পন্ন হইয়া থাকে, তাহা হইলে, সাগ্নিকের মতই তাহারও ভূমি জোষণাদি কার্য্য করিতে হইবে।" 'জোষণ' এই কথাটী জুষ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন, জুষ ধাতুর অর্থ প্রীতি এবং সেবন, উহার সেবনার্থই এখানে গৃহীত হইয়াছে। সেই জন্য হারলতা "ভূমিজোষণ" শব্দের 'ভূমিসংস্কার' এইরূপ অর্থ করিয়াছেন। উপরে যাহা বলা হইল, তাহাতে জানা যাইতেছে যে, উপবীত ব্যক্তি মাত্রেরই দাহ কার্য্যের সময় চিতাযোগ্য ভূমির সংস্কার করিতে হইবে। বচনে "মৃতদেহ দক্ষিণশির করিয়া চিতার উপর স্থাপন করিবে" এইটুকু মাত্র

ছন্দোগপরিশিষ্টেন দক্ষিণাশিরস্ত্বাভিধানাৎ। নন্বু যদি ছন্দোগ-পরিশিষ্টাৎ সামগানাং দক্ষিণাশিরস্ত্বং, তর্হি "উত্তানদেহত্বং" কথং নাদ্রিয়তে,—উচ্যতে? উত্তানদেহত্বন্তু স্রুবাদিপাত্র-

শিরসং মুখে ইত্যনেনেত্যর্থঃ। তর্হি উত্তানদেহত্বমিতি তন্মোত্তানং নিপাত্যৈনমিতি ছন্দোগপরিশিষ্টোক্তমিত্যর্থঃ। তন্নিবৃত্তৌ স্রুগাদিপাত্রন্যাসনিবৃত্তৌ। তন্নিবৃত্তিঃ উত্তানদেহত্বনিবৃত্তিঃ। নিরস্থীতি নন্বু তন্মোত্তানং নিপাত্যৈনং দক্ষিণাশিরসং মুখে ইত্যেকস্মিন্ বচনে উভয়মেব বিহিতং তৎ কথম্ উত্তানদেহত্বস্য ন বাচনিকত্বমিতি চেৎ,

কথিত হইলেও, সামবেদী পুরুষের মৃতদেহ দক্ষিণশির ও অধোমুখ করিয়া যে, চিতায় স্থাপিত করিতে হইবে, ইহাই বুঝিতে হইবে। কেন না, ছন্দোগপরিশিষ্টে দক্ষিণশির করিয়া চিতায় শব স্থাপন করিবার কথাই বলা হইয়াছে। যদি বল, যদি ছন্দোগপরিশিষ্টের বচন প্রমাণে সামবেদীয়দিগের দক্ষিণদিকে শির করিয়া শব স্থাপন স্থির করা হইল, তবে ঐ ছন্দোগপরিশিষ্টেরই বিধানানু-সারে তাহাদিগের শবদেহ চিৎ করিয়া চিতায় উপর না রাখিয়া, অধোমুখ অর্থাৎ উপুড় করিয়া রাখিবার কথা বলা হইতেছে কেন? ইহার উত্তর এই যে, ছন্দোগ-পরিশিষ্টে মুখ ও নাসিকাতে স্রুক্ এবং স্রুব স্থাপনের অনুরোধেই শবদেহকে চিৎ করিয়া চিতায় শোয়াইবার কথা বলা হইয়াছে। যেস্থলে উক্তরূপ স্রুক্ এবং স্রুব স্থাপনের আবশ্যকতাই নাই, সেইস্থলে চিৎ করিয়া শোয়াইবার প্রসক্তিও হইতে পারে না। যদি বল, যেস্থলে স্রুক্ এবং স্রুব বিন্যাসের প্রসঙ্গ নাই, সেই স্থলে দক্ষিণশির করিয়া শব স্থাপন করিবারও প্রসক্তি না হউক, কারণ একই বচনে মৃত দেহ চিতার উপর চিৎ করিয়া শোয়াইবার এবং দক্ষিণশির করিবার বিধান করা হইয়াছে; তাহার মধ্যে—একটীকে ছাড়িয়া অপরটীকে গ্রহণ করা হয় কেন? ইহার উত্তর এই যে, বচনে যে সকল বিধান করা হয়, উহাদের মধ্যে কোনও বিধানে যদি কোনও প্রকার দৃষ্ট প্রয়োজন লক্ষিত হয়, তাহা হইলে ঐ বিধানকে আর অদৃষ্টার্থক কল্পনা করা হয় না। যাহার কোনও দৃষ্ট প্রয়োজন লক্ষিত হয় না, সেইরূপ বিধানকেই অদৃষ্টার্থক বা বাচনিক বলে। এই বাচনিক বিধানই সর্ব্বত্র গৃহীত হইয়া থাকে। কিন্তু দৃষ্ট প্রয়োজন ব্যতীত দৃষ্টার্থ বিধান গৃহীত হয় না। এক্ষণে দেখ একই বচনে চিৎ করিয়া শোওয়ান, এবং দক্ষিণ-শির করিয়া রাখা, এইদুইটিই তুল্যরূপে বিহিত হইলেও চিৎ করিয়া শোওয়ান

ন্তাসানুরোধিত্বেন তন্নিবৃত্তৌ, তন্নিবৃত্তির্যুক্তা। দক্ষিণাশিরস্কত্বস্ত তু বাচনিকত্বাৎ নিরগ্নিবিষয়কত্বমপি। নার্য্যাস্তু উত্তানদেহত্বম্, যথাদিপুরাণম্,—

"সগোত্রৈর্গৃহীত্বা তু চিতামারোপ্যতে শবঃ।
অধোমুখো দক্ষিণাদিচরণস্তু পুমানিতি।
উত্তানদেহা নারী তু সপিণ্ডৈরপি বন্ধুভিঃ" ॥"

"দক্ষিণাদিচরণ" ইত্যনেন উত্তরশিরস্ত্বং যত্তৎ সামগেতর-

যতো বচনস্ত দৃষ্টার্থকত্বসম্ভবে অদৃষ্টার্থকত্বং ন স্বীক্রিয়তে, প্রকৃতে চ উত্তানদেহত্বস্ত মুখাদৌ স্রুগাদিদানরূপদৃষ্টপ্রয়োজনকত্বমস্তি দক্ষিণাশিরস্কত্বস্ত তু কিমপি দৃষ্টপ্রয়োজনং নাস্তীত্যতো বাচনিকং তদিতি সুধীভির্ভাব্যম্। ছন্দোগপরিশিষ্টং,—"ঘৃতেনাভ্যক্তমাপ্লাব্য সবস্ত্রং সুপবীতিনম্। চন্দনোক্ষিতসর্ব্বাঙ্গং সুমনোভির্বিভূষয়েৎ।" "বরাহপুরাণং,— ঘৃততৈলসমাযুক্তং কৃত্বা দেহবিশোধনম্। দক্ষিণাশিরসং কৃত্বা সচেলন্তু শবস্তথা॥ তীর্থ-তাবাহনং কৃত্বা স্নপনং তত্র কারয়েৎ॥" আদিপুরাণং,—"প্রেতঃ স্নাতো বস্ত্রমাল্যগন্ধ-পুষ্পাদ্যলঙ্কৃতঃ। শ্মশানভূমিং নেতব্যো ব্রাহ্মণৈরনহঙ্কৃতৈঃ॥ মুখে নিধায় বা কাংস্যং সুবর্ণং মণিবিদ্রুমম্। চতুর্ব্বিধেন বাদ্যেন কুর্য্যাৎ কোলাহলং মহৎ॥" শিষ্টৈরাপ্তিকৈঃ।

বিধানে মুখে ও নাসিকায় স্রুক্ স্রুব বিন্যাসরূপ দৃষ্ট প্রয়োজন পরিলক্ষিত হই-তেছে, চিৎ ক'রে না শোয়াইলে, মুখ ও নাসিকায় স্রুক্ এবং স্রুব থাকিতেই পারে না, সুতরাং যেস্থলে মুখে ও নাসিকায় স্রুক্ এবং স্রুবের বিন্যাসের আবশ্য-কতা সেইস্থলেই চিৎ করিয়া শোয়াইতে হইবে, তদ্ভিন্নস্থলে চিৎ ক'রে শোওয়ান এই বিধানটীর প্রবৃত্তি হইবে কেন? কিন্তু দক্ষিণশির করিয়া রাখা রূপ দ্বিতীয় বিধানের তাদৃশ কোনও রূপ দৃষ্ট প্রয়োজন লক্ষিত হইতেছে না, সুতরাং ঐ বিধানটী বাচনিক, অতএব উহা সামবেদীয় সাগ্নিক, নিরগ্নিক সকলের পক্ষেই গ্রাহ্য। কিন্তু স্ত্রীমাত্রেরই মৃতদেহ চিতার উপর চিৎ করিয়া যে শোয়াইতে হইবে, আদিপুরাণে তাহা বলা হইয়াছে; যথা—"সগোত্রজ ব্যক্তিগণ ধরাধরি করিয়া শবদেহ চিতার উপর আরোপিত করিবে। এবং পুরুষদেহের চরণ দক্ষিণদিকে রাখিয়া উহাকে অধোমুখ করিয়া স্থাপন করিবে। আর, স্ত্রীদেহকে সপিণ্ড এবং বন্ধুগণ চিৎ করিয়া চিতার উপর শোয়াইবে।" উক্ত বচনে, দক্ষিণদিকে চরণ রাখি-বার বিধান করায় উত্তরশিরা করিয়া শবদেহ চিতায় শোয়াইবার যে বিধি

শবম্। হারলতাপ্যেবম্। ততো "দেবাশ্চাগ্নিমুখাঃ সর্ব্বে হুতাশনং গৃহীত্বা এনং দহন্তি"তি মনসা ধ্যাত্বা,—

"চাণ্ডালাগ্নেরমেধ্যাগ্নেঃ সূতিকাগ্নেশ্চ কর্হিচিৎ।
পতিতাগ্নেশ্চিতাগ্নেশ্চ ন শিষ্টৈর্গ্রহণং স্মৃতম্॥" ইতি

দেবলোক্তপর্য্যুদস্তেতরমগ্নিং গৃহীত্বা "কৃত্বা তু দুষ্কৃতং কর্ম্ম" ইতি মন্ত্রৌ পঠিত্বা প্রদক্ষিণং কৃত্বা দক্ষিণামুখঃ শিরঃস্থানে দদ্যাৎ। স্ত্রীদাহেঽপি "নর"মিত্যেব পাঠঃ, ইত্যুক্তমেকাদশীতত্ত্বে॥ ৮৮॥

প্রদক্ষিণং কৃত্বা অর্থাৎ শবম্। স্ত্রীদাহ ইতি নরং পঞ্চত্বমাগতমিত্যত্র স্ত্রীদাহেঽপি নর-মিত্যেব পঠনীয়ং ন তু নারীমিত্যূহঃ। নরশব্দস্য মনুষ্যজাতিমাত্রবাচিত্বাৎ অবয়োপ-পত্তেঃ। ঊহং প্রকৃত্যা ন প্রকৃতাবপূর্ব্বত্বাৎ ইতি কাত্যায়নসূত্রাৎ প্রকৃতাবূহাযোগাৎ বিকৃতাবেবোহ ইতি। অপূর্ব্বত্বাদূহঃ স চ প্রকৃতৌ ন ইত্যন্বয়ঃ, যতঃ প্রকৃতৌ অপূর্ব্বত্বং নাস্তীতি ভাবঃ। অপূর্ব্বত্বাৎ পূর্ব্বপ্রাপ্তত্বাৎ উপদেশবিধিপ্রাপ্তত্বাদিতি যাবৎ। স্ত্রীপুংসয়োরু-ভয়োরেব দাহধর্ম্মবিকৃত্যা নরং পঞ্চত্বমাগতমিত্যুক্তেঃ উভয়োরেব দাহঃ প্রকৃতিঃ, তথাচ লিঙ্গসংখ্যানপেক্ষত্বৈব প্রাতিপদিকার্থতা। অপূর্ব্বোৎপ্রেক্ষণমূহ ইতি তল্লক্ষণম্, অপূর্ব্বস্য পূর্ব্বাপ্রাপ্তস্য উৎপ্রেক্ষণং কল্পনম্। অসমবেতার্থকপদত্যাগপূর্ব্বকসমবেতার্থকপদসমভি-ব্যাহারকল্পনমূহ ইতি পর্য্যবসিতম্। ঊহশ্চ বিকৃতাবেব ক্রিয়তে ন প্রকৃতৌ; তথাহি একোদ্দিষ্টে একস্মিন্ পিতরি বহুবচনস্যাসমবেতার্থকত্বাৎ প্রকৃতার্থপ্রকাশনাখ্যদৃষ্ট-প্রয়োজনস্য মন্ত্রস্য বিকৃতৌ একোদ্দিষ্টে বহুবচনস্থানে একবচনোহঃ। "এতদ্বঃ পিতরো বাস ইতি জল্পন্ পৃথক্ পৃথগি"ত্যাদৌ একস্মিন্নপি বহুবচনান্তমন্ত্রপাঠস্য পৃথক্ পৃথগিত্য-

প্রতীত হইতেছে, উহা সামবেদী ভিন্ন অপর বেদী সকলের পক্ষেই বুঝিতে হইবে। হারলতাও এরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। উপরে যাজ্ঞবল্ক্যের বচনের অনুসারে "অগ্নিমুখ দেবগণ অগ্নিগ্রহণ পূর্ব্বক ইহাকে দহন করুন" মনে মনে এইরূপ চিন্তা করত যে অগ্নিগ্রহণের কথা বলা হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, "শিষ্টজন চণ্ডালাগ্নি, অপবিত্র অগ্নি, সূতিকা গৃহের অগ্নি, পতিত ব্যক্তির অগ্নি, এবং চিতার অগ্নি, গ্রহণ করিবে না।" এই দেবলবচনে নিষিদ্ধ অগ্নি পরিত্যাগ করিয়া তদ্ভিন্ন অগ্নি গ্রহণ করিয়া পূর্ব্বোক্ত "জেনেই হউক, বা না জেনেই হউক, দুষ্কৃত কর্ম্ম" ইত্যাদি মন্ত্রদ্বয় উচ্চারণ করত চিতা প্রদক্ষিণপূর্ব্বক শিরস্থানে ঐ অগ্নি প্রদান করিবে। স্ত্রীলোকের দাহের সময়েও উক্ত মন্ত্রস্থিত

বিষ্ণুপুরাণম্,—

"ন হুং কুর্য্যাৎ শবস্যৈব শবগন্ধো হি সোমজঃ।" আদি-পুরাণে;—

"নিঃশেষস্তু ন দগ্ধব্যঃ শেষং কিঞ্চিৎ ত্যজেদ্বুধঃ।
গচ্ছেৎ প্রদক্ষিণাঃ সপ্ত সমিদ্ভিঃ সপ্তভিঃ সহ॥
দেয়াঃ প্রহারাঃ সপ্তৈব কুঠারেণোল্মুকোপরি।
"ক্রব্যাদায় নমস্তুভ্য"মিতি জপাৎ সমাহিতৈঃ॥
নাবেক্ষিতব্যঃ ক্রব্যাগ্নির্গন্তব্যা চ ততো নদী॥" প্রদক্ষিণা

গতিরিতি শেষঃ। সমিধাং প্রক্ষেপমাহ প্রচেতাঃ,—

"দগ্ধ্বা শবং ততস্ত্বেবং প্রাদেশাঃ কাষ্ঠিকাস্তথা।
সপ্ত প্রদক্ষিণং কৃত্বা একৈকস্তু বিনিক্ষিপেৎ॥"

নেমাভিধানাৎ প্রকৃতাবপি বহুবচনস্যাসমবেতার্থত্বেন ন দৃষ্টপ্রয়োজনং কিন্ত্বদৃষ্টপ্রয়োজনমতস্তত্র বিকৃতাবপি নৈকবচনাদূহ ইতি ধ্যেয়ম্॥ ৮৮॥

ন হুং কুর্য্যাদিতি জুগুপ্সিতেত্যর্থঃ। সোমজ ইতি সোমযাগেন যাদৃশং ফলং জায়তে শবগন্ধঘ্রাণেন তাদৃক্ফলং জায়তে ইত্যর্থঃ। শেষং শবশেষম্। গচ্ছেদিতি প্রদক্ষিণা গতিঃ, গচ্ছেৎ কুর্য্যাৎ, ধাতূনামনেকার্থত্বাৎ গমিরত্র করণার্থঃ। উল্মুকোপরি জলদঙ্গারো-

---

'অর' এই পদটী—অবিকলরূপেই যে পাঠ করিবে—ইহা একাদশী তত্ত্বে বিশেষ করিয়া সিদ্ধ করা হইয়াছে। ৮৮

বিষ্ণুপুরাণে বলা হইয়াছে, "মড়া পুড়ার গন্ধ নাকে প্রবেশ করিলে কেহ ঘৃণা করিবে না। কারণ সোমযাগ করিলে যে ফল হয়, শবদাহের গন্ধ আঘ্রাণেও সেই-রূপ ফল হয়।" আদিপুরাণে বলা হইয়াছে,—"শবদেহ একেবারে নিঃশেষ করিয়া দগ্ধ করিবে না। কিছু শেষ অংশ বাকী রাখিবে। এবং সাতটী সমিধের সহিত সাতবার প্রদক্ষিণ করিবে। অনন্তর সমাহিতচিত্তে "ক্রব্যভুক্ অগ্নি তোমাকে নমস্কার" এই মন্ত্র জপ করত প্রজ্বলিত অঙ্গারের উপর সাতবার কুঠারের প্রহার করিবে। ফিরে যাইবার সময় চিতাগ্নির দিকে ফিরে চাহিয়া দেখিবে না। উহা হইতে পরাঙ্মুখ হইয়া নদীতে গমন করিবে।" উপরে যে সাতটী সমিধের সহিত সাতবার প্রদক্ষিণ করিবার কথা বলা হইল, তৎসম্বন্ধে প্রচেতা বিশেষ

তেন প্রাদেশপ্রমাণাঃ সপ্ত কাষ্ঠিকা গৃহীত্বা চিতাগ্নিং সপ্তবারান্ প্রদক্ষিণীকৃত্য সপ্ত কাষ্ঠিকাঃ একৈকক্রমেণ চিতাগ্নৌ ক্ষিপেৎ। ততঃ কুঠারেণ "ক্রব্যাদায় নমস্তুভ্য"মিতি মন্ত্রজপং কুর্ব্বদ্ভিঃ চিতাস্থজলদঙ্গারোপরি সপ্তপ্রহারা দেয়াঃ। মন্ত্রপাঠস্তু সকৃদেব। "একদ্রব্যে কর্ম্মাবৃত্তৌ সকৃদেব মন্ত্রবচনং কুর্য্যে"তি ভট্টভাষ্যধৃতবচনাৎ॥ ৮৯॥

দর্ভজুটিকাহোমে তু "অতএব" বহিষঃ কুশমুষ্টিমাদায় আজ্যে, হবিষি বা ত্রিবারানবদধ্যাৎ। অগ্রাণি মধ্যানি মূলা-

পরি। সপ্তকাষ্ঠিকা গৃহীত্বা চিতাগ্নিমিতি এতদাদিসপিণ্ডমাত্রস্য কর্ত্তব্যম্। সপ্তবারা-মিতি নত্বেকবারং প্রদক্ষিণীকৃত্য একাং ক্ষিপেদিতি ক্রমেণ সপ্তকাষ্ঠিকাক্ষেপণম্। একৈকক্রমেণেতি ন তু সপ্তবারান্ প্রদক্ষিণীকৃত্য যুগপৎ সপ্ত ক্ষিপেদিতি। মন্ত্রপাঠঃ ক্রব্যাদায় নমস্তুভ্যমিতি মন্ত্রপাঠঃ। একদ্রব্যে উল্মুকাদিরূপে একদ্রব্যে, কর্ম্মাবৃত্তৌ প্রহরণাদিকর্ম্মাবৃত্তৌ॥ ৮৯॥

অতএব আবৃত্তাদেব। আজ্যাদৌ হবিষি তৈলাদিরূপে হবনীয়দ্রব্যে। যত্র তৈলাদিনা হোমঃ ক্রিয়তে তত্র অবদধ্যাৎ নিদধ্যাৎ। অগ্রাণীতি কুশমুষ্টেরিত্যাদিঃ।

করিয়া এইরূপ বলিয়াছেন যে, এক একবার প্রদক্ষিণ করিবার সময় এক একটী সমিধ চিতাতে নিক্ষেপ করিতে হইবে। যথা,—"এইরূপে শবদাহ করিয়া প্রাদেশ (বিগৎ) পরিমিত সপ্ত কাষ্ঠিকা সাতবার প্রদক্ষিণপূর্ব্বক এক একটি করিয়া নিক্ষেপ করিবে। অর্থাৎ এক এক বিগৎ পরিমিত সাতগাছি কাষ্ঠিকা (কাটি) লইয়া চিতাগ্নিকে সাতবার প্রদক্ষিণ করিবে, এবং এক একবার প্রদক্ষিণের সময় উহার এক একটী কাটী চিতাতে নিক্ষেপ করিবে। অনন্তর পূর্ব্বোক্ত প্রকারে চিতাস্থ প্রজ্বলিত অঙ্গারের উপর কুঠার দ্বারা সাতবার প্রহার করিবে। কিন্তু "প্রহার করিবার পূর্ব্বে "ক্রব্যভুক্ অগ্নি তোমাকে নমস্কার" এই মন্ত্রটী একবার মাত্র পাঠ করিবে। কেননা ভট্টভাষ্যে এই বচনটি উদ্ধৃত হইয়াছে যে, "একটি দ্রব্য বিষয়ে যদি একই ক্রিয়ার পুনঃপুনঃ অনুষ্ঠান করা হয়, তাহ'লে তৎসম্বন্ধে পাঠ্য মন্ত্রের পাঠ একবারই করিতে হইবে।" ৮৯

তবে যে, দর্ভজুটিকা হোমে এক দ্রব্য বিষয়ে এক ক্রিয়ার পুনঃপুনঃ অনুষ্ঠানে প্রত্যেকবার মন্ত্র উচ্চারণের ব্যবস্থা দেখা যায়, তাহার প্রতি ভট্টভাষ্যে এইরূপ

নীতি, "অক্তং রিহাণা ব্যস্তবয়" ইতি গোভিলেন স্থানভেদকথনাদেকত্র দ্রব্যেঽপি মন্ত্রাবৃত্তি"রিতি ভট্টভাষ্যম্। ততঃ। "কোষ্ঠে তু জঠরোঽগ্নিস্তু ক্রব্যাদো মৃতভক্ষক" ইতি গোভিলীয়পরিভাষিতং ক্রব্যাদমগ্নিমপশ্যদ্ভির্বক্ষ্যমাণাশ্বলায়নবচনাৎবামাবর্ত্তেন স্নাতুং নদী গন্তব্যা। প্রচেতাঃ,—

"নগ্নদেহং দহেন্নৈব কিঞ্চিদ্দেয়ং পরিত্যজেৎ।"

"দেয়ং" শবসম্বন্ধিবস্ত্রাদিকং শ্মশানবাসিচাণ্ডালাদিভ্যো দদ্যাৎ। মিতাক্ষরায়াং,—

"সূতিকায়াং মৃতায়ান্তু কথং কুর্ব্বন্তি যাজ্ঞিকাঃ।

স্থানভেদেতি অগ্রাদিরূপস্থানভেদেত্যর্থঃ। জঠরাগ্নির্জ্জঠরনামাগ্নিঃ। ক্রব্যাদঃ ক্রব্যাদনামাগ্নিঃ। পরিভাষিতং ক্রব্যাদমগ্নিমিত্যন্বয়ঃ। আশ্বলায়নেতি তদ্‌যথা—সব্যাবৃতো ব্রজন্ত্যনবেক্ষমাণা যত্রোদকমবহং ভবতীতি। সব্যাবৃতঃ সব্যম্ আবর্ত্তন্তে ইতি কিবন্ত জসি রূপং। অনবেক্ষমাণশ্চিতাগ্নিমিত্যর্থঃ। অবহমিতি যত্র স্রোতো নাস্তীত্যর্থঃ। বামা-

---

কারণ নির্দ্দেশ করা হইয়াছে—"দর্ভবটিকা হোমকালে কুশস্তূপ হইতে কুশমুষ্টিগ্রহণ করিয়া আজ্যে, অথবা হবনদ্রব্যে তিনবার নিক্ষেপ করিবে। কুশমুষ্টির সর্ব্বাবয়বই যে, তিনবার আজ্যে বা হবিতে নিক্ষেপ করিবে, তাহা নহে; কিন্তু "অক্তং রিহাণা ব্যন্তবয়" এই মন্ত্রটী প্রত্যেকবার পাঠ করত যথাক্রমে ঐ কুশমুষ্টির অগ্র, মধ্য এবং মূলভাগ ঐ আজ্যে নিক্ষেপ করিবে।" গোভিল এই সূত্রের দ্বারা একই দ্রব্যের একই ক্রিয়ার আবৃত্তি হইলেও মন্ত্রেরও আবৃত্তির কথা যে, বলিয়াছেন; তাহার প্রতি ঐ বস্তুর অবয়বভেদে ক্রিয়ার আবৃত্তিই কারণ। সুতরাং কোন বস্তুর একাবয়বে ক্রিয়ার আবৃত্তিস্থলে একবারই মন্ত্রের পাঠ করিলে চলিবে। "কোষ্ঠস্থিত অগ্নির নাম জঠরাগ্নি, এবং মৃতদেহ দহনকারী অগ্নির নাম ক্রব্যাদ" এই গোভিলীয় পরিভাষানুসারে চিতাগ্নিকে "ক্রব্যাদ অগ্নি" বলা হয়। অনন্তর ঐ ক্রব্যাদ অগ্নির দিকে আর না চাহিয়া আশ্বলায়নের বক্ষ্যমাণ বচন অনুসারে স্নান করিবার নিমিত্ত বামাবর্ত্তে (বাঁ দিক্ দিয়া চিতাবেষ্টন করিয়া) নদীতে গমন করিবে। প্রচেতা বলেন শবকে উলঙ্গ করিয়া দহন করিবে না, এবং শব সম্বন্ধীয় যে কিছু বস্ত্রাদি থাকিবে,

কুম্ভে সতিলমাদায় পঞ্চগব্যং তথৈব চ।
পুণ্যগ্ভিরভিমন্ত্র্যাপো বাচা শুদ্ধিং লভেৎ ততঃ॥
তেনৈব স্নাপয়িত্বা তু দাহং কুর্য্যাৎ যথাবিধি।
পঞ্চভিঃ স্নাপয়িত্বা তু গব্যৈঃ প্রেতাং রজস্বলাম্।
বস্ত্রান্তরাবৃতাং কৃত্বা দাহয়েদ্ বিধিপূর্ব্বকম্॥"

"পুণ্যগ্ভি"রাপোহিষ্ঠাবামদেব্যাদিভিরিতি স্মৃত্যর্থানুসারঃ। এবং গর্ভবত্যাং মৃতায়াম্, উদরভেদেন গর্ভং নিঃসার্য্য, স্থানান্তরে ক্ষিপেৎ। তস্যা দাহঃ কার্য্যঃ।

"স্ত্রীণান্তু পতিতো গর্ভ" ইত্যাদিব্রহ্মপুরাণেন সামান্ততো গর্ভপ্রতিপত্তিবিধানাৎ॥ ১০॥

বর্ত্তেন চিতাগ্নিং বাসং কৃত্বা। সূতিকায়ামিতি জননাশৌচমধ্যে মৃতায়ামিত্যর্থঃ। যাজ্ঞিকা ইত্যুপলক্ষণং, সর্ব্বৈরেবৈতৎকার্য্যম্। সতিলং পঞ্চগব্যমিত্যন্বয়ঃ। অপঃ কুম্ভস্থা অপঃ। বাচা পৃথগ্রূপবাক্যেন। শুদ্ধিমিতি অর্থাৎ কুম্ভস্থং জলং শুদ্ধিং লভেদিত্যর্থঃ। বামদেব্যাদীতি আদিনা অঘমর্ষণমন্ত্রপরিগ্রহঃ। উদরভেদেনেতি কদাচিদ্গর্ভস্য জীবনাদিশঙ্কয়া মৃতস্য গর্ভস্য চাগ্নিসংস্কারানর্হত্বয়া উদরং বিদার্য্য গর্ভং পৃথক্-

---

তাহা চণ্ডালাদিকে প্রদান করিবে।" মিতাক্ষরায় লিখিত হইয়াছে—"সূতিকা মৃত হইলে, যাজ্ঞিকগণ তাহার দাহাদি বিষয়ে কিরূপ ব্যবস্থা করিয়া থাকেন?" এইরূপ প্রশ্ন করিয়া উত্তর করিতেছেন,—"কলসে তিলের সহিত পঞ্চগব্য নিক্ষেপ করিয়া পবিত্রকারী "আপোহিষ্ঠা" প্রভৃতি মন্ত্রদ্বারা জল অভিমন্ত্রিত করিবে, পৃথক্ পৃথক্রূপে অর্থাৎ সুস্পষ্ট স্বর সংযোগে, উচ্চারিত ঐ সকল মন্ত্র দ্বারা অভিমন্ত্রিত হইলে কলসস্থ জল শুদ্ধিলাভ করিবে। অনন্তর সেই জলের দ্বারাই স্নান করাইয়া যথাবিধি দহন করিবে। এইরূপ মৃত রজস্বলাকেও পঞ্চগব্যের দ্বারা স্নান করাইয়া অপর বস্ত্র দ্বারা শবদেহ আচ্ছাদনপূর্ব্বক যথাবিধি দাহ করিবে।" মূলবচনে যে "পুণ্যগ্ভিঃ" কথাটী আছে, স্মৃত্যর্থানুসারে তাহার অর্থ "আপো হিষ্ঠাদি, এবং বামদেব্যাদি" মন্ত্র এইরূপ করা হইয়াছে। আরও একটী কথা এই যে, গর্ভবতী মৃত হইলে, উদর চিরিয়া গর্ভ নিঃসারিত করিয়া অন্যস্থানে ঐ গর্ভকে পুতিয়া রাখিবে। তাহার

স্মৃতিঃ,—

"নাগদষ্টো নরো রাজন্ প্রাপ্য মৃত্যুং ব্রজত্যধঃ ।
অধো গত্বা ভবেৎ সর্পো নির্ব্বিষো নাত্র সংশয়ঃ ॥
এতন্মোক্ষায় তদ্বন্ধুঃ পুত্রাদির্ম্মাসি ভাদ্রকে ।
নক্তং কুর্ব্বীত সপ্তম্যাং শুক্লপক্ষে প্রযত্নতঃ ॥"

যমঃ,—"দশাহাভ্যন্তরে যস্য গঙ্গাতোয়েঽস্থি মজ্জতি ।
গঙ্গায়াং মরণে যাদৃক্ তাদৃক্ ফলমবাপ্নুয়াৎ ॥"

স্মৃতিঃ,—"আত্মনস্ত্যাগিনাং নাস্তি পতিতানাং তথা ক্রিয়া ।
তেষামপি তথা গঙ্গাতোয়েঽস্থি স্থাপনং হিতম্ ।"

কৃত্য নারী যথাবিধি সংস্কার্য্যা ; এতন্মূলকমেব বচনং পঠন্তি—"অথ চেদ্গার্ভসংযুক্তা নারী দৈবাদ্বিপদ্যতে। অন্তঃশল্যং পৃথক্কৃত্য সংস্কর্ত্তব্যা যথাবিধি ॥" ক্ষিপেৎ ন তু দাহয়েৎ ॥ ১০ ॥

নাগদষ্টঃ সর্পদষ্টঃ। ব্রজত্যধ ইতি নাগেন সহ ক্রীড়াং কুর্ব্বন্ মৃত ইত্যর্থঃ। অন্যত্র তু ন দোষ ইতি বোধ্যম্। নক্তমিতি তথাচ নাগদষ্টস্য তৎপাপক্ষয়কামেন পুত্রাদিনা ভাদ্রে মাসি শুক্লসপ্তম্যাং নক্তং ভোক্তব্যমিত্যর্থঃ। হিতমিতি নরকোদ্ধারপূর্ব্বকস্বর্গ-

---

পর তাহার কিন্তু দাহ করিবে। কারণ, "স্ত্রীদিগের পতিত গর্ভ পুতিয়া রাখিবে" এই ব্রহ্মপুরাণের বচনদ্বারা পুতিয়া রাখারূপ গর্ভ মাত্রেরই এই একই প্রকার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার কথাই বলা হইয়াছে। ১০

স্মৃতিতে বলা হইয়াছে,—"হে রাজন্! সর্পদষ্ট মনুষ্য মরিয়া গিয়া অধোগতি প্রাপ্ত হয়, এবং অধোলোকে গমন করিয়া নির্ব্বিষ সর্পযোনিতে যে জন্মগ্রহণ করে, তদ্বিষয়ে কোনও সংশয় নাই, উহার ঐ অবস্থা হইতে মুক্তির নিমিত্ত তাহার পুত্রাদি বন্ধু ভাদ্রমাসের শুক্লপক্ষের সপ্তমীতে যত্নসহকারে নক্তব্রতের অনুষ্ঠান করিবে।" যম বলিয়াছেন, "মৃত্যুর দিন হইতে দশাহের মধ্যে যাহার অস্থি গঙ্গার জলে মগ্ন হয়, সে ব্যক্তি গঙ্গামৃত্যুতে যে ফল, তদ্বিধ ফলই প্রাপ্ত হয়।" স্মৃতিতে বলা হইয়াছে—"আত্মঘাতী এবং পতিত ব্যক্তিদিগের যথাবিধ অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া না থাকিলেও গঙ্গাজলে তাহাদিগের অস্থি স্থাপন তাহাদের পক্ষে হিতকর হইয়া থাকে।" কূর্ম্মপুরাণে বলা হইয়াছে—

কৌর্ম্মে,—"যাবন্ত্যস্থীনি গঙ্গায়াং তিষ্ঠন্তি পুরুষস্য চ।
তাবদ্বর্ষসহস্রাণি স্বর্গলোকে মহীয়তে॥"

আদিপুরাণম্,—"মাতুঃ কুলং পিতৃকুলং বর্জ্জয়িত্বা নরাধমঃ।
অস্থীন্যন্যকুলোত্থস্য নীত্বা চান্দ্রায়ণাৎ শুচিঃ॥"

এতত্তু ধনগ্রহণাদিনা।

"অস্থীনি মাতৃপিতৃপূর্ব্বজানাং নয়ন্তি গঙ্গামপি যে কদাচিৎ।
সদ্ভাবকস্যাপি দয়াভিভূতাস্তেষাং তু তীর্থানি ফলপ্রদানি॥"

অত্র "সদ্ভাবকস্য" ভাবশুদ্ধস্য, অন্যকুলজস্যাপি কৃপাতিশয়াৎ ধর্ম্মবুদ্ধ্যা অস্থিপ্রক্ষেপে পুণ্যাভিধানাৎ। অত্রৈব বিধিমাহ,

"ভাগীরথী যত্র যত্রাস্তি তীর্থে কূলদ্বয়ে চাপি যদা বিপন্নঃ।
তদা তদা তত্র তস্যাথ ভক্ত্যা ভাবেন চাস্থীনি বিনিক্ষিপেচ্চ।

জনকল্পিতার্থঃ। যাবন্তীতি অতঃ অস্থ্নাং বাহুল্যায় অস্থি খণ্ডং খণ্ডং কৃত্বা গঙ্গায়াং স্থাপয়েদিতি বোধ্যম্। কেচিত্তু যাবন্তি দিনানীতি পূরয়িত্বা ব্যাচক্ষতে। যাবদহানীতি পাঠঃ কচিৎ। এতদিতি ধনগ্রহণাদিনা এতদ্দূষণম্, অত্র হেতুঃ পুণ্যাভিধানাদিত্যন্তঃ।

"যতক্ষণ পর্য্যন্ত গঙ্গাজলে কোন মনুষ্যের অস্থি অবস্থান করে, তত সহস্র বৎসর ঐ অস্থির অধিকারী স্বর্গলোকে সমাদরের সহিত বাস করে।" আদিপুরাণে বলা হইয়াছে,—"যদি কোনও নরাধম ব্যক্তি নিজের মাতৃকুল ও পিতৃকুল ভিন্ন অপর কুলোদ্ভব ব্যক্তির অস্থি গঙ্গাতে লইয়া যায়, তাহা হইলে সে চান্দ্রায়ণরূপ প্রায়শ্চিত্ত করিবার পর শুদ্ধিলাভ করিবে।" এই যে প্রায়শ্চিত্তের কথা বলা হইল, যদি কোনও ব্যক্তি অর্থ লইয়া অপর কুলোদ্ভব ব্যক্তির অস্থি লইয়া যায়, তাহার পক্ষেই ঐ প্রায়শ্চিত্ত বুঝিতে হইবে; কারণ, "যদি কোনও ব্যক্তি মাতৃকুল ও পিতৃকুলসম্ভূত ব্যক্তিদিগের অস্থি এবং দয়াপরবশ হইয়া অন্যকুলজাত ভাবশুদ্ধ ব্যক্তিরও অস্থি গঙ্গাতে লইয়া যায়, তাহা হইলে মৃতব্যক্তিরা জীবন্ত অবস্থায় যে সকল তীর্থ করিয়াছিল, ঐ সকল তীর্থের ফল অস্থিবাহকও প্রাপ্ত হয়।" এই বচনে অর্থ সম্পর্ক ব্যতীত কেবলমাত্র দয়াপরবশ হইয়া অন্যকুলজাত সদ্ব্যক্তির অস্থি লইয়া যাওয়াতেও পুণ্যপ্রাপ্তির কথাই দেখা যায়। গঙ্গাজলে এই অস্থি নিক্ষেপের

স্নাত্বা ততঃ পঞ্চগব্যেন সিক্ত্বা হিরণ্যমধ্বাজ্যতিলৈশ্চ যোজ্যঃ।
ততশ্চ মৃৎপিণ্ডপুটে নিধায় পশ্যন্ দিশং প্রেতগণোপগূঢ়াম্॥
নমোঽস্তু ধর্ম্মায় বদন্ প্রবিশ্য জলং স মে প্রীত ইতি ক্ষিপেচ্চ।
উত্থায় ভাস্বন্তমবেক্ষ্য সূর্য্যং স দক্ষিণাং বিপ্রমুখায় দদ্যাৎ॥"

অত্রোত্তরার্দ্ধেঽস্থিত্যাগানন্তরং স্নানবিধায়কমৈথিলপাঠো যুক্তঃ। স যথা,—
"স্নাত্বা তথোত্তীর্য্য চ ভাস্করঞ্চ দৃষ্ট্বা প্রদদ্যাদথ দক্ষিণাঞ্চ।
এবং কৃতে প্রেতপুরে স্থিতস্য স্বর্গে গতিঃ স্যাচ্চ মহেন্দ্রতুল্যা॥"

"প্রেতগণোপগূঢ়াং" দক্ষিণাং দিশম্। "ওঁ নমোঽস্তু ধর্ম্মায়" ইতি গঙ্গাজলপ্রবেশমন্ত্রঃ। "স মে প্রীতো ভবতু" ইত্যস্থি-প্রক্ষেপমন্ত্রঃ। ইত্যনিরুদ্ধভট্টাঃ॥ ৯১॥

অত্রৈবাস্থিপ্রক্ষেপ এব। তীর্থে দেশে। বিপন্নো মৃতঃ। অস্থিক্ষেপণযুক্তং তৎপরিপাটীমাহ স্নাত্বেতি। দক্ষিণামিতি বাচনিকত্বাদশৌচেঽপি দক্ষিণাদানাদি ন নিষিদ্ধমিতি

এইরূপ বিধান করা হইয়াছে,—"যে যে তীর্থে ভাগীরথী প্রবাহিত, সেই সেই তীর্থে, পিতৃ ও মাতৃকুলের মধ্যে কেহ বিপন্ন হইবা মাত্রই ভক্তি-ভাবে তাহার অস্থি নিক্ষেপ করিবে। প্রথমে স্নান করিয়া অস্থিগুলি পঞ্চগব্য দ্বারা সিক্ত করিবে, পরে ঐ অস্থিগুলির সহিত সুবর্ণ, মধু, আজ্য, এবং তিল সংযুক্ত করিয়া এক একটী মৃত্তিকার গুলির মধ্যে রক্ষা করিবে তাহার পর প্রেতগণ কর্ত্তৃক সমাশ্রিত দিকে, অর্থাৎ দক্ষিণদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করত "ধর্ম্মায় নমঃ" এই মন্ত্র বলিতে বলিতে জলে প্রবেশ করিয়া "সেই ধর্ম্ম আমার উপর প্রীত হউন" এই বলিয়া অস্থি নিক্ষেপ করিবে। অনন্তর জল হইতে উঠিয়া এবং দীপ্যমান সূর্য্যবিম্বকে অবলোকন করিয়া ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠকে নিজের দেয় দক্ষিণা প্রদান করিবে। এই শ্লোকের উত্তরার্দ্ধে মৈথিলগণের পুস্তকে অস্থি ত্যাগের পর যে স্নানবিধান বিষয়ক পাঠ দেখা যায়, তাহাই যুক্তিযুক্ত বলিয়া বোধ হয়। সেই পাঠটী এইরূপ যথা—"স্নান করিয়া জল হইতে উঠিবে, পরে সূর্য্যকে নিরীক্ষণ করিয়া দক্ষিণা প্রদান করিবে, এইরূপ বিধানে অস্থি নিক্ষেপ করিলে প্রেতপুরে স্থিত

অথাস্থ্যলাভে পর্ণনরদাহঃ।

আশ্বলায়নগৃহ্যপরিশিষ্টম্,—

"অস্থিনাশে পলাশবৃন্তানাং ত্রীণি ষষ্ট্যধিকশতানি পুরুষ-প্রতিকৃতিং কৃত্বা—

"অশীত্যর্দ্ধন্তু শিরসি গ্রীবায়াং দশ যোজয়েৎ।
উরসি ত্রিংশতং দদ্যাদ্বিংশতিং জঠরে তথা॥
বাহুভ্যাঞ্চ শতং দদ্যাৎ দদ্যাদঙ্গুলিভির্দ্দশ।
দ্বাদশার্দ্ধং বৃষণয়োরষ্টার্দ্ধং শিশ্ন এব চ॥
উরুভ্যাঞ্চ শতং দদ্যাত্ত্রিংশতং জানুজঙ্ঘয়োঃ।

যোধ্যম্। অত্রার্দ্ধে উত্থায়েত্যাদি-শেষার্দ্ধে। গঙ্গেতি অস্থিপ্রক্ষেপণার্থং গঙ্গাজলপ্রবেশ-মন্ত্র ইত্যর্থঃ॥ ৯১॥

অথাস্থ্যলাভ ইত্যাদি। অস্থিনাশে অস্থ্যদর্শনে অস্থ্যলাভ ইতি যাবৎ। পলাশ-বৃন্তানাং পলাশপত্রাণাং পলাশশাখৈঃ পত্রৈরিতি ব্রহ্মাণ্ডাদিপুরাণবচনৈকবাক্যত্বাৎ, ত্রীণি ষষ্টিশতানি ষষ্ট্যধিকশতত্রয়মিত্যর্থঃ। অশীত্যর্দ্ধং চত্বারিংশতম্। বাহুভ্যাং বাহ্বো-রঙ্গুলীভিরঙ্গুলীষু। দ্বাদশার্দ্ধং ষট্। বৃষণয়োরণ্ডকোষয়োঃ, স্ত্রিয়াস্ত যোনৌ দদ্যাৎ।

ব্যক্তির স্বর্গে ইন্দ্রতুল্য পদলাভ হয়।" অনিরুদ্ধ ভট্ট বলেন "ওঁ নমোঽস্তু ধর্ম্মায়" এইটী জলপ্রবেশের মন্ত্র, এবং "তিনি আমার উপর প্রীত হউন" এইটী অস্থিনিক্ষেপের মন্ত্র। ১১॥

কুশপুত্র দাহ।

এক্ষণে মৃতদেহ এবং অস্থির অলাভ ঘটিলে কি প্রকারে কুশপুত্র দাহ করিতে হইবে তাহা বলা হইতেছে।

আশ্বলায়ন গৃহ্যপরিশিষ্টে কুশপুত্রের নির্ম্মাণ সম্বন্ধে এইরূপ বলা হইয়াছে। "অস্থির অপ্রাপ্তি ঘটিলে ৩৬০ তিনশত ষাইটটী পলাশশাখার দ্বারা একটী মনুষ্যের আকৃতি নির্ম্মাণ করিবে। এই তিন শত ষাইটটী পলাশশাখার মধ্যে কতগুলি কোন্ অঙ্গের স্থানে সন্নিবেশ করিবে, তাহা দেখান হইতেছে। যথা—মাথায় ৪০ চল্লিশটী, গ্রীবাতে ১০ দশ, বক্ষস্থলে ৩০ ত্রিশ, জঠরে ২০ বিংশ, দুই হস্তে ১০০ একশত, হস্তাঙ্গুলি স্থানে ১০ দশটী, অণ্ডকোষদ্বয়ে

পাদাঙ্গুলীষু চ দশ এতৎ প্রেতস্য লক্ষণম্ ॥
ঊর্ণাসূত্রেণ সংবেষ্ট্য যবপিষ্টেন লেপয়েৎ ॥”

আদিপুরাণে,—“তদভাবে পলাশোত্থৈঃ পত্রৈঃ কার্য্যঃ পুমানপি
শতৈস্ত্রিভিস্তথা ষষ্ট্যা শরপত্রৈর্বিধানতঃ ॥”

তদলাভেঽস্থ্যলাভে। অত্র পলাশশরপত্রয়োস্তুল্যত্বেনো-পাদানাদাশ্বলায়নসূত্রেঽপি প্রতিকৃতৌ শরপত্রস্য লাভঃ। অত্রাচারাদযোগ্যত্বাচ্চ শরপত্রৈশ্চ পুত্তলকং কৃত্বা শিরঃ-

অষ্টাঙ্কং চতুষ্টয়ং শিশ্নে লিঙ্গে, স্ত্রিয়াস্তু যোনৌ। উরুভ্যাং ঊর্ব্বোঃ, ত্রিংশতং জানুজঙ্ঘয়োরিতি দক্ষিণজানুযুক্তজঙ্ঘায়াং পঞ্চদশ এবং বামজানুযুক্তজঙ্ঘায়াং পঞ্চদশ। প্রেতস্য লক্ষণমিতি ইদমত্রাবধেয়ম্—এতৎ প্রেতস্য লক্ষণমিত্যনেন বক্ষ্যমাণযোগ্যত্বাক্তেত্যনেন চ পর্ণনরঃ শবস্যৈব প্রতিনিধিঃ ন ত্বস্থ্নঃ ইতি প্রতীয়তে, এবঞ্চাস্থ্যলাভে ইত্যাদৌ সর্ব্বত্রাস্থিপদং শবপরং বোধ্যং, তথাচ শবলাভেঽপি পর্ণনরদাহ এব কার্য্যঃ ন ত্বস্থিদাহঃ, অস্থিদাহপ্রাপকবচনাভাবাৎ, পর্ণনরদাহোত্তরম্ অস্থিলাভে তদ্দাহস্তু বাচনিকত্বাৎ কর্ত্তব্যঃ। অপিচ পর্ণনরস্যাস্থিপ্রতিনিধিত্বে অস্থিসদৃশকরণমেবোচিতং স্যাৎ ন তু শবসদৃশীকরণমিতি গুরবঃ। বস্তুতস্তু,—বিদেশমরণেঽস্থীনি আহৃত্যাভ্যাজ্য সর্পিষা। দাহয়েদূর্ণয়াচ্ছাদ্য পাত্রন্যাসাদি পূর্ব্ববদিতি শুদ্ধিকৌমুদীধৃতছন্দোগপরিশিষ্টবচনাৎ শরীরালাভেঽস্থীন্যাদায় ঘৃতেনাভ্যজ্য ঊর্ণাস্তরণাচ্ছাদ্য দহেৎ। স্রুগাদিপাত্রবিন্যাসস্ত সাম্যেবৈব, অস্থ্নামপ্য-

৬ ছয়টী, লিঙ্গস্থলে ৪ চারিটী, দুই উরুস্থলে ১০০ একশতটী, উভয় জানু এবং জঙ্ঘায় ৩০ ত্রিশ, এবং পায়ের অঙ্গুলিস্থানে ১০ দশটী, ইহাই প্রেতের প্রতিমূর্ত্তি। উক্ত শাখাগুলিকে মেষলোমে নির্ম্মিত সূত্রদ্বারা বেষ্টিত করিয়া যবের পিটুলির দ্বারা লেপন করিবে।” আদিপুরাণে বলা হইয়াছে—“অস্থির অভাবে তিনশত ষাইটটী পলাশপত্রের দ্বারা ও তাবৎ পরিমিত শরপত্রের দ্বারা যথাবিধানে মনুষ্যাকৃতি নির্ম্মাণ করিবে।” এই আদিপুরাণের বচনে যে “তদভাবে” আছে, তাহার অর্থ—অস্থির অভাবে, এবং এই বচনে পলাশ এবং শরপত্রের তুল্যরূপে কথন থাকায় আশ্বলায়নসূত্রে শরপত্রের উল্লেখ না থাকিলেও পুরুষাকৃতি নির্ম্মাণে যে, শরপত্র ব্যবহার করিতে হইবে, তাহাও বুঝাইতেছে। এস্থলে বক্তব্য এই যে, প্রাচীন পরম্পরা আচার অনুসারে, এবং শরপত্রের পলাশপত্রাপেক্ষা পুরুষাকৃতিনির্ম্মাণে

প্রভৃতিষু পলাশপত্রাণি দেয়ানি। ততো বেষ্টনমূর্ণাসূত্রেণ,লেপনং যবপিষ্টেনেতি। অত্রাশৌচাভ্যন্তরে দাহে শেষাহেন শুদ্ধিঃ; তদুত্তরং পর্ণনরদাহে তু ত্রিরাত্রম্।

"এবং পর্ণনরং দগ্ধ্বা ত্রিরাত্রমশুচির্ভবেৎ।" ইত্যাদি-পুরাণাৎ, অশৌচং দাহকর্ত্তুরেব, ন তু জ্ঞেষাং; ক্তাশ্রবণাৎ॥ ১২

লাভে পর্ণনরদাহ ইতি বোধ্যম্। পিষ্টেন পিঠালীতি খ্যাতেন, তুলাভেন ন তু পলাশ-পত্রপ্রতিনিধিত্বেন শরপত্রস্ত উপাদানমিত্যত্র আশ্বলায়নসূত্রে অভিলাপে পলাশবৃন্তানামি-ত্যাদিসূত্রে যোগ্যত্বাদিতি শবস্ত প্রতিনিধিত্বেন শবসদৃশপুত্তলককরণং যোগ্যমিতি ভাবঃ। আচারান্নারিকেলাদি ফলং পর্ণনরশিরঃ ক্রিয়তে ইতি বোধ্যম্। শেষাহেন শুদ্ধিরিতি তথা,—অশৌচমধ্যে যত্নেন দাহয়েচ্ছুক্তয়াবৃতা॥ কৃষ্ণপক্ষে পঞ্চদশ্যামষ্টম্যাং বা সমাহিতঃ॥ একাদশ্যাং বিশেষেণ কৃষ্ণপক্ষে বিশেষতঃ॥ একাদশ্যাং বিশেষেণ ততঃ প্রভৃতি সূতকম্। ত্রিরাত্রং সর্ব্ববর্ণানামেষ ধর্ম্মো ব্যবস্থিতঃ। ইতি। আবৃত্ত পরিপাট্যা॥ দগ্ধ্বেতি অত্র ক্তাপ্রত্যয়েন সমানকর্ত্তৃত্ববোধনাৎ দাহকর্ত্তুরেবাশৌচং ন তদন্যস্য পুত্রাদেরিতি গুরবঃ। বস্তুতস্তু—অশৌচানন্তরং চেৎ স্যাদ্দাহঃ পর্ণনরস্ত

যোগ্যতা থাকায়, প্রথমে শরপত্র দ্বারা পুতুল তৈয়ার করিয়া শিরঃ প্রভৃতি স্থানে যথোক্ত পলাশপত্রের সন্নিবেশ করিবে। তাহার পর মেষলোমনির্ম্মিত সূত্রের দ্বারা বেষ্টন এবং যবের পিটুলীর দ্বারা লেপন করিবে। যদি অশৌচের মধ্যে পর্ণনর বা কুশপুত্রের দাহ করা হয়, তাহ'লে অশৌচের যতদিন বাকী থাকিবে, তাহাতেই শুদ্ধি হইবে। অশৌচ অতীত হইবার পর পর্ণনর দাহ করিলে ত্রিরাত্র অশৌচ হইবে। কেননা, আমরা "এইরূপে পর্ণনর দাহ করিয়া ত্রিরাত্র অশুচি হইবে," এইরূপ আদিপুরাণের একটী বচন দেখিতে পাই। এই যে, ত্রিরাত্র অশৌচের কথা বলা হইল, উহা কেবল দাহকারীরই হইবে, অপর সপিণ্ডাদির হইবে না, কারণ 'দগ্ধ্বা' এই পদটী ক্তা প্রত্যয়নিষ্পন্ন। এককর্ত্তৃক ধাতুদ্বয়ের মধ্যে পূর্ব্ব অনুষ্ঠিত ক্রিয়ার প্রকাশক ধাতুর উত্তরই "ক্তা" প্রত্যয় হইয়া থাকে। অতএব দেখ, এস্থলে 'দহ' এবং 'ভূ' এই দুইটী ধাতুর কর্ত্তা যদি একই ব্যক্তি হয়, তবেই দহ ধাতুর উত্তর ক্তার প্রাপ্তি সঙ্গত হয়, কাজেই যে দহন করিবে, সেই অশুচি হইবে, এইরূপ অর্থেরই প্রতীতি হওয়া উচিত॥ ১২॥

বজ্রপার্শ্বঃ,—

"পশ্চাচ্চেদ্বহুপলভ্যেরন্ তদস্থীনি কদাচন

তদলাভে পলাশস্য সম্ভবে হি পুনঃক্রিয়া॥"

হি যস্মাত্তদলাভে অস্থ্যসম্প্রাপ্তৌ পলাশস্য তৎকৃতপুত্তলকস্য দাহক্রিয়া, পুনরপি সম্ভবে লাভে, অস্থিদাহক্রিয়া বিহিতা, তস্মাৎ যদি পুনরস্থীনি প্রাপ্যন্তে, তদা পুনর্দ্দাহত্রিরাত্রাশৌচে কর্ত্তব্যে, পুনর্ন পিণ্ডদানাদিকং বক্ষ্যমাণযুক্তেঃ। বায়ুপুরাণে,—

"পর্ণনরং দহেন্নৈব বিনা দর্শং কথঞ্চন।

অস্থ্যমলাভে দর্শে তু ততঃ পর্ণনরং দহেদি"তি। কালিকাপুরাণে দর্শে ইত্যত্রাষ্টম্যামিতি ক্বচিৎ পাঠঃ। বায়ুপুরাণে,—

"নরং পর্ণং দহেন্নৈব প্রাক্ ত্রিপক্ষাৎ কথঞ্চন।

চ। ত্র্যহাচ্ছুধ্যন্তি চ তথা সন্নিকৃষ্টাঃ সগোত্রজাঃ। ইতিবচনাৎ সপিণ্ডমাত্রস্যৈব ত্র্যহাশৌচম্। সন্নিকৃষ্টাঃ সগোত্রজাঃ সপিণ্ডা ইত্যর্থঃ। ইতি বোধ্যম্॥ ১২॥

বজ্রপার্শ্ব বলিয়াছেন—"যেহেতু অস্থির অলাভ হওয়াতেই পলাশপত্রনির্ম্মিত পুত্তলকের দাহ করা হইয়াছে, অতএব ঐরূপ পলাশপুত্তলের দাহের পর যদি কখনও অস্থির পুনর্ব্বার লাভ ঘটে, তাহা হইলে ঐ অস্থিতেই আবার দাহ করিবে।" এই বচন হইতে স্পষ্টই জানা যাইতেছে যে, যদি পলাশপুত্তলের দাহের পর কোনওরূপে অস্থির প্রাপ্তি ঘটে, তাহা হইলে ঐ অস্থিরও আবার দাহ করিবে। ঐরূপ পুনর্ব্বার দাহের পর ত্রিরাত্রাশৌচ কর্ত্তব্য হইলেও পিণ্ডদানাদি আর করিতে হইবে না। কারণ, তাহার প্রতি বক্ষ্যমাণ যুক্তি প্রদর্শিত হইবে। বায়ুপুরাণে বলা হইয়াছে—"অমাবস্যা ব্যতীত কখনও কুশপুত্র দাহ করিবে না। অস্থির অলাভ হইলেই অমাবস্যার দিনে পর্ণনর দাহ করিবে।" কালিকা[পুরা]ণেও এই বচনটী লিখিত হইয়াছে, কিন্তু কোনও কোনও পুস্তকে 'দর্শে' এই কথাটীর স্থানে 'অষ্টম্যাং' এইরূপ পাঠও দৃষ্ট হয়। বায়ুপুরাণে আরও বলা হইয়াছে,—"মৃত্যুর ত্রিপক্ষের পূর্ব্বে কখনও পলাশনির্ম্মিত পুত্তলের দাহ করিবে না, অমাবস্যা

পিতৃহা মাতৃহা চ স্যাদদর্শে চ দহেদ্‌যদি।"

জাবালঃ,—"প্রাক্ ত্রিপক্ষাদ্দহেন্নৈব নরং পর্ণং কথঞ্চন।

ত্রিপক্ষে তু গতে দহ্যো দর্শে প্রাপ্তে হ্যনগ্নিকঃ॥"

যমঃ,—"ত্রিপক্ষাভ্যন্তরে রাজন্ নৈব পর্ণনরং দহেৎ।

তদূর্দ্ধমষ্টমীং প্রাপ্য দর্শং বাপি বিচক্ষণঃ॥" "দহেদি"তি শেষঃ। এতৎ কালনিয়মনম্ অশৌচোত্তরদাহ এব, অশৌচ-মধ্যে তু যস্মিন্ কস্মিংশ্চিদ্দিনে পর্ণনরদাহ ইতি। "অষ্টমী"ত্যত্র কৃষ্ণাষ্টমীতি ক্বচিৎ পাঠঃ। "অশৌচাভ্যন্তরে যদি দাহং ন কুর্য্যাৎ, তদা মরণদিনাবধি ত্রিপক্ষানন্তরং দাহঃ কার্য্যঃ" ইতি হরিদাসতর্কাচার্য্যাঃ, রাঘবভট্টাস্তথৈবাহ। 'অষ্টমী'ত্যত্র কৃষ্ণা-

পর্ণনরং দহেন্নৈবেত্যাদিকঃ পাঠঃ ক্বচিৎ পুস্তকে তিষ্ঠতি। অনগ্নিক ইতি বিশেষণাৎ সাগ্নেস্ত্রিপক্ষাপেক্ষা নাস্তীতি শুদ্ধিকৌমুদী॥ ১৩॥

ভিন্ন অন্য তিথিতে যদি কেহ পলাশপুত্তলের দাহ করে, তাহা হইলে সে পিতৃহত্যা ও মাতৃহত্যার পাতকী হয়।" জাবাল বলিয়াছেন পূর্ব্বে কোনও মতে পলাশপত্রের দাহ করিবে না, ত্রিপক্ষ গত হইলে নিরগ্নি ব্যক্তির অমাবস্যার দিন কুশপুত্র দাহ করিবে।" যম বলিয়াছেন—"হে রাজন্, বিচক্ষণ ব্যক্তি ত্রিপক্ষের মধ্যে কখনই পর্ণনরের দাহ করিবে না, ত্রিপক্ষ অতীত হইবার পর অষ্টমী বা অমাবস্যা প্রাপ্ত হইয়া উহার দাহ করিবে।' যমবচনের শেষার্দ্ধে ক্রিয়াপদের উল্লেখ না থাকিলেও "দহেৎ" এই ক্রিয়া পদটি উহ্য আছে বুঝিতে হইবে। উক্ত বচনসমূহে, যে, পর্ণনরদাহ বিষয়ে তিথির নিয়ম করা হইল, উহাদ্বারা অশৌচের পর যদি পলাশপুত্তল দাহ করা হয়, তবে সেই স্থলেই অষ্টমী বা অমাবস্যা ভিন্ন অন্য তিথিতে পর্ণনর দাহ করিবে না, এইরূপ নিয়ম বুঝিতে হইবে। কিন্তু অশৌচের মধ্যে যদি কেহ কাহারও পর্ণনর দাহ করে, তবে যে কোনও তিথিতেই উহা করিতে পারিবে। সে পক্ষে কোনও নিয়ম নাই। বচনে যে 'অষ্টমী' উল্লিখিত হইয়াছে, উহার স্থলে কোনও কোনও পুস্তকে "কৃষ্ণাষ্টমী" এইরূপ পাঠও দৃষ্ট হয়। হরিদাস তর্কাচার্য্য বলিয়াছেন—"যদি অশৌচের মধ্যে দা

ক্ষীণসন্দেহে পিতৃকর্ম্মণি কৃষ্ণপক্ষপ্রাশস্ত্যোক্তেঃ” ইতি হরিশর্ম্মতর্কাচার্য্যলিখনাৎ। এতচ্চাশৌচব্যতিরিক্তবিষয়ম্ ॥ ১৩ ॥

অথোদকাদিদানম্।

পারস্করঃ,—“সম্প্রযুক্তং মৈথুনঞ্চ যাচেরন্ উদকং করিষ্যাম ইতি, কুরুধ্বং, মা চৈবং পুনরিত্যশতবর্ষে প্রেতে, কুরুধ্বমেবেতরস্মিন্নিতি প্রার্থিতে, সর্ব্বে জ্ঞাতয়ো ভাবয়ন্তি আ সপ্তমাৎ

অথোদকাদিদানমিতি। মা চৈবেতি অশতবর্ষে শতবর্ষেঽপূর্ণে সতি ইতরস্মিন্ এতৎপ্রেতাদন্যস্মিন্ প্রেতে মা এবং কুরুধ্বমিত্যর্থঃ। তথাচ ইতঃপরং শতবর্ষপর্য্যন্তং কশ্চিদন্যঃ প্রেতো মা ভবতাত্যাশীর্ব্বাদরূপমুক্তমিত্যবগন্তব্যম্। ভাবয়ন্তি

না করে, তাহা হইলে মরণদিন হইতে ত্রিপক্ষের পর দাহ করিবে” রাঘব ভট্টও এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন। মূল বচনে কেবলমাত্র “অষ্টমী,” এই পদটির উল্লেখ আছে, তাহ’লেও উহাদ্বারা কৃষ্ণপক্ষীয় অষ্টমীরই বোধ করিতে হইবে; কারণ, কোন একটি পিতৃকার্য্যের অনুষ্ঠানের নিমিত্ত কোন একটি তিথি নাম মাত্রে উল্লিখিত হওয়ায়, যদি ঐ তিথিটি শুক্লপক্ষীয় কি কৃষ্ণপক্ষীয়? এইরূপ সন্দেহের উপস্থিতি হয়, তবে পিতৃকর্ম্মে কৃষ্ণপক্ষেরই প্রাশস্ত্য বিহিত হইয়াছে বলিয়া, ঐ তিথিটিকে কৃষ্ণপক্ষীয় তিথি বলিয়া ধরিতে হইবে” হরিশর্ম্মতর্কাচার্য্য এইরূপ মীমাংসা করিয়াছেন। এই যে কৃষ্ণপক্ষীয় অষ্টমীকে পর্ণনরদাহের তিথিরূপে স্থির করা হইল, ইহা অশৌচ অতীত হইবার পর দাহ স্থলেই জানিও। ১৩।

উদকাদি দান।

এক্ষণে উদকাদিদানের কথা বলা হইতেছে—এ সম্বন্ধে পারস্করের একটি সূত্র আছে, যথা—“সম্প্রযুক্ত মৈথুনকে জিজ্ঞাসা করিবে, এক্ষণে তবে আমরা উদক কার্য্য করি? সে বলিবে “হঁ, কর,” কিন্তু ইহার পর এক শত বৎসর পূর্ণ হইবার পূর্ব্বে অপর প্রেতের জন্য তোমাদের যেন পুনর্ব্বার এরূপ কার্য্য না করিতে হয়,” অর্থাৎ এখন হইতে একশত বৎসর সময়ের মধ্যে তোমাদের অপর কোন আত্মীয় জ্ঞাতির যেন মৃত্যু না হয়। ঐ ব্যক্তি এইরূপে আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিলে পর, সপ্তম পুরুষের মধ্যবর্ত্তী

পুরুষাৎ, দশমপুরুষাদ্বা, সমানগ্রামবাসে বা যাবৎ সম্বন্ধমনু-স্মরেয়ুঃ, একবস্ত্রাঃ, প্রাচীনাবীতিনঃ, সব্যস্যানামিকয়া অপ আলোড্য ওঁ অপ নঃ শোশুচদঘমিতি দক্ষিণাভিমুখা নিমজ্জন্তি, প্রেতায় উদকং সকৃৎ প্রসিঞ্চন্ত্যঞ্জলিনা "অসাবেতত্তে" ইতি।"

"মিথুনং" স্ত্রীপুংসৌ, তৎসম্বন্ধি মৈথুনং, শ্যালকাদিকং, "সম্প্রযুক্তং" সম্যক্ প্রয়োগকুশলম্ উত্তরদানাভিজ্ঞমিতি যাবৎ। "উদকং করিষ্যামঃ" ইতি যাচেরন্। অত্রোত্তরমাহ "কুরুধ্বং,

নিষ্পাদয়ন্তি। সর্ব্বে ইতি তথাচ স্নানং প্রেতায়োদকদানঞ্চ সর্ব্বৈঃ জীবৎপিতৃকৈ-রপিত্রৈশ্চ এবং শ্মশানগামিভিস্তদন্যৈশ্চ জ্ঞাতিভিঃ কর্ত্তব্যম্, গোত্রজভিন্নস্য শ্মশান-গমনেঽপি প্রেততর্পণং নাবশ্যকমিতি ব্যবস্থা। অত্র বিশেষমাহ যাজ্ঞবল্ক্যঃ,—সপ্তমাদ্দশমাদ্বাপি জ্ঞাতয়োঽভ্যুপয়ন্ত্যপঃ। অপ নঃ শোশুচদঘমনেন পিতৃদিঙ্মুখাঃ॥ এবং মাতামহাচার্য্যপ্রেতানাঞ্চোদকক্রিয়া। কামোদকং সখিপ্রত্তাস্বস্রীয়শ্বশুরর্ত্বিজাম্॥ ততশ্চ সপিণ্ডানাং সপিণ্ডাঃ, মাতামহাচার্য্যয়োস্তু দৌহিত্রশিষ্যৌ অবশ্যমুদকং কুর্য্যাতাম্।

দশম পুরুষের মধ্যবর্ত্তী, অথবা যাহাদের জ্ঞাতিত্ব সম্বন্ধ বহুদূরবর্ত্তী হইলেও, একগ্রামে বাস করার দরুন যাহারা মৃতব্যক্তির সহিত আপনাদের জ্ঞাতিত্ব সম্বন্ধ বিস্মৃত হয় নাই, ইত্যাদি ইত্যাদি যত প্রকারের জ্ঞাতি সেই স্থলে উপস্থিত থাকিবে, সেই সকল জ্ঞাতিই উদককার্য্য করিবে। উদককার্য্য করিবার সময় তাহারা একমাত্র বস্ত্র পরিধানকারী এবং প্রাচীনাবীতী (দক্ষিণ স্কন্ধে উপবীতধারী) হইয়া, বাম হস্তের অনামিকা দ্বারা জল আলোড়ন করত "এই জল আমাদিগের অশৌচের শুদ্ধি করুক" এই মন্ত্র পাঠ করিবে। পরে দক্ষিণমুখ হইয়া ডুব দিবে এবং "অসৌ এতৎ তে" এই মন্ত্র পাঠ করিয়া প্রেতের উদ্দেশে অঞ্জলি ভরিয়া একবার মাত্র জল দান করিবে।" উপরি উল্লিখিত পারস্কর সূত্রের স্মার্ত্ত এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন —"মিথুন শব্দের অর্থ স্ত্রীপুরুষ, ঐ মিথুন ঘটিত সম্বন্ধ বিশিষ্ট ব্যক্তির নাম "মৈথুন" অর্থাৎ শ্যালকাদি। ঐ শ্যালকাদির কেবল মিথুনঘটিত সম্বন্ধ বিশিষ্ট হইলে চলিবে না, সম্প্রযুক্ত (বাক্য প্রয়োগে কুশল) অর্থাৎ প্রশ্নানুযায়ী উত্তর দানে অভিজ্ঞও হওয়া চাই, নিছক আহ্লাদে গোপাল না হয়। তথাবিধ শ্যালকাদির নিকট অনুমতি প্রার্থনা করিবে, "তবে এক্ষণে আমরা

মা চৈবং পুনরিত্যশতবর্ষে প্রেতে, কুরুধ্বমেবেতরস্মিন্নি"তি। ততঃ সর্ব্বে স্নানাদিক্রিয়াং ভাবয়ন্তি, যাবৎ সম্বন্ধমনুস্মরেয়ুঃ। এককুলজাতা বয়মিতি যাবৎ সম্বন্ধস্মরণং ভবতি তাবদপীয়ং স্নানাদিক্রিয়া, যথা স্নানাদিক্রিয়াকর্ত্তব্যং, তদাহ "একবস্ত্রা" ইত্যাদিনা। অত্র একবস্ত্রবিধানাদন্যত্র স্নানে দ্বিবস্ত্রত্বং প্রতীয়তে। তথাচ সমুদ্রকরধৃতগোভিলীয়সন্ধ্যাস্নানসূত্রাদিভাষ্যে গৌতমঃ,—

"একবস্ত্রেণ যৎস্নানং সূচ্যা বিদ্ধেন চৈব হি।

স্নানঞ্চ ন ভবেৎ শুদ্ধং ক্রিয়া চ পরিহীয়তে॥" কাত্যায়নীয়স্নানসূত্রবিবরণেঽপি "নৈকবস্ত্রঃ স্নায়াদি"তি বচনম্। বৃহন্নারদীয়ে,—

অন্যেষাং শবস্পৃশাং কামাদিচ্ছাবশাৎ দানম্ উদকদানং কিন্তু নাবশ্যকম্, দত্তা প্রদত্তা কন্যা, স্বস্রীয়ো ভাগিনেয়ঃ। স্নানং তর্পণপর্য্যন্তং কুর্য্যাদেকেন বাসসেতি বচনাৎ। সামান্যতর্পণপর্য্যন্তং স্নানমেকবস্ত্রেণ কর্ত্তব্যমিতি প্রাচীনমতং দূষয়িতুমাহ অত্রৈকেতি। একবস্ত্রেণেতি প্রাচীনৈস্তু সূচ্যা বিদ্ধেন একবস্ত্রেণ যৎ স্নানমিত্যন্বয়ঃ ক্রিয়তে ইতি

কার্য্য করি?" ঐ ব্যক্তি এইরূপ উত্তর করিবে, "হাঁ কর, কিন্তু ইহার পর শত বৎসর পূর্ণ হইবার পূর্ব্বে অপর প্রেতের জন্য তোমাদের যেন পুনর্ব্বার এরূপ কার্য্য না করিতে হয়।" তাহার পর ঐ শ্মশানক্ষেত্রে উপস্থিতদিগের মধ্যে যাহাদের ঐ মৃত ব্যক্তির সহিত "আমরা এক বংশসম্ভূত" বলিয়া জ্ঞান থাকিবে, তাহারা সকলেই স্নানাদি ক্রিয়া করিবে। "একবস্ত্র" ইত্যাদি বাক্য দ্বারা স্নানাদি করিবার রীতি বলিয়াছেন। এই প্রেত স্নানে "একবস্ত্র" ধারণ করিবার কথা থাকায়, অন্যান্য বৈধ স্নানের সময় যে "দ্বিবস্ত্র" ধারণ করিয়া স্নান করিতে হইবে, ইহাই প্রতীত হইতেছে। অন্যান্য বৈধ স্নানের সময় যে বস্ত্রদ্বয় অর্থাৎ পরিধেয় এবং উত্তরীয় এই দুইখানি বস্ত্র ধারণ করিতে হইবে, তদ্বিষয় সমুদ্রকর স্বকৃত গোভিলীয় স্নানসন্ধ্যাদি সূত্রের ভাষ্যে গৌতমের একটি বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন; যথা—"একমাত্র বস্ত্র অথবা সূচীবিদ্ধ বস্ত্র পরিধানপূর্ব্বক যে স্নান করা হয়,

"দেবার্চ্চাচমনস্নানব্রতশ্রাদ্ধক্রিয়াসু চ।
ন ভবেন্মুক্তকেশশ্চ নৈকবস্ত্রধরস্তথা॥"

বিদ্যাকরবাজপেয়িনাপি "যজ্ঞোপবীতস্য বস্ত্রকার্য্যকারিত্বেঽপি অবস্ত্রত্বাৎ স্নানকালে স্থিতে তস্মিন্ বস্ত্রেঽপি গৃহীতে, "ন বাসোভিরি"তি নিষেধাবকাশঃ।

"নগ্নঃ কৌপীনবাসাশ্চ ত্রিবাসাঃ স্নাতি যো নরঃ।
বৃথা স্নানং ভবেৎ তস্য নিরাশাঃ পিতরো গতাঃ॥" ইতি যাজ্ঞবল্ক্যবাক্যঞ্চ দৃশ্যতে, ইত্যুক্তম্। অতএব সাংখ্যা-

---

বোধ্যম্। কাত্যায়নীয়েতি,—যজ্ঞোপবীতে দ্বে ধার্য্যে আয়ুষ্কামৈর্বহুন্যপীতি বচনাৎ দ্বে যজ্ঞোপবীতে ধার্য্যে অন্যদেকং বস্ত্রকার্য্যকারি চ যজ্ঞোপবীতং ধার্য্যম্; তথাচ যেন যজ্ঞোপবীতম্ এবং ধৃতং তস্য বস্ত্রদ্বয়ধারণে বহুবাসস্থং স্যাদিত্যাশঙ্কাং নিরাকরোতি যজ্ঞোপবীতস্যেতি। তস্মিন্ তৃতীয়ে যজ্ঞোপবীতে। অধিবাসা ইতি ইদমত্রাবধেয়ং—স্নানে শ্রাদ্ধে চ

সে স্নান শুদ্ধিজনক ত হয়-ই না, প্রত্যুত সেইরূপে স্নানকারী ব্যক্তি শ্রীহীন হয়" কাত্যায়নের স্নানসূত্রের বিবরণে (টীকায়) ও "একবস্ত্র পরিধান করিয়া স্নান করিবে না," এইরূপ একটি বচন উদ্ধৃত হইয়াছে। বৃহন্নারদীয়পুরাণে বলা হইয়াছে—"দেবার্চ্চনা, আচমন, ব্রত এবং শ্রাদ্ধক্রিয়ার অনুষ্ঠান সময়ে মুক্তকেশ (অবদ্ধশিখ, শিখাবন্ধনরহিত), এবং একমাত্র বস্ত্র পরিধানকারী হইবে না।" বিদ্যাকরবাজপেয়ীও প্রকারান্তরে বৈধস্নানের সময় যে, পরিধেয় এবং উত্তরীয় এই দুখানি বস্ত্র ধারণ আবশ্যক, ইহা প্রতিপাদন করিয়াছেন, তাঁহার কথা এই—"যদিও যজ্ঞোপবীত অনেক স্থলে উত্তরীয় বস্ত্রের কার্য্য করে বটে, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে উহা বস্ত্র নয় বলিয়া যদি কেহ যজ্ঞোপবীত থাকিতেও অপর উত্তরীয় বস্ত্র গ্রহণপূর্ব্বক স্নান করে, তাহা হইলে তাহার ঐ স্নান, "বহু বস্ত্র ধারণপূর্ব্বক স্নান করিবে না," এই নিষেধের আমলে আসিবে না। আরও দেখ, নগ্ন (উলঙ্গ), কৌপীনমাত্র পরিধানকারী এবং তিন বস্ত্র গ্রহণ করিয়া যে ব্যক্তি স্নান করে, তাহার ঐ স্নান বৃথা হইতেছে দেখিয়া পিতৃলোক ঐ স্নানের পর তর্পণে আর কোন ফল হইবে না এই ভাবিয়া নিরাশ হইয়া ফিরে যান।"

যদগৃহ্যম্,—"সবস্ত্রোঽহরহঃ স্নাত্বাঽনুদকোঽন্যবস্ত্রমাচ্ছাদয়েদিতি দ্বিতীয়বস্ত্রপ্রাপ্ত্যর্থম্। একবস্ত্রস্য নগ্নত্বপ্রতিষেধেন প্রাপ্তত্বা"দিতি ব্রহ্মদত্তভাষ্যমিতি কল্পতরুঃ। অত্রানুদকশ্রুত্যা "স্নাতঃ শিরো নাবধুনেন্নাঙ্গেভ্যস্তোয়মুদ্ধরেদি"তি বিষ্ণুবচনং "স্নানশাটীপাণিভ্যা"মিতি বিশেষণীয়ং। "স্নাতো নাঙ্গানি মার্জ্জয়েৎ।

বিশেষতো দ্বিবস্ত্রত্বাভিধানাৎ বস্ত্রকার্য্যকারিণি তৃতীয়যজ্ঞোপবীতকুশগ্রন্থ্যাদৌ সত্যপি অবশ্যং বস্ত্রদ্বয়ং ধারণীয়ং, কুশগ্রন্থ্যাদেস্তু এতদেব প্রয়োজনং যদেকবস্ত্রনিবন্ধনং নগ্নত্বং ন ভবতি। দৃশ্যতে ইত্যনেনাস্য সমূলকত্বং সন্দিগ্ধমিতি সূচিতম্। প্রাচীনৈস্ত অস্তামূলকত্বমেব মন্যতে। অনুদকঃ বস্ত্রেণ দূরীকৃতগাত্রজলঃ। 'স্নানশাটীতি তথাচাঙ্গেভ্যস্তোয়ং স্নানশাটীপাণিভ্যাং নোদ্ধরেৎ বস্ত্রান্তরেণ তু উদ্ধরেৎ, যতঃ সাংখ্যায়নগৃহে অনুদক

যাজ্ঞবল্ক্যের এই বাক্যে স্নানের সময় স্পষ্ট করিয়া তিন বস্ত্র ধারণের নিষেধ করায়, যজ্ঞোপবীত যে স্নানের সময় উত্তরীয় বস্ত্রের কার্য্য করে না, ইহাই সূচিত হইয়াছে।" এই হেতুই অর্থাৎ স্নানের সময় উত্তরীয় বস্ত্র ধারণ আবশ্যক এবং যজ্ঞোপবীত দ্বারা উত্তরীয় বস্ত্রের কার্য্য হয় না, বলিয়াই সাংখ্যায়ন গৃহ্য সূত্রে বলা হইয়াছে—"প্রত্যহ 'সবস্ত্র' হয়ে স্নান করিয়া গায়ের জল মুছিয়া অন্য বস্ত্র পরিধান করিবে।" এই সূত্রে যে "সবস্ত্র" কথাটির প্রয়োগ করা হইয়াছে, উহা দ্বারা স্নানকালে পরিধেয় বস্ত্র ছাড়া অপর একখানি উত্তরীয় বস্ত্র গ্রহণ করিতে হইবে, ইহাই সূচিত করা হইয়াছে। কারণ "নগ্ন হইয়া স্নান করিবে না," এই নিষেধ দ্বারা পরিধেয় বস্ত্র পরিধানপূর্ব্বক যে স্নান করিতে হইবে, এইরূপ বিধিত আপনা হইতেই প্রাপ্ত হইয়াছিল, সুতরাং সাংখ্যায়নের 'সবস্ত্র' এই কথাটি দ্বারা পরিধেয় বস্ত্র ধারণ বিষয়ক নূতন বিধানের আর কোন আবশ্যকতাই ছিল না; সাংখ্যায়ন সূত্রের ব্রহ্মদত্তভাষ্য হইতে উপরি উক্ত ব্যাখ্যাটি কল্পতরু নামক গ্রন্থে উদ্ধৃত করা হইয়াছে। এইরূপ যজ্ঞোপবীত যদি স্নানকালে উত্তরীয় বস্ত্রের কার্য্য করিত, তাহলেও 'সবস্ত্র' এইরূপ বিধানেরও কোন আবশ্যকতা হইত না আমরা সাংখ্যায়নের উক্ত সূত্রে "অনুদক" এই কথাটি দ্বারা স্নান করিবার পর গা মুছিবার বিধান দেখিতে পাই, অন্যদিকে আবার বিষ্ণুর একটি বচনে "স্নান করিয়া চুল ঝাড়িবে না, এবং শরীরের অবয়ব হইতে জলও অপনয়ন করিবে না" এইরূপে গা মুছিবার নিষেধও দেখিতে

স্নানশাট্যা ন পাণিনে”তি বিষ্ণুপুরাণীয়ৈকবাক্যত্বাৎ। প্রেত-স্নানে প্রথমং পরিহিতবস্ত্রং প্রক্ষাল্য, তদেব পরিধায় স্নায়াৎ। যথাদিপুরাণম্,—

“আদৌ বস্ত্রঞ্চ প্রক্ষাল্য তেনৈবাচ্ছাদিতৈস্ততঃ।

কর্ত্তব্যং তৈঃ সচেলন্তু স্নানং সর্ব্বমলাপহম্।” ততঃ প্রাচীনাবীতিনো দক্ষিণমুখাঃ “ওঁ অপ নঃ শোশুচদঘ”মিত্যনেন

ইতি শ্রুতমিতি ভাবঃ। যদ্বস্ত্রং পরিধায় স্নানং ক্রিয়তে সা চ স্নানশাটী। পরিহিতেতি এতাদৃশমেব স্নানং সচেলস্নানমুচ্যতে, তথা যত্র সচেলস্নানং ক্রিয়তে তত্রৈবং কর্ত্তব্যমিতি

পাইতেছি; এক্ষণে কোন পথে চলিব? স্নান ক'রে গা মুছিব, না জলযুক্ত শরীরেই থাকিব? এইরূপ আশঙ্কা করিয়া স্মার্ত্ত বলিতেছেন, স্নানের পর যে, “অনুদক” হইতে হইবে (গা মুছিতে হইবে), এই বিধান সাংখ্যায়ন সূত্রে স্পষ্ট কথায় বলা হইয়াছে, অন্যদিকে বিষ্ণুর বচনে “চুল ঝাড়িবে না এবং শরীর হইতে জলও অপনয়ন করিবে না” এইরূপ সাধারণ ভাবে নিষেধ করা হইয়াছে মাত্র, উহা দ্বারা “একেবারে চুল ঝাড়িবে না, বা কোন প্রকারেই জল উঠাইবে না” এরূপ অত্যন্ত নিষেধের কিছু বোধ হইতেছে না। তবে বিষ্ণুর ঐ নিষেধকে যদি এইরূপ বিশেষ করিয়া নির্দেশ করা হয় যে, স্নানকালে পরিহিত বস্ত্র বা উভয় হস্তদ্বারা স্নানের পর চুল ঝাড়িবে না এবং শরীর হইতে জলও অপনয়ন করিবে না, তা'হলে আর কোন গোল থাকে না, কেননা তা'হলে উক্তবিধি ও নিষেধ উভয় মিলিয়া স্নানের পর অনুদক হইবে অর্থাৎ সর্ব্বাঙ্গের জল মুছিবে বটে, কিন্তু পরিহিত বস্ত্র বা উভয় হস্ত দ্বারা শরীরের জল মুছিবে না” এইরূপ অর্থের প্রকাশ করে। এ বিষ্ণুর নিষেধকে ঐরূপে বিশেষ করিয়া ব্যক্ত করিলেই “স্নান করিয়া পরিহিত বস্ত্র অথবা হাত দিয়া অঙ্গ মার্জ্জনা করিবে না, এই বিষ্ণুপুরাণীয় বচনের সহিত উহার একবাক্যতা হয়। প্রেতস্নানের সময় যে কাপড়খানি পরিয়া স্নান করিতে যাইবে, প্রথমে তাহা প্রক্ষালনপূর্ব্বক পুনর্ব্বার পরিধান করিয়া স্নান করিবে। এ সম্বন্ধে আদিপুরাণের নিম্নলিখিত বচনটিই প্রমাণ। যথা,—“প্রথমে পরিহিত বস্ত্র প্রক্ষালন করিয়া ঐ বস্ত্র পুনর্ব্বার পরিধানপূর্ব্বক সকল প্রকার মলের অপহারক সচেল স্নান করিবে।” প্রাচীনাবীতী এবং

মন্ত্রেণ বামহস্তানামিকয়া অপ আলোড্য স্নাতব্য"মিতি হারলতা-যাজ্ঞবল্ক্যদীপকলিকাহরিশর্ম্মস্থপতিসোপানপ্রভৃতয়ঃ। "অসা-বেতত্তে"ইতি"অসা"বিতি সম্বোধনান্ত-নামোপলক্ষণম্। "অসাবিতি নাম গৃহ্নীয়া"দিতি কাত্যায়নদর্শনাৎ। অত্রা"সা"বিত্যুপাদানাদদঃ-

বোধ্যম্। প্রয়োগ ইতি সপ্তম্যন্তং পদম্। 'ইদমিত্যাদৌ' ইদং কর্ম্ম করিষ্যামি ইত্যাদৌ। তথাচ তত্র ইদংপদস্থানে অমুককর্ম্ম করিষ্যামি ইতি ন বক্তব্যমিতি ভাবঃ। অনুবাদং প্রেতপদং, তথাচ গোত্রনামানুবাদানি আদৌ বক্তব্যানি তর্পয়ামি ইতি তু পশ্চা-দ্বক্তব্যমিত্যর্থঃ। প্রথমান্তেংপীতি বাক্যে ইতি শেষঃ। সম্বোধনেতি তথাচ সম্বোধনান্ত-বোধ্যস্য যোগ্যো মধ্যমপুরুষ এবেতি ভাবঃ। তে ইতি অসাবেতত্তে ইত্যেতৎস্থলীয়ং তে ইতি। তস্য যুষ্মচ্ছব্দস্য। অন্যথা সম্বুধ্যন্ততাপ্রয়োগে। অনন্বয়াপত্তেঃ তে ইত্যস্য অনন্বয়াপত্তেঃ। শুদ্ধিকৌমুদ্যান্তু অসাবেতত্তে ইতি সম্বোধনান্তনির্দ্দেশাৎ অমুকগোত্র

দক্ষিণমুখ হ'য়ে, "এই জল আমাদিগের অশৌচের শুদ্ধি করুক" এই মন্ত্র উচ্চারণ করত বামহস্তের অনামিকা দ্বারা আলোড়ন করত উক্ত স্নান করিবে। হারলতা, যাজ্ঞবল্ক্য, দীপকলিকা, হরিশর্ম্ম স্থপতিসোপান প্রভৃতিতে এইরূপই বলা হইয়াছে। তাহার পর পারস্করসূত্রে "অসাবেতত্তে" এই মন্ত্র বলিয়া তর্পণ করিবার কথা আছে, তাহার ব্যাখ্যা করিতেছেন—এই মন্ত্রস্থিত পদ-গুলির সন্ধি পৃথক্ করিলে—"অসৌ, এতৎ, এবং তে" এই তিনটি পদ হয়, ইহাদের "অসৌ" এই পদটি মৃতব্যক্তির সম্বোধনবিভক্ত্যন্ত নামের স্মারক মাত্র, অর্থাৎ "অসৌ" এই পদটিকে একেবারেই ব্যবহার করিতে হইবে না, উহার স্থলে যাহার উদ্দেশে তর্পণ করা যাইবে, সেই মৃতব্যক্তির নামটি সম্বোধনবিভক্ত্যন্ত করিয়া প্রয়োগ করিতে হইবে। কারণ, কাত্যায়নের একটি সূত্র আছে "অসৌ" এই পদটির স্থলে নামের গ্রহণ করিবে।" ইহার তাৎপর্য্য—তর্পণাদি বিধায়ক কোন মন্ত্রে যদি "অসৌ" এই পদটির প্রয়োগ থাকে, তাহা হইলে, উহার স্থলে যাহার উদ্দেশে তর্পণাদি করা হইবে, তাহার নামের উচ্চারণই কর্ত্তব্য। কাত্যায়নের এই সূত্রে "অসৌ" এই প্রথমাবিভক্ত্যন্ত "অদঃ" শব্দ প্রযুক্ত হওয়ায়, যে সকল বিধায়ক বাক্য বা মন্ত্রে "অদঃ" শব্দ নিষ্পন্ন পদের প্রয়োগ থাকিবে, সেই সকল স্থলেই যে, উহার পরিবর্ত্তে উদ্দেশ্যীভূত বস্তুর নামের ব্যবহার করিতে হইবে, ইহাই বুঝাইতেছে, কিন্তু যদি কোন বিধায়ক বাক্যে বা মন্ত্রে "অদঃ" শব্দ নিষ্পন্ন

পদপ্রয়োগ এব নামোহো, ন তু বিরূপাক্ষজপাদাবিদমিত্যাদৌ, অতএব ভবদেব ভট্টাদিভি "রসাবিত্যত্রোহ উক্তো, ন" ম্বিদমিত্যত্র। "তেনামুকগোত্র প্রেতামুকদেবশর্ম্মন্ এতত্তে তিলোদকং তৃপ্যস্ব" ইতি যজুর্ব্বেদিনাং প্রয়োগঃ। যদ্যপি "তৃপ্যস্বেতি" ন বাচনিকং, তথাপি "অমুকামুকগোত্রস্ত প্রেত তৃপ্যত্বিদং পঠে"দিতি ব্রহ্মপুরাণে, "গোত্রনামানুবাদাদি তর্পয়ামী"তি চোত্তরমিতি ছন্দোগপরিশিষ্টে চ, তৃপিপদপ্রয়োগাৎ সম্বো-

প্রেতামুক দেবশর্ম্মন্নেতত্তে তিলোদকমুপতিষ্ঠতামিতি যজুর্ব্বেদিনাং প্রয়োগঃ। প্রগৃহ্য চ রঘুশ্রেষ্ঠো জলপূরিতমঞ্জলিম্। দিশং যাম্যামভিমুখো রুদন্ বচনমব্রবীৎ। এতত্তে নৃপশার্দ্দূল বিমলং তোয়মক্ষয়ম্। পরলোকেষু পানীয়ং মদ্দত্তমুপতিষ্ঠতাম্॥ ইতি রামায়ণে। প্রেতান্তনামগোত্রাভ্যামুৎসৃজেদুপতিষ্ঠতামিতি ব্রহ্মপুরাণে চ। উপতিষ্ঠতা-

পদের প্রয়োগ না করিয়া, "ইদম্" আদি শব্দ নিষ্পন্ন পদের প্রয়োগ করা হইয়া থাকে, তবে সেই স্থলে যথাযথ "ইদম্" আদি শব্দেরই প্রয়োগ করিতে হইবে, উদ্দেশীভূত বস্তুর নামের আর ব্যবহার করিতে হইবে না। যেমন বিরূপাক্ষজপাদি বিধায়ক বাক্যে উদ্দেশীভূত কর্ম্মটি "ইদম্" শব্দ দ্বারা নির্দ্দিষ্ট হওয়ায়, সঙ্কল্পবাক্যে "ইদং করিষ্যাম" এইরূপ বলিলেই চলে, কর্ম্মের নাম আর বলিতে হয় না, এই হেতু ভবদেব ভট্ট প্রভৃতিও "অদঃ "শব্দ স্থলেই উদ্দেশ্যভূত বস্তুর নামের উহ করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন, "ইদম্" শব্দের স্থলে ঐরূপ ব্যবস্থা করেন নাই। এই হেতু অর্থাৎ "অসৌ" এর স্থলে মৃতব্যক্তির নাম গ্রহণ করিতে হইবে বলিয়া, যজুর্ব্বেদীয়দিগের তর্পণবাক্য "অমুকগোত্র প্রেত অমুক দেবশর্ম্মন্ এতত্তে তিলোদকং (এই তোমায় তিলোদক) তৃপ্যস্ব (তৃপ্তিলাভ কর)" এইরূপ হইবে। যদিও পারস্করের সূত্রে "অসৌ এতত্তে" (অমুকগোত্র প্রেত অমুক দেবশর্ম্মন্ এতত্তে (তিলোদকং) এইটুকু মাত্র বলা হইয়াছে, "তৃপ্যস্ব" (তৃপ্তিলাভ কর) এই ক্রিয়া পদের ব্যবহার করা হয় নাই, সুতরাং "তৃপ্যস্ব" এই ক্রিয়া পদটি বাচনিক নহে, অর্থাৎ পারস্করের উক্ত বচন হইতে প্রাপ্ত হওয়া যায় না, তথাপি "অমুকগোত্র প্রেত অমুক তৃপ্তিলাভ করুন, এই মন্ত্র উচ্চারণ করত," ব্রহ্মপুরাণের এই বচনে তৃপ ধাতুর প্রয়োগ দেখিয়া, এবং "গোত্র, নাম এবং অনুবাদ প্রথমে বলিয়া পরে তর্পয়ামি বলিবে" ছন্দোগপরিশিষ্টের এই বচনেও 'তর্পয়াদি

ধনানুবন্ধযোগ্যত্বাচ্চাত্রাপি তথা কল্প্যতে। যদ্যপ্য'সাবি'ত্যসম্বুদ্ধি-প্রথমান্তেঽপি সম্ভবতি, তথাপি "তে" ইতি যুষ্মৎপ্রয়োগাৎ সম্বুদ্ধ্যন্ততা প্রতীয়তে, তস্য সম্বোধ্যমানত্ববাচিত্বাৎ, অন্যথানন্বয়াপত্তেঃ ॥ ১৪ ॥

মিত্যত্র দর্শনাৎ এতত্তে তিলোদকং তৃপ্যস্বেতি কস্যচিৎ প্রয়োগোঽপ্রামাণিক এব। নারায়ণোপাধ্যায়েনাপি তৃপ্যস্বিত্যত্র প্রমাণমুক্তা এতত্তে তিলোদকমিতিমাত্রমুক্তমিতি। সর্ব্ব ইতি সর্ব্বগোত্রজাঃ পৃথক্ পৃথক্ সকৃদঞ্জল্যরিত্যর্থঃ। যত্তু দক্ষিণাভিমুখৈর্বিপ্রে দেয়ং তস্মাজ্জলাঞ্জলিত্রয়মিত্যাদিপুরাণবচনং তৎ ফলাতিশয়ার্থম্ ॥ ১৪ ॥

এই তৃপধাতুনিষ্পন্নক্রিয়াপদের প্রয়োগ দেখিয়া, এস্থলেও অর্থাৎ যজুর্ব্বেদীয়দিগের তর্পণবাক্যেও তৃপধাতুনিষ্পন্ন ক্রিয়াপদের কল্পনা করা হইয়াছে, তবে ঐ ক্রিয়া পদটিকে "তৃপ্যস্ব" (তৃপ্তিলাভ কর) এইরূপ মধ্যম পুরুষের একবচনান্ত করিয়া প্রয়োগ করিবার প্রতি হেতু এই যে, ব্রহ্মপুরাণীয় বাক্যে প্রথমান্ত প্রেত পদের পর "তৃপ্যতু" এই প্রথম পুরুষের একবচনান্ত ক্রিয়াপদ প্রযুক্ত হইয়াছে দেখিয়া, ছন্দোগপরিশিষ্টেও "তর্পয়ামি" এই তৃপ ধাতুনিষ্পন্ন পদের প্রয়োগ দেখিয়া, যজুর্ব্বেদীয়দিগের সম্বোধনান্ত পিতৃবাচক পদের সহিত মধ্যম পুরুষের একবচনান্ত ক্রিয়াপদের কল্পনা করাই যুক্ত হইয়াছে। যদি বল, ভাল, অদঃ শব্দের স্থলে উদ্দেশীভূত বস্তুর নাম উচ্চারণ করা যে শাস্ত্রসম্মত, একথা স্বীকার করিলাম, কিন্তু "অসৌ" এই পদটি যেমন "অদঃ" শব্দের সম্বুদ্ধি অর্থাৎ সম্বোধনের একবচনে সিদ্ধ হয়, সেইরূপ প্রথমা বিভক্তির একবচনেও ত সিদ্ধ হইয়া থাকে, অতএব পারস্করের উক্ত বাক্যস্থিত "অসৌ" এই পদটি প্রথমাবিভক্ত্যন্ত না হইয়া যে, সম্বোধনের একবচনান্তই হইয়াছে, এরূপ সিদ্ধান্ত করিলে কিরূপে? ইহার উত্তরে স্মার্ত্ত বলিতেছেন—যদ্যপি "অসৌ" এই পদটি সাধারণতঃ প্রথমাবিভক্তির একবচনে সিদ্ধ হয় বটে, তা'হলেও পারস্করের ঐ বাক্যে "তে" এই ষষ্ঠ্যন্ত যুষ্মৎ শব্দের প্রয়োগ থাকায়, ঐ "অসৌ" পদটি যে সম্বুদ্ধ্যন্ত অর্থাৎ সম্বোধনের একবচনান্ত, ইহাই প্রতীত হইতেছে, কারণ, যুষ্মৎ শব্দ সম্বোধ্যমান (যাহাকে সম্বোধন করা যায়) ব্যক্তির স্বরূপ বোধকই হইয়া থাকে, অন্যথা অর্থাৎ "অসৌ"কে সম্বোধনের এক বচনান্ত না করিয়া যদি লিঙ্গার্থে প্রথমাই করা হয়, তাহ'লে ঐ বাক্যস্থিত "যুষ্মৎ"শব্দনিষ্পন্ন "তে" এই পদের সহিত উহার অন্বয়ই হইতে পারে না। ১৪ ॥

ছন্দোগপরিশিষ্টম্,—

"অথানবেক্ষ্যমেত্যাপঃ সর্ব্ব এব শবস্পৃশঃ ।
স্নাত্বা সচেলমাচম্য দদ্যুরস্যোদকং জলে ।"
গোত্রনামানুবাদাদি তর্পয়ামীতি চোত্তরম্ ।
দক্ষিণাগ্রান্ কুশান্ কৃত্বা সতিলাংস্তু পৃথক্ পৃথক্ ।"

অনবেক্ষ্যং চিতাগ্ন্যবেক্ষণং যথা ন স্যাত্তথা আগত্য, পারস্করোক্তবিধিনা স্নাত্বা তর্পয়েয়ুঃ ।

বিশেষমাহ "গোত্রেতি" অনুবাদপদেন মরণাদনু পশ্চাৎ বাদো বদনং যস্য তত্তথেত্যন্বয়াৎ "প্রেতাস্তনামগোত্রাত্যামি"ত্তি

শবস্পৃশো গোত্রজাঃ। উত্তরম্ উত্তরভাগঃ। দক্ষিণাগ্রান্ কুশান্ মোটকরূপান্। অনবেক্ষ্যমিতি ন বিদ্যতেঽবেক্ষা চিতাগ্নিদর্শনং যত্র তৎ। এতচ্চ আগত্য-ক্রিয়া-বিশেষণম্। পারস্করেতি একবস্ত্রাঃ প্রাচীনাবীতিন ইত্যাদিপারস্করোক্তেত্যর্থঃ। মরণাদনুবিতি গোত্রনাম্নোর্জীবত্যপি প্রবৃত্তং প্রেতপদস্য তু মরণাদেব প্রবৃত্তিরিতি

ছন্দোগপরিশিষ্টে বলা হইয়াছে—"সমুদয় শবস্পর্শকারী অর্থাৎ শ্মশানে উপস্থিত এক গোত্রজাত ব্যক্তিমাত্রেই চিতাগ্নির দর্শন যাহাতে না হয়, এইভাবে জলের নিকট আসিয়া সচেল স্নান করিবে এবং তদনন্তর আচমন করিয়া প্রেতের উদ্দেশে ঐ জলে দাঁড়াইয়াই প্রত্যেকেই পৃথক্ পৃথক্ ভাবে, তিলের সহিত কুশগ্রন্থি দক্ষিণাগ্র করিয়া, প্রথমে নাম, গোত্র এবং অনুবাদের উল্লেখপূর্ব্বক পরে "তর্পয়ামি" এই পদটি উচ্চারণ করিয়া উদক দান করিবে।" স্মার্ত্ত একণে ছন্দোগপরিশিষ্টের এই বাক্যের ব্যাখ্যা করিতেছেন—ঐ বচনে যে, "অনবেক্ষ্যং" পদটি আছে, উহা "এত্য" ক্রিয়ার বিশেষণ, তাহলেই উহার অর্থ হইল—চিতাগ্নিদর্শন যাহাতে না হয়, এইরূপভাবে, জলের নিকট আসিয়া, পারস্কর কর্ত্তৃক কথিত নিয়ম অনুসারে, অর্থাৎ প্রাচীনাবীতী এবং দক্ষিণমুখ হইয়া স্নান করিয়া তর্পণ করিবে। তর্পণ কার্য্যে কিন্তু পারস্কর অপেক্ষা ছন্দোগপরিশিষ্টে বিশেষ নিয়ম কথিত হইতেছে, যথা—"প্রথমে গোত্র, নাম, এবং অনুবাদের উল্লেখ করিয়া, (এই যে "অনুবাদ" পদটি আছে, ইহার অর্থ—মরণের পর যাহার উল্লেখযোগ্যতা হয়, এইরূপ পদ, এইরূপ সমাসলব্ধ অর্থপ্রভাবে,) এবং "প্রেত এই পদটির অন্তে উপযুক্ত নাম এবং

শাতাতপীয়বচনাচ্চ প্রেতপদমভিধীয়তে ; তেন গোত্রাদিপূর্ব্বং প্রতীকং, তর্পয়ামি ইতি পরম্। এতেন সম্বন্ধার্পকপদনিবৃত্তি-রবসীয়তে, প্রেতত্বেন দেবতাত্বাৎ পিতৃপদস্থানে প্রেতপদম্। "প্রেতশ্রাদ্ধেঽপি সম্বন্ধবাচকপিত্রাদিপদমনভিধায় মন্ত্রনা

তাবঃ। প্রেতান্তেতি প্রেতস্থান্তঃ প্রেতান্তঃ, প্রেতান্তনাম চ গোত্রকেতি যদ্বঃ। পূর্ব্ব-প্রতীকমিতি বাক্যস্ত পূর্ব্বাবয়বঃ পূর্ব্বভাগ ইতি যাবৎ। পরং প্রতীকমিত্যন্বয়ঃ। প্রেতান্তনামেত্যত্র প্রেতোঽন্তে যস্তেতি বহুব্রীহির্মৈথিলৈরাশ্রিয়তে তথাচ অমুকগোত্রম্ পিতরং অমুকদেবশর্ম্ম-প্রেতম্ তর্পয়ামীতি মৈথিলমতে বাক্যং, স্মার্ত্তমতে তু অমুকগোত্রং প্রেতম্ অমুকদেবশর্ম্মাণং তর্পয়ামীতি বাক্যম্। তত্র মৈথিলমতখণ্ডনপূর্ব্বকং স্বমতং ব্যবস্থাপয়িতুমারভতে এতেনেতি। সম্বন্ধার্পকপদস্থানে প্রেতপদদানেনেত্যর্থঃ। সম্বন্ধার্পকেতি সম্বন্ধবাচকপিত্রাদিপদেত্যর্থঃ। দেবতাত্বাৎ ত্যাগোদ্দেশ্যত্বাৎ। প্রেত-

---

গোত্রের উল্লেখপূর্ব্বক" এই শাতাতপীয় বচনে 'প্রেত' শব্দের সুস্পষ্ট উল্লেখ থাকায়, ছন্দোগপরিশিষ্টে কথিত "অনুবাদ" শব্দের দ্বারা "প্রেত" এই কথাটিরই অভিধান করা হইয়াছে।) অতএব তর্পণবাক্যের প্রথম অংশে গোত্রাদির উল্লেখ এবং পরভাগে "তর্পয়ামি" এই ক্রিয়াপদের যে, উল্লেখ করিতে হইবে, ইহাই স্থির হইল। আরও একটি কথা, প্রেত-তর্পণের বাক্যের প্রথম অংশে "প্রেত" এই পদটির বিন্যাস করাই যদি শাস্ত্রসম্মত হইল, তাহ'লে ঐ বাক্যে, আর সাধারণ তর্পণবাক্যের ন্যায়, তর্পণ-কারীর তর্পণীয় ব্যক্তির সহিত সম্বন্ধবোধক "পিতৃ" আদি পদের বিন্যাস করার আবশ্যক যে হইবে না, ইহাও স্থির হইল ; কেন না, ঐ তর্পণমন্ত্রের প্রেতরূপেই পিতৃগণ দেবতা, অর্থাৎ জলত্যাগের উদ্দেশ্যীভূত (পাত্র) হইয়াছেন ইহার তাৎপর্য্য এই—মরণানন্তর সপিণ্ডীকরণ না হওয়া পর্য্যন্ত মৃতব্যক্তি প্রেত রূপেই অবস্থান করে, পিতৃত্ব প্রাপ্ত হয় না ; সুতরাং ঐ সময়ের মধ্যে তাহার উদ্দেশে যে, তর্পণাদি করা হয়, উহা 'প্রেত' পদের উল্লেখ করিয়াই করিতে হইবে, অর্থাৎ অন্য তর্পণাদি যে যে স্থলে "পিতৃ" পদের ব্যবহার করিবার বিধান আছে, প্রেততর্পণাদিতে সেই সেই স্থলে "প্রেত" পদটিরই ব্যবহার করিবার বিধি করা হইয়াছে। কেবল যে, প্রেততর্পণস্থলেই সম্বন্ধবাচক পিত্রাদি পদের উল্লেখ আবশ্যক তাহা নহে, মনু প্রেতশ্রাদ্ধ স্থলেও সম্বন্ধবাচক

"প্রেতাস্তনামগোত্রাভ্যাং দত্তাক্ষয্যোদকে"ষ্বি"তি, আশ্বলায়নগৃহ্য পরিশিষ্টেনাপি "পিতৃশব্দং ন যুঞ্জীত পিতৃহা চোপজায়তে" ইত্যুক্তম্। "এতৎ প্রেতশ্রাদ্ধমি"তি গোভিলদর্শনাৎ প্রেতপদবত্ত্বেন দেবতাত্বাৎ পিতৃপদস্থানে প্রেতপদবিধানাৎ।

উৎসর্গবাক্যে মন্ত্রে চ পিতৃপদনিবৃত্তিরিতি ন্যায়মূলকমিদং বচনং। অতো ন সাংবৎসরিকে তৎপ্রসঙ্গঃ। "অতএব

শ্রাদ্ধেৎনীতি প্রেতোদ্দেশ্যকং শ্রাদ্ধং প্রেতশ্রাদ্ধম্. এবং পিত্রুদ্দেশ্যকং শ্রাদ্ধং পিতৃশ্রাদ্ধম্। শ্রাদ্ধোদ্দেশ্যত্বমেব শ্রাদ্ধদেবতাত্বম্। উদ্দেশ্যত্বঞ্চ বিষয়তাবিশেষ ইতি প্রসঙ্গাদুক্তম্। প্রেতশ্রাদ্ধং প্রেতোদ্দেশ্যকং শ্রাদ্ধম্। প্রেতপদেতি সঙ্কেতবিশেষসম্বন্ধেন প্রেতপদবত্ত্বমেব প্রেতত্বং, তাদৃশসঙ্কেতশ্চ প্রেতপদং অকৃতসপিণ্ডীকরণো মৃতো বোদ্ধব্য ইত্যাকারকভগবদিচ্ছা। পিতৃপদেতি তথাচ যত্র প্রেতত্বেন দেবতাত্বং তত্র পিতৃত্বেন দেবতাত্বং নাস্তীতি ভাব ইতি। ন্যায়মূলকমিতি ইতিযুক্তিমূলমিদং বচনং 'পিতৃশব্দং ন যুঞ্জীত পিতৃহা চোপজায়তে' ইতি বচনম্, অত ইতোত্তরবচনস্য ন্যায়মূলকত্বাদিত্যর্থঃ। অন্যথা বাচনিকত্বাৎ

পিত্রাদি পদের অভিধান না করিয়া, "প্রেত" এই পদটির উল্লেখের পর নাম ও গোত্রবাচক পদের উল্লেখ করত অক্ষয্য এবং উদকদানাদি করিবে" এইরূপ বলিয়াছেন। আশ্বলায়ন গৃহ্যপরিশিষ্টেও "পিতৃ শব্দের প্রয়োগ করিবে না, পিতৃ শব্দের প্রয়োগ করিলে, পিতৃহা (পিতৃহত্যার পাপী) হইবে" এইরূপ কথা বলা হইয়াছে। এবং গোভিলও নিজ গৃহ্যসূত্রে "এই প্রেতশ্রাদ্ধ" অর্থাৎ প্রেতের উদ্দেশে কর্ত্তব্য শ্রাদ্ধ এইরূপ বিশেষ করিয়া প্রেতশ্রাদ্ধের কথা বলিয়াছেন। এই সকল দেখিয়া মৃতব্যক্তি, সপিণ্ডীকরণের পূর্ব্ববর্ত্তী তর্পণাদি সমুদয় ক্রিয়াতেই "প্রেত" এই আখ্যাবিশিষ্ট হইয়াই দেবতা, অর্থাৎ দ্রব্যত্যাগের পাত্র হয় বলিয়া, তাহার জন্য "পিতৃ" পদের ব্যবহারের পরিবর্ত্তে "প্রেত" পদের ব্যবহার করিবার বিধান করায়, শ্রাদ্ধকালে অর্ঘ্যাদি উৎসর্গবাক্যে এবং মন্ত্রেও পিত্রাদিসম্বন্ধবাচক পদের ব্যবহার আর কর্ত্তব্য নয়, কেবল মাত্র 'প্রেত' পদেরই প্রয়োগ করিলেই চলিবে। অতএব পূর্ব্বোক্ত আশ্বলায়ন গৃহ্যপরিশিষ্টের "পিতৃশব্দের প্রয়োগ করিবে না" ইত্যাদি বচনটি, কেবল যে, ঋষির আজ্ঞারূপ বচন তাহা নহে, উহা একটি যুক্তিমূলক বচন। যুক্তি এই যে, মৃতব্যক্তি

প্রেতপিণ্ডোহপ্যস্ত বিষয় ইতি শ্রাদ্ধবিবেকঃ। গোত্রনামাদ্যু-
ব্বারাদিভাত্র পাঠিকক্রমামাস্নঃ পরং ন প্রেতপদং, কিন্তু

সাংবৎসরিকম্ একোদ্দিষ্টবিধিনা কর্ত্তব্যমিত্যতিদেশলব্ধস্য "পিতৃশব্দ"মিতিবচনপ্রাপ্তস্য পিতৃশব্দপ্রয়োগাভাবস্য সাংবৎসরিকেহপি স্যাদিতি ভাবঃ। অতএব যত্র প্রেতত্বেন দেবতাত্বং তত্রৈব পিতৃশব্দমিতি বচনপ্রবৃত্তেরেব। অন্যথা সাংবৎসরিকং বিহায় প্রেত-পিণ্ডপর্য্যন্তানুধাবনমনুচিতং স্যাৎএবমাদিপদমুপাদদ্যাদিতি। নাগৃহীতেতি তথাচ বিশিষ্ট-বুদ্ধিং প্রতি বিশেষণজ্ঞানং হেতুরিতি ভাবঃ। অমুকদেবশর্ম্মা কিম্ভুতঃ প্রেত ইত্যর্থঃ। অতঃ প্রেতো বিশেষণং, তথাচামুকদেবশর্ম্মরূপবিশেষ্যোপস্থিতেঃ পূর্ব্বং প্রেতরূপবিশেষণোপ-স্থিতিরাবশ্যকীতি ভাবঃ। যদ্যপি বিশেষণস্য পশ্চাদুল্লেখেহপি শাব্দবোধাৎ পূর্ব্বং তদুপস্থিতিরাবশ্যকী শাব্দবোধং প্রতি পদজন্যপদার্থোপস্থিতেঃ কারণত্বাৎ, তথাপি পূর্ব্ব-বর্ত্তিবিশিষ্টবিশেষণবাচকপদজন্যপদার্থোপস্থিতিঃ কারণম্, ইত্যাশয়াদদোষঃ। অতএব

মরণের পর এক বৎসরের মধ্যে প্রেতদেহ বিশিষ্ট হইয়া অবস্থান করে, পিতৃরূপত্ব প্রাপ্ত হয় না, অতএব সেইকালের মধ্যে তাহাকে "পিত্রাদি" সম্বন্ধবাচক পদ দ্বারা উল্লেখ করা উচিত নয়। কেননা, তাহ'লে প্রেত এবং পিতৃর মধ্যে কোন ভেদ থাকে না। এইরূপ যুক্তি অর্থাৎ প্রেত ও পিতৃর মধ্যে সম্পূর্ণ ভেদ রাখা উচিতরূপ যুক্তি এই বচনের মূল হওয়াতেই মরণের একবৎসর পরে যে সাম্বৎসরিক (বছরকী) শ্রাদ্ধ করা হয়, তাহাতে প্রেত শব্দ প্রয়োগ করার প্রসঙ্গ থাকিতেছে না; বৎসরকাল পূর্ণ হইবার পর মৃতব্যক্তিতে আর প্রেতত্ব থাকে না, সুতরাং তৎকালীন শ্রাদ্ধাদি কার্য্যে তাহাকে 'প্রেত' বলিয়া উল্লেখ না করিয়া 'পিতৃ' বলিয়া উল্লেখ করাই যুক্তিযুক্ত। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, যদিও পরলোকগত ব্যক্তিমাত্রকে প্রেত বলা যাইতে পারে এবং আশ্বলায়ন সাধারণতঃ মৃতব্যক্তির শ্রাদ্ধের উপক্রমে ঐরূপ সাধারণ ভাবে বিধান করিয়াছেন, অতএব বচনটিকে যুক্তিমূলক না বলিয়া ঋষির আজ্ঞারূপ ধরিলে মৃতমাত্রেরই শ্রাদ্ধাদিতে কেবলমাত্র 'প্রেত' পদের উল্লেখই কর্ত্তব্য হইয়া পড়ে, কিন্তু বচনটি পূর্ব্বোক্ত যুক্তিমূলক বলিয়া প্রেতত্ব নিবৃত্তির পর আর উহার প্রসঙ্গ আসিতেছে না। অতএব অর্থাৎ ঐ বচনটী পূর্ব্বোক্তরূপ হওয়াতেই প্রেত-পিণ্ডও ঐ বচনের বিষয় হইয়াছে, অর্থাৎ সেস্থলে সম্বন্ধবাচক পিতৃ শব্দের প্রয়োগ না করিয়া, এই বচনানুসারে প্রেত শব্দের প্রয়োগই করিতে হইবে; এই কথা শ্রাদ্ধ বিবেককার বলিয়াছেন। কাজেই এই সকল যুক্তিবলে প্রেততর্পণে

"নাগৃহীতবিশেষণা বুদ্ধির্বিশেষ্যে চোপজায়তে" ইতি ন্যায়াদস্য পূর্ব্বং। তন্ন্যায়স্য কথং বলবত্ত্বমিতি চেৎ "শ্রুত্যর্থপঠন-স্থানমুখ্যপ্রাবর্ত্তিকাঃ ক্রমা" ইতি জৈমিনিসূত্রে পাঠক্রমাদর্থ-

ক্রমোঽপি বলবান্ ; অতএব রাজপুরুষোঽয়মিত্যাদৌ যোজনা ক্রিয়তে ; অতএব রাজপুরোহিতন্যায়েন তত্র মহাবাক্যার্থবোধঃ পশ্চাদ্ভবতি ইতি ধ্যেয়ম্। ইতি ন্যায়াদিতি তথাচ পাঠক্রমাদর্থক্রমো বলবানিতি ভাবঃ। শ্রুত্যর্থেতি শ্রুত্যাদীনাঞ্চ মিলনে পারদৌর্ব্বল্যম্ ; তথাচ জৈমিনিসূত্রম্,—শ্রুতিলিঙ্গ-বাক্যপ্রকরণস্থানসমাখ্যানাং সমবায়ে পারদৌর্ব্বল্যমর্থবিপ্রকর্ষাদিতি, শ্রুত্যাদিষ্বাময়মাবৈ-কস্মিন্ বিষয়ে প্রসক্তৌ উত্তরোত্তরস্যায়ন্ত দৌর্ব্বল্যং পূর্ব্বমপেক্ষ্য উত্তরস্য বিপ্রকর্ষা-র্থোপস্থাপকত্বাদিত্যর্থঃ। এষাং লক্ষণং ভট্টপাদৈরুক্তং যথা,—শ্রুতির্দ্বিতীয়া ক্ষমতা চ লিঙ্গং বাক্যং পদান্যেব তু সংহতানি। সা প্রক্রিয়া যা করণব্যপেক্ষা স্থানং ক্রমো যোগ-বলং সমাখ্যা ইতি। অলং বহুলশ্রুতেঃ। শাব্দক্রমঃ স যথা,—ত্রিবৃতা যূপং পরিবীয় আগ্নেয়ং পশুমুপাকরোতীত্যত্র ক্ত্বাশ্রুত্যা আনন্তর্য্যং বোধ্যতে, তথাচ ত্রিগুণিতকুশ-

---

যে পিতৃশব্দের উল্লেখ করিতে হইবে না, এইরূপ সিদ্ধান্ত করা হইল। এক্ষণে আবার সেই ছন্দোগপরিশিষ্টের তর্পণবিধায়ক বচনের কথা হইতেছে।—ঐ বচনে বলা হইয়াছে, তর্পণ-বাক্যের প্রথম অংশে "গোত্র, নাম এবং অনুবাদ, অর্থাৎ "প্রেত" এইরূপ আকার যুক্তই হয়, কিন্তু স্মার্ত্ত বলিতেছেন, এই বচনে যেরূপ পাঠক্রম আছে, তদনুসারে বাক্য রচনা করিতে হইলে, নামের পর 'প্রেত' পদের উল্লেখ করা বিধেয় হয় বটে, কিন্তু সেই পাঠক্রমের অনুরোধে এস্থলে নামের পর "প্রেত" শব্দের উল্লেখ করিতে হইবে না। কারণ, একটি ন্যায় আছে যে, অগ্রে বিশেষণের জ্ঞান না হইলে, বিশেষ্যের জ্ঞান উৎপন্ন হয় না।" অর্থাৎ যদি আমি কোন বস্তু বা ব্যক্তিকে বিশিষ্টস্বরূপে ব্যক্ত করিতে ইচ্ছা করি, তাহ'লে তাহার ঐ বৈশিষ্ট্যবোধক বিশেষণটির প্রথমে উল্লেখ করিয়া, পরে ঐ বস্তু বা ব্যক্তির উল্লেখ করাই উচিত হয়, প্রথমে বৈশিষ্ট্যের জ্ঞান না হইলে, বিশিষ্টের জ্ঞান হইতেই পারে না। এই ন্যায় অনুসারে নামের পূর্ব্বেই 'প্রেত' পদটির উল্লেখ করিতে হইবে। যদি বল, ঐ ন্যায়ের প্রাবল্য এত কিসে যে, উহার অনুরোধে ঋষিবচনস্থিত পাঠক্রমের অনাদর করিতে হইবে? ইহার উত্তর এই যে, "শ্রুত্যর্থ পঠন স্থান মুখ্য প্রাবর্ত্তিকাঃ ক্রমাঃ।" এই সূত্র দ্বারা যে, (১) শ্রুতি-ক্রম, (২) অর্থক্রম, (৩) পাঠক্রম, (৪) স্থান, (৫) মুখ্যক্রম এবং (৬) প্রাবর্ত্তিকক্রম এই যে পাঁচ প্রকার ক্রম কথিত হইয়াছে, উহাদের মধ্যে

ক্রমস্য বলবত্ত্বাৎ সম্বন্ধিবাচকস্থানাভিষিক্তত্বাচ্চ ইতি। তথা চোক্তং মিশ্রাচার্য্যপৃথ্বীধরধৃতবিষ্ণুসূত্রম্,—"অপঃ সর্ব্বে শব-

মেখলয়া যূপপরিবেষ্টনানন্তরমেব পশ্বালম্ভনং পশ্বালম্ভনানন্তরং পরিবেষ্টনম্। পারদৌর্ব্বল্যং যথা,—অক্ষিণী নাসিকে কর্ণাবিতি পাঠক্রমস্য বাধকং ঘ্রাণং পশ্চাদনন্তরমিতি শ্যামক্রমঃ। অর্থো যুক্তিঃ তেন ক্রমঃ, অর্থক্রমো যথা,—অগ্নিহোত্রং জুহোতি যবাগূং পচতীত্যত্র যবাগূপাকানন্তরম্ অগ্নিহোত্রহোমঃ, অত্রার্থক্রমঃ হোমোত্তরযবাগূপাকবিধায়কস্য পাঠক্রমস্য বাধকঃ, অন্যথা যবাগূপাকস্য নিরর্থকঃ স্যাৎ। তথাচ কথং জুহোতীত্যাশঙ্কায়াঃ যবাগূপাকঃ পশ্চাদুপদিষ্টঃ অতো ন দোষঃ। পাঠক্রমো যথা,—ইন্দ্রায় জুহোতি অগ্নয়ে জুহোতি ইত্যাদৌ যথা বা প্রীণি পিতৄণাম্ একং প্রেতস্য ইত্যত্র। অত্র পাঠক্রমবৈপরীত্যে কম্পবৈগুণ্যম্। স্থানক্রমো যথা,—গ্রহযাগে অধিদৈবতপ্রত্যধিদৈবতপূজায়াং যথা বা শরময়বর্হির্ভবতীত্যত্র কুশস্থানে শরবিধানাৎ কুশদানস্থানে শরদানম্। মুখ্যক্রমো যথা,—গ্রহযাগেঽধিদৈবতপ্রত্যধিদৈবতপূজনং কেন ক্রমেণ কর্ত্তব্যমিত্যাকাঙ্ক্ষায়াং মুখ্যপূজানন্তরমেব কর্ত্তব্যম্, উৎপত্তিবিধৌ

পূর্ব্ব পূর্ব্ব অপেক্ষা পর পর যে, দুর্ব্বল, তাহাও ঐ জৈমিনিসূত্রেই কথিত হইয়াছে। অর্থশব্দের অর্থ—যুক্তি. যুক্তি দ্বারা যেরূপ ক্রম স্থির করা হয়, তাহার নাম অর্থক্রম; যেমন "অগ্নিহোত্রং জুহোতি"। অগ্নিহোত্র যাগ করিবে), "যবাগূং পচতি" (যবাগূ পাক করিবে) এই দুইটি বিধি যথাক্রমে পঠিত হইলেও যুক্তিদ্বারা অগ্রে যবাগূ পাক, পরে অগ্নিহোত্রের অনুষ্ঠান কর্ত্তব্য বোধ হওয়াতে তাহাই করা হয়, অর্থাৎ পাঠক্রমের বাধ করা হইয়া থাকে, নতুবা অগ্রে অগ্নিহোত্রের অনুষ্ঠান করিয়া পরে যবাগূ পাক সম্পূর্ণ নিরর্থক হইয়া পড়ে, এ স্থলেও সেইরূপ "প্রথমে বিশেষণের জ্ঞান না হইলে বিশেষ্য জ্ঞান উৎপন্ন হয় না" এই যুক্তি "গোত্র, নাম এবং অনুবাদ" এই পাঠক্রমের বাধক হইয়াছে, কারণ "অনুবাদ" বিশেষণ, "নাম" বিশেষ্য, অতএব "নামে"র পূর্ব্বে অনুবাদের উল্লেখই যুক্তিমূলক হওয়ায় পাঠক্রমের বাধ হইল। কেবল যে, যুক্তিক্রম দ্বারা পাঠক্রমের বাধ হইল বলিয়া, নামের পূর্ব্বে 'প্রেত' পদের উল্লেখ কর্ত্তব্য তাহা নহে, নামের পূর্ব্বে প্রেত পদের উল্লেখ করিবার আরও কারণ আছে, তাহা এই যে, ঐ "প্রেত" পদটি সম্বন্ধবাচক "পিত্রাদি" পদের স্থানাভিষিক্ত হইয়াছে কাজেই সম্বন্ধবাচক "পিত্রাদি" পদের নামের পূর্ব্বে উল্লেখ করা যখন শাস্ত্রসম্মত, তখন নামের পূর্ব্বে "প্রেত" পদের উল্লেখ আপনা হইতেই শাস্ত্রসম্মত হইতেছে "প্রেত" পদটি যে, সম্বন্ধবাচক "পিত্রাদি" পদের স্থানাভিষিক্ত, তাহা মিশ্রাচার্য্য

স্পর্শিনো গত্বা পিতৃপদস্থানে প্রেতপদোহেন দ্বিতীয়ান্তং তর্পয়েয়ুঃ। পিতৃশব্দোচ্চারণে পিতৃহা ভবতীতি” ॥ ১৫

শাতাতপঃ,—“প্রেতান্তনামগোত্রাভ্যামুৎসৃজেদুপতিষ্ঠতা”-মিতি। “প্রেতান্তে”তি তৎপুরুষঃ, ন তু বহুব্রীহিঃ, তস্য সর্ব্ব-সমাসজঘন্যত্বাৎ, তেন প্রেতান্তনাম চ গোত্রঞ্চেতি সমাসঃ। এতদ্বচনাচ্চিত্ত পিণ্ডদানে “উপতিষ্ঠতা”মিতি পিতৃদয়িতায়াম-

---

মুখ্যস্য প্রথমোপস্থিতত্বাৎ; যথা বা মন্দভাবে গুড় ইত্যত্র যেন ক্রমেণ মধু দীয়তে তেন ক্রমেণ গুড়ো দেয়ঃ, যথা বা কুশকাশাদৌ কুশাভাব এব কাশগ্রহণম্। প্রাবৃত্তিকক্রমো যথা,—বাজপেয়ে সপ্তদশ প্রাজাপত্যান্ পশূনলভতে অত্যালভতে আল-ভতে ইতি শ্রূয়তে, তত্র সপ্তদশানামঞ্জনেচ্ছয়া ক্রমঃ, অভ্যঞ্জনাদিকন্ত অঞ্জনপ্রবৃত্তি-ক্রমেণ, এবং বলিচ্ছেদনমপি উৎসর্গক্রমেণ, যথা অর্ঘ্যাদৌ যাদৃশপরিপাট্যা পাত্রস্থাপনং তাদৃশপরিপাট্যা পবিত্রাদিদানং সংস্রবগ্রহণঞ্চ, এবাঞ্চ পারদৌর্ব্বল্যমিতি এবাং ক্রমাণাং মধ্যে পূর্ব্বপূর্ব্বাভাবে উত্তরোত্তরগ্রহণমিতি বোধ্যম্। সম্বন্ধবাচকস্থানাতিরিক্তং যচ্চমতি তথাচেতি। শবস্পর্শিনঃ সপিণ্ডাঃ ॥ ১৫ ॥

তস্যেতি বহুব্রীহেরিত্যর্থঃ। বহুব্রীহেঃ পূর্ব্বপদস্য তাৎপর্য্যগ্রাহকতয়া বৈয়র্থ্যেন বহু-ব্রীহের্জঘন্যত্বম্। তথাহি প্রেতোঽন্তে যস্য তৎপ্রেতান্তম্, অত্র চান্তপদস্য প্রেতপদপূর্ব্ব-

---

পৃথ্বীধর কর্তৃক উদ্ধৃত বক্ষ্যমাণ বিষ্ণুসূত্র দ্বারা স্পষ্টই প্রতীত হইতেছে, যথা—“শবস্পর্শকারী অর্থাৎ সপিণ্ড সকলে জলে গমন করিয়া “পিতৃ”পদ স্থানে “প্রেত” এই পদটির উহ, এবং গোত্র, প্রেত আর নামবাচক পদকে দ্বিতীয়াবিভক্ত্যন্ত করিয়া তর্পণ করিবে। যদি “প্রেত” পদের উহ না করিয়া “পিতৃ” পদের ব্যবহার করে, তবে পিতৃহত্যার পাতকী হইবে”। ১৫

শাতাতপ বলিয়াছেন—“প্রেতান্ত নাম ও গোত্র উচ্চারণপূর্ব্বক “উপতিষ্ঠতাং” এই বলিয়া উৎসর্গ করিবে।” বচনে ‘প্রেতান্ত’ এই যে, কথাটী আছে, ইহা তৎ-পুরুষ-সমাসনিষ্পন্ন, অর্থাৎ প্রেতের অন্তে, এইরূপ ষষ্ঠীতৎপুরুষ-সমাস নিষ্পন্ন; প্রেত অন্তে যার, এইরূপ বহুব্রীহি-সমাস-নিষ্পন্ন নহে। কারণ বহুব্রীহি সমাসটী সকল সমাস অপেক্ষা নিকৃষ্ট, অন্য সমাস করিয়া যেখানে অর্থ সিদ্ধ হইতে পারে, সেইস্থলে বহুব্রীহি-সমাস করা উচিত হয় না। প্রেতের অন্তস্থিত নাম, এইরূপে সমাস করিয়া “প্রেতান্ত নাম” এই কথাটী সিদ্ধ করা হইয়াছে, তাহার পর প্রেতান্ত নাম ও গোত্র এই দুইটীকে দ্বন্দ্বসমাসদ্বারা সংযোজিত করা হইয়াছে। এই

পূর্ব্বজম্। এতেন প্রেতকার্য্যে সম্বন্ধার্পকপদপ্রয়োগো মৈথিলোক্তো হেয়ঃ। এতেন "অমুকগোত্রং প্রেতমমুকদেবশর্ম্মাণং তর্পয়ামি" ইতি সামগানাং প্রয়োগঃ।

অত্র প্রেততর্পণে "সতিলৈ"রিতি বিশেষোপাদানাৎ সূর্য্যাদিবারেঽপি তিলেনৈব তর্পণং প্রতীয়তে। ব্যক্তমাহ মদনপারিজাতধৃতা স্মৃতিঃ,—

"অয়নে বিষুবে চৈব সংক্রান্ত্যাং গ্রহণেষু চ।
উপাকর্ম্মণি চোৎসর্গে যুগাদৌ মৃতবাসরে।

বর্ত্তিনী লক্ষণা প্রেতপদস্য তাৎপর্য্যগ্রাহকং, যথা চিত্রগুরিত্যাদৌ গবাদিপদস্য চিত্রাভিন্নগোস্বাম্যাদৌ লক্ষণা চিত্রাদিপদস্য তাৎপর্য্যগ্রাহকং ন চ গবাদিপদস্য গোস্বাম্যাদৌ লক্ষণাস্তু তদেকদেশে গবাদৌ চিত্রাদেরভেদসম্বন্ধেনান্বয়ঃ, অতো ন চিত্রাদিপদস্য বৈয়র্থ্যমিতি বাচ্যং পদার্থঃ পদার্থেনান্বেতি ন তু পদার্থৈকদেশেনেতি নিয়মস্য ভঙ্গাপত্তেঃ। তাদৃশনিয়মাস্বীকারে চ পশুরপশুরিত্যাদিপ্রয়োগোঽপি সাধুঃ স্যাৎ। তথাহি পশুপদস্য লোমবল্লাঙ্গুলবতি শক্তেঃ তদেকদেশে চ লোম্নি পশুভেদস্য সত্ত্বাদিতি দিক্। এতেন উক্তদোষেণ। সম্বন্ধার্পকপদেতি পিত্রাদিপদেত্যর্থঃ। সতিলাংস্ত্বিতি দক্ষিণাগ্রান্ কুশান্ কৃত্বা সতিলাংস্তু পৃথক্ সকৃদিতি বচনে ইত্যর্থঃ। উপাকর্ম্মণি প্রোষ্ঠ-

---

বচন অনুসারেই চিতাপিণ্ডদানের সময়ও "উপতিষ্ঠতাং", এই ক্রিয়াপদটী পিতৃদয়িতাতেও লিখিত হইয়াছে। উপরে যেরূপ সিদ্ধান্ত করা হইল, তাহাতে স্পষ্টই জানা যাইতেছে ও মৈথিলগণ যে, প্রেতকার্য্যে ও বাক্যে সম্বন্ধ বাচক "পিত্রাদি" পদের প্রয়োগ করা উচিত বলিয়াছিলেন, তাহা হেয় হইল। এবং উক্ত সিদ্ধান্তের দ্বারা ইহাও স্থির হইল যে, সামবেদিগণ "অমুকগোত্রং প্রেতং অমুকদেবশর্ম্মাণং (অমুক গোত্র প্রেত অমুক দেবশর্ম্মাকে) তর্পয়ামি (তৃপ্ত করিতেছি)" এইরূপ প্রয়োগই করিবেন। এস্থলে আরও একটী কথা বক্তব্য যে, উক্ত ছন্দোগপরিশিষ্টের বচনে প্রেততর্পণ স্থলে "সতিলৈঃ" (তিলের সহিত) এইরূপ বিশেষ করিয়া বলায়, সাধারণতঃ রবিবারাদিতে তিলতর্পণ নিষিদ্ধ হইলেও প্রেততর্পণ কিন্তু ঐ সকল নিষিদ্ধ বারেও তিলদ্বারা করিতে পারিবে। মদনপারিজাত নামক গ্রন্থে উদ্ধৃত স্মৃতির বচনেই একথা ব্যক্ত করিয়া বলা হইয়াছে।—

"অয়ন সংক্রান্তিতে, বিষুবসংক্রান্তিতে গ্রহণে, উপাকর্ম্ম-যোগ্য তিথিতে, উৎসর্গ

সূর্য্যশুক্রাদিবারেঽপি ন দোষস্তিলতর্পণে ॥”

তথা,—“তীর্থে তিথিবিশেষে চ কার্য্যং প্রেতে চ সর্ব্বদা।”
“তিথিবিশেষে” অমাবস্যাদশহরাদৌ। অত্র দক্ষিণাঙ্গুষ্ঠসহিত-মধ্যমাদিনা বামহস্তে তিলদানম্।

“বামহস্তে তিলান্ দত্ত্বা জলমধ্যে তু তর্পয়েৎ।
মুক্তহস্তস্তু কর্ত্তব্যং ন মুদ্রাং তত্র দর্শয়েৎ।” ইতি বিদ্যাকরধৃত “বামহস্ত” ইতি সপ্তম্যন্তশ্রবণাৎ,

“যদ্যুদ্ধৃতং প্রসিঞ্চেত্তু তিলান্ সম্মিশ্রয়েজ্জলে।
অতোঽন্যথা তু সব্যেন তিলা গ্রাহ্যা বিচক্ষণৈঃ ॥” ইত্যত্র

পদীকর্ত্তব্যকার্ত্তিকাধ্যয়নায়তে। উৎসর্গে কার্ত্তিক্যাং কর্ত্তব্যত্বসমাপ্তৌ। সব্যেন তু তিলা গ্রাহ্যা ইতি বামহস্তস্য করণত্ববোধকবচনাৎ দক্ষিণহস্তস্থজলে বামহস্তেন তিলান্ দত্ত্বা তর্পয়েদিতি প্রাচাং মতম্। বামহস্তস্থজলে দক্ষিণহস্তেন তিলান্ দত্ত্বা তর্পয়েৎ ইতি তু স্মার্ত্তমতং, তদেব ব্যবস্থাপিতং দত্ত্বেত্যাদিনা। মধ্যমাদিভিরিতি আদিনা অনামিকা-

নামক কর্ম্ম যোগ্য তিথিতে এবং যুগাদি তিথিতে ও মৃততিথিতে তিলতর্পণে নিষিদ্ধ রবি ও শুক্রবারাদির সংযোগ হইলেও তিলতর্পণ করিলে, দোষ হইবে না। এবং তীর্থ স্থলে, অমাবস্যা ও দশহরাদি তিথিবিশেষে এবং প্রেতকার্য্যে সর্ব্বদাই (নিষিদ্ধ বারাদি নিয়মের প্রতি দৃষ্টি না করিয়াই) তিলতর্পণ করিবে”। এই প্রেততর্পণের সময় দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠযুক্ত মধ্যমাদি (মধ্যমা, অনামিক এবং কনিষ্ঠা) দ্বারা বামহস্তস্থিত জলে তিল দান করিবে (১) “বামহস্তে তিলদান করিয়া জল মধ্যে তর্পণ করিবে; তিলগ্রহণের সময় হস্তের অঙ্গুলিগুলি প্রসারিত করিয়াই রাখিবে। তিল গ্রহণের মুদ্রা দেখাইবে না” এই বিদ্যাকরধৃত বচনে ‘বামহস্তে’ এই কথাটি সপ্তমীবিভক্ত্যন্ত করিয়া ব্যবহৃত হওয়ায়, বামহস্তস্থিত জলেই যে, তিল দিতে হইবে, এইরূপ অর্থই বুঝাইতেছে। “যদি উদ্ধৃত জলের দ্বারা তর্পণ করে, তাহা হইলে, ঐ জলে প্রথমে তিল সকল

(১) প্রাচীন মতে দক্ষিণ হস্তে জল রাখিয়া বাম হস্ত দ্বারা উহাতে তিল দান করিবে, কিন্তু স্মার্ত্ত বলেন, প্রেততর্পণে বামহস্তে জল রাখিয়া দক্ষিণ হস্ত দ্বারা উহাতে তিল অর্পণ করিবে। এই মতেরই সমর্থন করিতেছেন।

"তিলান্ সম্মিশ্রয়েজ্জলে" ইতি তিলাধিকরণমুপক্রম্যাভিধানাচ্চ "সব্যেন তিলা গ্রাহ্যা" ইত্যত্র বামহস্তে স্থাপ্যা ইত্যর্থঃ। "সব্যে-নে"তি "স্থাল্যা পচতী"তিবদধিকরণে তৃতীয়া "বিবক্ষাতো হি কারকাণি ভবন্তি"ত্যুক্তেঃ। "মুদ্রাং" সংযুক্তাঙ্গুষ্ঠতর্জ্জন্যাত্মক-মুদ্রাং, তিলগ্রহণায়েতি শেষঃ ॥ ৯৬ ॥

কনিষ্ঠয়োগ্রহণম্। তিলান্ সম্মিশ্রয়েদিতি যদ্বাক্ষুতং প্রসিদ্ধৈব তিলান্ সম্মিশ্রয়েৎ জলে। অতোঽন্যথা তু সব্যেন তিলা গ্রাহ্যা বিচক্ষণৈঃ॥ ইতি বচনম্। সব্যেনেতি সব্যেন তু তিলা গ্রাহ্যা ইতি বচনাৎ বামহস্তেন দক্ষিণহস্তে তিলদানং বামহস্তে তিলান্ দদ্যা ইত্যত্র তু করণস্যাধিকরণত্বং বিবক্ষাবশাৎ শীতে পাথসি পীতে তৃষা শাম্যতীতিবদিতি প্রাহুঃ। স্মার্ত্তমতে তু শীতে পাথসীত্যাদৌ ন করণে সপ্তমী কিন্তু সতি-সপ্তমী, তদর্থং চ প্রযোজ্যত্বম্, অতো দৃষ্টান্তাসঙ্গতিরিতি বোধ্যম্। যোগমুদ্রেতি মুদ্রায়া নিষেধাৎ কেবলাঙ্গুষ্ঠে কবলতর্জ্জন্যা চ তিলা দেয়াঃ॥ ৯৬॥

মিশ্রিত করিয়া লইবে, উদ্ধৃত জলের ভিন্নস্থলে কিন্তু বিচক্ষণ ব্যক্তিগণ সব্য অর্থাৎ বামহস্তে তিল গ্রহণ করিবে।" যদি বল, এই বচনে "সব্যেন" এই পদটি তৃতীয়াবিভক্ত্যন্ত থাকায়, উদ্ধৃতোদক ভিন্ন স্থলেও বামহস্ত দ্বারাই তিল দিবার কথা বুঝাইতেছে, তাহা বলিতে পার না, কারণ উদ্ধৃত জলের সময়, তিল সকল জলে মিশ্রিত করিবে।" এই বাক্যদ্বারা যখন তিলের অধিকরণের প্রসঙ্গই তোলা হইয়াছে, তখন ঐ বচনেরই পরঅংশস্থিত "বাম হস্ত" এই কথাটিতে তৃতীয়া বিভক্তি থাকিলেও বাম হস্তকে তিলের অধিকরণই বুঝিতে হইবে, তাহ'লেই "সব্যেন তিলা গ্রাহ্যাঃ" ইহার অর্থ—"সব্য (বাম) হস্ত দ্বারা তিল গ্রহণ করিবে", এইরূপ না হইয়া "সব্যে" (বাম হস্তে) তিল রাখিবে, এইরূপই হইবে। তবে যে, "সব্যেন" এই পদটী তৃতীয়া বিভক্তি আছে, উহা 'স্থাল্যা পচতি' স্থালীতে পাক করিতেছে, ইত্যাদি স্থলের ন্যায় বিবক্ষাবশে সপ্তমী-বিভক্তি স্থলে তৃতীয়া করা হইয়াছে। কারণ, ব্যাকরণে একটি নিয়ম আছে, 'প্রয়োগকর্ত্তার বিবক্ষা অনুসারে সকল স্থানেই সকল প্রকার কারক হইতে পারে।" উপরিউক্ত বচনে যে, তিল গ্রহণের মুদ্রা দেখাইবে না, বলা হইয়াছে তাহার তাৎপর্য্য এই—সাধারণ তর্পণের সময় যেমন সঙ্কুচিত তর্জ্জনী ও অঙ্গুষ্ঠের যোগ করিয়া তিল উঠাইতে হয়, এস্থলে সেইরূপ করিয়া তিল উঠাইবে না। ৯৬

অথ যথা ছন্দোগানাং দ্বিতীয়ান্তবাক্যং প্রেততর্পণপ্রকরণাৎ প্রেততর্পণপরং, তথা যজুর্ব্বেদিনামপি সম্বোধনান্তবাক্যমপি তৎপরমস্তু। মৈবং, ছন্দোগানাং গোভিলেন "শর্ম্মা তর্পণ-কর্ম্মণী"তি সামান্যতোঽভিধানাত্তথাস্তু, যজুর্ব্বেদিনান্তু—স্ব-শাখায়াং প্রাত্যহিকতর্পণে প্রকৃতাবনুক্তমপি সম্বোধনান্তং বাক্যং, তদ্বিকৃতীভূতপ্রেততর্পণীয়েন "সাবেতত্তে" ইত্যনেন নির্ণীয়তে, যথা জ্যোতিষ্টোমে দ্বাদশশতদক্ষিণাবিভাগোঽনুক্তোঽপি বিকৃতীভূতসত্রধর্ম্মে "শতেনার্দ্ধিনো দীক্ষয়ন্তী"ত্যাদিনা নির্ণীয়তে ইতি। তদ্বিজ্ঞাপনং মনুরপ্যাহ,—

দ্বিতীয়ান্তেতি প্রাত্যহিকতর্পণে তু প্রথমান্তবাক্যং বোধ্যম্। তৎপরং প্রেততর্পণ-পরম্। বিকৃতীভূতেতি তথাচ প্রকৃতৌ বিকৃতের্ধর্ম্ম ইত্যুক্তম্। অর্দ্ধিনঃ শতার্দ্ধিনঃ

একণে কেহ আশঙ্কা করিতেছে দেখ, যেমন সামবেদীয়গণের দ্বিতীয়ান্ত পদযুক্ত তর্পণবাক্য প্রেততর্পণ প্রকরণের অন্তর্গত হওয়ায়, কেবল প্রেততর্পণ স্থলেই ঐরূপ দ্বিতীয়ান্ত-পদঘটিত বাক্যের ব্যবহার হইয়া থাকে, সেইরূপ যজুর্ব্বেদীয়গণের সম্বোধন-পদঘটিত তর্পণবাক্যটীও প্রেততর্পণ প্রসঙ্গেই উক্ত হওয়ায়, কেবলমাত্র প্রেততর্পণ স্থলেই উহা প্রযুক্ত হউক, তদ্ভিন্ন অন্য তর্পণ স্থলেও উহার প্রয়োগ করা হয় কেন? ইহার উত্তরে স্মার্ত্ত বলিতেছেন, এরূপ আশঙ্কা করিতে পার না, কারণ সামবেদীয়গণের সাধারণ তর্পণের জন্য গৃহ্যসূত্র-কার গোভিল "তর্পণকর্ম্মে শর্ম্মা" (এইরূপ প্রথমান্ত পদটীর ব্যবহার করিবে), এইরূপ সামান্যতঃ বিধান করিয়াছেন, সুতরাং সামবেদীয়গণের প্রেততর্পণ ভিন্ন অপর সাধারণ তর্পণ কার্য্যে প্রথমান্ত-পদঘটিত বাক্যেরই প্রয়োগ হওয়া উচিত হয়। কিন্তু অন্য দিকে যজুর্ব্বেদীয়গণের নিজ গৃহ্যসূত্রে প্রাত্যহিক তর্পণরূপ প্রকৃত কার্য্যে কোন বিভক্ত্যন্ত পদঘটিত বাক্যের উল্লেখ না থাকিলেও, প্রকৃত কর্ম্মের বিকৃতভূত প্রেততর্পণরূপ কার্য্যে "অসৌ এতত্তে" ইত্যাদি সম্বোধন পদঘটিত বাক্যের প্রয়োগ দেখিয়াই সাধারণ তর্পণরূপ প্রকৃতকর্ম্মেও যে সম্বোধনান্ত পদঘটিত বাক্যের প্রয়োগ করিতে হইবে, ইহা স্থির করা হইয়াছে, অর্থাৎ বিকৃতির ধর্ম্ম প্রকৃতিতে আরোপ করা হইয়াছে। যদি বল, এরূপ বিকৃতির ধ

"সর্ব্বেষামর্দ্ধিনো মুখ্যাস্তদর্দ্ধেনার্দ্ধিনোহপরে ।
তৃতীয়িনস্তৃতীয়াংশাশ্চতুর্থাংশ্চৈকপাদিনঃ ॥"

মুখ্যা ঋত্বিজঃ। সত্রযাগে গোশতদক্ষিণা উক্তা ; তদ্বিভাগো যথা সত্রযাগে ষোড়শ ঋত্বিজঃ ; তেষাঞ্চ চতুর্ভিশ্চতুর্ভিরেকৈকো বর্গো ভবতি, তথাচ তত্র চত্বারো বর্গাঃ ; তত্র মুখ্যবর্গায় শতার্দ্ধং, তত্র চ কিঞ্চিন্ন্যূনেহপি অর্দ্ধশব্দপ্রয়োগাৎ শতার্দ্ধপদেন অষ্টচত্বারিংশদুচ্যতে। এবঞ্চ একৈকস্মৈ দ্বাদশ ইতি লভ্যতে। তদর্দ্ধেনেতি অষ্টচত্বারিংশদর্দ্ধেন ইত্যর্থঃ। তথা-চান্যবর্গায় অষ্টচত্বারিংশদর্দ্ধং চতুর্বিংশতির্দেয়া। তত্র একৈকস্মৈ ষট্ষট্ ইতি লভ্যতে। তৃতীয়াংশা ইতি অষ্টচত্বারিংশতস্তৃতীয়াংশঃ ষোড়শ অপরবর্গায় দেয়াঃ। এবঞ্চ একৈকস্মৈ চত্বারশ্চত্বার ইতি লভ্যতে। একপাদিন ইতি অষ্টচত্বারিংশত একঃ পাদঃ দ্বাদশচতুর্থ-

---

প্রকৃতিতে আরোপ করা অপেক্ষা, অপরশাখীয় গোভিলের বিধান অনুসারে কার্য্য করাইত ভাল, ইহার উত্তর এই যে, এইরূপ বিকৃতির ধর্ম্ম প্রকৃতিতে যে, নূতন আরোপ করা হইতেছে, তাহা নহে, দেখ, প্রকৃতীভূত জ্যোতিষ্টোম যাগে দ্বাদশ গোশতরূপ দক্ষিণার বিভাগ ক্রম উক্ত না হইলেও উহার বিকৃতীভূত সত্র-যাগে গোশতরূপ দক্ষিণার বিভাগক্রম দেখিয়া, অর্থাৎ "প্রধান ঋত্বিক্গণকে ঐ গোশতরূপ দক্ষিণার অর্দ্ধ ভাগী করিবে" ইত্যাদি দক্ষিণার ভাগহার-বিধায়ক বাক্য দেখিয়া, উহার প্রকৃতীভূত জ্যোতিষ্টোমেও যে ঐরূপ ক্রমে দক্ষিণা দিতে হইবে, ইহা নির্ণয় করা হইয়া থাকে অর্থাৎ বিকৃতির ধর্ম্ম প্রকৃতিতে আরোপ করা হইয়া থাকে। সত্রযাগে ঋত্বিক্গণকে যেরূপ ভাগহারে দক্ষিণা দিতে হইবে, তাহা মনুও বলিয়াছেন যথা—"সত্রযাগে গোশত অর্থাৎ ১০০টী গাভী দক্ষিণা দিবার কথা। ঐ সত্রযাগে ষোলজন ঋত্বিক্ নিযুক্ত হইয়া থাকে, ঐ ষোল জনের চারি চারিটীতে এক একটী বর্গ হয়, তাহার মধ্যে, মুখ্য অর্থাৎ প্রধান চারিজনকে শতার্দ্ধ দক্ষিণা প্রদান করিবে, শতার্দ্ধ চারিজনের মধ্যে সমানরূপে বিভাগ করা যায় না বলিয়া, শতার্দ্ধ শব্দের অর্থ—কিঞ্চিৎ ন্যূন শতার্দ্ধ অর্থাৎ ৪৮, এই ৪৮টী গাভী চারিজনকে সমান ভাগে বিভক্ত করিয়া দিলে এক এক জন ১২টী করিয়া গাভী পাইবে। তাহার পর দ্বিতীয় বর্গকে ঐ ৪৮এর অর্দ্ধ অর্থাৎ চতুর্বিংশতি গাভীকে সমানভাগে বিভক্ত করিয়া দিতে হইবে। এইরূপ তৃতীয়বর্গকে অষ্টচত্বারিংশতের তৃতীয়াংশ অর্থাৎ ষোলটী গাভীকে সমানভাগে বিভক্ত করিয়া দিবে, এবং চতুর্থবর্গকে অষ্ট-

শ্রৌতকাত্যায়নোঽপি,—"অথ দ্বাদশ দ্বাদশাদ্যেভ্যঃ ষট্ ষট্ দ্বিতীয়েভ্যশ্চতস্রশ্চতস্রস্তৃতীয়েভ্যস্তিস্রস্তিস্র ইতরেভ্য" ইতি ষোড়শানামৃত্বিজাং চতুরশ্চতুরঃ কৃত্বা চত্বারো বর্গা ইতি। অতো ন গোভিলোক্তাশ্রয়ণং, কিন্তু স্বশাখাশ্রয়ণম্, তদনাশ্রয়ণে

বর্গায় দেয়াঃ। তথাচ একৈকস্মৈ তিস্রস্তিস্র ইতি লভ্যতে। ইদমত্র বোধ্যং,—শতার্দ্ধপদম্ অষ্টচত্বারিংশৎপরং, দক্ষিণা তু সম্পূর্ণগোশতমেবেতি। এবং জ্যোতিষ্টোমে ষোড়শ ঋত্বিজঃ। তেষামপি চত্বারো বর্গাস্তেষাঞ্চ দ্বাদশগোশতদক্ষিণাবিভাগপ্রকারো যথা,—অষ্টচত্বারিংশদাদিভাগা দ্বাদশভিঃ পূরণীয়াঃ, তেন মুখ্যানাং ৫৭৬ ষট্ সপ্তত্যধিকপঞ্চশতানি, দ্বিতীয়বর্গস্য ২৮৮ অষ্টাশীত্যধিকশতদ্বয়ং, তৃতীয়বর্গস্য ১৯২ দ্বিনবত্যধিকশতং, চতুর্থবর্গস্য ১৪৪ চতুশ্চত্বারিংশদধিকশতম্। এবং ১২০০ দ্বাদশশতানি। চত্বারো বর্গাঃ চত্বারঃ সমূহাঃ। গোভিলোক্তাশ্রয়ণং শর্ম্মা তর্পণকর্ম্মণীতি গোভিলোক-

চত্বারিংশতের চতুর্থাংশ, অর্থাৎ দ্বাদশটী গাভীকে সমানভাগে বিভক্ত করিয়া দিবে।" সত্রযাগে ষোলজন ঋত্বিকের মধ্যে একশত গাভীরূপ দক্ষিণার যেরূপ ভাগহার উক্ত হইল, এইরূপ ক্রমেই জ্যোতিষ্টোমের ষোল জন ঋত্বিকের মধ্যেও দ্বাদশ শত গাভীরূপ দক্ষিণার ভাগহার করা হইয়া থাকে। তবেই সত্রযাগের প্রত্যেক বর্গের দক্ষিণাকে দ্বাদশ দিয়া গুণ করিলে, জ্যোতিষ্টোমের দক্ষিণা বাহির হইবে, যেহেতু জ্যোতিষ্টোমেও ঐ ষোলজন ঋত্বিক্ নিযুক্ত হইয়া থাকে। কাত্যায়নের শ্রৌতসূত্রেও এই দক্ষিণার বিভাগ আরও একটু স্পষ্ট করিয়া বলা হইয়াছে —"আদ্য অর্থাৎ প্রথমবর্গীয় পুরোহিতগণের প্রত্যেককে ১২টী করিয়া দ্বিতীয়বর্গীয় পুরোহিতগণের প্রত্যেককে ৬টী করিয়া, তৃতীয়বর্গীয়গণের প্রত্যেককে ৪টী করিয়া, এবং চতুর্থবর্গীয় প্রত্যেককে ৩টী করিয়া দক্ষিণা প্রদান করিবে"। ষোলটী ঋত্বিকের মধ্যে চারিটী চারিটী করিয়া এক একটী বর্গ হওয়ায় সর্ব্বশুদ্ধ চারিটী বর্গ হইয়া থাকে, অতএব (এই হেতুই, অর্থাৎ বিকৃতির ধর্ম্ম প্রকৃতিতে আরোপ করা পূর্ব্বাপর প্রচলিত আছে বলিয়াই) যজুর্ব্বেদীয়গণের গোভিলকথিত প্রথমান্ত-পদঘটিত বাক্যের প্রয়োগ করা অপেক্ষা কিন্তু নিজেদের পারস্কর গৃহ্যসূত্রে প্রেততর্পণস্থলে যেরূপ বাক্য প্রযুক্ত হইয়াছে, সাধারণ তর্পণ স্থলেও সেই বাক্যের আশ্রয় করাই শ্রেষ্ঠকল্প। কেন না, নিজ নিজ গৃহ্যসূত্রোক্ত নিয়ম পরিত্যাগ করিলে, "যে দুর্ম্মেধা ব্যক্তি স্বশাখীয় গৃহ্যসূত্রের আশ্রয় পরিত্যাগ

"স্বশাখাশ্রয়মুৎসৃজ্য পরশাখাশ্রয়ন্তু যঃ।
কর্ত্তুমিচ্ছতি দুর্ম্মেধা মোঘং তৎ তস্য চেষ্টিত"মিতি।

কাত্যায়নেন দোষাভিধানাৎ। ব্যক্তমাহ ব্রাহ্মণ-সর্ব্বস্বে জাতুকর্ণঃ;—

"প্রমীতপিতৃকস্তু "উশন্তস্তে"ত্যাবাহ্য, নামগোত্রে সমুচ্চার্য্য যাবতাং পিতৃকার্য্যাণা"মসাবেতত্তে উদক"মিতি পিতৄন্, পিতামহান্, প্রপিতামহান্ একৈকস্মৈ ত্রীংস্ত্রীন্ জলাঞ্জলীন্ দদ্যাৎ" ইতি।

ততশ্চ প্রাত্যহিকতর্পণে "অমুকগোত্র পিতরমুকদেবশর্ম্মন্" তৃপ্যস্বৈতত্তে তিলোদকং স্বধে"তি যজুর্ব্বেদিনাং প্রয়োগঃ।

অঞ্জলিত্রয়দানে স্বমুক্ত তস্যোপাদানিকস্বত্বাভাবেন ত্যাগা-

প্রথমান্তবাক্যাশ্রয়ণম্। যজুষাং প্রয়োগ ইতি তথাচ সামগবৎ যজুর্ব্বেদিনাং প্রাত্যহিকতর্পণে বাচস্পতিমিশ্রোক্তং প্রথমান্তবাক্যং দূষিতমিতি বোধ্যম্। বস্তুতস্ত যজুর্ব্বেদিনাং শাখাভেদাৎ প্রথমান্তং সম্বোধনান্তঞ্চ বাক্যমিতি গুরবঃ। বাক্যমেকবারমুচ্চার্য্য জলাঞ্জলিত্রয়ং দেয়ম্, ইতি মিশ্রমতম্। তদ্ধয়তি অঞ্জলীতি।

করিয়া পরশাখীয় শাস্ত্রের আশ্রয় করে, তাহার ঐ চেষ্টা বিফল হয়" এই বচন দ্বারা কাত্যায়ন দোষের ভাগী হইবার কথাই বলিয়াছেন। ব্রাহ্মণসর্ব্বস্বে জাতুকর্ণের যে বচনটি উদ্ধৃত করা হইয়াছে, তাহাতে যজুর্ব্বেদীয়গণ সাধারণ তর্পণ কার্য্যে যে, সম্বোধনান্ত পদঘটিত বাক্যের প্রয়োগ করিবে, ইহাই স্পষ্ট বুঝাইতেছে। যথা—"মৃতপিতৃকব্যক্তি "উশন্তস্তে" ইত্যাদি মন্ত্রের দ্বারা পিতৃগণকে আবাহন করিয়া প্রত্যেকের নাম ও গোত্রের উচ্চারণপূর্ব্বক সমুদয় পিতৃতর্পণেই "অসৌ এতৎ তে উদকম্" অর্থাৎ (অমুক গোত্র, অমুক দেবশর্ম্মন্ এই আপনার জল) এইরূপ বাক্য প্রয়োগ করত পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ ইঁহাদের প্রত্যেককে তিন তিন জলাঞ্জলি প্রদান করিবে।" সুতরাং প্রাত্যহিক তর্পণেও যজুর্ব্বেদীয়গণ "অমুকগোত্র পিতঃ অমুকদেবশর্ম্মন্ তৃপ্ত হউন, এই আপনার জল প্রদত্ত হইল" এইরূপ বাক্যের প্রয়োগ করিবে। বাচস্পতি মিশ্র বলিয়া-

যোগা"দেতত্তিলোদক"মিতি নির্দ্দেশাসম্ভবাচ্চ, উদ্ধৃতস্যৈব ত্যাগ-নির্দ্দেশয়োঃ সম্ভবাৎ একমন্ত্রকানেকহোমে মন্ত্রাবৃত্তিবৎ করণত্বাৎ প্রত্যঞ্জল্যেব বাক্যং, ন তু বাচস্পতিমিশ্রোক্তং সকৃদ্বাক্যং ;

অনুদ্ধৃতস্যেতি অর্থাত্তর্পণপাত্রেঽনুদ্ধৃতস্য দাস্যমানাঞ্জলিত্রয়স্য ইত্যর্থঃ। এতত্তে ইতি এতচ্ছব্দস্য পুরোবর্ত্তিবাচকত্বাৎ পুরোবর্ত্তিন এব এতৎপদেনোল্লেখ ইতি ভাবঃ। করণত্বাদিতি মন্ত্রকরণকো হোমঃ, বাক্যকরণকং দানং, করণস্য চাব্যবহিতপূর্ব্ববর্ত্তিত-

ছিলেন, পিত্রাদি তিন পুরুষে প্রত্যেককে যে তিন তিন অঞ্জলি জলদানের কথা বলা হইল, ঐ জল প্রথম একবার মাত্র বাক্য উচ্চারণ করিয়া প্রদান করিলেই চলিবে, প্রত্যেক অঞ্জলির জন্য এক একবার করিয়া বাক্য বলিতে হইবে না। বাচস্পতিমিশ্রের এই মত স্মার্ত্ত এইরূপে খণ্ডন করিতেছেন;—এই যে প্রত্যেকের উদ্দেশে তিন তিন অঞ্জলি জল দিবার কথা হইল, ঐ তিন অঞ্জলি কিছু একেবারে উদ্ধৃত করা হয় না, একএকবার এক এক অঞ্জলি করিয়াই উদ্ধৃত করা হয়, যাহা হাতে করিয়া তোলা হইয়াছে, তাহার উপরই উদ্ধারকর্ত্তার—তৎকালীন অধিকার জন্মে বটে, কিন্তু যে জল পরে উদ্ধৃত করা হইবে, এক্ষণে অনুদ্ধৃত, তাহার উপর উদ্ধারকর্ত্তার কোনরূপ অধিকারই জন্মে না, সুতরাং তাহা কখনই পূর্ব্বপঠিত বাক্যের দ্বারা পিতৃগণের উদ্দেশে দান করা হইতে পারে না, এবং সেই ভবিষ্যৎ উদ্ধরণীয় জলাঞ্জলিকে "এতৎ তিলোদকম্" (এই তিলোদক) এইরূপে সম্মুখবর্ত্তিভাবে নির্দ্দেশ করাও যাইতে পারে না ; যাহা তৎকালে হস্তে উদ্ধৃত করা হইয়াছে, এবং সেইরূপে উঠাইবার দরুণ যাহাতে উদ্ধারকর্ত্তার তৎকালীন অধিকার জন্মিয়াছে, তাহারই তথাবিধ বাক্য পাঠপূর্ব্বক তৎকালে ত্যাগ এবং 'এই তিলোদক' এইরূপে নির্দ্দেশ করা সম্ভব হয়, অতএব যে স্থলে অনেকবার আহুতিদানের একটি মাত্র মন্ত্র কথিত হইয়াছে, সেই স্থলে যেমন, প্রথম একবার মাত্র মন্ত্র পাঠ করিয়া, অপর আহুতিগুলি তুষ্ণীম্ভাবে প্রদত্ত হয় না, কিন্তু প্রত্যেকবার মন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক আহুতি প্রদান করা হইয়া থাকে। কারণ মন্ত্র উচ্চারণই আহুতিদান বা হোমের প্রতি করণ, অতএব করণের প্রত্যেক কার্য্যেরই অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী হওয়া আবশ্যক, তেমনি বাক্যও ত্যাগ বা দানের প্রতি করণ; সুতরাং যতবার ত্যাগ করিতে হইবে, প্রত্যেকবার পূর্ব্বে বাক্য প্রয়োগও আবশ্যক। অতএব বাচস্পতিমিশ্র

কচিদপত্যৈব স্বত্বসম্ভাবনয়া ভবিষ্যদ্দ্রব্যত্যাগো ন তু সতি সম্ভবেঽপি ॥ ৯৭ ॥

সপেক্ষিমিত্যাশয়ঃ। ন ত্বিতি সকৃদ্বাক্যমিত্যনেনান্বিতম্। যথাধিবাসদিনে যজমানো দ্রব্যং ত্যজতি, তত্র পরদিনে আহরণীয়পুষ্পাদেঃ পূর্ব্বদিনে কথং ত্যাগঃ। তত্র তদানীং স্বত্বাভাবাৎ, অথ তত্র স্বত্বসম্ভাবনয়া ত্যাগ ইতি চেৎ, অত্রাপি প্রথমাঞ্জলিদানকালে অপরাঞ্জলিদ্বয়স্য স্বত্বসম্ভাবনয়া ত্যাগঃ সম্ভবতীত্যত আহ কচিদিতি। ৭৯॥

বলিয়াছেন যে, প্রথম একবার মাত্র বাক্য প্রয়োগ করিলেই চলিবে, তাহা আর হইতে পারিল না। কেহ আশঙ্কা করিয়াছিল, তুমি যে বলিতেছ, প্রথম অঞ্জলি ত্যাগবাক্যের প্রয়োগের সময় বাকী দুই অঞ্জলি অনুদ্ধৃত হওয়ায়, তাহাদের উপর উদ্ধারকর্ত্তার তৎকালীন অধিকারাভাবে, তৎকালে প্রযুক্ত বাক্য দ্বারা তাহাদের ত্যাগ হইবে কি প্রকারে? কিন্তু আমরা দেখিতে পাই, স্থল-বিশেষে যে দ্রব্যের উপর ভবিষ্যৎ অধিকার হইবে, তাহাতে বর্ত্তমান অধি-কারের সম্ভাবনা করিয়া তাহাও বর্ত্তমান বাক্যে দান করা হইয়া থাকে, যেমন অধিবাসের সময় পরদিন যাহার আহরণ করা বিহিত হইয়াছে, এইরূপ পুষ্পাদির উপরও আপনার স্বত্ব সম্ভাবনা করিয়া পূর্ব্বদিন উহাদের দান করা হইয়া থাকে, তর্পণ স্থলেও সেইরূপ পরে উদ্ধরণীয় জলাঞ্জলিদ্বয়ের উপর স্বত্ব সম্ভাবনা করিয়া প্রথমে একবার মাত্র বাক্য প্রয়োগ দ্বারা উহাদের দান না করা যাইবে কেন? ইহার উত্তরে স্মার্ত্ত বলিতেছেন, কোন কোন স্থলে যে, ভবিষ্যতে আহরণীয় দ্রব্যের উপর বর্ত্তমানে স্বত্ব সম্ভাবনা করিয়া দান করার রীতি দেখা যায়, উহা অগত্যাবিধায় অর্থাৎ উপায়ান্তর না থাকাতেই ঐরূপ করা হয়। ঐ যে তুমি অধিবাসের কথা বলিতেছ, ঐ স্থলে ঐরূপ না করিলে, আর উপায়ান্তর নাই; কারণ, পূর্ব্বদিন পুষ্পাদিত্যাগের কথা বলা হইয়াছে, অথচ পর দিন ঐ পুষ্পাদির সংগ্রহের বিধান করা হইয়াছে, এরূপস্থলে ভবিষ্যতে সংগ্রহণীয় পুষ্পাদির উপর বর্ত্তমানে স্বত্ব কল্পনা করিয়া ত্যাগ ভিন্ন আর উপায় কি? কিন্তু তর্পণস্থলে যখন পরক্ষণেই অপর জলাঞ্জলিদ্বয় যথাক্রমে উদ্ধৃত হইবে, তখন তাহাদের উপর আবার ঐরূপ স্বত্ব কল্পনা করা শাস্ত্র ও যুক্তিসঙ্গত নহে। অধিবাসস্থলে পুষ্পাদির সম্ভব না থাকাতেই ঐরূপ করা হইয়া থাকে, তর্পণস্থলে যখন পরক্ষণেই জলাঞ্জলির সম্ভব রহিয়াছে, তখন ঐরূপ করিতে যাইব কেন? ৯৭

অথাত্র দেবপদপ্রয়োগে কিং মানম্ উচ্যতে,—

“ততশ্চ নাম কুর্ব্বীত পিতৈব দশমেঽহনি ।

দেবপূর্ব্বং নরাখ্যং হি শর্ম্মবর্ম্মাদিসংযুতম্” ইতি বিষ্ণু-পুরাণাৎ, “দশমেঽহনী”তি সঙ্করেণাশৌচহ্রাসে, তদানীং নামকরণে বোধ্যমিতি। প্রাগুক্তং নরমাচষ্টে ইতি ‘নরাখ্যং’

শর্ম্মেতি ব্রাহ্মণস্যোক্তং বর্ম্মেতি ক্ষত্রসংশ্রয়ম্। শর্ম্মবর্ম্মাদিকে কার্য্যে শর্ম্মা তর্পণকর্ম্মণি॥ শর্ম্মান্তং ব্রাহ্মণস্য স্যাৎ বর্ম্মান্তং ক্ষত্রিয়স্য চ। ইত্যাদিবচনাৎ অমুকশর্ম্মেত্যেব বক্তব্যং ন তু অমুকদেবশর্ম্মেতি ইতি প্রাচাং মতং দূষয়িতুমুপক্রমতে অথাত্রেতি। সঙ্করেণেতি যত্রাশৌচসঙ্করেণ স্বাবধিকদিনদ্বয়ত্রয়াদিন। শুদ্ধিঃ, তত্র স্বাবধিকদশমদিনে নামকরণ-

যদি বল, পূর্ব্বোক্ত “শর্ম্মা তর্পণ-কর্ম্মণি” ইত্যাদি গোভিল প্রভৃতির বাক্য দৃষ্টে তর্পণবাক্যে প্রথমান্তই হউক বা সম্বোধনান্তই হউক, কেবল শর্ম্মন্ শব্দই যে প্রযোক্তব্য, ইহাই ত বুঝাইতেছে, শর্ম্মার পূর্ব্বে ‘দেব’ এই শব্দটীর যোগ করা সম্বন্ধে কোনও প্রমাণই ত দৃষ্ট হয় না, তবে “অমুক দেবশর্ম্মন্” বা “অমুক দেবশর্ম্মা” ইত্যাদিরূপ প্রয়োগ করা হয় কেন? স্মার্ত্ত বলিতেছেন, ইহার উত্তর শুন,—দেখ, আমরা এইরূপ একটী বিষ্ণুপুরাণের বচন দেখিতে পাই—“তাহার পর পিতাই দশমদিনে পুত্রের নামকরণ করিবে, ঐ নামটী কোনও মনুষ্যের বাচক নাম হইবে, তদনন্তর উহাতে ‘দেব’ এই শব্দটী শর্ম্মন্ বা বর্ম্মন্ ইত্যাদি পদের সহিত সংযুক্ত করাইয়া বসাইবে।” এই বচনানুসারেই শর্ম্মাদির পূর্ব্বে দেব শব্দের যোগ করা হইয়াছে। মূল বচনে যে “দশম দিনে” নাম করণের কথা বলা হইয়াছে, ইহার তাৎপর্য্য এইরূপ বুঝিতে হইবে—যে স্থলে অশৌচসঙ্কর নিবন্ধন পরে উৎপন্ন পুত্র জন্য অশৌচের হ্রাস হইয়াছে, সেইস্থলেই দশম দিনে নাম করিবে। অর্থাৎ যে স্থলে পূর্ব্বাশৌচের সহিত মিলিত হইয়া পরজাত পুত্রের অশৌচ নিজের ঘটনার দিন হইতে দুই বা তিন দিনের মধ্যে শুদ্ধি লাভ করিয়াছে, সেই স্থলেই পরজাত পুত্রের জনন দিন হইতে দশম দিনের দিনই নামকরণ করিবে, এই নিয়মটি সাধারণ স্থানের জন্য নহে; মূল বচনে যে, ‘নরাখ্য’ এই পদটী আছে, উহা ‘নরমাচষ্টে’ মনুষ্যের

নরনাম, ‘‘স্ত্র্যাখ্য’’মিতিবন্মূলবিভুজাদিত্বাৎ কপ্রত্যয়েন সিদ্ধম্ ।
“দেবপূর্ব্বং দেবাৎপূর্ব্বং, তচ্চ বিশিষ্টং, শর্ম্মযুক্তং তচ্চান্তে ।

“শর্ম্মন্নর্ঘ্যাদিকে কার্য্যং শর্ম্মা তর্পণকর্ম্মণি ।

শর্ম্মণোঽক্ষয্যদানে তু পিতৃণাং দত্তমক্ষয়মি”তি গোভিল-দর্শনাৎ ।

“শর্ম্মান্তং ব্রাহ্মণস্য স্যাদ্বর্ম্মান্তং ক্ষত্রিয়স্য চ ।

ধনান্তং চৈব বৈশ্যস্য দাসান্তঞ্চান্ত্যজন্মনঃ ।” ইতি শাতা-

মিতি, তচ্চ বিশিষ্টমিতি পূর্ব্বক্তসম্বন্ধেন দেববিশিষ্টং নরনামেত্যর্থঃ। তচ্চ শর্ম্মযুক্তঞ্চ অন্তে অন্ত্যাবচ্ছেদেন ন তু পূর্ব্বাবচ্ছেদেন শর্ম্মযুক্তমিত্যর্থঃ। অন্তে শর্ম্মপদং দেয়মিত্যে-তৎপরতয়া শর্ম্মন্নর্ঘ্যাদিকে কার্য্যে ইত্যাদিবচনং স্বয়ং ব্যাচষ্টে। তদনুসারেণোপলক্ষতি শর্ম্মন্নিত্যাদি। শর্ম্মপদস্য পূর্ব্বস্থিতত্বে নকারাকারান্তত্বং ন স্যাদিতি ভাবঃ। বর্ম্মান্তমিতি অপুত্রায় দদাম্যেতৎ সলিলং ভীষ্মবর্ম্মণে ইতি তু প্রাচাং মতে স্বষ্ঠুতরং সঙ্গতীতি বোধ্যম্। ধনান্তমিতি ধনপর্য্যায়শব্দো ধন-বসুভূত্যাদিঃ তদন্তমিত্যর্থঃ। বিপ্র-

বোধকারক এই বাক্যে নরপূর্ব্বক খ্যা ধাতুর উত্তর ক প্রত্যয় করিয়া “স্ত্র্যাখ্য” ইত্যাদি শব্দের ন্যায় সিদ্ধ হইয়াছে। ঐ ‘ক’প্রত্যয় “মূলবিভুজাদি” সূত্রানুসারেই হইয়াছে। ঐ বচনস্থিত দেবপূর্ব্ব এই কথাটী ‘নরাখ্য’ এই পদেরই বিশেষণ, উহা “দেবাৎ পূর্ব্ব” এইরূপ পঞ্চমীসমাসনিষ্পন্ন, অর্থাৎ পরে দেব এই কথা দ্বারা যুক্ত মনুষ্যের নামটি হইবে, এইরূপই উহার অর্থ। এবং তথাবিধ নামটীকে সর্ব্বশেষে শর্ম্মন্ বা বর্ম্মন্ সংযুক্ত করা হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণ জাতীয়ের নামটীর সর্ব্ব শেষে যে “শর্ম্মন্ শব্দ যুক্ত হইবে, তাহার প্রতি “অর্ঘাদি দানে “শর্ম্মন্” এইরূপ সম্বোধনান্ত, তর্পণে “শর্ম্মা” এইরূপ প্রথমান্ত শব্দের প্রয়োগ করিবে, এবং অক্ষয্যদানে শর্ম্মণঃ এইরূপ ষষ্ঠ্যন্ত পদের প্রয়োগ করিবে।” গোভিলের এইরূপ লিখনভঙ্গী দেখিয়াই নিশ্চয় করা যাইতে পারে। এবং “ব্রাহ্মণের নামের অন্তে শর্ম্ম শব্দ থাকিবে, ক্ষত্রিয়ের নামের অন্তে বর্ম্ম শব্দ থাকিবে, বৈশ্যের নামের অন্তে ধন বাচক “বসু” ও “ভূতি” প্রভৃতি শব্দের ও শূদ্র নামের অন্তে ‘দাস’ শব্দের যোগ করিতে হইবে,” এই শাতাতপের বচনটীকে উক্তরূপ

তপীয়াচ্চ। "শৃণাতি হিনস্ত্যশুভ"মিতি মন্‌প্রত্যয়াৎ শর্ম্মেতি সিদ্ধম্। দেবপদং বিপ্রনামমাত্রসম্বন্ধম্।

"শর্ম্মা দেবশ্চ বিপ্রস্য বর্ম্মা ত্রাতা চ ভূভুজঃ।
ভূতির্গুপ্তশ্চ বৈশ্যস্য দাসঃ শূদ্রস্য কারয়েৎ।" ইতি কম্ম-

তরুকুল্লুকভট্টধৃতযমবচনাৎ। অত্রাপি চকারাৎ সমুচ্চয়ঃ। যত্তু

"শর্ম্মেতি ব্রাহ্মণস্যোক্তং বর্ম্মেতি ক্ষত্রিয়স্য তু।
গুপ্তদাসাত্মকং নাম প্রশস্তং বৈশ্যশূদ্রয়োঃ॥" ইত্যত্র

নাম্নেতি ন তু ক্ষত্রিয়াদিনামসম্বন্ধমিত্যর্থঃ। শর্ম্মা দেবশ্চেতি অমুকদেবশর্ম্মেত্যর্থঃ। বর্ম্মা ত্রাতেতি অমুকত্রাতৃবর্ম্মেত্যর্থঃ। ভূতির্দত্তশ্চেতি অমুকদত্তভূতিরিত্যর্থঃ। কারয়েদিতি দেবশর্ম্মেত্যাদিপ্রয়োগং কুর্য্যাদিত্যর্থঃ। শর্ম্মা দেবশ্চেতি বচনে ইচ্ছাবিকল্পঃ, ইতি বক্তব্যং, তন্ন, যতস্তি চকারাৎ সমুচ্চয় ইতি। গুপ্তেতি নবেত্তৎ কথং সংগচ্ছতে, ধনান্তকৈব

ব্যবহারের প্রমাণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে। এই "শর্ম্মন্" কথাটী 'শৃ'ধাতুর উত্তর 'মন্' প্রত্যয় করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে, ইহার অর্থ—যাহা অশুভ নাশ করে। উক্ত বিষ্ণুপুরাণের বচনে নামের পরেই যে, 'দেব' এই শব্দটির যোগ করিতে বলা হইয়াছে, উহা কেবল ব্রাহ্মণের নাম স্থলেই বুঝিতে হইবে, কেন না, তদ্বিষয়ে, "ব্রাহ্মণের নামে শর্ম্মা এবং দেব এই দুইটী কথা, ক্ষত্রিয়ের নামে বর্ম্মা এবং ত্রাতা এই দুইটী কথা, ও বৈশ্যের নামে ভূতি এবং গুপ্ত এই দুইটী কথা, এবং শূদ্রের নামে কেবল দাস এই কথাটীর যোগ করিতে হইবে।" কম্মতরু এবং কুল্লুকভট্টধৃত যমের এই বচনটীই প্রমাণ। কেহ কেহ বলিয়াছিল, চকার দ্বারা "শর্ম্মা দেবশ্চ' ইত্যাদি যমবচনে, ব্রাহ্মণাদির নামের সহিত ইচ্ছানুসারে কেহ বা কেবল "শর্ম্মা", কেহ বা কেবল "দেব," এই দুইটী শব্দের মধ্যে যে কোনও একটীর যে, প্রয়োগ করিতে পারিবে, তাহাই বলা হইয়াছে। স্মার্ত্ত বলিতেছেন, ঐ বচনস্থিত "চকার" ইচ্ছা-বিকল্পের বোধক নহে। কিন্তু সমুচ্চয়ার্থবাচক। অর্থাৎ "দেব" এবং "শর্ম্মা" এই উভয়েরই যে একযোগে প্রয়োগ করিতে হইবে, চকার দ্বারা তাহাই বুঝাইতেছে। তবে যে, আমরা বৈতনির্ণয় নামক গ্রন্থে "ব্রাহ্মণের "শর্ম্মন্", এই কথাযুক্ত, ক্ষত্রিয়ের "বর্ম্মন্" এই কথাযুক্ত, এবং বৈশ্যও শূদ্রের যথাক্রমে গুপ্ত ও দাস কথাযুক্ত নাম হইবে" এই বচনস্থিত "ইতি" শব্দের উপর যেরূপ জোর দেওয়া হইয়াছে,

'ইতি'পদস্বরসেন যদ্যপি শর্ম্মপদাত্মকমেব নামাবগম্যতে ইতি দ্বৈতনির্ণয়ে পূর্ব্বপক্ষবর্ণনং, তদ্বিষ্ণুপুরাণীয়ৈতদ্বচনপ্রাগবস্থিতস্ত "ততশ্চ নাম কুর্ব্বীত" ইত্যাদ্যুক্তবচনস্যানভিজ্ঞানাৎ, কিন্তু "শর্ম্মে"তি বচনং "শর্ম্মবর্ম্মাদিসংযুত"মিতস্য বিশেষকমিতি।

এতেনা"মুক শর্ম্ম প্রেত" ইত্যাদি মৈথিলানাং বাক্যরচনা

তাহাতে কেবলমাত্র "শর্ম্ম" শব্দই যে ব্রাহ্মণের নামের অন্তে যুক্ত করিতে হইবে, ইহাই ত স্পষ্ট প্রতীত হইতেছে, "শর্ম্মন্" শব্দের পূর্ব্বে আবার 'দেব' শব্দের যোগ করিবার কোন আবশ্যকতা নাই, তবে উহার পূর্ব্বে দেবশব্দের যোগ করিতে যাই কেন? এইরূপ পূর্ব্বপক্ষের অবতারণা দেখিতে পাই, তদ্বিষয়ে বক্তব্য এই যে, পূর্ব্বপক্ষকার বিষ্ণুপুরাণীয় উক্ত বচনের অব্যবহিত পূর্ব্বেই অবস্থিত "তাহার পর নামকরণ করিবে" ইত্যাদি বচনের বিষয় অভিজ্ঞ না থাকাতেই তিনি যে, ঐরূপ পূর্ব্বপক্ষের অবতারণা করিয়াছেন, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। যদি বল, বিষ্ণুপুরাণীয় পূর্ব্ববচনেই ত নামকরণ সম্বন্ধে সকল কথাই উক্ত হইয়াছে, তবে আবার দ্বিতীয় বচনটীর উপন্যাস করা হইল কেন? ইহার উত্তর এই যে, এই দ্বিতীয় বচনটী পূর্ব্বোক্ত "শর্ম্ম-বর্ম্মেতি-সংযুতম্।" এই অস্পষ্ট বাক্যটীকে পরিষ্কার করিয়া বোধ করাইবার জন্যই উপন্যস্ত করা হইয়াছে। উপরে যেরূপ সিদ্ধান্ত করা হইল, তাহাতে মৈথিলগণ যে, "অমুক শর্ম্মা প্রেত" ইত্যাদিরূপ বাক্য রচনা করেন, ঐরূপ বাক্য রচনা অগ্রাহ্য বলিয়াই সিদ্ধ হইল। কারণ, ঐরূপ বাক্য "পূর্ব্বপ্রদর্শিত" যুক্তি অনুসারে

দ্বৈতস্য ইতি প্রাগুক্তবচনাৎ, উচ্যতে—ধনস্য গোপনীয়ত্বাৎ গুপ্তেতি নাম ইতি। পূর্ব্বপক্ষেতি অমুকশর্ম্মেতি বক্তব্যং ন ত্বমুকদেবশর্ম্মেতি ইতি দ্বৈতনির্ণয়ে বাচস্পতিমিশ্রেণ যৎ সিদ্ধান্তিতং সোঽস্মাকং পূর্ব্বপক্ষঃ, তদ্বর্ণনমিত্যর্থঃ। এতদ্বচনেতি শর্ম্মেতি ব্রাহ্মণ-স্যোক্তমিতি বচনেনেত্যর্থঃ। বিশেষকমিতি শর্ম্মবর্ম্মাদিসংযুতমিতি সামান্যত উক্তং ন ত্বমুকস্য শর্ম্মা নাম অমুকস্য বর্ম্মা নাম ইতি বিশিষ্যোক্তম্। শর্ম্মেতি ব্রাহ্মণস্যোক্তমিতি বচনেন তু তদেব বিশিষ্য উক্তমিতি ভাবঃ। অমুকশর্ম্ম প্রেতেতি অমুকগোত্র পিতরমুকদেবশর্ম্মপ্রেত তৃপ্যস্বৈতত্তিলোদকং স্বধেতি মৈথিলানাং বাক্যম্। শর্ম্ম-প্রেতেত্যত্র সমাসাদকারলোপঃ। স্যাদ্বিরোধাদিতি প্রেতস্য বিশেষণত্বাদিতি ভাবঃ। দেবপদরহিতত্বাদিতি মৈথিলীয়ামুকশর্ম্মেতি বাক্যস্যেত্যর্থঃ। মৈথি-

হেয়া। "নাগৃহীতে" ত্যাদি ন্যায়বিরোধাৎ যমবিষ্ণুপুরাণোক্তদেব-পদরহিতত্বাৎ গোভিলোক্তশর্ম্মন্নিত্যাদিনির্দ্দেশরহিতত্বাচ্চ, গোত্র-নামানুবাদাদীত্যাদ্যনেকবচনে গোত্রশব্দদর্শনাৎ গোত্রপদমেবো-চ্চার্য্যং,ন তু পিতৃদয়িতাকল্পতরুশ্রাদ্ধবিবেকোক্তং গোত্রপর্য্যায়ক-মপি "সগোত্র"পদম্ । এবং শ্রাদ্ধেঽপি, তথাচ গোভিলঃ,—

নাম ধাক্করং চতুরক্ষরমিত্যাদি গৃহ্যদর্শনাৎ শর্ম্মেতি ব্রাহ্মণস্যোক্তং বর্ম্মেতি ক্ষত্রসংশ্রয়ম্। গুপ্তদাসাত্মকং নাম প্রশস্তং বৈশ্যশূদ্রয়োরিতি দর্শনাচ্চ ধাক্করাদিকং পূর্ব্বপ্রতীকং শর্ম্মাদিকন্তুত্তরপ্রতীকং, তেন মিলিত্বা হরিশর্ম্মা নারায়ণশর্ম্মেত্যাদি সিধ্যতি। দেবপূর্ব্বং নরাখ্যমিতি দেববাচকশব্দপূর্ব্বং যথা স্যাত্তথা শর্ম্মবর্ম্মাদি-সংযুক্তং নরাখ্যং কুর্য্যাদিত্যর্থঃ। তেন পূর্ব্বপ্রতীকং দেববাচকমুত্তরপ্রতীকং শর্ম্ম-বর্ম্মেত্যাদি। তথাচ পৈঠীনসিসূত্রং,—কুলদেবতাসম্বদ্ধং পিতা নাম কুর্য্যাদিত্যাহুঃ। স্ত্রীণাং নামাহ মনুঃ,—স্ত্রীণাং সুখোদ্যমক্রূরং বিস্পষ্টার্থং মনোরমম্। মঙ্গল্যং দীর্ঘ-বর্ণান্তমাশীর্ব্বাদাভিধানবৎ। তথা অযুগ্মাক্ষরং তথা স্ত্রীণাম্ ইত্যাদি। তেন যশোদা যম-দেত্যাদি। তথা দ্বিজন্মিয়স্তু দেবান্তা দাসান্তাঃ শূদ্রজন্মন ইতি। তেন যশোদাদেবী যশোদাদাসী ইত্যাদি প্রযোজ্যম্। নাম তু দেহিনো ন দেহস্য নাশাদ্দেহিনোঽন্তদেহ-প্রাপ্তেঃ। তথাচ বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরম,—তৎক্ষণাদেব গৃহ্ণাতি শরীরমাতিবাহিকমিতি। তৎ-ক্ষণাৎ মৃত্যুক্ষণাৎ। অতএব নারদঃ,—যন্নাম্না পাতয়েৎ পিণ্ডং তং নয়েদ্ব্রহ্মশাশ্বতমিতি। ন চ শর্ম্মবর্ম্মাদিবিশিষ্টনাম্নেতি কথমুক্তং "সপিণ্ডীকরণং যাবৎ প্রেতঃ প্রেত ইতি স্মৃতঃ। কৃতে সপিণ্ডীকরণে শর্ম্মবর্ম্মাদিভাগ্ ভবেৎ" ইতি মনুবচনবিরোধাদিতি বাচ্যং, বচনস্যাবধারণপরত্বেন বিরোধাভাবাৎ। তথাহি শর্ম্মবর্ম্মাদিমাত্রভাগ্ভবেৎ মাত্র-পদব্যবচ্ছেদ্যঞ্চ প্রেতপদং ন তু প্রেতপদত্যাগভবেদিত্যর্থঃ। অসতি বাধকে বাক্যমাত্রস্য অবধারণপরত্বনিয়মাৎ। যথা কতি ভবতঃ পুত্রা ইতি প্রশ্নে মম পঞ্চ

বিশেষণের গ্রহণ না করিয়া, বিশেষ্য বিষয়ে প্রবৃত্ত হয় না" এই ন্যায়ের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ হয়; যমের ও বিষ্ণুপুরাণীয় বচনের ব্রাহ্মণের নামে যে দেব শব্দের যোগের বিধান করা হইয়াছে, ঐ বাক্যে সেই দেবশব্দের অভাব দৃষ্ট হয়, এবং গোভিল যে বাক্যের শেষে "শর্ম্মন্" এই সম্বোধনান্ত পদের যোগ দিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, ঐ বাক্যে সেরূপ নির্দ্দেশও দৃষ্ট হয় না। পূর্ব্বোক্ত "গোত্রনামানুবাদাদি" ইত্যাদি অনেক বচনে গোত্র এইরূপ কথাটীরই ব্যবহার দৃষ্ট হওয়ায়, তর্পণাদি বাক্যে কেবল মাত্র "গোত্র" এই কথাটির প্রয়োগ করিতে হইবে। পিতৃদয়িতা, এবং শ্রাদ্ধবিবেকে যে "সগোত্র" এইরূপ পদের

"গোত্রং স্বরান্তং সর্ব্বত্র গোত্রস্যাক্ষয্যকর্ম্মণি।
গোত্রস্তু তর্পণে প্রোক্তঃ কর্ত্তা এবং ন মুহ্যতি ॥" ইতি
এবমেব শ্রীদত্তাদয়ঃ ॥ ১৮ ॥

আশ্বলায়নঃ,—"সব্যাবৃতো ব্রজন্ত্যনবেক্ষমাণা যত্রোদকম্ অবহং ভবতি, ততঃ প্রাপ্য সকৃদুন্মজ্য একং জলাঞ্জলিমুৎসৃজ্য তস্য নামগোত্রে গৃহীত্বা, উত্তীর্য্যান্যানি বাসাংসি পরিধায় সকৃদেবানাপীড্য উদগ্দশানি বিস্তৃজ্যাসতে" ইতি। "সব্যং বামমাবর্ত্তন্তে" ইতি "সব্যাবৃতঃ" অগ্নিমিতি শেষঃ। "অবহ"-

পুত্রা ইত্যন্বয়স্ত মম পঞ্চৈব পুত্রা ইত্যবধারণপরত্বম্। অতো যস্য ষট পুত্রাস্তস্য পুত্রপঞ্চকসত্ত্বেঽপি মম পঞ্চ পুত্রা ইতি নোক্তুং তেন দীয়তে। এবং ষট্ পদার্থা ইত্যাদৌ ষড়েব পদার্থা ইত্যাদ্যবধারণপরত্বং বোধ্যম্। অনেকবচনে ইতি সগোত্রপদদর্শনং কচিদ্বচনে ইতি বোধ্যম্। স্বরান্তং সম্বোধনান্তং, কর্ত্তা এবমেবম্ উচ্চারয়িতা ॥ ১৮ ॥

সব্যাবৃত্ত ইতি কিবন্তস্য জসি রূপম্। অবহং স্থিরম্। বিসৃজ্য আতপাদৌ দত্ত্বা ন তু

ব্যবহার করিতে বলা হইয়াছে, তাহা গোত্রের সমানার্থ প্রকাশক। উহার ব্যবহার শাস্ত্রসম্মত নহে। কেবল তর্পণ বলিয়া নহে, শ্রাদ্ধ স্থলেও এইরূপ কেবল 'গোত্র' এই শব্দটীরই ব্যবহার করিতে হইবে; গোত্রবাচক পদের নহে। এ সম্বন্ধে বক্ষ্যমাণ গোভিলের বাক্য প্রমাণ, যথা—"সকল কর্ম্মেই "গোত্র" এই সম্বোধনান্তপদের প্রয়োগ করিবে। অক্ষয্যদানে 'গোত্রস্য' এইরূপ ষষ্ঠ্যন্ত পদের প্রয়োগ করিবে, এবং তর্পণ স্থলে 'গোত্র' এই শব্দটী যে প্রথমান্ত করিয়া প্রয়োগ করিবে, এইরূপ প্রয়োগকারী কর্ত্তা মোহ প্রাপ্ত হন না।" শ্রীদত্ত প্রভৃতিও এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। ১৮ ॥

আশ্বলায়ন শবদাহের পর স্নানাদি সম্বন্ধে এইরূপ ব্যবস্থা করিয়াছেন—"শবদাহের পর বামাবর্ত্তে চিতাগ্নি পরিবেষ্টন করতঃ উহার দিকে আর না তাকাইয়া বরাবর নদীর অভিমুখে চলিয়া আসিবে, এবং যে স্থলে নদীর জল প্রবাহশূন্য, সেইরূপ স্থান প্রাপ্ত হইয়া একবার মাত্র ডুব দিয়া উঠিবে। এবং প্রেতের নাম ও গোত্র গ্রহণপূর্ব্বক একবার মাত্র জলাঞ্জলি প্রদান করিয়া জল হইতে উঠিবে। অনন্তর অপর বস্ত্র পরিধানপূর্ব্বক পূর্ব্বপরি-হিত বস্ত্রগুলিকে একবার মাত্র জলে ডুবাইয়া এবং ভালরূপে না নিঙড়াইয়া

মিতি নদ্যা যত্র দেশে স্রোতো নাস্তি তত্র স্নাতব্য-মিতি হারলতাদয়ঃ। তেনাশৌচিনোঽপি নদীরজোযোগেঽপি নদীমজ্জনং ন নিষিদ্ধং, "সকৃদি"তি উন্মজ্জনমাত্রাতি, অনাপীড্য আ সম্যক্‌প্রকারেণ পীড়নমকৃত্বা ঈষৎ পীড়য়িত্বেত্যর্থঃ। "উদগ্দশানি" তথা ত্যাজ্যানি বস্ত্রাণি, যথোদীচ্যাং দশাঃ পতন্তি। শঙ্খলিখিতৌ,—

"প্রেতস্য বান্ধবা, যথা বৃদ্ধপুরঃসরমুদকমবতীর্য্য নোদ্ধর্ষয়েয়ুরপঃ প্রসিঞ্চেয়ুরিতি।" জলে বৃদ্ধপুরঃসরমবতরণং জলাদুত্থানঞ্চ বালপুরঃসরং বৌধায়নেন তথোক্তত্বাৎ। "নোদ্ধর্ষয়েয়ুর্" তস্মিন্ স্নানে ন মলাপকর্ষণং কুর্য্যুরিত্যর্থঃ। "এবঞ্চ মরণে যথাবালং পুরস্কৃত্য যজ্ঞোপবীতান্যপসব্যানি কৃত্বা।

ত্যক্ত্বা। আসতে তিষ্ঠন্তি। অগ্নিমিতীতি তথাচ ক্রব্যাদাগ্নিং সব্যং কৃত্বা আবর্ত্তন্তে বামাবর্ত্তেন গচ্ছন্তীত্যর্থঃ। অনবেক্ষমাণাশ্চিতাগ্নিমিত্যর্থঃ। তথাচ নাবেক্ষিতব্যঃ ক্রব্যাদো-ঽগ্নিঃ। সব্যাঽবৃতো নদীতি। স্রোতো নাস্তি মহাস্রোতো নাস্তি। অনিষিদ্ধমিতি নিষিদ্ধ-

এইরূপ ভাবে শুকাইতে যাহাতে উঁহাদের দশা অর্থাৎ অঞ্চল ভাগ উত্তর দিকে গিয়া পড়ে। তারপর উপবেশন করিবে।" সূত্রস্থিত "সব্যাবৃত" পদটি সব্য আ বৃ ধাতু ক্বিপ্ প্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন। ইহার অর্থ,—অগ্নিকে বামাবর্ত্তে বেষ্টনকারী।" "অবহ" স্রোত শূন্য জল, কেননা এই সূত্রের হারলতা প্রভৃতিও "স্রোতশূন্য জলে স্নান করিবে," এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। অতএব শবদাহের পর যখন নদীতে মজ্জন করা বিহিত হইল, তখন শবদাহী স্বয়ং অশৌচী হইলেও এবং ঐ সময় মর্দ্দনকার্য্যে নিষিদ্ধ রজোযোগ হইলেও শবদাহীর নদীতে মর্দ্দনের ব্যাঘাত হইবেনা। "সকৃৎ" এই কথাটি "উন্মজ্জতি" ক্রিয়ার বিশেষণ, একবার মাত্র ডুব দিয়া উঠিবে, এইরূপই উহার অর্থ। এবং "অনাপীড্য" শব্দের অর্থ—অল্পমাত্র নিঙড়াইয়া। উদগ্দশানি শব্দের অর্থ—উত্তরদিকে আগে করিয়া। শঙ্খ এবং লিখিত বলিয়াছেন," প্রেতের বান্ধবগণ জ্যেষ্ঠানুক্রমে জলে অবতরণ করত গাত্র মার্জ্জনা না করিয়াই (গায়ের মলা না উঠাইয়াই) স্নান করিবে।" জলে অবতরণ করিবার সময় জ্যেষ্ঠানুক্রমে করিবে, কিন্তু জল হইতে উঠিবার সময় কনিষ্ঠানুক্রমেই উঠিবে, কারণ বৌধায়ন ঐরূপ কহিয়া-

তীর্থমবতীর্য্য সকৃন্নিমজ্য উত্থায় প্রেতার্থমুদকমুৎসৃজ্য অতএবো-ত্তীর্য্যাচামন্তী”তি বৌধায়নবচনে “যথাবালং” পুরস্কৃত্যেত্যস্যো-ত্তীর্য্যে”ত্যনেন সম্বন্ধঃ ন ত্ববতীর্য্যেত্যনেন, তত্র বৃদ্ধপুরঃসরোক্ত-ত্বাৎ। “ততশ্চ জলাদুত্থানং বালপুরঃসরমেব” ইতি হারলতা। অপসলানি অপসব্যানীত্যর্থঃ। অতএব তস্মাদেবোদকাৎ॥ ৯৯

“আতুরে বিশেষমাহ যমঃ,—

আতুরে স্নানমাপন্নে দশকৃত্বস্ত্বনাতুরঃ।

স্নাত্বা স্নাত্বা স্পৃশেদ্‌গাত্রং ততঃ শুধ্যেৎ স আতুরঃ॥”

কাশব্দাদিতি বোধ্যম্। ত্যাজ্যানি আত্মপাপ্মা দেয়ানি। যথা বৃদ্ধমিতি বৃদ্ধপুরঃসর-মিত্যর্থঃ। বৌধায়নেনেতি বৌধায়নবচনঞ্চ বক্ষ্যমাণম্। এবঞ্চ জলাবতরণস্য বৃদ্ধপুরঃ-সরত্বে চ। অতএবোত্তীর্য্য অস্মাদেব জলাদেবোত্তীর্য্য। তত্রেত্যবতরণে ইত্যর্থঃ। অতএবেত্যস্য ব্যাখ্যা তস্মাদেবোদকাদিতি॥ ৯৯॥

স্নানং স্নাননিমিত্তং মরণাদিকম্। স্নাত্বা স্নাত্বেতি অনাতুরঃ একবারং স্নাত্বা

ছেন। শঙ্খলিখিতের বচনে যে, “নোদ্বর্ষয়েরন্” পদটী আছে, তাহার অর্থ,—ঐ স্থানে মলাপকর্ষণ করিবেনা। বৌধায়নের বিধান যথা, এবঞ্চ জ্ঞাতি প্রভৃতির মৃত্যুতে যজ্ঞোপবীত অপসব্য করত, স্নানের ঘাটে অবতীর্ণ হইয়া একবার মাত্র ডুব দিয়া উঠিয়া প্রেতের উদ্দেশে জলত্যাগপূর্ব্বক “যথাবাল” অর্থাৎ যথাক্রমে বালক অর্থাৎ বয়ঃকনিষ্ঠকে অগ্রগামী করিয়া ঐ জল হইতে উঠিয়া আচমন করিবে।” এই বৌধায়নের বচনে “যথাবালং পুরস্কৃত্য” (কনিষ্ঠানুক্রমে) এই কথাটীর ‘উত্তীর্য্য’ (উঠিয়া) এই অসমাপিকা ক্রিয়ার সহিতই অন্বয়, অবতীর্য্য (নামিয়া) এই অসমাপিকা ক্রিয়ার সহিত উহার অন্বয় নহে, কারণ ঐ অবতরণ ক্রিয়া জ্যেষ্ঠানুক্রমেই করিতে হইবে, ইহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। হারলতাও বলিয়াছেন—“এই হেতু কনিষ্ঠানুক্রমেই জল হইতে উঠিতে হইবে।” মূলস্থিত “অপসল” শব্দের অর্থ,—অপসব্য এবং “তস্মাৎ” শব্দের অর্থ—সেই উদক হইতে। ৯৯॥

পীড়িতের বিশেষ বিধি।

আতুর অর্থাৎ পীড়িত ব্যক্তির পক্ষে যম এইরূপ বিশেষ বিধান করিয়া-ছেন।—“আতুর ব্যক্তির শুদ্ধির নিমিত্ত স্নানের আবশ্যকতা হইলে, কোনও

পৈঠীনসিঃ,—"মৃতং মনসা ধ্যায়ন্ দক্ষিণামুখস্ত্রীনঞ্জলীন্ নিনয়েৎ। শাবপ্রভৃত্যেকাদশাহে বিরমেদি"তি। "ত্রীনি"তি প্রেতোপকারার্থম্। "একাদশাহ" ইতি অশৌচাপগমপরম্। এতদ্বিরমণং পুত্রাতিরিক্তপরম্।

"স্নানঞ্চৈব মহাদানং স্বাধ্যায়ঞ্চান্যতর্পণম্।
প্রথমাব্দে ন কুর্ব্বীত মহাগুরুনিপাতনে॥" ইতি স্কন্দ-পুরাণীয়নিষেধে"হন্যে"তি বিশেষণাৎ। "পিতৃতর্পণ"মিতি পাঠে "পিতৃপদং" প্রাপ্তপিতৃলোকপরম্। তেন চ তথৈবার্থঃ।

আতুরস্য গাত্রম্ একবারং স্পৃশেৎ, এবং ক্রমেণ দশকৃত্বঃ স্নাত্বা দশকৃত্বো গাত্রং স্পৃশেদিত্যর্থঃ। শাবপ্রভৃতীতি শাবাশৌচপ্রভৃতীত্যর্থঃ। তথাচ মরণদিনাবধি অশৌচান্তদিনপর্য্যন্তং প্রত্যহং জীবৎপিতৃকোঽপি দাহকর্ত্তৃভিন্নোঽপি প্রেতং তর্পয়েৎ ইত্যর্থঃ। প্রেতোপকারার্থমিতি তথাচ একাঞ্জলিদানং নিত্যম্, অঞ্জলিত্রয়-দানন্তু ফলাতিশয়ার্থমিতি ভাবঃ। অশৌচেতি অশৌচাপগমে বিরমেদিত্যর্থঃ। পুত্রাতি-রিক্তেতি পুত্রস্তু অশৌচে গতেঽপি তর্পয়েদিত্যর্থঃ। স্নানং কাম্যস্নানম্, মহাদানং তুলা-পুরুষদানাদি। অন্যতর্পণং প্রেতীভূতমহাগুরুভিন্নতর্পণম্। অত্রেদং বোধ্যং—পিতৃমরণ-

অনাতুর ব্যক্তি এক একবার স্নান করিয়া আতুরের গাত্রস্পর্শ করিবে, এইরূপ কার্য্য দশবার করিলে, তাহার শুদ্ধিলাভ হইবে।" মূলবচনে যে, 'স' এই পদটি আছে তাহার অর্থ—আতুর। পৈঠীনসি বলিয়াছেন, "মৃতব্যক্তিকে মনে মনে চিন্তা করত দক্ষিণমুখ হইয়া তিনবার জলাঞ্জলি দান করিবে, অশৌচের আরম্ভ হইতে ঐরূপ করিবে, এবং এগার দিনের দিন নিবৃত্ত হইবে।" এই যে তিনবার অঞ্জলিদানের বিধি করা হইয়াছে, ইহা প্রেতের উপকারের নিমিত্তই বলিতে হইবে। এবং এই যে, এগার দিনের দিন নিবৃত্ত হইবে, বলা হইয়াছে, ইহার তাৎপর্য্য—নিজ নিজ অশৌচের অন্ত হইলেই নিবৃত্ত হইবে। আর এই যে এগারদিনের দিন জলাঞ্জলি দান হইতে বিরত হইবার কথা বলা হইয়াছে, ঐ বিরতিবিধান পুত্র ভিন্ন অপর সপিণ্ডাদির পক্ষেই বুঝিতে হইবে। কারণ "পুত্র স্নান, মহাদান, স্বাধ্যায়, এবং প্রেত ভিন্ন অপরের তর্পণ, এই সকল কার্য্য মহা-গুরুনিপাতের প্রথম বৎসর করিবে না।" এই স্কন্দপুরাণীয় নিষেধক

"পিতৃযজ্ঞন্তু নির্ব্বর্ত্ত্য মাসিকে শ্রাদ্ধ এব চ।
শ্রাদ্ধং প্রতিরুচৌ চৈব মাতাপিত্রোর্ম্মৃতাহনি।
অসপিণ্ডীকৃতং প্রেতমেকোদ্দিষ্টেন তর্পয়েৎ॥" ইতি জাবালোক্তেঃ। "পিতৃযজ্ঞং" পিতৃতর্পণং নির্ব্বর্ত্ত্যাহরহঃ

বর্ষমধ্যে সপিণ্ডীকৃতায়া মাতুরপি তর্পণং ন কার্য্যম্; এবং মাতৃমরণবর্ষমধ্যে সপিণ্ডীকৃতস্য পিতুরপি তর্পণং ন কার্য্যমিতি। অন্তেতীতি তথাচাশৌচাপগমে পুত্রস্যাপি প্রেততর্পণাৎ বিরামে অন্তেতি বিশেষণং ব্যর্থং স্যাদিতি ভাবঃ। এতদ্ব্যক্তং শ্রীরামায়ণে,—সুমন্ত্রস্তে-নৃ'পসুতৈঃ সার্দ্ধমাখাস্য রাঘবম্। অবাতারয়দালম্ব্য নদীং মন্দাকিনীং ততঃ॥ তে সুতীর্থাং নদীং গত্বা অপসব্যং যশস্বিনঃ। শীতভোয়াং সমে দেশে প্রবিশ্য বিমলাং ততঃ। অসিঞ্চন্নুদকং সর্ব্বে তস্মৈ এতত্ত্ববর্দ্ধিতি। ইত্যত্র ভরতশত্রুঘ্নয়োরশৌচাপগমেঽপি তর্পণদর্শনাদিতি। পিতৃ ইতি অন্ত্যতর্পণমিত্যত্র পিতৃতর্পণমিতি পাঠ ইত্যর্থঃ। অন্তেতি অন্ত্যতর্পণমিতি পাঠে ইত্যর্থঃ। পিতৃযজ্ঞং তর্পণং নির্ব্বর্ত্ত্য ক্রিয়মাণে শ্রাদ্ধে অহরহঃ ক্রিয়মাণে ইত্যর্থঃ। তেনাম্বষ্টশ্রাদ্ধে ইতি পর্য্যবসিতম্। কেচিত্তু নির্ব্বর্ত্ত্যেত্যনন্তরং অহরহঃ ক্রিয়মাণেঽম্বষ্টশ্রাদ্ধে ইতি পূরণীয়ং, মাসিক ইতি তু শ্রাদ্ধ ইত্যস্য বিশেষণমিত্যাহুঃ। শ্রাদ্ধমিতি বিশিষ্টতীর্থদ্রব্যাদিপ্রাপ্তৌ বর্ষমধ্যে প্রেতশ্রাদ্ধে যদা ইচ্ছা

বচনে, তর্পণে 'অন্ত্য' এই বিশেষণ দেওয়ায় পুত্র যে এক বৎসর পর্য্যন্ত কেবল প্রেত পিতা বা মাতার উদ্দেশে তিন অঞ্জলি করিয়া জলদান করিবে, ইহাই বুঝাইতেছে। কোনও কোনও পুস্তকে স্কন্দপুরাণীয় ঐ বচনে "অন্ত্য-তর্পণং" এইরূপ স্থলে "পিতৃতর্পণং" এইরূপ পাঠ দৃষ্ট হয়, তাহার অর্থ—পিতৃ-লোকপ্রাপ্ত পিতার তর্পণ, এইরূপ বুঝিতে হইবে। তাহ'লেই "অন্ত্যতর্পণং" ও "পিতৃতর্পণ" এই দুইয়েরই একই অর্থ দাঁড়াইতেছে। সপিণ্ডীকরণ না হওয়া পর্য্যন্ত একমাত্র প্রেতের উদ্দেশ্যেই যে তর্পণ করিতে হইবে, তাহা জাবালের বক্ষ্যমাণ বচনের দ্বারাও জানা যাইতেছে। সে বচনটী যথা— "প্রত্যহ পিতৃযজ্ঞ সমাপনের পর যে অম্বষ্ট নামক শ্রাদ্ধ কর্ত্তব্যরূপে বিহিত হইয়াছে তাহার স্থলে, মাসিক শ্রাদ্ধদিবসে মাসিক শ্রাদ্ধে, বিশিষ্টতীর্থ ও দ্রব্যাদি প্রাপ্তিনিবন্ধন শ্রাদ্ধকর্ত্তার বৎসর মধ্যে যে দিন প্রেতের উদ্দেশে শ্রাদ্ধ করিবার প্রবৃত্তি হইবে, সেই দিন, এবং মাতা ও পিতার সপিণ্ডীকরণের তিথিতে, কেবল মাত্র অসপিণ্ডীকৃত প্রেতের উদ্দেশেই তর্পণ করিবে।" "পিতৃ-

ক্রিয়মাণেঽম্বুঘটশ্রাদ্ধে ইতি শ্রাদ্ধবিবেককৃদাদিভির্ব্ব্যাখ্যাত-ত্বাচ্চ ॥ ১০০ ॥

অথ শোকাপনোদনাদি।

যাজ্ঞবল্ক্যঃ,—

"কৃতোদকান্ সমুত্তীর্ণান্ মৃদুশাদ্বলসংস্থিতান্।
স্নাতানপবদেয়ুস্তানিতিহাসৈঃ পুরাতনৈঃ ॥
মানুষ্যে কদলীস্তম্ভে নিঃসারে সারমার্গণম্।
যঃ করোতি স সম্মূঢ়ো জলবুদ্বুদসন্নিভে ॥
পঞ্চধা সম্ভৃতঃ কায়ো যদি পঞ্চত্বমাগতঃ।
কর্ম্মভিঃ স্বশরীরোত্থৈস্তত্র কা পরিদেবনা ॥
গন্ত্রী বসুমতী নাশমুদধির্দ্দৈবতানি চ।

জায়তে তদা কর্ত্তব্যং তত্র ন তিথিনিয়ম ইতি। মৃতাহনি সপিণ্ডীকরণতিথৌ, পিতৃতর্পণং প্রেততর্পণম্ ॥ ১০০ ॥

অথ শোকেত্যাদি। সমুত্তীর্ণান্ নদ্যাদিত উত্থিতান্। শাদ্বলেতি দূর্ব্বাদিযুক্তদেশে ইত্যর্থঃ। অপবদেয়ুরিতি প্রামাণিকা ইত্যর্থঃ। মানুষ্যে মনুষ্যদেহে। কদলীস্তম্ভে

যজ্ঞ অর্থাৎ পিতৃতর্পণ সম্পাদন করিয়া প্রত্যহ কর্ত্তব্য যে অম্বুঘট নামক শ্রাদ্ধ করা হয়, তাহার স্থলে, শ্রাদ্ধবিবেককার প্রভৃতিও জাবালবচনের এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ১০০।

শোকসান্ত্বনাদি বিধি।

এক্ষণে শোকসান্ত্বনা প্রভৃতির উপায় বলা হইতেছে। যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন "মৃতব্যক্তির পুত্রাদি বন্ধুবর্গ প্রথম স্নানান্তে মৃতের উদ্দেশে উদকদানের পর পুনর্ব্বার স্নাত হইয়া, জলাশয় হইতে উঠিয়া আসিয়া কোমল দূর্ব্বাদলাচ্ছাদিত ভূমিতে উপবিষ্ট হইবে, অন্যান্য আত্মীয়গণ তাহাদিগের নিকট পুরাতন ইতিহাসসমূহের কীর্ত্তন করিবে। আরও বলিবে, "যে ব্যক্তি জলবুদ্বুদসদৃশ ক্ষণস্থায়ী এবং কদলীস্তম্ভের ন্যায় সারহীন মনুষ্যজীবনে সারবত্তার কল্পনা করে, সেই ব্যক্তিই মূঢ়। পৃথিব্যাদি পঞ্চভূতের পঞ্চীকরণরূপ সংমিশ্রণে সমুৎপন্ন এই শরীর যদি স্বকীয় কর্ম্মবশে পুনরায় পঞ্চত্ব (পৃথিব্যাদিতে বিশ্লেষ) প্রাপ্ত

কেনপ্রখ্যঃ কথং নাশং মর্ত্ত্যলোকো ন যাস্যতি ॥
শ্লেষ্মাশ্রু বান্ধবৈর্মুক্তং প্রেতো ভুঙ্ক্তে যতোঽবশঃ।
অতো ন রোদিতব্যন্তু ক্রিয়া কার্য্যা প্রযত্নতঃ ॥
ইতি সঞ্চিন্ত্য গচ্ছেয়ুর্গৃহং বালপুরঃসরাঃ।
বিদশ্য নিম্বপত্রাণি নিয়তা দ্বারি বেশ্মনঃ ॥
আচম্যাথাগ্নিমুদকং গোময়ং গৌরসর্ষপান্।
প্রবিশেয়ুঃ সমালভ্য দত্ত্বাশ্মনি পদং শনৈঃ ॥
প্রবেশনাদিকং কর্ম্ম প্রেতসংস্পর্শিনামপি।
ইচ্ছতাং তৎক্ষণাৎ শুদ্ধিং পরেষাং স্নানসংযমাৎ ॥"

নিঃসারে কদলীস্তম্ভসদৃশনিঃসারে। ফেনপ্রখ্যঃ ফেনতুল্যঃ। বেশ্মনো দ্বারি নিয়তা মিলিতাঃ। অগ্ন্যাদিকং সমালভ্য স্পৃষ্ট্বা গৃহং প্রবিশেয়ুরিত্যর্থঃ। প্রেতেতি প্রবেশনাদিকং ন কেবলং পুত্রস্য কিন্তু প্রেতসংস্পর্শিনাং সর্ব্বেষাং সপিণ্ডানামিত্যর্থঃ।

হইয়া থাকে, তাহাতে আর শোক করিবার কথা কি আছে? এই সুবিশাল বসুমতী—বিস্তৃত মহাসমুদ্র—অপরের কথা আর কি বলিব—দেবগণও যখন অবশ্য নাশ প্রাপ্ত হইবেন, তখন অতি তুচ্ছ মনুষ্য নাশ প্রাপ্ত না হইবে কেন? যেহেতু প্রেত অবশ অর্থাৎ অনিচ্ছাসত্ত্বেও বান্ধবগণ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত শ্লেষ্মামিশ্রিত অশ্রুজল পান করিতে বাধ্য হয়, তখন তাহার উদ্দেশে রোদন না করিয়া, যাহাতে তাহার সুখ হয় এরূপ কার্য্যই করা উচিত। এইরূপে কিছুকাল চিন্তা করিয়া কনিষ্ঠানুক্রমে গৃহে গমন করিবে। এবং গৃহের দ্বারে মিলিত হইয়া নিম্বপত্র চিবাইয়া ফেলিবে। অনন্তর আচমন করিবে এবং অগ্নি, উদক, গোময়, এবং শ্বেতসর্ষপ স্পর্শ করিয়া, প্রস্তরের উপর আস্তে আস্তে পা ফেলিতে ফেলিতে গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিবে। শবস্পর্শকারি-ব্যক্তিমাত্রেরই পূর্ব্বোক্তরীতিতে গৃহপ্রবেশাদি কার্য্য করিতে হইবে। এবং সপিণ্ড ভিন্ন অপর শবস্পর্শী যদি তৎক্ষণেই শুদ্ধি ইচ্ছা করে, তাহা হইলে তাহারা স্নান ও প্রাণায়াম দ্বারা তখন তখনই শুদ্ধিলাভ করিতে পারিবে।" উপরোক্ত বচনে "স্নাত্বান্" এই যে কথাটী আছে ইহার দ্বারা তর্পণের পর দ্বিতীয়বার স্নান করিবার বিধানই করা হইয়াছে। তর্পণের পর পুনর্ব্বার যে,

"স্নাতানি"তি তর্পণানন্তরং পুনঃস্নানবিধানার্থম্। তথাচ ছন্দোগপরিশিষ্টম্,—

"এবং কৃতোদকান্ সম্যক্ স্বচ্ছশাদ্বলসংস্থিতান্।
আপ্লুত্য পুনরাচান্তান্ বদেয়ুস্তেঽনুযায়িনঃ॥" তর্পণানন্তরং

প্রচেতাঃ,—

"ততঃ স্নানং পুনঃ কার্য্যং গৃহশৌচঞ্চ কারয়েৎ।"

"পঞ্চধা সম্ভৃতঃ" পৃথিব্যাদিপঞ্চভূতাত্মকতয়া নির্ম্মিতঃ "পঞ্চত্ব-মাগতঃ" পুনঃপৃথিব্যাদিরূপতাং প্রাপ্তঃ। বিদশ্য দন্তৈঃ খণ্ডয়িত্বা, অগ্নিস্পর্শো বক্ষ্যমাণমন্ত্রেণ কার্য্যঃ। শিলায়াং পাদন্যাসোঽপি বক্ষ্যমাণমন্ত্রেণ কার্য্যঃ। "উক্তং" প্রবেশনাদিকং যৎকর্ম্ম, তৎ প্রেতসংস্পর্শিনামপি কার্য্যং, "পরেষাম"সপিণ্ডানাং তৎক্ষণাৎ শুদ্ধিমিচ্ছতাং তৎ স্নানাৎ সংযমাচ্চ শুদ্ধিরিতি দীপকলিকা।

কেচিত্তু প্রবেশনাদিকং ন কেবলং জ্ঞাতীনাং কিন্তু প্রেতসংস্পর্শিনাম্ উদাসীনানাম-পীত্যর্থঃ ইত্যাহুঃ। পরেষামিতি সপিণ্ডভিন্নানাং তৎক্ষণাৎ শুদ্ধিমিচ্ছতাং তৎক্ষণাৎ শুদ্ধির্ভবতীত্যর্থঃ। সংযমাদিতি সংযমঃ প্রাণসংযমঃ প্রাণায়াম ইতি যাবৎ। পুনরাপ্লুত্য

স্নান করিতে হইবে, একথা ছন্দোগপরিশিষ্টে উক্ত হইয়াছে যথা,—"কৃতোদক অর্থাৎ তর্পণ করণানন্তর স্নান ও আচমন করিয়া কোমল দূর্ব্বাদলাচ্ছাদিত ভূমিতে উপবিষ্ট প্রেতের বান্ধবদিগকে অনুযায়ী বন্ধুগণ উক্তরূপে বলিবে।" তর্পণের পর কর্ত্তব্য কার্য্যের প্রসঙ্গে প্রচেতাও এইরূপ বলিয়াছেন, যথা— "তাহার পর পুনর্ব্বার স্নান এবং গৃহের শৌচ কার্য্য করিবে।" পূর্ব্বোল্লিখিত শোকসান্ত্বনা বাক্যে যে, "পঞ্চধা সম্ভূতঃ" আছে, তাহার অর্থ—পৃথিবী আদি পঞ্চভূতসংযোগ দ্বারা নির্ম্মিত, "পঞ্চত্বমাগত" পুনর্ব্বার পৃথক্ পৃথক্ ভাবে পঞ্চভূতে লয়প্রাপ্ত। "বিদশ্য" শব্দের অর্থ—দন্ত দ্বারা খণ্ডন করিয়া, উপরে গৃহপ্রবেশের সময় যে, অগ্নি স্পর্শের কথা বলা হইয়াছে, তাহা বক্ষ্যমাণ মন্ত্র পাঠ করত করিতে হইবে। উপরে গৃহপ্রবেশাদির সময় যে সকল কর্ম্ম কর্ত্তব্যরূপে উক্ত হইল, শবস্পর্শী ব্যক্তিমাত্রেরই ঐ সকল কর্ম্ম করিতে হইবে। উপরি উক্ত বচনে যে, "পরেষাং" কথা আছে, তাহার অর্থ—অসপিণ্ডদিগের

শঙ্খলিখিতৌ,—উত্তীর্য্য প্রেতস্পৃষ্টান্যুৎসৃজ্য বাসাংসি পরিধায় ইতরাণি, গৃহদ্বারে তস্মৈ প্রেতায় পিণ্ডং দত্ত্বা, পশ্চাৎ দূর্ব্বাপ্রবালান্ গোময়মজমগ্নিং বৃষভঞ্চালভ্য প্রবিশন্তো, ঘৃতগৌরসর্ষপৈর্ম্মূর্দ্ধানমঙ্গান্যালভেরন্ শস্ত্রপাণয়ো ভবেয়ুঃ। যথোক্তকালনিয়মা” ইতি। “আলভ্য” স্পৃষ্ট্বা। বৈজবাপঃ,— “শমীমালভন্তে” শমী পাপং শময়ত্বিতি, “অশ্মানমালভন্তে” “অশ্মেব স্থিরো ভুয়াস”মিতি। “অগ্নিমালভন্তে” “অগ্নির্নঃ শর্ম্ম

আচান্তান্ বদেয়ুরিতিহাসৈঃ পুরাতনৈরিত্যর্থঃ। এতত্তর্পণানন্তরং পুনঃ স্নানং শ্রীভাগবতে-হপ্যুক্তং, যথা—তে নিনীয়োদকং সর্ব্বে বিলপ্য চ ভৃশং পুনঃ। আপ্লুতা হরিপাদাব্জরজঃপূত-সরিজ্জলে ইতি। উত্তীর্য্য জলাদুত্থায় আলভেরন্ মার্জ্জয়ন্। যথোক্তকালেতি দিবা চেৎ শবানু গমনং,তদা রাত্রৌ গৃহগমনং, রাত্রৌ চেত্তদা দিবা গৃহগমনমিতি যথোক্তকালনিয়মাদিত্যর্থঃ। শমীং,বৃক্ষবিশেষম্, আলভন্তে স্পৃশন্তি। শমী পাপং শময়ত্বিতি শমীস্পর্শমন্ত্রঃ। অশ্মানং প্রস্তরম্, অশ্মেব স্থিরো ভূয়াসমিতি অশ্মারোহণমন্ত্রঃ অগ্নিমিতি আলভন্তে ইত্যন্বয়ঃ। অগ্নির্নঃ শর্ম্ম যচ্ছতু ইত্যগ্নিস্পর্শমন্ত্রঃ। হোক ইতি ককারান্তঃ গোচ্ছাগয়োঃ স্পর্শমন্ত্রঃ।

পক্ষে, অর্থাৎ অসপিণ্ডগণ তৎক্ষণাৎ শুদ্ধিলাভের ইচ্ছা করিলে, স্নান এবং প্রাণায়াম করিয়াই শুদ্ধ হইতে পারিবে। দীপকলিকায় এইরূপ বলা হইয়াছে। শঙ্খ এবং লিখিত বলিয়াছেন, “জল হইতে উঠিয়া প্রেতদেহস্পৃষ্ট পরিধেয় বস্ত্রাদি পরিত্যাগ করিয়া অপর বস্ত্র সকল পরিধান করিবে। অনন্তর গৃহদ্বারে সেই প্রেতের উদ্দেশে পিণ্ডদান করিয়া পরে দূর্ব্বার অঙ্কুর; গোময়, অজ, অগ্নি এবং বৃষভ স্পর্শ করিয়া গৃহে প্রবেশ করিবার সময়, মস্তক এবং অন্যান্য অঙ্গে ঘৃত এবং শ্বেতসর্ষপ মাখিবে, এবং হস্তে একটা অস্ত্র গ্রহণ করিবে। শবস্পর্শী-দিগের পক্ষে গৃহপ্রবেশ বিষয়ে যে, সময়ের নিয়ম করা হইয়াছে, অর্থাৎ দিবাকালে দাহ শেষ হইলে রাত্রে গৃহে প্রবেশ করিবে, এবং রাত্রে দাহ শেষ হইলে, পরবর্ত্তী দিবায় গৃহ প্রবেশ করিবে, এই নিয়মেরও অবশ্য প্রতিপালন করিবে।” বৈজবাপ বলেন—“শবস্পর্শকারি-ব্যক্তিগণ শমী স্পর্শ করিবার সময় বলিবে, আমরা এই শমীস্পর্শ করিতেছি, এই শমী আমাদের পাপের শান্তি করুক, আমরা এই প্রস্তর খণ্ডের উপর পাদন্যাস করিয়া যেন প্রস্তরের ন্যায় স্থির হই, এই বলিয়া প্রস্তরখণ্ডের পদন্যাস করিবে, অগ্নিতে হাত দিয়া বলিবে, এই

বচ্ছ্রিতি। "হোপি"ত্যন্তরাগামঅস্পৃশন্তঃ ক্রীত্বা, লব্ধা বা প্রাপ্য গৃহমেকান্নমলবণমেকরাত্রং দিবা ভোক্তব্যং, ত্রিরাত্রং কর্ম্মোপরমণমিতি। বৃষভছাগয়োর্মধ্যে স্থিত্বা "হোপি"তি মন্ত্রেণ যাবপি প্রষ্টব্যৌ, গৃহং প্রাপ্য, উপবাসাত্যন্তাশক্তেন ক্রীত্বা লব্ধা বা একান্নমলবণং 'লবণরহিতমেকরাত্রম' একাহোরাত্রং, তদহোরাত্রেঽপি দিবা ভোক্তব্যম্। "কর্ম্মোপরমণ"-মঙ্গসম্বাহনতৈলাভ্যঙ্গমার্জ্জনাদিত্যাগঃ। ছন্দোগপরিশিষ্টম্,—

"এবমুক্ত্বা ব্রজেয়ুস্তে গৃহং বালপুরঃসরাঃ।

স্নানাগ্নিস্পর্শনাভ্যাসৈঃ শুধ্যেয়ুরিতরে কৃতৈঃ॥" এবং শোকাপনোদনান্তো সপিণ্ডসগোত্রাভ্যাম্। ইতরে সর্ব্বসম্বন্ধরহিতাস্ত্রির্নিমজ্জ্য, বারত্রয়ঞ্চাগ্নিং স্পৃষ্ট্বা শুদ্ধা ভবন্তি।

তদহোরাত্রেঽপি মরণদিনেঽপি, তথাচ মরণদিনেঽপি ক্রীত্বা লব্ধা বা দিবা ভোক্তব্যং ন তু গৃহস্থিতং ভক্ষদ্রব্যং মরণদিনে ভোক্তব্যমিত্যর্থঃ। ত্রিরিতি বারত্রয়মিতি চ অত্রাভ্যাসপদেন ত্রিত্বলাভ ইতি বোধ্যম্। অথপ্রস্তরে বীরণাদিনির্ম্মিতকটে।

অগ্নি আমাদিগকে কল্যাণ প্রদান করুন। তাহার পর গো এবং অজ এই উভয়ের মধ্যে দাঁড়াইয়া "হোক" এই বলিয়া ঐ উভয়কে স্পর্শ করত গৃহমধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক কিনিয়াই হউক অথবা ভিক্ষা করিয়াই হউক, প্রাপ্ত এক প্রকারের অন্ন লবণ মিশ্রিত না করিয়াই ঐ দিন দিবাভাগে ভোজন করিবে এবং ত্রিরাত্র কোনও কর্ম্ম করিবে না।" বৃষ এবং ছাগের মধ্যে দাঁড়াইয়া "হোক" এই মন্ত্র দ্বারা এককালে ঐ উভয়কেই স্পর্শ করিবে, গৃহে প্রবেশ করিয়া উপবাসে অত্যন্ত অশক্ত ব্যক্তি ক্রয় করিয়াই হউক অথবা ভিক্ষা করিয়াই হউক প্রাপ্ত একপ্রকার অন্ন লবণ মিশ্রিত না করিয়াই ঐ দিন একবার মাত্র অর্থাৎ দিবাভাগে ভোজন করিবে। বচনে তিন দিন যে কর্ম্মত্যাগের কথা বলা হইয়াছে, ঐ কর্ম্ম শব্দের অর্থ—অঙ্গ-সম্বাহন, তৈলমর্দ্দন এবং গাত্রমার্জ্জন ইত্যাদি। ছন্দোগপরিশিষ্টে বলা হইয়াছে, বান্ধবগণ এই সকল কথা বলিয়া কনিষ্ঠানুক্রমে গৃহে প্রবেশ করিবে। যাহারা মৃতের সহিত সপিণ্ডত্ব বা সগোত্রত্বাদি সর্ব্বপ্রকার সম্বন্ধশূন্য, এরূপ বন্ধুগণ শোকাপনোদনের পর তিনবার

হারীতঃ,—"ন প্রেতস্পর্শিনো গ্রামং প্রবিশেয়ুরানক্ষত্র-দর্শনাৎ। রাত্রৌ চেদাদিত্যস্য, ব্রাহ্মণানুমত্যা বে"তি। অশক্তৌ ব্রাহ্মণানুমতিং গৃহীত্বা প্রবিশেয়ুঃ।

আশ্বলায়নঃ,—"নৈতস্যাং রাত্রাবন্নং পচেয়ুস্ত্রিরাত্রমক্ষার-লবণান্নাশিনঃ স্যুর্দ্দশরাত্রং মহাগুরুষ্বি"তি। "নান্নং পচে-য়ু"রিত্যনেন উপবাসঃ সূচিতঃ। "অথপ্রস্তরে ত্র্যহমনশ্নন্তঃ" ইতি বক্ষ্যমাণবশিষ্ঠবচনাৎ। "ত্রিরাত্র"মিতি সপিণ্ডপরম্। অক্ষারলবণং ক্ষারমৃত্তিকাদিরহিতলবণভিন্নম্। তত্তু সৈন্ধবং, সামুদ্রি চ। যথা ব্রহ্মপুরাণে,—

অনশ্নন্ত ইতি উপবাসং কুর্ব্বন্ত ইত্যর্থঃ। এতচ্চ শক্তবিষয়ং বোধ্যম্। ত্রিরাত্র-মক্ষারলবণান্নাশিনঃ স্যুরিতি যদুক্তং তৎ সপিণ্ডপরমিত্যর্থঃ। সামুদ্রি সামুদ্রং। তথাচ হবিষ্যপ্রকরণীয়বচনং,—গোক্ষীরং গোঘৃতঞ্চৈব ধান্যং মুদ্গাস্তিলা যবাঃ। সৈন্ধব-

মাত্র ডুব দিয়া এবং তিনবার অগ্নিস্পর্শ করিয়াই শুদ্ধ হইবে। হারীত বলিয়াছেন "দিবাভাগে শবস্পর্শকারিগণ নক্ষত্র দর্শন না করিয়া, গ্রামে প্রবেশ করিবে না। যদি রাত্রে শব স্পর্শ করে, তবে পরদিন সূর্য্য দর্শন করিয়া অথবা ব্রাহ্মণের অনু-মতি লইয়া গ্রামে প্রবেশ করিবে।" এই যে, ব্রাহ্মণের অনুমতি লইয়া গ্রামে প্রবেশের কথা বলা হইল, উহার তাৎপর্য্য এই যে, যে ব্যক্তি পরদিনের সূর্য্যদর্শন অবধি প্রতীক্ষা করিতে না পারিবে, সে ঐ রাত্রেই ব্রাহ্মণের অনুমতি লইয়া গ্রামে প্রবেশ করিবে। আশ্বলায়ন বলিয়াছেন—"প্রেতের জ্ঞাতিগণ সেই রাত্রে আর অন্ন পাক করিবে না তিন দিন অক্ষার লবণ খাইয়া থাকিবে, এবং মহাগুরু-নিপাত স্থলে বার রাত্রি অক্ষারলবণ ভোজন করিয়া থাকিবে। উপরে যে, বলা হইয়াছে, 'সেই রাত্রে আর অন্ন পাক করিবে না', ইহা দ্বারা 'উপবাস করিয়া থাকিবে', এইরূপ অর্থেরই সূচনা হইয়াছে। কারণ "বীরণাদিনির্ম্মিত কটে তিন দিন যাবৎ উপবাস করিয়া উপবেশনাদি করিবে" এই বক্ষ্যমাণ বচন হইতে উপবাস করাই প্রথম কর্ত্তব্য, বলিয়া জানা যাইতেছে। ত্রিরাত্র যে অক্ষারলবণভোজী হইয়া থাকিবার কথা বলা হইয়াছে, উহা সপিণ্ডদিগের পক্ষেই বুঝিতে হইবে। অক্ষারলবণ

"সৈন্ধবং লবণঞ্চৈব যচ্চ সামুদ্রকং ভবেৎ ।
পবিত্রে পরমে হ্যেতে প্রত্যক্ষেঽপি চ নিত্যশঃ ॥"

পৃথক্কৃতয়োপলভ্যমানং লবণং 'প্রত্যক্ষলবণং', ন তু ব্যঞ্জনাদিসংস্কারকং, সংস্কারপ্রত্যক্ষয়োর্ভেদদর্শনাৎ । যথা কালিকাপুরাণে,—

"মরীচং পিপ্পলীকোষং জীরকং তন্তুভং তথা ।
সংস্কারে চ সমক্ষে চ মহাদেব্যৈ নিবেদয়েৎ ॥" তন্তুভঃ

চৈব সামুদ্রমক্ষারলবণং স্মৃতম্ ॥ এতৎপরার্দ্ধং প্রকৃতোপযুক্তম্ । প্রত্যক্ষেঽপীতি অন্যদ্রব্যস্য অসমভিব্যাহারেণ যৎ ভোজনং তৎ প্রত্যক্ষভোজনং, তথাচ সৈন্ধবসামুদ্রয়োঃ প্রত্যক্ষভোজনেঽপি ন দোষঃ, এতদ্ভিন্নলবণস্য তু প্রত্যক্ষভোজনে দোষ এবেতি বোধ্যম্ । পৃথক্কৃতয়া দ্রব্যান্তরভিন্নত্বেন । উপলভ্যমানং রসনয়া গৃহ্যমাণম্ ইদং তথাচ ময়া লবণং ভুজ্যতে ন তু দ্রব্যান্তরমিত্যুপলভ্যমানমিত্যর্থঃ । সংস্কারো দ্রব্যান্তরস্য বিলক্ষণরসাবধানম্ ।

শব্দের অর্থ—ক্ষার ইত্যাদি দ্বারা প্রস্তুত লবণ ভিন্ন অন্য প্রকার লবণ; যেমন সৈন্ধব লবণ, এবং সমুদ্রজাত সম্ভারি লবণকে অক্ষার বলিয়া জানিবে। ব্রহ্মপুরাণে বলা হইয়াছে, যথা—"সৈন্ধব লবণ এবং যাহা সমুদ্র হইতে উৎপন্ন হয়, এইরূপ লবণ, অর্থাৎ করকচ, ইহারা প্রত্যক্ষরূপেও সর্ব্বদা পরম পবিত্র।" মূল বচনে যে, "প্রত্যক্ষরূপেও" পরম পবিত্র বলা হইল, তাহার তাৎপর্য্য এই যে, ক্ষার লবণ কেবল ব্যঞ্জনাদির সংস্কারকার্য্যেই ব্যবহার্য্যরূপে গণ্য হয়, নিজের স্বরূপ অবস্থায় ব্যবহার্য্য নহে, কিন্তু অক্ষার লবণ কেবল ব্যঞ্জনাদির সংস্কার কার্য্যে নহে, নিজের লবণ-স্বরূপাবস্থায়ও স্বতন্ত্রভাবে ব্যবহৃত হইয়াও উহারা পরম পবিত্ররূপে গণ্য হয়। সৈন্ধব এবং সামুদ্রিক লবণ যে ব্যঞ্জনাদির সংস্কার ভিন্ন কেবল লবণস্বরূপেও ব্যবহৃত হয়, তদ্বিষয়ে কালিকাপুরাণে নিম্নলিখিত বচনই প্রমাণ। "মরীচ, পিপ্পলীকোষ, জীরক এবং তন্তুভ, এই সকল দ্রব্য ব্যঞ্জনাদির সংস্কার কর্ম্মে মিলাইয়া অথবা স্বতন্ত্ররূপেও মহাদেবীকে দান করিবে।"*

---

* উক্ত বচনে লবণের কথা না থাকিলেও লবণের মত কতকগুলি ব্যঞ্জন সংস্কার দ্রব্যের যে কেবল স্বরূপেও ব্যবহার হইতে পারে তাহাই দেখান হইয়াছে। বস্তুতঃ অক্ষার লবণ বলিতে কতকগুলি পারিভাষিক ভক্ষ্য দ্রব্য, তন্মধ্যে সৈন্ধব এবং সামুদ্র লবণও গণিত ; যথা—"গোক্ষীরং গোঘৃতঞ্চৈব ধান্যং মুদ্গাস্তিলা যবাঃ । সৈন্ধবঞ্চৈব সামুদ্রমক্ষারলবণং স্মৃতম্ ।'

সর্ষপঃ। "বনমুদ্গে সর্ষপে তু দ্বৌ তন্তুভকদম্বকা"বিত্যমর-কোষাৎ। তন্তুনা ভাতীতি তন্তুভ ইতি তট্টীকাপি। "মহা-গুরুষু" মাতৃপিতৃপতিষু। কর্ম্মোপদেশিন্যাং দেবলঃ,—

"অন্যশ্রাদ্ধং পরান্নঞ্চ গন্ধং মাংসঞ্চ মৈথুনম্।

বর্জ্জয়েদ্‌গুরুপাতে তু যাবৎ পূর্ণো ন বৎসরঃ॥" পারস্কর-ভাষ্যে বৃহস্পতিঃ,—

"পিতর্য্যুপরতে পুত্রো মাতুঃ শ্রাদ্ধান্নিবর্ত্ততে।

মাতর্য্যপি চ বৃত্তায়াং পিতৃশ্রাদ্ধাদৃতে সমাম্॥" 'ঋতে' ইতি মাতুঃ শ্রাদ্ধাদিত্যত্রাপ্যন্বেতি। অন্যথা পূর্ব্বার্দ্ধবৈয়র্থ্যা-পত্তেঃ। "সমাং" সংবৎসরং যাবন্নিবর্ত্ততে অন্যশ্রাদ্ধাদিতি শেষঃ। অন্যশ্রাদ্ধমপি প্রাপ্তপিতৃলোকশ্রাদ্ধপরম্।

প্রত্যঙ্কং পৃথক্‌কৃতয়া উপলব্ধিঃ। তন্তুনেতি তন্তুনা তৈলরূপেণ ভাতি প্রদীপসম্পাদকত্বা-দিত্যর্থঃ। পিতর্য্যুপরতে ইতি পিতরি মৃতে মাতুঃ শ্রাদ্ধাদৃতে নিবর্ত্ততে মাতুঃ শ্রাদ্ধাতিরিক্ত-শ্রাদ্ধান্নিবর্ত্ততে ইত্যর্থঃ। এবং মাতরি মৃতায়াং পিতুঃ শ্রাদ্ধাতিরিক্তশ্রাদ্ধ নিবর্ত্ততে ইত্যর্থঃ। অন্যথা মাতুঃ শ্রাদ্ধাদিত্যত্র ঋতে ইত্যস্যানন্বয়ে। পূর্ব্বার্দ্ধেতি অন্যশ্রাদ্ধং

"তন্তুভ" শব্দের অর্থ সর্ষপ। কারণ, তন্তুভ এবং কদম্বক এই দুইটী শব্দ সর্ষপের বাচক ইহা অমরকোষে কথিত হইয়াছে। এবং অমরকোষের টীকায় তন্তুভ শব্দের এইরূপ ব্যুৎপত্তি করা হইয়াছে, যাহা তন্তু দ্বারা শোভা পায়। পূর্ব্বে যে মহাগুরুনিপাতে বার রাত্রি অক্ষারলবণ ভোজনের কথা বলা হইয়াছে, এই "মহাগুরু" শব্দের অর্থ—পিতা, মাতা এবং পতি। কর্ম্মোপদেশিনী নামক গ্রন্থে দেবলের এই বচনটী উদ্ধৃত হইয়াছে—"মহাগুরুনিপাতের এক বৎসর পূর্ণ না হওয়া পর্য্যন্ত অপরের শ্রাদ্ধ, পরান্ন ভোজন, গন্ধ, মাল্য, এবং মৈথুন বর্জ্জন করিবে।" পারস্করের ভাষ্যে বৃহস্পতির এইরূপ একটী বচন উদ্ধৃত হইয়াছে—"পিতার মৃত্যু হইলে, পুত্র সম্বৎসর যাবৎ মাতৃশ্রাদ্ধ ব্যতীত অপর শ্রাদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইবে, এইরূপ মাতার মৃত্যুতে পিতৃশ্রাদ্ধ ব্যতীত সংবৎসর যাবৎ অপর শ্রাদ্ধ হইতে বিরত হইবে। যদিও বচনের শেষার্দ্ধে "ঋতে" (ব্যতীত) এই শব্দটী আছে, তবুও ইহা 'মাতৃ শ্রাদ্ধাৎ' এই পদের

"প্রমৃতৌ পিতরৌ যস্য দেহস্তস্যাশুচির্ভবেৎ।

নাপি দৈবং ন বা পৈত্র্যং যাবৎ পূর্ণো ন বৎসরঃ॥" ইতি দেবীপুরাণম্। তেন প্রেতশ্রাদ্ধান্ন নিবৃত্তিঃ। তথাচ কালিকাপুরাণম্,—

"মহাগুরুনিপাতে তু কাম্যং কিঞ্চিন্ন চাচরেৎ।

আর্ত্বিজ্যং ব্রহ্মচর্য্যঞ্চ শ্রাদ্ধং দৈবযুতঞ্চ যৎ॥" এতচ্চ দেবপক্ষযুত-শ্রাদ্ধবর্জ্জনমমাবস্যাদিমৃতাহ-ক্রিয়মাণসদৈবতশ্রাদ্ধে-

---

পরান্নঞ্চ ইত্যনেনাস্য শ্রাদ্ধমাত্রান্নিবৃত্তেঃ প্রাপ্তত্বাৎ বিশেষ্য মাতৃশ্রাদ্ধানিবৃত্তেঃ কথনং নিরর্থকং স্যাদিতি ভাবঃ। তেনেতি তথাচ মহাগুরুনিপাতেঽপি বর্ষমধ্যে পিতৃমাতৃপতিভিন্নস্যাপি প্রেতস্য শ্রাদ্ধং কর্ত্তুমর্হতীতি ভাবঃ। মৃতাহক্রিয়মাণেতি মাতাপিত্রোরমাবস্যাদিক্ষয়-

সহিতও অন্বিত, এ কথা না বলিলে, এই শ্লোকের পূর্ব্বার্দ্ধের কোনও অর্থ ই থাকে না। অর্থাৎ বচনের পরার্দ্ধে অন্য শ্রাদ্ধ করিবে না, এই সামান্য নিষেধ দ্বারা মাতৃ-শ্রাদ্ধেরও নিষেধ হইয়াছিল, সুতরাং পূর্ব্বার্দ্ধে বিশেষ করিয়া মাতৃশ্রাদ্ধ নিষেধ সম্পূর্ণ নিরর্থকই হইয়া পড়ে। বচনস্থিত "সমাং"শব্দের অর্থ, এক বৎসর যাবৎ, এবং "নিবর্ত্ততে", এই ক্রিয়া পদটীর সহিত অন্য শ্রাদ্ধ হইতে এই উহ্য অপাদান পদের অন্বয় বুঝিতে হইবে, উহা দ্বারা যাহাদের সপিণ্ডীকরণ হইয়া গিয়াছে, এইরূপ ব্যক্তির শ্রাদ্ধই বুঝিতে হইবে। কারণ দেবীপুরাণে কথিত হইয়াছে—"যাহার পিতা বা মাতা মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে, যে পর্য্যন্ত বৎসর পূর্ণ না হয়, সে পর্য্যন্ত, তাহার দেহ অশুচি থাকিবে, এবং সে দৈব ও পৈত্র কর্ম্মে অধিকারী হইবে না।" অতএব এক বৎসরের মধ্যে কর্ত্তব্য প্রেতশ্রাদ্ধ হইতে নিবৃত্ত না হইবার কথাই বুঝাইতেছে। অর্থাৎ পিতৃমরণের এক বৎসরের মধ্যে মাতৃমরণে এবং মাতৃ-মরণের এক বৎসরের মধ্যে পিতৃমরণে ঐ উভয়ের প্রেতশ্রাদ্ধ করা যাইতে পারিবে। এ সম্বন্ধে কালিকাপুরাণে এইরূপ বলা হইয়াছে—"মহাগুরু নিপাত হইলে, কোনও প্রকারেই কাম্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবে না, এবং পৌরোহিত্য, ব্রহ্মচর্য্য ও দৈবপক্ষযুক্ত শ্রাদ্ধও করিবে না।" এই যে দৈবপক্ষযুক্ত শ্রাদ্ধবর্জ্জনের কথা বলা হইল, ইহাতে অমাবস্যাতে মৃত ব্যক্তির মৃত তিথিতে ক্রিয়মাণ দৈবপক্ষযুক্ত শ্রাদ্ধ ভিন্ন অপর দৈবপক্ষযুক্ত শ্রাদ্ধই বুঝিতে হইবে। কারণ তাহা'হলেই সকল প্রকারে সামঞ্জস্য হইবে।

তত্রপরম্, সর্ব্বসামঞ্জস্যাৎ। "দেবক্রিয়াস্ত"থেতি দেবলীয়ঃ পাঠঃ ॥ ১০১ ॥

শক্তবিষয়ে বশিষ্ঠঃ,—"অধঃপ্রস্তরে উপবেশনাদৌ পীঠাদি-নিষেধাৎ। অঘনিমিত্তেন কটাদিবিধানাৎ। অধঃপ্রস্তরঃ কটাদি-রিতি। অশক্তবিষয়ে বিশেষমাহাপস্তম্বঃ,—

"ভার্য্যাঃ পরমগুরুসংস্থায়াং চাকালমভোজনং কুর্ব্বীর-ন্নি"তি। সংস্থা মরণম্, "আকালং" যৎকালে মরণং ভূতং পরদিনে তৎকালপর্য্যন্তম্। আদিপুরাণে,—

নিমিত্তকবিকৃতপার্ব্বণাদিত্যর্থঃ। সর্ব্বসামঞ্জস্যাদিতি সদৈব তস্যাপি সপিণ্ডীকরণস্য মৃতাহক্রিয়মাণত্বেন গ্রহণাৎ সর্ব্বসামঞ্জস্যাদিতি ভাবঃ ॥ ১০১ ॥

কালিকাপুরাণে। বিশেষতঃ শিবাপূজাং প্রমীতপিতৃকো দ্বিজঃ। যাবদ্বৎসরপর্য্যন্তং মনসাপি ন চাচরেৎ ॥ প্রমীতপিতৃক ইতি মহাগুরুনিপাতোপলক্ষণম্, অতএব এতদনন্তর-বচনে উক্তং মহাগুরুনিপাতে চেতি। শিবাপূজামিতি সকলকাম্যনৈমিত্তিকদেবপূজোপ-লক্ষণং, তেন দুর্গোৎসবাদিনিষেধঃ। যাবৎবৎসরপর্য্যন্তমিতি সপিণ্ডনেন মহাগুরোঃ প্রেতত্ব পরিহারপর্য্যন্তমিত্যর্থঃ। তেন সংবৎসরমধ্যেঽপি বৃদ্ধার্থপিকৃষ্টসপিণ্ডনে কৃতে কর্ম্মণি নিষিদ্ধ-মিতি ভাবঃ। কটাদিরিতি বীরণপত্রাদিরচিতকটাদিরিত্যর্থঃ। ভার্য্যেত্যুপলক্ষণমেতৎ, পুত্রোঽপি বোধ্যঃ। তৎকালপর্য্যন্তমিতি প্রথমপ্রহরে চেৎ মৃতস্তদা পরদিনে প্রথমপ্রহর-

উক্ত বচনে "দেবযুক্তঞ্চ যৎ" এই স্থানে দেবল "দেবক্রিয়াস্তথা" এইরূপ মাত্র পাঠ পরিবর্ত্তন করিয়া বচনটী অবিকলই বলিয়াছেন। ১০১।

নিয়ম পালনে শক্ত বিষয়ে বশিষ্ঠ এইরূপ বলিয়াছেন,—"বীরণাদি নির্ম্মিত কটে তিন দিন উপবাসী হইয়া উপবেশন করিয়া থাকিবে।" উক্ত বীরণাদিকটে উপবেশনের বিধান করায়, পীঠাদিতে উপবেশনের নিষেধ করা হইয়াছে। অশৌচ নিমিত্ত কটাদিতে উপবেশনের বিধান করায় অধঃপ্রস্তর শব্দের অর্থ কটাদিই বুঝিতে হইবে। তিন দিন উপবাসে অশক্তের বিষয়ে আপস্তম্ব এইরূপ বিশেষ বিধান করিয়া বলিয়াছেন,—"পত্নীগণ মহাগুরুনিপাতে পূর্ব্বদিনের যে সময়ে মৃত্যু হইয়াছে পরদিনের সেই সময় পর্য্যন্ত ভোজন করিবে না।" * আদিপুরাণে

* বচনে নাম করিয়া ভার্য্যার (পত্নীর) উল্লেখ থাকিলেও পুত্রের পক্ষেও যে এই বিধির প্রবৃত্তি হইবে, ইহাই বুঝিতে হইবে।

"অশৌচমধ্যে যত্নেন ভোজয়েত্তু স্বগোত্রজান্।" বিষ্ণু-পুরাণে,—

"শয্যাসনোপভোগশ্চ সপিণ্ডানামপীষ্যতে।
অস্থিসঞ্চয়নাদূর্দ্ধং সংযোগো ন তু যোষিতাম্॥" তথা,—
"দাতব্যোঽনুদিনং পিণ্ডঃ প্রেতায় ভুবি পার্থিব।
দিবা চ ভক্তং ভোক্তব্যমমাংসং মনুজর্ষভ॥" অত্র সপি-ণ্ডানাং পিণ্ডদানার্হদিবসপর্য্যন্তমমাংসভোজনশ্রুতেঃ। "মৎস্য মাংসানি ন ভক্ষয়েয়ুঃ আ প্রদানাদি"তি গৌতমসূত্রেঽপি "আ প্রদানা"দিতি পদম্ "একাদশ্যাম্ অযুগ্মান্ ভক্ষয়েন্মাংসমি"তিবৎ কাত্যায়নসূত্রোক্তাদ্যশ্রাদ্ধীয়মাংসদানার্হদিনোপলক্ষণম্। ১০২

পর্য্যন্তং ন ভোক্তব্যমেবংক্রমেণ যোজ্যং, তথাচ মহিদগান্ ন ভোক্তব্যমিত্যর্থঃ। অশৌচ-মধ্যে ইতি এতন্মূলকস্তিক্তভক্ষাদিব্যবহারো বোধ্যঃ। অস্থিসঞ্চয়নাদিতি চতুর্থদিনে ব্রাহ্মণ-স্যাস্থিসঞ্চয়নং, বর্ণভেদেনাস্থিসঞ্চয়নকালঃ পূর্ব্বমুক্তঃ, যোষিতাং সংযোগো মৈথুনম্। দিবেতি সপিণ্ডৈর্যাবদশৌচং দিবৈব ভোক্তব্যমিত্যর্থঃ। সপিণ্ডানামিতি পুত্রস্য তু দ্বাদশাহ-মক্ষারলবণান্নাশনম্ ইতি বোধ্যম্। একাদশ্যামিতি অশৌচান্তাৎ দ্বিতীয়েঽহনীত্যর্থঃ॥১০২॥

বলা হইয়াছে—অশৌচের মধ্যে যত্নপূর্ব্বক সগোত্রজদিগকে ভোজন করাইবে।" বিষ্ণুপুরাণে বলা হইয়াছে—"অস্থি সঞ্চয়নের পর হইতে সপিণ্ডদিগের পক্ষে শয্যা ও আসনাদির উপভোগ বর্জ্জনীয় না হইলেও, তাহারা কিন্তু স্ত্রীদিগের সহিত সংযোগ অর্থাৎ মৈথুন করিবে না।" অপিচ "হে পার্থিব! অশৌচ-কালের মধ্যে প্রতিদিন প্রেতের উদ্দেশে মৃত্তিকাতে এক একটী পিণ্ডদান করিবে, এবং হে মনুজর্ষভ! কেবলমাত্র দিবাকালে মাংস সম্পর্ক রহিত অন্ন ভোজন করিবে।" এই বচনে সপিণ্ডদিগের পিণ্ডদান-যোগ্য দিবস পর্য্যন্ত মাংসসম্পর্ক রহিত অন্নভোজনের কথা উক্ত হওয়ায়, "যে পর্য্যন্ত দান করা না হয়, সে পর্য্যন্ত মৎস্য মাংস ভোজন করিবে না।" এই গৌতমসূত্রেও যে "আপ্রদান" কথাটী প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহা দ্বারা সপিণ্ডদিগের পক্ষে আদ্য-শ্রাদ্ধের দিন অবধিই যে, মাংস ভোজন নিষিদ্ধ হইয়াছে, ইহাই বুঝিতে হইবে, অর্থাৎ "একাদশীতে অযুগ্ম ব্রাহ্মণদিগকে মাংস ভোজন করাইবে।" এই কাত্যায়ন সূত্রোক্ত একাদশী শব্দটী যেমন আদ্য-শ্রাদ্ধীয় মাংসদানের

অথ পিণ্ডোদকাদিদানম্।

পারস্করঃ,—"প্রেতায় পিণ্ডং দত্ত্বাবনেজনপ্রত্যবনেজন-দানেষু নামগ্রহণং মৃন্ময়ে তাং রাত্রিং বিহায়সি ক্ষীরোদকে নিদধ্যুঃ। 'প্রেতাত্র স্নাহি, পিব চেদং ক্ষীর'মিত্যুচ্চার্য্যে"তি। অত্র 'দান'শব্দেন পিণ্ডদানমুক্তং, বহুবচনাৎ। তেনাবনেজন-পিণ্ডদানপ্রত্যবনেজনেষু নামগ্রহণং, নাম গৃহীত্বা প্রেতপিণ্ডানু-

---

অথ পিণ্ডোদকেতি। প্রেতায় পিণ্ডমিতি পুত্রাদের্ভোজনানন্তরঞ্চেৎ পিত্রাদিঃ ম্রিয়তে তদা কৃতভোজনোঽপি পুত্রাদিঃ পূরকপিণ্ডং ক্ষীরনীরাদিকঞ্চ দদ্যাদিতি ব্যবস্থা। মৃন্ময়ে পাত্রে ইতি শেষঃ। ক্ষীরোদকে ইতি দ্বিতীয়াদ্বিবচনান্তম্। বিহায়সি ত্রিকাষ্ঠি-কোপরি। অত্র প্রাচাং পরিপাটী,—ততঃ প্রথমদিনে সায়ংসময়ে জলং ক্ষীরঞ্চ মৃন্ময়-পাত্রদ্বয়ে কৃত্বা ওঁ অমুকগোত্র প্রেতামুকদেবশর্ম্মন্নেতত্তে পানার্থং ক্ষীরমুৎসৃজ্য পিব চেদং ক্ষীরমিতি বদেৎ,—ততঃ কৃতাঞ্জলিঃ ওঁ শ্মশানানলদগ্ধোঽপি পরিত্যক্তোঽসি বান্ধবৈঃ। ইদং নীরমিদং ক্ষীরমত্র স্নাহি ইদং পিব। আকাশস্থো নিরালম্বো বায়ুভূতো নিরাশ্রয়ঃ। অত্র স্নাত্বা ইদং পীত্বা স্নাত্বা পীত্বা সুখী ভব ইতি পঠিত্বা নিক্ষ্যামেবৈকত্র ত্রিমস্তরীকে স্থাপয়েৎ, প্রাতর্জ্জলে ক্ষিপেৎ, দশরাত্রদানে আশৌচিনঃ। তথা যাজ্ঞবল্ক্যঃ,—জলমেকাহমাকাশে স্থাপ্যং ক্ষীরঞ্চ মৃন্ময়ে। তস্মা-

---

দিনের উপলক্ষক, সেইরূপ গৌতমসূত্রোক্ত "আপ্রদান" শব্দটীও আদ্য-শ্রাদ্ধীয় মাংসদান দিনের উপলক্ষক বুঝিতে হইবে *। ১০২

অথ পিণ্ডোদক দান।

এক্ষণে পিণ্ড এবং উদক দানের কথা বলা হইতেছে।

পারস্কর বলিয়াছেন, "প্রেতকে পিণ্ডদান করিয়া অবনেজন, প্রত্যবনেজন এবং দান কার্য্যে প্রেতের নামগ্রহণ কর্ত্তব্য, সেই রাত্রে "হে প্রেত! তুমি এই জলে স্নান কর, এই দুগ্ধ পান কর" এই বলিয়া আকাশে দুগ্ধ এবং জল স্থাপন করিবে।" পারস্করের উক্ত সূত্রে "দান" শব্দটি বহুবচনান্তরূপে ব্যবহৃত হওয়ায় উহার অর্থ পিণ্ডদান, এইরূপই বুঝিতে হইবে। অতএব পারস্করের

---

* এই যে, আদ্য শ্রাদ্ধের দিন অবধি মৎস্য মাংস ভোজনের নিষেধ করা হইয়াছে, ইহা কেবল সপিণ্ডদিগের পক্ষেই, কারণ পুত্রের পক্ষে বার দিন অক্ষার লবণ ভোজন বিহিতই আছে।

ষ্ঠানং সমাপ্য, বিহায়সি রাত্রৌ ক্ষীরোদকে 'প্রেতাত্র স্নাহি পিব চেদং ক্ষীরমি'তি উচ্চার্য্য নিদধ্যুঃ। আদিপুরাণে,—

"প্রথমেঽহনি যো দদ্যাৎ প্রেতায়ান্নং সমাহিতঃ।
যত্নান্নবস্থ চান্যেষু স এব প্রদদাত্যপি॥
মৃন্ময়ং ভাণ্ডমাদায় নবং স্নাতঃ সুসংযতঃ।
সগুড়ং সর্ব্বদোষঘ্নং গৃহীত্বা তোয়মানয়েৎ॥
ততশ্চোত্তরপূর্ব্বস্যামগ্নিং প্রজ্বালয়েদ্দিশি।
তণ্ডুলপ্রসৃতী তত্র প্রক্ষাল্য দ্বিঃ পচেৎ স্বয়ম্॥
সপবিত্রৈস্তিলৈর্মিশ্রাং কেশকীটবিবর্জ্জিতাম্।
দ্বারোপান্তে ততঃ ক্ষিপ্ত্বা শুদ্ধাং বা গৌরমৃত্তিকাম্॥

বিধেয়মাকাশে দশরাত্রং পয়স্তথেতি মৎস্যপুরাণবচনং তৎ প্রেতোপকারাতিশয়ার্থম্। বহুবচনমিতি অবনেজনদানমিত্যর্থে তু দ্বিবচনং স্যাদিতি ভাবঃ। নামগ্রহণমিতি অমুক-গোত্র প্রেতামুকদেবশর্ম্মন্নবনেনিক্ষ্ব ইত্যাদিবাক্যেনেত্যর্থঃ। মৃন্ময় ইতি অত্রেদং বোধ্যং, যথা প্রচেতাঃ,—তোয়ার্থন্ত ততো গচ্ছেৎ গৃহীত্বা পুরুষং পুরঃ। গৃহীতলগুড়ং যত্নাৎ সর্ব্বদুষ্টনিবর্হণম্॥ পুরুষান্তরভাবে তু আদিপুরাণম্—মৃন্ময়ং ভাণ্ডমাদায়েত্যাদি। সামান্যতো দণ্ডধারণস্য প্রশংসা চ শ্রূয়তে যথা,—স্নানতঃ সংপ্রবিষ্টানাং দুষ্টানাঞ্চ নিবারণম্। অবষ্টম্ভনমায়ুষ্যং ভয়ঘ্নং দণ্ডধারণমিতি। তোয়মিতি পূরকপিণ্ডদানায়ান্নং কর্ত্তুমিত্যর্থঃ। প্রেতায়ান্নং পূরকপিণ্ডরূপম্। উত্তরপূর্ব্বস্যাং দিশি ঈশানকোণে। দ্বারোপান্তে ইতি

উক্ত সূত্রের এইরূপ অর্থ হইতেছে, অবনেজন, পিণ্ডদান এবং প্রত্যবনেজন কার্য্যে প্রেতের নাম গ্রহণপূর্ব্বক প্রেতপিণ্ড দান সমাপন করিয়া আকাশে রাত্রিকালে হে প্রেত! ইহাতে স্নান কর, এবং ইহা পান কর, এই বলিয়া দুগ্ধ এবং জল স্থাপন করিবে। 'আকাশে স্থাপন করিবে', ইহার তাৎপর্য্য—ত্রিকাষ্ঠের উপর মৃন্ময়পাত্রে রাখিবে। আদিপুরাণে বলা হইয়াছে—"যে ব্যক্তি প্রথম দিনে সমাহিতচিত্তে যত্নপূর্ব্বক প্রেতকে অন্নদান করিবে, সেই ব্যক্তিই অবশিষ্ট নয় দিনও অন্ন দান করিবে। স্নান করিয়া সুসংযতচিত্তে নূতন মৃন্ময়-ভাণ্ড গ্রহণপূর্ব্বক, সকল প্রকার দোষনাশক অর্থাৎ সকল প্রকার ভয়ের নিবারক, লগুড় হস্তে লইয়া জল আনয়ন করিবে। তাহার পর উত্তর পূর্ব্ব-দিকে অর্থাৎ ঈশানকোণে অগ্নি প্রজ্বালিত করিয়া, প্রসৃতি (এক অঞ্জলি) পরিমিত তণ্ডুল দুইবার প্রক্ষালিত করিয়া তাহাতে স্বয়ং পাক করিবে। পরে

তৎপৃষ্ঠে সংস্তরেদ্দর্ভান্ যাম্যাগ্রান্ কেশসম্ভবান্।
ততোঽবনেজনং দদ্যাৎ সংস্মরন্ গোত্রনামনী॥
তিলসর্পির্মধুক্ষীরৈঃ সাধিতং তপ্তমেব হি।
দদ্যাৎ প্রেতায় পিণ্ডন্তু দক্ষিণাভিমুখঃ স্থিতঃ॥
ফলমূলগুড়ক্ষীর-তিলমিশ্রন্তু কুত্রচিৎ॥
অর্ঘ্যৈঃ পুষ্পৈস্তথা দীপৈর্ধূপৈস্তোয়ৈঃ সুশীতলৈঃ।
ঊর্ণাতন্তুময়ৈঃ শুভ্রৈর্বাসোভিঃ পিণ্ডমর্চ্চয়েৎ॥
প্রয়াতি যাবদাকাশং পিণ্ডাদ্বাষ্পময়ী শিখা।

পূরকপিণ্ডদানং বাটীদ্বারদেশে কর্ত্তব্যং, তত্র শস্যমৃত্তিকয়া বেদীং কৃত্বা তত্র কুশাদিকং বিন্যস্য পিণ্ডাদিকং দদ্যাদিত্যর্থঃ। যাম্যাগ্রান্ দক্ষিণাগ্রান্ দেশসম্ভবানুত্তমদেশজাতান্। মৎস্যপুরাণে,—প্রেতীভূতস্য সততং ভুবি পিণ্ডং জলং তথা। সকুশং সতিলং দদ্যাদ্বহিরুদকসমীপতঃ॥ তথা পুলস্ত্যঃ,—তিলমিশ্রন্তু দর্ভেষু পিণ্ডং দক্ষিণতো হরেৎ। দ্বারদেশে প্রদাতব্যো দেবতায়তনেষু বা॥ শালিভিঃ শক্তুভির্বাপি শাকৈর্বাপ্যথ নির্ব্বপেৎ। প্রথমেঽহনি যদ্ দ্রব্যং তদেব স্যাদ্দশাহিকম্॥ দক্ষিণতো দক্ষিণাগ্রেষু কুশেষু। যত্তু, প্রেতপিণ্ডং বহির্দদ্যাদ্দর্ভমন্ত্রবিবর্জ্জিতমিতি মরীচিবচনে দর্ভবর্জ্জনমুক্তং তদকৃতচূড়া যে বালা যে চ গর্ভাদ্বিনিঃসৃতাঃ। মৃতা যে চাপ্যসংস্কারাস্তেষাং ভূমৌ প্রদীয়তে ইতি হারলতাবচনৈকবাক্যত্বাৎ ষণ্মাসাভ্যন্তরে মৃতস্য মোহাদ্দগ্ধস্য বিহিতকালেঽপ্যকৃতচূড়স্য বিহিতকালেঽপ্যকৃতোপনয়নস্য চ জ্ঞেয়ম্। মন্ত্রবর্জ্জনন্তু সামান্যপ্রকরণাৎ সর্ব্বস্যৈব পিণ্ডপ্রক্রিয়োপযোগি যাবন্মন্ত্রাণাং পাঠনিষেধকং মন্ত্রবর্জ্জনাচ্চ মণ্ডলিকারেখাকরণাদি-পিণ্ডপ্রক্রিয়াঃ সর্ব্বাঃ কার্য্যাঃ ইত্যায়াতম্। গুণনিরত্যা মুখ্যনিবৃত্তের্ন্যায্যত্বাৎ প্রেতপিণ্ডমিতি বচনাৎ চতুর্থাহাদিশ্রাদ্ধে মন্ত্রপাঠোঽস্ত্যেবেতি বোধ্যম্। কুত্রচিদিতি দ্বারোপান্তেঽন্যত্র বা জলসমীপাদৌ ইত্যর্থঃ। বাষ্পময়ী ধূমময়ী তৎসংমুখঃ ততস্তদনন্তরং সর্ব্বে

দ্বারোপান্তে কেশকীটসম্পর্ক শূন্য ও তিল দ্বারা মিশ্রিত অথবা কেবল শ্বেত মৃত্তিকা নিক্ষেপ করিয়া, উহার উপর দক্ষিণাগ্র করিয়া পবিত্র ভূমিতে জাত কুশ সকল আস্তরণ করিবে। তাহার পর গোত্র ও নাম উচ্চারণ করত তিল, ঘৃত, মধু এবং দুগ্ধ দ্বারা নিষ্পাদিত তপ্ত অবনেজন দান করিবে, এবং দক্ষিণাভিমুখ হইয়া প্রেতের উদ্দেশে পিণ্ডদান করিবে। এবং ঐ পিণ্ডকে কখনও কখনও ফল, মূল, গুড়, দুগ্ধ এবং তিলমিশ্রও করিবে। ঐ পিণ্ডকে অর্ঘ্য, পুষ্প, দীপ, ধূপ, সুশীতল জল এবং মেষলোমনির্ম্মিত বিশুদ্ধ বস্ত্রের

তাবত্তৎসম্মুখস্তিষ্ঠেৎ সর্ব্বং তোয়ে ততঃ ক্ষিপেৎ ॥
দিবসে দিবসে দেয়ঃ পিণ্ড এবংক্রমেণ তু ।
সদ্যঃশৌচেঽপি দাতব্যাঃ সর্ব্বেঽপি যুগপত্তথা ॥
ত্র্যহাশৌচে প্রদাতব্যাঃ প্রথমে ত্বেক এব হি ।
দ্বিতীয়েঽহনি চত্বারস্তৃতীয়ে পঞ্চ চৈব হি ॥
একস্তোয়াঞ্জলিস্ত্বেবং পাত্রমেকঞ্চ দীয়তে ।
দ্বিতীয়ে দ্বে তৃতীয়ে ত্রীন্ চতুর্থে চতুরস্তথা ॥
পঞ্চমে পঞ্চ ষষ্ঠে ষট্ সপ্তমে সপ্ত এব চ ।
অষ্টমেঽষ্টৌ চ নবমে নবৈব দশমে দশ ॥
যেন স্যুঃ পঞ্চপঞ্চাশত্তোয়স্যাঞ্জলয়ঃ ক্রমাৎ ।

পিণ্ডা যুগপদেকস্মিন্ দিনে। প্রথমে প্রথমেঽহনি। একঃ একঃ পিণ্ডঃ একস্তোয়াঞ্জলিরিতি প্রথমেঽহনি পিণ্ডসমীপে একস্মিন্ আমপাত্রে একস্তোয়াঞ্জলির্দেয়ঃ। দ্বিতীয়েঽহনি পিণ্ডসমীপে আমপাত্রদ্বয়ে তোয়াঞ্জলিদ্বয়ং দেয়ম্, এবং ক্রমেণ বোধ্যম্। তোয়াঞ্জলিদানমমন্ত্রকং বোধ্যম্। শুদ্ধিকৌমুদ্যাং পারস্করঃ,—অবনেজনবৎ পিণ্ডপ্রত্যবনেষু জলেষু নামগ্রহণমিতি। অত্রাবনেজনবয়পিণ্ডদানে এবৈব নামগ্রহণনিয়মাৎ অন্যেষু জলাঞ্জলিমাল্যার্ঘ্যগন্ধপুষ্পধূপদীপোর্ণাতন্তুদানাদিষু নামগ্রহণং ন কার্য্যং, কিন্তু এষ তে জলাঞ্জলিরিত্যাদিপ্রয়োগমাত্রমিত্যুক্তম্। পাত্রম্,আমপাত্রম্, তোয়পাত্রাণি আমপাত্রাণি, আমমৃচ্ছকলাদিনেতি ছন্দোগপরিশিষ্টাৎ। তাবন্তি পঞ্চ-

দ্বারা অর্চ্চিত করিবে। যে পর্য্যন্ত ঐ উত্তপ্ত পিণ্ড হইতে বাষ্পময়ী শিখা আকাশে উদ্গত হইবে, তাবৎকাল পিণ্ডসম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া থাকিবে। তাহার পর ঐ সকল বস্তু জলে নিক্ষেপ করিবে। প্রতিদিনই এইরূপ ক্রমে পিণ্ডদান করিবে, সদ্যঃশৌচ স্থলেও সমুদয় পিণ্ডগুলি একবারে প্রদান করিবে।” ত্র্যহাশৌচস্থলে প্রথম দিনে একটী পিণ্ডই প্রদান করিবে, দ্বিতীয় দিনে চারিটী, এবং তৃতীয় দিনে পাঁচটী পিণ্ড প্রদান করিবে। এবং প্রথম দিনে জলাঞ্জলির নিমিত্ত একটী পাত্র প্রদান করিবে, দ্বিতীয় দিনে দুইটী, তৃতীয় দিনে তিনটী, চতুর্থ দিনে চারিটী, পঞ্চম দিনে পাঁচটী, ষষ্ঠ দিনে ছয়টী সপ্তম দিনে সাতটী, অষ্টম দিনে আটটি, নবম দিনে নয়টি এবং দশম দিনে দশটী পাত্র প্রদান করিবে। যেহেতু এইরূপ ক্রমে বর্দ্ধিত হইয়া শেষ দিনে

তোয়পাত্রাণি তাবন্তি সংযুক্তানি তিলাদিভিঃ॥” অত্রা“হঃ” পদমহোরাত্রপরম্।

“রাহুদর্শনসংক্রান্তিবিবাহাত্যয়বৃদ্ধিষু।

স্নানদানাদিকং কুর্য্যু র্নি”শি কাম্যব্রতেষু চ॥ ইতি দেবলবচনে “অত্যয়ে” মরণে রাত্রাবপি স্নানদানাদিবিধানাৎ। এবমেব শ্রাদ্ধবিবেকঃ। অতএব প্রাগুক্তবিষ্ণুপুরাণবচনে“হন্যু-দিনমি”তি, “দিবা” চেতি পৃথগুক্তম্। পিণ্ডদানে অন্বহ্নিন-মিত্যত্র ‘দিনপদ’শ্রবণাৎ দিনপদমহোরাত্রপরম্, ভোজনে ‘দিবা’ চেতি দিবাপদং সূর্য্যাবচ্ছিন্নকালপরম্। অন্যথা পূর্ব্বত্রাপি

পঞ্চাশৎসংখ্যকানি, তিলাদিভিরিতি আদিনা পুষ্পাদিপরিগ্রহঃ। প্রথমেঽহনি সো দদ্যাদিত্যত্রাহোরাত্রপরমিতি তেন রাত্রাবপি পিণ্ডদানং কার্য্যমিতি ভাবঃ। অর্ঘ্যাদিভিরর্ণাভন্তবস্ত্রান্তেঃ পিণ্ডার্চ্চনং তূষ্ণীমেব কার্য্যং ন তু নামগোত্রাদ্যুল্লেখঃ, তূষ্ণীং প্রসেচনং পুষ্পং ধূপং দীপং তথৈব চ ইতি শুনঃপুচ্ছবচনাৎ। প্রাগুক্তবিষ্ণুপুরাণে ইতি দদ্যাত্ততোঽন্বহ্নিনং পিণ্ডং প্রেতায় ভুবি পার্থিব। দিবা চ ভক্তং ভোক্তব্যমমাংসং মনুজর্ষভ ইতি প্রাগুক্তেত্যর্থঃ। সূর্য্যাবচ্ছিন্নেতি তথাচ মরণাশৌচে রাত্রৌ ন ভোক্তব্যং কিন্তু দিবৈবেতি ভাবঃ। পূর্ব্বত্রাপি অন্বহ্নিনমিত্যত্রাপি, তথাত্বে সূর্য্যাবচ্ছিন্ন-

পঞ্চাশটী অঞ্জলির সংখ্যা হয়, এই জন্য তাবৎ পরিমিত জলপাত্র প্রস্তুত করিবে।” পূর্ব্বোক্ত “প্রথম দিনে” ইত্যাদি বচনে যে ‘অহঃ’ শব্দটী আছে, তাহাতে অহোরাত্র এই উভয়কেই বুঝিতে হইবে। কারণ “রাহুদর্শন (গ্রহণ), সংক্রান্তি, বিবাহ, মৃত্যু, পুত্রজননাদি বৃদ্ধি সময়ে, এবং কাম্যব্রতে রাত্রিতে স্নান দানাদি করিতে পারে।” এই দেবলবচনে মরণেও রাত্রিকালে স্নান-দানের বিধান হইয়াছে। শ্রাদ্ধবিবেককারও ঐ কথা বলেন। এইজন্যই পূর্ব্বোক্ত বিষ্ণুপুরাণের বচনে ‘অন্বহ্নিন’ এবং ‘দিবা’ এই দুইটী শব্দ পৃথক্ পৃথক্ করিয়া উক্ত হইয়াছে। পিণ্ডদান বিষয়ে অন্বহ্নিন এই শব্দটী ব্যবহার করায় দিন শব্দটি অহোরাত্রেরই বোধ করাইতেছে। এবং ভোজন বিষয়ে যে “দিবা” শব্দের ব্যবহার করা হইয়াছে, ঐ দিবা শব্দের অর্থ—সূর্য্য-কিরণাবচ্ছিন্নকালমাত্র। কারণ এরূপ না বলিলে, দিন শব্দের অর্থও যদি ‘সূর্য্যকিরণাবচ্ছিন্নকাল মাত্র’ এইরূপ করা হয়, তাহা হইলে বচনে ‘দিবা চ’ এই

তথাহে দিবা চেতি পৌনরুক্ত্যাপত্তেঃ। এতেন দিবসপদশ্রবণাৎ 'রাত্রৌ পিণ্ডো ন দেয়' ইতি মৈথিলমতমপাস্তম্।

অত্র "দশদিনপর্য্যন্তং পিণ্ডদানাভিধানাৎ, 'পিণ্ডযজ্ঞাবৃতা দেয়ং প্রেতায়ান্নং দিনত্রয়মি'তি যাজ্ঞবল্ক্যীয়দিনত্রয়পিণ্ডদানমাবশ্যকার্থমস্পৃশ্যত্বেঽপি তদ্দানার্থঞ্চে"তি হারলতাদয়ঃ। "স এব" ইত্যেবকারাৎ প্রথমপিণ্ডদাতৈব দশপিণ্ডদানেঽধিকারীতি দর্শয়তি। তেন যদি পুত্রাদেরসন্নিধানেঽন্যেন প্রথমপিণ্ডো দত্তঃ, পুত্রাদেরাগমনেঽপি দাশাহিকপিণ্ডদানং পুত্রাদিনা ন কর্ত্তব্যং, পুত্রাদিস্তু দাশাহিকপিণ্ডদানব্যতিরিক্তং কর্ম্মসমস্তং কুর্য্যাৎ, ইতি হারলতা। আশ্বলায়নগৃহ্যপরিশিষ্টম্,—

কালপরত্বে। দিবসপদেতি দিবসবাচকপদেত্যর্থঃ। তাদৃশপদঞ্চ প্রথমেঽহনীত্যত্রাহঃপদম্ অস্থিনিমিত্তাত্র দিনপদম্। পিণ্ডযজ্ঞাবৃতা পিণ্ডদানপরিপাট্যা প্রেতপিণ্ডদানমিত্যর্থঃ। দিনত্রয়েতি তথাচ শক্তেনাপি দিনত্রয়ং প্রেতায়ান্নমবশ্যং দেয়মিত্যর্থঃ। স এবেতি

কথাটির পুনরুক্তি হইয়া পড়ে। এই যে সিদ্ধান্ত করা হইল, ইহা দ্বারা মৈথিলগণ যে ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, বচনে 'দিবস' এই পদটী ব্যবহৃত হওয়ায়, 'রাত্রে পিণ্ডদান করিবে না' এই ব্যবস্থাও খণ্ডিত হইল। উক্ত আদিপুরাণীয় বচনে দশম দিন অবধি পিণ্ডদানের বিধি কথিত হওয়ায়, যাজ্ঞবল্ক্য যে বলিয়াছেন, "প্রেতকে দিনত্রয় যাবৎ পিণ্ডদানের পরিপাটীক্রমে পিণ্ডদান করিবে" এই বচন দ্বারা দিনত্রয় যে পিণ্ডদানের বিধান করা হইয়াছে, তাহাতে এইমাত্র জানান হইয়াছে যে, ঐ তিন দিন পিণ্ডদান অবশ্য কর্ত্তব্য, অর্থাৎ ঐ দিনত্রয় অস্পৃশ্যত্ব থাকিলেও পিণ্ডদানের ব্যাঘাত হইবে না, হারলতাদিতে এইরূপই মীমাংসা করা হইয়াছে। উক্ত বচনে "স এব" (সেই ব্যক্তিই), এইরূপে "এব"কারের ব্যবহার হওয়ায়, প্রথম পিণ্ডদানকর্ত্তাই যে দশ পিণ্ডদানের অধিকারী ইহাই দেখান হইয়াছে—মৃত্যুকালে পুত্রাদির অসন্নিধান বশতঃ যদি অপর ব্যক্তি প্রথম পিণ্ডদান করে, পরে পুত্রাদির আগমনের পরও দশ দিন যাবৎ কর্ত্তব্য পিণ্ডদান সেই ব্যক্তিই করিবে, পুত্রাদি আর করিবে না। পুত্রাদি দশ পিণ্ডদান ছাড়া আর আর সমুদয়

"অসগোত্রঃ সগোত্রো বা যদি স্ত্রী যদি বা পুমান্।
প্রথমেঽহনি যো দদ্যাৎ স দশাহং সমাপয়েৎ॥" ন চ
ভরতকর্ত্তৃকপিণ্ডদানমত্রয়ম্,—
"ঐঙ্গুদং বদরোন্মিশ্রং পিণ্যাকং দর্ভসংস্তরে।
ন্যুপ্য পিণ্ডং ততো রাম ইদং বচনমব্রবীৎ॥
ইদং ভুঙ্‌ক্ষ্ব মহারাজ প্রীতো যদশনা বয়ম্।
যদন্নঃ পুরুষো রাজংস্তদন্নাঃ পিতৃদেবতাঃ॥" ইত্যযোধ্যা-
কাণ্ডে পিণ্ডদানশ্রবণাৎ প্রধানাধিকারিণাপি দশপিণ্ডা দেয়া ইতি
বাচ্যম্, তত্র,—
"ভরতশ্চেৎ প্রতীতঃ স্যাদ্রাজ্যং প্রাপোদমুত্তমম্।
প্রেতার্থং যৎ স মে দদ্যান্মাং তৎ সমুপাগমৎ॥"

স এবান্নং দদা'ত্যশীতোত্ততংস্থলীয়েত্যর্থঃ। পিণ্যাকং খলীতি খ্যাতম্, ন্যুপ্যেতি দত্ত্বা

প্রেতকার্য্যই করিবে। হারলতার আবলায়নগৃহ্যপরিশিষ্ট হইতে এ বিষয়ে প্রমাণ স্বরূপ বক্ষ্যমাণ বচনটী উদ্ধৃত করা হইয়াছে—'অসগোত্রই হউক, আর সগোত্রই হউক, পুরুষই হউক, বা স্ত্রীই হউক, প্রথম দিনেতে যে পিণ্ডদান করিবে, দশ পিণ্ডদান সে-ই করিবে।' কেহ আশঙ্কা করিয়াছিল, তুমি যে সিদ্ধান্ত করিতেছ, যে ব্যক্তি প্রথম পিণ্ডদান করিবে, সে ব্যক্তিই দশপিণ্ডদান করিবে, ইহা কিরূপ হইল? দেখ, আমরা রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে দেখিতে পাই, ভরত প্রথম পিণ্ডদান করিয়াছিলেন, তাহার পর রাম ইঙ্গুদী ফল এবং বদরী ফলমিশ্রিত তিলবাটা দ্বারা প্রস্তুত পিণ্ড দর্ভ-সংস্তরে স্থাপিত করিয়া এই বাক্য বলিয়াছিলেন—"হে মহারাজ! আপনি প্রীত হইয়া এই পিণ্ড ভোজন করুন। এক্ষণে আমরা এই সকল অন্ন ভক্ষণ করিয়াই দিন কাটাইতেছি, মনুষ্য যাহা যে অন্নভোজন করিবে, পিতৃ ও দেবতাদিগকেও সেই অন্ন ভোজন করাইবে।" এইরূপ রামকর্ত্তৃক পুনর্ব্বার পিণ্ডদানের কথা থাকায়, অপরে প্রথম পিণ্ডাদি দান করিলেও প্রধান অধিকারীরও যে দশ পিণ্ডের মধ্যে অবশিষ্ট পিণ্ডদান কর্ত্তব্য, ইহাই ত বুঝাইতেছে। ইহার উত্তরে স্মার্ত্ত বলিতেছেন, এরূপ আপত্তি করিতে পার না, কারণ ঐ রামায়ণেই "ভরত এই উত্তম রাজ্য প্রাপ্ত হইয়া

ইত্যযোধ্যাকাণ্ডে দশরথশাপাত্তৎকৃতমপি অকৃতমেব পুনস্তৎ-করণম্, অন্যত্র তু "স এব" ইত্যনেনান্যাধিকারনিবৃত্তেঃ। "স এব প্রদদাত্যত্রা"পি অবধারণেঽব্যয়ানামনেকার্থত্বাৎ। অত এবাপিশব্দো বহুতরেষেবাদিপুরাণবচনেষু নিশ্চয়ার্থ ইতি হার-লতা, তেন সএব দদ্যাদিত্যর্থঃ। পুত্রাদ্যসন্নিধৌ, যেন সগোত্রা-দিনা দাহসংস্কারঃ কৃতস্তেনৈব দাশাহিকপ্রেতকর্ম্ম কর্ত্তব্যং,

ইত্যর্থঃ। পিতৃদানং নিবাপঃ স্যাদিত্যমরঃ। প্রতীতঃ স্যাং অহং রাজেতি জ্ঞানবান্ স্যাং। তৎকৃতং ভরতকৃতং, প্রতীতঃ স্যাং অহং রাজেতি জ্ঞানাভাবাৎ, তস্য পুনর্দানং পিণ্ডস্য শ্রীরামেণ পুনর্দানমিত্যর্থঃ। অন্যত্র ত্বিতি শ্রীরামভিন্নস্থলে ইত্যর্থঃ। যত্র শাপাদির্নাস্তি তত্র ত্বিতি ভাবঃ। বহুতরেষিতি সদ্যঃশৌচেঽপি দাতব্যাঃ সর্ব্বেঽপি যুগপত্তদ্বৎবেত্যাদিবিত্যর্থঃ। স এব দদ্যাদেব ইতি প্রথমৈবকারেণ তদ্ভিন্নস্য দাতৃত্বং ব্যবচ্ছিদ্যতে, দ্বিতীয়েবকারেণ দানস্যাবশ্যকত্বং ব্যবস্থাপ্যতে ইতি।

যদি প্রীত হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমার প্রেতক্রিয়া নির্ব্বাহার্থ সে আমার উদ্দেশে যাহা দান করিবে, তাহা আমি গ্রহণ করিব না," এইরূপ দশরথ-কর্ত্তৃক ভরতের প্রতি অভিশাপ দৃষ্ট হয়, সুতরাং ভরতকর্ত্তৃক প্রথম পিণ্ডদানাদি কৃত হইলেও, উহা না করার মধ্যে গণ্য হওয়াতেই পুনর্ব্বার রামকর্ত্তৃক উহার অনুষ্ঠান করা হইয়াছে। অতএব রাম ও ভরতের দৃষ্টান্ত ছাড়িয়া সাধারণের পক্ষে এইরূপ সিদ্ধান্ত করিতে হইবে যে, যখন মুনিবচনে 'স এব' (সেই ব্যক্তিই), এইরূপ এবকারের নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, তখন অবশিষ্ট পিণ্ডদানে প্রথম দাতা ভিন্ন অপরের অধিকার নিবৃত্ত করাই হইয়াছে। উক্ত বচনে 'প্রদদাত্যপি' এই যে 'অপি' শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে, ঐ 'অপি' শব্দের অর্থ এখানে অবধারণ, কারণ অব্যয়দিগের নানা অর্থ দৃষ্ট হইয়া থাকে। এই জন্যই হারলতায় বলা হইয়াছে, আদিপুরাণের অনেক বচনেই অপি শব্দের নিশ্চয়ার্থে ব্যবহার দৃষ্ট হয়, অতএব সেই ব্যক্তিই অবশিষ্ট পিণ্ডদান করিবে, এইরূপ নিশ্চয় করিয়া বলিবার জন্যই 'অপি' শব্দের প্রয়োগ করা হইয়াছে। এবং মিতাক্ষরার প্রথমাধ্যায়ে এইরূপ সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে, যে, "পুত্রাদির অসন্নিধান স্থলে যে কোন সগোত্রাদি ব্যক্তি মৃতের দাহরূপ সংস্কার করিবে। দশদিন কর্ত্তব্য প্রেতক্রিয়াসকল সেই ব্যক্তিই করিবে।

প্রাগুক্ত"অসগোত্রঃ সগোত্রো বে"তি বচনাদিতি প্রথমাধ্যায়-মিতাক্ষরা। অতএব কর্ম্মোপদেশিন্যাং বায়ুপুরাণম্,—

"অসগোত্রঃ সগোত্রো বা যদি স্ত্রী যদি বা পুমান্।
যশ্চাগ্নিদাতা প্রেতস্য পিণ্ডং দদ্যাৎ স এব হী"তি ॥

অত্রেদং বীজম্, আরব্ধপূর্ব্বক্রিয়স্য তৎসমাপনমাবশ্যক-মিতি বক্ষ্যমাণাধিকারিপ্রকরণস্থবিষ্ণুপুরাণবচনাৎ। এবঞ্চ হার-লতায়াং—"যেন প্রথমঃ পিণ্ডো দত্ত" ইতি তৎপ্রতিপাদক-বচনঞ্চ পূর্ব্বক্রিয়ারম্ভপ্রদর্শনপরম্। কিঞ্চ,—

"সপিণ্ডীকরণান্তানি যানি শ্রাদ্ধানি ষোড়শ।
পৃথক্ নৈব সুতাঃ কুর্য্যুঃ পৃথক্দ্রব্যা অপি ক্বচিৎ ॥" ইতি

আরব্ধেতি দাহমধিকৃত্য দশপিণ্ডদানাশৌচান্তদ্বিতীয়দিবসীয়স্নানাদিস্পর্শপর্য্যন্ত পূর্ব্ব-ক্রিয়া, আদ্যৈকোদ্দিষ্টমারভ্য সপিণ্ডনপর্য্যন্তা মধ্যক্রিয়া, তদুত্তরকর্ত্তব্যাসাংবৎসরিক-

কারণ, পূর্ব্বোক্ত "সগোত্রই হউক, আর অসগোত্রই হউক" ইত্যাদি বচনে এইরূপ ব্যবস্থাই করা হইয়াছে। এই হেতুই কর্ম্মোপদেশিনী নামক গ্রন্থে বায়ুপুরাণের এই বিষয়ক একটী বচন উদ্ধৃত করা হইয়াছে; যথা—"অসগোত্রই হউক, আর সগোত্রই হউক, পুরুষই হউক, আর স্ত্রীই হউক, প্রেতকে যে অগ্নিদান করিবে, সেই ব্যক্তিই দশপিণ্ড দান করিবে," অগ্নিদাতা কর্ত্তৃকই যে, দশ পিণ্ডদান করা বিহিত হইয়াছে, তাহার বীজ এই—যে ব্যক্তি কর্ত্তৃক মৃতের পূর্ব্ব ক্রিয়া আরম্ভ করা হইয়াছে * সেই ব্যক্তিরই যে, সম্পূর্ণ পূর্ব্ব ক্রিয়াগুলি সম্পাদন করা উচিত, ইহা প্রদর্শন করা। এই ব্যবস্থা অধিকারীর প্রকরণে উল্লিখিত বক্ষ্যমাণ বিষ্ণুপুরাণের বচনে প্রদর্শিত হইবে। যদি এইরূপ হইল, তাহা হইলে হারলতায় "যে ব্যক্তি প্রথম পিণ্ডদান করিয়াছে", ইত্যাদি বচনস্থিত 'পিণ্ড-দান' শব্দদ্বারা পূর্ব্বক্রিয়ার আরম্ভ অর্থাৎ দাহাদি কার্য্যের সূচনা করা হইয়াছে।

* মৃত ব্যক্তির উদ্দেশে যে সকল কার্য্য করা হয়, তাহা সাধারণতঃ তিন ভাগে বিভক্ত (১) পূর্ব্বক্রিয়া, (২) মধ্যক্রিয়া এবং (৩) উত্তরক্রিয়া। দাহ হইতে দশপিণ্ডান্ত কার্য্যগুলিকে পূর্ব্বক্রিয়া বলে, আদ্য শ্রাদ্ধ হইতে সপিণ্ডান্ত কার্য্যগুলিকে মধ্যক্রিয়া বলে, এবং সাম্বৎসরিক ও পার্ব্বণাদি কার্য্য সকলকে উত্তরক্রিয়া বলে। অতএব যে ব্যক্তি কোন মৃতের পূর্ব্বক্রিয়া আরম্ভ করিবে, সেই ব্যক্তিকেই যে, সম্পূর্ণ পূর্ব্ব ক্রিয়ার সম্পাদন করিতে হইবে, ইহাই শাস্ত্রের অভিপ্রায়।

লঘুহারীতেন মধ্যক্রিয়ায়াঃ পৃথক্‌নিষেধাৎ, সুতরাং পূর্ব্বক্রিয়াস্তু তথৈব যুক্তত্বাচ্চ, অন্যথা সর্ব্বপুত্রাণাং প্রত্যেকং পিণ্ডদানাপত্তেঃ। অত্রেদং বীজং, পূর্ব্বক্রিয়ায়া আতিবাহিকদেহত্যাগোত্তরদেহান্তরজননং, মধ্যমক্রিয়ায়া অপি প্রেতত্বপরিহারোত্তরদেহান্তরজননম্, ততশ্চৈকদৈব তৎসিদ্ধৌ, পুনস্তৎকরণং বচনাভাবেঽনর্থকম্।

পার্ব্বণাদিকা উত্তরা ক্রিয়েতি। পিণ্ডদানাপত্তেঃ পূর্ব্বপিণ্ডদানাপত্তেঃ। দেশান্তরজননমিতি মরণোত্তরং বয়োবস্থাদিভিঃ পূর্ব্বশরীরসদৃশং তদভিন্নত্বেন জায়মানম্ আতিবাহিকশরীরং ভবতি, তন্নাশঃ প্রেতশরীরপরিগ্রহশ্চ পূর্ব্বক্রিয়য়া ক্রিয়তে। মধ্যমক্রিয়য়া তু প্রেতশরীরনাশঃ ভোগদেহশ্চ ক্রিয়তে ইতি শরীরত্রয়ং কেচিন্মন্যন্তে। অপরে তু আতিবাহিকশরীরমেব প্রেতশরীরং তন্নাশং প্রতি ভোগদেহং প্রতি চ পূর্ব্বক্রিয়া মধ্যক্রিয়া চ দণ্ডচক্রাদিন্যায়েন দ্বয়মেব হেতুঃ ইতি শরীরদ্বয়মেব মন্যন্তে; এতন্মতদ্বয়ানুসারেণ স্মার্ত্তগ্রন্থো যোজনীয়ঃ। প্রেতত্বপরিহারোত্তরেতি প্রেতশরীরমেব প্রেতদেহনাশোত্তরেত্যর্থঃ প্রেতত্বং প্রেতশরীরবত্ত্বম্। একদা পিণ্ডদানক্রিয়য়া।

আরও একটী কথা, "সপিণ্ডীকরণান্ত যে ষোলটী শ্রাদ্ধের কথা বলা হইয়াছে, পুত্রগণ পরস্পর পৃথগন্ন হইলেও পৃথক্‌রূপে কখনই তাহাদের অনুষ্ঠান করিবে না।" এই লঘুহারীতের বচনে সপিণ্ডীকরণান্ত ষোড়শ শ্রাদ্ধরূপ মধ্যক্রিয়ার যখন বিভক্ত পুত্রদিগের প্রত্যেকের পৃথক্ পৃথক্ অনুষ্ঠান নিষিদ্ধ হইয়াছে, তখন দশপিণ্ডদানান্ত পূর্ব্বক্রিয়াও যে একজনেরই কর্ত্তব্য, ও পৃথক্‌রূপে কর্ত্তব্য না, ইহাও যুক্তিসিদ্ধ হইতেছে; এরূপ না বলিলে, সকল পুত্রের প্রত্যেকেরই দশপিণ্ড দান করা কর্ত্তব্য বলিয়া আশঙ্কা হইতে পারে। ইহার তাৎপর্য্য এই— যেমন সপিণ্ডান্ত ষোড়শশ্রাদ্ধ একজন করিলেই অপরের আর করিতে হয় না, সেইরূপ দশপিণ্ডদানান্ত কর্ম্মগুলি যে কোনও একব্যক্তি করিলেই পুত্রাদি অধিকারীর আর উহা করিতে হইবে না। এইরূপ সিদ্ধান্তের প্রতি বীজ এই যে, দশপিণ্ডদানাদি পূর্ব্বক্রিয়ানুষ্ঠানের প্রয়োজন এই যে, উহাদ্বারা আতিবাহিক দেহ নাশ করিয়া প্রেতদেহরূপ অপর একটী দেহের উৎপাদন করা হয় এবং সপিণ্ডান্ত মধ্যমক্রিয়ার প্রয়োজনও প্রেতত্ব পরিহারপূর্ব্বক আর একটী কর্ম্মভোগকারী দেহের উৎপাদন করা। অতএব যে কোন একব্যক্তি কর্ত্তৃক একবার দশপিণ্ডদানান্ত পূর্ব্বক্রিয়ার অনুষ্ঠানে যখন দেহান্তর

তথাচ বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে—

"তৎক্ষণাদেব গৃহ্লাতি শরীরমাতিবাহিকম্।

ঊর্দ্ধং ব্রজন্তি ভূতানি ত্রীণ্যস্মাত্তস্য বিগ্রহাৎ॥"

"ত্রীণি ভূতানি" তেজোবায়্বাকাশানি। পৃথিবীজলে তু অধো গচ্ছতঃ। তৎক্ষণাম্মৃত্যুক্ষণাৎ। তথা,—

"আতিবাহিকসংজ্ঞোঽসৌ দেহো ভবতি ভার্গব।

কেবলং তন্মনুষ্যাণাং নান্যেষাং প্রাণিনাং ক্বচিৎ॥" তথা,—

"প্রেতপিণ্ডৈস্তথা দত্তৈর্দ্দেহমাপ্নোতি ভার্গব।

ভোগদেহমিতি প্রোক্তং ক্রমাদেব ন সংশয়ঃ॥

প্রেতপিণ্ডা ন দীয়ন্তে যস্য তস্য বিমোক্ষণম্।

শ্মাশানিকেভ্যো দেবেভ্য আকল্পং নৈব বিদ্যতে॥

তত্রাস্য যাতনা ঘোরাঃ শীতবাতাতপোদ্ভবাঃ।

ঊর্দ্ধমিতি ত্রীণি ভূতানি তেজোবায়্বাকাশানি ঊর্দ্ধং গচ্ছন্তীত্যর্থঃ; পৃথিবীজলে তু গুরুত্বাৎ পৃথিব্যামেব তিষ্ঠতঃ। তথাচ ঊর্দ্ধগততেজোবায়্বাকাশপ্রধানকম্ অতিবাহিক-শরীরং ভবতি, পার্থিবশরীরভোগোপষ্টম্ভোঽপ্যস্তীতি বোধ্যম্। তথাচ শ্মাশানিকৈরুক্তং

উৎপাদনরূপ প্রয়োজনের সিদ্ধি হইতেছে, তখন পুনর্ব্বার বিশেষ বচন ব্যতিরেকে তাহার অনুষ্ঠান করা সম্পূর্ণ নিরর্থক ভিন্ন আর কিছুই নহে। এই দেহান্তরপ্রাপ্তি বিষয়ে বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে এইরূপ লিখিত হইয়াছে— "মৃত্যুর পরেই জীব অতিবাহিক দেহ গ্রহণ করে, এবং উহার মৃতদেহ হইতে তেজ, আকাশ এবং বায়ু এই তিনটী ভূত ঊর্দ্ধে গমন করে।" এবং অবশিষ্ট দুইটী ভূত পৃথিবী ও জল অধোদিকে গমন করে। এবং "হে ভার্গব! অতিবাহিক নামে অভিহিত দেহ কেবল মনুষ্যদিগেরই হইয়া থাকে, অপর জন্তুদিগের ঐ দেহ হয় না।" ইহার পর বলা হইয়াছে—"হে ভার্গব, প্রদত্ত প্রেত-পিণ্ডের দ্বারা ক্রমশঃ যে ভোগদেহ প্রাপ্ত হয়, এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। যাহার উদ্দেশে প্রেতপিণ্ড প্রদত্ত না হয়, সে ব্যক্তির শ্মশানাধিষ্ঠাত্রী দেবযোনিবিশেষের হাত হইতে কল্পান্ত পর্য্যন্ত মুক্তি হয় না, এবং সেই অবস্থায় তাহার শীত বাত এবং আতপজনিত ঘোর যন্ত্রণা সকল ভোগ হইয়া থাকে।

হতঃ সপিণ্ডীকরণে বান্ধবৈঃ স কৃতে নরঃ ॥
পূর্ণে সংবৎসরে দেহমতোহন্যং প্রতিপদ্যতে ।
ততঃ স নরকে যাতি স্বর্গে বা স্বেন কর্ম্মণা ॥"

তথাচ বায়ুপুরাণম্,—
"পূরকেণ তু পিণ্ডেন দেহো নিষ্পাদ্যতে যতঃ ।
কৃতস্য করণাযোগাৎ পুনর্নাবর্ত্তয়েৎ ক্রিয়াম্ ॥"

অতএবাতিবাহিকদেহপরিত্যাগায় তৎকালীনকর্ম্মাসমর্থপুত্র-সত্ত্বেঽপ্যন্যেন দাহাদিঃ ক্রিয়তে ।

"পিতৃমাতৃসপিণ্ডৈশ্চ সমানসলিলৈস্তথা ।
সংঘাতান্তর্গতৈর্ব্বাপি রাজ্ঞা বা ধনহারিণা ।
পূর্ব্বাঃ ক্রিয়াস্তু কর্ত্তব্যাঃ পুত্রাদ্যৈরেব চোত্তরাঃ ॥" ইতি বিষ্ণুপুরাণবচনেন,

---

যদ্ভূতজাতংপাথিকতামুপৈতি তদ্ভৌতিকং দেহমুদাহরন্তি ॥ ইতি। মৃত্যুক্ষণাৎ কৃত্যক্ষণমধিকৃত্য ইত্যন্বয়ঃ। যতঃ হেতোঃ কৃতস্য দেহস্য। ক্রিয়াং পূরকপিণ্ডদানক্রিয়াম্। সংঘাতান্তর্গতৈঃ একগ্রামস্থসজাতীয়ৈঃ শ্রোত্রিয়াদিভিঃ। এতচ্চ বক্ষ্যতি পুত্রাদ্যৈরেব

তাহার পর সম্বৎসর পূর্ণ হইলে বান্ধবগণ সপিণ্ডীকরণ করিলে পর, এই ভোগ-দেহ হইতে অপর একটী দেহ প্রাপ্ত হয়, সেই দেহ প্রাপ্ত হইয়া নিজের কর্ম্মানু-সারে স্বর্গে বা নরকে গমন করে।" দশপিণ্ডাদি যে কোন ব্যক্তি দান করিলেই সিদ্ধ হইবে, প্রকৃত অধিকারীর পুনরায় উহাদের আর অনুষ্ঠান করিতে হইবে না এ সম্বন্ধে বায়ুপুরাণের প্রমাণ যথা—"যেহেতু পূরকপিণ্ড দ্বারা ভোগদেহ নিষ্পাদিত হয়, অতএব যে উদ্দেশে কোন কার্য্যের অনুষ্ঠান করা হয়, সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইলে উক্ত কার্য্যের যেমন আর অনুষ্ঠান করিতে হয় না, সেইরূপ যে কোন ব্যক্তির প্রদত্ত পূরক পিণ্ডদ্বারা প্রেতদেহ নিষ্পাদিত হওয়ায়, ঐ পূরক পিণ্ড দান পুনরায় আর আবশ্যক হয় না।" এই ... প্রেতব্যক্তির মৃত্যুর পর ... আতিবাহিক দেহ প্রাপ্ত হইয়াছে তাহা পরিত্যাগ করাইবার নিমিত্ত, তৎকালীন কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিতে পুত্র অসমর্থ হইলে, অপরে দাহাদি করিয়া থাকে। কারণ,—"পিতা, মাতা, সপিণ্ড, সমানোদক, এবং এক-

"মিত্রবন্ধুসপিণ্ডেভ্যঃ স্ত্রীকুমারীভ্য এব চ।
দদ্যাদৈব মাসিকং শ্রাদ্ধং সংবৎসরমতোঽন্যথা॥" ইত্যাপস্তম্ববচনেন চ, সামান্যতোঽধিকারপ্রতিপাদনাৎ। অতএব পিত্রাদেরৌর্দ্ধদেহিকস্য কর্ম্মণোঽসংস্কৃতপুত্রস্য করণে প্রাশস্ত্যমেবাহাপস্তম্বঃ,—

"অসংস্কৃতঃ সুতঃ শ্রেষ্ঠো নাপরো বেদপারগ" ইতি।

অতএব বৃহস্পতিঃ,—

"সবর্ণাজোঽপ্যগুণবান্ নার্হঃ স্যাৎ পৈতৃকে ধনে।
তৎপিণ্ডদাঃ শ্রোত্রিয়া যে তেষাং তদভিধীয়তে॥"

চোত্তরেতি। মধ্যক্রিয়ায়াঞ্চ অনিয়মং বক্ষ্যতি। মিত্রেতি মিত্রায় মিত্রং দদ্যাদেবং পরত্র। স্ত্রীকুমারীভ্য ইতি স্ত্রিয়ৈ ভর্ত্তা কুমার্য্যৈ পিতা দদ্যাদিত্যর্থঃ। সংবৎসরং প্রাপ্য অতোঽন্যথেতি অতো ন দেয়মিত্যর্থঃ। পুত্রাদ্যৈরেব চোত্তরেত্যোকবাক্যত্বাৎ; যদ্বা অতঃ সংবৎসরাৎ পরম্ অন্যথা সাংবৎসরিকবিধানেন ন তু মাসিকবিধানেন ইত্যর্থঃ। অতএব পুত্রভিন্নস্যাপি অধিকারাদেব। প্রাশস্ত্যং ন তু তস্যৈবাধিকারঃ, অতএব পুত্রভিন্নস্যাপি

প্রামস্থ স্বজাতীয় শ্রোত্রিয়, রাজা, অথবা বেতনগ্রাহী ইহারা মৃতব্যক্তির পূর্ব্ব ক্রিয়া অর্থাৎ দাহাদি সপিণ্ডীকরণান্ত ক্রিয়া করিতে পারিবে, কিন্তু উত্তরক্রিয়া অর্থাৎ সাংবৎসরিক শ্রাদ্ধাদি পরবর্ত্তিকার্য্য সকল পুত্রাদিই করিবে।" এই বিষ্ণুপুরাণের বচনে, এবং "এক বৎসর পর্য্যন্ত, মৃত মিত্র, বন্ধু, সপিণ্ড, পত্নী এবং কুমারীদিগের উদ্দেশে মাসিক শ্রাদ্ধ করিতে পারিবে, সংবৎসর উত্তীর্ণ হইলে, পুত্রাদি ভিন্ন আর কেহ শ্রাদ্ধ করিতে পারিবে না।" এই আপস্তম্ববচনে সাধারণতঃ পুত্রাদি ভিন্ন অপর ব্যক্তিকেও পূর্ব্ব ক্রিয়ায় কর্ত্তারূপে নিরূপণ করা হইয়াছে। এই জন্যই অনুপনীত পুত্রাদি দ্বারা পিত্রাদির ঔর্দ্ধদেহিক কর্ম্মের অনুষ্ঠানকে আপস্তম্ব কেবল মাত্র প্রশস্ত বলিয়াই নির্দ্দেশ করিয়াছেন, ইহার তাৎপর্য্য এই, পুত্রাদি ভিন্ন অপরে পূর্ব্ব ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিলে উহা অসিদ্ধ হয় না, তবে অনুপনীত পুত্র করিলেও অন্যের করা অপেক্ষা ঐ ক্রিয়া প্রশস্ত হয়। আপস্তম্বের বচন যথা—"অন্য বেদপারগ ব্রাহ্মণ অপেক্ষা ঔর্দ্ধদেহিক কর্ম্মানুষ্ঠান বিষয়ে অনুপনীত পুত্রও শ্রেষ্ঠ।" এই জন্য বৃহস্পতি বলিয়াছেন— যদি সবর্ণা স্ত্রীর গর্ভসম্ভূত পুত্র অগুণবান্ শ্রাদ্ধাদি কর্ম্মে অনধিকারী হয়, তাহা

"অগুণবান্" গুণবিরুদ্ধদোষবান্।

"তৎসাদৃশ্যমভাবশ্চ তদন্যত্বং তদল্পতা।

অপ্রাশস্ত্যং বিরোধশ্চ নঞর্থাঃ ষট্ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥"

শঙ্খলিখিতৌ,—"অপপাত্রিতস্য ঋক্থপিণ্ডোদকানি নিবর্ত্তন্তে" ইতি। "অপপাত্রিতো"ঽত্যুৎকটদোষেণ জ্ঞাতিভির্ভিন্নোদকীকৃতঃ, পিতৃধনাদ্যনধিকারীত্যর্থঃ। এবঞ্চ

"পুত্রেষু বিদ্যমানেষু নান্যং বৈ কারয়েৎ স্বধা"মিতি ঋষ্যশৃঙ্গবচনং সমর্থপুত্রপরম্, এবং বিদেশস্থত্বাদিনা বর্ষাভ্যন্তরকর্ম্মাসমর্থজ্যেষ্ঠপুত্রসত্ত্বেঽপি প্রেতত্বপরিহারায় কনিষ্ঠপুত্রেণ ষোড়শশ্রাদ্ধং কর্ত্তুমুচিতম্।

"মৃতে পিতরি পুত্রেণ ক্রিয়া কার্য্যা বিধানতঃ।

হইলে, সে পৈতৃক ধনে অধিকারী হইবে না, যে সকল শ্রোত্রিয় সদাচারসম্পন্ন পুত্রগণ প্রেতের পিণ্ডদান করিবে, তাহারাই তাহার পৈতৃক ধনে অধিকারী হইবে "মূল বচনে যে 'অগুণবান্' এই বিশেষণ পদটী আছে, উহার অর্থ—শ্রাদ্ধাদি কর্ম্মে অধিকারসম্পাদক সদ্গুণের বিরুদ্ধ দোষবিশিষ্ট; কারণ নঞের যে ছয়টী অর্থ কীর্ত্তিত হইয়াছে (১) তৎসাদৃশ্য, (২) তাহার অভাব, (৩) তদ্ভিন্নত্ব, (৪) তদল্পতা, (৫) অপ্রাশস্ত্য, এবং (৬) বিরোধ; তাহার মধ্যে বিরোধ একটি অর্থ। শঙ্খ এবং লিখিত অগুণবানের যে, পৈতৃক ধনে অধিকার হয় না, তাহা বলিয়াছেন, যথা—"অপপাত্রিত ব্যক্তির পৈত্রিক ধন, পিণ্ডদান এবং উদক দানে অধিকার নিবৃত্ত হয়।" অপপাত্রিত শব্দের অর্থ—অত্যুৎকট দোষ নিবন্ধন জ্ঞাতিগণ যাহার জলগ্রহণ পর্য্যন্তও ত্যাগ করিয়াছে, এইরূপ ব্যক্তি পিতৃধনাদিতে অনধিকারী। যদি এইরূপ হইল অর্থাৎ প্রেতের পূর্ব্বক্রিয়া অপরে করিলেও সিদ্ধ হইবে, এই সিদ্ধান্ত হইল, তাহা হইলে—"পুত্রগণ বিদ্যমান থাকিতে অপর দ্বারা স্বধা করাইবে না।" এই ঋষ্যশৃঙ্গবচনে যে পুত্রশব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহা অর্থ—সমর্থ পুত্রই বুঝিতে হইবে, এবং এ স্থলে ইহাও বক্তব্য যে, যদি জ্যেষ্ঠপুত্র, বিদেশস্থিতি প্রভৃতি কারণ নিবন্ধন সংবৎসর মধ্যে-কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিতে অসমর্থ হয়, তবে কনিষ্ঠ পুত্রেরই পিতার প্রেতত্ব পরিহারের জন্য ষোড়শ শ্রাদ্ধ করা উচিত

বহবঃ স্যুর্যদা পুত্রাঃ পিতুরেকত্র বাসিনঃ ॥
সর্ব্বেষান্তু মতং কৃত্বা জ্যেষ্ঠেনৈব তু যৎ কৃতম্।
দ্রব্যেণ চাবিভক্তেন সর্ব্বৈরেব কৃতং ভবেৎ ॥” ইতি মরীচিবচনমপি সমর্থজ্যেষ্ঠপরম্, অন্যথা তৎপ্রেতকৃত্যপ্রতিবন্ধ্যকালান্তরাসহিষ্ণুকনিষ্ঠকর্তৃকব্যাদ্ধিকর্ম্ম ন স্যাৎ, জ্যেষ্ঠত্বঞ্চাত্র,

“জ্যেষ্ঠেন জাতমাত্রেণ পুত্রী ভবতি মানবঃ।
পিতৃণামনৃণশ্চৈব স তস্মাৎ সর্ব্বমর্হতী”তি মনূক্তেঃ সর্ব্বাগ্রোৎপন্নত্বমাত্রং ন গ্রাহ্যম্, তস্য বিভাগপ্রকরণীয়ত্বাৎ। কিন্ত্বাপেক্ষিকজ্যেষ্ঠপরম্।

“যময়োশ্চৈকগর্ভেষু জন্মতো জ্যেষ্ঠতা স্মৃতা।” ইতি

অধিকারাদেব। জ্যেষ্ঠায় চৈবং বিংশোদ্ধারাদিরূপাধিকদানমুক্তং তৎ সর্ব্বাগ্রোৎপন্নায়, ন পাক্ষিকজ্যেষ্ঠায়, অন্যত্র তু আপেক্ষিকজ্যেষ্ঠোঽপি গ্রাহ্য ইতি ভাবঃ। যময়োরিতি যময়োর্মধ্যে গর্ভে বাসে জন্মতো ভূমিসম্বন্ধাৎ জ্যেষ্ঠতা স্মৃতেত্যর্থঃ। তথাচ কুম্ভপূরণ-

হয়। এবং “পিতার মৃত্যুর পর পুত্রই যথাবিধি ক্রিয়া সকল সম্পাদন করিবে। পিতার যদি বহু পুত্র বিদ্যমান থাকে, এবং সকলেই এক স্থানে বাস করে; তাহা হইলে অপর পুত্রদিগের অনুমোদন ক্রমে জ্যেষ্ঠপুত্র অবিভক্ত সাধারণ ধনের দ্বারা যে সকল প্রেতকার্য্য করিবে, তাহা দ্বারা অপর সকল পুত্রেরও যে, ঐ সকল করা হইল, এইরূপ বুঝিতে হইবে” এই মরীচির বচনেও যে জ্যেষ্ঠ পুত্রের প্রধানতঃ কর্তৃত্বের উল্লেখ করা হইয়াছে, এই জ্যেষ্ঠপুত্র শব্দে তৎকালে কার্য্য করিতে সমর্থ এইরূপ জ্যেষ্ঠ পুত্রই বুঝিতে হইবে। উহার অর্থ তৎকালে উপস্থিত থাকিয়া কার্য্য করিতে সমর্থ জ্যেষ্ঠ; এরূপ না বলিলে, দেখ, যেস্থলে পিতার মৃত্যুর বৎসরের মধ্যে কনিষ্ঠ পুত্রের এমন একটি বৃদ্ধি কর্ম্ম উপস্থিত হইয়াছে, যাহা আর অপর সময়ে করা যাইতে পারে না, এক বৎসরের মধ্যে অবশ্যই কর্ত্তব্য, অথচ পিতার প্রেতত্ব ঐ কর্ম্মের প্রতি প্রতিবন্ধক হইয়া দাঁড়াইয়াছে, অন্য দিকে জ্যেষ্ঠপুত্র এক বৎসরের মধ্যে কোন কারণে পিতৃকার্য্য করিতে অসমর্থ, এরূপ স্থলে জ্যেষ্ঠের অসামর্থ্য প্রযুক্ত পিতার অপকর্ষ সপিণ্ডনাদি যদি না করা হয়, তবে কনিষ্ঠের অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্মের বাধ হইয়া পড়ে, কিন্তু ঐরূপ বাধ করিলে প্রত্যবায় হয়। সুতরাং

মনুবচনান্তরাৎ, "জ্যৈষ্ঠ্যং গুণবয়ঃকৃত"মিতি মিতাক্ষরাধৃত-দক্ষবচনাচ্চ। অতএব,

"নবশ্রাদ্ধং সপিণ্ডত্বং শ্রাদ্ধান্যপি চ ষোড়শ।

একেনৈব তু কার্য্যাণি সংবিভক্তধনেষ্বপী"তি মিতাক্ষরাধৃত-দক্ষবচনেঽবিশেষাৎ "একেনৈব" ইত্যুক্তং, "সপিণ্ডত্বং" পিণ্ড-মিশ্রণমিতি, অতঃ ষোড়শশ্রাদ্ধান্তর্গতসপিণ্ডকরণশ্রাদ্ধেন ন পৌনরুক্ত্যমিতি। এতেন,

---

ন্যায়েন পশ্চাজ্জাতসম্বন্ধস্যাপি ভূমিসম্বন্ধপ্রাথম্যাৎ জ্যেষ্ঠত্বং বাচনিকম্ ইতি ভাবঃ। বয় ইতি বয়শ্চ ভূমিসম্বন্ধাবধ্যেবেতি ভাবঃ। অতএব পুত্রমাত্রস্যাধিকারাদেব। নব-শ্রাদ্ধং পারিভাষিকং তচ্চ চতুর্থাহাদিক্রিয়মাণং কাম্যম্। সপিণ্ডীকরণেতি তথাহি অন্নদানং নবশ্রাদ্ধম্ অঙ্গং সর্ব্বমঙ্গম্, এবঞ্চ পিণ্ডমিশ্রণরূপস্য সপিণ্ডত্বস্য পৃথগুপাদানেঽপি

ঐরূপ জ্যেষ্ঠ সত্বেও কনিষ্ঠকে পিতৃকার্য্য করিতে হইবে। উপরি উল্লিখিত বচনে যে জ্যেষ্ঠ পুত্রের কথা বলা হইয়াছে, এই জ্যেষ্ঠ শব্দ দ্বারা "জ্যেষ্ঠ পুত্র জন্মাবামাত্রই মানুষ পুত্রবানের মধ্যে পরিগণিত হয়, এবং এই হেতুই ঐ পুত্র হইতেই পিতৃগণের ঋণ হইতে মুক্তিলাভ করে," এই মনুবচনে উল্লিখিত সর্ব্বাগ্রে উৎপন্ন পুত্রই যে গ্রহণ করিতে হইবে তাহা নহে, কারণ মনুর ঐরূপ জ্যেষ্ঠ পুত্রের পরিভাষা ধনবিভাগের প্রকরণেই উক্ত হইয়াছে, অতএব এই পিতৃকার্য্য বিষয়ে তৎসময়ে বর্ত্তমান পুত্রদিগের মধ্যে অপর পুত্র অপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠকেই বুঝিতে হইবে। কারণ আমরা মনুর আর একটী বচন দেখিতে পাই, "এক গর্ভে প্রসূত যমজ পুত্রের মধ্যে অগ্র-জাত পুত্রেরই জ্যেষ্ঠত্ব কথিত হয়।" এবং মিতাক্ষরায় উদ্ধৃত, "গুণ ও বয়স দ্বারাই জ্যেষ্ঠত্ব কথিত হয়।" এই দক্ষের বচনেও অপেক্ষাকৃত বয়োবৃদ্ধকেই জ্যেষ্ঠরূপে নির্দ্দেশ করিতে দেখা যায়। অতএব "নবশ্রাদ্ধ, সপিণ্ডত্ব এবং আদ্য শ্রাদ্ধাদি ষোড়শ শ্রাদ্ধ, বিভক্ত-ধন পুত্রদিগের মধ্যেও যে কোন এক পুত্রেরই কর্ত্তব্য," এই মিতাক্ষরায় উদ্ধৃত দক্ষের বচনেও জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠাদিরূপে বিশেষ ক'রে না বলিয়া "যে কোন এক পুত্রকে"ই কর্ত্তারূপে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। উক্ত বচনে যে 'সপিণ্ডত্ব' শব্দটী কথিত হইয়াছে, উহার অর্থ—সপিণ্ডীকরণ নামক শ্রাদ্ধ নহে, কিন্তু পিণ্ডের সংমিশ্রণ মাত্র, সুতরাং পরে

"শ্রাদ্ধানি ষোড়শাপাদ্য বিদধীত সপিণ্ডতামি"ত্যপি ব্যাখ্যাতম্। অতএব শ্রীরামাপ্রাপ্তিশঙ্কয়া ভরতেনাদ্যাদিশ্রাদ্ধং কৃতম্। তথাচাযোধ্যাকাণ্ডম্,—

"সমতীতে দশাহে তু কৃতশৌচো বিধানতঃ।
চক্রে দ্বাদশিকং শ্রাদ্ধং ত্রয়োদশিকমেব চ॥
দদৌ চোদ্দিশ্য পিতরং ব্রাহ্মণেভ্যো ধনন্তথা।
মহার্হাণি চ রত্নানি গাশ্চ বাহন্যমেব চ॥
যানানি দাসীর্দাসাংশ্চ বেশ্মানি সুমহান্তি চ।
ভূষণানি চ মুখ্যানি রাজ্ঞস্তস্যৌর্দ্ধদেহিকে॥
ত্রয়োদশাহেঽতীতে তু কৃতে চানন্তরে বিধৌ।

স [illegible]নিরক্ত্যামিতি। এতেন সপিণ্ডত্বস্য সপিণ্ডীকরণশ্রাদ্ধাদ্ভিন্নত্বেন। আপাদ্য নিষ্পাদ্য কৃত্বেতি যাবৎ। শ্রাদ্ধস্য বিভাগহল ইবাত্রাপি সর্ব্বাগ্রেঽংপত্নো জ্যেষ্ঠপদেন গ্রাহ্যঃ, তদ্‌ভাবে তু আপেক্ষিকজ্যেষ্ঠ এব কুর্য্যাদিতি প্রাচীনাঃ; কর্ত্তুরনিয়ম ইতি শ্রাদ্ধবিবেক ইত্যাহ। অতএব ধর্ম্মাত্যন্তরকর্ম্মাসমর্থজ্যেষ্ঠপুত্রসত্ত্বেঽপি কনিষ্ঠপুত্রস্যাধিকারাদেব। সমতীতে দশাহে যজাত্যুক্তাশৌচকালেঽতীতে সতি। অত্র কেচিৎ শ্রীরামায়ণে শ্রাদ্ধানন্তরং দানাভিধানাৎ আদ্যৈকোদ্দিষ্টশ্রাদ্ধাৎ পরং দানং কর্ত্তব্যমিতি বদন্তি, বস্তুতস্তু শ্রাদ্ধস্য মধ্যাহ্নে বিধানাৎ দানস্য পূর্ব্বাহ্ণকর্ত্তব্যত্বাৎ শ্রাদ্ধানন্তরদাননিষেধাচ্চ আদ্যৈকোদ্দিষ্টপূর্ব্বমেব দানং কর্ত্তব্যম্, রামায়ণবচনঞ্চ সংপ্রদানসমর্পণরূপোত্তরপ্রতিপত্তিপরতয়ৈব

উল্লিখিত ষোড়শশ্রাদ্ধের অন্তর্গত সপিণ্ডীকরণরূপ শ্রাদ্ধের সহিত ইহার পুনরুক্তি দোষ ঘটে নাই। "সপিণ্ডত্ব" শব্দের পিণ্ডমিশ্রণরূপে অর্থ করাতেই "ষোড়শ-শ্রাদ্ধ সম্পাদন করিয়া সপিণ্ডতা করিবে" এই বচনস্থিত "সপিণ্ডতা" শব্দেরও ব্যাখ্যা করা হইল। এই হেতুই অর্থাৎ জ্যেষ্ঠের প্রেতক্রিয়া করিতে অসামর্থ্য ঘটিলে, কনিষ্ঠের উহাতে অধিকার হয় বলিয়াই শ্রীরামের অপ্রাপ্তি আশঙ্কায় ভরতকর্ত্তৃক আদ্যাদি শ্রাদ্ধ কৃত হইয়াছিল, যথা অযোধ্যাকাণ্ডে "দশাহ অর্থাৎ অশৌচকাল অতীত হইবার পর ভরত যথাবিধি কৃতশৌচ হইয়া দ্বাদশিক (অর্থাৎ দ্বাদশাহের পর সম্পাদ্য ত্রয়োদশাহে কর্ত্তব্য) শ্রাদ্ধ, এবং ত্রয়োদশিক অর্থাৎ ত্রয়োদশাহের পর সম্পাদ্য চতুর্দ্দশাহে কর্ত্তব্য শ্রাদ্ধ করি-লেন, এবং সেই রাজার ঔর্দ্ধদেহিক কার্য্যে পিতার উদ্দেশে ব্রাহ্মণদিগকে

সমেতা মন্ত্রিণঃ সর্ব্বে ভরতং বাক্যমব্রুবন্ ॥
গতঃ স নৃপতিঃ স্বর্গং ভর্ত্তাসীদ্‌যো গুরুশ্চ নঃ ।
প্রব্রাজ্য দয়িতং পুত্রং রামং লক্ষ্মণমেব চ ॥
ত্বমদ্য ভব নো রাজা ধর্ম্মতো নৃবরাত্মজ ।”

“দশাহপদ”মশৌচকালোপলক্ষণম্ । “দ্বাদশিকং” দ্বাদশাহেন নির্ব্বৃত্তং, ত্রয়োদশাহবিধেয়মিত্যর্থঃ । এবং ত্রয়োদশিকং চতুর্দ্দশাহবিধেয়মিত্যর্থঃ । ইতি শ্রাদ্ধবিবেকঃ ॥ ১০৩ ॥

“ন চ যত্র দেশান্তরাদাবনুমতিদ্রব্যাসংশ্লেষয়োরভাবস্তত্র পৃথগেব শ্রাদ্ধম্, অন্যথা প্রত্যবায়পরিহারো ন স্যাদিতি শ্রাদ্ধবিবেকোক্তং যুক্তমিতি বাচ্যম্,

---

চরিতার্থং । সকলশিষ্টাচারোঽপি ঈদৃগেব ইতি বোধ্যম্ । দয়িতং প্রিয়ম্ । দ্বাদশাহেন নির্ব্বৃত্তমিতি দ্বাদশাহেন গতেন নির্ব্বৃত্তং দ্বাদশাহনিমিত্তকমিত্যর্থঃ । দ্বাদশাহস্য নিমিত্ততা চ ধ্বংসসম্বন্ধেন । তথাচ নিমিত্তার্থে ঠঞ্ প্রত্যয়ঃ । এবঞ্চ মাসিকমিত্যত্র নিমিত্তার্থে তদ্ধিতো ন ভবতীতি মৃততিথিমাদায় মাসগণনেতি মৈথিলমতাপাকরণং মলমাসতত্ত্বোক্তৌ স্মার্ত্তানাং চিন্ত্যং, তত্রাপি মাসেন নির্ব্বৃত্তমিত্যর্থে মাসিকপদস্য সাধনে বাধকাভাবাৎ । ত্রয়োদশাহবিধেয়মিতি ক্ষত্রিয়াণাং ত্রয়োদশাহস্যাশৌচান্তদ্বিতীয়দিনত্বাদিতি ভাবঃ । চতুর্দ্দশাহবিধেয়মিতি এতচ্চ সাগ্নিকানাম্ অশৌচান্ততৃতীয়দিনকর্ত্তব্যম্ । কেচিত্তু সপিণ্ডনাপকর্ষবিষয়তয়া ব্যাচক্ষতে ॥ ১০৩ ॥

দেশান্তরাদাবিতি স্থিতত্বাদিতি শেষঃ । অনুমতীতি সর্ব্বেষাং মতং কৃত্বৈত্যনেন

ধন, মহামূল্য রত্ন, গো, বাহন, যান, দাস, দাসী, বড় বড় গৃহ, এবং শ্রেষ্ঠ ভূষণ সকল প্রদান করিয়াছিলেন । ত্রয়োদশাহ অতীত হইলে পর তদনন্তর কর্ত্তব্য কার্য্য সম্পাদিত হইবার পরে, মন্ত্রিগণ একত্র মিলিত হইয়া ভরতকে এই কথা বলিয়াছিলেন—“যে রাজা আমাদের প্রতিপালক এবং গুরু ছিলেন, তিনি ত প্রিয় পুত্র রাম এবং লক্ষ্মণকে বনবাসী করিয়া স্বর্গে চলিয়া গিয়াছেন, অতএব হে নৃবরাত্মজ, তুমি আজ ধর্ম্মতঃ আমাদের রাজা হও ।” ১০৩ ।

কেহ বলিয়াছিলেন, শ্রাদ্ধবিবেককার যে বলিয়াছেন, যেস্থলে বিভক্ত ভ্রাতৃগণের দেশান্তরাদিতে স্থিতিনিবন্ধন পরস্পর অনুমোদন, এবং শ্রাদ্ধীয় দ্রব্যের সংমিশ্রণ অসম্ভব হইয়া উঠে, সে স্থলে প্রত্যেক ভ্রাতারই পৃথক্ পৃথক্ ভাবে শ্রাদ্ধ করিতে

পৃথক্ নৈব সুতাঃ কুর্য্যুঃ পৃথগ্দ্রব্যাঃ অপি কচিৎ।” ইত্যুপদেশাৎ পৃথক্করণনিষেধাৎ, “সর্ব্বৈরনুমতং কৃত্বে”তি “দ্রব্যেণ চাবিভক্তেন” ইতি বিশেষণদ্বয়শ্রবণাৎ, পৃথক্করণবিধ্যন্তরকল্পনাপত্তেঃ। শুদ্ধিপ্রকাশে,—

“নির্বর্ত্তয়তি যো মোহাৎ ক্রিয়ামন্যনির্বর্ত্তিতাম্।
বিধিয়ত্নেন ভবতি পিতৃহা চোপজায়তে॥”
তস্মাৎ প্রেতক্রিয়া যেন কেনাপি চ কৃতা যদি।
ন তাং নির্বর্ত্তয়েৎ প্রাজ্ঞঃ সতাং ধর্ম্মমনুস্মরন্॥” ইতি

বায়ুপুরাণাচ্চ, “সর্ব্বৈরনুমতং কৃত্বে”তি “দ্রব্যেণ চাবিভক্তেন” ইত্যনেন চ তেষামেতদেব কর্ত্তব্যমিতি প্রতিপাদিতং, ন তু

দ্রব্যেণ চাবিভক্তেন ইত্যনেন চ অনুমতিদ্বারা দ্রব্যসংশ্লেষদ্বারা চ সর্ব্বেষাং শ্রাদ্ধকর্ত্তৃত্বং জ্যেষ্ঠকর্ত্তৃকেণ কর্ত্তৃত্বাত্মনাং পৃথক্শ্রাদ্ধং কনিষ্ঠাদিভিঃ কার্য্যমিতি শ্রাদ্ধবিবেককৃতামভিপ্রায়ঃ। পৃথক্করণনিষেধেনেত্যয়ং বিধ্যন্তরকল্পনানুপপত্তেরিত্যত্রমাহেতুঃ, উপদেশাদিত্যনেন শাব্দবোধো দর্শিতঃ। বিধ্যন্তরকল্পনঞ্চ বিধ্যন্তরানুমতিশ্রবণাৎ, তথাচ অনুমতিবাক্যপ্রীতঃ শাব্দানন্ত্রী বলবতীতি বিধ্যন্তরানুমতিরিতি ভাবঃ। বিধ্যন্তরানুমতিদ্রব্যসংশ্লেষয়োরভাবে পৃথক্ শ্রাদ্ধং কুর্য্যাদিত্যেবংরূপম্। নিবর্ত্তয়তি প্রবর্ত্তয়তি। অন্যনির্বর্ত্তিতাম্ অন্যেন নিষ্পাদিতাম্। তেষামেতদিতি অনুমতিদ্রব্যসংশ্লেষদ্বারা [illegible] কর্ত্তব্যং তদকরণে চ বিহিতাকরণাৎ প্রত্যবায়ঃ ন তু শ্রাদ্ধান্তরকরণমিতি। কেচিত্তু যন্ন্যাবৎকর্ত্তব্যম্, তৎ সর্ব্বেষাং অনুমতম্ এবং যেন

হইয়াছে, নতুবা শ্রাদ্ধের অকরণ জন্য প্রত্যবায়ের পরিহার হইবে না, এইরূপ ব্যবস্থাই ত যুক্তিযুক্ত। ইহার উত্তরে স্মার্ত্ত বলিতেছেন “নচ বাচ্যম্” এমন কথা বলিতে পার না। কারণ, “পুত্রগণ পরস্পর বিভক্ত হইলেও প্রেতকার্য্য পৃথক্রূপে করিবে না” এই উপদেশবাক্যে পৃথক্রূপে পুত্রদিগের পিত্রাদির প্রেতকৃত্য করণে নিষেধই দৃষ্ট হইতেছে। আরও দেখ, মরীচির বচনোক্ত জ্যেষ্ঠ কর্ত্তৃক অপৃথক্রূপে প্রেতকার্য্যানুষ্ঠানঘটিত বিধিতে “অপর সকল পুত্রের অনুমোদনক্রমে” এবং “অবিভক্ত সাধারণ ধনদ্বারা” এই দুইটী বিশেষণের যোগ থাকায়, “যে স্থলে সকলের অনুমোদন এবং সাধারণের ধন সংমিশ্রণের অভাব হইবে, সেই স্থানে প্রত্যেক পুত্র পৃথক্ পৃথক্রূপে শ্রাদ্ধ করিবে” এইরূপ পৃথক্করণঘটিত আর একটী নূতন বিধির কল্পনা করা অপরিহার্য্য হইয়া পড়ে। মরীচির বচনোক্ত

তদভাবে পৃথক্করণবিধায়কং, বিধ্যন্তরকল্পনাপত্তেঃ। অতএব সংবৎসরপ্রবীণে হলায়ুধেনোক্তং “যদি বৈমাত্রেয়াঃ কনিষ্ঠো হবি-

---

ষ্যেণ শ্রাদ্ধং কর্তব্যং তদ্দ্রব্যং সর্বৈঃ পরিশোধ্যমিত্যাকারকং জ্ঞানং জ্যেষ্ঠস্যৈব, তত্র কনিষ্ঠাদের্বিদেশস্থস্যাপি সম্ভবতি ইত্যাহুঃ। তদভাবে অনুমতিদ্রব্য-সংশ্লেষয়োরভাবে। বিধ্যন্তরেতি অনুমতিদ্রব্যসংশ্লেষয়োরভাবে পৃথক্ শ্রাদ্ধং কুর্য্যাদিত্যাকারকবিধ্যন্তরে ইত্যর্থঃ। শুদ্ধিকৌমুদ্যাস্তু,—যত্নান্নবস্ চান্যেষু স এব প্রদদ্যাত্যাদীত্যাদিপুরাণে; একাদশো ভিন্নক্রমে, সোঽপি প্রদদ্যাদেবেত্যর্থঃ। অন্যথাপিশব্দো ব্যর্থঃ স্যাৎ। অতএব বশিষ্ঠমহর্ষিণাধিষ্ঠিতেন দত্তে ভরতেন পুত্রকপিণ্ডে শ্রীরামেণ পুনঃ পিণ্ডো দত্ত ইতি শ্রীরামায়ণে বাল্মীকিমহর্ষিণা বর্ণিতং সংগচ্ছতে। যথা, ঐঙ্গুদং বদরোন্মিশ্রমিত্যাদি। ততঃ পিণ্ডদানমারভ্য সর্বং কর্ম জ্যেষ্ঠেনাপি পুনঃ কার্য্যমিতি সমীচীনমাহুঃ। এবঞ্চ জ্যেষ্ঠস্যাপ্যপাটবাদ্যশক্তৌ দেশান্তরস্থিতৌ বা তদানীমধিকারিণা কনিষ্ঠেন স্বয়ংকরণে প্রত্যবায়াৎ কৃতে শ্রাদ্ধে দ্রব্যার্পণানুমতিবিধানাভাবেন প্রত্যবায়পরিহারকালাভাবাৎ পাটবাদৌ ভূতে পুনর্জ্যেষ্ঠেন কর্তব্যমেব। বৃদ্ধাস্তু চিরকালীনাপাটবসম্ভাবনায়াং দ্রব্যার্পণানুমতী স্বয়ং বিধায় কনিষ্ঠদ্বারাপি কার্য্যং, ততঃ পশ্চাৎ পাটবে সতি জ্যেষ্ঠেন পুনর্নানুষ্ঠেয়মিত্যাহুরিত্যলম্। নিবর্তয়তি যো মোহাদিত্যাদিকন্তু তদ্বচনমতানুসারেণ ব্যাখ্যেয়মিতি তু বিভাবনীয়ম্। জ্যেষ্ঠস্য নিয়মিতে কনিষ্ঠস্য সাগিত্বে পরিবেদনং তাদৃত উক্তং

বিধিতে পৃথক্ করণের কথা আসে না, সুতরাং পৃথক্করণঘটিত একটী নূতন বিধির কল্পনা করিতে হয়, নূতন বিধি কল্পনা করিতে হইলে তন্মূলক স্বতন্ত্র শ্রুতিরও কল্পনা করিতে হয়, কাজেই গৌরবপক্ষ হইয়া পড়ে। আরও দেখ, শুদ্ধিপ্রকাশ নামক গ্রন্থে ‘যে ব্যক্তি অপর ব্যক্তি কর্তৃক সম্পাদিত ক্রিয়ার পুনর্বার অনুষ্ঠান করে, সে ব্যক্তি তাহাতে যে কেবল শাস্ত্রবিধির উল্লঙ্ঘনকারী হয় এমন নহে, পিতৃ-হত্যা-পাপেরও পাতকী হয়। অতএব বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি সাধুদিগের আচারিত পথের অনুসরণ করত, যে কোন ব্যক্তিই প্রেতক্রিয়া নির্বাহ করুক না কেন, উহার পুনর্বার আর অনুষ্ঠান করিবে না”—এইরূপ পৃথক্করণের নিষেধক বায়ুপুরাণের বচনও উদ্ধৃত হইয়াছে। যদি বল, তবে মরীচির বচনে “সকলের অনুমোদন ক্রমে” এবং “অবিভক্ত দ্রব্যের দ্বারা” এইরূপ বলা হইল কেন? ইহার উত্তর এই যে, উহাদ্বারা সকল পুত্রের ঐকমত্য এবং দ্রব্যসম্মিলন থাকিলেই যে, কর্তব্য ইহাই প্রতিপাদিত হইয়াছে, উহাদ্বারা কিন্তু সকলের অনুমোদন এবং দ্রব্যসম্মিশ্রণ এই উভয়ের অভাবে প্রত্যেকের পৃথক্ পৃথক্ শ্রাদ্ধ কর্তব্য এরূপ বিধান করা হয় নাই, তাহা হইলে, পৃথক্ শ্রাদ্ধকরণ বিষয়ে আর একটী

মাস্, জ্যেষ্ঠো নিরগ্নিঃ, তদা কনিষ্ঠেন দর্শাদর্ব্বাক্ সপিণ্ডনে কৃতে, সপিণ্ডনং জ্যেষ্ঠেন ন পুনরাবর্ত্তনীয়ং পৃথক্করণনিষেধাৎ।" এবং কনিষ্ঠস্য বৃদ্ধিনিপাতেঽপি বোধ্যমিতি শ্রাদ্ধচিন্তামণৌ,—এতচ্চ বিদেশস্থ-জ্যেষ্ঠে বোধ্যং স্বদেশস্থে তু জ্যেষ্ঠে তদ্দ্বারৈবাপকৃষ্য কনিষ্ঠেন কর্ম্ম কর্ত্তব্য"মিতি। শ্রাদ্ধচিন্তামণৌ তু যদ্যপি,

---

বৈমাত্রেয় ইতি। দর্শাদর্ব্বাক্ দর্শযাগাৎ পূর্ব্বং সাগ্নিনা পুত্রেণ মুখ্যকালে সপিণ্ডনং কৃত্বাপি ন ক্রিয়তে কিন্তু দর্শযাগানুরোধেন দর্শযাগাৎ পূর্ব্বমপকৃষ্য সপিণ্ডনং ক্রিয়তে ইতি বোধ্যম্। জ্যেষ্ঠেন বিদেশাদিস্থেন বৃদ্ধ্যুপনিপাতেঽপীতি তথাহি বিদেশস্থত্বাদিনা তৎকালীনকর্ম্মাসমর্থজ্যেষ্ঠসত্ত্বেঽপি বৃদ্ধ্যুপস্থিতৌ কনিষ্ঠেনাপকৃষ্টসপিণ্ডনং কার্য্যমিতি ভাবঃ। এতদ্বিদেশস্থেতি এতৎ জ্যেষ্ঠসত্ত্বে কনিষ্ঠকর্ত্তৃকং, তৎকালীনকর্ম্মসমর্থজ্যেষ্ঠসত্ত্বে তু জ্যেষ্ঠদ্বারৈবাপকৃষ্টসপিণ্ডনং নিষ্পাদ্য কনিষ্ঠেন কর্ম্ম কর্ত্তব্যমিতি বোধ্যম্। অত্র স্বদেশে-ত্যাদিকঃ পাঠঃ কাচিৎকঃ। কচিত্তু পশ্চাদর্থতে। তদ্দ্বারৈব জ্যেষ্ঠদ্বারৈব। কনিষ্ঠেনেতি বৃদ্ধ্যাদ্যনুরোধাদিতি ভাবঃ। শ্রাদ্ধচিন্তামণাবিতি এতন্মতে জ্যেষ্ঠসত্ত্বেঽপি সর্ব্বেষাং মতং কৃত্বা কনিষ্ঠোঽপি কর্ত্তুং শক্নোতি, জ্যেষ্ঠেনৈব তু যৎ কৃতমিত্যত্র জ্যেষ্ঠত্বমবিবক্ষিতমিতি

বিধির কল্পনা করা অপরিহার্য্য হইয়া পড়ে। উক্ত বিধির দ্বারা আর তাহার বোধ হয় না। এই জন্যই সংবৎসরপ্রদীপ নামক গ্রন্থে হলায়ুধ বলিয়াছেন, "যদি কনিষ্ঠ বৈমাত্রেয় সাগ্নিক হয় এবং জ্যেষ্ঠ নিরগ্নি হয়, এরূপ স্থলে কনিষ্ঠ স্বকর্ত্তব্য দর্শযাগের অনুরোধে যদি তৎপূর্ব্বে অপকর্ষ করিয়া সপিণ্ডীকরণ সম্পাদন করে, তবে জ্যেষ্ঠ কর্ত্তৃক আর পুনর্ব্বার ঐ সপিণ্ডনের আবর্ত্তন করিতে হইবে না; কারণ পৃথক্ অনুষ্ঠান করা শাস্ত্রে নিষিদ্ধ হইয়াছে।" এইস্থলে যেরূপ দর্শযাগের অনুরোধে সাগ্নিক কনিষ্ঠকৃত অপকৃষ্ট পিতৃসপিণ্ডনের জ্যেষ্ঠ কর্ত্তৃক সংবৎসর পূর্ণ হইলে পুনর্ব্বার আবর্ত্তন করিতে হয় না, সেইরূপ বৃদ্ধি উপস্থিত হইলে, জ্যেষ্ঠের অসামর্থ্য নিবন্ধন কনিষ্ঠ যদি পিত্রাদির সপিণ্ডীকরণ করে, তাহা হইলে জ্যেষ্ঠের আর পুনর্ব্বার ঐ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে হইবে না, এইরূপ ব্যবহারও পণ্ডিতেরা করিয়াছেন"। শ্রাদ্ধচিন্তামণিকার বলেন—"এই যে জ্যেষ্ঠ বিদ্যমানে কনিষ্ঠকে সপিণ্ডীকরণাত্তক্রিয়ার অধিকার দেওয়া হইয়াছে, উহাতে জ্যেষ্ঠ বিদেশস্থ হইলেই কনিষ্ঠের যে ঐরূপ অধিকার হয়, ইহাই বুঝিতে হইবে, কিন্তু জ্যেষ্ঠ যদি কনিষ্ঠের সহিত একদেশস্থিত হয়, তাহা হইলে কনিষ্ঠ বৃদ্ধির উপস্থিতিতে জ্যেষ্ঠ দ্বারাই অপকর্ষ সপিণ্ডন করাইবে।" শ্রাদ্ধচিন্তামণিতে ইহাও বলা

"অকৃত্বা প্রেতকার্য্যাণি প্রেতস্য ধনহারকঃ।
বর্ণানাং যদ্বধে প্রোক্তং তদ্ ব্রতং নিয়তশ্চরেৎ॥" ইতি শঙ্খবচনেন সর্ব্বেষামেব পুত্রাণাং প্রেতশ্রাদ্ধকর্তৃত্বমায়াতি। তথাপি স্বীয়স্বীয়ধনদানদ্বারা তৎ কারয়িতব্যম্। "সর্ব্বেষান্তু মতং কৃত্বা" ইতি লঘুহারীতবচনাদুক্তং প্রত্যাব্দিক এব। পৃথক্করণমাহ লঘুহারীতঃ—

"প্রত্যব্দমিতরে কুর্য্যুরেকোদ্দিষ্টং পৃথক্ সুতাঃ।
যাবন্ত এব পুত্রাঃ স্যুঃ পিণ্ডা স্তাবন্ত এব হি॥" "ইতরে" প্রেতক্রিয়াধিকার্য্যন্যে।

"কন্যাবৈবাহিকঞ্চৈব প্রেতকার্য্যে চ যৎ কৃতম্।
তৎ সর্ব্বং হি প্রদাতব্যং কুটুম্বেন কৃতং প্রভোরি"তি কাত্যায়নবচনে প্রভোরিতি কর্ত্তরি ষষ্ঠী। তেন প্রভুণা দাতব্য-

---

বোধ্যম্। বর্ণানাং বধে বধব্রতমিত্যর্থঃ। প্রেতকার্য্যেতি প্রেতকার্য্যাধিকারী জ্যেষ্ঠ-

---

হইয়াছে যে, "যাহারা প্রেতের কার্য্য না করিয়া, উহার ধনহারক হয়, তাহাদের চতুর্ব্বর্ণবধে যে প্রায়শ্চিত্ত বিহিত হইয়াছে, সর্ব্বদা সেই প্রায়শ্চিত্তের আচরণ করা কর্ত্তব্য," এই শঙ্খবচন দ্বারা যদ্যপি সমুদয় পুত্রেরই প্রেত-শ্রাদ্ধের পৃথক্‌ভাবে কর্ত্তৃত্ব বুঝাইতেছে. তথাপি উহাদ্বারা ঐ কর্ত্তৃত্ব যে, জ্যেষ্ঠ ভিন্ন অপরের প্রযোজক কর্ত্তৃত্ব অর্থাৎ সকল পুত্র নিজ নিজ ধন দিয়া জ্যেষ্ঠ দ্বারাই উহা করাইবে, এইরূপ সিদ্ধান্তই করিতে হইবে, তাহার প্রতি "সকলের অনুমোদন ক্রমে" ইত্যাদি লঘু হারীতের বচনই প্রমাণ।" তবে শঙ্খবচনোক্ত প্রত্যেক পুত্রের পৃথক্‌রূপে শ্রাদ্ধকর্ত্তৃত্ব যে সম্পূর্ণ নিরর্থক তাহা নহে, বাৎসরিক শ্রাদ্ধ যে প্রত্যেক পুত্র পৃথক্‌ভাবে করিবে, একথা লঘুহারীতে উক্ত হইয়াছে, যথা "ইতর অর্থাৎ প্রেতক্রিয়ার অধিকারী ভিন্ন অপর পুত্রগণও প্রতি সাম্বৎসরিক শ্রাদ্ধ পৃথক্ পৃথক্ ভাবেই করিবে, অর্থাৎ পুত্রের সংখ্যা যত হইবে পিণ্ডের সংখ্যাও তত হওয়া আবশ্যক।" আরও দেখ, মৃত পিতার কন্যার বিবাহে এবং প্রেতকৃত্যে যাহা ব্যয় হইবে, প্রভু অর্থাৎ ঐ সকল কার্য্যে কর্ত্তৃত্ব প্রাপ্ত ব্যক্তি কুটুম্বদ্বারা কৃত ঐ সকল কার্য্যের ব্যয়ের

মিত্যর্থঃ। ইতি রত্নাকরব্যাখ্যানাত্তদ্ব্যয়িতধনপ্রদানাদপি প্রত্যবায়ানুদয়ঃ। কিঞ্চ "পৃথক্ নৈব সুতাঃ কুর্য্যুরি"তি শ্রবণাৎ "সর্ব্বেষান্তু মতং কৃত্বা" ইত্যত্র সর্ব্বেষাং পুত্রাণাং ফলায়েদং শ্রাদ্ধং ভবত্বিতি মতং জ্ঞানং কৃত্বা ইতি ব্যাখ্যানাচ্চ; যেন ষোড়শশ্রাদ্ধং ক্রিয়তে, তেন সর্ব্বসুতার্থাভিসন্ধানেন তৎ ক্রিয়তে, ইতি প্রতিনিধিনাপি তৎকরণং সিদ্ধম্। ন চ যস্তু প্রতিনিধিস্তেন তদকরণে কথং প্রতিনিধিত্বমিতি বাচ্যম্,

---

ত্বতিয়া ইত্যর্থঃ। যৎকৃতং যন্ধনং ব্যয়িতম্। ব্যয়িতপ্রব্যেতি ব্যয়িতপ্রেতশ্রাদ্ধাদ্যোপয়িক-দ্রব্যেত্যর্থঃ। যেন জ্যেষ্ঠাদিনা সর্ব্বসুতার্থেতি সর্ব্বেষাং সুতানাম্ অর্থঃ ফলং তদ্ভাভি-সন্ধানেন অনেন শ্রাদ্ধেন সর্ব্বেষাং সুতানাং ফলং ভবত্বিত্যাকারকাভিসন্ধানেন। প্রতি-নিধিনেতি তথাচ জ্যেষ্ঠাদিঃ সর্ব্বেষাং সুতানাং প্রতিনিধিরিতি ভাবঃ। যস্তেতি কনিষ্ঠাদেরিত্যর্থঃ। তদকরণে ইতি প্রতিনিধ্যকরণে, জ্যেষ্ঠাদেঃ প্রতিনিধিত্বাকরণে ইতি

অংশ প্রদান করিবে।" এই কাত্যায়নবচনস্থিত 'প্রভোঃ' এই ষষ্ঠ্যন্ত পদে কর্ত্তায় ষষ্ঠী, অতএব "প্রভুর অর্থাৎ ঐ সকল কার্য্যে অধিকারিব্যক্তির ঐ ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে হইবে" এইরূপে রত্নাকরের ব্যাখ্যা অনুসারেও প্রেতকৃত্যে অপর পুত্রদিগের কর্ত্তৃত্ব থাকিলেও উহাতে ব্যয়িতব্য ধনের ভাগ দিলেই যে, তাহাদের অকরণ জন্য যে, আর প্রত্যবায় হইবে না, ইহাই সিদ্ধ হইতেছে। আরও দেখ "পুত্রগণ পৃথক্‌ভাবে প্রেতকৃত্য করিবে না" এইরূপ সুস্পষ্ট নিষেধ থাকায় এবং 'সকলের মত করিয়া' এই বাক্যটীর "সকল পুত্রের মঙ্গল ফলের জন্য এই শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠিত হউক, এইরূপ মত অর্থাৎ জ্ঞান করিয়া" এইরূপ ব্যাখ্যা দ্বারাও ইহাই প্রতীত হইতেছে যে, সপিণ্ডীকরণান্ত শ্রাদ্ধ প্রত্যেক পুত্রের পৃথক্‌ভাবে না করিলেও কোন দোষ হইবে না। আরও দেখ, যে পুত্র ঐ ষোড়শশ্রাদ্ধ করে, সে অপর পুত্র সকলেরও যে ঐ শ্রাদ্ধে ফললাভ হউক এই কামনা করিয়াই করিয়া থাকে, অতএব সেই পুত্র অপরের প্রতিনিধি হইয়াই ঐ ষোড়শ শ্রাদ্ধ করিতেছে বলিয়া উহাদ্বারা কৃত শ্রাদ্ধ অপরের কৃতরূপেও সিদ্ধ হইবে। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, পূর্ব্বোক্ত শঙ্খবচনে সকল পুত্রের সমভাবে শ্রাদ্ধকর্ত্তৃত্ব উক্ত হওয়ায়, যেস্থলে একজন মাত্র শ্রাদ্ধ করিতেছে, সে স্থলে ঐ শ্রাদ্ধ অপর পুত্রের কৃতরূপে সিদ্ধ হয় কি প্রকারে? এইরূপ আশঙ্কা করিয়া রঘুনন্দন বলিতেছেন—শ্রাদ্ধ-

"ঋত্বিক্ তু ত্রিবিধো জ্ঞেয়ঃ পূর্ব্বৈর্জুষ্টঃ স্বয়ং কৃতঃ।
যদৃচ্ছয়া চ যঃ কুর্য্যাদার্ত্বিজ্যং প্রীতিপূর্ব্বকম্॥"

ইতি বিবাদকল্পতরুরত্নাকরচিন্তামণিশান্তিদীপিকাধৃতনারদযজ্ঞপার্শ্ববচনে যজমানেন প্রতিনিধিত্বাকরণেঽপি তৃতীয়র্ত্বিজঃ স্বেচ্ছয়া তদ্দর্শনাৎ। "পূর্ব্বৈঃ" পূর্ব্বপুরুষৈঃ, তদ্ভেদপ্রয়োজনং তত্রৈব,—

"ঋত্বিগ্ যাজ্যমদুষ্টং যস্ত্যজেদনপকারিণম্।

যাবৎ। তদ্দর্শনাৎ হোমাদিকার্য্যদর্শনাৎ; তথাচ তেন প্রতিনিধিত্বাকরণেঽপি, তৎপ্রতিনিধিত্বমিত্যাশয়ঃ। তদ্ভেদেতি পূর্ব্বৈর্জুষ্টত্বাদিনা ঋত্বিগ্‌ভেদে তার্থঃ। যাজ্যং যজমানং,

কারী পুত্র যখন অপর পুত্রেরাও এই শ্রাদ্ধজন্য ফলভাগী হউক, এইরূপ মনে করিয়া, ঐ সকল শ্রাদ্ধ করে, তখন সে এক প্রকার অপর পুত্রদিগের প্রতিনিধি হইয়াই কার্য্য করে, সুতরাং প্রতিনিধি দ্বারা করা হইল বলিয়া ঐ সকল শ্রাদ্ধ অপর পুত্রগণেরও করা হইল এইরূপ বুঝিতে হইবে। ইহাতে কেহ আশঙ্কা করিয়াছিল, এই যে তুমি বলিলে যে কোন পুত্র ঐ সকল শ্রাদ্ধ করে, সে এক প্রকার অপর পুত্রদিগের প্রতিনিধি স্বরূপ হইয়াই ঐ ষোড়শ শ্রাদ্ধ করে, যেহেতু সে অপর পুত্রদিগেরও ঐ শ্রাদ্ধজন্য ফলকামনা করে, অতএব সে প্রতিনিধি হইয়া শ্রাদ্ধ করিয়াছে বলিয়া, উহা অপরেও করা হইবে। ইহা কিরূপ হইল? দেখ, যে স্থলে প্রতিনিধি দ্বারা কার্য্য করান হয়, সে স্থলে অগ্রে প্রতিনিধিকে ঐ কার্য্য করিবার জন্য নিযুক্ত করিতে হয়, ইহাই শাস্ত্রের অভিপ্রেত। এ স্থলে শ্রাদ্ধকারী পুত্রকে ত আর অপর পুত্রেরা যথাবিধি প্রতিনিধিরূপে নিযুক্ত করে না, তবে সে তাহাদের প্রতিনিধি হইবে কিরূপে? ইহার উত্তরে স্মার্ত্ত বলিতেছেন, ইহা বলিতে পার না। "ঋত্বিক্ তিন প্রকার কথিত হইয়াছে (১) পূর্ব্বপুরুষানুক্রমে পৌরোহিত্য কার্য্যে নিযুক্ত, (২) যজমান স্বয়ং যাহাকে নিযুক্ত করিয়াছে (৩) এবং যে ব্যক্তি আপনার ইচ্ছাক্রমে প্রীতিপূর্ব্বক পৌরোহিত্য কর্ম্ম করিয়া থাকে।" এই বিবাদকল্পতরু, রত্নাকর, চিন্তামণি এবং শান্তিদীপিকায় উদ্ধৃত নারদ এবং যজ্ঞপার্শ্বের বচনে যজমান কর্ত্তৃক প্রতিনিধিরূপে নিযুক্ত না হইলেও তৃতীয় প্রকারের ঋত্বিক্ নিজ ইচ্ছায় প্রতিনিধিরূপে কার্য্য করিলেও

অদুষ্টবৃত্বিজং যাজ্যো বিনেয়ৌ তাবুভাবপি ॥
ক্রমাগতেষ্বেষ ধর্ম্মো বৃতেষ্বৃত্বিক্ষু চ স্বয়ম্।
যাদৃচ্ছিকে তু সংযোজ্যে তত্ত্যাগে নাস্তি কিল্বিষম্ ॥

বিনেয়ৌ দণ্ডনীয়ৌ, সংযোজ্যে প্রেষণার্হে ঋত্বিজি। অকৃতবরণর্ত্বিজঃ পরিত্যাগশঙ্কায়ামাহ যজ্ঞপার্শ্বঃ,—

"অবৃত ঋত্বিক্ কর্ম্মাণি নৈব কুর্য্যান্ন কারয়েৎ।" অন্যথা যাদৃচ্ছিকস্য বিষয়ানুপপত্তেঃ ॥ ১০৪ ॥

যাজ্যো যজমানঃ, ক্রমাগতেষু পূর্ব্বপুরুষৈর্বৃষ্টেষু ঋত্বিক্ষু স্বয়ং কৃতেষু চ ঋত্বিক্ষু এষু ধর্ম্মত্যাগে দণ্ডনীয়রূপোঽধর্ম্মঃ, যাদৃচ্ছিকে স্বয়ং প্রবৃত্তে অকৃতবরণে ইতি যাবৎ। প্রেষণার্হ ইতি কুরু মা কুরু ইত্যাদিপ্রেষণযোগ্য ইত্যর্থঃ। অতএব যাদৃচ্ছিকস্য ঋত্বিজঃ

যে উহা যজমানের কৃত বলিয়া সিদ্ধ হয়, ইহা স্পষ্টই ব্যক্ত হইতেছে। বচনস্থিত পূর্ব্ব শব্দের অর্থ—পূর্ব্ব পুরুষ। এই তিন প্রকার ঋত্বিগ্‌ভেদের প্রয়োজনও ঐ যজ্ঞপার্শ্বের নিবন্ধে উক্ত হইয়াছে। যথা—"যদি কোন ঋত্বিক্ অনপকারী এবং অদুষ্ট যজমানকে পরিত্যাগ করে, অন্য দিকে যদি কোন যজমান অদুষ্ট ঋত্বিক্‌কে পরিত্যাগ করে, এই উভয়ই রাজা কর্ত্তৃক দণ্ডনীয় হয়। পুরুষানুক্রমাগত ঋত্বিক্ সম্বন্ধে, এবং যজমান নিজে যাহাকে ঋত্বিক্ কর্ম্মে নিযুক্ত করিয়াছে, তাহার সম্বন্ধেও উক্তরূপ পরিত্যাগে অধর্ম্ম হয়, কিন্তু যে ব্যক্তি নিজের ইচ্ছায় ঐ যজমানের ঋত্বিক্‌কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়াছে, এইরূপ ঋত্বিক্‌কে পরিত্যাগ করিলে কোন দোষ নাই।" উক্ত বচনে স্থিত "বিনেয়" শব্দের অর্থ—দণ্ডনীয় এবং সংযোজ্য শব্দের অর্থ—কার্য্যে নিযোজ্য ঋত্বিক্। পূর্ব্বোক্ত দুই প্রকারের ঋত্বিক্ যজমান কর্ত্তৃক বৃত না হওয়া পর্য্যন্ত উহাদিগকে পরিত্যাগ করিলে, কোন দোষ হয় কি না? এইরূপ আশঙ্কা করিয়া যজ্ঞপার্শ্ব বলিতেছেন—"পূর্ব্বে যজমান কর্ত্তৃক বৃত না হইয়া কোন ঋত্বিক্ যজমানের প্রতিনিধিরূপে কোন কার্য্য করিবে না, অথবা যজমানকেও কোন কার্য্য করাইবে না।" পূর্ব্বোক্ত দ্বিপ্রকারের ঋত্বিক্ বিষয়েই যে এই বিধান করা হইয়াছে, ইহা না বলিলে, যাদৃচ্ছিক ঋত্বিকের বিষয় স্থির করা বড় কঠিন হইয়া উঠে, অর্থাৎ সকল প্রকার ঋত্বিক্‌ই যদি যজমান কর্ত্তৃক পূর্ব্বে বৃত হইয়াই কর্ম্ম করিবে এরূপ বাঁধাবাঁধি নিয়ম করা হয়, তবে যাদৃচ্ছিক ঋত্বিক্‌রূপে যে তৃতীয় প্রকার ঋত্বিকের

"পরিসমূহ্যোপোল্লিখ্যোদ্ধৃত্য অভ্যুক্ষ্যাগ্নিমুপসমাধায় দক্ষিণতো ব্রহ্মাসনমাস্তীর্য্য প্রণীয় পরিস্তীর্য্যার্থবদাসাদ্য পবিত্রে কৃত্বা প্রোক্ষণীঃ সংস্কৃতার্থবৎ প্রোক্ষ্য নিরূপ্যাজ্যমধিশ্রিত্য পর্য্যগ্নিং কুর্য্যাৎ। এবং স্রুবং প্রতপ্য দর্ভৈঃ সংমৃজ্যাভ্যুক্ষ্য পুনঃ প্রতপ্য নিদধ্যাৎ, আজ্যমুদ্বাস্য উৎপূয়াবেক্ষ্য প্রোক্ষণীঃ পূর্ব্ববৎ উপযমনকুশানাদায় সমিধোঽভ্যাধায় পর্য্যুক্ষ্য

ত্যাগেকনিষ্ঠতাবাদেব ন কুর্য্যাদিতি তাদৃশশঙ্কাবিরহে তু কুর্য্যাদেবেতি ভাবঃ। অন্যথা তাদৃশশঙ্কাবিরহেঽপ্যকরণে ॥ ১০৪ ॥

নমু যত্র জ্যেষ্ঠেন শ্রাদ্ধত্রয়াদিকং কৃত্বা মৃতস্তত্র শেষশ্রাদ্ধং কর্ত্তব্যং ন বেত্যপেক্ষায়ামাহ "পরিসমূহ্য" ইত্যাদি, পরিসমূহ্য কুশৈঃ সম্মার্জ্জনরূপং পরিশোধনং কৃত্বেত্যর্থঃ।

ভেদ করা হইয়াছে এরূপ ভেদ করা নিরর্থক হইয়া পড়ে; এক্ষণে দেখ, যাদৃচ্ছিক ঋত্বিক্ যদি যজমান কর্তৃক বৃত না হইয়াও যজমানের প্রতিনিধিরূপে কার্য্য করিতে পারে, ইহা সিদ্ধ হইল, তবে শ্রাদ্ধকারী পুত্র অপর পুত্রগণ কর্তৃক প্রতিনিধিরূপে নিযুক্ত না হইলেও তৎকৃত শ্রাদ্ধ অপর কর্তৃক কৃত বলিয়া গ্রাহ্য হইতে পারিল। ১০৪

ভাল, সমর্থ জ্যেষ্ঠ পুত্রই যেন প্রধান অধিকারী হইল, সে-ই প্রেতকার্য্য সকল করিবে, এবং তাহার ঐ কার্য্য করাতেই অন্য পুত্রদিগেরও ঐ কার্য্য করা হইয়াছে বলিয়া গ্রাহ্য হইবে, উহাদের আর স্বতন্ত্র শ্রাদ্ধ করিতে হইবে না এবং জ্যেষ্ঠের অসামর্থ্য ঘটিলে তাহা অপেক্ষা বয়ঃকনিষ্ঠ পুত্র ঐ কার্য্য করিলেও অপর পুত্রদিগকে আর প্রেতকার্য্য করিতে হইবে না, এ পর্য্যন্ত এক প্রকার বুঝিলাম। কিন্তু যে স্থলে ষোড়শ শ্রাদ্ধের মধ্যে কতকগুলি শ্রাদ্ধ করিয়া জ্যেষ্ঠের মৃত্যু হইয়াছে, সে স্থলে অবশিষ্ট শ্রাদ্ধগুলি তদপেক্ষা কনিষ্ঠ পুত্র করিতে পারিবে কি না? কারণ পূর্ব্বে "স এব হি" ইহার ব্যাখ্যা স্থলে তুমিই বলিয়াছ, যে আরম্ভ করিবে, সমাপ্তি পর্য্যন্ত সকল ক্রিয়া তাহারই কর্ত্তব্য। এইরূপ আশঙ্কা করিয়া কাত্যায়নের গৃহ্যসূত্রোক্ত হোমপ্রকরণ হইতে একটা দৃষ্টান্ত দেখাইয়া ঐরূপ স্থলে অপরে যে, অবশিষ্ট ক্রিয়াগুলি অনুষ্ঠান করিতে পারিবে, এইরূপ মীমাংসা করিতেছেন। দেখ, যে কোন ব্যক্তি যে কোন প্রকরণীয় আরম্ভ করিবে, সেই

জুহুয়াৎ।” ইতি কাত্যায়নেন পরিসমূহোপক্রমপূর্ণহোমপর্য্যন্ত-ব্যাপারকলাপস্য এককর্ত্তৃকত্বপ্রাপ্তাবপ্যারব্ধকর্ম্মণি বিনষ্টে ঋত্বিগন্তরেণ তৎকর্ম্মসমাপনোক্তেঃ। তথাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ,—

“জিহ্মং ত্যজেয়ুর্নির্লাভমশক্তোঽন্যেন কারয়েৎ।

যথা জয়রামঃ,—কুশৈঃ সমার্জ্জয়েদ্ভূমিং তত্রাদৌ শুচিস্তঃ। হস্তমাত্রাং চতুরস্রাং গোময়েনোপলেপয়েদিতি। উপলেপনকারণমাহ গৃহ্যসংগ্রহঃ,—ইন্দ্রস্তাবেতঃ পূর্ব্বং বৃত্রো নাম মহাসুরঃ। মেদসা তস্য সংকীর্ণা তদর্থমুপলিপ্যতে॥ উল্লিখ্য রেখামুল্লিখ্য। যথাতঃ প্রাচীং রেখামুল্লিখ্য উদীচীঞ্চ সংহতাং পশ্চান্মধ্যে প্রাচীস্তিস্র ইতি গোভিলসূত্রাৎ। উদ্ধৃত্য রেখাস্থ উত্থিতমৃত্তিকা মুষ্ট্যাঙ্গুষ্ঠাভ্যাং পূর্ব্বস্থাপিতজলেন রেখামভ্যুক্ষ্য প্রণীয় জলাধারাংশং কিঞ্চাগ্নিং যথোক্তপ্রকারেণ স্থাপয়িত্বা পরিস্তীর্য্য কুশৈরাস্তরণং কৃত্বা। যথা গোভিলঃ,—অগ্নিমুপসমাধায় কুশৈঃ সমন্তং পরিস্তৃণুয়াদিতি, অগ্নিমুপসমাধায় [কাষ্ঠাদিনা প্রজ্বাল্য সর্ব্বমাদায় প্রয়োজনবন্তো দ্রব্যাণ্যাসাদনং কৃত্বা অর্থবৎ প্রোক্ষ্য প্রয়োজনবৎ দ্রব্যং প্রোক্ষ্য নিরূপ্য পাত্রে ঘৃতমাজ্যং অধিশ্রিত্য দ্রবীকৃত্য পর্য্যগ্নিং কুর্য্যাৎ অগ্নেঃ পর্য্যুক্ষণং কুর্য্যাৎ, আজ্যমুত্তমং দ্রবীকৃতং ঘৃতং অপেরাহৃত্য,উপযমনকুশান্ ত্রয়োদশ আদায় বামহস্তে কৃত্বা সমিধোঽভ্যাধায় তূষ্ণীমগ্নৌ হুত্বা এককর্তৃকত্বপ্রাপ্তৌ ইতি কৃত্বা প্রত্যাবেদিতার্থঃ। সমাপ্যেতেরিতি অন্যকার্ত্তেনাপি শেষঃ সমাপ্যতে ইত্যর্থঃ। নির্ম্মাল্যমিতি নির্গতো লাভো যস্মাৎ এবম্ভূতং কৃত্বা কেবলমূলধনং দত্ত্বা বিসর্জ্জয়েদিত্যর্থঃ।

প্রকরণান্তর্গত সমুদয় ক্রিয়া তাহারই কর্ত্তব্য হইলেও স্থলবিশেষে পণ্ডিতেরা অন্যরূপ ব্যবস্থাও করেন, যেমন এ স্থলে "পরিসমূহ" অর্থাৎ কুশ দ্বারা অগ্নিস্থল মার্জ্জনরূপ কর্ম্ম হইতে আরম্ভ করিয়া পূর্ণাহুতি হোম পর্য্যন্ত নানাবিধ ক্রিয়াকলাপ একই ব্যক্তি কর্ত্তৃক কর্ত্তব্যরূপে শাস্ত্রে বিহিত হইলেও যদি কোন ঋত্বিক্ কার্য্য আরম্ভ ক'রে কতকগুলি ক্রিয়া করিয়া মৃত হয়, সে স্থলে যেমন অপর ঋত্বিক্ দ্বারা কর্ম্ম সমাপন করাইবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে, এ স্থলেও সেইরূপ বুঝিতে হইবে। কেবল কাত্যায়ন কেন, যাজ্ঞবল্ক্যও বলিয়াছেন—"যদি একযোগে বাণিজ্যকারী অংশীদার অপর অংশীদার কর্ত্তৃক কুটিল বলিয়া জ্ঞাত হয়, তবে অপর অংশীদার তাহাকে লাভের অংশ না দিয়া কেবল মাত্র তৎপ্রদত্ত মূলধন ফেরৎ দিয়া বিদায় করিয়া দিবে, এবং কোন অংশীদার আপনার অংশমত কার্য্য করিতে অশক্ত হইলে, অপরের দ্বারা তাহার কার্য্য করাইয়া

অনেন বিধিনাখ্যাত ঋত্বিক্কর্ষককর্ম্মিণাম্।” কিঞ্চ কূটিলম্। বাক্যমাহতুঃ শঙ্খলিখিতৌ,—

“তত্র চেদনুপ্রাপ্তে সবনে ঋত্বিক্ ম্রিয়তে, তত্র কিং কার্য্যমিতি জিজ্ঞাসায়াং তস্য সগোত্রঃ শিষ্যো বা তৎকার্য্যমনুপূরয়েৎ, তথা চেদ্ বান্ধবস্ততোঽন্যমৃত্বিজং বৃণুয়াদ”িতি। “অনুপ্রাপ্তে” আরদ্ধে, “সবনে” যজ্ঞে। এবং প্রেতকার্য্যে প্রথমাধিকারিবিনাশে অন্যেনাপি শেষঃ সমাপ্যতে। তদাহ বৃহস্পতিঃ,—

“এবং ক্রিয়াপ্রবর্ত্তানাং যদি কশ্চিদ্বিপদ্যতে।
তদন্যুনা ক্রিয়া কার্য্যা সর্ব্বৈর্ব্বা সহকারিভিঃ।”

কারয়েদিতি বাণিজ্যাদিত্যর্থঃ। অনেনেতি অশক্তস্তান্যদ্বারা কর্ম্মকরণেনেত্যর্থঃ। কর্ম্মিণাং দাসাদীনাং তস্য ঋত্বিজঃ অবান্ধবঃ অর্থাদৃত্বিক্, যজ্ঞে ইতি এবং ভারতপাঠাদৌ বোধ্যম্। সহকারিভিঃ উত্তরাধিকারিভিঃ পুত্রাদিভিঃ ক্রিয়া অবশিষ্টক্রিয়া কার্য্যেত্যর্থঃ।

লইবে।” “অশক্ত ব্যক্তি অন্য দ্বারা করাইবে” এই ন্যায় অনুসারে ঋত্বিক্, ভূমিকর্ষক (চাষা) এবং যে কর্ম্মী অর্থাৎ যজমান অথবা ভৃত্যাদি সম্বন্ধেও পূর্ব্বারব্ধকারী মরণাদি নিবন্ধন আরব্ধ কর্ম্ম সমাপন করিতে অশক্ত হইলে অপর দ্বারা ঐ কর্ম্ম যে সমাপন করাইবে, এইরূপ একটি বৈদিক বিধি কল্পিত হইয়া থাকে। শঙ্খ এবং লিখিত আবার এ কথা আরও স্পষ্ট করিয়া লিখিয়াছেন, “যদি যজ্ঞ কর্ম্মের অনুষ্ঠান আরব্ধ হইবার পর ঋত্বিকের মৃত্যু হয়, সে স্থলে কি করা কর্ত্তব্য? এইরূপ জিজ্ঞাসার উত্তরে ঋষিগণ ব্যবস্থা দিয়াছেন যে, সেই ঋত্বিকের কোন সগোত্র অথবা শিষ্য যথারীতি বৃত না হইয়াও স্বয়ং প্রবৃত্ত হইয়াই সেই কার্য্যের শেষ করিবে। পূর্ব্ব ঋত্বিক্ যদি উক্ত প্রকার বান্ধবশূন্য হয় তা-হ'লে অপর ঋত্বিক্‌কে বরণ করিবে।” মূল বচনস্থিত “অনুপ্রাপ্ত” শব্দের অর্থ—আরব্ধ এবং “সবন” শব্দের অর্থ—যজ্ঞ। এইরূপ শাস্ত্রাভিমত ব্যবস্থা থাকাতেই প্রেতকার্য্যে প্রথমাধিকারী, প্রেতকার্য্যের কতকগুলি করিয়া বিনাশ প্রাপ্ত হইলে, অপর ব্যক্তি যে, অবশিষ্ট কার্য্যগুলি সমাপন করিবে, ইহা সিদ্ধ হইল। বৃহস্পতিও ঐ কথা বলিয়াছেন,—“এইরূপে ক্রিয়া আরব্ধকারীদিগের মধ্যে যদি কোন ব্যক্তি কার্য্য শেষ না করিয়াই মৃত হয়, তবে তাহার বন্ধু অথবা তাহার সহকারিগণ ঐ

ন চ সত্রে যথৈকাপচারে কর্ম্মমধ্যে এব সর্ব্বেষাং সমুত্থানং ন কর্ম্মসমাপনমুক্তং, তদ্বদত্রাপীতি বাচ্যম্, তত্র ফলস্য আত্মগতত্বেন তথা সিদ্ধান্তিতম্, অত্র পরগতত্বেঽন্যেনাপি তস্য সমাপনমিতি।

অথ দ্বিতীয়াধিকারিণা প্রেতত্বপরিহারায় কর্ম্মাদিবিহিত-

সত্রে যজ্ঞবিশেষে, অত্র চ যে এব যজমানাস্ত এব ঋত্বিজ ইতি বোধ্যম্। উত্থানমিতি যাবৎ পর্য্যন্তং ভূতং তাবতৈব সমাপ্তিঃ ন তু শেষকরণাপেক্ষেতি বোধ্যম্। ফলস্যাত্মগতত্বেনেতি ফলস্য কর্ত্তৃগতত্বেন কর্ত্তুর্নাশাৎ কেন কর্ত্তব্যম্? এবমমাবস্যারব্ধাদৌ মধ্যে মরণে যাবৎ পর্য্যন্তং কৃতং তাবতৈব সমাপ্তিঃ, ন তু শেষকরণাপেক্ষেতি বোধ্যম্। প্রেতত্বাপরিহারাৎ প্রেতত্বপরিহারস্য চ পূর্ব্বপূর্ব্বাধিকার্য্যভাবে উত্তরোত্তরাধিকারিণামাবশ্যকত্বেন প্রেতপিণ্ডানাং ষোড়শশ্রাদ্ধানাঞ্চ প্রধানতয়া তুল্যকক্ষাণামেকেনাধিকারিণা কানিচিৎ কৃতানি তদভাবেঽন্যাধিকারিণা যোগ্যতয়া অপরাণি কর্ত্তব্যান্যে-

ক্রিয়া শেষ করিবে।” কেহ আশঙ্কা করিয়াছিল, তুমি যে, বলিতেছ, ক্রিয়া আরম্ভকারীদিগের মধ্যে কার্য্য শেষ না করিয়াই যদি কেহ মৃত হয়, তবে অপরে সেই কার্য্য শেষ করিতে পারিবে, কিন্তু এরূপ নিয়ম সর্ব্বত্র ত দৃষ্ট হয় না; কারণ আমরা দেখিতে পাই, “সত্র” নামক যাগ কতকগুলি ঋত্বিক্‌কর্ত্তৃক আরম্ভ করা হয়, কিন্তু আরম্ভ করিবার পর, একযোগে যাগকারী ঋত্বিক্‌দিগের মধ্যে একের বিনাশ ঘটিলে,—কর্ম্ম শেষ না করিয়াই অপর সকল যাগকারীর উত্থান অর্থাৎ ঐ কর্ম্ম ছাড়িয়া দিয়া উঠিবার কথা বলা হইয়াছে, সেইরূপ এখানেও কর্ম্মারম্ভকারীর বিনাশ ঘটিলে, ঐ কর্ম্ম-সমাপ্তি না করিয়া ছাড়িয়া দেওয়াই হউক না কেন? ইহার উত্তরে স্মার্ত্ত বলিতেছেন, এরূপ আশঙ্কা করিতে পার না। কারণ, সত্রযাগে যাগকারী ঋত্বিক্ সকলেই প্রত্যেকে ঐ কর্ম্মের ফলভাগী। ঐ কর্ম্মের ফলভাগী হইয়াই অনুষ্ঠান কার্য্যে তাহারা সকলেই সমানভাবে কর্ত্তা হয়। সুতরাং তাহাদিগের মধ্যে একজন কর্ত্তার বিনাশ ঘটিলে, কর্ত্তার নাশ হেতু ঐ কর্ম্ম করিবার লোকের অভাব হয় বলিয়াই উক্তরূপ সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে; কিন্তু এস্থলে সেরূপ নহে, এস্থলে কর্ত্তা ভিন্ন অপরে অর্থাৎ মৃত ব্যক্তি ঐ সকল ক্রিয়ার ফলভাগী; ঐ সকল ক্রিয়াগুলি না করিলে, মৃতের প্রেতত্বমুক্তি হয় না; সুতরাং কতকগুলি ক্রিয়া করিবার পর প্রথম অধিকারীর মৃত্যু হইলে, পরবর্ত্তী অধিকারী কর্ত্তৃক সমস্ত ক্রিয়ার সমাপন করা আবশ্যক। এক্ষণে কেহ পুনরায় আশঙ্কা

কালসংকল্পং বিনা কথং ক্রিয়তে, ইতি চেন্ন, ষোড়শশ্রাদ্ধানাং

বেত্যাদিকর্ম্মপিণ্ডেন সূচিতম্। কর্ম্মাদীতি "কর্ম্মণ আদিকালে" আরম্ভকালে, বিহিতে-

করিতেছেন, তুমি যে বলিলে, প্রথম বা মুখ্য অধিকারী আদ্যাদি ষোড়শ প্রেতশ্রাদ্ধের মধ্যে কতকগুলি করিয়া মরিয়া গেলে, তৎপরবর্ত্তী অধিকারী যে পর্য্যন্ত করা হইয়াছে, তাহার পর হইতে আরম্ভ করিয়া অবশিষ্ট শ্রাদ্ধ সমাপ্ত করিবে, ইহা কিরূপ হইল? কারণ শাস্ত্রে বলা হইয়াছে, কোন একটি কর্ম্মের আরম্ভে কর্ম্মফললাভের উদ্দেশে সঙ্কল্প করিতে হইবে, এখানে সপিণ্ডীকরণান্ত ষোড়শশ্রাদ্ধের ফল প্রেতত্ত্ববিমুক্তি, তন্নিমিত্ত সঙ্কল্পও উহাদের মধ্যে প্রথম শ্রাদ্ধ আরম্ভ করিবার সময় প্রথম অধিকারী করিয়াছে, তৎ-পরবর্ত্তী অধিকারীর আবার সঙ্কল্প করা শাস্ত্রবিহিত না হওয়ায়, সে সঙ্কল্প না করিয়া কিরূপে অবশিষ্ট শ্রাদ্ধগুলি করিবে? ইহার তাৎপর্য্য এই যে, সকল ক্রিয়া মিলিত হইয়া একটি ফল প্রদান করে, তাহাদের মধ্যে প্রথম ক্রিয়ার আরম্ভেই সেই ফলের উদ্দেশে সঙ্কল্প করা শাস্ত্রবিহিত, এক্ষণে দেখ, সপিণ্ডীকরণান্ত ষোড়শশ্রাদ্ধ মিলিত হইয়াই এক প্রেতত্ত্ববিমুক্তিরূপ ফল প্রদান করে, কাজেই উহাদের আদিতে অর্থাৎ উহাদের মধ্যে প্রথম শ্রাদ্ধের আরম্ভ-কালেই ত সেই প্রেতত্ত্ববিমুক্তিরূপ ফল কামনা করিয়া সঙ্কল্প করাই ত শাস্ত্র-বিহিত, সেরূপ সঙ্কল্প ত প্রথম অধিকারী প্রথম শ্রাদ্ধের আরম্ভকালে করিয়াছে, তৎপরবর্ত্তী, যেস্থান হইতে ক্রিয়া করিতে লাগিল, সেস্থলে পুনরায় আবার সঙ্কল্প করিবার শাস্ত্রানুমোদিত অবসর না হওয়ায়, সে সঙ্কল্প না করিয়াই কার্য্য করিতে লাগিল, কিন্তু "সঙ্কল্প ব্যতীত কার্য্য করিলে সে কার্য্যের ফলভাগী হয় না," ইত্যাদি বচনপরম্পরায় সঙ্কল্প ব্যতীত কার্য্য করিলে, কর্ম্মকর্ত্তার সে কার্য্য নিষ্ফল হয়, ইহাই জ্ঞাত হওয়া যাইতেছে, অতএব পরবর্ত্তী অধিকারী নিজে সঙ্কল্প না করিয়া যে অব-শিষ্ট শ্রাদ্ধগুলি করিতে লাগিল, তাহাতে প্রেতত্ত্ববিমুক্তিরূপ ফল হইবে কেন? ইহাই হইল আশঙ্কাকারীর অভিপ্রায়। ইহার উত্তরে স্মার্ত্ত বলিতেছেন 'ইতি চেৎ?' এই যদি তোমার আপত্তি হয়, তবে "ন" ইহাও কিছু নয়। কারণ কর্ম্ম সকল নিত্য এবং কাম্যরূপে দ্বিবিধ। তন্মধ্যে কাম্য কর্ম্মের আরম্ভকালেই সঙ্কল্প দ্বারা কামনার অভিব্যক্তি করিবার নিমিত্তই সঙ্কল্প বিহিত হইয়াছে, সেই জন্যই কর্ম্মারম্ভে সঙ্কল্প অবশ্য কর্ত্তব্য; কিন্তু কামনা না থাকিলেও যখন নিত্য কর্ম্মগুলি অবশ্য কর্ত্তব্য, তখন তাহাদের আরম্ভকালে সঙ্কল্প করিবার

নিত্যত্বাৎ প্রথমাধিকারিণাপি তৎসঙ্কল্পো ন ক্রিয়ত ইতি। তন্নিত্যত্বমাহ ছন্দোগপরিশিষ্টম্,—

"ধ্রুবাণি তু প্রকুর্ব্বীত প্রমীতাহনি সর্ব্বদা।
দ্বাদশ প্রতিমাস্যানি আদ্যং ষাণ্মাসিকে তথা।
সপিণ্ডীকরণঞ্চৈব ইত্যেতৎ শ্রাদ্ধষোড়শম্ ॥"

"ধ্রুবাণি" আবশ্যকানি। অতোঽহশৌচাদিশঙ্কয়া ভবিষ্য-

ত্যর্থঃ। প্রমীতাহনি মৃততিথৌ। একপিণ্ডস্বধানামিতি একা সমানা পিণ্ডস্বধা স্বধাযুক্তমন্ত্রা যেষাং সমানোদকানামিত্যর্থঃ। পিণ্ডস্বধাশব্দেন পিণ্ডসম্বন্ধিস্বধাশব্দযুক্ত-মন্ত্রকরণকদেয়ং জলং লক্ষিতং, তন্মন্ত্রশ্চ "ঊর্জ্জং বহন্তীরি"ত্যাদিঃ। আ দশমাদিতি দশমপুরুষাৎ পরং ত্রিরাত্রাশৌচরূপধর্ম্মবিচ্ছিত্তির্ভবতীত্যর্থঃ। রিকৃথেতি রিক্থোদাগতস্য অসগোত্রস্য রিকৃথবিচ্ছিত্তিঃ, তথাচ তস্মৈ অর্জ্জিতমপি ধনং বিভজ্য ন দেয়মিত্যর্থঃ। "স্বধাবিচ্ছিত্তিঃ" পিণ্ডবিচ্ছিত্তিঃ অন্যথা তত্ত্বমধ্যে। কর্ত্ত্র'করণে শ্রাদ্ধাদ্যধিকারিণঃ শ্রাদ্ধাদ্যকরণে। তন্নিষ্ঠেতি কর্ত্তৃনিষ্ঠেত্যর্থঃ। প্রত্যবায়শ্রবণাৎ ব্রহ্মহতুল্যো ভবতীতি-প্রত্যবায়শ্রবণাৎ। শ্রাদ্ধদ্বয়াদিকরণানন্তরং জ্যেষ্ঠমরণে অবশিষ্টং জ্যেষ্ঠপ্রতিনিধিনা

কোন আবশ্যকতাই নাই, সঙ্কল্প ব্যতীতও অনুষ্ঠিত হইলে তাহারা নিষ্ফল হয় না।

ঐ যে সপিণ্ডকরণান্ত শ্রাদ্ধের কথা বলিতেছি, উহারা নিত্য, অর্থাৎ পুত্রাদি অধিকারী কর্ত্তৃক অবশ্য কর্ত্তব্য, সুতরাং উহাদের আরম্ভকালে সঙ্কল্প করিবার কোন আবশ্যকতা নাই বলিয়াই প্রথম অধিকারী পুত্রও প্রথম শ্রাদ্ধের আরম্ভকালে আমি অমুকের প্রেতত্ববিমুক্তি কামনা করিয়া অদ্য হইতে ষোলটী শ্রাদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলাম, সমুদয় শ্রাদ্ধগুলির উদ্দেশে এইরূপ একটা সঙ্কল্প করিয়া কিছু শ্রাদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হয় না। সপিণ্ডীকরণান্ত ষোলটী শ্রাদ্ধ যে নিত্য সে কথা ছন্দোগপরিশিষ্টে বলা হইয়াছে, যথা,—"অবশ্য কর্ত্তব্য শ্রাদ্ধগুলির মৃত তিথিতেই নিত্য অনুষ্ঠান করিবে, সে গুলি যথা,—প্রতিমাসে কর্ত্তব্য দ্বাদশটী মাসিক, আদ্য শ্রাদ্ধ, প্রথম ও দ্বিতীয় ষাণ্মাসিক এবং সপিণ্ডীকরণ এই ষোলটি শ্রাদ্ধ।" মূল বচনে যে "ধ্রুবাণি" পদটি আছে, উহার অর্থ—অবশ্য কর্ত্তব্য। মউক প্রসঙ্গে সঙ্কল্পের কথার আলোচনা করিয়া আবার সেই পূর্ব্ব প্রস্তাবিত প্রতিনিধির কথা বলা হইতেছে। ভ্রাতৃগণের মধ্যে যে কেহ প্রেতশ্রাদ্ধ করুক না কেন, সে অপরের স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত ঋত্বিক্‌রূপে প্রতিনিধি হইয়াই কার্য্য করে, তাহার করাতেই অন্যান্য সকলেরও ঐ সকল শ্রাদ্ধ করা

দুর্গোৎসবাদৌ যৎ বরণাদিকং করোতি, তৎ কর্ম্মকালে স্বয়ং প্রবর্ত্তনবৎ প্রবর্ত্তনায়, ন তু অতএব তদানীং প্রতিনিধির্ভবতি, কিন্তু কর্ম্মকালে স্বয়মেব তদর্থং কর্ম্ম ক্রিয়তে। অন্যথা শুচি-

---

কনিষ্ঠেন ক্রিয়তে। নন্ জ্যেষ্ঠমরণেন জীবনরূপাধিকারাভাবাৎ কথং প্রতিনিধিঃ, অথাশৌচিনোঽধিকারাভাবেঽপি দুর্গোৎসবাদৌ প্রতিনিধিবদিতিচেৎ অশৌচাৎ পূর্ব্বং তত্র প্রতিনিধিকরণমিত্যত্রাহ এবঞ্চেতি। স্বয়ং প্রবর্ত্তনায় স্বয়ং তত্তৎকর্ম্মকরণায়, অতএব

হয়, এবং স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত ঋত্বিকৃদিগের পূর্ব্বে কর্ম্মে যথারীতি বরণ না করিলেও তৎকৃত কর্ম্ম ফলপ্রদ হয়। এই সকল কথা আগে বলা হইয়াছে এতদ্দ্বারা ইহাও সিদ্ধ হইতেছে যে, প্রথমাধিকারীর মৃত্যুর পর তৎপরবর্ত্তী অধিকারী যে কার্য্য করিবে, তাহাতে সে স্বয়ং প্রবৃত্ত ঋত্বিকের মত অন্যান্য জীবিত ভ্রাতৃদিগের যেমন প্রতিনিধি হইয়া কার্য্য করিবে, তেমনি উক্ত মৃত ব্যক্তিরও স্বয়ং প্রবৃত্ত ঋত্বিকের মত প্রতিনিধি হইয়াই কার্য্য করিবে। এই হেতুই অর্থাৎ স্বয়ং প্রবৃত্ত ঋত্বিকের মত প্রতিনিধি দ্বারা কৃত কর্ম্মের ফলসিদ্ধি হয় বলিয়াই, অশৌচাদির আশঙ্কা করিয়া ভবিষ্যৎ দুর্গোৎসবাদি কার্য্যে আগে থাকিতেই পুরোহিতকে যে বরণ ক'রে রাখা হয়, ঐ বরণ দ্বারাও যে পুরোহিতকে ঐ সময় হইতে কার্য্যে নিযুক্ত করা হয়, তাহা নহে, তবে স্বয়ং প্রবৃত্ত ঋত্বিকের কর্ম্মকালে আপনা হইতেই যজমানের প্রতিনিধি হইয়া কর্ম্ম করিতে যেমন প্রবৃত্তির উদ্রেক হয়, ঐ বরণ দ্বারা আশঙ্কিত অশৌচাদি ঘটিলে কর্ম্মকালে ঐ পুরোহিতেরও সেইরূপ স্বয়ং প্রবৃত্ত হইয়া যজমানের কার্য্য করিবার প্রবৃত্তির উৎপাদন করা হয় মাত্র। এই জন্যই ঐ পুরোহিত সেই সময় হইতে বস্তুগত্যা যজমানের প্রতিনিধি হয় না, কিন্তু কর্ম্মকাল উপস্থিত হইলে ঐ ব্যক্তি স্বয়ং প্রবৃত্ত হইয়াই যজমানের কার্য্য সম্পাদন করে এরূপ মীমাংসা না করিয়া ঐ ব্যক্তিকে পূর্ব্ব হইতেই প্রতিনিধিরূপে নিযুক্ত করা হয়, এরূপ কথা বলিতে পার না, কর্ম্মবিশেষে অগ্রে কর্ত্তার নিজের অধিকার হইলেই ত পরে সেই কর্ম্ম সম্পাদনার্থ আপনার প্রতিনিধি নিযুক্ত করা সঙ্গত হয়। দেখ, 'শুচি তৎকালজীবী কর্ম্ম কুর্য্যাৎ' এই শাস্ত্রীয় বিধানানুসারে "যৎকালে কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে হইবে, ঐ সময় কর্ম্ম কর্ত্তা যদি শুচি অশৌচাদি দোষরহিত হইয়া জীবিত থাকে, তবেই তাহার ঐ কর্ম্মে

তৎকালজীবিত্বেনাধিকারাত্তদানীমধিকারাভাবাৎ কথং প্রতি-নিধিবিধানম্ ইতি। অতএব শঙ্খলিখিতৌ,—

"রাজ্ঞাং পুরোহিতোঽমাত্যঃ শুদ্ধিস্তস্য তদাশ্রয়া॥"

নৃপতীনামাত্মপ্রতিনিধীভূতঃ পুরোহিতস্তেন নৃপতেরশৌচে পুরোহিতস্যাশৌচাভাবাৎ নৃপতেঃ শান্তিকং পৌষ্টিকং পুরোহিতেন স্বীয়শুদ্ধ্যা কর্ত্তব্যমিতি হারলতাপ্রভৃতয়ঃ। এবঞ্চে-

---

বরণাদিত এব। কর্ম্মকালে দুর্গোৎসবাদিকালে। অন্যথা তৎপ্রতিনিধীভূয়ৈব কর্ম্ম ক্রিয়তে 'ইতিচেৎ। অতএব তদানীমধিকারাভাবাৎ তদানীং প্রতিনিধি-বিধানাভাবেঽপি স্বয়ং তদর্থং কর্ম্মকরণাদেব। রাজ্ঞামিতি পুরোহিতো রাজ্ঞামমাত্য ইত্যাদেস্তবিশেষভাবেনান্বয়ঃ। অস্য পুরোহিতস্য শুদ্ধিস্তদাশ্রয়া রাজবৃত্তেঃ রাজবৃত্তিতয়া

অধিকার জন্মে।" এই নিয়ম অনুসারে কোন কর্ম্মের অনুষ্ঠানযোগ্য কাল উপ-স্থিত হইবার পূর্ব্বে কর্ম্মকর্ত্তার সেই কর্ম্মে অধিকারই হয় না, সুতরাং তাহাতে প্রতিনিধি নিয়োগ কিরূপে সম্ভবে? সুতরাং ঐরূপস্থলে পুরোহিতকে স্বয়ং প্রবৃত্ত প্রতিনিধিই বলিতে হইবে। এইরূপ জ্যেষ্ঠের মৃত্যু নিবন্ধন অধিকারাভাব ঘটিলেও তৎপরে প্রেতকার্য্যকারী কনিষ্ঠকে তাহার স্বয়ংপ্রবৃত্ত প্রতিনিধি বলা যাইতে পারে। কর্ম্মকালের পূর্ব্বে কর্ত্তার অধিকারাভাবহেতু প্রতিনিধিরূপে নিযুক্ত হইয়াও কেহ স্বয়ং প্রবৃত্ত হইয়া তাহার কার্য্য করিলেও উহা প্রতিনিধি দ্বারা করান কার্য্যের মত সিদ্ধ হয় বলিয়াই শঙ্খ এবং লিখিতবলিয়াছেন— "রাজাদিগের পুরোহিতই অমাত্য; কাজেই পুরোহিতের শুদ্ধি অবস্থাকেই রাজার শুদ্ধি অবস্থা বলিয়া বুঝিতে হইবে।" শঙ্খ এবং লিখিতের এই বচনের হারলতা প্রভৃতিতে এইরূপ ব্যাখ্যা করা হইয়াছে,—নৃপতিগণের পুরোহিত অমাত্য অর্থাৎ স্বকীয় প্রতিনিধীভূত, পুরোহিত আপনার ইচ্ছাক্রমেই রাজার কর্ত্তব্য কর্ম্ম সকল করিতে পারেন। এই জন্য রাজার অশৌচকালে পুরোহিতের যদি অশৌচ না থাকে, তাহা হইলে, পুরোহিতের শুদ্ধি থাকাতেই সে রাজার কর্ত্তব্য শান্তিক এবং পৌষ্টিক কর্ম্ম করিতে পারিবে। এই নিয়ম সাধারণ স্থলেও খাটিবে। যদি বল, রাজা যে সময় অশুচি থাকিবে, সে সময় তাহার দ্রব্যাদি দ্বারাই বা পুরোহিত শান্তিক ও পৌষ্টিক কর্ম্ম করিবে কিরূপে? অশুচি ব্যক্তির দ্রব্যদ্বারা বৈধকর্ম্ম করাও ত নিষিদ্ধ। স্মার্ত্ত বলিতেছেন—একথাও

যশৌচিদ্রব্যেণ কথং ক্রিয়তে ইতি চেৎ শুদ্ধিকালে তদর্থোপকল্পিতত্বাৎ। তথাচ যমঃ,—

"দৈবে ভয়ে সমুৎপন্নে প্রধানাঙ্গে বিনাশিতে।

পূর্ব্বসংকল্পিতেঽর্থে বা তস্মিন্নাশৌচমিষ্যতে॥" সপ্তাঙ্গরাজ্যস্য 'প্রধানাঙ্গে' রাজনি, "কিঞ্চিৎ ধর্ম্মকার্য্যং" পুষ্করিণ্যাদি কর্ত্তুং পূর্ব্বাশৌচকালে ধনে সংকল্পিতে পৃথক্কৃতে তস্মিন্ কার্য্যেঽশৌচং নাস্তীতি। হারলতাকৃত্যচিন্তামণৌ,—

"বিবাহোৎসবযজ্ঞেষু অন্তরা মৃতসূতকে।

পূর্ব্বসংকল্পিতং দ্রব্যং দীয়মানং ন দুষ্যতি॥" ১০৫

উপচর্য্যতে ইত্যর্থঃ। এবঞ্চান্যেন স্বীয়শুদ্ধ্যা অশৌচিনঃ কর্ম্মকরণে চ। দৈবে ভয়ে ইতি দৈবভয়ং মরণং, তথাচ মরণাশৌচশঙ্কয়া তথা কর্ত্তব্যমিত্যর্থঃ। অথবেতি বাকারেণাশৌচমধ্যেঽপি তদ্দিনাহরণীয়পুষ্পজলাদৌ তস্য সত্ত্বেঽপি ন দোষ ইতি সমুচ্চিতম্। অশৌচমিতি স্বাশ্রয়নিরূপিতস্বত্ববত্ত্বরূপপরম্পরসম্বন্ধেন দ্রব্যস্যাশৌচবত্ত্বং স্বমশৌচম্, অতোঽশৌচস্য পুরুষধর্ম্মতয়া ধনাবৃত্তিত্বেঽপি ন বচনানর্থক্যমিতি ধ্যেয়ম্। সপ্তাঙ্গেতি"স্বাম্যমাত্যঃ সুহৃৎকোষো রাষ্ট্রদুর্গবলানি চ। রাজ্যাঙ্গানীতি ত্রিকাণ্ডাদিত্যর্থঃ।

বলিতে পারে না, কারণ শুদ্ধিকালে ঐ সকল দ্রব্য ঐ সকল কর্ম্মের জন্যই আহৃত করা হইয়াছিল, সুতরাং ঐ সকল দ্রব্যদ্বারা কর্ম্ম করাতে কোন দোষ হয় না। কারণ, যম বলিয়াছেন, "দৈবভয় উৎপন্ন হইলে,* প্রধানাঙ্গ বিনাশিত হইলে, এবং কোনও দ্রব্য যদি কোনও কর্ম্মের জন্য পূর্ব্বে সঙ্কল্পিত করা হইয়া থাকে, এইরূপ দ্রব্যের অশৌচদোষ ঘটে না।" ঐ বচনে যে "প্রধানাঙ্গ বিনাশিত হইলে" বাক্যটী আছে, উহার অর্থ—সপ্তাঙ্গসম্পন্ন রাজ্যের প্রধান অঙ্গস্বরূপ রাজা বিনাশিত হইলে এবং কোনও দ্রব্য কোনও কর্ম্মের জন্য পূর্ব্বে সঙ্কল্পিত হইয়া থাকে, ইহার তাৎপর্য্য—যদি পুষ্করিণী খনন প্রভৃতি কোনও ধর্ম্মকার্য্যের জন্য অশৌচের পূর্ব্বকালে কিছু টাকা স্বতন্ত্র করিয়া রাখা হয়, তাহা হইলে অশৌচকালে ঐ টাকার দ্বারাই তথাবিধ ধর্ম্মকার্য্যের অনুষ্ঠান করা যাইতে পারে; হারলতাতে এইরূপ ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। কৃত্যচিন্তামণিতে এই মতের পোষক একটী বচন উদ্ধৃত হইয়াছে. যথা, "বিবাহ, উৎসব এবং

* দৈবভয় শব্দের অর্থ টীকাকার মরণাশৌচ আশঙ্কা, এইরূপ করিয়াছেন।

প্রথমপিণ্ডকর্তৃত্বনিয়মবৎ প্রথমপিণ্ডদ্রব্যনিয়মমপ্যাহ শুনঃ-পুচ্ছঃ,—"প্রথমেঽহনি যদ্দ্রব্যং তদেব স্যাদ্দশাহিকম্।"

বিষ্ণুঃ,—"যাবদশৌচং তাবৎ প্রেতস্যোদকং পিণ্ডমেকঞ্চ দদ্যুরি"তি। "যাবত্তাবদি"ত্যভিধানাৎ অশৌচাভ্যন্তর এব পিণ্ডদানং মুখ্যং, দৈবাত্তদ্রাকরণে মধ্যমক্রিয়াপূর্ব্বকালে কর্ত্তব্যম্।

"যথাগামিক্রিয়ামুখ্যাকালস্যাপ্যন্তরালবৎ।
গৌণকালত্বমিচ্ছন্তি কেচিৎ প্রাক্তনকর্ম্মণি।"

পূর্ব্বমিত্যস্য বিবরণম্ অশৌচকাল ইতি। বিবাহেতি যত্র বৃদ্ধিশ্রাদ্ধাদ্যুত্তরম্ অশৌচং জাতং তত্রাশৌচমধ্যেঽপি ক্রিয়মাণে বিবাহাদাবিত্যর্থঃ॥ ১০৫॥

প্রথমেতি যঃ প্রথমপিণ্ডদাতা স এবাপরনবপিণ্ডদাতেতি নিয়মবদিত্যর্থঃ। মধ্যমক্রিয়ায়া আদ্যশ্রাদ্ধাদিরূপায়াঃ। যদ্বেতি মুনেঃ পক্ষান্তরম্। প্রামঃ পক্ষ—এবমাগামিযাগীয়মুখ্যকালাদধস্তনঃ। স্বকালাদুত্তরো গৌণঃ কালঃ পূর্ব্বস্য কর্ম্মণঃ॥ ইত্যনেনোক্তাঃ। মুখ্যকালস্যেতি এতচ্চ ফলোপহিতকিঞ্চিৎস্থূলকালমাত্রায় পর্য্যবস্যতি। প্রাক্তনকর্ম্মণি

যজ্ঞানুষ্ঠানের আরম্ভ করিবার পরে যদি মরণাশৌচ বা জননাশৌচের সংঘটন হয়, তাহা হইলে ঐ কার্য্যের উদ্দেশে ব্যয় করিবার জন্য পূর্ব্বে স্থিরীকৃত দ্রব্যদানে কোনও দোষ হয় না"! ১০৫ ॥

যেমন প্রথমদিনে পিণ্ডদানকারীকেই দশদিনের পিণ্ড দিতে হইবে, এইরূপ নিয়ম করা হইয়াছে; শুনঃপুচ্ছ আবার পিণ্ডদানের দ্রব্য সম্বন্ধেও সেইরূপ নিয়ম করিয়াছেন, অর্থাৎ প্রথম দিনে যে সকল দ্রব্য দিয়া পিণ্ডদান করা হইবে, দশদিন ধরিয়া সেই সকল দ্রব্য দিয়াই পিণ্ড দিতে হইবে। এইরূপ নিয়ম করিয়াছেন। যথা "প্রথমদিনে যে দ্রব্য দিয়া পিণ্ডদান করিবে, দশদিন পর্য্যন্ত ঐ দ্রব্য দিয়াই পিণ্ড দিতে হইবে।" বিষ্ণু বলিয়াছেন—"যে পর্য্যন্ত অশৌচ থাকিবে, সেই পর্য্যন্ত প্রেতের উদ্দেশে উদক এবং প্রত্যহ এক একটী করিয়া পিণ্ড দান করিবে।" বিষ্ণুর বচনে "যাবৎ তাবৎ" এইরূপ আপেক্ষিক শব্দদ্বয়ের ব্যবহার থাকায়, অশৌচের মধ্যে পিণ্ডদান যে, মুখ্য কার্য্য, ইহাই বুঝাইতেছে। যদি দৈবব্যাঘাত প্রযুক্ত অশৌচের মধ্যে পিণ্ডদান না ঘটে, তবে মধ্যম ক্রিয়ার পূর্ব্বে উহা অবশ্য কর্ত্তব্য। কেননা, "অথবা মধ্যবর্ত্তী কালের ন্যায় আগামী অর্থাৎ পরকর্ত্তব্য ক্রিয়ার মুখ্যকালও পূর্ব্বকর্ত্তব্য কর্ম্মের গৌণকালরূপে পরিগণিত হইয়া

ইতিবচনেন প্রাপ্তপূর্ব্বক্রিয়স্যৈব মধ্যমক্রিয়াভাগিত্বাবগমাৎ, "অন্তরালবৎ" মধ্যকালস্যৈব, আগামিক্রিয়াকালস্য গৌণকালত্বমিতি। যদ্বেতি পক্ষান্তরম্। জলসমীপে পিণ্ডদানমুক্তং স্বয়ম্মৎস্যপুরাণে,—

"প্রেতীভূতস্য সততং ভুবি পিণ্ডং জলং তথা।
সতিলং সকুশং দদ্যাদ্বহির্জ্জলসমীপতঃ॥" ঋষ্যশৃঙ্গঃ,—
"ন স্বধাঞ্চ প্রযুঞ্জীত প্রেতপিণ্ডে দশাহিকে।

পূর্ব্বকর্ম্মণি, আগামিক্রিয়া মুখ্যকালস্য গৌণকালত্বমিচ্ছন্তি অন্তরালবৎ মধ্যকালস্যৈব ইত্যর্থঃ। প্রাপ্তেতি আগামিক্রিয়াকালস্য প্রাক্তনক্রিয়াকালত্বাভিধানেন প্রাক্তনক্রিয়া আগামিক্রিয়ায়াঃ পূর্ব্বং কর্ত্তব্যেত্যতঃ প্রাপ্তা পূর্ব্বক্রিয়া যেন তস্য প্রকৃতে চ প্রেতস্যেত্যর্থঃ। পক্ষান্তরমিতি যদ্বেত্যাদিনা উক্তমিত্যর্থঃ। তথাচ মুখ্যকাল ইত্যেকঃ পক্ষঃ মধ্যকালশ্চ একঃ পক্ষ ইতি পক্ষদ্বয়মিতি ভাবঃ। জলসমীপ ইতি পূর্ব্বং গৃহদ্বারি

থাকে," ইহার তাৎপর্য্য এই যে, যদি কোন একটি পূর্ব্বকর্ত্তব্য কর্ম্ম (যেমন প্রথম-মাসিক শ্রাদ্ধ) মুখ্য কোন অর্থাৎ প্রথম মাসিক মৃত-তিথিতে না করা হয়, তাহ'লে দ্বিতীয় মাসিকের মধ্যবর্ত্তী কৃষ্ণা একাদশী ঐ প্রথম মাসিকের গৌণ কাল, সেইরূপ দ্বিতীয় মাসিকের মুখ্য কালও অর্থাৎ দ্বিতীয় মাসিকের তিথিও ঐ, প্রথম মাসিকের পক্ষে একটি গৌণ কাল। মধ্যবর্ত্তী কৃষ্ণ একাদশীতে অথবা, দ্বিতীয় মাসিকের দিন প্রথম মাসিকের অনুষ্ঠান করা যাইতে পারে। এই বচনে পরকর্ত্তব্য কর্ম্মের মুখ্য কালকে পূর্ব্বকর্ত্তব্য কর্ম্মের গৌণ কালরূপে নির্দ্দেশ করায়, পূর্ব্বকর্ত্তব্য কর্ম্ম না করিয়া পরকর্ত্তব্য কর্ম্ম করিবে না, এইরূপ স্থির হওয়াতে পূর্ব্ব ক্রিয়া সম্পাদিত হইলেই যে, মধ্যম ক্রিয়ার ভাগী হয়, ইহাই অবগত হওয়া যাইতেছে। "অন্তরাল" শব্দের অর্থ—মধ্যকাল, উহা যেমন পূর্ব্ব কর্ম্মের গৌণ, তেমনি পরবর্ত্তী কর্ত্তব্য কর্ম্মের মুখ্য কালও পূর্ব্ব কর্ম্মের গৌণ কাল। বচনস্থিত "যদ্বা" কথাটি দ্বারা গৌণ কালের পক্ষান্তরের নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। (১) স্বয়ম্মৎস্যপুরাণে দশাহিক পিণ্ডদান যে, জলের সমীপে করিতে হইবে; এইরূপ

(১) ইহার পূর্ব্বে পূর্ব্বক্রিয়ার পরবর্ত্তী এবং আগামী ক্রিয়ার পূর্ব্ববর্ত্তী অর্থাৎ উভয়ের মধ্যবর্ত্তী শাস্ত্রবিহিত কালবিশেষকে পূর্ব্বক্রিয়ানুষ্ঠানের পক্ষে গৌণরূপে অভিধান করা হইয়াছে। এই বচনস্থিত "যদ্বা" দ্বারা আগামী ক্রিয়ার তিথিকেও পূর্ব্বক্রিয়ার গৌণকালরূপে নির্দ্দেশ করা হইল।

তাবেতৈতচ্চ বৈ পিণ্ডং যজ্ঞদত্তস্য পূরকম্।
যস্য ন জ্ঞায়তে গোত্রং পিণ্ডং নাম্না তু নির্ব্বপেৎ॥" দশাহিকগ্রহণাৎ একাদশাহিকশ্রাদ্ধে স্বধাপদপ্রয়োগোঽস্তীতি হারলতা। ন চ"স্বধা পিতৃহবির্দ্দানমন্ত্র" ইতি "প্রেতস্য পিতৃত্বাভাবাৎ কথং তৎপ্রয়োগ" ইতি বাচ্যং, "পিত্রে তু দ্বিগুণা দর্ভা" ইতিবৎ পিতৃপদস্য প্রমীতপরত্বাৎ।

"দানং প্রতিগ্রহো হোমঃ স্বাধ্যায়ঃ পিতৃকর্ম্ম চ।

পিণ্ডদানমুক্তম্, অতঃ পিণ্ডদানস্য স্থানদ্বয়ম্; এবং দেবতায়তনাদিকমপি বোধ্যম্। তত্র প্রমাণঞ্চ পূর্ব্বমুক্তং, গ্রন্থকারোঽপি বক্ষ্যতি। জলম্ আমপাত্রে জলম্, সকুশমিতি কুশমোটকরূপা বোধ্যা। বহির্গৃহাৎ বহিঃ। তাবেত প্রযুঞ্জীত। অত্র তু অমুকগোত্র প্রেতামুকদেবশর্ম্মন্নেতচ্ছিরঃপূরকং পিণ্ডং তে ময়া দীয়তে তবোপতিষ্ঠতামিত্যাদিকঃ কেষাঞ্চিৎ প্রয়োগঃ; তত্র শিরঃপূরকমিত্যাদিকং নির্বিবাদং, তে ময়া দীয়তে তবোপতিষ্ঠতামিত্যত্র তু প্রমাণং ন বিদ্মঃ। তৎপ্রয়োগঃ স্বধাপদপ্রয়োগঃ। দ্বিগুণা মোটকরূপাঃ।

বলা হইয়াছে। যথা—"প্রেতীভূত ব্যক্তির উদ্দেশে তিল ও কুশের সহিত পিণ্ড এবং জল, গ্রামের বাহিরে স্থিত জলের সমীপে মৃত্তিকায় প্রদান করিবে।" ঋষ্যশৃঙ্গ বলেন, "দশাহিক প্রেতপিণ্ডদানে স্বধা শব্দের প্রয়োগ করিবে না, কেবল এই বলিয়া পিণ্ড দান করিবে,—ইহা যজ্ঞদত্তের (প্রেতের নাম) পূরক পিণ্ড। যাহার গোত্র জানা যাইবে না, তাহার কেবল মাত্র নাম করিয়াই পিণ্ড দান করিবে।" ঋষ্যশৃঙ্গের বচনে বিশেষ করিয়া "দশাহিক" পিণ্ডে স্বধা শব্দের প্রয়োগ নিষেধ করায়, একাদশাহিক আদ্য শ্রাদ্ধে যে, 'স্বধা' শব্দের প্রয়োগ করা যাইতে পারিবে, একথা হারলতা বলিয়াছেন। এক্ষণে কেহ আশঙ্কা করিয়াছিল, 'স্বধা' এই শব্দটী ত প্রাপ্তপিতৃলোক ব্যক্তির উদ্দেশেই দ্রব্যদানের মন্ত্র, প্রেত ব্যক্তি ত পিতৃলোক প্রাপ্ত হয় নাই, তবে একাদশাহিক শ্রাদ্ধে ঐ প্রেতের উদ্দেশে পিণ্ডদানে 'স্বধা' শব্দের প্রয়োগ কিরূপে হইবে? ইহার উত্তরে স্মার্ত্ত বলিতেছেন, এরূপ আপত্তি করিতে পার না। যেমন "পিতৃকর্ম্মে দ্বিগুণ দর্ভের বিন্যাস করিবে।" এস্থলে পিতৃ শব্দটী মৃত ব্যক্তি মাত্রেরই বাচকরূপে প্রযুক্ত হইয়াছে, সেইরূপ পিতৃকর্ম্মে 'স্বধা' শব্দের প্রয়োগ করিতে হইবে, এই স্থলেও পিতৃ শব্দটী মৃত মাত্রেরই বাচক। আরও দেখ, "দান, প্রতিগ্রহ, হোম, স্বাধ্যায়

প্রেতপিণ্ডক্রিয়াবর্জ্জং সূতকে বিনিবর্ত্ততে॥” ইতি শঙ্খ-বচনেনাপি পিতৃপদস্য মৃতপাত্রপরত্বেন প্রেতপিণ্ডস্যাপি পিতৃ-কর্ম্মত্বাৎ তদ্বর্জ্জনমুপপদ্যতে। অন্যথা প্রসক্ত্যভাবাৎ প্রতি-প্রসববৈফল্যাপত্তেশ্চ,

“পিতৃযজ্ঞন্তু নির্ব্বর্ত্ত্য মাসিকং শ্রাদ্ধমেব চ।” ইতি পূর্ব্বোক্তপ্রেততর্পণেঽপি পিতৃযজ্ঞপদপ্রয়োগাচ্চ॥ ১০৬॥

এবঞ্চ প্রেতশ্রাদ্ধেঽপি ভূস্বামিপিতৃভ্যোঽগ্রদানং সং-গচ্ছতে। অত্র ভাষণবিধৌ “এতৎপিণ্ডং যজ্ঞদত্তস্য পূরক”-মেতাবন্মাত্রশ্রুতেঃ “শিরঃপূরক”মিত্যাদিবিশেষোল্লেখে প্রমাণং নাস্তি। ন চ,—

অত্র পিতৃপদং প্রমীতপরমবশ্যং বক্তব্যম্, অন্যথা প্রেতশ্রাদ্ধে (বগুণদর্জনাভো?) ন স্যাদিতি ভাবঃ। প্রতিপ্রসবেতি প্রেতপিণ্ডক্রিয়াবর্জ্জমিত্যনেন প্রতিপ্রসবেত্যর্থঃ॥ ১০৬॥

এবঞ্চ পিতৃপদস্য প্রমীতপরত্বে চ। ভূস্বামীতি “পরকীয়গৃহে যস্তু স্বান্ পিতৄন্ তর্পয়েজ্জড়” ইত্যনেন প্রাপ্তমগ্রদানমিত্যর্থঃ। যত্তু প্রেতশ্রাদ্ধেষু ন স্বধা নাভিরম্যা-তামিত্যাশ্বলায়নগৃহং তৎ স্বধাবাচননিষেধকম্, অন্যথা সাংবৎসরিকে শ্রাদ্ধে একোদ্দিষ্ট-ধর্ম্মাতিদেশাৎ স্বধাপদপ্রয়োগো দুরুপপাদনীয়ঃ স্যাদিতি বোধ্যম্। অত্র ভাষণেতি

প্রেতপিণ্ডক্রিয়াভিন্ন পিতৃকার্য্য অশৌচে নিবৃত্ত হয়” এই শঙ্খবচনের দ্বারাও পিতৃ শব্দটী যে মৃত ব্যক্তি মাত্রেরই বোধক, তাহাই জানা যাইতেছে; তাহা না হইলে, উহাতে “প্রেতপিণ্ডভিন্ন পিতৃকার্য্য” এরূপ করিয়া বলা সম্পূর্ণ অসঙ্গত হইত, কেমনা, পিতৃকর্ম্মের” মধ্যে প্রেতের উদ্দেশে পিণ্ডদানের প্রসঙ্গ ত হইতেই পারেনা, সুতরাং বচনে উহার প্রতিপ্রসব করা সম্পূর্ণ বিফল হইয়া পড়ে। আরও দেখ, “পিতৃযজ্ঞ এবং মাসিক শ্রাদ্ধ শেষ করিয়া” এই পূর্ব্বোক্ত বচনেও প্রেততর্পণ স্থলেও “পিতৃযজ্ঞ” এই কথাটী ব্যবহৃত হইয়াছে। ১০৬।

যদি এইরূপ হইল, অর্থাৎ প্রেতেও পিতৃপদের ব্যবহার শাস্ত্রসম্মত হইল, তা হইলে প্রেতশ্রাদ্ধেও ভূস্বামী পিতৃগণের উদ্দেশে যে শ্রাদ্ধের অগ্রভাগ দান করা হয়, তাহাও সঙ্গত হইল। ঋষ্যশৃঙ্গ পূরক পিণ্ডদানের যে বাক্য বিহিত করিয়াছেন, তাহাতে ‘ইহা যজ্ঞদত্তের (অমুকের) পূরক পিণ্ড’ এইরূপ মাত্র কথন থাকায়, কোনও কোনও স্থলে যে ‘ইহা অমুকের শিরঃপূরক পিণ্ড” এইরূপ বাক্য

"শিরস্ত্বাদ্যেন পিণ্ডেন প্রেতস্য ক্রিয়তে সদা।
দ্বিতীয়েন তু কর্ণাক্ষিনাসিকাস্তু সমাসতঃ॥
গলাংশভুজবক্ষাংসি তৃতীয়েন যথাক্রমাৎ।
চতুর্থেন তু পিণ্ডেন নাভিলিঙ্গগুদানি চ॥
জানুজঙ্ঘে তথা পাদৌ পঞ্চমেন তু সর্ব্বদা।
সর্ব্বমর্ম্মাণি ষষ্ঠেন সপ্তমেন তু নাড়য়ঃ॥
দন্তলোমাদ্যষ্টমেন বীর্য্যঞ্চ নবমেন তু।
দশমেন তু পূর্ণত্বং তৃপ্ততা ক্ষুদ্বিপর্য্যয়ঃ॥"

ইতি ব্রহ্মকূর্ম্মপুরাণীয়ং বাক্যং প্রমাণমিতি বাচ্যং, তদ্বাক্যেন তত্তৎপিণ্ডস্য তত্তদঙ্গকরণত্বং বিধীয়তে। "ভাষেতে"তিবচনে-

"ভাষেতৈতচ্চ বৈ পিণ্ডং যজ্ঞদত্তস্য পূরকমিত্যভিজ্ঞোত্যর্থঃ। পূরকমিতি শরীরপূরকমিত্যর্থঃ। বাচস্পতিমিশ্রাদিমতং দূষয়তি শিরঃপূরকমিত্যাদীতি। দ্বিতীয়েনেতি কর্ণাক্ষিনাসিকাপূরকং দ্বিতীয়ং পিণ্ডম্। এবং পরত্রাপি বোধ্যম্। ভাষেতৈতচ্চ বৈ পিণ্ডমিতি বচনাৎ পিণ্ডশব্দো নপুংসকলিঙ্গ এব প্রয়োগ ইতি বোধ্যম। সমাসতঃ

লিখিত হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে কোনও প্রমাণ দৃষ্ট হয় না। কেহ আশঙ্কা করিয়াছিলেন, তুমি যে বলিতেছ, সে সম্বন্ধে কোনও প্রমাণ নাই, তাহা কিরূপ হইল, কারণ—"আদ্য পিণ্ডের দ্বারা সর্ব্বদা প্রেতের শিরোভাগ কৃত হয়, দ্বিতীয় দ্বারা কর্ণ, চক্ষু এবং নাসিকার নির্ম্মাণ হয়, তৃতীয় দ্বারা যথাক্রমে গলা স্কন্ধ বাহু এবং বক্ষ কৃত হয়, চতুর্থদ্বারা নাভি, লিঙ্গ, এবং অপান দেশ হয়, পঞ্চমের দ্বারা জানু জঙ্ঘা এবং পাদদ্বয়, ষষ্ঠ দ্বারা সকল প্রকার মর্ম্ম স্থান, সপ্তমদ্বারা নাড়ী সকল, অষ্টম দ্বারা দন্ত ও লোমাদি, নবম দ্বারা বীর্য্য, এবং দশম দ্বারা পূর্ণত্ব, তৃপ্ততা, এবং ক্ষুধার শান্তি হয়," এই ব্রহ্ম এবং কূর্ম্মপুরাণীয় বাক্যই প্রমাণ। স্মার্ত্ত বলিতেছেন, একথাও বলিতে পার না। কারণ, ঐ বাক্যের দ্বারা ঐ সকল পিণ্ড যে ঐ ঐ অঙ্গের জনক এই মাত্র বিহিত হইয়াছে। পূর্ব্বোক্ত ঋষ্যশৃঙ্গের বচনে যেমন "ভাষেত" এই ক্রিয়া পদ দ্বারা পিণ্ডদানের বাক্যে যজ্ঞদত্তের পূরকপিণ্ড এইরূপে উল্লেখ করিয়া পিণ্ডদান করিতে বলা হইয়াছে, এই বচনের দ্বারা কিছু পিণ্ডদানের বাক্যে "অমুক পিণ্ড অমুকের অমুক অঙ্গের পূরক হউক," এইরূপ উল্লেখপূর্ব্বক

খানভিধানাৎ, "পূর্ণত্বং তৃপ্ততা ক্ষুদ্বিপর্য্যয়" ইত্যত্র "শিরঃ-পূরক"মিত্যাদিবৎ পূর্ণত্বপূরণানুপপত্তেঃ; পূর্ণত্বপূরণশব্দয়োরেকার্থত্বাৎ।

"প্রেতপিণ্ডৈস্তথা দত্তৈর্দ্দেহমাপ্নোতি ভার্গব।"

ইতি বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে দেহশ্রুতে"র্দ্দেহপূরক"মিতি প্রয়োগাপত্তেশ্চ। তস্মাদনিরুদ্ধভট্টাদ্যুক্তঃ কেবলপূরকপ্রয়োগ এব যুক্ত ইতি।

"তোয়ৈঃ সুশীতলৈ"রিত্যুক্তস্য বিধানমাহ—"একতোয়াঞ্জলিস্ত্বেবং পাত্রমেকঞ্চ দীয়তে" ইত্যাদিনা, লাঘবায়

সংক্ষেপতঃ। সর্ব্বত্র প্রাণাঙ্গত্বেহপি আবৃত্ত্যৈকতন্ত্রীবধে। পূর্ণত্বং শরীরস্য পূর্ণত্বম্। উল্লেখানভিধানাৎ শিরঃপূরকমিত্যাদেরুল্লেখানভিধানাৎ। কেবলপূরকেতি; তথাচ এতচ্ছিরঃপূরকং পিণ্ডম্, ইত্যাদি মনসি সঞ্চিন্ত্য অমুকগোত্রস্য প্রেতস্যামুকদেবশর্ম্মণ এতৎ প্রথমং পিণ্ডং পূরকমিত্যাদিপ্রয়োগঃ সিদ্ধঃ। অনিরুদ্ধভট্টেন তু শিরঃপূরণাদি চিন্তনমপি ন লিখিতমিতি ধ্যেয়ম্। তোয়ৈরিতি। অর্ঘ্যৈঃ পুষ্পৈস্তথা ধূপৈর্দীপৈস্তোয়ৈঃ সুশীতলৈঃ। উর্ণাতন্তুময়ৈঃ শুভ্রৈর্ব্বাসোভিঃ পিণ্ডমর্চ্চয়েদিত্যাদিপুরাণে উক্তত্বেত্যর্থঃ।

পিণ্ডদান করিতে বলা হয় নাই। আরও দেখ, যদি এই বচনের—"অমুক পিণ্ড অমুকের অমুক অঙ্গের পূরক হউক" এইরূপ বাক্য বলিয়াই পিণ্ডদান করা অভিপ্রেত অর্থ হইত, তাহ'লে এই বচনেই 'দশম পিণ্ড দ্বারা পূর্ণত্ব, তৃপ্ততা, ক্ষুধার শান্তি হয়,' এইরূপ মাত্র বলা হইলেও তোমার মতানুসারে উহার "অমুক পিণ্ড অমুকের পূর্ণত্বের পূরক হউক" এইরূপ অর্থ করাই উচিত হয়, কিন্তু এরূপ অর্থ করিতে পার না, কারণ পূর্ণত্বের আবার পূরক হইবে কি? যেহেতু পূর্ণত্ব এবং পূরণ এই উভয় শব্দের একই অর্থ। শুধু তাহাই নহে, আরও দেখ, "হে ভার্গব, প্রদত্ত প্রেত পিণ্ডের দ্বারা দেহ প্রাপ্ত হয়" এই বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরীয় বচনে কেবলমাত্র 'দেহ' এই কথাটী ব্যবহৃত হওয়ায়, অমুক পিণ্ড অমুকের দেহ-পূরক হউক, এইরূপ বাক্যই বা কেন না প্রযুক্ত হইবে? এরূপ আপত্তিও হইতে পারে। অতএব অনিরুদ্ধ ভট্ট প্রভৃতি কর্তৃক কথিত কেবল "পূরক" অর্থাৎ "এই পিণ্ড অমুকের পূরক" এইরূপ প্রয়োগই যুক্তিযুক্ত হইতেছে। এবং পূর্ব্বোক্ত আদিপুরাণে "সুশীতল জলের দ্বারা যে

পৃথগ্দানং, তথা তোয়াঞ্জলেরুপস্থিতত্বাৎ লাঘবাৎ পাত্রমপি তদাধাররূপং ন তু ভিন্নম্। অতএব "তোয়পাত্রাণি তাবন্তী"-ত্যুপসংহৃতং, তদপি আমমৃন্ময়ম্।

"অশুচ্যশুচিনা দত্তমামমৃচ্ছকলাদিনা।" ইতি বক্ষ্যমাণাৎ। "আমমৃচ্ছকলাদিনা" অশুচিদ্রব্যমিত্যর্থঃ। তদ্দানঞ্চ তূষ্ণীমাহ পুনঃপুচ্ছঃ,—

"ফলমূলৈশ্চ পয়সা শাকেন চ গুড়েন চ।

পাত্রমামপাত্রং লাঘবাদিতি আমপাত্রাধিকরণকতোয়াঞ্জলিদানে দানস্যৈক্যাল্লাঘবম্ আমপাত্রস্য পৃথগ্দানে তু দানস্য দ্বিত্বাদ্গৌরবং ভবতীতি ভাবঃ। ন পৃথগ্দানমিতি কিন্তু পাত্রসহিতস্যৈব তোয়াঞ্জলের্দ্দানমিত্যর্থঃ। উপস্থিতত্বাল্লাঘবাদিতি অন্যথা তোয়াঞ্জলেঃ পাত্রান্তরকল্পনে অনুপস্থিতকল্পনপ্রযুক্তং গৌরবং স্যাদিতি ভাবঃ। পাত্রমপি আমপাত্রমপি। তোয়েতি তোয়পাত্রাণি তাবন্তি সংযুক্তানি তিলাদিভিরিত্যুপসংহারে তোয়পদযুক্তমিতি ভাবঃ। তদপি পাত্রমপি। মৃচ্ছকলেতি মৃৎখণ্ডেত্যর্থঃ। ভিন্নং

পিণ্ডের অর্চ্চনা করিতে বলা হইয়াছে, ঐ সুশীতল জলের দ্বারা পিণ্ড অর্চ্চনার "এক জলাঞ্জলি এবং একটী পাত্র দান করিবে" ইত্যাদি বচন দ্বারা এইরূপ বিধান করা হইয়াছে। এই বচনে একটি জলাঞ্জলি এবং একটি পাত্রদানের কথা পৃথক্ভাবে উল্লিখিত হইলেও উহাদিগকে এক সঙ্গেই দান করিবে, পৃথক্ভাবে দান করিবে না। কারণ এক সঙ্গে দান করাই লাঘব পক্ষ হয়, এবং সর্ব্বত্র লাঘবপক্ষই স্বীকৃত হইয়া থাকে। আরও একটি কথা এই যে, এ স্থলে জলাঞ্জলির দানের এক সঙ্গে পাত্রদানের বিধান থাকায়, ঐ পাত্র যে জলাঞ্জলিরই আধাররূপে দান করিতে হইবে, এইরূপ বুঝাইতেছে; কারণ তাহতে আরও লাঘব হয়। অতএব ইহা দ্বারা একটি পাত্রে জলাঞ্জলি রাখিয়া তৎসঙ্গে আর একটি পাত্র দান করিবে এরূপ অভিপ্রায়ও যেন কেহ না বুঝেন। এই জন্যই অর্থাৎ জলাঞ্জলির আধাররূপে পাত্রদান করিতে হইবে বলিয়াই "যত গুলি জলাঞ্জলি, পাত্রও ততগুলি হইবে" এইরূপে ঐ আদিপুরাণেই উপসংহার করা হইয়াছে। ঐ পাত্রটীও কাঁচা মাটীর হইবে। কারণ "অশুচি ব্যক্তি কর্ত্তৃক কাঁচা মৃৎখণ্ডের দ্বারা অশুচি দ্রব্য দত্ত হইবে" এইরূপ একটী বচন পরে বলা হইবে। দেয় দ্রব্যের অশুচিত্ব কাঁচা মাটীর খণ্ডের স্পর্শেই হইয়া থাকে। ঐ জলাঞ্জলি এবং পাত্র যে, তূষ্ণীভাবে প্রদান করিতে হইবে,

তিলমিশ্রস্তু দর্ভেষু পিণ্ডং দক্ষিণতো হরেৎ ॥
দ্বারদেশে প্রদাতব্যং দেবতায়তনেষু চ।
তুষ্ণীং প্রসেকং পুষ্পঞ্চ ধূপং দীপং তথৈব চ ॥”

“তুষ্ণীং প্রসেক”মিতি “মৃণ্ময়ামপাত্রস্থজলাঞ্জলি”মিতি হারলতা। তেন প্রসেকপদং কর্ম্মণি ব্যুৎপন্নম্। অতোঽত্র মৈথিলানাং বাক্যরচনা হেয়ৈব। যদপ্যুক্তং “ইদঞ্চ পাত্রাঞ্জল্যোর্দ্দানং পিণ্ডোপর্য্যেব”। “দ্বিতীয়ে দ্বা”বিত্যাদিনা তস্যৈবাধারত্বকথনাৎ। ন চ দ্বিতীয়দিনাদিকং তদর্থঃ, “সদ্যঃশৌচাদৌ

শকলখণ্ডে বেত্যমরঃ। নন্বু দেয়দ্রব্যস্য কথমশুচিত্বং তত্রাহামমৃচ্ছকলাদিনা অশুচীতি তথাচামমৃৎপাত্রসম্বন্ধাদশুচিত্বমিতি ভাবঃ। তদ্দানঞ্চ আমপাত্রতোয়াঞ্জলিদানঞ্চ। দক্ষিণতঃ কর্ত্তুর্দক্ষিণভাগে। দেবতায়তনেষু বেতি বাকারাৎ জলসমীপে অত্র জলাঞ্জলিদানে। বাক্যরচনেতি অমুকগোত্রেত্যাদি এষ তোয়াঞ্জলিস্তে ময়া দীয়তে তবোপতিষ্ঠতামিতি বাক্যরচনেত্যর্থঃ। যদপ্যুক্তমিতি বাচস্পতিমিশ্রেণেতি পরেণান্বিতম্। পাত্রাঞ্জল্যোর্দ্দানং পাত্রাঞ্জল্যোঃ পৃথগ্দানম্। এতন্মতে দ্বিতীয় ইত্যাদিকং পিণ্ডস্য বিশেষণং, দ্বিতীয়ে পিণ্ডে ইত্যর্থঃ। ন চ ইতি তদর্থ ইত্যনেনান্বিতম্। তদর্থঃ দ্বিতীয় ইত্যাদেরর্থঃ। সদ্য

তাহাও পুনঃপুনঃ বলিয়াছেন, যথা,—“ফল, মুগ, দুগ্ধ, শাক এবং গুড়ের সহিত তিলমিশ্র পিণ্ড দর্ভের উপর দক্ষিণমুখে দান করিবে, উহা দ্বারদেশে অথবা দেবতার আয়তনে প্রদান করিবে। এবং প্রসেক পুষ্প, ধূপ, এবং দীপ তুষ্ণীভাবে প্রদান করিবে।” হারলতায় ‘প্রসেক’ শব্দের অর্থ—কাঁচা মৃন্ময় পাত্রস্থ জলাঞ্জলি, এইরূপ ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। সুতরাং ‘প্রসেক’ এই পদটী কর্ম্মবাচ্যে সাধিত হইয়াছে। কাজে কাজেই এই জলাঞ্জলিদানকালে মৈথিলেরা যে একটী সংকল্পের বাক্য রচনা করেন, তাহা হেয় বলিয়াই প্রতীত হইতেছে। এস্থলে বাচস্পতি মিশ্র যদ্যপি বলিয়াছেন—“এই যে, পাত্র এবং জলাঞ্জলি দানের কথা বলা হইয়াছে, ইহা পিণ্ডের উপরই করিতে হইবে অর্থাৎ জলাঞ্জলিপূর্ণ পাত্রটি পিণ্ডের উপরেই রাখিতে হইবে, কারণ “দ্বিতীয়ে দুইটি দিবে” ইহা দ্বারা পিণ্ডই যে, পাত্র এবং জলাঞ্জলির আধার হইবে, তাহাই বলা হইয়াছে। যদি বল “দ্বিতীয়ে দুইটি দিবে” ইহার অর্থ “দ্বিতীয় পিণ্ডে দুইটি দিবে” এরূপ নহে, “দ্বিতীয় দিনে দুইটি দিবে” এইরূপই উহার অর্থ, এইরূপ অর্থের সদ্যঃশৌচাদি-

বাধাপত্তেঃ, সদ্যস্ত্র্যহাশৌচপিণ্ডদানস্যাপ্যপক্রমা"দিতি বাচস্পতিমিশ্রেণ, তদযুক্তং, "দ্বিতীয়" ইত্যাদাবপি "দ্বিতীয়েঽহনি চত্বার" ইতি পূর্ব্ববচনেঽহঃশ্রুতেরত্রাপি বিশেষ্যত্বেন তদেবান্বেতি, ন তু পিণ্ডে ইতি। অতএব মিতাক্ষরায়াং প্রচেতাঃ,—

"দিনে দিনেঽঞ্জলীন্ পূর্ণান্ দদ্যাৎ প্রেতোপকারণাৎ।
তাবদ্বৃদ্ধিশ্চ কর্ত্তব্যা যাবৎ পিণ্ডঃ সমাপ্যতে॥" প্রতিদিনমঞ্জলীনাং বৃদ্ধিঃ কার্য্যা যাবদ্দশমঃ পিণ্ডঃ সমাপ্যতে ইতি। অতএব "ভুবি পিণ্ডং জলং তথৈতি" মাৎস্যং প্রাগুক্তমিতি।

ইত্যাদি তথাচ সদ্যঃশৌচে দ্বিতীয়দিনাদেরপ্রসিদ্ধিঃ, ত্র্যহাশৌচে চতুর্থদিনাদেরপ্রসিদ্ধিরিতি ভাবঃ। তদযুক্তমিতি মিশ্রেণ যদুক্তং তদযুক্তমিত্যর্থঃ। দ্বিতীয়েঽহনীতি চত্বারঃ পিণ্ডাঃ, এতচ্চ ত্র্যহাশৌচস্থলে বোধ্যম্। অত্রাপি দশাহাশৌচস্থলেঽপি তদেব অহরেব। অতএব অহো বিশেষ্যত্বাদেব। দিনে দিনে ইতি দিনস্যৈবাধারত্বেনৈবোল্লেখঃ ন তু পিণ্ডস্যেতি ভাবঃ। তাবৎ বৃদ্ধিঃ তাবৎকালং বৃদ্ধিঃ প্রতিদিনং বৃদ্ধিরিতি যাবৎ। যত আমপাত্র এব তোয়াঞ্জলিদানং ন তু পিণ্ডে অতএবেত্যর্থঃ। ভুবীতি আরব্ধময়-

স্থলে বাধা হইয়া পড়ে, কারণ পূরকপিণ্ড যে পূর্ণাশৌচেই করিতে হইবে এমন কোন কথা নাই, সদ্যঃশৌচ এবং ত্র্যহাশৌচেও সম্পূর্ণ পূরকপিণ্ড দানের কথা বলা হইয়াছে। বাচস্পতির এইরূপ ব্যবস্থাটী সম্পূর্ণ অযুক্ত বলিয়াই প্রতীত হইতেছে। কারণ দেখ, "দ্বিতীয় অহতে চারিটী পিণ্ড দিবে" এই পূর্ব্ববচনে দিন শব্দের বাচক অহঃ শব্দের প্রয়োগ থাকায় এই বচনস্থিত দ্বিতীয় "এই বিশেষণ পদের "অহঃ" এই পদটী বিশেষ্য রূপে অন্বিত হইতেছে। "দ্বিতীয়" ঐ শব্দটী পিণ্ড এই বিশেষ্য পদের সহিত অন্বিত নহে। পিণ্ডের উপর যে মৃন্ময়পাত্রস্থ জলাঞ্জলি দিবে না, তৎসম্বন্ধে মিতাক্ষরায় প্রচেতার একটী বচন উদ্ধৃত হইয়াছে—যথা "প্রতিদিন প্রেতের উপকার হেতু পূর্ণ জলাঞ্জলি দান করিবে। এবং যে পর্য্যন্ত পিণ্ড সমাপ্ত না হয়, তাবৎ কাল পর্য্যন্ত ঐ জলাঞ্জলি ক্রমশঃ বাড়াইয়া যাইবে"—অর্থাৎ প্রতিদিন জলাঞ্জলির বৃদ্ধি করিতে যাইবে, যে পর্য্যন্ত দশম পিণ্ড সমাপ্ত না হয়। ইহাতে কিছু এইরূপ বুঝাইতেছে না যে, পিণ্ডের উপরই সপাত্র জলাঞ্জলি দান করিতে হইবে। আরও দেখ, পূর্ব্বোক্ত মৃত্তিকায় পিণ্ড ও জল দান করিবে" মৎস্য পুরাণের এই বচন দ্বারা মৃত্তিকাতেই পিণ্ড ও জলা-

তথাচ প্রচেতাঃ,—গৃহদ্বারে তস্মৈ প্রেতায় পিণ্ডং নির্ব্বপেয়ুঃ। ভূমৌ মাল্যং পানীয়ং দীপঞ্চোপলিপ্তায়া”মিতি।

সদ্যস্ত্র্যহাশৌচয়োস্তুপত্ত্যা পিণ্ডদানসংকলনবৎ মৃন্ময়পাত্র-দানসংকলনমিতি ॥ ১০৭ ॥

যদপ্যুক্তং “পুষ্পাদিসাহচর্য্যাৎ ঊর্ণাকৃতবস্ত্রদানং তূষ্ণী”মিতি। তন্ন, “পিণ্ডযজ্ঞাবৃতা দেয়ং প্রেতায়ান্নং দিনত্রয়মি”তি যাজ্ঞ-বল্ক্যেন পিণ্ডপিতৃযজ্ঞেতিকর্ত্তব্যতাতিদেশাৎ। পিণ্ডপিতৃযজ্ঞে

পাত্রমপি ভূর্ভবত্বেবেতি ভাবঃ। উপলিপ্তায়ামিতি ইদমত্রাবধেয়ম্—উপলিপ্তায়ামিতি বিশেষণাৎ ন আমপাত্রলাভঃ ন চামপাত্রে দানেঽপি পরম্পরয়া ভূমৌ দানং ভবত্বেবেতি বাচ্যম্, তথা সতি পিণ্ডোপরিদানেঽপি পরম্পরয়া ভূমৌ তৎসম্ভবাৎ; অতো মিশ্র-মতমদুষ্টমিতি ॥ ১০৭ ॥

স্মার্ত্তমতে ঊর্ণাতন্তুমাত্রদানং, বাচস্পতিমিশ্রমতে তু কম্বলত্রয়দানম্, মিশ্রস্যায়মাশয়ঃ— “অর্ঘ্যৈঃ পুষ্পৈস্তথা ধূপৈর্দীপৈ স্তোয়ৈঃ সুশীতলৈঃ। ঊর্ণাতন্তুময়ৈঃ শুদ্ধৈর্ব্বাসোভিঃ পিণ্ডমর্চ্চয়ে”দিত্যত্র বাসঃপদোপাদানাৎ বস্ত্রং, বহুবচনাচ্চ ত্রিত্বং লব্ধমিতি। তদ্দূষয়তি

গুলি দানের কথা বলা হইয়াছে। বক্ষ্যমাণ প্রচেতার বচনে একথা আরও স্পষ্ট-রূপে ব্যক্ত হইয়াছে যথা,—“গৃহের দ্বারে উপলিপ্ত মৃত্তিকায় ঐ প্রেতের উদ্দেশে পিণ্ড, মাল্য, পানীয় এবং দীপ প্রদান করিবে।” তবে যদি বল ‘দ্বিতীয় শব্দের অর্থ “দ্বিতীয় দিন” এইরূপ করিলে সদ্যঃশৌচ ও ত্র্যহাশৌচ স্থলে উহার কিরূপ উপপত্তি হইবে? ইহার উত্তরে আমি বলিব, যেমন কোনরূপ গত্যন্তর না থাকায় সদ্যঃ ও ত্র্যহাশৌচের স্থলে অশৌচকালের মধ্যেই পিণ্ডদানের সংকলন করিতে হয়, সেইরূপ তোয়াগুলির পাত্রেরও সংকলন করিতে হইবে॥ ১০৭ ॥

পূর্ব্বোক্ত আদিপুরাণের বচনে মেষলোমনির্ম্মিত বিশুদ্ধ বস্ত্রের দ্বারা পিণ্ডের পূজা করার কথা থাকায়, এবং ঐ বস্ত্রবাচক “বাসস্” শব্দটী বহুবচনান্ত থাকায়, বাচস্পতিমিশ্র যে কম্বলত্রয় দানের কথা বলিয়াছিলেন, স্মার্ত্ত তাহা দূষিত করিতেছেন, এবং বাচস্পতিমিশ্র আরও যে বলিয়াছেন, পুষ্পাদি সাহচর্য্য নিবন্ধন মেষলোমনির্ম্মিত বস্ত্রদানও তূষ্ণীম্ভাবে করিতে হইবে, ইহাই বুঝাইতেছে। বাচস্পতি মিশ্রের এই তূষ্ণীম্ভাবে মেষলোমনির্ম্মিত বস্ত্রত্রয় দানব্যবস্থাও ঠিক নহে। দেখ “পিণ্ডপিতৃযজ্ঞের পরিপাটীক্রমে প্রেতকে তিন দিন অন্নদান করিবে” এই যাজ্ঞবল্ক্যের বচনে প্রেতের অন্নদান ব্যাপারে পিণ্ড পিতৃযজ্ঞের

চ গোভিলেন "সব্যেনৈব পাণিনা সূত্রতন্তুং গৃহীত্বা অপসলবি পূর্ব্বস্যাং কর্ষাং পিণ্ডে নিদধ্যাৎ পিতুর্নাম গৃহীত্বা অসাবেতত্তে বাসো যে চাত্র ত্বামনুযাংশ্চ ত্বমনু তস্মৈ তে স্বধা" ইতি সূত্রতন্তুষু বাসঃপ্রয়োগাৎ, বাক্যরচনাবিধানাচ্চ, ন বস্ত্রদানং, ন বা তুষ্ণীমিতি। অপসলবি পিতৃতীর্থেন। তথাচ ভট্টভাষ্যে গৃহ্যান্তরম্,—"তর্জ্জন্যঙ্গুষ্ঠয়োরন্তরা "অপসলবি" অপলবং বা, তেন

যবপুষ্কমিতি। পুষ্পাদিসাহচর্য্যাত্তুষ্ণীমিত্যন্বয়ঃ। সাহচর্য্যঞ্চ একবচনোপাত্তত্বং, তথাচ তুষ্ণীং প্রসেকং পুষ্পকেত্যাদিনা পুষ্পস্য তুষ্ণীং দানমুক্তং,'পুষ্পাদিসাহচর্য্যাচ্চ অত্রাপি তুষ্ণীং দানমিতি ভাবঃ। পিণ্ডসজ্জাবৃতা পিণ্ডজ্জপরিপাট্যা স্মৃত্রেতি সূত্রপাদেনাত্র যত্নদশা উচ্যন্তে, তদন্তমিত্যর্থঃ। কর্ষামিতি সাগ্নিকৈরষ্টকাশ্রাদ্ধে গর্ত্তত্রয়ং কৃত্বা তত্র যথাদিকং দত্ত্বা কৃত্রিমাং নদীং বিধায় পিণ্ডত্রয়ং দীয়তে। তথাচামরঃ,—কর্ষূঃ কুল্যাভিধায়িনীতি। সূত্রে লক্ষণে। বাক্যরচনেতি অসাবেতত্তে বাস ইত্যাদিবাক্য-

ইতিকর্ত্তব্যতার অতিদেশ করা হইয়াছে। অর্থাৎ যেরূপ রীতিতে পিণ্ড পিতৃযজ্ঞে অন্নদান করা হয়, প্রেতকেও সেইরূপে অন্নদান করিবে, ইহাই বলা হইয়াছে। এক্ষণে দেখ, পিণ্ড পিতৃযজ্ঞের প্রকরণে গোভিল কি বলিতেছেন— বামহস্তদ্বারা তন্তু গ্রহণ করিয়া পিতৃতীর্থ দ্বারা উহা পূর্ব্বস্থিত কুল্যার সমীপবর্ত্তী পিণ্ডে স্থাপন করিবে, এবং স্থাপন করিবার সময়, পিতার নাম গ্রহণপূর্ব্বক "এই তোমার বস্ত্র" ইত্যাদি মন্ত্রটী সম্পূর্ণ উচ্চারণ করিবে। এক্ষণে দেখ, ঐ মন্ত্রে তন্তুতেই যেমন বাসঃ শব্দের প্রয়োগ করা হইয়াছে, অতএব আদিপুরাণের বচনেও সেইরূপ তন্তু স্থলেই বাস শব্দের প্রয়োগ করা হইয়াছে। আরও একটী কথা, বাচস্পতি মিশ্র যে তুষ্ণীভাবে ঐ বাস দানের কথা বলিয়াছেন, তাহাও ঠিক হয় নাই। কারণ, গোভিল ঐ বাসদান বিষয়ে পূর্ব্বোক্ত মন্ত্ররূপ বাক্যের রচনার বিধান করিয়াছেন। সুতরাং বাচস্পতি মিশ্র মেষনির্ম্মিত কম্বলরূপ বস্ত্রত্রয় দান করিতে হইবে এবং উহা তুষ্ণীভাবে দান করিতে হইবে, এই যে দুইটী কথা বলিয়াছিলেন, তাহার কোনটীই টিকিল না। গোভিলের সূত্রে যে "অপসলবি" কথাটী আছে তাহার অর্থ—পিতৃতীর্থ। এসম্বন্ধে ভট্টভাষ্যে গৃহ্যান্তর হইতে প্রমাণ উদ্ধৃত হইয়াছে, যথা—"তর্জ্জনী এবং অঙ্গুষ্ঠের মধ্যস্থিত স্থানকে অপসলবি বা অপসব্য বলে, এই অপসব্য দ্বারা পিতৃগণকে অন্নাদি প্রদান করিবে।" এই জন্য মনুও পিতৃতীর্থস্থানে 'অপসব্য' এই পদের

পিতৃভ্যো নিদধাতী”তি। অতএব মনুনা পিতৃতীর্থেঽপসব্যপদমুক্তং, যথা—“প্রাচীনাবীতিনা সম্যগপসব্যমতন্দ্রিণে”তি। মরীচিঃ,—

“প্রেতপিণ্ডং বহির্দ্দদ্যাদ্দর্ভমন্ত্রবিবর্জ্জিতম্।
প্রাগুদীচ্যাং চরুং কৃত্বা সুস্নাতঃ সুসমাহিতঃ॥”

অত্র মন্ত্রদর্ভবর্জ্জনং চূড়াকরণকালেঽপ্যকৃতচূড়ানাম্, উপনয়নকালেঽপ্যকৃতোপনয়নানাং, কন্যানামনূঢ়ানাঞ্চ। অন্যথা হারীতবচনে তত্তদ্‌ভেদোপাদানং ব্যর্থং স্যাৎ। অসংস্কারা ইত্যনেনৈব সর্ব্বেষাং প্রাপ্তত্বাৎ। যথা হারীতঃ,—

বচনেত্যর্থঃ। অন্তরা মধ্যম্। অতএব তর্জ্জন্যঙ্গুষ্ঠয়োরন্তরালমপসব্যপদবাচ্যতামেব। দর্ভবর্জ্জনমিতি মন্ত্রবর্জ্জনন্ত সামান্যপ্রকরণাৎ সর্ব্বস্যৈব পিণ্ডপ্রক্রিয়োপযোগি যাবন্মন্ত্রাণাং পাঠনিষেধকম্। মন্ত্রবর্জ্জনাচ্চ মণ্ডলিকারেখাকরণাদিপিণ্ডপ্রক্রিয়াঃ সর্ব্বা এব কার্য্যা ইত্যায়াতম্। গুণনিবৃত্ত্যা মুখ্যনিবৃত্তেরন্যায্যত্বাৎ প্রেতপিণ্ডমিতি বচনাৎ চতুর্থাহাদিশ্রাদ্ধে মন্ত্রপাঠোঽস্ত্যেবেতি বোধ্যম্। চূড়াকরণেতি চূড়াকরণমুখ্যকাল ইতি তৃতীয়বর্ষাবধি উপনয়নমুখ্যকালপর্য্যন্তকালেঽপ্যকৃতচূড়মরণে উপনয়নমুখ্যকালাবধিকালেঽপ্যকৃতোপনয়ন-

---

প্রয়োগ করিয়াছেন। যথা “প্রাচীনাবীতী এবং সম্যক্‌প্রকারে সতর্ক হইয়া অপসব্য (পিতৃতীর্থ) ব্যবহার করিবে।” মরীচি বলিয়াছেন—“স্নাত এবং একাগ্রচিত্ত হইয়া ঐ ঈশান কোণে চরু পাক করিয়া মন্ত্র এবং দর্ভ ব্যবহার পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রেতপিণ্ড দান করিবে।” এই বচনে যে ‘মন্ত্র এবং দর্ভব্যবহার পরিত্যাগের কথা বলা হইয়াছে, উহার দ্বারা চূড়ার উপযুক্তকালে যে সকল বালক অকৃতচূড় হইয়া মরিয়া যায়, উপনয়নের কালে অনুপনীত হইয়া মৃত হয় এবং অবিবাহিত কন্যাগণের দর্ভ বর্জ্জন করিয়া পিণ্ড দান যে করিতে হইবে, ইহাই বুঝাইতেছে। এরূপ না বলিলে বক্ষ্যমাণ হারীতের বচনে ‘অকৃতচূড় হইয়া যে মরিয়াছে, এবং গর্ভ হইতে নিঃসৃত হইয়া যে মরিয়াছে,’ এইরূপে বর্ণশঃ করিয়া উল্লেখ করা ব্যর্থ * হইত, কেননা ঐ বচনস্থিত “অসংস্কারা”,

---

(১) যদি বল, হারীতবচনস্থিত “অসংস্কারা” এই পদটি দ্বারা যদি অকৃতচূড়াদির লাভ হইয়াছিল, তবে হারীতই বা নিজ বচনে উহাদিগের উল্লেখ করিয়া আবার পুনরুক্তি দোষ করিলেন কেন? ইহার উত্তর এই যে, হারীতবচনস্থিত “অসংস্কারা” এই পদ চূড়াপূর্ব্বকালে যাহাদের মৃত্যু হইয়াছে তাহাদিগকেই বুঝাইতেছে।

"অকৃতচূড়া যে বালা যে চ গর্ভাদ্বিনিঃসৃতাঃ ।
মৃতা যে চাপ্যসংস্কারাস্তেষাং ভূমৌ প্রদীয়তে ।"
"যে চ গর্ভাদ্বিনিঃসৃতা" ইতি স্নেহাদ্দাহপক্ষে । যমঃ,—
"অনূঢ়া যা মৃতা কন্যা তস্যা ভূমৌ প্রদীয়তে ।" পিণ্ড ইতি

মরণেঽনূঢ়কন্যামরণে চ দর্ভবর্জ্জনমিত্যর্থঃ । অন্যথা বালমাত্রপরত্বে । ননু গর্ভচ্যুতস্য দাহো নাস্তি, দাহং বিনা চ পিণ্ডদানং নাস্তি, অত আহ স্নেহাদ্দাহপক্ষে ইতি । আদি-

---

(সংস্কার রহিত) এই সাধারণ বিশেষণ পদ দ্বারাই ও সকলের লাভ হইয়াছিল; অতএব বিশেষ করিয়া বলিবার ঐ টুকুই তাৎপর্য্য । হারীতের বচনটী এই—"যে সকল বালক অকৃতচূড় হইয়া মৃত হইয়াছে, যাহারা গর্ভ হইতে নিঃসৃত হইবার পরই মৃত হইয়াছে এবং যাহারা অসংস্কৃত অবস্থায় মৃত হইয়াছে, তাহাদিগের উদ্দেশে কেবল মৃত্তিকার উপরই পিণ্ডদান করিবে ।" এই সময় স্মার্ত্তের পূর্ব্বোক্ত বাক্যটী একটু বিশদ করিয়া বুঝাইলে, মন্দ হইবে না । দেখ, হারীত তিনটী কথা বলিয়াছেন, অকৃতচূড় হইয়া যে সকল বালক মৃত হইয়াছে, এবং যাহারা গর্ভ হইতে নিঃসৃত হইবার পরই মরিয়াছে, যাহারা অসংস্কৃতাবস্থায় মৃত হইয়াছে, এই তিনটী কথা বলিবার কোন প্রয়োজন ছিল না, যাহারা, অসংস্কৃতা-বস্থায় মরিয়াছে, কেবল এই কথাটী বলিলেই চলিত, সুতরাং হারীতের গর্ভ-বিনিঃসৃত হইয়াই যাহারা মরিয়াছে, এই কথাটীর অর্থ চূড়ার কাল প্রাপ্ত হইবার পূর্ব্বেই যাহারা মরিয়াছে, এবং অকৃতচূড় হইয়া এবং যাহারা মরিয়াছে, ইহার অর্থ—চূড়ার উপযুক্ত কালেও যাহারা অকৃতচূড় হইয়া মরিয়াছে, এই-রূপ অসংস্কৃতাবস্থায় যাহারা মরিয়াছে, ইহার অর্থ—যে সকল বালক উপ-নয়নের উপযুক্তকালে অনুপনীত হইয়া এবং বিবাহকালে অবিবাহিত কন্যা মরিয়াছে, এইরূপ অর্থ করিতে হইবে । উহাদিগের এইরূপ বিশেষ বিশেষ অর্থ না করিলে, এই তিনটী কথা না বলিয়া কেবলমাত্র "অসংস্কারাঃ" এই কথাটী বলিলেই চলিত । এক্ষণে কেহ আশঙ্কা করিয়াছিল, হারীত যে গর্ভ হইতে নিঃসৃত বালকমাত্রেরই পিণ্ডদানের কথা বলিলেন, তাহা কিরূপ হইল ? গর্ভ হইতে নিঃসৃত হইবামাত্র যে বালক মরে, তাহাদের ত দাহ নাই, দাহ

শেষঃ, অন্তেষাস্ত্বাদিপুরাণোক্তায়াঃ বাদর্ভেবেব। অত্রাপি বেদীকরণমাহ ব্রহ্মপুরাণম্,—

"ততো দক্ষিণপূর্ব্বস্যাং কার্য্যা বেদী তথা দিশি।
হস্তমাত্রা তথা ভূমেশ্চতুরঙ্গুলমুচ্ছ্রিতা।
পিণ্ডনির্ব্বপণার্থায় রমণীয়া বিশেষতঃ।"

"প্রাগুদীচ্যাম্" ঐশান্যাম্। চরুং কৃত্বা ইত্যনেন ছন্দোগপরিশিষ্টোক্তশ্চরুপাকবিধির্লভ্যতে। যথা,—

"স্বশাখোক্তশ্চরুঃ স্বিন্নো হৃদক্রোহকঠিনঃ শুভঃ।

পুরাণেতি তদ্‌যথা 'ষারোপান্তে ভতঃ ক্ষিপ্ত। ভয়াং বা শৌরমৃত্তিকায়্। তৎপূর্ব্বে আস্তরেদ্দর্ভান্ যাম্যাগ্রান্ দেশসম্বাদিস্পতি প্রাগুদীচ্যামিত্যস্ত ব্যাখ্যানম্। ঐশান্যামিতি

না হইলেই বা পিণ্ডদান কিরূপে হইবে? ইহার উত্তরে স্মার্ত্ত বলিতেছেন,— যদি কেহ তথাবিধ বালকের স্নেহবশতঃ দাহ করে, তবে তাহার পিণ্ডদান করিতে হইবে, বচনে তাহাই বলা হইয়াছে। কেহ আশঙ্কা করিয়াছিল, উক্ত হারীতের বচনে কেবল বালকদিগের কথাইত বুঝাইতেছে, অনূঢ়া কন্যার ত কোন আভাস পাওয়া যাইতেছে না, ইহার উত্তরে অনূঢ়া কন্যা সম্বন্ধে স্পষ্ট প্রমাণ দেখাইতেছেন—দেখ, যম বলিয়াছেন—"যে কন্যা অবিবাহিতাবস্থায় মৃত হইবে, তাহার উদ্দেশেও মৃত্তিকাতে প্রদান করিবে," কি প্রদান করিবে?] তাহা বচনে স্পষ্ট না থাকায়, স্মার্ত্ত উহা পূরণ করিয়া দিতেছেন "পিণ্ড" ইতি শেষঃ। পিণ্ড প্রদান করিবে। এতদ্ভিন্ন অপর মৃত ব্যক্তির উদ্দেশে আদিপুরাণের উক্তি অনুসারে দর্ভের উপরই পিণ্ডদান করিবে, তাহা হইলেই লাঘব হয় অর্থাৎ ? অধিক বিধির কল্পনা করিতে হয় না। এই পিণ্ডদান সম্বন্ধেও ব্রহ্মপুরাণে বেদী করিবার কথা বলা হইয়াছে, যথা—"অনন্তর দক্ষিণ পূর্ব্ব দিকে অর্থাৎ অগ্নিকোণে] চারিদিকে একহস্তপরিমিত এবং মাটি হইতে চার আঙ্গুল উচ্চ একটি বিশেষরূপ রমণীয় বেদী পিণ্ডদানের জন্য প্রস্তুত করিবে।" এক্ষণে উপরিউল্লিখিত মরীচির বচনে উক্ত দর্ভবর্জ্জনের প্রসঙ্গে অন্যান্য কথাও বলিয়া, উহারই অবশিষ্টাংশের ব্যাখ্যা করিতেছেন—মরীচির বচনস্থিত প্রাগুদীচী শব্দের অর্থ ঈশান কোণ, ঐ বচনে যে "চরুং কৃত্বা" (চরু করিয়া) কথাটি আছে, তাহা দ্বারা ছন্দোগপরিশিষ্টোক্ত চরুপাক-বিধিই বুঝাইতেছে। ঐ চরুপাকের বিধিটি যথা—"নিজ শাখায় চরু]

ন চাতিশিথিলঃ পাচ্যো ন চ বীতরসো ভবেৎ ॥”

“বীতরসো গলিতমণ্ড” ইতি নারায়ণোপাধ্যায়ঃ। স্বশাখোক্ত-শ্চরুঃ সুস্বিন্ন ইতি পাঠান্তরম্। সুস্নাতঃ সশিরস্কস্নাতঃ। ত্র্যহ-পিণ্ডদানে আদিপুরাণোক্তাৎ পক্ষান্তরমাহ পারস্করঃ,—

“প্রথমে দিবসে দেয়াস্ত্রয়ঃ পিণ্ডাঃ সমাহিতৈঃ।
দ্বিতীয়ে চতুরো দদ্যাদস্থিসঞ্চয়নং তথা ॥
ত্রীংস্তু দদ্যাৎ তৃতীয়েঽহ্নি বস্ত্রাদি ক্ষালয়েত্তথা ॥”

“আদি”পদং প্রাগুক্তক্ষৌরাদিসমস্তাশৌচান্তকৃত্যপরং, ত্র্যহপিণ্ডদানে সামগাদিভিঃ স্বশাখিককর্ম্মবিশেষাভাবে পৌরাণিকবৎ পরশাখিকমপি গৃহ্যতে।

স্বশাখোক্ত ইতি গৃহ্ণামি নির্ব্বপামি প্রোক্ষামীত্যাদিনা ত্র্যহপিণ্ডদানে ত্র্যহাশৌচে পিণ্ডদানে “ত্র্যহাশৌচে প্রদাতব্যাঃ প্রথমে ত্বেক এব হি। দ্বিতীয়েঽহনি চত্বারস্তৃতীয়ে পঞ্চ এব হি ॥” ইত্যাদিপুরাণোক্তাৎ পক্ষাদিত্যর্থঃ। তথা দ্বিতীয়েঽহনি অস্থিসঞ্চয়ন-

---

যেরূপ দ্রব্যাদি দ্বারা প্রস্তুত করিতে বলা হইয়াছে, সেইরূপ দ্রব্যাদি দ্বারা প্রস্তুত করিবে, ভাল করিয়া সিদ্ধ করিবে, উহা যেন না পুড়ে যায়, শক্ত না থাকে, দেখিতে ভাল হয়। একেবারে গলিয়াও না যায়, অথচ কাঠকাঠও না হয়, অথচ উহাতে রস না থাকে, এরূপ সতর্কতার সহিত পাক করিবে।” নারায়ণোপাধ্যায়, বচনস্থিত “বীতরস” শব্দের যাহা হইতে ফেন গালা হইয়াছে, এইরূপ অর্থ করিয়াছেন। কোন কোন পুস্তকে “স্বশাখোক্তশ্চরুঃ স্বিন্নঃ” স্থলে “স্বশাখোক্তশ্চরুঃ সুস্বিন্নঃ” এইরূপ পাঠান্তর দৃষ্ট হয়। মরীচির বচনে যে, “সুস্নাতঃ” শব্দটি আছে, তাহার অর্থ মাথা ডুবাইয়া স্নানকারী। ত্রিরাত্রাশৌচ স্থলে, আদিপুরাণে যে, পিণ্ডদানের প্রথম দিনে একটি, দ্বিতীয়দিনে চারিটি এবং তৃতীয়দিনে পাঁচটি পিণ্ড দান করিবে, এইরূপ কল্প উক্ত হইয়াছে, তাহা হইতে পারস্কর অন্যবিধ একটি কল্পের কথাও বলিয়াছেন যথা—“প্রথম দিবসে তিনটি পিণ্ড প্রদান করিবে, দ্বিতীয় দিবসে চারিটি পিণ্ড প্রদান ও অস্থি সঞ্চয়ন করিবে, এবং তৃতীয় দিনে তিনটি পিণ্ড প্রদান করিবে, ও বস্ত্রাদি ক্ষালন করিবে।” এই বস্ত্রাদি ক্ষালন করার অর্থে অশৌচান্ত দিনে অনুষ্ঠেয় ক্ষৌরাদি যাবৎ কার্য্যই বুঝিতে হইবে। তিনদিনে পিণ্ড দানের স্থলে সামবেদীয়-

"যন্নাম্নাতং স্বশাখায়াং পরোক্তমবিরোধি চ।

বিদ্বদ্ভিস্তদনুষ্ঠেয়মগ্নিহোত্রাদিকর্ম্মবদি"তি ছন্দোগপরিশি-ষ্টোক্তেঃ॥ ১০৮

জলদুগ্ধপানং ফলাতিশয়ার্থম্, অশৌচে দিবাভোজননিয়-মাৎ, ঋশ্বেদিনাস্তু—

মিতার্থঃ। নমু যজুর্ব্বেদিকর্ম্মবক্তৃপারস্করোক্তং প্রথমে দিবসে ইতি পক্ষান্তরং সাম-গাদিভিঃ কর্ত্তব্যং নবেত্যত্রাহ যন্নাম্নাদিভিরিতি। অগ্নিহোত্রাদীতি অগ্নিহোত্রং সামগৈঃ কর্ত্তব্যমিত্যুক্তং তৎপরিপাটী চ সামবেদে নোক্তা কিন্তু যজুর্ব্বেদে উক্তা সা চ যথা সামগৈঃ ক্রিয়তে তথেত্যর্থঃ॥ ১০৮॥

সামগগণ, নিজ শাখীয় গৃহ্যসূত্রে যে সকল কর্ম্মের উল্লেখ করা হয় নাই, অথচ অন্যশাখীয় গৃহ্যসূত্রে উক্ত হইয়াছে, সেই সকল কর্ম্মেরও স্বশাখায় অনুক্ত পৌরাণিক কর্ম্মের ন্যায় অনুষ্ঠান করিবে। তাহার প্রমাণস্বরূপ ছন্দোগপরি-শিষ্টে একটি বচন আছে—"যাহা স্বশাখীয় গৃহ্যসূত্রে উক্ত হয় নাই, অথচ পরশাখীয় গৃহ্যসূত্রে সাধারণের কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, এবং ঐ কার্য্যটি যদি কোন প্রকার ধর্ম্মের হানিকর না হয়, বিদ্বানগণ অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মের ন্যায় সেই কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবেন, অর্থাৎ অগ্নিহোত্র সামবেদীয়-গণের কর্ত্তব্যরূপে উক্ত, এইজন্য অগ্নিহোত্রযাগের ইতিকর্ত্তব্যতা সাম-বেদীয়গণের গৃহ্যসূত্রে উক্ত না হইলেও, যজুর্ব্বেদীয় গৃহ্যসূত্রানুসারে সাম-বেদীয়গণ যেরূপ উহার অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন, পিণ্ডদান কর্ম্মেরও সেইরূপ পারস্করের সূত্র অনুসারে অনুষ্ঠান করিবেন"। ১০৮।

পূর্ব্বে প্রেতের উদ্দেশে যে রাত্রে নীরক্ষীর দানের কথা বলা হইয়াছে, উহা যে সকলকেই দিতে হইবে, এমন কিছু নিয়ম করা হয় নাই। তবে যে দিতে পারিবে, তাঁহার অধিক ফললাভ হইবে, এই মাত্র। কারণ, বৈজবাপসূত্রে অশৌচকালে দিবাভাগে ভোজন করারই নিয়ম করা হইয়াছে, দিবা ভিন্ন রাত্রি-কালে ভোজন নিষিদ্ধ। সুতরাং রাত্রে নীর ক্ষীর দিতে হইলে অশৌচের কয়দিনই ঐ নীরক্ষীরদাতার দিন রাত উপবাস করা ভিন্ন গতি নাই; কিন্তু সকলেই যে সেরূপ উপবাস করিতে সমর্থ হইবে, ইহা একপ্রকার অসম্ভব; কাযেই সকলেই নীরক্ষীর প্রদান করিবে, এমন একটি সাধারণ নিয়ম করা

"অমূদকমধূপঞ্চ গন্ধমাল্যবিবর্জ্জিতম্।
নিনয়েদশ্মনি পূর্ব্বং ততঃ শ্রাদ্ধং প্রকল্পয়েৎ॥"

ইত্যাশ্বলায়নগৃহ্যপরিশিষ্টবচনাৎ মৃণ্ময়পাত্রস্থোদকাঞ্জলি-গন্ধাদিরহিতং প্রস্তরোপরি পিণ্ডদানমিতি বিশেষঃ। মৎস্য-পুরাণম্,—

"তস্মাদ্বিধেয়মাকাশে দশরাত্রং পয়স্তথা।
সর্ব্বপাপোপশান্ত্যর্থমধ্বশ্রমবিনাশনম্॥"

"পয়ঃ"শব্দাজ্জলং দুগ্ধঞ্চ প্রতীয়তে। পারস্করীয়ে তথা দর্শনাৎ। পারস্করীয়ে "তাং রাত্রি"মিত্যভিধানাদেকরাত্রমাব-

অমূদকম্ আমপাত্রে উদকাঞ্জলিদানরহিতম্। পারস্করীয়ে তাং রাত্রিং ক্ষীরোদকে বিহায়সি নিদধ্যুরিতি পারস্করসূত্রে। কলেতি কাম্যমিত্যর্থঃ। দিবা ভোজনেতি দিবা ভোক্তব্যং ত্রিরাত্রং কর্ম্মোপরমণমিতি বৈজবাপসূত্রে। দিবা ভক্তঞ্চ ভোক্তব্যম-মাংসং মনুজর্ষভেতি বিষ্ণুপুরাণবচনে চ দিবাভোজননিয়মাদিত্যর্থঃ। তথা দর্শনাৎ

যুক্তিসঙ্গত হয় না; তবে যে ব্যক্তি কয়দিন দিবারাত্র উপবাস করিয়া নীর-ক্ষীর প্রদান করিবে, তাহার অধিক ফল হইবে, এইমাত্র বলা যাইতে পারে। ঋগ্বেদীয়গণের কিন্তু "জলশূন্য ধূপরহিত, গন্ধ ও মাল্যবিবর্জ্জিত পিণ্ড প্রথমে শিলার উপর প্রদান করিবে, তাহার পর শ্রাদ্ধ করিবে" এই আশ্বলায়ন গৃহ্য-পরিশিষ্ট বচনানুসারে মৃণ্ময়পাত্রস্থিত উদকাঞ্জলি ও গন্ধাদিরহিত পিণ্ডদান শিলার উপর কর্ত্তব্য। ইহাই অপরবেদীয় অপেক্ষা উঁহাদের বিশেষত্ব। অর্থাৎ উঁহাদের গৃহ্যসূত্রে নীরক্ষীর দানের কথাটা নাই। তা'হলেও মৎস্যপুরাণে নীরক্ষীর-দানের কথা আছে—যথা "অনন্তর সকল পাপের শান্তির নিমিত্ত এবং শমনসদনে গমনপথের পরিশ্রম দূরীকরণার্থ আকাশে (তেপায়ার উপর) দশরাত্র ধরিয়া পয়ঃ প্রদান করিবে।" এই বচনস্থিত "পয়ঃ" শব্দের অর্থ দুগ্ধ ও জল উভয়ই। কারণ পারস্করীয়গৃহ্যসূত্রে জল ও দুগ্ধ উভয় দানের কথাই দৃষ্ট হয়। এইরূপ নীরক্ষীর দান শাস্ত্রবিহিত হইলেও কিন্তু পারস্করীয় গৃহ্যসূত্রে "সেই রাত্রে" এইরূপ বিশেষ করিয়া একবচনান্ত রাত্রি এই বিশেষ্য পদের উল্লেখ করায় একরাত্রি মাত্র নীরক্ষীর দান উপবাস করিয়াই যে অবশ্যকর্ত্তব্য,

শুকম্, দশরাত্রে তদনন্তরমশৌচরাত্রৌ দীয়তে। সদ্যঃ-শৌচে তু "দ্বে সন্ধ্যে সদ্য" ইত্যাহরিত্যুক্তকালে যুগপদ্দশপিণ্ডা দেয়াঃ, স্বাশৌচকালে পিণ্ডদানানুরোধাৎ। অতএব,

"পিণ্ডাঃ শূদ্রায় দাতব্যা দিনান্যষ্টৌ নবাথবা।

সম্পূর্ণে চ ততো মাসে পিণ্ডশেষং সমাপয়েদি"তি প্রচেতো-বচনে "সম্পূর্ণমাস ইতি পদং লক্ষণয়া "মাসান্তিমদিনপরমি"তি

নীরক্ষীরোভয়বিধানদর্শনাৎ। তদনন্তরং ভোজনানন্তরং। এতদিতি ক্ষীরং নীরঞ্চে-ত্যর্থঃ। "যুগপদি"তি একস্মিন্নেব দিনে ইত্যর্থঃ। অশৌচকাল ইতি "যাবদশৌচং তাবৎ প্রেতস্যোদকং পিণ্ডমেকঞ্চ দদ্যু"রিতি বিষ্ণুসূত্রাদিতি ভাবঃ। নমু "সংপূর্ণে তু ততো মাসে পিণ্ডশেষং সমাপয়েদি"ত্যত্র শূদ্রস্য মাসসমাপ্ত্যনন্তরং পিণ্ডদানং প্রতী-য়তে, তৎকথম্ অশৌচকালে পিণ্ডদানানুরোধাদিতি হেতুঃ সংগচ্ছতে।? তত্রাহ অত-এবেতি। অশৌচকালে পিণ্ডদানানুরোধাদেব ইত্যর্থঃ। অস্য চ মাসান্তিমদিনেত্যাদিনে-ত্যাদৌ অন্বয়ঃ। পিণ্ডশেষং পিণ্ডদ্বয়ং পিণ্ডমেকং বা। লক্ষণয়েতি যথাশ্রুতে তু

ইহাই বুঝা যাইতেছে; তবে দশরাত্র পর্যন্ত উহা দিবা ভোজনের পরও রাত্রিকালে প্রদত্ত হইয়া থাকে। যদি বল, সদ্যঃশৌচ স্থলে দাহের পর ডুব দিলেইত অশৌচ যাইবে, এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে, যে সকল অবস্থায়, সদ্যঃশৌচেও পিণ্ডদানের ব্যবস্থা করা হইয়াছে, সেরূপ স্থলে কি প্রকারে কার্য্য করিবে? কারণ অশৌচের মধ্যেই পিণ্ডদান করাই ত নিয়ম? ইহার উত্তরে স্মার্ত্ত বলিতেছেন, ঐরূপ স্থলে "সদ্য" এই শব্দটির "দ্বে সন্ধ্যে সদ্যঃ (দুইটি সন্ধ্যার, প্রাতঃ এবং সায়ং সন্ধ্যার" মধ্যবর্ত্তী কালকে অর্থাৎ সম্পূর্ণ দিবাভাগকে সদ্যঃ বলা হয়)" এইরূপ পারিভাষিক অর্থই গ্রহণ করিতে হইবে। এবং এই পারিভাষিক কালের মধ্যেই একেবারে দশটি পিণ্ড প্রদান করিতে হইবে; কারণ নিজের অশৌচকালের মধ্যেই পিণ্ড-দান করার বিধান থাকাতেই একেবারে দশপিণ্ড দান করিতে হইবে। কেহ আশঙ্কা করিয়াছিল, তুমি যে বলিতেছ—পিণ্ডদাতার অশৌচকালের মধ্যেই পিণ্ডদান করাই শাস্ত্রের নিয়ম; এই জন্যই "সদ্যঃ" শব্দের ঐরূপ পারি-ভাষিক অর্থের গ্রহণ করিতে হইবে। কিন্তু অশৌচের মধ্যেই পিণ্ড দিবার যে নিয়ম ইহা কেমন ক'রে বলিব, কারণ প্রচেতার একটি বচন আছে "শূদ্রের উদ্দেশে অশৌচের আরম্ভ হইতে আটদিন, বা নয় দিন অবধি বরাবর এক একটি পিণ্ড দিয়া যাইবে, মাস পূর্ণ হইবার পর অবশিষ্ট পিণ্ড প্রদান করিবে।" ইহ

সর্ব্বনিবন্ধৃভির্ব্যাখ্যাতম্। কালাদর্শকর্ম্মোপদেশিনীপ্রভৃতি-গ্রন্থেষু শাতাতপঃ,—

"ভর্ত্তুঃ পিণ্ডপ্রদানে তু সাধ্বী স্ত্রী চেদ্রজস্বলা।
বস্ত্রং ত্যক্ত্বা পুনঃ স্নাত্বা দৈব দদ্যাচ্চ পূরকম্॥"

"ভবেন্নারী রজস্বলা" ইতি পাঠো ব্যাসবচনে। শ্রাদ্ধে এব পঞ্চাহো গোভিলেনোক্তঃ, ন তু পিণ্ডদানে। যথা,—

একত্রিংশত্তমদিনমেব লভ্যতে ন তু ত্রিংশত্তমদিনং, তদানীং মাসসম্পূর্ত্তেরজাতত্বাৎ ইতি বোধ্যম্। ভবেন্নারীতি অন্তৎ পাদত্রয়ং সমানম্। আব্দিকে সংবৎসরিকে এতচ্ছো-পলক্ষণম্ একোদ্দিষ্টাদাবপি বোধ্যম্। পঞ্চমেঽহনীতি যথা অন্তরা জননমরণাশৌচ-পাতেঽশৌচান্তে শ্রাদ্ধং ক্রিয়তে তথা অন্তরা রজোযোগে তদবধি পঞ্চমে দিনে শ্রাদ্ধং,

---

দ্বারা অশৌচকালের পরও পিণ্ডদানের কথাও ত বলা হইয়াছে। ইহার উত্তরে স্মার্ত্ত বলিতেছেন—"অত এব" এই জন্যই অর্থাৎ অশৌচকালের মধ্যে পিণ্ডদান করার নিয়ম থাকাতেই, প্রচেতার ঐ বচনস্থিত "সম্পূর্ণ মাসে" এই কথাটির নিখিলনিবন্ধ কারবেই, মাসের অন্তিম দিন এইরূপ লাক্ষণিক অর্থ করিয়াছেন। কালাদর্শ কর্ম্মোপদেশিনী প্রভৃতি গ্রন্থে শাতাতপের যে বচনটি উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাতেও অশৌচের মধ্যেই পিণ্ডদানের নিয়ম দৃষ্ট হয়, যথা—"যদি স্বামীর পূরকপিণ্ড প্রদান কালে সাধ্বী স্ত্রী রজস্বলা অবস্থায় থাকে, তাহা হইলে বস্ত্রত্যাগ করিয়া পুনর্ব্বার স্নান করিয়া পূরক পিণ্ড প্রদান করিবে।" ব্যাস-দেবের গ্রন্থেও অবিকল এইরূপ একটি বচন দৃষ্ট হয়, কেবল "সাধ্বী স্ত্রী চেদ্রজস্বলা" ইহার স্থানে "ভবেন্নারী রজস্বলা" এইরূপ পাঠ পরিবর্ত্তন করা হইয়াছে। যদি বল, যেমন কোন শ্রাদ্ধকালের মধ্যে জনন বা মরণাশৌচ সঙ্ঘটিত হইলে, ঐ আগন্তুক অশৌচ অন্ত হইবার পর শ্রাদ্ধাদি করিবার বিধি করা হইয়াছে, সেইরূপ গোভিল স্বামীর বাৎসরিক শ্রাদ্ধদিনের অব্য-বহিত পূর্ব্বে রজোযোগ হইলে, রজোযোগ হইতে পঞ্চম দিনেই শ্রাদ্ধ করিবার কথা বলিয়াছেন, তবে শাতাতপের বচনে যে বস্ত্রত্যাগ করিয়া স্নানানন্তর পিণ্ড দান করিবার কথা বলা হইয়াছে, ইহাদ্বারা পঞ্চম দিনে পিণ্ডদানের কথাই বা কেন না বুঝি? ইহার উত্তরে স্মার্ত্ত বলিতেছেন, গোভিল শ্রাদ্ধ কার্য্যেই পঞ্চমদিনের কথা বলিয়াছেন, পিণ্ডদান বিষয়ে কিছু ঐরূপ ব্যবস্থা করেন নাই। গোভিলের

"অপুত্রা তু যদা ভার্য্যা সংপ্রাপ্তে ভর্ত্তুরাব্দিকে।
রজস্বলা ভবেৎ সা তু কুর্য্যাত্তৎপঞ্চমেঽহনি॥"

অতএব ছন্দোগপরিশিষ্টে—

"অশুচ্যশুচিনা দত্তমামমৃচ্ছকলাদিনা।
অনির্গতদশাহাস্তু প্রেতা রক্ষাংসি ভুঞ্জতে॥"

ইতি সামান্যতো"ঽশুচিনা দত্ত"মিত্যভিহিতম্‌। অশুচি নদীরজস্বলত্বেন দুষ্টমপি জলং দেয়ম্‌। তথাচ,

"উপাকর্ম্মণি চোৎসর্গে প্রেতস্নানে তথৈব চ।
চন্দ্রসূর্য্যগ্রহে চৈব রজোদোষো ন বিদ্যতে॥"

ন তত্র তিথ্যাদিবিচার ইতি। অতএব রজস্বলায়া অপি পূরকপিণ্ডদানাধিকারাদেব। অস্য চাভিহিতমিতি পরেণান্বয়ঃ। অনির্গতদশাহা ইত্যুপাদানাৎ অশৌচানন্তরং যত্র পূরকপিণ্ডদানং তত্র রজস্বলয়া তন্ন কার্য্যমিতি বোধ্যম্‌। প্রেতা রক্ষাংসি রাক্ষসরূপাঃ প্রেতাঃ। নদীতি পূর্ব্বস্ত আমমৃচ্ছকলাদিনা অশুচিদ্রব্যমিতি ব্যাখ্যাতম্‌, অতোঽস্য ব্যাখ্যানদ্বয়ং বোধ্যম্‌। উপাকর্ম্মণি প্রোষ্ঠপদ্যাং কর্ত্তব্যে কাণ্ডিকাধ্যয়নারম্ভে। উৎসর্গে

বচনটি দেখ,—"স্বামীর বার্ষিক শ্রাদ্ধের দিন উপস্থিত হইলে, অপুত্রা রমণী যদি রজস্বলা হয়, তাহা হইলে, পাঁচদিনের দিন ঐ শ্রাদ্ধ করিবে।" সুতরাং ইহা দ্বারা যে রজস্বলাবস্থায় পূরকপিণ্ড দান করিতে পারিবে, এরূপ কিছু বুঝাইতেছে না। প্রত্যুত রজস্বলাবস্থাতেও যে পূরকপিণ্ড দান করা যাইতে পারে বলিয়াই ছন্দোগপরিশিষ্টে—"অশুচি ব্যক্তি কর্ত্তৃক কাঁচা মৃত্তিকার পাত্র প্রভৃতি দ্বারা প্রদত্ত অশুচি দ্রব্য অনির্গত দশাহ (যাহাদের মৃত্যুর পর দশদিন অতীত হয় নাই) এইরূপ প্রেতগণ রাক্ষসরূপে ভোজন করিয়া থাকে।" এই বচনদ্বারা অশুচি ব্যক্তি কর্ত্তৃক প্রদত্ত, এইরূপ সামান্যাকারে অশুচি ব্যক্তি মাত্রকেই পিণ্ডদানের অধিকারী বলায়, রজস্বলাও যে প্রেতপিণ্ডদানের অধিকারী, তাহা বলা হইয়াছে। এবং অশুচি দ্রব্য দানের কথা বলায় স্থির হইতেছে যে, রজস্বলত্ব প্রযুক্ত দূষিত নদীর জলও প্রেতের উদ্দেশে দান করা যাইতে পারে। এ সম্বন্ধে প্রমাণ যথা—"উপাকর্ম্মে, উৎসর্গে, প্রেতস্নানে (*) এবং চন্দ্র সূর্য্যের গ্রহণকালে

বচনস্থিত প্রেতস্নান এই শব্দটি দ্বারা প্রেততর্পণাদিরও উপলক্ষণ করা হইয়াছে।

অতএব রজস্বলাশুদ্ধ্যন্তরাশৌচাহঃসত্ত্বে এবাশৌচকালানু-রোধাত্তন্মধ্যেঽপি তথা পিণ্ডদানমিতি ব্যবহার ইতি। এবম্ অবাগ্দত্তায়াঃ কন্যায়া একাহেন দশানাং পিণ্ডানাং দানানু-রোধাৎ একাহাশৌচং সর্ব্বৈর্নিবন্ধৃভিঃ কল্প্যতে। তথাচ ঋষ্যশৃঙ্গঃ,—

"অপুত্রস্য তু যা পুত্রী সাপি পিণ্ডপ্রদা ভবেৎ।
তস্য পিণ্ডান্ দশৈতান্ বা একাহেনৈব নির্ব্বপেৎ॥"
"দশৈতান্ বে"তি বাকারো,—
"দত্তানাঞ্চাপ্যদত্তানাং কন্যানাং কুরুতে পিতা।

কার্ত্তিক্যাং কর্ত্তব্যো তৎসমাপনে। প্রেতস্থানে ইত্যুপলক্ষণং প্রেতায়োদকদানে ইত্যপি বোধ্যম্। রজোদোষো নদ্যা ইত্যর্থঃ। যথা "যব্যদ্বয়ং শ্রাবণাদি সর্ব্বা নদ্যো রজস্বলা" ইত্যাদি যব্যো মাসঃ। অতএব রজস্বলায়া অপি পিণ্ডদানাধিকারাদেব। অত্র চ তন্মধ্যেঽপি তথা পিণ্ডদানমিত্যন্বয়ঃ। শুদ্ধ্যন্তরেতি শুদ্ধ্যন্তরম্ অশৌ-চাহঃসত্ত্বে তু রজস্বলয়া ন দেয়ং কিন্তু শুদ্ধয়া ভূত্বা দেয়মিতি বোধ্যম্। একাহাশৌচ-

জলের রজোদোষ গ্রাহ্য নহে।" এক্ষণে বক্তব্য এই যে, রজস্বলার পিণ্ডদানে অধিকার কথিত হইয়াছে বলিয়াই যে, সকল সময় রজস্বলা অবস্থাতেই পিণ্ডদান করিবে, তাহা নহে, যদি রজস্বলাবস্থার শুদ্ধির পর মৃত ব্যক্তির অশৌচ না থাকে, তবেই অশৌচকালে পিণ্ডদানের অনুরোধে রজস্বলাবস্থার মধ্যেই পিণ্ডদান করার ব্যবহার দৃষ্ট হয়। (১) এইরূপ অশৌচের মধ্যেই পিণ্ডদানের ব্যবস্থা থাকা-তেই শাস্ত্রে অবাগ্দত্তা কন্যাদিগের স্বীয় পিতার উদ্দেশে একদিনেই দশপিণ্ডদানের নিয়ম করায় সমুদয় নিবন্ধকারগণই পিতার মরণে অবাগ্দত্তা কন্যাদিগের একাহাশৌচের কল্পনা করেন। অবাগ্দত্তা কন্যা যে একাহে পিণ্ড-দান করিবে, তৎসম্বন্ধে ঋষ্যশৃঙ্গের বচন, যথা,—"অপুত্রক ব্যক্তির কন্যাই পিণ্ড-দাত্রী হইবে, ঐ কন্যা একদিনেই দশপিণ্ড প্রদান করিবে।" এই বচনে যে, 'বা' এই শব্দটী প্রযুক্ত হইয়াছে, উহা দ্বারা, "দত্তা কন্যাদিগের এবং অদত্তা কন্যাদিগের পিণ্ডাদি দান পিতা করিয়া থাকেন এবং ঐ দত্তা ও অদত্তা কন্যাগণ

১ টীকাকার কাশীরাম ইহার উপর—"যদি রজস্বলাবস্থা শুদ্ধি হইবার পর অশৌচকাল পাওয়া যায়, তবে আর রজস্বলাবস্থায় পিণ্ডদান করিবে না।" এইরূপ বিধান করিয়াছেন।

চতুর্থেঽহনি তাস্তেষাং কুর্ব্বীরন্ সুসমাহিতাঃ।" ইত্যাদি-পুরাণোক্তত্রিরাত্রাপেক্ষয়া ব্যবস্থিতবিকল্পার্থঃ। অত্র-"অদত্তানা"-মিত্যত্র "তৎসাদৃশ্যমভাবশ্চ তদন্যত্বং তদল্পতা। অপ্রাশস্ত্যং বিরোধশ্চ নঞর্থাঃ ষট্ প্রকীর্ত্তিতাঃ।" ইত্যনুসারেণ ঈষদর্থে নঞ্। ঋষ্যশৃঙ্গবচনানুরোধাত্তেন বাগ্দত্তেতি অবগম্যতে।

মিতি দ্বিতীয়দিনে চ শ্রাদ্ধং বোধ্যম্। কুর্য্যুঃ পিণ্ডদানাদিকমিত্যর্থঃ। তা ইতি তা দত্তা অদত্তাশ্চ কন্যাঃ তেষাং পিতৃণাং শ্রাদ্ধং চতুর্থেঽহনি কুর্য্যুরিত্যর্থঃ। ত্রিরাত্রাপেক্ষয়া ত্রিরাত্রাশৌচাপেক্ষয়া। ব্যবস্থিতেতি ব্যবস্থা তু অদত্তয়া একাহেন বাগ্দত্তয়া দত্তয়া চ ত্র্যহেণ পূরকপিণ্ডাদিকং দেয়মিতি। ঋষ্যশৃঙ্গেতি "একাহেনৈব নির্ব্বপে"দিতি ঋষ্যশৃঙ্গবচনে অদত্তায়া একাহমশৌচমুক্তম্, অত্র তু অদত্তানাং ত্র্যহাশৌচমুক্তং অতোঽত্র বিরোধং সম্ভাব্যোক্তং ঈষদর্থে নঞিতি তথাচ অদত্তানামী-

---

সুসমাহিত হইয়া চতুর্থদিনে পিতার শ্রাদ্ধাদি কার্য্য করিবে।" এই আদি পুরাণের বচনে যে দত্তা কন্যাদিগের সম্বন্ধে পিতৃমরণে ত্রিরাত্রাশৌচরূপ আর একটি (ব্যবস্থিত বিকল্প) পক্ষ আছে, তাহাই সূচিত করা হইয়াছে, অর্থাৎ কন্যাগণের অশৌচের দুইটী পক্ষ আছে—হয় একদিন, না হয় তিন দিন, এই একদিন বা তিন দিন অশৌচ কন্যাগণ যে, আপন আপন ইচ্ছায় গ্রহণ করিবে, তাহা নহে; ইহার জন্য একটি আঁটাআঁটি ব্যবস্থাও করা হইয়াছে, সেই জন্য এরূপ বিকল্পকে ব্যবস্থিত বিকল্প বলে। ব্যবস্থা যথা,—অবাগ্দত্তা কন্যার একদিন এবং দত্তা ও অদত্তা কন্যার তিন দিন অশৌচ হইবে। এস্থলে ইহাও বক্তব্য যে উপরি উক্ত বচনস্থিত "অদত্তা" এই পদে যে, নঞ্ (অ) আছে, ঐ নঞের (অ এর)—"নঞের কখন সাদৃশ্য, কখন অভাব, কখন ভেদ, কখন অল্পতা, কখন অপ্রাশস্ত্য এবং কখন বিরোধ, এই ছয়টি অর্থের মধ্যে একটি না একটি অর্থ ব্যবহৃত হইয়া থাকে।" এই কারিকায় উক্ত ছয়টী অর্থের মধ্যে 'অল্পতা" অর্থাৎ "ঈষৎ" অর্থ ই এস্থলে বুঝিতে হইবে, তাহ'লেই বচনস্থিত "অদত্তা" শব্দের অর্থ হইল। ঈষদ্দত্তা, আংশিকভাবে দত্তা অর্থাৎ বাগ্দত্তা। যদি বল, "অদত্তা" শব্দের সোজাসুজি যাহাকে দান করা হয় নাই, এইরূপ অর্থ করিলেই ত চলিত, অত ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বাগ্দত্তারূপ অর্থ করিতেছ কেন? ইহার উত্তরে স্মার্ত্ত বলিতেছেন,—পূর্ব্বোক্ত ঋষ্যশৃঙ্গের বচনের অনুরোধেই এইরূপ ঘুরিয়ে অর্থ করিতে হইল, দেখ ঋষ্য-

"অতএব কৃতচূড়কন্যা বাগ্দানপর্য্যন্তমেকাহেন দশপিণ্ডান্ দদ্যাৎ। বাগ্দানোত্তরকালে তু "ত্রিরাত্রেণে"তি হারলতাপ্রভৃতয়ঃ। তদ্ব্যবস্থায়াং বাসনা চেয়ং, পূর্ব্বোক্তাদিপুরাণবচনাৎ কন্যামরণে পিতুর্ব্বাগ্দানপূর্ব্বাপরয়োরেকাহত্রিরাত্রবিধানাৎ তস্যা অপি পিতৃমাতৃমরণে তথৈবেতি॥ ১০৯

এবঞ্চ যন্মরণে যস্য যদশৌচং তন্মরণে তস্য তদশৌচং, বাধকাভাবাৎ কল্প্যতে। তথাচাদিপুরাণে,—

যদত্তানাং বাগ্দত্তানামিতিযাবৎ তাসাং ত্র্যহাশৌচমিত্যবিরোধঃ ইতিভাবঃ। অতএব অত্র অদত্তাপদস্য বাগ্দত্তাপরত্বাদেব। আজন্মনস্তু চূড়ান্তং যত্র কন্যা বিপদ্যতে। সদ্যঃশৌচং ভবেত্তত্র সর্ব্ববর্ণেষু নিত্যশঃ। ইত্যনেনাকৃতচূড়ায়াঃ সদ্যঃ- শৌচ-বিধানাদুক্তং। কৃতচূড়েতি। বাসনা অভিপ্রায়ঃ। পূর্ব্বোক্তেতি ততো বাগ্দানপর্য্যন্তং যাবদেকাহমেব হীত্যাদীত্যর্থঃ। বাধকেতি যত্র তু বাধকমস্তি তত্র নৈব নিয়মঃ এতচ্চ পশ্চাদ্ব্যক্তীভবিষ্যতি॥১০৯॥

শঙ্খের বচনে অবাগ্দত্তার পিতৃমরণে একাহাশৌচের বিধান করা হইয়াছে, এই বচনস্থিত অদত্তা শব্দেরও যদি সোজাসুজি যাহাকে দান করা হয় নাই, এইরূপ অর্থ করা হয়, তাহ'লে এই বচনের দ্বারা অদত্তার পিতৃমরণে ত্রিরাত্রা-শৌচের বিধান করায়, ঋষ্যশৃঙ্গ বচনের সহিত ইহার বিরোধ উপস্থিত হয়, এই বিরোধ মিটাইবার জন্য "অদত্তা" শব্দের বাগ্দত্তারূপ অর্থ করিতে হইল। তাহাতে ব্যবস্থা এইরূপ দাঁড়াইল যে, কন্যা চূড়ার পর হইতে বাগ্দানকাল পর্য্যন্ত পিতৃমরণে একদিনেই দশপিণ্ড দান করিবে, এবং বাগ্দানের পর পিতৃমরণে ত্রিরাত্রে দশপিণ্ড দান করিবে, হারলতা প্রভৃতি নিবন্ধেও এইরূপ ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এইরূপ ব্যবস্থা করিবার মূল যুক্তি এই যে, পূর্ব্বোক্ত আদি পুরাণের বচন অনুসারে বাগ্দত্তা হইবার পূর্ব্বে কন্যার মরণে পিতার একাহাশৌচ এবং বাগ্দত্তা হইবার পর কন্যার মরণে যখন পিতার ত্রিরাত্রাশৌচের বিধান করা হইয়াছে, তখন কন্যার পক্ষেও পিতৃ মাতৃ মরণে ঐরূপই অশৌচের ব্যবস্থা করা উচিত। ১০৯।

যদি এইরূপই ব্যবস্থা স্থির হইল যে, যাদৃশ কন্যামরণে পিতার যেরূপ অশৌচ হইবে, পিতৃ মরণে তাদৃশ কন্যারও সেইরূপ অশৌচ হইবে, তাহা

"মাতামহানাং দৌহিত্রাঃ কুর্ব্বন্ত্যহনি চাপরে।
তেঽপি তেষাং প্রকুর্ব্বন্তি দ্বিতীয়েঽহনি সর্ব্বদা॥
জামাতুঃ শ্বশুরাশ্চক্রুস্তেষাং তেঽপি চ সংযতাঃ।
মিত্রাণাং তদপত্যানাং শ্রোত্রিয়াণাং গুরোস্তথা॥
ভাগিনেয়সুতানাঞ্চ সর্ব্বেষাং ত্বপরেঽহনি।
শ্রাদ্ধং কার্য্যঞ্চ প্রথমং স্নাত্বা কৃত্বা জলক্রিয়াম্॥"

অপরেঽহনি অশৌচকালাদিতি শেষঃ। এবং দ্বিতীয়েঽহনীতি।

অপরেঽশৌচান্তাদ্দ্বিতীয়ে। তেঽপি মাতামহা অপি তেষাং দৌহিত্রাণাং। দ্বিতীয়ে অশৌচান্তাদ্দ্বিতীয়ে। অত্র মাতামহমরণে দৌহিত্রাণাং ত্র্যহাশৌচমুক্তং দৌহিত্রমরণে তু মাতামহৈরশৌচান্তদ্বিতীয়দিনে শ্রাদ্ধং কার্য্যমিত্যুক্তং অশৌচস্ত। সংহিতে পক্ষিণীং রাত্রিং দৌহিত্রে ভগিনীসুতে। সংস্কৃতে তু ত্রিরাত্রং স্যাৎ এষ ধর্ম্মো ব্যবস্থিতঃ। ইতি প্রাগুক্তবচনাদ্বোধ্যং অতো মাতামহমরণে দৌহিত্রস্য ত্র্যহমুক্তং দৌহিত্রমরণেঽপি মাতামহস্য ত্র্যহং অত উক্তনিয়মঃ সার্ব্বীয়ান্। তেষাং শ্বশুরাণাং তেঽপি জামাতরোঽপি শ্বশুরমরণে জামাতুরশৌচমুক্তং জামাতুস্ত অশৌচান্তে শ্রাদ্ধবিধানাৎ জামাতৃমরণেঽপি শ্বশুরস্য তাদৃশশৌচং উক্তনিয়মাল্লভ্যতে। এবং পরত্রাপি

হইলে সাধারণতঃ এইরূপ একটা ব্যবস্থার কল্পনা করা যাইতে পারে যে, "রামের মরণে শ্যামের যেরূপ অশৌচ হইবে, কোন প্রকার বিশেষ বাধক না থাকিলে, শ্যামের মরণে রামেরও সেইরূপ অশৌচ হইবে।" এ সম্বন্ধে আদি পুরাণে কি বলা হইয়াছে দেখ, দৌহিত্রগণ স্বকীয় অশৌচান্ত দ্বিতীয় দিনে যেমন মাতামহগণের শ্রাদ্ধ করেন, মাতামহগণও সেইরূপ স্বকীয় অশৌচের পরদিনে দৌহিত্রদিগের শ্রাদ্ধাদি করিয়া থাকেন। এইরূপ শ্বশুরগণ জামাতাদিগের এবং জামাতাগণও শ্বশুরদিগের শ্রাদ্ধাদি স্ব স্ব অশৌচের পরদিন করিয়া থাকেন। মিত্রদিগের, মিত্রসন্ততিদিগের, শ্রোত্রিয়দিগের, গুরু ও ভাগিনেয় পুত্রদিগেরও শ্রাদ্ধ নিজ অশৌচের পরদিনে, যথাক্রমে স্নান ও তর্পণের পর কর্ত্তব্য।" *

---

* এই আদিপুরাণের বচনে কাহার কয়দিন অশৌচ হইবে, তাহা কিছু বিশেষ করিয়া জানান হয় নাই, তবে মোটামুটিরূপে পরস্পরের মৃত্যুতে পরস্পরের যে অশৌচ হয়, এইমাত্র জানান হইয়াছে।

দেবলঃ,—"ভর্ত্তৃগুর্ব্বোরশৌচং স্যাদ মৃত্যুপ্রসবকারণম্।
কারণাদগচ্ছতি প্রৈষ্যং তদাশুচ্যং ন তান্ ব্রজেৎ॥"

ভর্ত্তৃসম্বন্ধ্যশৌচং প্রৈষ্যাণাং, গুরুসম্বন্ধ্যশৌচং শিষ্যাণাং, যোগ্যত্বাৎ। ভর্ত্তৃসম্বন্ধ্যশৌচে বিশেষমাহ কারণাদিতি। "কারণা"দেকত্র বাসাৎ। যথা বৃহস্পতিঃ,—

"দাসান্তেবাসিভৃতকাঃ শিষ্যাশ্চৈকত্রবাসিনঃ।
স্বামিতুল্যেন শৌচেন শুধ্যন্তি মৃতসূতকে॥"

বোধ্যং। অপরেহহনি অশৌচান্তাদ্দ্বিতীয়দিনে। মৃত্যুপ্রসবকারণং মরণজননিমিত্তকং। তদাশুচ্যং প্রৈষ্যসম্বন্ধ্যশৌচং তান্ ভর্ত্তৄন্ তথাচাত্র তদর্থমেব পূর্ব্বোক্তনিয়মে বাধকাভাবাৎ ইত্যুক্তং। যোগ্যত্বাৎ উচিতত্বাৎ। ভর্ত্তৃসম্বন্ধীতি গুরুসম্বন্ধ্যশৌচন্ত একত্রবাসং বিনাপি শিষ্যাণাং ভবত্যেব। একত্রবাসে তু সম্পূর্ণাশৌচমিতি একত্রেতি।দাসাদয়স্তেদেকত্র

মূল বচনে যে "অপরেহহনি" কথাটি আছে, তাহার অর্থ স্বীয় অশৌচকালের পরদিনে "দ্বিতীয়েহহনি" শব্দের অর্থও ঐরূপ। দেবল বলিয়াছেন,—"প্রভু ও গুরুর স্ব স্ব সপিণ্ডের মরণ এবং জনন জন্ত অশৌচ ঘটিলে, উঁহাদের সহিত একত্র বাসকারী ভৃত্য ও শিষ্যদিগেরও উঁহাদিগের তুল্য অশৌচ হইবে, কিন্তু ভৃত্যের অশৌচ প্রভু স্পর্শ করিবে না।" এই বচনে প্রভু ও গুরুর মরণ এবং জনন জন্ত অশৌচ একত্রবাস হেতু ভৃত্য এবং শিষ্যকে প্রাপ্ত হইবে, এইরূপ সাধারণভাবে বলা হইলেও, স্বামীর অশৌচ একত্রবাসী ভৃত্যদিগের এবং গুরুর অশৌচ যে শিষ্যদিগের হইবে, এইরূপ ব্যাখ্যা করাই উচিত। মূল বচনে যে "একত্রবাসহেতু" বলা হইয়াছে, উহা কেবল প্রভুর অশৌচের বেলাই বুঝিতে হইবে, অর্থাৎ ভৃত্য যদি প্রভুর সহিত একত্র বাস করে, তবেই ভৃত্য স্বামীর অশৌচে তত্তুল্য অশৌচভাগী হইবে। টীকাকার কাশীরাম বলেন, শিষ্য, গুরুর সহিত একত্র বাস না করিলেও গুরুর অশৌচে অশুচি হইবে, তবে একত্র বাস করিলে সম্পূর্ণাশৌচভাগী হইবে, এই মাত্র বিশেষ। মূল বচনের কারণ শব্দটি আছে, তাহার একত্রবাসরূপ কারণ অর্থ করার প্রতি বক্ষ্যমাণ বৃহস্পতির বচনই প্রমাণ যথা—"দাস, অন্তেবাসী, সাময়িক বেতনভোগী ভৃত্য এবং শিষ্য, ইহারা যদি প্রভু বা গুরুর সহিত একত্র বাসী হয়, তাহা হইলেই তাহাদের মরণ ও

অন্তেবাসিনমাহ নারদঃ,—

"স্বং শিল্পমিচ্ছন্নাহর্ত্তুং বান্ধবানামনুজ্ঞয়া ।
আচার্য্যস্য বসেদন্তে কালং কৃত্বা সুনিশ্চিত"মিতি ।

বিপ্রস্য দাস্যং নিষেধয়তি কাত্যায়নঃ,—

"ত্রিষু বর্ণেষু বিজ্ঞেয়ং দাস্যং বিপ্রস্য ন ক্বচিৎ ।
সমবর্ণে তু বিপ্রস্য দাসত্বং নৈব কারয়েৎ ॥"

তদাশুচ্যং প্রৈষ্যসম্বন্ধ্যাশৌচং ভর্ত্তৃগামি ন ভবতীত্যনেনাপি তথা কল্প্যতে । অন্যথা তন্নিষেধো ন স্যাৎ, প্রসক্ত্যভাবাৎ ; ইতি নারায়ণভট্টাচার্য্যচরণাঃ । ন চ প্রেতে রাজনি "সজ্যোতি"রিতি

বাসিনো ভবন্তি তদা ইত্যর্থঃ । শিল্পং বেদপাঠাদিরূপং । আহর্ত্তুং শিক্ষিতুং বান্ধবানাং পিত্রাদীনাং । অন্তে নিকটে সুনিশ্চিতং ময়া এতাবৎকালপর্য্যন্তং ভবন্নিকটে স্থাতব্যমিতি নিশ্চয়বিষয়ীভূতং দাসত্বং উচ্ছিষ্টমার্জ্জকত্বাদিরূপং তদাশুচ্যং ন তাব্রজেদিতি ব্যাচষ্টে তদাশুচ্যমিত্যাদিনা ভর্ত্তুঃ প্রেষ্যসম্বন্ধ্যাশৌচাভাবে তৎসহবাসনিষেধো

জননাশৌচকালে তুল্য অশৌচভাগী হইবে ।" অন্তেবাসীর লক্ষণ নারদ এইরূপ করিয়াছেন—"যে ব্যক্তি আপনার পৈতৃক শিল্প শিখিতে ইচ্ছা করিয়া বান্ধবদিগের অনুজ্ঞা গ্রহণপূর্ব্বক, "এতদিন অবধি আমি আপনার নিকট অধ্যয়ন করিব," এইরূপ সময় নিশ্চয় ক'রে আচার্য্যের নিকট বাস করে, তাহাকেও অন্তেবাসী বলে ।" কাত্যায়ন ব্রাহ্মণজাতীয় ব্যক্তিদিগের পক্ষে দাসত্ব নিষেধ করিয়াছেন, যথা—"বিপ্র অপর তিন বর্ণের দাসত্ব ত কখনই করিবে না, স্বসমান বর্ণের দাসত্বও তাহার পক্ষে নিষিদ্ধ ।" এক্ষণে দেখ, পূর্ব্বে যে, একটা নিয়মের কথা বলা হইয়াছে, "রামের মরণে শ্যামের যেরূপ অশৌচ হইবে, শ্যামের মরণেও রামের সেইরূপ অশৌচ হইবে ।" এই নিয়মটি কেবল পূর্ব্বোল্লিখিত আদিপুরাণের "দৌহিত্রগণ অশৌচের পরদিনে মাতামহাদিগের শ্রাদ্ধ করিবে" ইত্যাদি বচন হইতেই কল্পিত হইতেছে, এমন নহে, ভৃত্যের অশৌচ প্রভুকে স্পর্শ করিবে না, দেবলের এই নিষেধবিষয়কবচন হইতেও কল্পিত হইতে পারে। দেখ, প্রভুর অশৌচ যেমন ভৃত্যগত করা হইল, সেইরূপ ভৃত্যের ত অশৌচেরও স্বামিগতত্ব হইবার প্রসক্তি হইয়াছিল বলিয়াই ত ঐরূপ নিষেধ করা সঙ্গত হইল, নতুবা প্রসক্তির অভাবে দেবলের এই অসবসরে নিষেধটি কখনই

রাজমরণে প্রজানাং সজ্যোতির্বিধানাৎ প্রজামরণেপি রাজ্ঞস্তথাশৌচাপত্তিরিতি বাচ্যম্, "রাজ্ঞাং তু সূতকং নাস্তি" ইতি পরাশরেণ নিষিদ্ধত্বাৎ। ন চৈতদ্ব্যবহারমাত্রপ্রদর্শনপরং, তন্মাত্রপরত্বে মানাভাবাৎ। কিন্তু রাজত্বেনৈব যদশৌচং "প্রেতে রাজনি সজ্যোতিরি"ত্যাদিনা প্রজানাং বিহিতং, তৎ প্রজামরণেঽপি তেষাং, তৎপ্রাপ্তৌ রাজত্বেনৈব "রাজ্ঞাস্তু সূতকং নাস্তীতি" বিহিতং, "কারণাদ্গচ্ছতি ত্রৈবিদ্যং, তদাশুচ্যং ন তান্ ব্রজেদি"তিবৎ॥

বীজং। তথা কল্প্যতে যন্মরণে যদশৌচমিতি নিয়মঃ কল্প্যতে। এতদিতি রাজ্ঞাস্তু সূতকং নাস্তি ইতি বচনমিত্যর্থঃ। তথাচ প্রজামরণে রাজ্ঞো ব্যবহারকর্ম্মণি নাশৌচং বৈদিককর্ম্মণি তু অশৌচং ভবত্যেবেতি পূর্ব্বপক্ষিণামাশয়ঃ। তেষাং রাজ্ঞাং তৎপ্রাপ্তৌ তাদৃশাশৌচপ্রাপ্তৌ। রাজত্বেনৈবেতি সপিণ্ডত্বাদিনা তু বিহিতমশৌচং রাজ্ঞাং ভবত্যেবেতি বোধ্যং। ইতিবদিতি যথা ত্রৈবিদ্যস্য তত্র শৌচভাগিত্বেঽপি তৰ্দ্দুর্ন প্রেষ্যাশৌচভাগিত্বং তথা প্রজানাং রাজমরণাশৌচভাগিত্বেঽপি ন রাজ্ঞাং প্রজামরণাশৌচভাগিত্ব-

---

সঙ্গত হইত না, নারায়ণ ভট্টাচার্য্য মহাশয় এইরূপ ব্যবস্থা করিয়াছেন। এক্ষণে কেহ আপত্তি করিয়াছিল, যদি তোমার এইরূপ নিয়ম হইল যে, এক ব্যক্তি মরিলে অপরের যেরূপ অশৌচ হইবে, অপর ব্যক্তির মৃত্যুতেও প্রথম ব্যক্তির সেইরূপ অশৌচ হইবে, তাহা হইলে এক্ষণে দেখ "রাজা মরিলে প্রজাদিগের 'সজ্যোতিঃ' অশৌচ হইবে' ইত্যাদি বচনে রাজার মৃত্যুতে প্রজাদিগের যেমন সজ্যোতিঃ, অর্থাৎ চন্দ্র সূর্য্যাদির মধ্যে যে জ্যোতির্ম্ময় পদার্থ আকাশে বিরাজমান থাকিতে ঐ ঘটনা হইবে, সেই জ্যোতির্ম্ময় পদার্থ যাবৎ অস্তগত না হইবে, (তাবৎকাল মাত্র অশৌচ হইবে) অশৌচের বিধান করা হইয়াছে, তেমনি প্রজা-মরণে রাজারও ঐ প্রকার অশৌচ না হয় কেন? স্মার্ত্ত বলিতেছেন,—এ আপত্তি করিতে পার না, কারণ "রাজাদিগের অশৌচ নাই" এই বচন দ্বারা পরাশর রাজাদিগের অশৌচের নিষেধ করিয়াছেন। যদি বল, পরাশরের ঐ নিষেধ দ্বারা প্রজামরণে রাজাদিগের ব্যবহার (রাজ্য পালন) কার্য্যে অশৌচ হইবে না, এই মাত্র বুঝাইতেছে, বৈদিক কর্ম্মে কিন্তু অশৌচ না হইবে কেন? তাহাও বলিতে পার না, কারণ কেবল

"নিবাসে রাজনি প্রেতে তদহঃ শুদ্ধিকারণম্।
মহীপতীনাং নাশৌচং হতানাং বিদ্যুতা তথা।"

ইতি যাজ্ঞবল্ক্যবচনেন পূর্ব্বার্দ্ধেন রাজমরণে প্রজানামশৌচ-বিধানাৎ। প্রাগনুক্তত্বেহপি তেষাং কুর্ব্বন্তীতিবৎ তন্মরণেহপি রাজ্ঞামশৌচপ্রাপ্তৌ "মহীপতীনামিত্যনেন" তন্নিষিধ্যতে। এবঞ্চ

মিতার্থঃ। নিবাসেতি যস্য দেশে নিবাসঃ স নিবাসো রাজা তথাচ যস্য স্বাং বিষয়ে স্থিতিরিতি প্রাগ্লিখিতং তদহঃ সজ্যোতিঃ। হতানাং বিদ্যুতেতি স্বেচ্ছয়েতি বোধ্যং।

মাত্র রাজ্য পালনরূপ কার্য্যে প্রজার মরণে রাজাদিগের অশৌচ হইবে না, এরূপ বলিবার প্রতি কোনরূপ প্রমাণ দৃষ্ট হয় না। অন্য দিকে "প্রেতে রাজনি সজ্যোতিঃ" ইত্যাদি বচন দ্বারা রাজার মৃত্যুতে প্রজাদিগের উপর রাজার রাজত্ব সম্বন্ধাধীন প্রজার যেরূপ অশৌচ বিহিত হইয়াছিল, পূর্ব্বে কল্পিত "রামের মৃত্যুতে শ্যামের যেরূপ অশৌচ হইবে" ইত্যাদি নিয়ম বশতঃ প্রজামরণে রাজারও সেই রাজা প্রজা সম্বন্ধ ধরিয়াই সেইরূপ অশৌচের প্রাপ্তি হওয়াতেই "রাজাদিগের অশৌচ নাই" পরাশর এইরূপ নিষেধ করিয়াছেন। যেমন "কারণাদাগচ্ছতি প্রেষ্যং" ইত্যাদি পূর্ব্বোক্ত বচনদ্বারা ভৃত্যের অশৌচে প্রভুর অশৌচ প্রাপ্ত হওয়াতেই, ভৃত্যের অশৌচ প্রভুকে স্পর্শ করিবে না, এই নিষেধ করা হইয়াছে। এস্থলেও সেইরূপ প্রজার মরণে রাজার অশৌচ প্রাপ্ত হওয়াতেই যে উহার নিষেধ করা হইয়াছে, ইহাই বুঝিতে হইবে। দেখ, যাহার রাজ্যে বাস করা যায়, এইরূপ রাজার মৃত্যুতে সেই অহঃ (সেই সজ্যোতিঃ কালমাত্র) অশৌচ হয়। রাজাদিগের অশৌচ নাই, এবং আপন ইচ্ছায় অসাবধান হইয়া যাহারা বিদ্যুতের আঘাতে মরে, তাহাদিগেরও অশৌচ নাই।" এই যাজ্ঞবল্ক্যের বচনেরই পূর্ব্বার্দ্ধ দ্বারা রাজার মরণে প্রজাদিগের অশৌচের বিধান করা হইয়াছে, কিন্তু প্রজার মরণে রাজার অশৌচের বিধান পূর্ব্বে করা হয় নাই, তাহা না হইলেও "মাতামহগণ দৌহিত্রদিগেরও শ্রাদ্ধ করিবে" এই বিধান দ্বারা যেমন, মাতামহের মৃত্যুতে দৌহিত্রগণের যেরূপ অশৌচ হয়, দৌহিত্রমরণেও মাতামহের সেইরূপ অশৌচ প্রাপ্ত হইয়াছে, তেমনি প্রজার মরণেও রাজার অশৌচের প্রাপ্তি হওয়াতেই "মহীপতীনাং" এই অংশ দ্বারা উহার নিষেধ করা হইয়াছে। তাহ'লেই ত বুঝা যাইতেছে,

রাজ্ঞো ক্ষত্রিয়ত্বাদিনা যদশৌচং, তস্য নেদং সামান্যতো বাধকং, কিন্তু তত্রাপি রাজত্বনিমিত্তকব্যবহারাদিদর্শনেঽশৌচাভাবপরমপি। "নাশৌচং রাজ্ঞাং রাজকর্ম্মণী"তি বিষ্ণুসূত্রানুরোধাৎ॥ ১১০

যত্তু দত্তানাং ভর্ত্তৃগৃহাবস্থানেঽপ্যেকাহে দশপিণ্ডদানমুক্তং হারলতাকৃদ্ভিঃ, তৎপ্রমাণং ন বিদ্মঃ, কিন্তু "দত্তানাঞ্চাপ্যদত্তানা"মিত্যত্র "তা" ইত্যনেন সংপ্রদত্তামাত্রাণাং, বাগ্দত্তানাঞ্চ ত্র্যহাশৌচপ্রতীতেস্ত্র্যহেণৈব পিণ্ডদানং যুক্তম্।

বচনেন কর্ত্তা পূর্ব্বার্দ্ধেন করণেন। ইতিবদিত্যি যন্মরণে যদশৌচমিতি পূর্ব্বোক্তনিয়মেনেত্যর্থঃ। যদশৌচং দ্বাদশাহাদিরূপং সপিণ্ডাদ্যশৌচং তত্রাপি সপিণ্ডাদ্যশৌচেঽপি॥ ১১০

পিতুরিতি মরণে ইত্যর্থঃ। সংপ্রদত্তামাত্রাণামিতি মাত্রপদেন ভর্ত্তৃগৃহাব-

---

প্রজার মরণে রাজার কি ব্যবহারদর্শনিকার্য্যে, কি বৈদিক কর্ম্মে, কোন কর্ম্মেই অশৌচ হইবে না। অতএব তুমি যে বলিয়াছিলে, প্রজার মরণে রাজার ব্যবহারদর্শন কর্ম্মে মাত্র অশৌচ হইবে না, কিন্তু বৈদিক কর্ম্মে অশৌচ হইবে, সে কথা আর টিকিল না। এস্থলে ইহাও বক্তব্য যে, "রাজাদিগের অশৌচ নাই", এই বচনের দ্বারা রাজাদিগের যে একেবারেই সকল প্রকার অশৌচের নিষেধ করা হইয়াছে, ইহা যেন কেহ না বুঝেন, "রাজাদিগের অশৌচ নাই" এই বচনটি, ক্ষত্রিয়ত্ব জাতি নিবন্ধন রাজার যে অশৌচ হইবে, অর্থাৎ সপিণ্ডাদি মরণ জন্য রাজার যে অশৌচ হইবে, তাহার সম্পূর্ণরূপ বাধক হইতেছে না; তবে তথাবিধ অশৌচকালেও রাজার রাজতা-নিবন্ধন ব্যবহারদর্শনরূপ কার্য্যে যে, ঐ অশৌচেরও অভাব হইবে, এইরূপ অর্থেরও বোধক হইতেছে। সপিণ্ডাদি মরণ জন্য অশৌচ যে, রাজার ব্যবহারদর্শন কার্য্যের প্রতিবন্ধক হইবে না, তাহার প্রতি "রাজাদিগের রাজকর্ম্মে কোন প্রকার অশৌচই প্রতিবন্ধক হয় না", এই বিষ্ণুসূত্রই প্রমাণ॥ ১১০॥

আর একটি কথা; হারলতা প্রভৃতি নিবন্ধকারগণ, পিতৃমরণে বিবাহিত কন্যাগণের ভর্ত্তৃগৃহে অবস্থান কালেও যে, একদিনে দশপিণ্ড দানের কথা বলিয়াছেন, সে বিষয় ত কোন প্রমাণই আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় নাই, প্রত্যুত পূর্ব্বোক্ত "দত্তানামপ্যদত্তানাং" ইত্যাদি বচনস্থিত "তা" এই শব্দ দ্বারা সম্প্রদত্তা কন্যা

"পিত্রোরুপরমে স্ত্রীণামূঢ়ানান্তু কথং ভবেৎ।

ত্রিরাত্রেণৈব শুদ্ধিঃ স্যাদিত্যাহ ভগবান্মনুঃ।" ইত্যুক্তেশ্চ "দত্তানা"মিত্যনেন পিতুর্যৎ ত্রিরাত্রমুক্তং, তৎপিণ্ডদাতৃত্বেনৈব অন্যথা "দত্তানাং ভর্তুরেব হী"তি অনেন, বিশেষবচনাভাবে,

হিতানাং অজ্ঞানহিতানাঞ্চ সর্ব্বাসাং গ্রহণমিতি। দত্তানামিত্যনেন "দত্তানামপ্যদত্তানাং কন্যানাং কুরুতে পিতা। চতুর্থেঽহনি তাভ্যোহং কুর্য্যাম্ভ মূলনাহিতা" ইত্যনেন পিণ্ডদাতৃত্বেনৈবেতি যত্র পিতুঃ কন্যা পিণ্ডদানাধিকারিতা তত্র পিতুস্ত্রিরাত্রাশৌচং যত্র তু পিতুর্ন পিণ্ডদানাধিকারিতা কিন্তত্ত তত্র দত্তায়া মরণে পিতুরশৌচাভাব ইতি ভাবঃ। অশৌচনিবৃত্তিরিতি অত্রেদং বোধ্যং দত্তায়া মরণে পিতুরশৌচনিবৃত্তিব্যবস্থাপনং ন সমীচীনতয়া প্রতিভাতি যতঃ কন্যাসম্বন্ধেনৈব জামাত্রাদের্ম্মরণেঽশৌচং ন তু কন্যায়া ইতি বিষমশিষ্টত্বং স্যাদিতিধ্যেয়ং। উক্তমিতি স তত্র বস্ত্রশুদ্ধিকেত্যাদিনা ইত্যর্থঃ। পৃথকপিণ্ডদানানন্তরমাচায়াং কাকবলিদানং।

মাত্রেরই এবং বাগ্দত্তাদিগের ত্রিরাত্রাশৌচের প্রতীতি হওয়ায়, তিনদিনে পিণ্ডদান করাই ও যুক্তিযুক্ত বলিয়া বোধ হইতেছে। বিবাহিত কন্যা মাত্রেরই যে পিতামাতার মৃত্যুতে ত্রিরাত্রাশৌচ হইবে, তদ্বিষয়ে আরও একটি প্রমাণ দেখ,—"পিতামাতার মৃত্যুতে বিবাহিতা স্ত্রীদিগের কিপ্রকার অশৌচ হইবে? এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে, ভগবান্ মনু বলিয়াছেন, ত্রিরাত্রেই তাহাদের শুদ্ধি হইবে।" এই যে, দত্তা কন্যাদিগের মরণে পিতার ত্রিরাত্রাশৌচের কথা বলা হইল, তাহা পিণ্ডদানকারী পিতার পক্ষেই বুঝিতে হইবে, অর্থাৎ যেস্থলে পিতাভিন্ন, দত্তা কন্যার আর কেহ পিণ্ডদানের অধিকারী নাই, সেইস্থলেই দত্তা কন্যার মরণে পিতার ত্রিরাত্রাশৌচ হইবে, অন্য পিণ্ডদাতা থাকিলে আর পিতার ঐরূপ অশৌচ হইবে না; অন্যথা এরূপ সিদ্ধান্ত না করিলে, অর্থাৎ দত্তা কন্যার মরণে পিণ্ডদাতা পিতারই ত্রিরাত্রাশৌচ হইবে, এইরূপ বিশেষ করিয়া না বলিলে, কেবল 'দত্তানাং ভর্তুরেব হি" (দত্তকন্যাদিগের মরণে কেবল তাহার স্বামীকুলেরই অশৌচ হইবে)' এই বচন প্রভাবে দত্তকন্যাদিগের মরণে তাহাদের পিতৃপক্ষমাত্রেরই অশৌচের-নিবৃত্তি হইবে, এইরূপ নিষেধ সঙ্গত হয় না। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, 'দত্তকন্যার মরণে তাহার স্বামিকুলেরই অশৌচ হইবে' এই বচনবলে দত্তকন্যার মরণে, উহার পিতা এবং পিতৃসপিণ্ডমাত্রেরই অশৌচের নিষেধ করা হইতেছে। এক্ষণে যদি পূর্ব্বোক্ত "দত্তানাং" এই

পিতৃপক্ষে অশৌচনিবৃত্ত্যনুপপত্তেঃ। অশৌচান্তদি-কৃত্যমশৌচসঙ্করে প্রসঙ্গাদুক্তমিতি নেহ বিতন্যতে ॥ ১১১ ॥

অথাশৌচান্তদ্বিতীয়দিনকৃত্যং।

দেবলঃ।

"অথাহঃসু নিবৃত্তেষু সুস্নাতাঃ কৃতমঙ্গলাঃ।
আশুচ্যাদ্বিপ্রমুচ্যন্তে ব্রাহ্মণান্ স্বস্তিবাচ্য চ ॥"

পিণ্ডশেষমন্নং পাত্রে কৃত্বা অমুকগোত্রস্য প্রেতস্যামুকদেবশর্ম্মণো বিশেষতৃপ্তয়ে যমদ্বারাবস্থিতবায়সায় এষ বলির্নম ইত্যুৎসৃজ্য কৃতাঞ্জলিঃ। কাকত্বং যমদূতোঽসি গৃহাণ বলিমুত্তমং। যমলোকগতং প্রেতং ত্বমাপ্যায়িতুমর্হসি। কাকায় কাকপুরুষায় বায়সায় মহাত্মনে। তুভ্যং বলিং প্রযচ্ছামি প্রেতস্য তৃপ্তিহেতবে। ইতি পঠেৎ ॥ ১১১ ॥

অথাশৌচান্তেতি। অথাহঃস্বিতি মন্ত্র কীদৃশোঽন্বয়বোধ ইতি চেদত্র কেচিৎ নিপূর্ব্বকৃতধাতোরর্থঃ ধ্বংসঃ ক্তপ্রত্যয়স্যার্থঃ কর্ত্তা অতীতত্বঞ্চ কর্ত্তা চ প্রকৃতে প্রতিযোগী অতীতত্বঞ্চাত্র বর্ত্তমানধ্বংসপ্রতিযোগ্যুৎপত্তিকত্বং তচ্চ ধাত্বর্থধ্বংসান্বয়ি ন তু বর্ত্তমানধ্বংসপ্রতিযোগিত্বং প্রকৃতে ধাত্বর্থত্বাভাবাৎ অথাহঃস্বিত্যত্র সতি সপ্তম্যাঃ সমানকালীনত্বমর্থঃ। তথাচ বর্ত্তমানধ্বংসপ্রতিযোগ্যুৎপত্তিকধ্বংসপ্রতিযোগী নিবৃত্তশব্দার্থঃ তস্য চাথাহঃশব্দার্থেঽভেদেনান্বয়ঃ পরম্পরয়া অথাহর্ব্বিশেষণীভূতস্য ধ্বংসস্য সমানকালীনত্বেঽন্বয়ঃ তস্য চ সুস্নাতাদিপদলভ্যস্নানাদাবন্বয়ঃ ইতি বদন্তি তন্ন ধ্বংসরূপায়াস্তাদৃশক্রিয়ায়াঃ প্রতিযোগিরূপকর্ত্তৃবিশেষণতয়া উপস্থিতায়াঃ সমানকালীনত্বে বিশেষণজ্ঞানত্বাৎ যত একত্র বিশেষণত্বেনোপস্থিতস্য অন্যত্র বিশেষণত্বেনান্বয়াযোগঃ প্রকৃত্যর্থান্বিতস্বার্থস্য

বচনোক্ত বিধানানুসারে তুমি দত্তকন্যার মরণ মাত্রেরই ত্রিরাত্রাশৌচের ব্যবস্থা কর, তবে দত্তকন্যার মরণে কেবল স্বামীর কালরই অশৌচ হইবে, এইরূপ বিধি আর রহিল কৈ? যেহেতু পিণ্ডদাতা পিতা ভিন্ন এরূপ বিশেষ করিয়া না বলিলে, পিতারও অশৌচ হওয়া অনিষিদ্ধ হইতেছে। অশৌচান্ত দিনে যাহা যাহা করিতে হইবে, ঐ সকল কথা অশৌচসঙ্কর প্রকরণে বলা হইয়াছে বলিয়া, আর এখানে বলা হইল না ॥ ১১১ ॥

অশৌচের পরদিনের কর্ত্তব্য।

এক্ষণে অশৌচ অতীত হইবার পরদিন কি করিতে হইবে, সেই কথা বলা হইতেছে। দেবল বলেন,—"অশৌচের গণিত দিন অতীত হইয়া গেলে, ক্রমে স্নান করিয়া, মঙ্গল কার্য্যের অনুষ্ঠানপূর্ব্বক ব্রাহ্মণদিগকে স্বস্তিবাচন

“মঙ্গলং” স্বশাখোক্তশান্ত্যুদকগোহিরণ্যাদিস্পর্শজলাদিস্পর্শ-

সপ্তম্যা বোধনাসম্ভবাচ্চ যতঃ প্রকৃত্যর্থান্বিতস্বার্থবোধকত্বং হি প্রত্যয়ানামিত্যনুশাসনং কিন্তু সমভিব্যাহৃতক্রিয়ৈব সপ্তম্যা অর্থঃ। তস্যাশ্চ সমানকালীনত্বাদিকং ক্রিয়ান্তরে সম্বন্ধঃ তত্র বর্ত্তমানার্থককৃৎপ্রত্যয়সমভিব্যাহারস্থলে সমানকালীনত্বং যথা গোষু দুহ্যমানাসু গত ইত্যাদৌ ভবিষ্যদর্থককৃৎপ্রত্যয়সমভিব্যাহারস্থলে প্রাক্‌কালীনত্বং যথা গোষু ধোক্ষ্যমাণাসু গত ইত্যাদৌ অতীতার্থকৃৎ প্রত্যয়সমভিব্যাহারস্থলে তু উত্তরকালীনত্বং সম্বন্ধতয়া ভাষতে যথা গোষু দুগ্ধাস্বাগত ইত্যাদৌ। এবং কর্ত্তরি বিহিতকৃৎপ্রত্যয়-সমভিব্যাহারস্থলে সপ্তমীবিভক্তিপ্রকৃত্যর্থস্য স্বকর্ত্তৃকত্বসম্বন্ধেন সপ্তম্যর্থেঽন্বয়ঃ কর্ম্মণি বিহিতকৃৎপ্রত্যয়সমভিব্যাহারস্থলে চ তস্য স্বকর্ম্মকত্বসম্বন্ধেন সপ্তম্যর্থেঽন্বয়ঃ। প্রকৃতে চাঘাহঃপদোত্তরসপ্তম্যাঃ সমভিব্যাহৃতক্রিয়ারূপো ধ্বংস এবার্থঃ। তস্য চ উত্তর-কালীনত্বসম্বন্ধে নাতীতোৎপত্তিকস্নানাদাবন্বয়ঃ। আশুচ্যাদিত্যত্র পঞ্চম্যর্থঃ প্রতিযোগিত্বং মৃত্যাদ্যর্থো ধ্বংস আখ্যাতার্থ আশ্রয়ত্বং তথাচ বর্ত্তমানধ্বংসপ্রতিযোগ্যুৎপত্তিধ্বংস-প্রতিযোগ্যভিন্নাঘাহধ্বংসোত্তরকালীনাতীতোৎপত্তিকস্নানানুকূলকৃতিমন্তঃ কৃতশান্ত্যুদ-কাদিস্পর্শঃ ব্রাহ্মণকর্ম্মকস্বস্তিবাচনোত্তরকালীনাশৌচপ্রতিযোগিকবর্ত্তমাননাশাশ্রয়তাবন্ত ইত্যন্বয়বোধঃ। অত্রোত্তরকালীনত্বং স্বাধিকরণসময়ধ্বংসাধিকরণসময়োৎপত্তিকত্বং ন তু স্বধ্বংসাধিকরণসময়োৎপত্তিকত্বং প্রকৃতে তদ্বাধাৎ। কেচিত্তু সমভিব্যাহৃতক্রিয়াসমান-কালীনত্বাদিকং সপ্তম্যর্থঃ কর্ত্তৃবিহিতকৃৎপ্রত্যয়সমভিব্যাহারস্থলে কর্ত্তৃতাসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-স্ববৃত্তিত্বং সপ্তম্যর্থক্রিয়ায়াং প্রকৃত্যর্থস্য সম্বন্ধং কর্ম্মবিহিতকৃৎপ্রত্যয়সমভিব্যাহারস্থলে কর্ম্মতাসম্বন্ধাবচ্ছিন্নস্ববৃত্তিত্বং সপ্তম্যর্থক্রিয়ায়াং প্রকৃত্যর্থস্য সম্বন্ধঃ কর্ম্মবিহিতকৃৎপ্রত্যয়-সমভিব্যাহারস্থলে কর্ম্মতাসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন স্ববৃত্তিত্বং সপ্তম্যর্থক্রিয়ায়াং সম্বন্ধঃ সপ্তম্যর্থস্য চ ক্রিয়ান্তরেঽন্বয়ঃ সমানকালীনত্বাদিসম্বন্ধে চ বর্ত্তমানাদর্থককৃৎপ্রত্যয়সমভিব্যাহারো নিয়ামক ইতি ন কশ্চিদ্দোষস্যাবসর ইতি বদন্তি। অঘাহঃস্বিত্যত্রাঘসম্বন্ধিত্বমহি ভাষতে তত্র সম্বন্ধশ্চ স্বনাশকত্বং অঘশব্দার্থশ্চ মরণজন্যো দুরদৃষ্টবিশেষঃ তন্নাশকশ্চ দশাহাদিরেব বিপ্রঃ শুধ্যেদ্দশাহেন ইত্যাদিনা তস্যাশৌচনাশকত্ববোধনাৎ। শুদ্ধিশ্চাত্রাশৌচনাশঃ তেন একাদশাহে স্নানাদেঃ পূর্ব্বমশৌচসত্ত্বেঽপি তস্য নাঘাহত্বং অতো ন কশ্চিদ্দোষঃ। অশৌচনাশং প্রতি দশাহাদিকালঃ একাদশাহাদিকর্ত্তব্যতত্তৎক্রিয়া চ উভয়মেব দণ্ডচক্রাদিন্যায়েন কারণং 'তথা চৈকাদশাহাদৌ তত্তৎক্রিয়াকরণপূর্ব্বং নাশৌচনাশ ইতি তথাচ অশুচ্যাদ্বিপ্রমুচ্যন্তে ইত্যনেন সশিরস্কস্নানগোসুবর্ণাগ্নিঘৃতাদিমঙ্গলদ্রব্যস্পর্শ-

---

করাইয়া অশুদ্ধি হইতে শুদ্ধিলাভ করে।” উক্ত বচনে যে, 'মঙ্গল' শব্দটি আছে, তাহার অর্থ—নিজ নিজ গৃহ্যসূত্রোক্ত শান্তিজল, গো এবং হিরণ্যাদি

"বিপ্রঃ শুধ্যেদপঃ স্পৃষ্ট্বা ক্ষত্রিয়ো বাহনায়ুধং।
বৈশ্যঃ প্রতোদং রশ্মীন্ বা যষ্টিং শূদ্রঃ কৃতক্রিয়ঃ॥"

শ্রীগোবিন্দনামগ্রহণশান্ত্যুদকৈর্বিনাশৌচনিবৃত্তির্নাস্তীতি হারলতাদয়ঃ। ন চ কথং তর্হি দশমদিনাদেরশৌচান্তদিনত্বমিতিবাচ্যং অশৌচস্যান্তো যস্মাদিতিব্যুৎপত্তেঃ অশৌচনাশকত্বঞ্চ দশমদিনাদের্ধ্বংসসম্বন্ধেনেতি বোধ্যং। ব্রাহ্মণান্ স্বস্তিবাচ্য চেতি স্বস্তিন ইন্দ্রোবৃদ্ধশ্রবা ইত্যাদি স্বস্তিবোধকমন্ত্রং বচধাত্বর্থোবচনং লিঙর্থোঽনুকূলব্যাপারঃ আনন্তর্য্যং ক্ত্বাপ্রত্যয়ার্থঃ তস্য মুচধাত্বর্থেঽন্বয়ঃ। স্বশাখোক্তেতি অত্র প্রাচীনগ্রন্থা-নুসারেণ কিঞ্চিল্লিখ্যতে সুস্নাতা ইতি যথাবিধিকৃতসশিরস্কস্নানা ইত্যর্থঃ। অত্র চ একাদশাহে বিরমেদিতি পৈঠীনসিবচনাৎ তর্পণং ন কার্য্যং এতচ্চ স্নানং সূর্য্যোদয়ানন্তরং কার্য্যং "উদয়াদুদয়াদ্ভানোঃ সাবনং পরিকীর্ত্তিতং। সূতকাদিপরিচ্ছেদো দিনমাসাব্দ-পাস্তথা। মধ্যমগ্রহভুক্তিশ্চ সাবনেনৈব গৃহ্যতে।" ইতি সূর্য্যসিদ্ধান্তবচনাৎ। অত্র কেচিৎ। অনাগতান্তু যঃ পূর্ব্বাং সাদিত্যাঞ্চৈব পশ্চিমাং। নোপাসীত দ্বিজঃ সন্ধ্যাং স ষষ্ঠোঽব্রাহ্মণঃ স্মৃত" ইতিবচনাৎ সূর্য্যোদয়াৎ পূর্ব্বমেব প্রাতঃসন্ধ্যায়াঃ কালত্বাৎ তত্র চাশৌচাক্রান্তত্বেনাধিকারাভাবাৎ সূর্য্যোদয়াৎ পরমেব শুদ্ধিবিধানাৎ তদ্দিনে প্রাতঃ-সন্ধ্যালোপ এব ইত্যাহুস্তন্ন আসায়মাহুতেঃ প্রাতরাহুতির্নাত্যেতি আপ্রাতরাহুতেঃ সায়মাহুতিরিতি গোভিলবচনাৎ হোমস্থায়েন তুল্যাকাঙ্ক্ষিতত্বাৎ তুল্যকালবিধানাচ্চ অতীতামপ্যুপাসীতেতি বচনাচ্চ হোমবন্মুখ্যকালালাভে সায়ংকালপর্য্যন্তমানুকল্পিক-কালবিধানাৎ। "সন্ধ্যাহীনোঽশুচির্নিত্যমনর্হঃ সর্ব্বকর্ম্মস্বিতি" দক্ষবচনে সন্ধ্যায়াঃ শুচিত্বসম্পাদকত্বাচ্চ সন্ধ্যায়াঃ কর্ম্মাঙ্গত্বেন চ তদভাবে তদ্দিনকর্ত্তব্যকর্ম্মণাং বৈগুণ্য-প্রসঙ্গাচ্চ প্রাচীনসর্ব্বসংগ্রহসম্মতত্বাচ্চ স্নানাৎ পরং প্রাতঃসন্ধ্যা কর্ত্তব্যা ইতি। কৃত-মঙ্গলা ইতি গোসুবর্ণাগ্নিদধিদূর্ব্বাঘৃতাদিস্পর্শ শ্রীগোবিন্দনামগ্রহণং কার্য্যমিত্যর্থঃ। ব্রাহ্মণান্ স্বস্তিবাচ্য ব্রাহ্মণদ্বারা শান্ত্যুদকসম্পাদনেন স্বস্ত্যয়নং কৃত্বেত্যর্থঃ। "গোভূতে শান্তিং কৃত্বা একোদ্দিষ্টং প্রদাপয়েতি" হারীতবচনাৎ ব্রাহ্মণালাভে স্বয়মেব শান্তিং কুর্য্যাৎ এতচ্চ শান্ত্যুদকগ্রহণমঙ্গদ্রব্যস্পর্শনং মরণাশৌচে এব মরণাশৌচমুপক্রম্য বিধানাৎ শান্তিশ্চ স্বশাখোক্তৈব কার্য্যা সর্ব্বত্র বামদেবস্য গানমিত্যথবা ত্রিধা ইতি ছন্দোগপরিশিষ্টাৎ সামগৈর্ব্বামদেব্যগানেন শান্তিঃ কার্য্যা গানাশক্তৌ তু ত্রিধা পাঠনেতি বামদেবঋচস্তু কয়ানশ্চিত্র ইতি কস্ত্বাসত্যোমদানামিতি অভীষুনঃ সখীনামিতি স্বস্তিন ইন্দ্রো বৃদ্ধশ্রবা ইতি চতস্রঃ আদাবন্তে চ গায়ত্র্যা শান্তিকরণং। যত্তু শন্নোদেবীতি

স্পর্শ করা। এ কথা মনু এইরূপে বলিয়াছেন,—"ব্রাহ্মণ কৃতক্রিয় হইয়া জলস্পর্শ, ক্ষত্রিয় বাহন এবং আয়ুধস্পর্শ, বৈশ্য প্রতোদ (জুয়াল) অথবা রশ্মিস্পর্শ এবং শূদ্র কৃতক্রিয় হইয়া যষ্টিস্পর্শ দ্বারা শুদ্ধিলাভ করিবে।" এই বচনে যে 'কৃতক্রিয়'

"কৃতক্রিয়" ইতি "অশৌচকালোত্তরং কৃতস্নান" ইতি মিতাক্ষরা। 'সমাপ্তদশাহকৃত্য' ইতি হারলতা। অত্রাষাহঃসু নিবৃত্তেষু ইত্যনেন একাদশাহাদেরশৌচান্তদ্বিতীয়াহত্বং সূচিতং, এবং একাদশাহাদৌ স্নানাদেঃ পূর্ব্বমশৌচান্তরপাতেনাসাঙ্কর্য্যঞ্চ। অতএব 'তত্রান্তর্দ্দশাহ' ইত্যুক্তং। সুস্নাতা ইত্যাদিনা, "বিপ্রঃ

সূক্তেন প্রথমং বাত্যাং দ্বিতীয়ং শন্নোদেবীরভয়ো নঃ শন্ন ইন্দ্রাগ্নী ভবস্ত মিত্রাবরুণা ইতি তৃতীয়ং শর্ম্মাবেভেতি পৃথিবী শান্তিরিতি চতুর্থং উভয়ত্র সর্ব্বত্র শান্তিং সাবিত্রীং কুর্য্যাদিতি পৈঠীনস্যুক্তং চতুর্ণাং শান্তিকরণং তত্রহ্ব চ গৃহ্যোক্তত্বেন, ঋগ্বেদিনামেবেতি যজুর্ব্বেদিনাং ঋচং বাচাং প্রপদ্যে ইত্যাদি দ্যোঃ শান্তিরিত্যন্তৈঃ সপ্তদশভির্ম্মন্ত্রৈরাদাবন্তে চ গায়ত্র্যা শান্তিকরণং ওঙ্কারেণ ব্যাহৃতিভির্গায়ত্র্যাদাবন্তে চ ইতি কাত্যায়নবচনাৎ। তত্রয়ং প্রয়োগঃ। দাতা, কশ্চিদ্‌ব্রাহ্মণঃ স্বয়ং বা কুশৈঃ শিরসি জলবিন্দুপ্রক্ষেপরূপাং শান্তিং কুর্য্যাৎ প্রথমং প্রণবব্যাহৃতিসাবিত্রীভিঃ ততশ্চ ওঁ ঋচং বাচং প্রপদ্যে মনো যজুঃ প্রপদ্যে সামপ্রাণং প্রপদ্যে। চক্ষুঃশ্রোত্রং প্রপদ্যে বাগোজঃ সহোজোময়-প্রাণাপানৌ। ১। ওং যন্মে ছিদ্রং চক্ষুষো হৃদয়স্য মনসো বাতি তৃর্ণং বৃহস্পতির্মেতদ্দধাতু শম্নো ভবতু ভুবনস্য যস্পতিঃ। ২। ও ভূর্ভুবঃ স্বরিত্যাদিগায়ত্রী। ৩। কয়ানশ্চিত্র ইত্যাদি। ৪। কস্ত্বাসত্য ইত্যাদি। ৫। অভীষুন ইত্যাদি। ৬। কয়াত্বং নউত্যাভিঃ প্রস্কন্দসে বৃষনকয়াস্তে। দিত্য আভর। ৭। ইন্দ্রোবিশ্বস্য রাজতিঃ শং নোঽস্তু দ্বিপদেশং চতুষ্পদে। ৮। শন্নোমিত্রঃ শংবরুণঃ শংনোভবত্বর্য্যমা। শন্নইন্দ্রো বৃহস্পতিঃ শন্নো বিষ্ণুরুরুক্রমঃ। ৯। শন্নোবাতঃ পবতাং শংনস্তপতু সূর্য্যঃ। শংনঃ কনিক্রদদ্দেবঃ পর্জ্জন্য-ইতি বর্ষতু। ১০। অহানি শংভবন্তু ন শংরাত্রিঃ প্রতিধীয়তাং শন্ন ইন্দ্রাগ্নী ভবতামবোভিঃ শন্নইন্দ্রা বরুণা বাত হব্যা শংনং ইন্দ্রা পূষণা বাজসা তৌশমিন্দ্রাসোমা সবিতায় শংযোঃ। ১১। শন্নোদেবীত্যাদি। সংযোরভিঃ স্রবন্ত ন ইত্যন্তং। ১২। স্যোনা পৃথিবি নো ভবা নৃক্ষরা নিবেশিনী যচ্ছানঃ শর্ম্মসপ্রথাঃ। ১৩। আপহিষ্ঠেত্যাদি চক্ষসে ইত্যন্তং।

শব্দটি আছে, তাহার অর্থ,—মিতাক্ষরায় 'স্নান করিয়া,' এইরূপ করা হইয়াছে, হারলতায় কিন্তু উহার অর্থ 'দশাহ কর্ত্তব্য ক্রিয়া সমাপ্ত করিয়া' এইরূপ করা হইয়াছে। এই বচনে "অশৌচের গণিত দিন অতীত হইবার পর" এইরূপ বলায়, একাদশাহ প্রভৃতি যে, "অশৌচান্ত দ্বিতীয় দিন এইরূপ শব্দ দ্বারা বাচ্য" তাহাই সূচিত হইতেছে, আরও সূচিত হইতেছে যে, একাদশাহাদি দিনে স্নানাদির পূর্ব্বে অপর একটি অশৌচের সম্ঘটন হইলেও আর অশৌচ-সাঙ্কর্য্য হইবে না। এই হেতু সাঙ্কর্য্য স্থলে "দশদিনের মধ্যে" এইরূপ বলা

শুধ্যেদপঃ স্পৃষ্ট্বা” ইত্যাদিনা চ, যথাশক্তি সমুচ্চয়বিকল্পাভ্যাং তত্তৎকরণে, ন বৈদিককর্ম্মার্হতেতি, ততশ্চ সশিরস্কনজ্জনমাত্রং কৃত্বাচম্য, মঙ্গলং কৃত্বা, বর্ণক্রমেণ জলাদিকং স্পৃষ্ট্বা বৈধস্নানাদিকং কুর্য্যাৎ॥

“অশৌচে তু ব্যতিক্রান্তে স্নাতঃ প্রযতমানসঃ।
উদঙ্মুখান্ ভোজয়েচ্চ আসীনান্ সুসমাহিতান্।

মন্ত্রোহশ্চাত্র কর্ত্তৃব্যস্তথৈকবচনেনত্বিতি বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরাৎ॥১১২

১৪। যোবঃ ইত্যাদি মাতর ইত্যান্তং। ১৫। তস্মা অরমিত্যাদি জনয়থা চ ন ইতান্তং। ১৬। দ্যৌঃ শান্তিরন্তরীক্ষং শান্তিঃ পৃথিবী শান্তিঃ আপঃশান্তিরোষধয়ঃ শান্তির্ব্বনস্পতয়ঃ শান্তির্ব্বিশ্বেদেবাঃ শান্তির্ব্রহ্মশান্তিঃ শান্তিরেব শান্তিঃ। ১৭। পুনরপি প্রণবব্যাহৃতি গায়ত্রীভিরিতি যজুর্ব্বেদিনাং। সামগানান্তু প্রথমং প্রণবব্যাহৃতিসাবিত্রীভিঃ ততশ্চ ও কয়ানশ্চিত্র ইত্যাদি স্বস্তিনো বৃহস্পতির্দ্দধাতু ইত্যন্তং। পুনরপি প্রণবব্যাহৃতি-সাবিত্রীভিরিতি। প্রতোদং পাচুনি ইতি খ্যাতং। রশ্মীন্ রজ্জুঃ। কৃতক্রিয় ইতি ব্যাচষ্টে অশৌচকালোত্তরং কৃতস্নান ইতি সূচিতমিতি অত্র সূচনমনুমিতি ন তু শাব্দবোধঃ। অশৌচান্তদ্বিতীয়াহস্তমিতি। তত্রাহঃপদমহিম্না অশৌচস্যান্তো যস্মাদিতি ব্যুৎপত্ত্যা অশৌচান্তপদেনাশৌচনাশকং দশমদিনাদিকমুচ্যতে তদ্দ্বিতীয়দিনত্বঞ্চ অশৌচান্ত-দিনধ্বংসাধিকরণদিনধ্বংসানধিকরণত্বে সতি অশৌচান্তদিনধ্বংসাধিকরণত্বমিতি বোধ্যং। স্নানাদেঃ পূর্ব্বমিত্যনেন তদানীং পূর্ব্বাশৌচসত্ত্বং সূচিতং সুস্নাতা ইতি অত্রোপসর্গেণ সশিরস্কত্বং স্নাধাতুনা চ মজ্জনমাত্রং সূচিতং মাত্রপদেন সাঙ্গত্বব্যাবর্ত্তনং কৃতং। পুনঃ-স্নানে প্রমাণমাহ অশৌচে ত্বিতি ব্যতিক্রান্তে ইত্যনেনাশৌচানন্তরং স্নানান্তরং সূচিতং।

হইয়াছে। পূর্ব্বোক্ত দেবলবচনে “ভাল ক’রে স্নান করিয়া শুদ্ধিলাভের কথা বলা হইয়াছে, এবং মনুর বচনে যে ব্রাহ্মণের “জল স্পর্শ করিয়া” শুদ্ধিলাভের কথা বলা হইয়াছে, ইহাতে কেহ যেন এরূপ না বুঝেন যে, শুদ্ধিকামী ব্রাহ্মণেরা শক্তি অনুসারে ভাল ক’রে স্নান, ও জল স্পর্শ, এই উভয় প্রকার ক্রিয়া অথবা কেবল ভাল ক’রে স্নান কিম্বা, কেবল জলস্পর্শ করিয়াই বৈদিক কর্ম্মে অধিকারী হইবে, উহাদ্বারা এইরূপ বিধান করা হইয়াছে যে, শুদ্ধিকামী সকলবর্ণই প্রথমে ডুব দিয়া স্নান করিবে, পরে যথাক্রমে আচমন ও মঙ্গল করিয়া বর্ণাদিক্রমে যথোক্ত জলাদি স্পর্শপূর্ব্বক বৈধ স্নানাদি করিবে। কারণ বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরের একটি বচন আছে, “অশৌচ অতিক্রান্ত হইবার পর,

যত্তু সম্বর্ত্তবচনম্,—

"দশাহাত্তু পরং সম্যক্ বিপ্রোঽধীয়ীত ধর্ম্মবিৎ।
দানঞ্চ বিধিনা দেয়মশুভাত্তারকং হি তৎ।"

ইত্যত্র "শুভং" নাশৌচং, তস্য কালাদিনা নিবৃত্তত্বাৎ। কিন্তু অশৌচকালোৎপন্নপঞ্চসূনাদিজন্যপাপপরং। পঞ্চসূনাশ্চ।

"পঞ্চসূনা গৃহস্থস্য চুল্লী পেষণ্যুপস্করঃ।
কণ্ডনী চোদকুম্ভশ্চ বধ্যতে যাশ্চ বাহয়ন্।"

অযুগ্মান্ ব্রাহ্মণান্ ভোজয়েদিত্যনেনাদ্যৈকোদ্দিষ্টং প্রাপ্তং অত্র ব্রাহ্মণানাং বহুত্বম-বিবক্ষিতং একেনাপি ব্রাহ্মণেন একোদ্দিষ্টবিধানাৎ। মন্ত্রোহ ইতি এত পিতর ইত্যাদৌ এহি প্রেত ইত্যাদিনেত্যর্থঃ॥ ১১২

অশুভাত্তারকমিত্যত্রাশুভপদেনাশৌচমুচ্যতে। তথাচ কাঞ্চনদানং বিনা নাশৌচনাশ ইতি প্রাচাং মতং তদ্দূষয়িতুমুপক্রমতে, যত্ত্বিতি অধীয়ীত বেদামিত্যর্থঃ। দানং কাঞ্চনদানং। দেয়ং কর্ত্তব্যং। কালাদীতি ইদমত্র বিচার্য্যং অত্রাদিপদেন ঐহিক-ব্যাপারো গ্রাহ্যঃ স চ যথা স্নানং স্বস্তিবাচনাদিঃ তথা কাঞ্চনদানমপি। এবঞ্চাশৌচনাশং প্রতি দণ্ডচক্রাদিন্যায়েন স্নানস্বস্তিবাচনাদিবৎ কাঞ্চনদানমপি হেতুঃ তথাচাশুভপদস্যাশৌচ-পরত্বেঽপি ন দোষঃ ইদন্ত বোধ্যং যদ্যেতদ্বচনং প্রায়শ্চিত্তপ্রকরণীয়ং ভবেত্তদা অশুভ-

স্নান করিয়া প্রযত চিত্তে, একাগ্রচিত্ত এবং উত্তরমুখে উপবিষ্ট ব্রাহ্মণদিগকে ভোজন করাইবে অর্থাৎ আদ্য শ্রাদ্ধ করিবে, এবং শ্রাদ্ধমন্ত্রের যে যে স্থলে বহুবচন আছে, সেই সেই স্থলে একবচনান্ত "পদের" 'উহ' (প্রয়োগ) ও করিবে॥ ১১২॥

আমরা যে, সম্বর্ত্তের একটি বচন দেখিতে পাই,—"ধর্ম্মবিৎ ব্রাহ্মণ দশ-দিনের পর সম্যক্ প্রকারে বেদ অধ্যয়ন করিবে, এবং যথাবিধি দানও করিবে, কারণ এই কার্য্য অশুভের বিনাশক।" এই বচনের কেহ কেহ ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন,—দশদিনের পর যথাবিধি দান করিলে অশুভের অর্থাৎ অশৌচের নাশ হয়। তাহা ঠিক নহে, অশুভ শব্দের অর্থ এস্থলে অশৌচ নহে, কারণ, অশৌচ ত কালাদিনাশ্য, কাল উত্তীর্ণ হইবার পরই অশৌচও আপনা হইতেই চলিয়া যায়। কিন্তু এখানে যে "অশুভ" শব্দটি আছে, তাহার অর্থ,—অশৌচকালে পঞ্চসূনার ব্যবহার জন্য পাপবিশেষ। পঞ্চসূনা যথা,—গৃহস্থের চুল্লী (উনান), পেষণী (শিল-নোড়া), উপস্কর (কুলা), কণ্ডনী

ইত্যনেনোক্তাঃ। মৎস্যপুরাণে,—

"অশৌচান্তাদ্দ্বিতীয়েঽহ্নি শয্যাং দদ্যাদ্বিলক্ষণাং।
কাঞ্চনং পুরুষং তদ্বৎ ফলবস্ত্রসমন্বিতং।
সংপূজ্য দ্বিজদাম্পত্যং নানাভরণভূষণৈঃ।
বৃষোৎসর্গশ্চ কর্ত্তব্যো দেয়া চ কপিলা শুভা।"

"অশৌচান্তাৎ" তৎপ্রতিযোগিনিমিত্তকাশৌচান্তাৎ, তেন অবিশেষাদ্দাহমরণতৎশ্রবণজন্যাশৌচানাং গ্রহণং। "নানাভরণ-ভূষণৈ"রিত্যত্র 'ভূষণপদং' ক্রিয়াপরং, অতো ন পৌনরুক্ত্যম্। দ্বিজদম্পতী পূজয়িত্বা, কাঞ্চনং প্রেতপ্রতিকৃতিরূপং পুরুষং

পদস্যাশৌচপরত্বং ন সম্ভবেৎ অশৌচনাশকস্য প্রায়শ্চিত্তত্বাভাবাৎ অশৌচনাশকত্বস্য প্রায়শ্চিত্তগণে কেনাপ্যপাঠাৎ অশৌচেতরপাপস্যৈব প্রায়শ্চিত্তলক্ষণে নিবেশাদিতি। নানাভরণভূষণৈরিতি অত্র ভূষণপদং ভূষণক্রিয়াপরং ভূষণক্রিয়া চ অলঙ্কারবৈশিষ্ট্যং বৈশিষ্ট্যঞ্চ শরীরসংযোগঃ দাহেতি সম্বন্ধে সতি দাহে ত্রিরাত্রাশৌচবিধানাৎ দাহস্য স্বাতন্ত্র্যেণৈবোল্লেখঃ পৌনরুক্ত্যমিতি অন্যথাভরণপদেন তল্লাভাৎ পৌনরুক্ত্যং স্যাদিতি-

---

এবং জলের কলসী, এই পাঁচটী শূনা অর্থাৎ হিংসাস্থান, কারণ ইহাদিগের ব্যবহারের সময় জীব হিংসা অনিবার্য্য।" মৎস্য পুরাণে বলা হইয়াছে,— "অশৌচান্ত দ্বিতীয়দিনে ব্রাহ্মণ দম্পতীকে নানাবিধ অলঙ্কার দ্বারা সাজাইয়া বিলক্ষণ শয্যা এবং ফল-বস্ত্র-সমন্বিত প্রেতাকৃতি সুবর্ণময় পুরুষ প্রদান করিবে। ঐ দিন বৃষোৎসর্গও করিবে, এবং কপিলা গাভীও দান করিবে।" মূল বচনে যে "অশৌচান্ত কথাটী আছে, উহার অর্থ—প্রেতীভূত ব্যক্তিবিশেষের দাহাদি নিমিত্তোৎপন্ন যাবৎ প্রকার অশৌচের অন্ত, এইরূপই বুঝিতে হইবে; তাহ'লেই প্রেতের দাহ, মরণ ও মরণশ্রবণ ইত্যাদি জন্য সকল প্রকার অশৌচের অন্ত হইবার পরদিন, ইহাই বুঝাইতেছে। মূলবচনে যে, "নানাভরণভূষণৈঃ" পদটি আছে, ঐ পদস্থিত ভূষণ শব্দের অর্থ অলঙ্কার নহে, কিন্তু অলঙ্করণ (সাজান) রূপ ক্রিয়া, সুতরাং আভরণের সহিত ইহার পৌনরুক্ত্য হইয়াছে বলিয়া কেহ যেন আশঙ্কা না করেন। উপরিউক্ত মৎস্যপুরাণের বচনটি হারলতা প্রভৃতিতে এইরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে;—দ্বিজ দম্পতীকে পূজা করিয়া সুবর্ণময় প্রেতের প্রতিকৃতি রূপ একটি পুরুষ নির্ম্মাণপূর্ব্বক ফল-বস্ত্রের

স্থাপ্য, ফলবস্ত্রযুক্তং শয্যায়ামারোপ্য, ভূষিতদ্বিজদম্পতীভ্যাং শয্যাং দদ্যা”দিতি হারলতাকৃতঃ। তেষাময়মাশয়ঃ “সম্ভবত্যেকবাক্যত্বে বাক্যভেদো হি নেষ্যতে” ইত্যুপস্থিতং দ্বিজং বিহায় পাত্রান্তরকল্পনে গৌরবাৎ। ন চ “তদ্বৎ”দিত্যনেন কাঞ্চনপুরুষদানস্যাপি স্বাতন্ত্র্যকর্ম্মত্বং স্যাদিতি বাচ্যম্, তস্য “প্রেতবদি-

---

ত্যাবঃ। শয্যাদান-কাঞ্চনপুরুষদান-দ্বিজদম্পতীপূজা-বৃষোৎসর্গ-কপিলাদানরূপ-কর্ম্মপঞ্চকবাদিনাং মৈথিলানাং মতং দূষয়িতুং স্বাভিমতং বিশিষ্টশয্যাদানবৃষোৎসর্গকপিলাদানরূপ-কর্ম্মত্রয়বাদিনাং হারলতাকৃতাং মতমাহ দ্বিজেত্যাদিনা। একবাক্যত্বে ইতি দ্বিজদম্পতী পূজয়িত্বা ফলবস্ত্রযুক্তং কাঞ্চনপুরুষং শয্যায়ামারোপ্য ভূষিতদ্বিজদম্পতীভ্যাং শয্যাং দদ্যাদিতি বিশিষ্টৈকবাক্যত্বে ইত্যর্থঃ। অত্র পূজনাংশে ন বিধিঃ কিন্তু অনুবাদমাত্রম্; অর্চ্চিতমর্চ্চিতায় দদ্যাদিতি সামান্যবিধিপ্রাপ্তত্বাৎ; অতোঽপি লাঘবং বোধ্যম্। বাক্যভেদ ইতি বিলক্ষণাং শয্যাং দদ্যাদিতি ফলবস্ত্রসমন্বিতং কাঞ্চনপুরুষং দদ্যাদিতি বিধিদ্বয়মিত্যর্থঃ। দ্বিজং স্ত্রীবিশিষ্টং দ্বিজম্। তদ্বদিত্যনেনেতি মৈথিলমতে তদ্বদিত্যস্য দদ্যাদিত্য-

---

সহিত উঁহাকে শয্যায় স্থাপন করিয়া ভূষিত দ্বিজদম্পতীকে ঐ শয্যা প্রদান করিবে।” তাঁহাদিগের এইরূপ ব্যাখ্যা করিবার তাৎপর্য্য এই যে, কেহ কেহ এই বচনটি তিনটি বিধিতে বিভক্ত করিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন, (১) অশৌচান্ত দ্বিতীয়দিবে বিলক্ষণরূপা শয্যা ব্রাহ্মণকে দান করিবে, (২) ঐ প্রকার সুবর্ণময় পুরুষ প্রদান করিবে, (৩) দ্বিজদম্পতীকে নানা অলঙ্কারে সাজাইয়া পূজা করিবে। এইরূপ বাক্যভেদ করিয়া তিনটি বিধির কল্পনা করা যে, গৌরব পক্ষ, তাহাতে সন্দেহ কি? দেখ, একটি নিয়ম আছে, “যে স্থলে একটি বাক্য দ্বারাই সঙ্গত অর্থ হইতে পারে, সে স্থলে বাক্যভেদ স্বীকার করা পণ্ডিতগণের অভিপ্রেত নহে।” এক্ষণে দেখ, ঐ বচনেই যখন দানের পাত্র দ্বিজদম্পতীর উল্লেখ রহিয়াছে, তখন সেই উপস্থিত দানের পাত্রকে ত্যাগ করিয়া আর একটি দানের পাত্রকে অন্বেষণপূর্ব্বক বাহির করা যে, গৌরব অর্থাৎ আয়াসকর তাহাতে সন্দেহ কি? যদি বল, “তদ্বৎ” সেইরূপ পদটি দ্বারা শয্যাদানের ন্যায় “কাঞ্চনপুরুষ দানও” একটি স্বতন্ত্র কর্ম্মরূপেই প্রতীত হইতেছে, এরূপ স্থলে স্বতন্ত্র বিধি না করিলে চলিবে কেন? এমন কথাও বলিও না, “তদ্বৎ” শব্দের অর্থ তুমি যেরূপ করিতেছ তাহা নহে, উহার অর্থ “সেইরূপ” নয়, কিন্তু “তাহার সহিত” অর্থাৎ

ত্য"র্থাৎ। ন চ তস্যানুপস্থিতিরিতি বাচ্যম্, তস্য প্রাকরণিকত্বেন শীঘ্রোপস্থিতেঃ। "অশৌচান্তা"দিত্যত্রাপি তথা। অন্যথা অন্যাশৌচান্তে অন্যস্যাপি কর্ম্ম স্যাৎ, অতএবোক্তং "প্রেতপ্রতিকৃতিরূপ"মিতি। তেনৈতদ্বিশিষ্টমেকং কর্ম্ম ॥ ১১৩

র্থকত্বাদিতি ভাবঃ। ন চ তস্যেতি ন চ প্রেতস্যেত্যর্থঃ। তথা ইতি প্রাকরণিকত্বাৎ প্রেতস্য শীঘ্রোপস্থিতিরিত্যর্থঃ। অন্যথা অশৌচান্তাদিত্যত্রাশৌচপদস্য সামান্যতোঽশৌচপরত্বে। অন্যাশৌচান্তে ইতি তথাচামুকগোত্রস্য প্রেতস্যামুকদেবশর্ম্মণোঽশৌচান্তাদ্বিতীয়েঽহনি ইতি বক্তব্যমিতি স্মার্ত্তাশয়ঃ। বাচস্পতিমিশ্রাস্তু অশৌচান্তাদ্বিতীয়েঽহনি ইত্যত্র বক্তব্যমিত্যাহুঃ। তেষাময়মাশয়ঃ,—যত্র একগোত্রৌ একনামকৌ যৌ একস্মিন্ দিনে মৃতৌ তত্রামুকগোত্রস্যেত্যাদিকমব্যাবর্ত্তকং, তথাচাগত্যাশৌচপদং তত্তদশৌচবিশেষপরং বক্তব্যম্। এবঞ্চ সতি সর্ব্বত্রৈবাশৌচপদং তত্তদশৌচবিশেষপরং বক্তব্যং, ন তু কুত্রাপি অমুকগোত্রস্যেত্যাদিকমিতি। অমুকস্য মরণাশৌচান্তাদ্বিতীয়েঽহনি ইত্যভিলাপঃ প্রাচীনসম্মতঃ। তেষাময়মাশয়ঃ,—অশৌচে ম[illegible] প্রযোজকত্বং ন তু মৃতস্যেতি; স্মার্ত্তমতে তু অমুকাশৌচান্তাদ্বিতীয়েঽহনীত্যভিলাপঃ। এত[illegible]মতে চ মরণপ্রযোজ্যত্বং ষষ্ঠ্যর্থঃ। ন চ লঘুধর্ম্মাবচ্ছিন্নে স্বত্বাদাদেব ষষ্ঠ্যাঃ শক্তিঃ, মরণপ্রযোজ্যত্বস্য ষষ্ঠ্যর্থত্বেন লক্ষণা স্যাৎ। এবঞ্চ সতি সুবিভক্তৌ ন লক্ষণা ইত্যনুশাসনবিরোধ ইতি বাচ্যম্ ; অত্র লক্ষণাপদস্য নিরূঢ়লক্ষণান্যলক্ষণাপরত্বাৎ নিরূঢ়লক্ষণা চানাদিতাৎপর্য্য-

---

প্রেতের তুল্যাকৃতি। যদি বল, বচনের কোন স্থলেই প্রেতের উল্লেখ নাই, তবে "তদ্বৎ" এই কথাটির ব্যাখ্যা স্থলে সহসা প্রেতের উপস্থিতি হইবে কিরূপে? একথাও বলিতে পার না, কারণ প্রেতের যখন প্রকরণ চলিয়াছে, তখন তাহার আপনা-আপনিই উপস্থিতি হইয়া পড়িতেছে। আরও দেখ, এই বচনের ব্যাখ্যাস্থলে প্রেতের উপস্থিতি না করিলে চলিতেই পারে না; এই যে, অশৌচান্তাদ্দ্বিতীয়েঽহনি কথাটি আছে, ইহার ব্যাখ্যান কালে প্রেতের উপস্থিতি না করিলে ত বিষম বিভ্রাট বাধিয়া যায়। যদি ইহার যথাশ্রুত "অশৌচের পর" এইরূপ অর্থ গ্রহণ করা হয়, তাহ'লে রামের অশৌচের পরদিন শ্যামের বৃষোৎসর্গের প্রসক্তি হইয়া উঠে, কাজেই তোমার সঙ্কল্পবাক্যে স্পষ্ট করিয়া বলিতে হইবে "অমুকগোত্র প্রেত অমুকের অশৌচের পরদিন।" এইরূপে প্রকরণে প্রেতের উপস্থিতি হইয়াছে বলিয়াই, হারলতায় 'তদ্বৎ' শব্দের অর্থ—[illegible] প্রতিকৃতিরূপ করা হইয়াছে। অতএব [illegible] বিশিষ্ট [illegible] একই কার্য; [illegible] এবং [illegible] দুই স্বতন্ত্র কর্ম্ম নহে, এবং উভয়

অথ ব্যুৎক্রমযোজনা ইতি চেৎ ?

"শ্বঃ কর্ত্তাস্মীতি নিশ্চিত্য দাতা বিপ্রান্ নিমন্ত্রয়েৎ।

নিরামিষং সকৃদ্ভুক্ত্বা সর্ব্বস্বপ্তজনে গৃহে॥" ইতিবত্তবতু।

স্পষ্টমাহ পদ্মপুরাণম্,—

"সংপূজ্য দ্বিজদাম্পত্যং নানাভরণভূষণৈরি"ত্যন্তং মৎস্য-পুরাণেন তুল্যমভিধায়,

"উপবেশ্য চ শয্যায়াং মধুপর্কং ততো দদে"দিতি।

মূলিকাশক্তিতুল্যা; সা চ মুনিবচনাদৌ প্রয়োগদর্শনাৎ প্রতীয়তে; ন চ মরণপ্রযোজ্যত্বস্য ষষ্ঠ্যর্থত্বং কুত্রাপি ন দৃষ্টমিতি বাচ্যং, "ক্ষতেন ম্রিয়তে যস্তু তস্যাশৌচং ভবেদ্দিবা" ইত্যাদৌ তথা দৃষ্টত্বাদিতি। অতএব তদ্বদিত্যস্য প্রেতবদিত্যর্থকত্বাদেব॥ ১১৩

ব্যুৎক্রমেতি দ্বিজদাম্পত্যং সংপূজ্য বৃষোৎসর্গঃ কর্ত্তব্য ইতি যোজনম্, দ্বিজদাম্পত্যং সংপূজ্য শয্যাং দদ্যাদিতি তু ব্যুৎক্রমযোজনমিত্যর্থঃ। নন্থ নিরামিষমিত্যাদৌ অগত্যা ব্যুৎক্রমযোজনং স্বীক্রিয়তেঽত্র কথং স্বীকর্ত্তব্যমিতিচেৎ, বচনান্তরৈকবাক্যত্বাৎ স্বীক্রিয়তে ইত্যাহ স্পষ্টমাহেত্যাদিনা। উপবেশ্য দ্বিজদাম্পত্যমিতি কাঞ্চনপুরুষমিতি বা। মধুপর্কমিতি

দানের পাত্র একই দ্বিজ-দম্পতী, কাঞ্চনপুরুষ একজনকে দান করিবে, আর শয্যা দ্বিজ-দম্পতীকে দান করিবে, এরূপ বাক্যভেদ করিবার কিছুই প্রয়োজন হইতেছে না॥ ১১৩

এক্ষণে যদি বল, একবাক্য করিতে গেলে, বচনটিতে দূরন্বয় দোষ স্বীকার করিতে হয়; আমি বলিব, তাহ'লেই বা, সংস্কৃত পদ্যে দূরন্বয় দোষের কিছু অভাব নাই, দেখ—"শ্বঃ কর্ত্তাস্মি" ইত্যাদি বচনে যেমন দূরন্বয় রহিয়াছে যথা "শ্বঃ কর্ত্তাস্মি ইতি নিশ্চিত্য সকৃৎ নিরামিষং ভুক্ত্বা দাতা সর্ব্বস্বপ্তজনে গৃহে বিপ্রান্ নিমন্ত্রয়েৎ" (আগামী কল্য শ্রাদ্ধ করিব, এইরূপ নিশ্চয়ানন্তর দাতা পূর্ব্বদিন একবারমাত্র নিরামিষ ভোজন ক'রে বাড়ীর লোক সব ঘুমাইলে, ব্রাহ্মণদিগকে নিমন্ত্রণ করিবে।" এখানে যেমন দূরন্বয় আছে, এই বচনেও না হয় সেইরূপ থাকিল, তাহাতে ক্ষতি কি? আরও দেখ, উক্তবচনে দূরন্বয় দোষ স্বীকারপূর্ব্বক যেরূপে একটিমাত্র বাক্যের প্রবর্ত্তক নির্দ্দোষ ব্যাখ্যা করা হইয়াছে, পদ্মপুরাণে সেই কথাই স্পষ্ট করিয়া বলা হইয়াছে:—পদ্মপুরাণে "সম্পূজ্য দ্বিজদাম্পত্যং" ইত্যাদি কথাগুলি মৎস্যপুরাণের সহিত একরূপই বলিয়া, পরে বলিতেছেন—"তাহার পর শয্যার উপর বসাইয়া

ভবিষ্যোত্তরেঽপি,—

"কার্য্যঃ পুরুষো হৈমস্তস্যাং সংস্থাপয়েচ্চ তম্।

পূজয়িত্বা প্রদাতব্যা মৃতশয্যা যথোদিতা॥"

অতএব কর্ম্মত্রয়ভেদায় চকারদ্বয়মুত্তরার্দ্ধে অভিহিতম্। ততশ্চ শয্যাদান-কাঞ্চনপুরুষদান-দ্বিজদম্পতীপূজা-বৃষোৎসর্গ-কপিলাগবীদানরূপকর্ম্মপঞ্চকাভিধানং মৈথিলানাং হেয়ম্। এবঞ্চ দ্বিজদম্পতীপূজনং বিনাপি অশৌচান্তে বৃষোৎসর্গাচরণং শিষ্টানাং সঙ্গচ্ছতে। তথা,

"অহন্যেকাদশে প্রাপ্তে যস্য চোৎসৃজ্যতে বৃষঃ।

পূজয়েদিত্যর্থঃ। তথাচোক্তম্, অৰ্চ্চিতমৰ্চ্চিতায় দদ্যাৎ ইতি। পূজয়িত্বা অর্থাদ্দ্বিজদম্পতী। অতএব "সম্ভবত্যেকবাক্যত্বে বাক্যভেদো হি নেষ্যতে" ইতি ন্যায়েন পূর্ব্বোক্তকর্ম্মণ একত্বাদেব। উত্তরার্দ্ধে "বৃষোৎসর্গশ্চ কর্ত্তব্যঃ দেয়া চ কপিলা শুভা" ইত্যর্দ্ধে। এবঞ্চেতি দ্বিজদাম্পত্যং সম্পূজ্য বৃষোৎসর্গঃ কর্ত্তব্যঃ ইত্যন্বয়ে চেত্যর্থঃ। মৈথিলমতে তু দ্বিজদম্পতী সংপূজ্য বৃষোৎসর্গঃ কর্ত্তব্য ইত্যন্বয়াৎ দ্বিজদম্পতীপূজানন্তরকালত্বেব বৃষোৎসর্গকালত্বমিতি বোধ্যম্। বিমুক্ত ইতি অত্র ক্তপ্রত্যয়েন প্রেতলোকবিমুক্তিপূর্ব্বকত্বং লভ্যতে ইতি

মধুপর্ক দান করিবে।" ভবিষ্যোত্তরেও বলা হইয়াছে, "একটি সুবর্ণময় মনুষ্য করিবে, তাহাকে শয্যার উপর স্থাপিত করিবে, অনন্তর পূজা করিয়া পূর্ব্বে যেরূপ উক্ত হইয়াছে, তথাবিধ মৃতশয্যা প্রদান করিবে।" এই সকল প্রমাণান্তর থাকাতেই পূর্ব্বোল্লিখিত মৎস্যপুরাণের বচনের উত্তরার্দ্ধে, দ্বিজদম্পতীর পূজা, বৃষোৎসর্গ এবং কপিলা প্রদান, এই তিনটিমাত্র কর্ম্মের কর্ত্তব্যতা জ্ঞাপন করাইবার নিমিত্তই দুইটি 'চ'কার ব্যবহৃত হইয়াছে। অতএব মৈথিলগণ যে, শয্যাদান, সুবর্ণময় পুরুষদান, দ্বিজদম্পতীপূজা, বৃষোৎসর্গ এবং কপিলাদানরূপ পাঁচটি কর্ম্মানুষ্ঠানের কথা বলিয়াছেন, তাহা হেয় বলিয়াই প্রতিপন্ন হইল। যদি এইরূপ সিদ্ধান্ত হইল যে, দ্বিজদম্পতী পূজা, বৃষোৎসর্গ, এবং কপিলা দান, এই তিনটি পরস্পর নিরপেক্ষ কর্ম্ম, ইহাদের পৃথক্‌ভাবে অনুষ্ঠান করাই শাস্ত্রের অভিপ্রেত। তাহ'লেই দ্বিজদম্পতীর পূজা না করিয়াও অশৌচান্তে শিষ্টপরম্পরা বৃষোৎসর্গ যে, করিয়া থাকেন, তাহা সঙ্গত হইল। আরও দেখ, "একাদশাহ প্রাপ্ত হইলে, যাহার

প্রেতলোকাদ্বিমুক্তশ্চ স্বর্গলোকং সমশ্নুতে ॥” ইতি মৈথিল-বচনধৃতবচনে কেবলবৃষোৎসর্গঃ শ্রূয়তে। কালবিবেকেঽগ্নি-পুরাণম্,—

“একাদশাহে প্রেতস্য যস্য চোৎসৃজ্যতে বৃষঃ।
প্রেতলোকং পরিত্যজ্য স্বর্গলোকং স গচ্ছতি ॥
আদ্যশ্রাদ্ধে ত্রিপক্ষে বা ষষ্ঠে মাসি চ বৎসরে।
বৃষোৎসর্গশ্চ কর্ত্তব্যো যাবন্ন স্যাৎ সপিণ্ডতা।

ধ্যেয়ম্। একাদশাহে প্রেতস্যেতি শব্দেনাশৌচান্তে মলমাসেঽপ্যবশ্যং কর্ত্তব্যম্ ইত্যাদের্বক্ষ্যমাণত্বাৎ শক্তস্য একাদশাহে বৃষোৎসর্গো নিত্য ইতি স্মার্ত্তমতম্, নব্যাস্তু অশৌচান্তে বৃষোৎসর্গো ন নিত্যঃ অকরণে কর্ত্তুঃ প্রত্যবায়াজননাৎ, তথাচ বৃষোৎসর্গস্য কেবলস্বর্গফলং, প্রেতলোকং পরিত্যজ্যেতি বচনবলাৎ; ফলতাবচ্ছেদকেনাপি প্রেতলোকবিমুক্তিপূর্ব্বকস্বর্গলোকগমনত্বেনোল্লেখঃ, প্রেতলোকবিমুক্তিস্তু ষোড়শশ্রাদ্ধফলমিত্যাহুঃ। স্মার্ত্তস্য তু অকরণে কর্ত্তুঃ প্রত্যবায়জনকত্বেব অকরণে পিত্রাদিগতপ্রত্যবায়জনকস্যাপি কর্ম্মণো নিত্যত্বম্। তথাচোক্তম্,—“অশৌচান্তাদ্দ্বিতীয়েঽহ্নি যস্য নোৎসৃজ্যতে বৃষঃ। পিশাচত্বং ধ্রুবং তস্য দত্তৈঃ শ্রাদ্ধশতৈরপী”ত্যাশয়ঃ। আদ্যশ্রাদ্ধে ইতি আদ্যশ্রাদ্ধপদম্ অশৌচান্তদ্বিতীয়দিনপরম্, অশৌচান্তাদ্দ্বিতীয়েঽহনীত্যনেনৈকবাক্যত্বাৎ, অন্যথা কৃতৈকাদশাহ্যস্য আদ্যশ্রাদ্ধকরণে তদানীং বৃষোৎসর্গঃ প্রসজ্যেত ইতি বোধ্যম্। ত্রিপক্ষে বেতি অত্র নব্যাঃ ত্রিপক্ষাদিরূপতত্তৎকালে স্বতন্ত্রস্বতন্ত্রবৃষোৎসর্গো বিধীয়তে ন ত্বাদ্যশ্রাদ্ধদিনবিহিতবৃষোৎসর্গস্য শক্তাশক্তভেদেন তত্তৎকালে কর্ত্তব্যত্বম্। তথাচাদ্যশ্রাদ্ধদিনে বৃষোৎসর্গে

জন্য বৃষোৎসর্গ করা হয়, সে প্রেতলোক হইতে বিমুক্ত হইয়া স্বর্গলোকে গমন করে।” মৈথিলগণ কর্ত্তৃক উদ্ধৃত এই বচনে কেবলমাত্র বৃষোৎসর্গের কথাই বলা হইয়াছে। একাদশাহে বচনোক্ত অপর ক্রিয়াগুলি না করিয়াও কেবলমাত্র বৃষোৎসর্গ যে, করা যাইতে পারে, সে সম্বন্ধে অগ্নিপুরাণের বচন একটি কালবিবেক নামক গ্রন্থে উদ্ধৃত করা হইয়াছে। যথা—“যে প্রেতের উদ্দেশে একাদশাহে বৃষোৎসর্গ করা হয়, সে প্রেতলোক পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গলোকে গমন করে। আদ্য শ্রাদ্ধের দিনেই ত্রিপক্ষেই হৌক্, ষষ্ঠ মাসেই হৌক্, অথবা বৎসর পূর্ণ হইবার দিনই হৌক্, বৃষোৎসর্গ করিতে পারা যাইবে কিন্তু ত্রিপক্ষের মধ্যে যদি অপকর্ষ করিয়া সপিণ্ডীকরণ করা

সপিণ্ডীকরণাদূর্দ্ধং কালোহন্তঃ শাস্ত্রচোদিতঃ।"

ত্রিপক্ষশ্চান্দ্রঃ, শ্রাদ্ধে তথা দর্শনাৎ। যথা শ্রাদ্ধপ্রদীপে জাতূকর্ণঃ,—

"ঊর্দ্ধং ত্রিপক্ষাদ্যৎ শ্রাদ্ধং মৃতাহন্যেব তদ্ভবেৎ" ইত্যত্র পূর্ব্বমৃততিথিমাদায় ত্রিপক্ষগণনেতি। নির্ণয়া-

---

কৃতেঽপি পুনস্ত্রিপক্ষাদৌ তদাচরণমিতি বদন্তি। যাবন্ন স্যাৎ সপিণ্ডতেতি তথাচ ত্রিপক্ষাদেঃ পূর্ব্বং সপিণ্ডনাপকর্ষে ত্রিপক্ষাদৌ বৃষোৎসর্গো ন কর্ত্তব্য ইতি বোধ্যম্। কালোহন্তো বিষুবাদিঃ। চান্দ্র ইতি "একা তিথিঃ কাপি তদাদিভূতা" ইত্যাদিনা মলমাসতত্ত্বোক্তচান্দ্রবিশেষঃ। অত্র মৃততিথেঃ পরতিথিমাদায় মাসগণনা বোধ্যা। ঊর্দ্ধমিতি এতচ্চ শ্রাদ্ধং কাম্যম্। মৃতাহন্যেবেতি মৃতপক্ষে তু ন সম্ভবতীতি বোধ্যম্।

হয়, তাহ'লে আর ত্রিপক্ষাদিতে বৃষোৎসর্গ করা যাইতে পারিবে না। সেরূপ স্থলে সপিণ্ডীকরণের পর শাস্ত্রে যে যে সময় বৃষোৎসর্গের বিধান করা হইয়াছে, সেই সেই সময় ভিন্ন আর বৃষোৎসর্গ করিতে পারিবে না।" এই যে, অগ্নি-পুরাণের বচনে ত্রিপক্ষে বৃষোৎসর্গের কথা বলা হইয়াছে, এই ত্রিপক্ষ চান্দ্র অর্থাৎ মৃত তিথির পরতিথি ধরিয়া গণনা করিয়া পঁয়তাল্লিশ তিথির পূর্ত্তি যেদিন হইবে, সেই দিনেই ত্রিপক্ষ হইবে; কারণ, শ্রাদ্ধ বিষয়ে চান্দ্র মাসাদিরই আদর দৃষ্ট হয়। এ সম্বন্ধে শ্রাদ্ধবিবেকে জাতুকর্ণের একটি বচন উদ্ধৃত হইয়াছে যথা,—ত্রিপক্ষে যে শ্রাদ্ধাদি বিহিত হইয়াছে, তাহা ত্রিপক্ষের পরবর্ত্তী মৃততিথিতেই করিবে।" এই বচনে যে, ত্রিপক্ষের পর বলা হইয়াছে, তাহা দ্বারা প্রথম মৃততিথি ধরিয়াই এই ত্রিপক্ষের গণনা ঋষির অভিপ্রেত, নতুবা ত্রিপক্ষবিহিত শ্রাদ্ধাদি কার্য্য মৃততিথিতে করা যাইতে পারে না, ঐ কার্য্যগুলি যে ত্রিপক্ষীয় মৃততিথিতেই কর্ত্তব্য, এইটুকু বুঝাইবার জন্য ঋষি ত্রিপক্ষের পর এইরূপ বলিয়াছেন। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, ত্রিপক্ষে বৃষোৎ-সর্গের বিধানে প্রথম মৃততিথির (যেদিন মৃত্যু হইয়াছে, সেই দিনের) পর তিথি ধরিয়া গণনা করিয়া যে তিথিতে ত্রিপক্ষ পূর্ণ হইবে, সেই তিথিতে বৃষোৎসর্গের কথা বলা হইয়াছে; কিন্তু শ্রাদ্ধের সময় ত্রিপক্ষের পর মৃত-তিথিতেই শ্রাদ্ধ কর্ত্তব্য, এইরূপ বিধান করায়, প্রথমতিথি হইতেই গণনা করাই ঋষির অভিপ্রেত হইতেছে। নির্ণয়ামৃত নামক নিবন্ধেও এই কথা

মৃতেঽপি। "মাসিকানাং মৃততিথৌ বিধানাত্ত্রৈপাক্ষিকশ্রাদ্ধমপি মৃতাহে কর্ত্তব্যম্।" অত্র 'বৎসর' ইত্যুপাদানাৎ বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরীয়-"মৃতাহ" ইতি-পদং, পূর্ব্বসংবৎসরীয়মৃততিথিপরম্। তদ্‌যথা, বৃষোৎসর্গমধিকৃত্য বিষ্ণুঃ,—

'বিষুবদ্বিতয়ে চৈব মৃতাহে বান্ধবস্য চ।

মৃতাহো যস্য যস্মিন্ বা তস্মিন্নহনি কারয়েৎ॥"

যস্য বান্ধবস্য পিত্রাদের্যস্মিন্নহনি মৃতাহস্তস্মিন্নহনি মৃতাহে তত্তিথৌ কর্ত্তব্যমিত্যর্থঃ॥ ১১৪॥

পূর্ব্বমৃততিথিমাদায়েতি উদ্ধং ত্রিপক্ষাদিত্যুক্তেরিতি ধ্যেয়ম্। পূর্ব্বোক্ত ত্রিপক্ষাদিভিন্ন-কালে অপকৃষ্টসপিণ্ডীকরণে তদানীং বৃষোৎসর্গো ন কর্ত্তব্যঃ শাস্ত্রে তৎকালস্যাবিধানাৎ ইতি বোধ্যম্। মৃতাহো যস্য যস্মিন্ বেতি যথাসন্নিবেশেন বৈয়র্থ্যমিতি বোধ্যম্॥ ১১৪

বলা হইয়াছে, যথা—"মাসিক শ্রাদ্ধ সকলের অনুষ্ঠান মৃততিথিতেই বিহিত হওয়ায়, ত্রিপক্ষবিহিত শ্রাদ্ধাদিও মৃততিথিতেই করিতে হইবে, উল্লিখিত অগ্নিপুরাণের বচনে "বৎসর" এই কথাটির উল্লেখ থাকায় বক্ষ্যমাণ বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরীয়ের বচনে যে, "মৃতাহ" (মৃততিথি) কথাটি আছে, উহা যে পূর্ণ সংবৎসরীয় মৃততিথির বোধক, ইহাই বুঝিতে হইবে। বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরীয়ের সেই বচনটি যথা,—বৃষোৎসর্গের প্রকরণে বিষ্ণু বলিয়াছেন—"উভয় বিষুব-সংক্রান্তিতে অথবা বান্ধবের মৃততিথিতে বৃষোৎসর্গ কর্ত্তব্য। পিতা প্রভৃতি বান্ধবের মৃততিথি যে দিনে পড়িবে, সেই দিনবৃত্তি মৃত তিথিতেই বৃষোৎসর্গ করিবে।" টীকাকার রাধামোহন গোস্বামী রঘুনন্দন কৃত এই শ্লোকের ব্যাখ্যার উপরে এই প্রকার টীকা করিয়াছেন—"যে মাসের যে পক্ষের যে তিথিটি বান্ধবের প্রথম মৃততিথি হইবে, সেই মাসের সেই পক্ষের সেই মৃততিথিতে, অর্থাৎ প্রথম মৃততিথি ত্যাগ করিয়া তাহার পরতিথি হইতে বৎসর গণনা দ্বারা সংবৎসর পূর্ণ হইবার দিন যে মৃততিথি পড়িবে, সেইদিন, ঐ বান্ধবের উদ্দেশে বৃষোৎসর্গ করিবে।" অগ্নিপুরাণে "বৎসর" পদ থাকায় বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরীয়ের বচনস্থিত "মৃতাহ" পদটির এইরূপ ব্যাখ্যা করিতে হইল, কারণ তথাবিধ মৃততিথি ভিন্ন সাধারণ তিথিতে বৃষোৎসর্গের ব্যবস্থা দৃষ্ট হয় না॥ ১১৪

অতএব ছন্দোগপরিশিষ্টমপি,—

"অথ বৃষোৎসর্গবিধিং ব্যাখ্যাস্যামঃ। কার্ত্তিক্যাং পৌর্ণমাস্যাং, রেবত্যামাশ্বযুজ্যাং, দশাহে গতে, সংবৎসরে ব্যতীতে বেতি।" অত্র মৃততিথিমাদায় গণনা দশাহবদিত্যবিরোধঃ। ত্রৈপক্ষিকমপি মৃতাহে কার্য্যম্। ১১৫।

অথ বৃষোৎসর্গবিধিং ব্যাখ্যাস্যাম ইতি। মৃততিথিমিতি ন তু মৃততিথেঃ পরতিথিম্, অতীতে ইত্যুপাদানাৎ। দশাহবদিতি যথা মৃতদিনমাদায় দশাহগণনা ন তু তৎপরদিনমাদায় তথেত্যর্থঃ। ১১৫

এই হেতুই অর্থাৎ বৎসর পূর্ণ হইলে মৃততিথিতে বৃষোৎসর্গের কর্ত্তব্যতা হেতুই ছন্দোগপরিশিষ্টকারও ঐরূপ ব্যবস্থা দিয়াছেন, যথা—"এক্ষণে বৃষোৎসর্গের কথা বলিতেছি—কার্ত্তিকী পূর্ণিমার দিন, রেবতী-নক্ষত্রযুক্ত আশ্বিনমাসের পূর্ণিমার দিন, দশদিন গত হইলে অথবা সম্বৎসর অতীত হইলে, বৃষোৎসর্গ কর্ত্তব্য" এই বচনে যে সম্বৎসরের কথা বলা হইয়াছে, ঐ বৎসর গণনা—প্রথম মৃততিথি ধরিয়াই করিতে হইবে, যেমন দশাহের গণনা প্রথম মৃততিথি ধরিয়াই করা হইয়া থাকে, বচনস্থিত "দশাহ" কথার সাহচর্য্যে বৎসর-গণনাও ঐরূপেই করিতে হইবে; ঐ রূপেই বৎসর গণনা করিতে হইবে বলিয়া বচনে "অতীতে" (অর্থাৎ বৎসর পূর্ণ হইবার পর) এই কথা বলা হইয়াছে। ইহার তাৎপর্য্য—যদি মৃততিথি ছাড়িয়া না দিয়া সেই তিথি লইয়া বৎসর গণনা করা যায়, তাহা'লে সাম্বৎসরিক মৃততিথির পূর্ব্ব তিথিতেই বৎসর পূর্ণ হয়, এইজন্য বচনে বলিতেছেন "বৎসর অতীত হইবার পর বৃষোৎসর্গ করিবে" অর্থাৎ মৃততিথি হইতে বৎসর গণনা করিলে, সাম্বৎসরিক মৃততিথির পূর্ব্বতিথিতেই বৎসর পূর্ণ হইয়া যায়, বৎসর পূর্ণ হইবার পরদিন সাম্বৎসরিক মৃততিথিরই প্রাপ্তি ঘটে, সুতরাং "বৎসর অতীত হইবার পর" এই বচনে বৃষোৎসর্গের বিধান করিলেও পূর্ব্বোক্ত বাৎসরিক মৃততিথিতে বৃষোৎসর্গ-বিধায়ক অগ্নিপুরাণাদির বচনের সহিত কোন বিরোধ ঘটিল না। ত্রৈপক্ষিক শ্রাদ্ধাদির যে বিধি করা হইয়াছে, উহাও এইরূপ প্রথম মৃততিথি ছাড়িয়া পক্ষ গণনাপূর্ব্বক ত্রৈপক্ষিক মৃততিথিতেই কর্ত্তব্য। ১১৫

"শয্যাদানং, বৃষোৎসর্গশ্চ শক্তেনাশৌচান্তে মলমাসেঽপ্যবশ্যং কর্ত্তব্যং, মৎস্যপুরাণে একাদশাহশ্রাদ্ধতুল্যাভিধানা-দি"ত্যপি হারলতা। পরিশেষখণ্ডে হেমাদ্রিরপি,—"বৃষোৎসর্গস্য একাদশাহিকস্য মলমাসে ন নিষেধঃ, ষোড়শশ্রাদ্ধবত্তস্যাপি প্রেতোপকারকত্বা"দিত্যাহ। এতদ্ব্যক্তং ভবিষ্যে,—

শক্তেনেতি এতেন শক্তস্য নৈতদ্দ্বয়ং নিত্যমিতি বোধ্যম্। তুল্যত্বাভিধানাদিতি তথাচ শয্যাদানবৃষোৎসর্গৌ নিত্যাবিতি। নব্যাস্তু প্রেতোপকারকত্বেন তুল্যত্বমিতি বদন্তি; তুল্যত্বাভিধানঞ্চ অশৌচান্তাদ্দ্বিতীয়েঽহ্নি ইত্যাদিনা একাদশাহে বিধানাৎ। অত্র কৌমুদীকৃতঃ—একদশাহশ্রাদ্ধস্যাশক্তং প্রত্যপি নিত্যত্বনিশ্চয়াৎ তত্তুল্যতাভিধানস্যাশক্তং প্রত্যতঃ নিত্যতারূপফলস্যোক্তিত এব ব্যাঘাতাৎ। বস্তুতস্তু একাদশাহশ্রাদ্ধতুল্যতাভিধানস্য ফলমেবালীকম্; তথাহি কিমিদমেকাদশাহশ্রাদ্ধতুল্যত্বমভিধানফলম্ অনন্তকালীনত্বং বা অভিন্নফলকত্বং বা শক্তস্যাবশ্যানুষ্ঠেয়ত্বং বা অভিন্নকর্ত্তৃকত্বং বা? নাদ্যঃ, ত্রিপক্ষে বা ইত্যাদিনা কালান্তরস্যাপি প্রতিপাদনাৎ; ন দ্বিতীয়ঃ, একাদশাহাদৌ বৃষোৎসর্গস্য প্রেতলোকপরিহারস্বর্গলোকগমনফলকত্বেন নীলবৃষগোচরতয়া মোক্ষফলকত্বেন চ একাদশাহশ্রাদ্ধস্য তু প্রেতত্বপরিহারমাত্রফলকত্বেন চ পৃথক্ পৃথক্ ফলকত্বাৎ; ন তৃতীয়ঃ, একস্যৈব শক্তং প্রতি নিত্যত্বমশক্তং প্রত্যনিত্যত্বমিত্যদৃষ্টাশ্রুতকল্পনায়া হাস্যাস্পদত্বাৎ; অন্যথা একাদশাহশ্রাদ্ধস্যাপি তুল্যন্যায়াৎ অশক্তপ্রত্যনিত্যতা স্যাৎ। ন চতুর্থঃ, এবঞ্চ কাম্যত্বে নির্ণীতে সতি কামনাবতঃ সর্ব্বস্যৈবাধিকারাৎ। ততশ্চ 'মহার্হাণি চ রত্নানি গাশ্চ বাহনমেব চ। যানানি দাসীর্দাসাংশ্চ রাজ্যস্যোর্দ্ধদেহিকে।" ইত্যাদিরামায়ণোক্তবৎ নিত্যকাম্যসামান্যমেকাদশাহে অনুষ্ঠেয়ম্। মৎস্যপুরাণে শয্যাদানাদিকমুক্তং তৎপ্রকরণে চ একাদশাহশ্রাদ্ধং নোক্তম্, অতঃ কথং বা তত্তুল্যাভিধানমিত্যলং

হারলতাতে এরূপ কথাও বলা হইয়াছে যে, "শয্যাদান এবং বৃষোৎসর্গের কথা যাহা বলা হইয়াছে, সমর্থ ব্যক্তির পক্ষে উহা অশৌচান্ত দ্বিতীয়দিবসে নিত্য কর্ত্তব্য; সুতরাং অশৌচান্ত দ্বিতীয় দিবস মলমাসের মধ্যে পড়িলেও, সমর্থ ব্যক্তির ঐ দুইটি কার্য্য সেই মলমাসের মধ্যেই অবশ্য কর্ত্তব্য। কারণ, মৎস্যপুরাণে একাদশাহে যেমন শ্রাদ্ধ করিবার কথা বলা হইয়াছে, সেইরূপ শয্যাদান এবং বৃষোৎসর্গের কথাও বলা হইয়াছে, অতএব মলমাসে একাদশাহ পড়িলে যেমন শ্রাদ্ধের ব্যাঘাত হয় না, সেইরূপ মলমাস পতিত একাদশাহে শয্যাদানাদিরও হইবে না। চতুর্ব্বর্গচিন্তামণি গ্রন্থের পরিশেষখণ্ডে হেমাদ্রিও এইরূপ বলিয়াছেন —"একাদশাহে বিহিত বৃষোৎসর্গের মলমাসেও বাধা হইবে না, কারণ আত্যন্তি-

"নৈঋতানাং হিতার্থায় জগৎকর্ত্তা নৃণাং প্রভুঃ।
নির্ম্মমে মলিনং মাসং প্রেতানাঞ্চ হিতায় তু।
অতঃ প্রেতক্রিয়াঃ সর্ব্বাঃ কার্য্যা মলিম্লুচেঽপি চ॥"
সময়প্রকাশে জ্যোতিষম্,—
"বৎসরান্তর্গতঃ পাপো যজ্ঞানাং ফলনাশকৃৎ।
নৈঋতৈর্যাতুধনাদ্যৈঃ সমাক্রান্তোঽধিমাসকঃ॥"
"মলমাসে বৃষোৎসর্গনিষেধস্তু কাম্য এব, ন তু একাদশাহক্রিয়মাণ" ইতি পাশ্চাত্যনির্ণয়ামৃতেঽপি॥ ১১৬॥
অত্র কেচিৎ "কাম্যত্বাম্মলমাসে ন কর্ত্তব্যমেব শয্যাদানাদি।

বহনেত্যাহঃ। হেমাদ্রিরপীতি ইত্যাহ ইতি পরেণান্বিতম্। পাপ ইতি পাপজনকত্বাৎ পাপ ইত্যর্থঃ। কাম্য ইতি অশৌচান্তীয়বৃষোৎসর্গস্তু নিত্যঃ। মধ্যমতে কাম্যে প্রাপ্ত-পিতৃলোকোদ্দেশ্যকে ন তু প্রেতোদ্দেশ্যকে ইত্যর্থঃ॥ ১১৬
অত্র কেচিদিত্যাদিগ্রন্থঃ পাশ্চাত্যনির্ণয়ামৃতীয়ঃ। নিরবকাশত্ব্ম্ অসম্ভবতুল্যকালান্তরম্।

ষোড়শ শ্রাদ্ধ যেমন প্রেতের উপকারক, বৃষোৎসর্গ কার্য্যটিও সেইরূপ প্রেতের উপকারক।" এই কথা ভবিষ পুরাণে আরও স্পষ্ট করিয়া বলা হইয়াছে, যথা—"জগতের কর্ত্তা এবং মনুষ্যদিগের প্রভু ভগবান্ ব্রহ্মা নৈঋতদিগের এবং প্রেতদিগের হিতের নিমিত্তই মলমাসের সৃষ্টি করিয়াছেন, অতএব সমুদয় প্রেতক্রিয়া মলমাসেও করা যাইতে পারে।" সময়প্রকাশ নামক গ্রন্থে মলমাসে কৃতকর্ম্মের ফল যে প্রেতাদিই ভোগ করে, ইহার অনুকূল জ্যোতিষের একটি বচন উদ্ধৃত হইয়াছে, যথা—"বৎসরের অন্তর্গত যজ্ঞফলনাশক, অতএব পাপের হেতুভূত মলমাসটি নৈঋতগণ ও যাতুধানসমূহ দ্বারা অধিকৃত অর্থাৎ ঐ মাসে কৃতকার্য্যের ফল তাহারাই ভোগ করে।" তবে যে মলমাসে বৃষোৎসর্গের নিষেধ দৃষ্ট হয়, ঐ নিষেধ কাম্যবৃষোৎসর্গ সম্বন্ধেই বুঝিতে হইবে, একাদশাহে ক্রিয়মাণ নিত্য বৃষোৎসর্গের পক্ষে নহে। একথা পাশ্চাত্যনির্ণয়ামৃত নামক গ্রন্থেও বলা হইয়াছে॥ ১১৬।

এ বিষয় কোন কোন পণ্ডিতেরা এইরূপ বলিয়াছিলেন—"শয্যাদানাদি যখন কাম্য কর্ম্ম, তখন কখনই উহা মলমাসে করা উচিত নহে। যদি বল, উহা

ন 'চাশৌচান্তদ্বিতীয়দিনস্যান্যত্রাপ্রাপ্তেরিদমপি নিরবকাশ' মিতি বাচ্যং ক্ষতাদিনা অনধিকার ইব অকরণে যত্নক্ষতেরভাবাৎ।

"দেবব্রতবৃষোৎসর্গচূড়াকরণমেখলাঃ ।

মাঙ্গল্যমভিষেকঞ্চ মলমাসে বিবর্জ্জয়েৎ ।" ইত্যনেন শূন্যগ্রাহিকতয়া বৃষোৎসর্গস্য নিষেধাচ্চ" ইত্যাহুস্তচ্চিন্ত্যম্, ক্ষতাদিনা অনধিকারে প্রতিপ্রসবাভাবাদস্ত ভবতু বৃষোৎসর্গাদি, অত্র তু "অধিমাসকে বিবাহং যাত্রাং চূড়াং তথোপ-

---

যত্নক্ষতেরিতি যত্নগত্যা ক্ষতির্নাস্তীতি ভাবঃ। যত্নক্ষতেঃ প্রত্যবায়স্যেতি কেচিৎ। দেবব্রতেতি প্রাচ্য মতে পাঠঃ ; বেদাধ্যয়নঞ্চ ব্রতঞ্চ বৃষোৎসর্গাদি চ নিষিদ্ধম্। স্মার্ত্তমতে তু দেবব্রতেতি পাঠঃ ; এতদস্য সারেণ ব্যাখ্যাস্যতে। অত্র তু, মলমাসে তু অস্য কর্ত্তব্যত্ব-

---

কাম্য হইলেও যখন অশৌচান্ত দ্বিতীয়দিনে বিহিত হইয়াছে এবং সেই অশৌচান্ত দ্বিতীয় দিন কিছু, যখন-তখন পাওয়া যায় না, কেবল একবারমাত্রই ইহার লাভ হইয়া থাকে ; কাজেই অশৌচান্তদ্বিতীয়দিনবিহিত কর্ম্ম সেই দিনই কর্ত্তব্য। সেই দিন ভিন্ন অন্যদিনে তদ্দিনবিহিত কর্ম্ম সকলের অনুষ্ঠানের অপ্রাপ্তিনিবন্ধন ঐ কর্ম্মগুলিকে নিরবকাশ কর্ম্ম বলিতে হইবে। অতএব অশৌচান্ত দিন ভিন্ন অপর সময় ঐ সকল কর্ম্ম করিবার অবসরাভাবহেতু মলমাসেও অশৌচান্ত দ্বিতীয় দিন পড়িলে, তাহাতেই ঐগুলি অবশ্য কর্ত্তব্য, একথাও বলিতে পার না, অর্থাৎ ঐ সকল কর্ম্ম নিরবকাশ বলিয়াই যে, মলমাসে কর্ত্তব্য, এমন কথাও বলিতে পার না। দেখ, ক্ষতাদি নিবন্ধন অশৌচান্ত দ্বিতীয়দিনকর্ত্তব্য কর্ম্মে অনধিকারহেতু যেমন ঐ সকল কর্ম্ম না করিলেও কোন প্রত্যবায় হয় না, মলমাসস্থলেও সেইরূপ মলমাসজন্য অনধিকারহেতু ঐ সকল কর্ম্ম না করিলে দোষ হইবে কেন? অর্থাৎ অশৌচান্ত দ্বিতীয়দিনে যদি কাহারও কোন প্রকার ক্ষতাশৌচ হয়, তবে সেই ক্ষতাশৌচজন্য অনধিকারহেতু সে ব্যক্তি ঐ দিনে ত আর বৃষোৎসর্গ করিতে পারিবে না, এবং না করিলেও কোন প্রত্যবায়ভাগীও হইবে না ; সেইরূপ মলমাসনিমিত্তক অনধিকারহেতু যদি কেহ বৃষোৎসর্গাদি মলমাসে পতিত অশৌচান্ত দ্বিতীয়দিনে না করিতে পারে, তবে তাহার দোষ হইবে কেন? কেবল উপরিউক্ত যুক্তিপ্রভাবে মলমাসে বৃষোৎসর্গাদি কার্য্যের নিষেধ করা হইতেছে না, এ বিষয়ে শাস্ত্রপ্রমাণও দেওয়া—

নববাৰ্ষিকং কুৰ্য্যান্ন সাবকাশং মাঙ্গল্যং, ন তু বিশেষেজ্যামি”তি ভীমপরাক্রমবচনেঽপি সাবকাশস্তে নিষেধাৎ, পর্য্যুদাসাস্বা

মাসাতীতি পরেণান্বয়ঃ। সাবকাশং সম্ভবতুল্যকালান্তরম্, বৃষোৎসর্গস্ত মুখ্যকালো-ঽশৌচান্তাদ্দ্বিতীয়দিনং, ত্রিপক্ষাদিস্ত গৌণকালঃ। মাঙ্গল্যং কাম্যম্। বিশেষেজ্যাং

“দেবব্রত (দেবতাবিশেষের প্রীত্যর্থ) ব্রত, বৃষোৎসর্গ, চূড়াকরণ, মেখলা (উপ-নয়ন ও সমাবর্ত্তন), মাঙ্গল্য কর্ম্ম এবং রাজ্যাভিষেক, এই সকল কর্ম্ম মলমাসে ত্যাগ করিবে।” এই বচনদ্বারা মলমাসে “বৃষোৎসর্গের ত সাক্ষাৎ নিষেধ করাই হইয়াছে, এবং উহার সহিত এক সঙ্গে বিহিত শয্যাদানাদি কর্ম্মে ও শৃঙ্গগ্রাহিকতারূপ যুক্তি অনুসারে মলমাসে আপনা হইতেই নিষেধ আসিতেছে। ইহার তাৎপর্য্য এই—যেমন গোরু প্রভৃতি শৃঙ্গী জন্তুর কোন-মতে শিংটা ধরিয়া রাখিতে পারিলেই অপর অঙ্গ সকল আপনা-আপনি আয়ত্ত হয়, যেমন কাণ টানিলে মাথা আইসে, সেইরূপ এস্থলে বৃষোৎসর্গ ও শয্যা-দানাদি কর্ম্ম এক বচনেই বিহিত হইয়াছে, উহাদের মধ্যে প্রধান কর্ম্ম বৃষোৎসর্গের মলমাসে নিষেধ করায়, শয্যাদানাদিরও আপনা হইতেই নিষেধ হইয়া পড়িতেছে।” কোন কোন পণ্ডিত যে, এই কথা বলিয়াছিলেন, “তচ্চিন্ত্যং” (১) এই মত চিন্তনীয়, অর্থাৎ স্বীকার্য্য নহে। এই বলিয়া দোষারোপ করিতেছেন,—তুমি ক্ষতাশৌচের দৃষ্টান্ত দেখাইলে, তাহা এস্থলে খাটে না। দেখ, ক্ষতাদি জন্য অশৌচ কর্ম্মমাত্রেরই প্রতিবন্ধকরূপেই উক্ত হইয়াছে, অর্থাৎ উহাতে কর্ম্মের নিষেধ করাই হইয়াছে, কিন্তু ‘অমুক অমুক কর্ম্ম ক্ষতাদি জন্য অশৌচে করিতে পারিবে’ বলিয়া ত আর ঐ নিষেধের কোনরূপ প্রতিপ্রসব করা হয় নাই, কাজেই ক্ষতাদি জন্য অশৌচে অন্যান্য নিরবকাশ নিত্যকর্ম্মের মত, বৃষোৎসর্গাদির অনুষ্ঠানেরও বাধ হৌক্ না কেন, কিন্তু এই মলমাসে পতিত অশৌচান্ত দ্বিতীয় দিনে কর্ত্তব্য “বৃষোৎসর্গাদি সম্বন্ধে সে কথা খাটে না, কেননা “মলমাসে বিবাহ, যাত্রা, চূড়া এবং উপনয়নাদি

---

(১) এস্থলে পণ্ডিতপ্রবর এবং এক্ষণে কলিকাতায় প্রধান স্মার্ত্তরূপে অভিজ্ঞ শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ স্মৃতিভূষণ মহাশয় কর্ত্তৃক প্রকাশিত শুদ্ধিতত্ত্বের পুস্তকে কাশীরামের টীকা যে ভাবে উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহার একটু আলোচনা না করিয়া, আমরা থাকিতে পারিলাম না। কিন্তু ঐ আলোচনার পূর্ব্বে একটী কথা বলা উচিত যে, “কেচিত্তু”

নিরবকাশকর্ত্তব্যত্বমায়াতি। অত্রাপি অশৌচান্তদ্বিতীয়দিনস্থান্যত্র অনুপলভ্যমানত্বেন নিরবকাশত্বমিতি ॥ ১১৭ ॥

তত্তন্মাসবিশেষপুরস্কারেণ বিহিতং যজ্ঞম্। পর্য্যুদাস ইতি সাবকাশেতরং কাম্যং কুর্য্যাদিত্যর্থঃ। নিরবকাশত্বম্ অসম্ভবতুল্যকালান্তরত্বম্ ॥ ১১৭

সাবকাশ (মলমাস ভিন্ন অপর সময়ে যাহা করা যাইতে পারে) মাঙ্গল্য কর্ম্ম এবং বিশেষযজ্ঞ (মাসবিশেষে কর্ত্তব্য বলিয়া বিহিত যজ্ঞবিশেষ), ইহাদের অনুষ্ঠান করিবে না।" এই ভীমপরাক্রমের বচনেও "ন কুর্য্যাৎ" করিবে না) ইহা দ্বারা সাবকাশ কর্ম্মমাত্রের মলমাসে নিষেধ করাতেই হৌক্ অর্থাৎ সাবকাশ কর্ম্ম মাত্রের মলমাসে অনুষ্ঠান করিবে না এইরূপে সাবকাশের মাত্র নিষেধ করাতেই হৌক্ অথবা সাবকাশ কর্ম্মের পর্য্যুদাস করাতেই হৌক, অর্থাৎ সাবকাশ কর্ম্ম করিবে না, কিন্তু নিরবকাশ কর্ম্ম করিবে, এইরূপ পর্য্যুদাস করাতেই হৌক, নিরবকাশ কর্ম্ম যে, মলমাসেও কর্ত্তব্য, ইহা স্পষ্টই বুঝাইতেছে। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, উপরি উক্ত ভীমপরাক্রমের বচনে যে "ন কুর্য্যাৎ" (করিবে না), এই নিষেধসূচক যে নঞ্ আছে, ইহাকে যদি তুমি নিষেধ অর্থাৎ প্রসজ্যপ্রতিষেধ বল তাহ'লে উহা দ্বারা সাবকাশ কর্ম্মমাত্রই করিবে না, এইমাত্র বুঝাইতেছে, তাহাতে নিরবকাশ কর্ম্মের

হইতে আরম্ভ করিয়া "ইত্যাহুঃ" পর্য্যন্ত "কেচিত্তু"র কথা হইলেও স্মৃতিভূষণ মহাশয়, "বস্তুক্ষতেরভাবাৎ" এই স্থলে মূলের একটা প্যারার শেষ করিয়া পাঠকের মনে একটা ভ্রম জন্মাইয়াছেন, কারণ এরূপ প্যারা শেষ দেখিয়া অনেকে মনে করিতে পারেন যে, এইখানেই বুঝি "কেচিত্তু"র কথা শেষ হইয়াছে; তবে তিনি নাকি অনেক স্থলেই অযোগ্যরূপে প্যারা ভাগ করিয়াছেন, দেখিয়া এস্থলেও বুদ্ধিমান্ পাঠকের মনে সেরূপ ভ্রম না জন্মাইতেও পারে। ফল পাঠকগণের ভ্রমে বিশেষ ক্ষতিবৃদ্ধি নাই, তবে সুপ্রসিদ্ধ টীকাকার কাশীরামও যে এস্থলে ভ্রমে পড়িয়াছেন, ইহাই অত্যাশ্চর্য্যের বিষয়, তিনি বলিতেছেন "অত্র কেচিত্তু ইত্যাদিগ্রন্থঃ পাশ্চাত্যনির্ণয়ামৃতীয়ঃ" এই কথাটি স্মার্ত্তের টীকাকারের পক্ষে বড়ই অসঙ্গত বলিয়াই প্রতীত হইতেছে দেখ, স্মার্ত্ত—"মলমাসে বৃষোৎসর্গনিষেধস্তু কাম্য এবং ন তু একাদশাহক্রিয়মাণ ইতি পাশ্চাত্যানি র্ণয়ামৃতেঽপি" এইরূপে পাশ্চাত্যনির্ণয়ামৃতের মত শেষ করিয়া, "কেচিত্তু—ইত্যাহুঃ" এইরূপ লিখিয়াছেন, এবং ইহার পরেই বলিতেছেন "তচ্চিন্ত্যম্" স্মার্ত্তের এইরূপ যথাক্রমে লেখা দেখিয়া স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে, একাদশাহে ক্রিয়মাণ বৃষোৎসর্গ মলমাসেও করিতে পারিবে, পাশ্চাত্য-নির্ণয়ামৃত হইতে এইটুকু স্বমতের পোষক যুক্তি দেখাইয়া, 'কেচিৎ" ইত্যাদি অংশ দ্বারা বিরুদ্ধ মতের অবতারণাপূর্ব্বক "তচ্চিন্ত্যম্" বলিয়া তাহার খণ্ডন করিয়াছেন।

"সদ্যঃশৌচেঽপি তদ্দিনে শয্যাদানাদিক"মিতি ভ্রমো দূরী-কার্য্যঃ, অশৌচান্তদ্বিতীয়দিনবত্বেনৈব তস্য বিধানাৎ। বস্তুতো বিষ্ণুক্তযাবদশৌচপিণ্ডদানানুরোধেন,

স্নানাপনেয়াশৌচমেব সদ্যঃশৌচম্। এবং সদ্যঃশৌচে শয্যাদানাদিকং তদ্দিনে কর্ত্তব্যমিতি বাচস্পতিমিশ্রমতং, তদ্ দূরয়তি সদ্যঃশৌচেঽপীত্যাদিনা। তস্য শয্যাদানাদেঃ।

অনুষ্ঠান মলমাসে না হইবে কেন? আর যদি ঐ নঞ্‌কে পর্য্যুদাস বল, তাহলেও উহা দ্বারা সাবকাশ ভিন্ন কর্ম্মের অর্থাৎ নিরবকাশ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবে, এইরূপ অর্থই বুঝাইতেছে, উভয়থাই নিরবকাশ কর্ম্মের মলমাসে অনুষ্ঠানের পক্ষে ঐ বচনটি সম্পূর্ণ সাধকই হইয়াছে, বলিতে হইবে। এক্ষণে দেখ, বৃষোৎসর্গাদি কার্য্য যখন প্রেতত্বপরিহারক, তখন আদ্যাদি ষোড়শ শ্রাদ্ধের ন্যায় উহা নিত্য, অর্থাৎ অবশ্যকর্ত্তব্য, এবং অশৌচান্ত দ্বিতীয়দিনই উহার মুখ্যকাল, কেননা অশৌচান্ত দ্বিতীয়দিনে উহার অনুষ্ঠানে যেরূপ ফলের কথা বলা হইয়াছে, অপর সময়ে উহার অনুষ্ঠানে সেরূপ ফললাভ না হওয়ায়, অশৌচান্ত দ্বিতীয়দিন ভিন্ন স্থলে তথাবিধ ফললাভের উদ্দেশে বৃষোৎসর্গানুষ্ঠানের আবশ্যক নাই, সুতরাং অন্য সময়ে উহা নিরবকাশও হইয়াছে, অতএব অন্নপ্রাশনাদি নিরবকাশ কর্ম্মসকল যেমন মলমাসে করা হয়, সেইরূপ অশৌচান্ত দ্বিতীয়দিনকর্ত্তব্য বৃষোৎসর্গও মলমাসে করা যাইতে পারে॥ ১১৭

কেহ কেহ যে সদ্যঃশৌচ স্থলে সেই দিনই শয্যাদানাদি করিতে হইবে, বলিয়া ব্যবস্থা দিয়াছিলেন, তাঁহাদের সে ভ্রম দূর করা কর্ত্তব্য। কারণ, অশৌচান্ত দ্বিতীয়দিনেই শয্যাদানাদির বিধান করা হইয়াছে, অর্থাৎ যেদিন অশৌচের অন্ত হইবে, তৎপর দিনই দানাদির বিধান করায়, যে দিন অশৌচের অন্ত হইতেছে, সেইদিনই শয্যাদানাদি কিরূপে সঙ্গত হইতে পারে? বাস্তবিক বিচার করিয়া বলিতে হইলে, সদ্যঃশৌচ বলিতে যে, দাহানন্তর স্নান করিলেই অশৌচ অপগত হইবে, সকল স্থলে এরূপ বলা যায় না। দেখ, বিষ্ণু বলিয়াছেন, "যাবৎ অশৌচ পিণ্ডদান করিবে", সদ্যঃশৌচযুক্ত ব্যক্তি যেখানে পিণ্ডদানের অধিকারী, সেস্থলে তাহাকে সেই দিনই পিণ্ডদান করিতে হইবে," এই পিণ্ডদানরূপ প্রয়োজনের অনুরোধে সদ্যঃশব্দের অর্থ, তুমি যে, দাহানন্তর স্নানের

"অর্থাৎ প্রকরণাল্লিঙ্গাদৌচিত্যাদ্দেশকালতঃ ।
শব্দার্থাস্তু বিভিদ্যন্তে ন রূপাদেব কেবলাৎ ॥"

ইতি ন্যায়াৎ তত্র "সদ্যঃ"পদমহোরাত্রার্দ্ধপরং, "সদ্যঃপরুৎ-পরারীত্যাদি" সূত্রে সমানে অহনি সদ্যঃ ইতি ব্যুৎপত্তেঃ ।

অর্থাদিতি "অর্থাৎ প্রকরণাল্লিঙ্গাৎ ঔচিত্যাৎ দেশকালতঃ। শব্দার্থাস্তু বিভিদ্যন্তে ন রূপাদেব কেবলাৎ ॥" অর্থাৎ অর্থাপত্তিত ইত্যর্থঃ। তথাহত্র সদ্যঃপদস্যাহোরাত্রার্দ্ধ-বাচিত্বমন্তরেণ মুখ্যকালে পিণ্ডদানমনুপপন্নমিত্যাকারিকা অর্থাপত্তিঃ প্রকৃতে বোধ্যা। প্রকরণাদিতি যথা ভোজনাদিপ্রকরণে সৈন্ধবমানয়েত্যুক্তৌ সৈন্ধবাদিপদেন লবণাদিক-মুপস্থাপ্যতে। লিঙ্গাদিতি যথা পায়সো দেয় ইত্যাদৌ পুংলিঙ্গপায়সপদাদিনা পরমান্না-দিকমুপস্থাপ্যতে ন তু ক্ষীরবিকারাদিঃ। পরমান্নস্ত পায়স ইত্যমরঃ। ঔচিত্যাদিতি যথা ব্রাহ্মণং সুরাগারং প্রবেশয়েত্যাদৌ সুরাগারাদিপদেন দেবাগারাদিকং বোধ্যতে ন তু মদ্যাগারাদিকম্। দেশেতি যথা গঙ্গায়াং ঘোষ ইত্যাদৌ গঙ্গাদিদেশসমভিব্যাহারাৎ ঘোষাদিপদেন আভীরপল্ল্যাদিকং বোধ্যতে ন তু শব্দাদিকম্। কালত ইতি যথা বর্ষাসু হরী রৌতীত্যাদৌ বর্ষাদিকালসমভিব্যাহারাৎ হর্য্যাদিপদেন ভেকাদিকং বোধ্যতে ন তু খিঞ্চ বাদিকমিতি। বিভিদ্যন্তে বিলক্ষণা ভবন্তি। ন রূপাদিতি কেবলাৎ শব্দান্নেত্যর্থঃ। তত্র ইতি যত্র পিণ্ডাদিকমাস্ত তত্রেত্যর্থঃ। সমানে নিমিত্তোৎপত্তিসমানে। সমানং

পূর্ব্ব পর্য্যন্ত কালটুকুমাত্র করিতেছ, তাহা না হইয়া, অহোরাত্রির অর্দ্ধকাল, এইরূপই হইবে। কারণ, তুমি যেটুকু কালকে সদ্যঃশব্দের প্রতিপাদ্য বলিয়া ধরিতেছ, তন্মধ্যে পিণ্ডদান অসম্ভব, হওয়ায় মুখ্যকালে পিণ্ডদানের বাধ হইয়া পড়ে। প্রয়োজনের অনুরোধে শব্দবিশেষের যে, প্রসিদ্ধ অর্থ ছাড়া অন্যবিধ অর্থও করা যাইতে পারে, তাহা নিম্নলিখিত ন্যায় বা যুক্তিমূলক বাক্যে স্পষ্টই প্রকাশ করা হইয়াছে, যথা—"শব্দের অর্থ যে কেবল শব্দের রূপ, অর্থাৎ ব্যুৎপত্তিলভ্য আকার হইতেই সর্ব্বদা স্থির করিতে হইবে, এমন কথা নহে, কেননা অর্থ (প্রয়োজন), প্রকরণ (প্রসঙ্গ বা অবসর), লিঙ্গ (শব্দের প্রসিদ্ধ চিহ্নবিশেষ), ঔচিত্য (যোগ্যতা), দেশ এবং কাল, ইহাদের বৈশিষ্ট্যে এক শব্দের বিভিন্নরূপ অর্থ হইয়া থাকে।" যদি তাহাই হয়, তবে সদ্যঃ শৌচে পিণ্ডদানস্থলে, পিণ্ডদানের অনুরোধে সদ্যঃশব্দের অহোরাত্রির অর্দ্ধ, এইরূপ অর্থ অবশ্যই করিতে হইবে, কেবল উক্ত ন্যায়ানুরোধেই যে, সদ্যঃ-শব্দের ঐরূপ অর্থ করা হইতেছে, তাহা নহে, "সদ্যঃ পরুৎ পরারি" এই সূত্রে

"দ্বে সন্ধ্যে সদ্য ইত্যাহুস্ত্রিসন্ধ্যৈকাহিকঃ স্মৃতঃ।
দ্বাবহ্নাবেকরাত্রিশ্চ পক্ষিণীত্যভিধীয়তে॥" ইতি ভট্ট-নারায়ণধৃতবচনাৎ,—

"দ্বে সন্ধ্যে সদ্য ইত্যাহুস্ত্রিসন্ধ্যৈকাহ উচ্যতে।
দিনদ্বয়ৈকরাত্রিস্তু পক্ষিণীত্যভিধীয়তে॥"

ইতি নব্যবর্দ্ধমানধৃতবচনাচ্চ, "সদ্য একাহেনাশৌচ"মিতি মদনপারিজাতে, "সদ্যঃ একাহেন" ইতি স্মৃতিসাগরে, "একমহঃ সদ্য" ইতি শুদ্ধিপঞ্জ্যাং দর্শনাচ্চেতি। দ্বচ্চার্দ্ধং দিনমাত্রং,

সমানৈকেহ্যেষু ইত্যমরঃ। দ্বে সন্ধ্যে ইতি সন্ধ্যাদ্বয়াবচ্ছিন্নঃ কালঃ সদ্যঃ, সন্ধ্যাদ্বয়ঞ্চ প্রাতঃ-সন্ধ্যা সায়ংসন্ধ্যা চ, এবং সন্ধ্যাত্রয়াবচ্ছিন্নঃ কাল ঐকাহিকঃ, সন্ধ্যাত্রয়ঞ্চ প্রাতঃসন্ধ্যাদ্বয়ং সায়ংসন্ধ্যা চ। পক্ষভূতৌ দিবসৌ পার্শ্বয়োর্যস্য ইতি পক্ষিণী রাত্রিরিতি সরলা। "রাত্রাবেব সমুৎপন্নে মৃতে রজসি সূতকে। পূর্ব্বমেব দিনং গ্রাহ্যং যাবন্নৈবোদিতো রবিরি"তি। মৃতে মরণে। সদ্য একাহেন ইতি অহোরাত্রার্দ্ধেনেত্যর্থঃ। এতচ্চ একাহশ্চ। সৌরেতি দিনমরণে সৌরং তেজঃ রাত্রৌ মরণে চ শাক্রং তেজো গ্রাহ্যম্। তাবৎকালেতি মনুঃ

"সমানে অহনি" সমান (এক) এবং অহ (দিন) এই দুইটি শব্দের যোগে 'সদ্যঃ' এই পদটীকে নিপাতনে সিদ্ধ করা হইয়াছে। সদ্যঃশব্দের অহোরাত্রির অর্দ্ধরূপ অর্থ করিবার পক্ষে আরও কতকগুলি প্রমাণ দেখ,—"দুইটি সন্ধ্যা প্রাতঃ এবং সায়ং' দ্বারা অবচ্ছিন্ন কালকে 'সদ্যঃ' বলে, তিনটি সন্ধ্যা (দুই দিনের প্রাতঃসন্ধ্যা ও তন্মধ্যবর্ত্তী সায়ংসন্ধ্যা) দ্বারা অবচ্ছিন্ন কালের নাম "একাহিক" এবং দুইটি দিবাভাগ ও তন্মধ্যবর্ত্তী রাত্রি মিলিত হইয়া পক্ষিণী হয়।" ভট্টনারায়ণ কর্ত্তৃক উদ্ধৃত এই একটি বচন, এবং "দুইসন্ধ্যাবচ্ছিন্ন কাল সদ্যঃ, ত্রিসন্ধ্যাবচ্ছিন্ন কাল একাহ এবং মধ্যবর্ত্তী রাত্রির সহিত মিলিত দিনদ্বয় পক্ষিণী।" নব্য বর্দ্ধমান কর্ত্তৃক উদ্ধৃত ঐরূপ আর একটি বচন, তথা "সদ্যঃ একাহাশৌচ" এই মদনপারিজাতের বাক্য, "সদ্যঃএকাহ" এই স্মৃতিসাগরের উক্তি, এবং "এক অহের নাম সদ্যঃ" এই শুদ্ধিপঞ্জীর উক্তি, এই সকল দেখিয়া শুনিয়া পিতামাদিতে অধিকারীর পক্ষে 'সদ্যঃ' শব্দের অর্থ অহোরাত্রি স্বরূপ দিবসের অর্দ্ধ কাল এইরূপ করা হইল। এই যে 'সদ্যঃ' শব্দের অহোরাত্রিস্বরূপ দিবসের অর্দ্ধকাল অর্থ করা হইল, ইহাদ্বারা অহোরাত্রের কোন একটা নির্দ্ধারিত

রাত্রিমাত্রঞ্চ। এতদেব ক্বচিৎ সজ্যোতিঃপদেন ব্যপদিশ্যতে, যথা "রাজনি প্রেতে সজ্যোতি"রিত্যাদৌ, জ্যোতিষা সহ বর্ত্ততে যদশৌচং, তত্তথা। জ্যোতিরপি সৌরনাক্ষত্রভেদাৎ দ্বিবিধম্। তেন যাবদেকতরস্য তেজসো নিবৃত্তিস্তাবৎকালব্যাপকমিতি। অতএব দিবামৃতে দিনমাত্রং, রাত্রৌ মৃতে রাত্রিমাত্রমিতি হারলতারত্নাকরাদয়ঃ। এবঞ্চ,—

"যস্য যস্য তু বর্ণস্য যদ্যৎ স্যাৎ পশ্চিমং দহঃ।
স তত্র বস্ত্রশুদ্ধিঞ্চ গৃহশুদ্ধিং করোত্যপি॥"

ইত্যাদি প্রাগুক্তাদিপুরাণীয়াশৌচান্তদিনকৃত্যং শুদ্ধি-

দিবামরণে রাত্রৌ কথমশৌচনিবৃত্তিঃ স্নানস্বস্তিবাচনাদিরূপকারণান্তরবিরহাদিতি চেন্ন, তদ্দিবসীয়রাত্রৌ স্নানস্বস্তিবাচনাদেঃ কর্ত্তব্যত্বাদিতি গুরবঃ। অতএব তাবৎকাল-ব্যাপকত্বাদেব। এবঞ্চ দিবা দিনমাত্রমিত্যাদেঃ পর্য্যবসিতার্থত্বে চ। পশ্চিমমশৌচান্তিমম্।

অর্দ্ধকে ধরা হইবে না, কখন দিবাভাগমাত্র, কখন বা রাত্রিভাগমাত্রকে ধরিতে হইবে। এই কালকে কোন কোন ধর্ম্মশাস্ত্রে 'সজ্যোতিঃ' বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, যেমন "রাজার মৃত্যুতে" সজ্যোতিঃ অশৌচ হইবে, ইত্যাদি বচনে 'সজ্যোতিঃ' বলিয়া যে কালের নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, তাহা 'সদ্যঃ' ভিন্ন আর কিছুই নহে, সজ্যোতিঃ শব্দের অর্থ, তৎকালে বর্ত্তমান জ্যোতির্ম্ময় পদার্থের সহিত যে অশৌচ বর্ত্তমান থাকে। এই জ্যোতির্ম্ময় পদার্থও সূর্য্য এবং নক্ষত্র ভেদে দ্বিবিধ। সুতরাং 'সজ্যোতি' অশৌচও যাবৎকাল সূর্য্য এবং নক্ষত্র, এই উভয় তেজের মধ্যে একতর তেজের অদর্শন না হয়, তাবৎকাল ব্যাপক হওয়ায়, কখনও দিবাভাগমাত্র ব্যাপক, কখনও রাত্রিকালমাত্র ব্যাপক, এইরূপে দ্বিবিধ। এই জন্যই হারলতা ও রত্নাকর প্রভৃতি গ্রন্থে দিবামৃত ব্যক্তির সজ্যোতিঃ অশৌচ দিবামাত্র, এবং রাত্রে মৃত ব্যক্তির সজ্যোতিঃ অশৌচ রাত্রি মাত্র, এইরূপ করা হইয়াছে। আরও দেখ, "যে যে বর্ণের অশৌচের যে যে দিন শেষ হইবে, সে সেই সেই দিনেই বস্ত্রশুদ্ধি এবং গৃহশুদ্ধি করিবে।" পূর্ব্বোল্লিখিত আদিপুরাণের এই বচনে অশৌচের শেষ দিনে শুদ্ধির হেতু বস্ত্রশুদ্ধি প্রভৃতি যাহা বিহিত হইয়াছে, সদ্যঃশৌচ স্থলে সেই দিনকেই (যে দিন অশৌচ হইবে, সেই দিনকেই) অশৌচের শেষ দিন বিবেচনা করিয়া,

হেতুকং সদ্যঃশৌচেঽপি তদ্দিনস্য তথাত্ববিবক্ষয়া ক্রিয়তে। তথা "অশৌচাহঃস্বতীতেষু" ইত্য"শৌচান্তাৎ দ্বিতীয়েঽহ্নী"তি "ধোভূতে একোদ্দিষ্ট"মিত্যাদি চ সঙ্গচ্ছতে। অন্যথা তু তত্তৎকর্ম্ম তত্র ন স্যাৎ। এবঞ্চ আদ্যশ্রাদ্ধবিধায়কবিষ্ণুক্তা-"শৌচব্যপগম" ইতি সূত্রং, ধ্বংসানন্তত্বেঽপ্যশৌচান্তদ্বিতীয়-দিনমাত্রপরম্। তেন "সদ্যঃশৌচং তথৈকাহ" ইতি দক্ষবচনে

তদ্দিনস্য নিমিত্তোৎপত্তিদিনস্য। তথাত্ববিবক্ষয়া চরমত্ববিবক্ষয়া। তথাচ সদ্যঃশৌচ-স্থলে তদ্দিনস্য প্রথমদিনত্বেঽপি আদ্যন্তবদেকস্মিন্নিতি ন্যায়েন চরমদিনত্ববিবক্ষয়া ন দোষ ইতি ভাবঃ। তথেতি তেন প্রকারেণ তদ্দিনস্য চরমদিনত্ববিবক্ষণেন, অশৌচান্তত্বেনেতি যাবৎ। অন্যথা তদ্দিনস্য চরমত্বাবিবক্ষায়াম্। তত্রেতি সদ্যঃশৌচস্থলে ইত্যর্থঃ। অশৌচব্যপগমে অশৌচনাশে। ধ্বংসানন্তত্বেঽপি ইতি ধ্বংসস্য নাশাপ্রতিযোগিত্বে-

উহাতেই বস্ত্রশুদ্ধি প্রভৃতি কার্য্য করা হইয়া থাকে এবং ঐ দিনইকেই অশৌচের শেষ দিন বিবেচনা করিয়া তৎপরদিনে শ্রাদ্ধাদি করিলেই "অশৌচের দিন সকল অতীত হইবার পর," "অশৌচান্তের পরবর্ত্তী দিনে" এবং "অশৌচ অতীত হইবার পরদিন একোদ্দিষ্ট করিবে" ইত্যাদি বচনে সাধারণতঃ অশৌচ শেষ হইবার পরদিনে যে শ্রাদ্ধাদি বিহিত হইয়াছে, উহাও সঙ্গত হইল। যদি ঐ দিনকেই অশৌচের শেষ দিন বলিয়া না ধরা হয়, তাহ'লে সদ্যঃশৌচ স্থলে, "অশৌচান্ত দ্বিতীয় দিনের অভাবে, সেই অশৌচান্ত দ্বিতীয়দিনবিহিত কর্ম্ম সকলের অনুষ্ঠান কিরূপে করা হইবে? কারণ যেদিন অশৌচ শেষ হইবে সেই দিন কিছু আর তৎপরদিন হইতে পারে না। এইরূপ মীমাংসা স্থির হওয়াতেই, অর্থাৎ যে দিন অশৌচের শেষ হইবে, তৎপরদিনই শ্রাদ্ধাদি কর্ত্তব্য বলিয়া স্থির হওয়াতেই, বিষ্ণু কর্ত্তৃক "অশৌচের ধ্বংস হইলে শ্রাদ্ধ করিবে" এইরূপ যে শ্রাদ্ধবিধায়ক সূত্র উক্ত হইয়াছে, ঐ সূত্রস্থিত "ধ্বংস" পদার্থটি অনন্ত হইলেও উহা দ্বারা অশৌচান্ত দ্বিতীয়দিনেরই গ্রহণ করিতে হইবে। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, কোন পদার্থের একবার ধ্বংস হইলে, ঐ ধ্বংস পদার্থটি অনন্ত, অর্থাৎ তৎপরবর্ত্তী যাবৎ কাল স্থায়ী হয়, সুতরাং অশৌচের ধ্বংস অশৌচান্ত দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম দিন প্রভৃতি অনন্তকাল অবধি বর্ত্তমান, এরূপ স্থলে, কেবলমাত্র "অশৌচের ধ্বংস হইলে শ্রাদ্ধ করিবে" এইরূপ

পৌনরুক্ত্যভিয়া, "সদ্যঃশৌচং স্নানাপনেয়াশৌচমাত্রপর"মিতি ব্যাখ্যানং হেয়ম্। একাহপদস্য অহোরাত্রপরত্বেন ত্রিসন্ধ্যাবচ্ছিন্নকালবাচিসদ্যঃপদাদপি ভিন্নার্থত্বাৎ। যত্র তু পিণ্ডদানাদিকং নাস্তি, তত্র সদ্যঃপদং তৎক্ষণমাত্রবাচি। "সদ্যঃ সপদি তৎক্ষণে" ইত্যমরকোষাৎ। যথা,—

"বালস্ত্বন্তর্দ্দশাহে তু প্রেতত্বং যদি গচ্ছতি।
সদ্য এব বিশুদ্ধিঃ স্যান্নাশৌচং নৈব সূতকম্॥" ইতি।

হপীত্যর্থঃ। তথাচাশৌচধ্বংসস্য দ্বাদশাহাদিদিনে সত্ত্বেঽপি ন তদ্গ্রহণং বচনান্তরৈকবাক্যতাদিতি ভাবঃ। এবঞ্চ সদ্যঃপদস্য স্থলবিশেষে অহোরাত্রার্দ্ধপরত্বে চ। পৌনরুক্ত্যেতি সমানেঽহনি সদ্য ইত্যনুশাসনাৎ সদ্যঃপদস্য একাহবাচিত্বমতঃ পৌনরুক্ত্যমিত্যাশয়ঃ। সমানঃ সৎসমৈকেষ্বু ইত্যমরঃ। সদ্যঃশৌচপদাদপীতি তথাচ সদ্যঃপদস্য একাহবাচি-

---

বিধান দ্বারা কোন্ দিন শ্রাদ্ধ করিবে, তাহার একটা ব্যবস্থা স্থিরই হইতে পারে না; এই অস্থিরতা হেতুই বিষ্ণুর "অশৌচ ধ্বংস হইলে" এই কথার অর্থ অশৌচান্ত দ্বিতীয় দিন, এইরূপই করিতে হইবে। উপরে যেরূপ বিচার করা হইল, তাহাতে "সদ্যঃশৌচ" ইত্যাদি দক্ষের বচনস্থিত "সদ্যঃশৌচ" এই কথাটির সহিত "একাহাশৌচ" এই কথাটির পুনরুক্তি নিবারণার্থ, কেহ যে, 'সদ্যঃশৌচ' শব্দের স্নানাপনেয় অশৌচ মাত্ররূপ ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন, তাহাও হেয় বলিয়া প্রতিপন্ন হইল। কারণ 'একাহ' শব্দের অর্থ অহোরাত্রব্যাপিকাল, কাজেই সন্ধ্যাত্রয়াবচ্ছিন্ন কালমাত্রবাচক 'সদ্যঃ' শব্দের সহিত উহার (একাহ শব্দের) অর্থভেদ ত স্বতঃসিদ্ধ, কাজেকাজেই পুনরুক্তির আশঙ্কা নাই। আমি যে উপরে 'সদ্যঃ' শব্দের অহোরাত্রির অর্দ্ধরূপ অর্থ করিলাম, উহা কেবল যে যে স্থলে পিণ্ডদানাদি প্রসঙ্গ আছে, সেইরূপ স্থলেই গ্রহণ করিতে হইবে, কিন্তু যে যে স্থলে পিণ্ডদানাদির কোনরূপ প্রসক্তি নাই, তাদৃশ স্থলে "সদ্যঃ" শব্দটি সপদি এবং তৎক্ষণে বর্ত্তমান" এই অমরকোষের প্রমাণানুসারে উহার তৎক্ষণরূপ অর্থেরই গ্রহণ করিতে হইবে। যেমন—"যদি কোন বালক নিজ জন্মের দশাহের মধ্যেই মৃত্যু প্রাপ্ত হয়, তাহলে সদ্যই বিশুদ্ধি হইবে, উহার, মরণাশৌচ হইবে না, জননাশৌচও থাকিবে না।" ইত্যাদি স্থলে "সদ্যঃশৌচ" শব্দের অর্থ—

তস্মাদ্‌যত্র রাত্রৌ দিবা বা সদ্যঃশৌচমুৎপন্নং তত্রাপি পরদিনে বৃষোৎসর্গাদিকমবিরুদ্ধম্॥ ১১৮॥

যদপ্যভিহিতং "বিহিতশুদ্ধিপ্রথমদিনং শয্যাদিদানাদৌ নিমিত্তং," তদপি প্রমাণশূন্যম্। দিবাপি যত্র পিণ্ডদানাদিনা

যেহপি সদ্যঃশৌচপদস্য দিনস্যাবচ্ছিন্নকালবাচিত্বমিতি ভাবঃ। নাশৌচমিতি অত্রাশৌচাভাবেহপি স্নানং ব্যাবহারিকম্॥ ১১৮॥

যদপীতি। অভিহিতমিতি বাচস্পতিমিশ্রৈরিত্যর্থঃ। বিহিতেতি যত্র রাত্র্যাদৌ সদ্যঃশৌচমুৎপন্নং তত্র শুদ্ধিবসবারণায় বিহিতেতি, অত্র তু সদ্যঃশৌচদিনাৎ পরদিনমেব বিহিতং রাত্র্যাদৌ শ্রাদ্ধপর্য্যুদাসাৎ তত্র তৃতীয়াদিদিনব্যাবৃত্তয়ে প্রথমেতি বিহিতশুদ্ধিপ্রথমদিনত্বেন নিমিত্ততা, বিহিতশুদ্ধিপ্রথমদিনঞ্চ কচিৎ সদ্যঃশৌচদিনং কচিত্তু তৎপরদিনম্। দিবাপীতি যত্র দিবৈব পূর্ব্বাহ্লাদৌ মৃতস্তত্র তদ্দিনমেব বিহিতশুদ্ধিপ্রথমদিন-

---

"তৎক্ষণাৎ শুদ্ধি" এইরূপই বুঝিতে হইবে। অতএব এই সদ্যঃশৌচ দিবাভাগেই হউক, অথবা রাত্রিভাগেই উৎপন্ন হউক, তৎপরদিন বৃষোৎসর্গাদি করাই শাস্ত্রসম্মত, তাহাতে কোনরূপ বিরোধ নাই। ১১৮।

সদ্যঃশৌচস্থলে, অশৌচান্ত দিনে অথবা তৎপরদিনে দানাদি করিবে? এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বাচস্পতি মিশ্র যে বলিয়াছিলেন, ঐ উভয় দিনের মধ্যে শাস্ত্রে দানাদির নিমিত্ত বিহিত কালবিশিষ্ট হইয়া যে দিনটী প্রথমেই অশৌচ শূন্যরূপে উপস্থিত হইবে, সেই দিনই শয্যাদি দানের নিমিত্ত (কারণীভূত), অর্থাৎ সেই দিনেই শয্যাদি দান কর্ত্তব্য, তাহাও প্রমাণশূন্য। প্রমাণশূন্য কেন? এ সম্বন্ধে স্মার্ত্তের কথাগুলি জ্ঞাপন করিবার পূর্ব্বে আমরা বাচস্পতিমিশ্রের মতটিকেও একটু বিশদ করিয়া বুঝাইতেছি, পূর্ব্বে বাচস্পতি মিশ্র বলিয়াছিলেন, "সদ্যঃশৌচস্থলে সেই দিনই শয্যাদান কর্ত্তব্য" তাহাতে কেহ আপত্তি করিয়াছিল, সদ্যঃশৌচস্থলে সেই দিনই শয্যাদি দানের ব্যবস্থা সর্ব্বত্র খাটিতে পারে না, কারণ যেস্থলে রাত্রিকালে মৃত্যুনিবন্ধন সদ্যঃশৌচ ঘটিয়াছে, সে স্থলে রাত্রিকালে শ্রাদ্ধাদির পর্য্যুদাস (নিষেধ) থাকায়, তৎপরদিন শ্রাদ্ধাদির ব্যবস্থা না করিলে, ক্রিয়ালোপের আপত্তি হয়, ঐ আপত্তির উপর তিনি আবার বলিয়াছিলেন, আমি যে তদ্দিনে শয্যাদি দানের কথা বলিয়াছি, তাহার তাৎপর্য্য—দানাদিতে বিহিত কালবিশিষ্ট ও শুদ্ধিযুক্ত প্রথম দিন অর্থাৎ যে দিন দানের পক্ষে বিহিতকালবিশিষ্ট এবং অশৌচাভাবযুক্ত হইয়া প্রথমেই

মধ্যাহ্নোঽতিক্রান্তস্তত্র শয্যাদানাদ্যেকোদ্দিষ্টান্তানাং সর্ব্বেষাং করণাসামর্থ্যে কানিচিৎ পূর্ব্বদিনে, কানিচিৎ পরদিনে, সর্ব্বাণি বা পরদিনে কার্য্যাণীত্যত্র উক্তবিবক্ষয়াপি ন গতিঃ। অতএব "অশৌচান্তাৎ দ্বিতীয়েঽহ্নী"তি সর্ব্বৈরেব প্রামাণিকৈঃ

মিতি ভাবঃ। উক্তবিবক্ষয়াপি বিহিতশুদ্ধিপ্রথমদিনত্বেন নিমিত্তবিবক্ষয়াপি। তত্র

উপস্থিত হইবে, সেই দিন; তাহ'লে আর কোন আপত্তি উঠিতে পারে না। দেখ, রাত্রিমৃত্যুস্থলে তৎপরদিনই দানাদির পক্ষে বিহিতকাল এবং অশৌচাভাব বিশিষ্টরূপে প্রথমেই উপস্থিত হইয়া থাকে, সুতরাং সে স্থলে তৎপরদিনই শয্যাদি দান করিবে, আর যে স্থলে দিবাভাগে পূর্ব্বাহ্নের মধ্যে মৃত্যু ঘটিয়াছে, সেই স্থলে মৃত্যু দিনেই দানাদির পক্ষে বিহিত পূর্ব্বাহ্নকাল এবং অশৌচের অভাবের সহিত প্রথমই উপস্থিত হওয়ায়, শয্যাদি দান সেই মৃত্যুদিনেই করিবে, ইহাতে আর কোন আপত্তি হইতে পারে না। বাচস্পতি মিশ্রের এই ব্যবস্থাকে স্মার্ত্ত বলিতেছেন, প্রমাণশূন্য, এরূপ ব্যবস্থার প্রতি কোন প্রমাণ দৃষ্ট হয় না। তুমি যে 'তদ্দিন' শব্দের দ্বারা এইরূপ অর্থের বিবক্ষা করিতেছ যে, দানাদির নিমিত্ত বিহিতকাল এবং অশৌচাভাবের সহিত যে দিন প্রথম উপস্থিত হইবে সেই দিনই; ইহাতেও আপত্তি আছে, দেখ, যেস্থলে পূর্ব্বাহ্নের মধ্যে মৃত্যু হইয়াছে, সেই স্থলে তদ্দিন শব্দের দ্বারা সেই মৃত্যুর দিনেরই লাভ করিতে হইবে, আর যেস্থলে মৃত্যু ঘটিয়াছে, সে স্থলে তদ্দিন শব্দের অর্থ—মৃত্যুর পর দিন। তুমি তদ্দিন শব্দের এইরূপ অর্থ বিবক্ষা করিয়া পূর্ব্বাহ্নমৃত্যুস্থলে মৃত্যুদিনেই যে, শয্যাদি দান কর্ত্তব্য বলিয়া ব্যবস্থা করিতেছ, তাহাই বা কিরূপে হইতে পারে? কারণ, পূর্ব্বাহ্নে মৃত্যু হইলেও সেই দিন পূরক পিণ্ডদানাদি কার্য্যের অনুষ্ঠানে অবশ্য 'মধ্যাহ্নকাল' অতীত হইবে, তদনন্তর সেই দিনই বিহিত কালের মধ্যে শয্যাদান হইতে একোদ্দিষ্টান্ত যাবৎ ক্রিয়ার অনুষ্ঠান অসম্ভব হওয়ায়, উহাদের মধ্যে কতকগুলি কার্য্য পূর্ব্বদিনে, এবং কতকগুলি কার্য্য পরদিনে অথবা সমুদয় কার্য্যই পরদিনেই করিতে হইবে; অতএব তদ্দিন শব্দের যেরূপ অর্থ বিবক্ষা করিতেছ, তাহাতেও ঠিক সঙ্কুলান হইতেছে না। এই হেতুই সকল প্রকার অশৌচ স্থলেই সমুদয় প্রামাণিক পদ্ধতিকারগণ নিজ নিজ পদ্ধতিতে শয্যাদানাদির সঙ্কল্পবাক্যে

পঙ্‌ক্তিক্রান্তিনিমিত্তত্বেনাভিলাপলিখিতমিতি। অথ "অশৌচান্তাৎ দ্বিতীয়েঽহ্নি" ইত্যস্য নিমিত্তত্বে কিং মানম্, ইতি চেৎ, তস্য কালত্বেন নিমিত্তত্বং,—

"নিমিত্তং কালমাদায় বৃত্তির্বিধিনিষেধয়োঃ।" ইতি কালমাধবীয়ধৃতবৃদ্ধগার্গ্যবচনম্। "আদায়ে"ত্যত্র "আশ্রিত্য" ইতি কল্পতরুতিথিবিবেকয়োঃ পাঠঃ। অনেন বচনেনকালো নিমিত্তমিত্যুক্তম্, অশৌচান্তদ্বিতীয়দিনস্যাপি কালত্বেন সুতরাং নিমিত্ততেতি। অতএব আবশ্যকত্বেন, কালস্য নিমিত্তত্বেন পর্ব্বাদিক্রিয়মাণস্য নিত্যনৈমিত্তিকত্বমাহ মার্কণ্ডেয়পুরাণম্,—

কালত্বেন বৃদ্ধগার্গ্যবচনং নিমিত্তত্বে মানমিত্যাশয়ঃ। বৃত্তিঃ অনুষ্ঠানানমুষ্ঠানরূপমনু-

---

শয্যাদানাদির নিমিত্তীভূত কালকে "অশৌচান্তাৎ দ্বিতীয়েঽহ্নি" (অশৌচ শেষ হইবার পরদিন) এইরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যদি বল, সঙ্কল্পবাক্যে অশৌচ শেষ হইবার পরদিনকে শয্যাদি দানরূপ কার্য্যের প্রতি নিমিত্তরূপে যে, উল্লেখ করা হয়, তাহাতেই বা প্রমাণ কি? কার্য্যের প্রতি যে সকল নিমিত্ত উক্ত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে অশৌচের পর দিবসটী কিছু নাম করিয়া গণিত হয় নাই। এই যদি তোমার আপত্তি হয়? তবে শুন, "অশৌচ শেষ হইবার পর দিবস যখন বিশুদ্ধ কালস্বরূপ, তখন সেই বিশুদ্ধ কালরূপেই উহা শয্যাদানাদিরূপ বৈধ কর্ম্মানুষ্ঠানের প্রতি নিমিত্ত; কালমাত্রই যে বৈধ কর্ম্মানুষ্ঠানের প্রতি নিমিত্ত তৎসম্বন্ধে "নিমিত্তস্বরূপ কালকে ধরিয়াই বিধি ও নিষেধের যথাযথ প্রবৃত্তি হইয়া থাকে।" কালমাধবীয় নামক গ্রন্থে উদ্ধৃত বৃদ্ধগার্গ্যের এই বচনটীই প্রমাণ। উক্ত বচনস্থিত "আদায়" এই কথাটীর পরিবর্ত্তে কল্পতরু এবং তিথিবিবেকে "আশ্রিত্য" এইরূপ পাঠ করা হইয়াছে। এক্ষণে দেখ এই বচনে কালমাত্রকেই বৈধ কর্ম্মের অনুষ্ঠান এবং নিষিদ্ধ কর্ম্মের অননুষ্ঠানের প্রতি নিমিত্তরূপে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, অশৌচ শেষ হইবার পর দিবসও যখন একটি অনিষিদ্ধ কালস্বরূপ, তথাবিধ কালস্বরূপে শয্যাদি দানরূপ কার্য্যানুষ্ঠানের প্রতি তাহার নিমিত্তত্ব স্বীকার করিতে অবশ্যই বাধ্য হইতেছ। এইহেতুই অর্থাৎ বৈধকর্ম্মানুষ্ঠানের প্রতি কালের নিমিত্তত্ব বিদ্যমান থাকাতেই, পর্ব্বাদিতে অনুষ্ঠীয়মান শ্রাদ্ধাদিকে

"নিত্যং নৈমিত্তিকং জ্ঞেয়ং পর্ব্বশ্রাদ্ধাদি পণ্ডিতৈঃ" ॥১১১॥

এবঞ্চ বৈদিকক্রিয়ানিমিত্তস্য কালবিশেষস্য তৎকাল-জীবিত্বেনাধিকারিবিশেষণীভূতস্য পরতো যা সপ্তমী, সা নাধি-করণে, "যো জটাভিঃ স ভুঙ্‌ক্তে" ইতিবৎ কালস্য বিশেষণত্বেন তদ্বাধকতৃতীয়াপ্রাপ্তেঃ, কিন্তু "কালভাবয়োঃ সপ্তমী" ত্যনেন

পালনম্। অতএব নিমিত্তং কাল ইতি বচনাদেব। আবশ্যকত্বেনেতি নিত্যত্বে হেতুঃ। কালস্য নিমিত্তত্বেনেতি নৈমিত্তিকত্বে হেতুর্বোধ্যঃ ॥ ১১১ ॥

তৎকালজীবিত্বেনেতি শুচিস্তৎকালজীবী কর্ম্ম কুর্য্যাদিত্যত্র শৌচং তৎকালো জীবনঞ্চ ত্রয়মধিকারঃ, "কর্ত্তৃবিশেষণমধিকার" ইতি অধিকারলক্ষণম্, তৎকালস্য আধেয়তা-সম্বন্ধেন বিশেষণং ন তু তৎকালজীবনমেকোঽধিকারঃ, অহংকৃতিসাধ্যসম্পাদকঃ, শুচিস্তৎকালজীবিত্বাদিত্যত্র পূর্ব্বসন্ধ্যায়ামহমিবেতি কেবলকালঘটিতদৃষ্টান্তং কুর্ব্বতা চিন্তামণিকৃতা কেবলকালস্যাধিকারত্বোক্তেঃ ইতি ধ্যেয়ম্। সপ্তমীতি অধিকরণ-

মার্কণ্ডেয় পুরাণে নিত্য এবং নৈমিত্তিক এই উভয়রূপেই নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। কারণ, ঐ সকল কর্ম্ম অবশ্য কর্ত্তব্য কোন মতে পরিত্যাজ্য নয় বলিয়া উহারা নিত্য এবং পর্ব্বাদি কালরূপ নিমিত্তের অধীন বলিয়া উহারা নৈমিত্তিক। মার্কণ্ডেয় পুরাণের বচন যথা "পণ্ডিতগণ পর্ব্ব শ্রাদ্ধাদিকে নিত্য ও নৈমিত্তিক, এই উভয়রূপেই জানিবেন।" ১১১।

বৈদিক কর্ম্মের প্রতি কালের নিমিত্তত্ব শাস্ত্রসিদ্ধ বলিয়াই কর্ম্মাধিকারীর কর্ত্তব্য-বিষয়ক বিধিটি এইরূপে করা হইয়াছে. "শুচি তৎকালজীবী কর্ম্ম কুর্য্যাৎ" অর্থাৎ পবিত্রতা, কর্ম্মের নিমিত্ত বিহিত কাল, এবং জীবন, এই তিনটীবিশিষ্ট ব্যক্তিই কর্ম্মে অধিকারী হইবে। কর্ত্তা যদি পবিত্রতা, বিহিত কাল এবং জীবন এই তিনটী বিশিষ্ট হয়, তবেই কর্ম্মে অধিকারী হইবে, এই বিধান দ্বারা কাল একটি কর্ত্তার বিশেষণরূপেই নির্ণীত হইতেছে। এইরূপ কর্ত্তার বিশেষণীভূত কালবাচক পদের পর "অমুকে মাসি" ইত্যাদিরূপে যে, সপ্তমী বিভক্তির প্রয়োগ করা হয়, উহার অর্থ অধিকরণ নহে, কিন্তু কাল কর্ত্তার বিশেষণ হওয়ায়, "যো জটাভিঃ স ভুঙ্‌ক্তে" (জটাবিশিষ্ট ব্যক্তি ভোজন করিতেছে) এই বাক্যে ভোজনকর্ত্তার বিশেষণীভূত জটা এই পদের উত্তর যেমন তৃতীয়া বিভক্তি হইয়াছে, সেইরূপ কর্ম্মের নিমিত্তী-ভূত (মাস পক্ষাদি) কালবিশেষবিশিষ্ট ব্যক্তি ই তত্তৎকালবিশেষে বিহিত

তদ্বাধিকা পুনঃ সপ্তমী বিধীয়তে, "শরদি পুষ্প্যন্তি সপ্তচ্ছদাঃ" ইতিবৎ।

অতঃ কর্ত্তৃবিশেষণীভূতস্যাপি কালস্য বৈদিকক্রিয়ানিমিত্ততা, "নিমিত্তানাঞ্চ সর্ব্বশ" ইত্যনেন উল্লেখ ইতি, পূর্ব্বাহ্লাদেস্তু

সপ্তম্যাঃ বাধিকা বিশেষণতৃতীয়া তদ্বাধিকা চ নিমিত্তা সপ্তমী। নন্বধিকরণসপ্তম্যাঃ কারকবিভক্তেঃ কথমুপপদবিভক্তিবিশেষণতৃতীয়া বাধিকেতিচেদত্র নব্যাঃ—কালভাবয়োঃ সপ্তমীতি বররুচিকৃতলক্ষণবৈয়র্থ্যভিয়া কারকবিভক্তেরপি সপ্তম্যা উপপদবিভক্ত্যা তৃতীয়য়া বাধা স্বীক্রিয়তে, অন্যথা কালভাবয়োঃ সপ্তমীত্যস্য বৈয়র্থ্যং স্যাৎ ; তথাহি শরদি পুষ্প্যন্তি সপ্তচ্ছদা ইত্যত্র শরন্নিমিত্তকবিকাশাশ্রয়াঃ সপ্তচ্ছদা ইতি নিমিত্তসপ্তম্যাং বোধঃ, অধিকরণসপ্তম্যান্তু বিকাশে শরদ্বৃত্তিত্বস্য বোধঃ, তচ্চাবাধিতম্ ; এবঞ্চাধিকরণসপ্তম্যোবোপপত্তৌ নিমিত্তসপ্তমীলক্ষণং ব্যর্থং স্যাদিতি ; ন চৈবং শরদি পুষ্প্যন্তি চম্পকা ইতি প্রয়োগাপত্তিরিতি বাচ্যম্, অবচ্ছেদাবচ্ছেদেনান্বয়োপগমাৎ ; চম্পকবিকাশত্বাবচ্ছেদেন শরদ্বৃত্তিত্বস্য বাধাদিত্যাহুঃ। বস্তুতস্তু বিশেষণে তৃতীয়া ; নোপপদবিভক্তিরিতি ধ্যেয়ম্। পুষ্প্যন্তীতি পুষ্প বিকাশনে দিবাদিঃ। কর্ত্তৃবিশেষণীভূতস্যেতি শুচিত্বৎকাল-

---

কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবে, এই বাক্যটীতেও কর্ম্মানুষ্ঠানকর্ত্তার বিশেষণীভূত সঙ্কল্প-বাক্যস্থিত মাস পক্ষাদি কাল বিশেষে প্রথমতঃ সপ্তমীর বাধ করিয়া তৃতীয়া বিভক্তিরই প্রাপ্তি হইয়াছিল বটে, কিন্তু "কালভাবয়োঃ সপ্তমী" (কালবাচক শব্দ এবং ভাববাচক শব্দগুলি বিশেষণ হইলেও তাহাদের উত্তর একমাত্র সপ্তমী বিভক্তি হইবে) এই সূত্র অনুসারে আবার বিশেষণত্ব নিবন্ধন পূর্ব্বপ্রাপ্ত তৃতীয়া বিভক্তির বাধ করিয়াই সপ্তমী বিভক্তির প্রাপ্তি হইয়াছে ; দেখ "শরদি পুষ্প্যন্তি সপ্তচ্ছদাঃ" (শরৎকালোপলক্ষিত সপ্তচ্ছদ বৃক্ষ সকল ফুল ধরিয়াছে) এই বাক্যে "সপ্তচ্ছদাঃ" এই কর্ত্তৃপদের বিশেষণীভূত "শরৎ" এই পদের উত্তর যেমন সপ্তমী বিভক্তি হইয়াছে, সঙ্কল্পবাক্যেও কর্ত্তার বিশেষণীভূত কালবিশেষের পরও সেইরূপ সপ্তমী বিভক্তি হইয়া থাকে *। অতএব কালবিশেষ কর্ত্তার বিশেষণ হইলেও বৈদিক ক্রিয়ার প্রতি নিমিত্ত বলিয়াই সঙ্কল্প বাক্যে "সকল প্রকার নিমিত্তের উল্লেখ না করিলে কর্ম্মের ফলভাগী হয় না" ইত্যাদি বচন প্রমাণে

---

* এই কথাগুলি বঙ্গবাসী কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত তিথিতত্ত্বের অনুবাদের ৪১ পৃষ্ঠায় আরও বিশদরূপে বলা হইয়াছে। কাল-বিশেষের উত্তর যে সপ্তমী বিভক্তি হয়, তাহার দুইটি অর্থ—নিমিত্তত্ব এবং বৈশিষ্ট্য, তাহ'লেই "অশৌচান্তাদ্দ্বিতীয়াহ্নি" এস্থলে সপ্তমীর অর্থ—অশৌচান্ত দ্বিতীয় দিবস বিশিষ্ট পুত্রাদি, তন্নিমিত্তক শয্যাদিদানানুকূল কৃতিমান্।

শুক্লপক্ষেনানিয়তনিমিত্ততয়া নোল্লেখ ইতি। "ত্রিবৈব কাল"

জীবী কশ্চ কুর্য্যাদিত্যানেতার্থঃ। শুক্লপক্ষেন বিলক্ষণফলজনকত্বেন। অনিয়তেতি তথাচ নিমিত্তানাঞ্চ সর্ব্বশ ইত্যত্র নিমিত্তপদেন নিয়তনিমিত্তস্যৈব গ্রহণমিতি ভাবঃ। নিয়ত-নিমিত্তঞ্চ উৎপত্তিবিধিসমভিব্যাহৃতনিমিত্তং, তস্যৈবোল্লেখঃ; ন তু বিলক্ষণফলকামঃ পূর্ব্বাহ্নে পূজয়েদিত্যাদি-প্রাশস্ত্যবিধিসমভিব্যাহৃতস্য পূর্ব্বাহ্ণাদেঃ। নিয়তনিমিত্তঞ্চ প্রধানজন্যফলনিষ্ঠজন্যতানিরূপিতজনকতাবচ্ছেদকরূপবত্ত্বং, তচ্চ রূপং পঞ্চম্যাং বিষ্ণুং যজেদিত্যাদৌ পঞ্চমীত্বাদিকং ন তু পূর্ব্বাহ্ণত্বাদিকং; পূর্ব্বাহ্ণত্বাদেরভাবেঽপি প্রধানজন্যফলনির্ব্বাহাৎ; প্রধানং তত্র পূজনম্। এবমশৌচান্তদ্বিতীয়েঽহনি; বিলক্ষণাং শয্যাং দদ্যাদিত্যাদৌ তাদৃশরূপম্ অশৌচান্তাদ্বিতীয়াহত্বাদিকং, প্রধানঞ্চ বিলক্ষণশয্যাদানাদি। শয্যায়া বৈলক্ষণ্যং দানকৌমুদ্যাং ব্যাখ্যাতং যথা,— বিলক্ষণাং বিচিত্রাং খট্বাসনপাদপ্রক্ষালনপাত্রজলপাত্রতাম্বূলপাত্রাচ্ছাদনোপধানাদি-নানাবিধোপকরণান্বিতামিত্যর্থঃ। ত্রিধৈবেতি তত্তৎক্রিয়াবচ্ছিন্ন ঈশ্বরঃ কাল ইতি মতে

উহার উল্লেখ হইয়া থাকে। এক্ষণে কেহ আশঙ্কা করিয়াছিল, যদি বৈদিক কর্ম্মের সঙ্কল্পবাক্যে মাস, পক্ষ, তিথি প্রভৃতি সকল প্রকার নিমিত্তেরই উল্লেখ কর্ত্তব্য বলিয়া "অশৌচান্ত দ্বিতীয় দিনে"রও উল্লেখ আবশ্যক হইল, তবে "পূর্ব্বাহ্নো বৈ দেবানাং" ইত্যাদি শ্রুতিদ্বারা দেবপূজাদিকর্ম্মের প্রতি পূর্ব্বাহ্ণাদি-রূপ কালবিশেষের নিমিত্তত্বও প্রতীত হইতেছে, তবে সঙ্কল্পবাক্যে পূর্ব্বাহ্ণা-দির উল্লেখ করা না হয় কেন? ইহার উত্তরে স্মার্ত্ত বলিতেছেন,—পূর্ব্বাহ্ণাদি কর্ম্মের প্রতি নিয়ত নিমিত্ত, অর্থাৎ প্রধানবিধিবোধিত কর্ম্মফলের জনক নহে। কথাটি আরও একটু স্পষ্ট করিতেছি, "মাঘমাসের শুক্ল পঞ্চমীতে শ্রীপূজা করিবে" এই হইল একটি বিধি। এই বিধি দ্বারা বোধিত শ্রীপূজারূপ কর্ম্ম-ফলের জনকত্ব মাঘমাসের শুক্লপঞ্চমীতেই বিদ্যমান থাকায়, শ্রীপূজারূপ কর্ম্মের প্রতি মাঘমাসের শুক্লপঞ্চমীই হইল নিয়ত নিমিত্ত, তবে ঐ শ্রীপূজা-রূপ কর্ম্মটি যদি ঐ দিন পূর্ব্বাহ্ণের মধ্যে সম্পন্ন করা যায়, তাহ'লে ঐ পূজার প্রশস্ত ফল উৎপন্ন হইবে মাত্র কিন্তু পূর্ব্বাহ্ণে ভিন্ন অন্য সময় পূজা করিলে, পূজা যে নিষ্ফল বা একেবারে অসিদ্ধ হইবে, তাহা নহে, অর্থাৎ "মাঘমাসের শুক্ল-পঞ্চমীতে শ্রীপূজা করিতেই হইবে" 'ইহা যেমন নিয়ামক' বলা হইয়াছে, কিন্তু ঐ শ্রীপূজা যে, ঐ দিন পূর্ব্বাহ্ণের মধ্যেই করিতে হইবে, এমন কোন নিয়ম করা হয় নাই, তবে ঐদিন অপর সময় শ্রীপূজা করিলে যাদৃশ ফল হইবে, পূর্ব্বাহ্ণে

ইতি কালবাদিমতে সুতরাং নাধিকরণতা সূর্য্যাদিক্রিয়ায়াঃ কর্ত্তব্যস্য কর্ম্মণোঽধিকরণতানুপপত্তেঃ ॥ ১২০ ॥

"দেবব্রতবৃষোৎসর্গচূড়াকরণমেখলাঃ।
মাঙ্গল্যমভিষেকঞ্চ মলমাসে বিবর্জ্জয়েৎ ॥"
বালে বা যদি বা বৃদ্ধে শুক্রে চাস্তমুপাগতে।
মলমাস ইবৈতানি বর্জ্জয়েদ্দেবদর্শনম্ ॥"

ইতি জ্যোতিঃপরাশরীয়েণ নিষেধঃ সাবকাশবৃষোৎসর্গ-বিষয়ঃ। অতএব বালাদিশুক্রেঽপি মলমাস ইবৈতানি বর্জ্জ-

---

তু অনধিকরণত্বং সম্ভবত্যেব কিন্তু তন্মতে পূর্ব্বোক্তমেব দূষণং বোধ্যম্। সূর্য্যাদীতি এতন্মতে ক্রিয়ায়া বিক্ষণত্বাদিত্বেন কস্যাঞ্চিদপি ক্রিয়ায়াং ব্যাপারকূটাত্মকস্য পূজাদের্না-ধিকরণত্বম্, অতঃ পঞ্চম্যাং তিথৌ ইত্যাদৌ নাধিকরণসপ্তমীতি বোধ্যম্ ॥ ১২০ ॥

অভিষেকং রাজাভিষেকম্। এতানি দেবব্রতবৃষোৎসর্গাদীনি। অতএব মলমাসে

উহা করিলে সেই ফল অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ফল লাভ হইবে এই মাত্র; কাযেই পূর্ব্বাহ্ন প্রধানবিধিবোধিতকর্ম্মফলের জনক না হইয়া, সেই ফলের তারতম্যরূপ গুণফলের জনকমাত্র হওয়ায়, উহা কর্ম্মের প্রতি অনিয়তনিমিত্ত, সঙ্কল্প বাক্যে নিয়ত-নিমিত্ত সকলের উল্লেখই বিহিত হইয়াছে, অনিয়ত নিমিত্তদিগের উল্লেখ বিহিত হয় নাই, এই জন্যই পূর্ব্বাহ্নাদির উল্লেখ করা হয় না। যাহা হৌক কাল নিমিত্ত হইলেও তদ্বাচক শব্দগুলির যে অধিকরণতারূপ অর্থ হইতে পারে না, তাহার প্রতি আর একটি কারণ শুন। অনেকেই কালকে ক্রিয়াস্বরূপ বলিয়াই নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তদনুসারে সূর্য্যাদির ক্রিয়ারূপ কাল কখন কর্ত্তব্য কর্ম্মের অধিকরণ হইতে পারে না, একটি ক্রিয়ার উপর আর একটি ক্রিয়া কখনই থাকিতে পারে না। ১২০।

এক্ষণে মলমাসাদিরূপ অকালেও যে, প্রেতের উদ্দেশে বৃষোৎসর্গ হইতে পারিবে, এই কথা একটু বিশদ করিয়া বুঝাইতেছেন—"দেবব্রত, বৃষোৎসর্গ, এবং চূড়াকরণ, মেখলা (উপনয়ন ও সমাবর্ত্তন), মাঙ্গল্য কার্য্য, আর রাজ্যাভিষেক, এই সকল কর্ম্ম মলমাসে করিবে না। এবং মলমাসের মত শুক্র বাল্য বা বৃদ্ধাবস্থার অন্তগত হইবার পরও ঐ সকল কর্ম্ম এবং দেবদর্শন করিবে না।" এই জ্যোতিঃপরাশরীয়ের বচনদ্বারা মলমাসে যে, বৃষোৎসর্গের নিষেধ করা

মেষিত্যনেন সাবকাশবৃষোৎসর্গো নিষিদ্ধো, ন তু নিরবকাশঃ। তস্যাপি তত্র নিষেধে, সকলশিষ্টাচারা বিরুধ্যেরন্, সামান্য-নিষেধে চ মলমাসাতিদেশো ব্যর্থঃ স্যাদিতি। স চ সাবকাশ-বৃষোৎসর্গঃ পিত্রাদিগতফলোদ্দেশেন "কার্ত্তিক্যাময়নে চৈব

সাবকাশস্যৈব বৃষোৎসর্গস্য নিষেধাদেব। ইবশব্দাৎ যাদৃশবৃষোৎসর্গো মলমাসে নিষিদ্ধ-স্তাদৃশ এব বালাদিশুক্রেঽপি নিষিদ্ধঃ। ন চ মলমাসে সামান্যতো নিষিদ্ধঃ, অতো বালাদিশুক্রেঽপি ন সামান্যতো নিষিদ্ধঃ, কিন্তু সাবকাশবৃষোৎসর্গ এব নিষিদ্ধঃ; যদি তু বালাদিশুক্রেঽপি সামান্যতো নিষিদ্ধঃ ইত্যুচ্যতে তদা সকলশিষ্টাচারবিরোধঃ স্যাদিতি ধ্যেয়ম্। তস্যাপি নিরবকাশস্যাপি। তত্র বালাদিশুক্রে। ব্যর্থঃ স্যাদিতি অব্যবহিতে

হইয়াছে, উহাকে সাবকাশ, অর্থাৎ যাহার জন্য কোন বিশেষ সময়ের নির্দ্ধারণ করা হয় নাই, যাহা কতকগুলি বিহিত সময়ের মধ্যে যে কোন এক সময়ে করা যাইতে পারে, এইরূপ বৃষোৎসর্গেরই নিষেধ বলিতে হইবে। এই হেতুই অর্থাৎ সাবকাশ (অপর সময়ও যাহার অনুষ্ঠান করা যাইতে পারে, এইরূপ) বৃষোৎসর্গের মলমাসে নিষেধ করাতেই "মলমাসের মত শুক্রের বাল্যাদ্যবস্থায়ও ঐ সকল কর্ম্মের বর্জ্জন করিবে", বলিয়া যে, নিষেধ করা হইয়াছে, তাহাতেও সাবকাশ বৃষোৎসর্গেরই নিষেধ বুঝিতে হইবে, নিরবকাশ বৃষোৎ-সর্গ কিন্তু কি মলমাসে, কি শুক্রের বাল্যাদ্যস্তজনিত অকালে, কোন কালেই নিষিদ্ধ হয় নাই। নিরবকাশ বৃষোৎসর্গের ও শুক্রের বাল্যাদ্যস্তজনিত অকালে নিষেধ করিলে, দেশমধ্যে চির পরম্পরা-চরিত শিষ্টাচারের বিরোধ ঘটে, অর্থাৎ চিরকাল হইতে শিষ্টগণ ঐরূপ সময় নিরবকাশ বৃষোৎসর্গের অনুষ্ঠান করিতে ব্যবস্থা দিয়া আসিতেছেন, আজ তাহা রদ করিলে, ঐ শিষ্টাচারকে উল্টাইয়া দেওয়া হয়। আরও একটি কথা, যদি জ্যোতিঃপরাশরীয়ের বচনে বৃষোৎসর্গ সামান্যেরই (সাবকাশ, নিরবকাশ, এই উভয়বিধ বৃষোৎসর্গেরই) নিষেধ করা হইত, তাহ'লে "মলমাসের ন্যায় এইরূপ দৃষ্টান্ত দিয়ে বলা উচিত ছিল না, সোজাসুজি শুক্রের বাল্যাদ্যস্তজনিত অকালে এই সকল কর্ম্ম করিবে না", এইরূপে নিষেধ করিলেই যথেষ্ট হইত, তবে মলমাসের তুলনা করিয়া নিষেধ করায় সূচিত হইতেছে।—মলমাসে যেরূপ সাবকাশ বৃষোৎসর্গ নিষিদ্ধ, শুক্রের বাল্যাদ্যস্তজনিত অকালেও সেইরূপ সাবকাশ বৃষোৎসর্গই

ফাল্গুন্যামষ্টকাসু চ” ইত্যাদিনা বিহিতঃ। দেবতোদ্দেশে-নাপি, “কার্ত্তিক্যান্তু বৃষোৎসর্গং কৃত্বা নক্তং সমাচরেৎ।

শৈবং পদমবাপ্নোতি শিবব্রতমিদং স্মৃতম্” ইতি সময়-প্রকাশধৃতমৎস্যপুরাণবচনাৎ,

“দেবব্রতবৃষোৎসর্গচূড়াকরণমেখলাঃ।

মাঙ্গল্যমভিষেকঞ্চ মলমাসে বিবর্জ্জয়েৎ।”

ইতি ব্যাসবচনাচ্চ। দেবমুদ্দিশ্য ব্রতরূপো বৃষোৎসর্গো দেবব্রতবৃষোৎসর্গঃ। দেব্যাঃ ক্রমপূজায়াং দেবীপুরাণম্,—“গবোৎসর্গশ্চ কর্ত্তব্যো নীলং বা বৃষমুৎসৃজেদি”তি নব্যবর্দ্ধ-মানপ্রভৃতয়ঃ॥ ১২১॥

তু মলমাসে সাবকাশস্যৈব বৃষোৎসর্গস্য নিষেধঃ, অতো বালাদিশুক্রেঽপি সাবকাশস্যৈব নিষেধার্থম্ অতিদেশ উপযুক্ত ইতি ভাব। দেবতোদ্দেশেনাপি ইত্যস্য বিহিত ইতি পূর্ব্বেণান্বয়ঃ। বেদব্রতেতি পাঠঃ প্রাচাং সম্মতঃ, স চ ন সাধীয়ান্, কিন্তু দেবব্রত ইত্যেব পাঠঃ সাধীয়ান্; ইত্যত্র ভঙ্গ্যা প্রমাণং দর্শয়তি কার্ত্তিক্যান্ত্বিতি। গবোৎসর্গশ্চেত্যত্রাদন্তা-বাদেশঃ॥ ১২১॥

নিষিদ্ধ। যদি বল, সাবকাশ বৃষোৎসর্গ আবার কিরূপ? তাহার উত্তর এই যে, পিতৃত্ব প্রাপ্ত মৃত মাতা পিতা প্রভৃতির অক্ষয় স্বর্গভোগাদিরূপ ফল কামনায়—“কার্ত্তিকী পূর্ণিমায়, অয়নসংক্রান্তিতে, ফাল্গুনী পূর্ণিমায় এবং অষ্টকাতে” ইত্যাদি বচনদ্বারা যে বৃষোৎসর্গ বিহিত হইয়াছে, এবং দেবতার প্রীত্যর্থে বিহিত বৃষোৎসর্গও সাবকাশ বৃষোৎসর্গ। দেবতার প্রীত্যর্থে বৃষোৎসর্গের বিধান—“কার্ত্তিকী পূর্ণিমায় বৃষোৎসর্গ করিয়া নক্তব্রতের আচরণ করিলে, শৈবপদ প্রাপ্ত হয়, কারণ উহা একটি শিবব্রতরূপে শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।” সময়প্রদীপে উদ্ধৃত এই মৎস্যপুরাণের বচন হইতে, এবং “দেবব্রতরূপ বৃষোৎসর্গ, চূড়াকরণ, মেখলা, মাঙ্গল্যকার্য্য এবং রাজ্যাভিষেক, এই সকল কার্য্য মলমাসে বর্জ্জন করিবে।” এই ব্যাসবচন হইতেও জ্ঞাত হওয়া যাইতেছে। ব্যাসবচনে “দেবব্রত কথাটি যে বৃষোৎসর্গের বিশেষণ” এইরূপ অর্থেরই বোধ হইতেছে। দেবীর ক্রমপূজার প্রসঙ্গে দেবীপুরাণেও কথিত হইয়াছে—“গো-সকলের উৎসর্গ করিবে, অথবা নীল বৃষের উৎসর্গ করিবে।” ইহাতে

এবঞ্চ বিশেষনিষেধেন শেষাভ্যনুজ্ঞানাদপি প্রেতবৃষোৎসর্গো-ঽস্তীতি প্রতীয়তে। অন্যুরপি বিশেষোঽধ্যবসায়কর ইতি ন্যায়াৎ॥ ১২২॥

ন চ সূতকান্তদ্বিতীয়দিনেঽপি শয্যাদানাদীনাং মলমাসে কাম্যত্বান্নিষেধ ইতি বাচ্যম্,

এবঞ্চ বৃষোৎসর্গান্তরসত্ত্বে চ। বিশেষেতি বৃষোৎসর্গো দ্বিবিধঃ, প্রেতোদ্দেশকঃ, কাম্যশ্চ, তত্র কাম্যনিষেধেনেত্যর্থঃ। একবিশেষনিষেধে অপরবিশেষাভ্যনুজ্ঞানমিতি ন্যায়েনেতি ভাবঃ। উৎসাহবিশেষোঽধ্যবসায়ঃ॥১২২॥

দেবতার প্রীত্যর্থ যে বৃষোৎসর্গ বিহিত হইয়াছে, ইহাই জানা যাইতেছে, মধ্য বর্দ্ধমান প্রভৃতি পণ্ডিতগণও এইরূপই মীমাংসা করিয়াছেন। ১২১।

যদি বল, সাবকাশ বৃষোৎসর্গ যখন শাস্ত্রবিহিত হইয়াছে, তখন বৈদিককর্ম্মে নিষিদ্ধ মলমাসে প্রেতের উদ্দেশে বৃষোৎসর্গ না করাইত, শাস্ত্রাভিমত বলিয়া প্রতীত হইতেছে। ইহার উত্তরে আমি বলিব, সাবকাশ বৃষোৎসর্গ শাস্ত্রবিহিত হইলেও শাস্ত্রে বৃষোৎসর্গ যখন দ্বিবিধরূপে বিহিত হইয়াছে, একটি প্রেতের উদ্দেশে অশৌচ শেষ হইবার পর দিবস কর্ত্তব্য এবং নিত্য, অপরটি কার্ত্তিকী-পূর্ণিমাদিতে কর্ত্তব্য কাম্য, তখন মলমাসাদিতে সাবকাশ কাম্য বৃষোৎসর্গেরই নিষেধ দ্বারা অবশিষ্ট নিত্য বৃষোৎসর্গ সম্বন্ধে এক প্রকারে অনুজ্ঞা দেওয়াই হইয়াছে, প্রেতোদ্দেশে কর্ত্তব্য নিত্য বৃষোৎসর্গের মলমাসে বাধ হইবে কেন? মনে কর, রাম এবং হরি আমার বাড়ীতে প্রবেশ করিতেছিল, আমার দ্বারা রামের প্রবেশ নিষিদ্ধ হইলে, হরির প্রবেশ যে অনুমোদিত এবং হরির প্রবেশে কোন বাধা নাই, ইহাই ত বুঝায়। এইরূপ শাস্ত্রবিহিত কাম্য ও নিত্য, এই উভয়বিধ বৃষোৎসর্গের মধ্যে মলমাসাদিতে কাম্য মাত্রের বর্জ্জন করায় প্রেতের উদ্দেশে কর্ত্তব্য নিত্য যে, বর্জ্জিত হয় নাই, ইহাই ত বুঝাইতেছে। কারণ, একটি ন্যায় আছে, "সন্দেহ স্থলে অতি অল্পমাত্র বিশেষ নির্দ্দেশ দ্বারাই সন্দিগ্ধার্থের নিশ্চয় করা হইয়া থাকে। এক্ষণে দেখ, 'নিত্য বা কাম্য বৃষোৎসর্গ বর্জ্জনীয়' এইরূপ সন্দেহে, বিশেষ করিয়া কাম্য বৃষোৎসর্গের বর্জ্জন করায় নিত্য যে বর্জ্জনীয় নহে, ইহাই স্থির হইতেছে। ১২২।

কেহ কেহ বলিয়াছিলেন, "এই যে অশৌচ শেষ হইবার পরদিন শয্যা

"নৈমিত্তিকানি কাম্যানি নিপতন্তি যথা যথা।
তথা তথৈব কার্য্যাণি ন কালস্তু বিধীয়তে॥" ইতি দক্ষ-বচনেন,

"রোগে চালভ্য যোগে চ সীমন্তে পুংসবেঽপি চ।
যৎ দদাতি সমুদ্দিষ্টং পূর্ব্বত্রাপি ন দূষ্যতী"তি কাল-মাধবীয়ে মরীচিনা প্রতিপ্রসবাৎ। অলভ্যযোগে পুনরপ্রাপ্য-সম্বন্ধনিমিত্তে অশৌচান্তদ্বিতীয়দিনাদৌ, পূর্ব্বত্র মলমাসেঽপি। কালমাধবীয়ভবিষ্যে,—

রোগে রোগনিমিত্তকদানে। অলভ্যেতি অলভ্যঃ পুনরপ্রাপ্যঃ যোগঃ সম্বন্ধো যস্য এবম্ভূতে নিমিত্তে যদ্দদাতি যদ্দানম্। পূর্ব্বত্রাপি মলমাসেঽপি ন দূষ্যতীত্যর্থঃ।

দানাদির বিধান করা হইয়াছে, উহা কাম্য, সুতরাং মলমাসে উহার নিষেধ বুঝিতে হইবে।" স্মার্ত্ত বলিতেছেন—"ন চ বাচ্যম্" একথাও বলিতে পার না, দেখ, নৈমিত্তিক (কোন বিশেষ নিমিত্ত হেতু কর্ত্তব্যরূপে বিহিত) এইরূপ কাম্য কর্ম্ম, যখন যখনই কর্ত্তব্যরূপে উপস্থিত হইবে, তখন তখনই উহাদিগের অনুষ্ঠান করিবে, কালাকালের আর বিচার করিবে না।" এই দক্ষের বচন দ্বারা, এবং "রোগাবস্থায়, অলভ্য যোগে, সীমন্তোন্নয়নোৎসবে, এবং পুংসবন-কালে, যে সকল দান শাস্ত্রে বিহিত হইয়াছে, ঐ সকল দান পূর্ব্বমাসে করিলেও দোষ হইবে না।" কালমাধবীয় নামক গ্রন্থে উদ্ধৃত এই মরীচির বচনদ্বারা ও উক্ত নিষেধের প্রতিপ্রসব করা হইয়াছে, মূল বচনে যে 'অলভ্যযোগ' কথাটি আছে, তাহার অর্থ—যেরূপ অবসর পুনর্ব্বার আর পাইবার সম্ভাবনা নাই, যেমন অশৌচ শেষ হইবার পরদিবস, ইত্যাদি এবং 'পূর্ব্বমাস' শব্দের অর্থ—মলমাস, কারণ মলমাসে একটি মাস দুইটি হয়, প্রথমটি মলমাস, দ্বিতীয়টি শুদ্ধমাস। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, মলমাসে সাধারণতঃ কাম্য কর্ম্মের নিষেধ করা হইলেও দক্ষ বলিতেছেন, কোন বিশেষ নিমিত্ত উপলক্ষ্য করিয়া যে সকল কাম্য কর্ম্ম বিহিত হইয়াছে, সেই নিমিত্তের সংযোগ যখনই ঘটিবে, তখনই ঐ সকল কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবে, তখনকার কাল শুদ্ধ কি অশুদ্ধ, ইহার দিকে আর লক্ষ্য করিবে না। ইহাতে স্পষ্টরূপে প্রতিপন্ন হইতেছে যে, শয্যাদানাদি কর্ম্ম কাম্য হইলেও, যখন উহা অশৌচান্ত দ্বিতীয়দিবসরূপ

"কুর্য্যাৎ প্রাত্যহিকং কর্ম্ম প্রযত্নেন মলিম্লুচে।
নৈমিত্তিকন্তু কুর্ব্বীত সাবকাশং ন যদ্ভবেদি"তি। তথাচ বিশারদপ্রভৃতিভিঃ "পঠন্তী"তি কৃত্বা লিখিতম্।

"অশৌচান্তেঽপি কর্ত্তব্যং বৃষোৎসর্গাদিকং সুতৈঃ।
মলিম্লুচাদিদোষস্তু ন গ্রাহ্যস্তত্র কশ্চন॥"

কালমাধবীয়ে কালাদর্শবাক্যম্। মলমাসে কর্ত্তব্যতা-নিষেধমুপক্রম্য,—

"আশ্রমস্বীকৃতিঃ কাম্যবৃষোৎসর্গশ্চ নিষ্ক্রম" ইত্যত্র

পঠন্তীতি কৃতেত্যনেন মুনিপ্রণীতত্বাভাব আশঙ্কিতঃ। আশ্রমস্বীকৃতিরাশ্রমান্তরগমনম্।

নিমিত্তকে উপলক্ষ্য করিয়া বিহিত হইয়াছে, তখন ঐ অশৌচান্ত দ্বিতীয় দিবসরূপ নিমিত্তের মলমাসাদি অশুদ্ধকালে সংযোগ হইলেও তন্নিমিত্তাধীন শয্যাদানাদির নিষেধ হইবে না। দ্বিতীয়তঃ কালমাধবীয়ধৃত মরীচির বচনে ত আরও স্পষ্ট করিয়া বলা হইয়াছে—যে সকল অবসরের পুনর্ব্বার আর মিলিবার সম্ভাবনা নাই, তাদৃশ অবসরে বিহিত দান মলমাসে পতিত তাদৃশ অবসরে করিলেও দোষ হইবে না। অশৌচান্ত দ্বিতীয় দিবসরূপ অবসরের একবারমাত্রই প্রাপ্তি হইয়া থাকে, ইহা একটি অলভ্য যোগ, সুতরাং মলমাসে পতিত অশৌচান্ত দ্বিতীয় দিবসে তদ্বিহিত দান করিলে দোষ হইবে কেন? আরও দেখ, কালমাধবীয়ে—ভবিষ্য পুরাণের এইরূপ একটি বচন উদ্ধৃত হইয়াছে, "যে সকল কর্ম্ম প্রত্যহ কর্ত্তব্য বলিয়া বিহিত হইয়াছে, মলমাসে উহাদের অনুষ্ঠান যত্ন-সহকারেই অর্থাৎ শ্রদ্ধাপূর্ব্বকই করিবে, এবং যে সকল কর্ম্ম নৈমিত্তিক, কোন বিশেষ নিমিত্ত উপলক্ষ্য করিয়া বিহিত, অথচ সাবকাশ নয়, অর্থাৎ যাহা করিবার আর অপর অবসর নাই, এরূপ কর্ম্মও মলমাসে যত্নসহকারে করিবে।" অপিচ, বিশারদ প্রভৃতি নিবন্ধকারগণ কালমাধবীয় নামক নিবন্ধে উদ্ধৃত কালাদর্শের যে বাক্যটিকে কোন্ গ্রন্থের কথা তাহা স্থির করিতে না পারিয়া "পঠন্তি" (এই বচনটিও লোকে পড়িয়া থাকে) বলিয়া, স্ব স্ব গ্রন্থে উদ্ধৃত করিয়াছেন; তাহাতে ত আরও বিস্পষ্ট করিয়া বলা হইয়াছে, যথা—"পুত্রগণ অশৌচা-ন্তের পর বৃষোৎসর্গাদি কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবে, উহাতে মলমাসাদিদোষের

'কাম্য' ইতি বিশেষণমিতি। অশৌচান্তদ্বিতীয়দিনমুপক্রম্য রামায়ণে,—

"ততশ্চোদ্দিশ্য পিতরং ব্রাহ্মণেভ্যো ধনং দদৌ।
মহার্হাণি চ রত্নানি গাশ্চ বাহনমেব চ।
যানানি দাসীর্দ্দাসাংশ্চ বেশ্মানি সুমহান্তি চ॥"

বিষ্ণুপুরাণে, সামান্যতঃ পিতৃগাথা চ,—

"রত্নবস্ত্রমহীযানসর্ব্বভোগাদিকং বসু।
বিভবে সতি বিপ্রেভ্যো যোঽস্মানুদ্দিশ্য দাস্যতী"তি॥ ১২৩

কাম্যেতি অত্র কাম্যত্বং প্রাপ্তপিতৃত্বোদ্দেশ্যকত্বম্। নিষ্ক্রমো বহির্নিষ্ক্রমণম্। অস্য চ প্রধান-কালাকরণে বোধ্যম্। "ততশ্চোদ্দিশ্য পিতর্মি"ত্যাদিবচনাৎ দানাদেরুদ্দেশ্যতা সামানাধিকরণ্যেন ফলজনকত্বম্। ভূদীপাশ্বান্নবস্ত্রাম্বুতিলসর্পিঃপ্রতিশ্রয়ান্। নৈবেশিকস্বর্ণধূর্য্যান্ দত্ত্বা স্বর্গে মহীয়তে॥ ইত্যাদিবচনাচ্চ। কৃতিসামানাধিকরণ্যেন ফলজনকত্বং তথাচ বৈদিককর্ম্মমাত্রমিতি কামনাভেদাৎ উদ্দেশ্যতাসামানাধিকরণ্যেন কৃতিসামানাধিকরণ্যেন চ ফলজনকত্বং ধ্যেয়ম্। সামান্যতঃ সামান্যদ্রব্যমাশ্রিত্য। ভোগাদিকং ভোগ্যাদিকং "কৃদভিহিতো ভাবঃ" ইতি ন্যায়াৎ। অস্মান্ পিতৄন্॥ ১২৩॥

বিচার করিবেনা।" মলমাসে কি কি কর্ম্ম করিবেনা, তাহার প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া বলা হইয়াছে—"আশ্রমান্তরগ্রহণ, কাম্য বৃষোৎসর্গ এবং নিষ্ক্রম" ইত্যাদি কর্ম্ম মলমাসে নিষিদ্ধ।" দেখ, এই বচনে বৃষোৎসর্গের কেবল মাত্র 'কাম্য' এই বিশেষণ থাকায়, কেবল কাম্য ভিন্ন অপরবিধ বৃষোৎসর্গ যে, মলমাসে করিতে পারিবে, তাহা আপনা হইতেই বুঝাইতেছে। অশৌচান্ত দ্বিতীয় দিন যে, দানের পক্ষে মুখ্য কাল, তাহা রামায়ণে দশরথের মৃত্যু জন্য অশৌচান্ত দ্বিতীয় দিনের বৃত্তান্ত পাঠ করিলে বেশ বুঝা যায়, যথা—"অনন্তর পিতার উদ্দেশে ব্রাহ্মণদিগকে বহু ধন, যান, রত্ন, বাহন, অনেক বলীবর্দ্দ এবং বড় বড় গৃহ দান করিলেন।" বিষ্ণুপুরাণীয় সাধারণ পিতৃগাথাতেও পিতৃগণ তাঁহাদের উদ্দেশে দানের কথা বলিতেছেন, যথা,—"যে ব্যক্তি বিভবযুক্ত হইয়া আমাদের উদ্দেশ্যে রত্ন, বস্ত্র, ভূমি, যান, সকল প্রকার ভোগ্যযুক্ত প্রদান করে ইত্যাদি।" ১২৩।

আদ্যশ্রাদ্ধেতিকর্ত্তব্যতায়াং বরাহপুরাণম্,—

"আসনকোপকল্পেত মন্ত্রেণ বিধিপূর্ব্বকম্।" মন্ত্রস্তু,—

"অত্রাসনে দেবরাজাভ্যনুজ্ঞাতো বিশ্রাম্যতাং দ্বিজবর্য্যানুগ্রহাৎ।
প্রসাদয়ে হ্যাসনং গৃহ্ণ পূতং জ্ঞানাগ্নিপূতেন করেণ বিপ্র" ইতি।

তথা চ,

"আবরণার্থং তচ্ছত্রং ব্রাহ্মণায় প্রদীয়তে।
পশ্চাদুপানহৌ দদ্যাৎ পাদস্পর্শকরে শুভে॥
সন্তপ্তবালুকাং ভূমিমসিকণ্টকিতাং তথা।
সন্তারয়তি দুর্গাণি প্রেতং দদদুপানহৌ॥
তিলোপচারং কৃত্বা তু বিপ্রস্য নিয়তাত্মনঃ।

আদ্যশ্রাদ্ধেতি তথাচাদ্যৈকোদ্দিষ্টম্ আসনাদিরূপষড়ঙ্গকং কর্ত্তব্যমিত্যর্থঃ। হে দ্বিজবর্য্য বিপ্রেত্যন্তেন মন্ত্রেণ কাষ্ঠাদ্যাসনং প্রেতায় দত্ত্বা প্রেতায় কুশাসনং দদ্যাৎ, ততস্তু প্রেতায় ছত্রম্ উপানদ্যুগলঞ্চ দদ্যাৎ। পাদস্পর্শকরে কোমলে। প্রেতমিতি প্রেতায় উপানহৌ দদজ্জনঃ প্রেতং দুর্গাণি সন্তারয়তীত্যর্থঃ। তিলোপচারম্ অর্ঘ্যদানম্।

আদ্যশ্রাদ্ধের ইতিকর্ত্তব্যতা।

বরাহপুরাণে আদ্য শ্রাদ্ধের ইতিকর্ত্তব্যতা এইরূপে লিখিত হইয়াছে,— "আদ্য" শ্রাদ্ধ আসনাদি ষড়ঙ্গদানপূর্ব্বকই কর্ত্তব্য, এই জন্য ঐ বরাহপুরাণেও সর্ব্বাগ্রে আসনদানের কথা বলা হইয়াছে,—যথা "মন্ত্র পাঠ করত যথাবিধি আসন দান করিবে।" আসনদান করিবার সময় এই মন্ত্রটি পাঠ করিবে— "দেবরাজ কর্ত্তৃক অভ্যনুজ্ঞাত হইয়া এই আসনে বিশ্রাম করুন, হে দ্বিজ-বর্য্য (দ্বিজশ্রেষ্ঠ)! বিপ্র, অনুগ্রহপূর্ব্বক প্রসন্ন হৌন, জ্ঞানাগ্নিসম্পর্কে পবিত্রী-ভূত হস্তদ্বারা এই পবিত্র আসন গ্রহণ করুন।" টীকাকার কাশীরাম বলেন, অগ্রে কাষ্ঠাসন দান করিয়া পরে কুশাসন দান করিবে। অনন্তর প্রেতকে ছত্র দান করিয়া, মস্তক আবরণার্থ উহা ব্রাহ্মণের হাতে অর্পণ করিবে। তাহার পর, পাদস্পর্শকর অর্থাৎ কোমল উপানহযুগল প্রদান করিবে। উপা-নহদানকারী ব্যক্তি প্রেতকে যমদ্বারে যাইবার পথমধ্যে স্থিত সন্তপ্তবালুময়ী এবং অসি ও কণ্টকদ্বারা আবৃত ভূমি ও অন্যান্য দুর্গম স্থান পার করে। অনন্তর

নামগোত্রমুদাহৃত্য প্রেতায় তদনন্তরম্।
শীঘ্রমাবাহয়েদ্ ভূমি দর্ভহস্তোঽথ ভূতলে॥"

তচ্ছত্রং প্রেতায় দত্তচ্ছত্রং প্রদীয়তে, উত্তরাপ্রতিপত্তিঃ ক্রিয়তে, প্রেতমিত্যস্য দদদিত্যসম্বন্ধাৎ সম্প্রদানত্বেঽপি "সন্তারয়তী"ত্যভিসন্ধানেন কর্ম্মত্বৈব।

"অপাদানসম্প্রদানকরণাধারকর্ম্মণাম্।
কর্ত্তুশ্চান্যোঽন্যসন্দেহে পরমেকং প্রবর্ত্ততে" ইত্যুক্তেঃ।

প্রেতায়েতি দ্বিতীয়ার্থে চতুর্থী, প্রেতমুদ্দিশ্যেতি বা আবাহয়েৎ "ও ইহলোকং পরিত্যজ্য গতোঽসি পরমাং গতিমি"ত্যনেনাবাহয়েৎ। ইদানীম্ অঙ্গচতুষ্কমুক্তং পশ্চাদঙ্গদ্বয়ং বক্ষ্যতে। তচ্চ গন্ধদানং বস্ত্রালঙ্কারাদিদানঞ্চ। হে ভূমি! স্বীকারানুকূলব্যাপার

হে পৃথিবি, সংযতাত্মা বিপ্রকে অর্ঘ্যদান করিয়া, পরে নাম ও গোত্র উচ্চারণপূর্ব্বক দর্ভপাণি হইয়া ভূতলে অবিলম্বে প্রেতকে আহ্বান করিবে।" বচনে 'তচ্ছত্র' এইরূপ প্রয়োগ থাকায়, উহার অর্থ—পূর্ব্বে প্রেতকে প্রদত্ত ছত্র। যদি বল, ছত্র যদি পূর্ব্বে প্রেতকেই প্রদত্ত হইয়া থাকে, তবে আবার "ব্রাহ্মণায় প্রদীয়তে" (ব্রাহ্মকে প্রদান করিবে) এরূপ বলা হইল কেন? ইহার উত্তর এই যে, ঐ "প্রদীয়তে" এর অর্থ—মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক প্রথম উৎসর্গ করা নয়, কিন্তু পরে ব্যবহার করিবার জন্য ব্রাহ্মণের হাতে অর্পণ করা। কেহ আশঙ্কা করিয়াছিল, "প্রেতং দদদুপানহৌ" এস্থলে "প্রেতকে উপানহদ্বয় দানকারী" এইরূপ অর্থই ত করিতে হইবে, তাহ'লে 'প্রেতং' এই পদটীতে দ্বিতীয়া বিভক্তি না হইয়া সম্প্রদানে চতুর্থী বিভক্তিই ত হওয়া উচিত ছিল, ইহার উত্তরে স্মার্ত্ত বলিতেছেন, 'প্রেতং' এই দ্বিতীয়ান্ত পদটি 'দদৎ)' এই ক্রিয়াপদের সহিত অন্বিত নয়, কিন্তু "সন্তারয়তি" (পার করে) এই ক্রিয়াপদের সহিতই উহার অন্বয়, অর্থাৎ উপানহদ্বয়দানকারী প্রেতকে দুর্গমস্থান পার করে" এইরূপে অন্বয় করিতে হইবে। আর যদিও উহাকে "দদৎ" এই ক্রিয়া যোগে সম্প্রদান কারকের প্রাপ্তি স্বীকার করা যায়, তাহ'লেও পরে "সন্তারয়তি" এই ক্রিয়ার সহিত উহার অন্বয়ের প্রতি লক্ষ্য করিলে উহাকে কর্ম্মকারকের প্রয়োগ করাই উচিত বলিয়া বোধ হইবে। কেন না, ব্যাকরণে একটি নিয়ম করা হইয়াছে,—"অপাদান, সম্প্রদান, করণ, আধার,

ভূমীতি পৃথিব্যাঃ সম্বোধনম্। অত্র চ শ্রাদ্ধপ্রয়োগমধ্যেঽপি বচনাৎ দানাদিক্রিয়া। তথাচ,—

"নৈকস্মিন্ কর্ম্মণি ততে কর্ম্মান্যৎ প্রযুজ্যতে যতঃ" ইত্যনেন ন বিরোধঃ। তিলোপচারমিত্যনেন অর্ঘ্যদানমুক্তম্। মন্ত্রস্তু,—

"ইহলোকং পরিত্যজ্য গতোঽসি পরমাং গতিম্।"

অয়ঞ্চ স্ত্রীশ্রাদ্ধেঽপি অবিকৃত এব পঠনীয়ঃ।

উভয়া প্রতিপত্তিঃ। দ্বয়োর্য়োগে দ্বয়োঃ প্রাপ্তৌ। নৈকস্মিন্নিতি একস্মিন্ কর্ম্মণি ততে বিস্তৃতে সতি কর্ম্মান্তরং ন ক্রিয়তে ইত্যর্থকেন, নৈকস্মিন্ কর্ম্মণি ততে কর্ম্মাণ্যন্তায়তে যত ইত্যনেন ন বিরোধঃ। তথাচাত্র বিশেষবচনাদেব কর্ম্মমধ্যেঽপি কর্ম্মান্তরকরণমিতি ভাবঃ। মন্ত্রস্তু আবাহনমন্ত্রস্তু। স্ত্রীশ্রাদ্ধেঽপীতি এতন্মন্ত্রস্য সামান্যত আদৌ কোদ্দিষ্টমেব প্রকৃতিরতঃ স্ত্রিয়া অপি আদ্যৈকোদ্দিষ্টে গতাসীতি নোহঃ; তথাচ ন প্রকৃতাবূহোঽপূর্ব্বত্বাদিতি অপূর্ব্বত্বাদূহঃ পূর্ব্বাপ্রাপ্তত্বপ্রযুক্ত উহঃ প্রকৃতৌ ন ইত্যর্থঃ।

কর্ম্ম এবং কর্ত্তা, এই ছয়টি কারকের মধ্যে দুইটির বা ততোধিক কারকের কোন একস্থলে প্রাপ্তি হইলে, এই কারিকাতে উহাদের যেরূপ ক্রমে পরে পরে উল্লেখ করা হইয়াছে, তদনুসারে পরোক্ত কারকেরই প্রয়োগ হইবে।" সুতরাং 'প্রেত' এই পদে যুগপৎ সম্প্রদান এবং কর্ম্মের প্রাপ্তি হওয়াতে পরবর্ত্তী কর্ম্মকারককে প্রয়োগ করা ঠিক হইয়াছে। উপরি উক্ত বচনে "শীঘ্র মাহবাহয়েৎ" ভূমি," এই 'ভূমি' পদটি বরাহ কর্ত্তৃক পৃথিবীর সম্বোধন। কেহ আশঙ্কা করিয়াছিল "ধান ভানিতে মহীপালের গীত" এই লৌকিক আভাণকের অনুরূপ "একটি কর্ম্মের অনুষ্ঠানের মধ্যে অপর কর্ম্মের অনুষ্ঠান বিহিত হয় নাই" একটি শাস্ত্রীয় আভাণকও দৃষ্ট হয়, এই বচনানুসারে একবিধ কর্ম্মানুষ্ঠানের মধ্যে অপরবিধ কর্ম্মের অনুষ্ঠান বিরুদ্ধ, সুতরাং শ্রাদ্ধকর্ম্মানুষ্ঠানের মধ্যে যে, দানাদিক্রিয়ার কথা বলা হইয়াছে, উহা শাস্ত্রবিরুদ্ধ। স্মার্ত্ত বলিতেছেন, সত্য বটে, যে স্থলে একটি কর্ম্মের অনুষ্ঠানের মধ্যে শাস্ত্রীয় বচন অনুসারে অপর কর্ম্ম বিহিত হয় নহে, সেই স্থলেই একটি কর্ম্মের অনুষ্ঠানের মধ্যে অপর কর্ম্মের অনুষ্ঠান শাস্ত্রবিরুদ্ধ, তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু শ্রাদ্ধ কর্ম্মের মধ্যে যখন শাস্ত্রীয় বিশেষ বচনানুসারে দানাদি ক্রিয়া বিহিত হইয়াছে, তখন এ স্থলে কোন বিরোধের আশঙ্কা নাই। উপরি

"এবমাহ্বাণিতে গন্ধপুষ্পাদীনি সমর্পয়েৎ।" গন্ধমন্ত্রস্তু,—"সর্ব্বস্সুগন্ধ" ইতি। পুষ্পমন্ত্রঃ,—"শ্রিয়ো দেব্যা" ইতি। ধূপমন্ত্রো,—"বনস্পতিরস" ইতি। ইদঞ্চ গন্ধাদিসমর্পণং প্রেতায় গন্ধাদিদানানন্তরং ব্রাহ্মণে কার্য্যম্। লঘুহারীতঃ,—

"সপিণ্ডীকরণং যাবৎ প্রেতশ্রাদ্ধানি ষোড়শ।
পকান্নেনৈব কার্য্যাণি সামিষেণ দ্বিজাতিভিঃ"॥ বৃহস্পতিঃ,—
"বস্ত্রালঙ্কারশয্যাচ্যং পিতুর্যদ্বাহনায়ুধম্।
গন্ধপুষ্পৈঃ সমভ্যর্চ্চ্য শ্রাদ্ধভোক্তে প্রদাপয়েৎ।
ভোজনঞ্চানেকবিধং কারয়েদ্ব্যঞ্জনাদিভি॥" ১২৪॥

প্রকৃতৌ পূর্ব্বাপ্রাপ্তত্বাভাবাদিতি ভাবঃ। আহ্বানিতে আবাহিতে। সর্ব্বঃ সুগন্ধ ইত্যেতাবন্মাত্রমন্ত্রঃ, শ্রিয়া দেব্যা ইত্যেতাবন্মাত্রঃ বনস্পতিরস ইত্যেতাবন্মাত্রঃ এবং জ্যোতিঃপশ্যেতি দীপমন্ত্রো বোধ্যঃ। ইদঞ্চেতি তথাচ অমুকগোত্র প্রেতামুকদেবশর্ম্মন্নে-তানি তে গন্ধপুষ্পধূপদীপাচ্ছাদনানি স্বধা ইত্যুৎসৃজ্য ও সর্ব্বঃ সুগন্ধ ইতি মন্ত্রং পঠিত্বা ও এষ তে গন্ধ ইতি সমর্পয়েৎ এবং ও শ্রিয়া দেব্যা ইতি মন্ত্রং পঠিত্বা ও এতত্তে পুষ্পমিত্যাদিনা সমর্পয়েৎ॥ ১২৪॥

উক্ত বচনে যে "তিলোপচার" কথাটি আছে, তাহার অর্থ "অর্ঘ্যদান।" উপরি উক্ত অর্ঘ্যদানের মন্ত্র যথা—"ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া পরম গতি প্রাপ্ত হইয়াছ।" এই মন্ত্রটি স্ত্রীলোকের শ্রাদ্ধেও অবিকল পাঠ করিবে, অর্থাৎ "গতাসি পরমাং গতিম্" এইরূপে স্ত্রীর বিশেষণ করিয়া আর পরিবর্ত্তন করিবেনা। উক্তরূপে নাম ও গোত্রাদির উল্লেখ সহকারে আহূত প্রেতকে গন্ধ পুষ্পাদি দান করিবে। গন্ধদানের মন্ত্র—"সর্ব্বঃসুগন্ধ," পুষ্পদানের মন্ত্র—"শ্রিয়ো দেব্যা" ইত্যাদি, ধূপদানের মন্ত্র—"বনস্পতি রস" ইত্যাদি। উপরে যে, গন্ধ পুষ্পাদিদানের কথা বলা হইল, উহাও অগ্রে প্রেতের উদ্দেশে উৎসর্গ করিয়া পরে ব্রাহ্মণের হস্তে সমর্পণ করিবে। লঘুহারীত বলিয়াছেন,—"এই সপিণ্ডীকরণান্ত ষোলটি প্রেতশ্রাদ্ধ দ্বিজাতিগণের সামিষপকান্ন দ্বারাই কর্ত্তব্য।" বৃহস্পতি বলেন—"শ্রাদ্ধভোজী ব্রাহ্মণকে পিতার বস্ত্র, অলঙ্কার, শয্যা, বাহন এবং আয়ুধ ইত্যাদি সমুদয় প্রদান করিবে। এবং ঐ ব্রাহ্মণকে অনেকবিধ ব্যঞ্জনাদি দ্বারা ভোজন করাইবে।" ১২৪।

অথ দানম্।

তত্র দেবলঃ,—

"অর্থানামুদিতে পাত্রে শ্রদ্ধয়া প্রতিপাদনম্।

দানমিত্যভিনির্দ্দিষ্টং ব্যাখ্যানং তস্য বক্ষ্যতে॥"

অর্থানাং দ্রব্যাণাম্, উদিতে শাস্ত্রকথিতে, শ্রদ্ধা দেবলোক্তা।—

"সংকৃতিশ্চানসূয়া চ সদা শ্রদ্ধেতি কীর্ত্তিতা।" অতএব ভগবদ্গীতাসু,—

"অশ্রদ্ধয়া হুতং দত্তং তপস্তপ্তং কৃতঞ্চ যৎ।

প্রতিগ্রহঘটিতং প্রতিগ্রহনিষ্পাদ্যম্। পিত্রা প্রদত্তাং কন্যামিত্যর্থঃ। অত্র তৎপ্রত্যয়েন দানস্যাতীতত্বং বোধ্যতে, আদায়েত্যনেন চ পশ্চাৎ স্বীকারো বোধিতঃ। দত্ত্বেত্যত্র ক্ত্বাপ্রত্যয়েন দানে স্বীকারপ্রাক্কালীনত্বং বোধ্যতে। দানমিতি সংকৃতির্ম্মানপূজনমনসূয়া দ্বেষাভাবঃ, তথাচ তদনুকূলকৃতিস্বরূপসম্বন্ধঘটিতসামানাধিকরণ্যসম্বন্ধেন পূজাবিশিষ্টদ্বেষাভাবঃ শ্রদ্ধাপদার্থঃ, পূজা চ গৌরবিতপ্রীতিহেতুক্রিয়েতি বোধ্যম্। স চ

দান।

এক্ষণে দান সম্বন্ধে কিছু বলা যাইতেছে—মহর্ষি দেবল দানের এইরূপ পরিভাষা করিয়াছেন, যথা—"শাস্ত্রে যেরূপ পাত্র দানের উপযুক্ত বলিয়া কথিত হইয়াছে, তাদৃশ পাত্রে শ্রদ্ধা সহকারে অর্থের প্রতিপাদন করার নামই দান; পরে এই দানের ব্যাখ্যান করিতেছি।" এই বচনস্থিত অর্থ শব্দের অর্থ—দ্রব্য (ধনাদি), 'উদিত' শব্দের অর্থ—শাস্ত্রে দানের পাত্র বলিয়া নির্দ্দিষ্ট, শ্রদ্ধার পরিভাষা ঐ দেবলই করিয়াছেন, যথা—"সংকৃতি (পূজন অর্থাৎ আদর) এবং অনসূয়া (দ্বেষাভাব, ভিতরে কোনরূপ বিরক্তি বা অনাদর না থাকা) এই দুইটি মিলিত হইয়া শ্রদ্ধা নামে অভিহিত হয়, অর্থাৎ কেবল মৌখিক আদর প্রদর্শনের নাম শ্রদ্ধা নয়, অন্তরের সহিত আদর প্রদর্শন করাকেই 'শ্রদ্ধা' বলে। এইরূপ শ্রদ্ধার সহিত দান আবশ্যক বলিয়াই ভগবদ্গীতাতে শ্রীভগবান্ বলিতেছেন—"হে পার্থ, অশ্রদ্ধা সহকারে যাহা হুত, বা দত্ত

অসদিত্যুচ্যতে পার্থ ন চ তৎ প্রেত্য নেহ চ॥" হরিবংশে বলিং প্রতি ভগবদ্বাক্যম্,—

"অশ্রোত্রিয়ং শ্রাদ্ধমধীতমব্রতং ত্বদক্ষিণং যজ্ঞমনৃত্বিজাহুতম্।
অশ্রদ্ধয়া দত্তমসংস্কৃতং হবির্ভাগাঃ ষড়েতে তব দৈত্যসত্তম॥"

"প্রতিপাদনং" স্বীকরণং, পাত্রায়ত্তীকরণমিতি যাবৎ। তেন শাস্ত্রোক্তসম্প্রদানস্বত্বাবচ্ছিন্নদ্রব্যত্যাগো দানম্। ততশ্চ "উদ্দেশ্যপাত্রবিশেষো যদি ন স্বীকরোতি তদা সোপাধি-

---

তদিতি প্রেত্য জন্মান্তরে ন স্বর্গাদিজনকম্, ইহলোকে চ ন কীর্ত্ত্যাদিজনকমিত্যর্থঃ। অধীতম্ অর্থাৎ বেদবাক্যম্ অব্রতমুপনয়নং বিনা ব্রহ্মচর্য্যাদিরূপনিয়মং বিনা বা। অনৃত্বিজা ঋত্বিক্‌ভেনাবৃতেন ব্রাহ্মণাদিনা। অসংস্কৃতমুৎপবনাদিরূপসংস্কাররহিতম্। প্রতিপাদনং প্রতিপত্ত্যনুকূলব্যাপারঃ, স্বীকরণং স্বীকারানুকূলব্যাপারঃ, দানে সত্যেব স্বীকারাৎ। পাত্রায়ত্তীকরণং পাত্রস্বত্ববৎকরণং, পাত্রনিরূপিতস্বত্বপ্রযোজকব্যাপার ইতি যাবৎ। শাস্ত্রোক্তেতি শাস্ত্রোক্তসম্প্রদানত্বঞ্চ পাত্রপদবাচ্যম্, তথাচোক্তং,—ন বিদ্যয়া

হয়, অথবা অশ্রদ্ধাপূর্ব্বক যে তপস্যা আচরিত হয়, কিম্বা যে কর্ম্ম কৃত হয়, সেই সকল "অসৎ" বলিয়া অভিহিত হয়, অর্থাৎ সে সকল কর্ম্ম না করারই সমান, যেহেতু ঐ সকল কর্ম্ম না ইহকালে, না পরকালে, ফলপ্রদ হয়।" হরিবংশে বলির প্রতিও শ্রীভগবানের ঐরূপ উক্তিই দৃষ্ট হয়, যথা—"হে দৈত্যসত্তম, শ্রোত্রিয়সম্পর্ক বর্জ্জিত শ্রাদ্ধ-ব্রতধারণ বিরহিত অধ্যয়ন, দক্ষিণা শূন্য যজ্ঞ, ঋত্বিক্ ভিন্ন অপর ব্যক্তি দ্বারা হুত, অশ্রদ্ধাপূর্ব্বক দত্ত এবং অসংস্কৃত হব্য, এই ছয় প্রকার বস্তু তোমার ভাগেই রহিল।" উক্ত দেবল বচনে যে 'প্রতিপাদন' কথাটি আছে, তাহার অর্থ—স্বীকরণ। যাহাকে দান করা হইয়াছে, প্রদত্ত বস্তু তাঁহার আপনার হইল এইরূপ বোধ উৎপাদন-পূর্ব্বক দেওয়া অর্থাৎ প্রদত্ত বস্তুতে দানীয় পাত্রের স্বত্ব উৎপাদনপূর্ব্বক ঐ দ্রব্যের উপর তাহার ইচ্ছামত ব্যবহার করিবার ক্ষমতা দেওয়ার নামই "প্রতিপাদন"। অতএব শাস্ত্রে বিহিত পাত্রের স্বত্ব (সম্পূর্ণ অধিকার) যেরূপে হয়, এইরূপে দ্রব্যত্যাগকে (দ্রব্য দেওয়াকে) দান বলা যায়। দানের এইরূপ অর্থ সর্ব্বসম্মত হওয়াতেই, রত্নাকর প্রভৃতি নিবন্ধকারগণ বলিয়াছেন,—"যে পর্য্যন্ত, উদ্দেশ্যীভূত (যাহাকে দান করা হইবে; বলিয়া মনে স্থির করা

ত্যাগবিশেষস্য অনির্ব্বাহান্ন দাতুঃ স্বত্বং নিবর্ত্ততে” ইতি রত্নাকরপ্রভৃতয়ঃ। বস্তুতস্তু “প্রদানং স্বাম্যকারণ”মিতি মনূক্তের্দ্দানমাত্রাৎ সম্প্রদানস্য তদ্বিষয়জ্ঞানাভাবদশায়ামপি স্বত্বমুৎপদ্যতে, পিতুঃ স্বত্বোপরমাত্তদ্ধনে গর্ভস্থস্যেব তেন শাস্ত্রোক্তসম্প্রদানস্বত্বাপাদকদ্রব্যত্যাগো দানম্। তথাচ দত্তস্য

কেবলয়া তপসা বাপি পাত্রতা। যত্র বৃত্তমিমে চোভে তদ্ধি পাত্রং প্রচক্ষতে ইতি। স্বত্বাবচ্ছিন্নত্বম্ উপাধ্যায়কর্ত্তাসম্বন্ধেন স্বত্ববিশিষ্টত্বম্, ত্যাগে বিশেষণম্ ; ত্যাগশ্চ নেদং মম ভবতু ইত্যাকারিকেচ্ছা উপেক্ষায়া মতিব্যাপ্তিবারণায় সংপ্রদানস্বত্বাবচ্ছিন্নেতি ত্যাগ-বিশেষণম্। রত্নাকরাদিমতমাহ তত্তশ্চেতি এতন্মতে সংপ্রদানস্বত্বাবচ্ছিন্নত্বং প্রযোজকতা-সম্বন্ধেন স্বত্ববিশিষ্টত্বং সংপ্রদানস্বত্বং প্রতি ত্যাগস্য প্রযোজকত্বঞ্চ প্রতিগ্রহীতুঃ স্বীকারদ্বারা, স্বীকারশ্চ মমেদমিত্যাকারকং জ্ঞানম্। এবঞ্চ তত্র স্বীকারাভাবেন সংপ্রদানস্বত্বরূপ-বিশে-ষণস্বরূপোপাধিবিরহাৎ সোপাধিত্যাগবিশেষস্য নির্ব্বাহঃ, বিশেষণাভাবাৎ বিশিষ্টাভাব ইতি যাবৎ। এতন্মতে ত্যাগো দাতুঃ স্বত্বনাশমাত্রজনকঃ, প্রতিগ্রহীতুঃ স্বত্বজনকস্তু তৎ-স্বীকার এবেতি বোধ্যম্। তদ্বিষয়কজ্ঞানাভাবে সতি মমেদমিত্যাকারকস্বীকাররূপজ্ঞানা-ভাবে ইত্যর্থঃ। তদ্ধনে পিতৃধনে। পিতৃধনে পুত্রস্বত্বং প্রতি দানাদাজন্যপিতৃস্বত্বনাশ এব হেতুঃ, ন তু মমেদমিত্যাকারকং পুত্রস্য জ্ঞানং গর্ভস্থস্য তাদৃশজ্ঞানাভাবাদিত্যর্থঃ। সংপ্রদা-নেতি শাস্ত্রোক্তসংপ্রদানেত্যর্থঃ। ত্যাগো দানম্ ইত্যুক্তে পুণ্যত্যাগাদাবতিপ্রসঙ্গঃ স্যাৎ অত

হইয়াছে; এইরূপ) পাত্রবিশেষ (ব্যক্তিবিশেষ) প্রদত্ত বস্তুকে আপনার হইল বলিয়া জ্ঞান না করে, সে পর্য্যন্ত ঐ দান, প্রদত্ত দ্রব্যের উপর গ্রহীতার স্বত্বোৎপত্তির উৎপাদক দানরূপে পরিণত না হওয়ায়, উহার উপর দাতার পূর্ব্বাধিকারের নিবৃত্তি হইবেনা” ইহার তাৎপর্য্য এই—যাবৎকাল প্রদত্তবস্তুকে দানের পাত্রীভূত ব্যক্তি সম্পূর্ণরূপে নিজের হইল বলিয়া মনে না করিবে, সে পর্য্যন্ত ঐ দ্রব্যের উপর দাতার অধিকার রহিয়া যাইবে। এইরূপ সিদ্ধান্তের অনুসরণ করিলে শ্রাদ্ধাদিস্থলে প্রদত্ত বস্তু যাহাকে উদ্দেশ করিয়া প্রদত্ত হয়, ঐ বস্তুতে তাহার সাক্ষাৎ সম্বন্ধে স্বীকার না হওয়ায়, দাতার অধিকারই থাকিয়া যায়, এইরূপ আপত্তি হইতে পারে বলিয়া, “বস্তুতস্তু” দ্বারা নিজ সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিতেছেন।—বাস্তবিক কথা এই যে, “প্রদানই প্রদত্ত বস্তুর উপর দানের পাত্রীভূত ব্যক্তির অধিকার স্থাপন করে” মনুর এই উক্তি অনুসারে দাতা দান করিবামাত্রই সম্প্রদানীভূত (যাহাকে উদ্দেশ করিয়া

প্রতিগ্রহো, ন তু প্রতিগ্রহঘটিতং দানমিতি। ব্যক্তমাহ কাত্যায়নঃ,—

"পিত্রা প্রদত্তমাদায় গৃহীত্বা নিষ্ক্রাময়তী"তি। আদায় প্রতিগৃহ্য ততো হস্তং গৃহীত্বা বক্ষ্যমাণমন্ত্রেণ নিষ্ক্রাময়তীত্যর্থঃ। "দত্ত্বান্তে স্বস্তি বাচয়ে"দিতি বক্ষ্যমাণবচনাচ্চেতি। অতএব মরীচিঃ,—

উক্তং স্বত্বত্যাগ ইতি। ন চ "পুণ্যদঃ পুণ্যমাপ্নোতী"তি দর্শমাত্রস্যাপি লক্ষ্যত্বমিতি বাচ্যম্, অতিরভুঙ্ক্ষ্য দদ্যাদ্দানমালভ্য বেতি হারীতেন দেয়স্য প্রোক্ষণস্পর্শনবিধানেন পুণ্যে তজ্জনকত্বাৎ কিন্তু তত্র দানপদং ভাক্তং, স্বত্বত্যাগো দানমিত্যুক্তে চ তর্পণাদ্যতিপ্রসক্তত্বাৎ। স্বত্বাপাদক ইতি তাবন্মাত্রস্যাপি সর্ব্বস্বং ন মামত্যাক্ত্বা প্রব্রজিতস্য উপেক্ষিতে সর্ব্বস্বে তৎসম্বন্ধিনঃ স্বত্বাপাদকত্বাৎ তত্রাতিপ্রসঙ্গঃ, অতঃ সংপ্রদানস্বত্বেতি বৌদ্ধমুদ্দিশ্য দ্রব্যত্যাগোঽপি দানং স্যাদত উক্তং শাস্ত্রোক্তসংপ্রদানেতি। স্বত্বাপাদকত্বং স্বত্বজনকত্বং, তথাচ অমুকস্যেদং ভবতু ন মমেতীচ্ছা দানমিতি ধ্যেয়ম্। দত্তস্য ইতি অত্র ক্তপ্রত্যয়েন দানস্যাতীতত্বং

দান করা হইয়াছে), এইরূপ ব্যক্তির ঐ দান বিষয়ে জ্ঞানের সম্পূর্ণ অভাব থাকিলেও অর্থাৎ প্রদত্ত বস্তুতে দাতার অধিকার নিবৃত্ত হইয়া, আমার অধিকার হইয়াছে, এইরূপ জ্ঞানের অভাব থাকিলেও ঐ প্রদত্ত বস্তুতে তাহারই অধিকার জন্মিবে, যেমন পিতার অধিকারের নিবৃত্তির পরই তদীয়ধনে গর্ভস্থ বালকের (পিতার স্বত্বনিবৃত্তি বিষয়ক জ্ঞানের অভাব সত্ত্বেও) অধিকার জন্মে। অতএব শাস্ত্রে বিহিত পাত্রের সম্পূর্ণ অধিকার যেরূপে হয়, এইরূপ ইচ্ছা করিয়া দাতা কর্ত্তৃক দ্রব্য ত্যাগই যে দান, তাহা সিদ্ধ হইল। আরও দেখ, লোকে প্রথমে প্রদত্ত বস্তুরই অর্থাৎ যাহার দান করা হইয়াছে, তাহারই প্রতিগ্রহ (গ্রহণ) হয়, এইরূপ প্রবাদই প্রচলিত আছে, গ্রহণ করা হইয়াছে বলিয়া প্রদত্ত বস্তুর দান হইয়াছে, এরূপ কথা কেহ বলে না। গ্রহণ করিবার পূর্ব্বেই যে দান সিদ্ধ হয়, এ কথা কাত্যায়ন স্পষ্ট করিয়াই বলিয়াছেন, যথা— "পিতা কর্ত্তৃক প্রথমে প্রদত্ত কন্যাকে গ্রহণ করিয়া হস্তধারণপূর্ব্বক বাহির করিবে।" পূর্ব্বে প্রদত্ত কন্যাকে নিজের হইল বলিয়া স্বীকার করিয়া উহার হস্তধারণপূর্ব্বক বক্ষ্যমাণ মন্ত্র পাঠ করত উহাকে পিতৃগৃহের বাহির করিবে। আরও দেখ, "দান করিবার পর গ্রহীতার মুখ দিয়া স্বস্তি (আমি ইহা গ্রহণ করিলাম) এই কথা বলাইবে।" এই বক্ষ্যমাণ বচন হইতেও গ্রহণের পূর্ব্বেই

"বহুগোষু যথা নষ্টাং মাতরং লভতে সুতঃ।
মনসা যস্য যদ্দত্তং তদ্ধি তস্যোপতিষ্ঠতে॥"

ন চৈতত্তর্পণমাত্রপরং বহুগোষু ইতি দৃষ্টান্তাভিধানেন, "যস্য যদি"তি সামান্যাভিধানেন চ, হোলাকাধিকরণন্যায়াৎ[1]

[1] বোধ্যতে। স্বস্তি বাচয়েৎ স্বীকারয়েৎ। হোলাকেতি যথা হোলাকা প্রাচ্যানামাচারপ্রাপ্তৈব কিন্তু প্রাচ্যানাং হোলাকানুষ্ঠানসিদ্ধয়ে প্রাচ্যৈর্হোলাকা কর্ত্তব্যেতি প্রাচ্যপদবতী শ্রুতির্ন কল্প্যতে গৌরবাৎ, অপি তু হোলাকা কর্ত্তব্যেতি সামান্যত এব শ্রুতিঃ কল্প্যতে, তথাত্রাপি তর্পণপদঘটিতা মনসা যস্য যদিত্যাদিবচনবলাৎ শ্রুতিঃ সামান্যত এব কল্প্যা ইতি ভাবঃ।

যে দান সিদ্ধ হয়, ইহাই প্রতীত হইতেছে। গ্রহণের পূর্ব্বেই দান সিদ্ধ হয় বলিয়াই মরীচি বলিয়াছেন,—"বৎস যেমন বহুসংখ্যক গোরুর পালের মধ্যে মিশ্রিত আপনার মাতাকে খুঁজিয়া লয়, সেইরূপ মনে মনে যাহাকে উদ্দেশ করিয়া যে বস্তু দান হয়, ঐ প্রদত্ত বস্তু সেই ব্যক্তিকেই প্রাপ্ত হয়।" কেহ বলিয়াছিল, "বহুগোষু যথা নষ্টাম্" ইত্যাদি বচন তর্পণপ্রকরণীয়, সুতরাং এতন্মূলক বিধিঘটিত শ্রুতিটিকে তর্পণ মাত্র বিষয়কই বলিতে হইবে, মনে যাহাকে উদ্দেশ করিয়া তর্পণের জল প্রদত্ত হইবে, ঐ ব্যক্তি সাক্ষাৎ উপস্থিত থাকিয়া গ্রহণ না করিলেও, ঐ জল তাহাকেই প্রাপ্ত হইবে, ইহাই তাৎপর্য্য। স্মার্ত্ত বলিতেছেন, উক্ত বচন দ্বারা যে শ্রুতির কল্পনা করা হইবে, তাহা কেবলমাত্র তর্পণবিষয়ক কেন হইবে? কারণ ঐরূপ বিশেষ বিশেষ বিষয়ক এক একটি শ্রুতি কল্পনা করা অপেক্ষা সামান্য বিষয়ক একটি শ্রুতি কল্পনাই ন্যায্য, তাহাতে লাঘব হয়; আরও দেখ, উক্ত বচনের মূলীভূত শ্রুতিটি যদি কেবলমাত্র তর্পণ বিষয়ক হইত, তাহা হইলে "বহুগোষু" ইত্যাদি রূপ ব্যাপক ভাবে দৃষ্টান্তের উপন্যাস করা হইত না, এবং "যস্য যদ্দত্তং" (যাহাকে প্রদত্ত হইয়াছে) এই কথাটিরও এইরূপ সাধারণ ভাবে কথন করা হইত না, সুতরাং পূর্ব্বোক্ত ব্যাপকভাবে দৃষ্টান্তের উপন্যাস এবং "যস্য যৎ" ইত্যাদি সাধারণভাবে কথন দেখিয়া হোলাকাধিকরণ ন্যায়ে ঐ বচনের মূলীভূত শ্রুতিটি যে সামান্য বিষয়ক রূপে কল্পিতে হইবে, ইহাই বুঝাতে হইবে। অর্থাৎ উহা দ্বারা এইরূপ বুঝিতে হইবে যে, কেবল তর্পণ স্থলে জলদানই যে গ্রহীতার স্বীকার ব্যতীতও দানরূপে সিদ্ধ হয়, তাহা নহে, সাধারণতঃ যে কোন বস্তু যে ব্যক্তিকে উদ্দেশ করিয়া দান করা হইবে,

সামান্যপরম্। তেন শ্রাদ্ধাদাবপি তথা একত্র নির্ণীত ইতি ন্যায়াৎ। অতএব দত্তস্যোদ্দেশ্যপাত্রাভাবে ইতরধনবত্তদ্ধনস্য স্বামিকুলে প্রতিপত্তিমাহ হেমাদ্রিধৃতধৌম্যঃ,—

"পরোক্ষে কল্পিতং দানং পাত্রাভাবে কথং ভবেৎ।

তথা মনসা বদ্দত্তমিত্যাদিবচনং মনসেত্যাদিবচনস্য প্রকরণাৎ তর্পণপরত্বে ন ক্ষতিরিত্যাহ একত্রেতি। একত্র নির্ণীতঃ শাস্ত্রার্থো বাধকং বিনান্যত্রাপি তথেতি ন্যায়াদিত্যর্থঃ। প্রকৃতে একত্র তর্পণে। অতএব স্বীকারাৎ পূর্ব্বং দানে উদ্দেশ্যসংপ্রদানস্য স্বত্বজনকত্বাদেব। উদ্দেশ্যেতি পাত্রস্যাভাবে সুতরাং তৎস্বীকারাভাব ইতি ভাবঃ। ইতরধনবৎ মনসোদ্দিশ্য দত্তেতরস্বকীয়ধনবৎ। তদ্ধনস্য মনসা পাত্রমুদ্দিশ্য দত্তধনস্য। স্বামিকুলে উদ্দেশ্যপাত্রকুলে।

ঐ উদ্দেশ্যবিষয়ীভূত ব্যক্তি সাক্ষাৎ উপস্থিত থাকিয়া এই বস্তু আমি গ্রহণ করিলাম, এইরূপ স্বীকার না করিলেও ঐ দান সিদ্ধ হইবে। এক্ষণে হোলাধিকরণের কথাটাও বলি। প্রাচ্যদেশীয় ব্যক্তিগণের মধ্যে শিষ্টপরম্পরা হোলাকা নামক একটি লৌকিক পর্ব্বের অনুষ্ঠান দৃষ্ট হয়; অথচ তৎসম্বন্ধে কোনরূপ শাস্ত্রীয় বিধি সাক্ষাৎ সম্বন্ধে দৃষ্ট হয় না. সাক্ষাৎ সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় বিধি দৃষ্ট না হইলেও শিষ্টাচার দেখিয়া যেমন সাধারণ ভাবেই "হোলাকাং কুর্ব্বীত" (হোলাকা করিবে) ইত্যাদিরূপ ঐ শিষ্টাচারমূলক শ্রুতির কল্পনা করা হয়, কিন্তু "প্রাচ্যৈর্হোলাকা কার্য্যা" (প্রাচ্যদেশীয় ব্যক্তিরাই হোলাকা করিবে) এইরূপ বিশেষ শ্রুতির কল্পনা করা হয় না, এ স্থলেও সেইরূপই বুঝিতে হইবে। আর উহাকে তর্পণ মাত্র বিষয়ক বলিলেও বিশেষ ক্ষতি নাই, কারণ, শাস্ত্রে একটি নিয়ম করা হইয়াছে, "একত্র নির্ণীতঃ শাস্ত্রার্থো বাধকং বিনান্যত্রাপি তথা" (একস্থলে শাস্ত্রের অভিপ্রেত অর্থ যেরূপ স্থির করা হইবে, কোন প্রকার বাধক না থাকিলে ঐ সিদ্ধান্ত অপর স্থলেও প্রবৃত্ত হইবে, এই হেতু তর্পণ স্থলে জলদান যেমন উদ্দেশীভূত পাত্রের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে স্বীকার না থাকিলেও সিদ্ধ হয়, শ্রাদ্ধাদি স্থলেও সেইরূপ উদ্দেশীভূত পাত্রের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে স্বীকার না থাকিলেও ঐ দত্ত বস্তুতে আর দাতার স্বত্ব থাকিবে না। এই হেতুই অর্থাৎ উদ্দেশীভূত পাত্রের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে স্বীকার না থাকিলেও দত্ত বস্তুতে দাতার অধিকারের নিবৃত্তি হইয়া পাত্রের অধিকার জন্মে বলিয়াই, হেমাদ্রি কর্ত্তৃক উদ্ধৃত ধৌম্যের বচনে উদ্দেশীভূত পাত্রের দানের পর অভাব ঘটিলে, ঐ পাত্রের স্বকীয় ধনের

গোত্রজেভ্যস্তথা দদ্যাত্তদভাবেঽস্য বন্ধুষু ॥" দানকল্পতরৌ নারদঃ,—

"ব্রাহ্মণস্য চ যদ্দত্তং সান্বয়শ্চ ন চাস্তি সঃ।
"সকুল্যে তস্য নিনয়েত্তদভাবেঽস্য বন্ধুষু ॥
যদা তু ন সকুল্যাঃ স্যুর্ন চ সম্বন্ধিবান্ধবাঃ।
দদ্যাৎ সজাতিশিষ্যেভ্যস্তদভাবেঽপ্সু নিঃক্ষিপেৎ ॥"
অতএব শ্রাদ্ধীয়ান্নস্য পাত্রাভাবে জলে প্রক্ষেপঃ। অতএব,
"মনসা পাত্রমুদ্দিশ্য ভূমৌ তোয়ং বিনিঃক্ষিপেৎ।
বিদ্যতে সাগরস্যান্তো দানস্যান্তো ন বিদ্যতে ॥"

প্রতিপত্তিং সমর্পণং। গোত্রজেভ্য ইত্যুপলক্ষণম্ উত্তরাধিকারিপরম্। দদ্যাৎ সমর্পয়েৎ। তদভাবে গোত্রজাভাবে। যদ্দত্তমিত্যত্র যদ্দেয়মিতি পাঠেঽপি যদ্দত্তমিত্যর্থঃ। ন ইতি সান্বয়ো ব্রাহ্মণঃ ইত্যর্থঃ। তস্য সংপ্রদানস্য। সজাতীতি অন্যজাতিশিষ্যেভ্যস্তু ন দদ্যাদিত্যর্থঃ। অতএব এতাদৃশস্থলেঽপ্সু নিক্ষেপস্য শাস্ত্রবোধিতত্বাদেব। অতএব সাক্ষাৎ

ন্যায় প্রদত্ত বস্তুর ও উদ্দেশ্যীভূত পাত্রের উত্তরাধিকারীগণের হস্তে সমর্পণের ব্যবস্থা দৃষ্ট হয়। যথা—"যদি কোন বস্তু উদ্দেশ্যীভূত পাত্রের অসমক্ষে (অনুপস্থিতিতে) দান করা হইয়া থাকে এবং পরে ঐ পাত্রের অভাব ঘটে, তাহা হইলে ঐ প্রদত্ত বস্তুর গতি কি হইবে? এইরূপ প্রশ্নের উত্তরে বলিতেছেন ঐ বস্তু উক্ত পাত্রের গোত্রজ অর্থাৎ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে উত্তরাধিকারীগণকে দান করিবে। ঐরূপ উত্তরাধিকারীর অভাব ঘটিলে, পাত্রের বন্ধুদিগকে দান করিবে।" দানকল্পতরু নামক গ্রন্থে নারদেরও এইরূপ একটি বচনও দৃষ্ট হয়, যথা,—যদি কোন বস্তু কোন ব্রাহ্মণকে উদ্দেশ করিয়া দান করা হয় এবং ঐ ব্রাহ্মণ সবংশে নাশ প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে ঐ বস্তু তাহার সকুল্যে অর্পণ করিবে, সকুল্যের অভাবে বন্ধুবর্গকে অর্পণ করিবে, যদি সকুল্য, বন্ধুবান্ধব কেহই না থাকে, তবে স্বজাতীয় শিষ্যকে দান করিবে, তাহার অভাবে জলে নিক্ষেপ করিবে।" এই হেতু এক্ষণে শ্রাদ্ধে পাত্রীয় ব্রাহ্মণের রেওয়াজ নাই বলিয়া, পাত্রীয়ান্নগুলি জলে ফেলে দেওয়া হয়। এবং পাত্রাদির অভাবে প্রদত্ত বস্তুর অবশেষে জলে নিক্ষেপের কথা আছে, বলিয়াই "যদি দানের পাত্র উপস্থিত না থাকে, তবে মনে মনে কোন একটি পাত্রকে উদ্দেশ করিয়া দানবাক্য পাঠ করত ঐ দানজল মৃত্তিকার উপরই নিক্ষেপ

ইতি নারদীয়োক্তদানানন্তরমেব স্বীকারাৎ পূর্ব্বং দক্ষিণা ক্রিয়তে। ১২৫॥

যত্র তু পাত্রবিশেষামুদ্দেশ্যকদানং তত্র দাতুঃ প্রতিপত্ত্যুপদেশাৎ তদধীনসংপ্রদানবিশেষনিরূপিতস্বত্বং ত্যাগাদেব জায়তে। তৎ প্রতিপাদনমাহ মৎস্যপুরাণম্‌,—

"ন চিরং ধারয়েদ্গেহে হেম সংপ্রোক্ষিতং বুধঃ।
তিষ্ঠেদ্ ভয়াবহং যস্মাচ্ছোকব্যাধিকরং নৃণাম্‌॥

সংপ্রদানাভাবেঽপি দানস্য বিহিতত্বাদেব। অন্তঃ ইয়ত্তয়া পরিচ্ছেদঃ। নারদীয়োক্তদানেতি মনসা উদ্দিশ্যপাত্রকদানমিত্যর্থঃ। স্বীকারাৎ পূর্ব্বমিতি দানস্য প্রতিগ্রহঘটিতত্বে তু তদানীং স্বীকারাভাবেন দানানিষ্পত্ত্যা কর্ম্মণঃ সমাপ্তৌ কর্ত্তব্যা দক্ষিণা তদানীং ন স্যাৎ, দানস্য তদানীমসমাপ্তত্বাৎ ইতি ভাবঃ। ১২৫॥

পাত্রবিশেষেতি যথাসম্ভবগোত্রনাম্নো ইত্যুল্লেখেন দানমিত্যর্থঃ। প্রতিপত্ত্যুপদেশাৎ উত্তরপ্রতিপত্ত্যুপদেশাৎ। তদধীনেতি উত্তরপ্রতিপত্ত্যধীনং সম্প্রদানবিশেষনিরূপিতস্বত্বং,

করিবে, অর্থাৎ পাত্র উপস্থিত না থাকিলেও দান করিবে, কেন না, সমুদ্রের বরং অন্ত পাওয়া যায়, কিন্তু দানজল অনন্ত" এই নারদীয় বচনে যে প্রকারে দান করা হইয়াছে ঐ প্রকার পরই পাত্রের স্বীকার করার পূর্ব্বেই দানসিদ্ধির নিমিত্ত দক্ষিণাবাক্য করা হইয়া থাকে, অর্থাৎ যদি পাত্রের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে স্বীকারের অভাবে দান অসিদ্ধ হইত, তবে ঐ দানসিদ্ধির নিমিত্ত দক্ষিণাবাক্যও করা হইত না, দানসিদ্ধির নিমিত্তই শাস্ত্রে দক্ষিণা দিবার ব্যবস্থা। ১২৫॥

কিন্তু যে স্থলে কোন পাত্রবিশেষকে মনে মনে উদ্দেশ না করিয়াই দান করা হয়, যেমন যে কোন গোত্রজাত, যে কোন ব্রাহ্মণকে আমি এই বস্তু দান করিলাম," এইরূপ বাক্য বলিয়া দান করা হয়, সেস্থলে, দাতার উপরই উত্তরা প্রতিপত্তি। প্রদত্ত বস্তু বিলি করিবার ভার শাস্ত্রে উপদিষ্ট হওয়ায়, সেই উত্তরা প্রতিপত্তির অধীন যে সম্প্রদান বিশেষ হইবে, অর্থাৎ পরে ঐ বস্তু যাহাকে বিলি করা মনে মনে স্থির করা হইবে, দানের পর হইতেই ঐ বস্তুর উপর তাহারই স্বত্ব (অধিকার) জন্মে। প্রদত্ত বস্তু যে অবিলম্বে পাত্রসাৎ করিতে হইবে: একথা মৎস্যপুরাণে বলা হইয়াছে, যথা—"বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি সংপ্রোক্ষিত সুবর্ণ বহুকাল অবধি আপনার গৃহে রাখিবেনা। কারণ উহা গৃহে থাকিলেই ভয়াবহ (দোষজনক) এবং মনুষ্যদিগের শোক

শীঘ্রং পরস্বীকরণাৎ শ্রিয়ং প্রাপ্নোতি পুষ্কলাম্ ॥” সংপ্রোক্ষিতং পাত্রমুদ্দিশ্য ত্যক্তমিতি হেমাদ্রিঃ। অতএব বিষ্ণুপুরাণং—

“তস্মাৎ সর্ব্বাত্মনা পাত্রে দদ্যাৎ কনকমুত্তমম্ ।
অপাত্রে পাতয়েৎ দত্তং সুবর্ণং নরকার্ণবে।”
প্রমাদতস্তু যন্নষ্টং তাবন্মাত্রং নিযোজয়েৎ ।
অন্যথা স্তেয়যুক্তঃ স্যাদ্ধেন্যদত্তে বিনাশিনি ॥”

“তৎ সুবর্ণং ব্রাহ্মণায় উৎসৃষ্টং, ব্রাহ্মণসাৎকৃতং, যদি চৌরা-

তথাচ উৎসৃজ্য যস্মৈ পশ্চাৎ দীয়তে তস্য স্বত্বম্ । তদানীনেব ত্যাগাত্তদনীতার্থঃ। অতএব স্বীকারস্যাশ্রেয়ঃপ্রাপ্তিসাধনত্বাদেব । পাত্রে দদ্যাদিতি তথাচ এতদর্থমেব কেবলং দদ্যাদিত্যনুক্ত্বা পাত্রে দদ্যাদিত্যুক্তমিতি ভাবঃ। নন্ প্রদানং স্বাম্যকারণম্ ইতি মনুবচনাৎ ত্যাগো যদি দাতুঃ স্বত্বধ্বংসং প্রতি গ্রহীতুশ্চ স্বত্বং জনয়তি ইত্যুচ্যতে, তদা মনসা পাত্রমুদ্দিশ্য ভূমৌ তোয়ং বিনিক্ষিপেৎ ইতি নারদীয়াৎ যৎ পাত্রমুদ্দিশ্য ত্যাগঃ কৃতস্তেন যদি তদুপেক্ষ্যতে তদা তদুপেক্ষয়া তৎস্বত্বনাশাৎ অস্বামিকত্বেন তদপহর্তুশ্চৌর্য্যদোষো ন স্যাৎ পরমাত্রস্বত্বাস্পদীভূতদ্রব্যাপহরণং স্তেয়মিতি স্তেয়লক্ষণাৎ। উপেক্ষয়া স্বত্বহানিমাহ বৃহস্পতিঃ,—প্রাপ্তমাত্রং যেন ভুক্তং স্বীকৃত্যাপরিপন্থিতম্ । তস্য তৎসিদ্ধিমাপ্নোতি হানিঞ্চোপেক্ষয়া তথেতি। চেন্ন, তত্র সংপ্রদানরূপদানাঙ্গাভাবাৎ দাতুঃ স্বত্বধ্বংসো ন জায়তে ইতি। অঙ্গান্যাহ দেবলঃ,—দাতা প্রতিগ্রহীতা চ শ্রদ্ধা দেয়ঞ্চ ধর্ম্মযুক্ । দেশকালৌ চ দানানামঙ্গান্যেতানি ষড়্বিধঃ। এতচ্চোপরিষ্টাদ্ব্যক্তীভবিষ্যতি। ধর্ম্মযুঙ্ ন্যায়ার্জ্জিতং দ্রব্যং দাতারমাহ দেবলঃ,—অপাপরোগী ধর্ম্মাত্মাদিৎসুরব্যসনঃ শুচিঃ। অনিন্দ্যাজীবকর্ম্মা চ ষড়্ভির্দাতা প্রশস্যতে ॥ অনিন্দ্যাজীবকর্ম্মা অনিন্দিতজীবনোপায়ঃ। অপাত্রে পাতয়েদিতি অপাত্রে দত্তং সুবর্ণং কর্ত্তৃ দাতারং নরকে পাতয়েদিত্যর্থঃ। উৎসৃষ্টং হেম। আদত্তে

ও ব্যাধির হেতু হয়, অতএব যত শীঘ্র অপরে উহা গ্রহণ করে, ততই অধিক মঙ্গল লাভ হয়।” হেমাদ্রি ‘সংপ্রোক্ষিত’ শব্দের অর্থ অনির্দ্দিষ্ট পাত্রকে উদ্দেশ করিয়া প্রদত্ত, এইরূপ করিয়াছেন। এই হেতুই অর্থাৎ দত্তবস্তু অবিলম্বে পাত্রসাৎ করা অধিক মঙ্গল লাভের হেতু হওয়াতেই বিষ্ণুপুরাণে বলা হইয়াছে “অতএব সর্ব্বপ্রকার যত্ন সহকারে উত্তম সুবর্ণ পাত্রে সমর্পণ করিবে, অপাত্রে প্রদত্ত সুবর্ণ দাতাকে নরকার্ণবে পাতিত করে। প্রমাদবশতঃ ব্রাহ্মণের উদ্দেশে উৎসৃষ্ট সুবর্ণ হারাইয়া গেলে তাবৎপরিমিত সুবর্ণ পুনর্দান করিবে। অন্যথা হারাণ সুবর্ণ ব্রাহ্মণসাৎ না করিলে, চৌর্য্যদোষ উৎপন্ন হয়। এই শ্লোকের

দিনা অপহ্রিয়তে তদা তাবদেব পুনরুৎসৃজ্য দেয়মি”তি দান-সাগরঃ। “দ্রব্যামর্জ্জয়ন্ ব্রাহ্মণঃ প্রতিগৃহ্ণীয়াদ্‌যাজয়েদধ্যাপয়েদি”তি শ্রুতৌ যাজনাধ্যাপনসাহচর্য্যাৎ প্রতিগ্রহস্য স্বত্বমজনয়তোঽপ্যর্জ্জনরূপতা ন বিরুদ্ধা। “যাজনাধ্যাপনাদৌ দক্ষিণা-

---

ব্রাহ্মণায়োৎসৃষ্টে অথচ ব্রাহ্মণসাদকৃতে। নন্থ স্বীকারস্থ স্বত্বাজনকত্বে দ্রব্যমর্জ্জয়ন্ ইত্যাদৌ প্রাপ্তস্য শতৃপ্রত্যয়ার্থস্য প্রতিগ্রহযাজনাধ্যাপনান্ অর্জ্জনাভেদস্য ভবন্মতেঽসম্ভবঃ, স্বীকারাপরপর্য্যায়ে প্রতিগ্রহে স্বত্বজনকব্যাপাররূপস্যার্জ্জনস্য ভেদসত্ত্বাদিত্যত আহ দ্রব্যমর্জ্জয়ন্নিত্যাদি। অজনয়তঃ সাক্ষাদজনয়তঃ। যাজনাধ্যাপনাস্থলে দক্ষিণাদানা-

---

দানসাগরে এইরূপ ব্যাখ্যা করা হইয়াছে—“ঐ ব্রাহ্মণের উদ্দেশে উৎসৃষ্ট সুবর্ণ ব্রাহ্মণের হস্তগত করিবার পূর্ব্বে যদি চৌরাদিদ্বারা অপহৃত হয়, তবে পুনর্ব্বার তাবৎপরিমিত সুবর্ণ উৎসর্গ করিয়া দান করিবে।” এক্ষণে কেহ আশঙ্কা করিয়াছিল, যদি দানই স্বত্বের জনক হয়, প্রতিগ্রহকে স্বত্বের জনক না বল, তাহা হইলে ‘ধন অর্জ্জনে প্রবৃত্ত ব্রাহ্মণ প্রতিগ্রহ করিবে, যাজন করিবে, এবং অধ্যাপনা করিবে।’’ এই শ্রুতিতে অর্জ্জনকে প্রতিগ্রহের সহিত অভিন্নরূপে নির্দ্দেশ করা হওয়ায়, অর্জ্জনেরই যে তিনটী প্রকার, প্রতিগ্রহ, যাজন এবং অধ্যাপনা, উক্ত শ্রুতিতে তাহাই দেখান হইয়াছে। এক্ষণে দেখ, সমুদয় শাস্ত্রকারগণ অর্জ্জন শব্দের—“স্বত্ব উৎপাদক ব্যাপার” (ক্রিয়া), এইরূপ পরিভাষা করিয়াছেন। প্রতিগ্রহ যখন অর্জ্জনেরই একটি প্রকার রূপে উক্ত শ্রুতিতে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, তখন উহাকেও স্বত্বউৎপাদক ব্যাপারবিশেষ বলিয়াই স্বীকার করিতে হইবে; কিন্তু তুমি বলিতেছ, প্রতিগ্রহ স্বত্বউৎপাদক ব্যাপার নহে, কেবল দানই স্বত্বোৎপাদক ব্যাপার; সুতরাং উক্ত শ্রুতির সহিত তোমার কথায় বিরোধ ঘটিতেছে, ইহার উত্তরে স্মার্ত্ত বলিতেছেন, দেখ, আমার মতে প্রতিগ্রহ স্বত্বের অজনক হইলেও উহকে উক্ত শ্রুতি অনুসারে অর্জ্জনেরই প্রকারভেদ বলিলে কোন বিরোধ হইতেছে না, যাজন এবং অধ্যাপনাও ত সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কোনরূপ স্বত্বের জনক না হইয়াও যখন উক্ত শ্রুতিতে অর্জ্জনের প্রকারভেদ রূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তখন উহাদের সাহচর্য্যবশতঃ কোনরূপ স্বত্বের জনক না হইয়া প্রতিগ্রহও যে অর্জ্জনের প্রকারভেদরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহাতে আর বিরোধ কি? যাজন ও অধ্যাপন যে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে স্বত্বের জনক নহে, কিন্তু তজ্জন্য দক্ষিণাদানের পর,

দানাদেব স্বত্বা”দিতি দায়ভাগঃ। ন তু প্রতিগ্রহাৎ স্বত্বম্ ;
প্রাগুক্তমনুধৌম্য-নারদীয়বচনবিরোধাৎ, সংপ্রদানস্বীকারাৎ

সুবোধেন যাজনাদৌ সাক্ষাৎ জনকত্বাভাবাৎ পারিভাষিকমেবার্জনত্বং বক্তব্যং, তচ্চ স্বপ্রযোজকত্বম্, প্রযোজকত্বঞ্চ কচিজ্জনকজনকত্বং যথা দণ্ডাদ্ঘট ইত্যত্র দণ্ডস্য ঘটজনকভ্রমিজনকত্বাৎ,কচিচ্চ প্রযোজকীভূতজ্ঞানবিষয়ত্বং যথা চর্ম্মণি দীপিনং হন্তীত্যত্র দীপিহননপ্রযোজকস্য চর্ম্ম ইষ্টসাধনমিতি জ্ঞানস্য বিষয়ত্বরূপং প্রযোজকত্বং চর্ম্মণঃ, তচ্চ সপ্তম্যা বোধ্যতে, প্রকৃতে চ ময়া দত্তে সতি অয়ং প্রতিগ্রহীষ্যতীত্যাকারকপ্রতিগ্রাহক জ্ঞানস্যাপি দানপ্রযোজকত্বাৎ দানাধীনস্বত্বং প্রত্যপি প্রযোজকতয়া তদ্বিষয়প্রতিগ্রহস্যাপি প্রযোজকত্বমিতি। নব্যাস্তু ষট্ কর্ম্মাণিতায় বিপ্রায় দদ্যাদিতি বিধেঃ সংপ্রদানবিশেষণানাং যজ্ঞাদেব কর্ম্মণাং দানপ্রযোজকতয়া তদন্তর্গতস্য প্রতিগ্রহস্যাপি সুতরাং প্রযোজকত্বম্। ষট্ কর্ম্মাণি চ যজনং যাজনা অধ্যয়নমধ্যাপনা দানং প্রতিগ্রহশ্চেত্যাহুঃ। প্রাগুক্তেতি প্রদানং

ঐ দক্ষিণাতে যাজক বা অধ্যাপকের অধিকার হইবার পরে উহারা যে, স্বত্বের জনক হয়, একথা দায়ভাগকারও বলিয়াছেন। যাজন বা অধ্যাপনা ইহারা নিজে সাক্ষাৎসম্বন্ধে কোনরূপ স্বত্বজনক ব্যাপার নহে ; কিন্তু যাজন বা অধ্যাপনের জন্য যাজক ও অধ্যাপককে যে, দক্ষিণা দান করা হয়, উহা একটি স্বত্বজনক ব্যাপার বটে, এবং যাজন বা অধ্যাপন, ইহারা ঐ দক্ষিণাদানরূপ কার্য্যের যে প্রযোজক,তাহাতে সন্দেহ কি ? অতএব যাজন বা অধ্যাপন সাক্ষাৎ সম্বন্ধে স্বত্বের জনক বা প্রযোজক না হইলেও স্বত্বপ্রয়োজনীকভূত দক্ষিণাদানরূপ ব্যাপারের প্রযোজক হওয়াতেই উহারা যেমন সাক্ষাৎ সম্বন্ধে অর্জ্জনের প্রকাররূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, সেইরূপ প্রতিগ্রহও সাক্ষাৎসম্বন্ধে স্বত্বের জনক বা প্রয়োজক না হইলেও, অপরে প্রতিগ্রহ করিবে, এইরূপ জ্ঞান থাকাতেই লোকে দান করিয়া থাকে, সুতরাং প্রতিগ্রহ, স্ববিষয়ক দানের প্রযোজক। দানের প্রযোজক হওয়াতেই দানজন্য স্বত্বেরও প্রযোজক, কাজেই উক্তরূপ জ্ঞানের বিষয়ীভূত প্রতিগ্রহও পরম্পরা সম্বন্ধে দানজন্য স্বত্বেরও প্রযোজক হইয়াছে। এইরূপ পরম্পরাসম্বন্ধে স্বত্বের প্রযোজক বা জনক হওয়াতেই উহাকে উক্ত শ্রুতিতে অর্জ্জনের প্রকারভেদরূপে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। অন্যদিকে প্রতিগ্রহ করিবার পরই যে, দত্ত বস্তুতে পাত্রের স্বত্ব উৎপন্ন হয়, পূর্ব্বে নহে, একথা কখনই বলা যায় না, এরূপ কথা বলিলে পূর্ব্বোক্ত “প্রদানং স্বাম্যকারণং” এই মনুর বাক্য “পরোক্ষে কল্পিতং দানং” এই যৌম্যের বাক্য এবং “মনসা পাত্র-

পূর্ব্বং ত্যক্তদ্রব্যস্ত অন্যেন গ্রহণে ব্রহ্মস্বাপহারানাপত্তেশ্চ ॥১২৬

এবঞ্চ দানে সংপ্রদানস্য কারণতা উদ্দেশ্যত্বাৎ, ন তু অনু-মতিদ্বারা মানাভাবাৎ, "মনসা পাত্রমুদ্দিশ্য" ইত্যত্র ব্যভি-

---

চার্য্যকারণমিতি মনুঃ, পরোক্ষে কল্পিতং দানমিতি ধৌম্যঃ, মনসা পাত্রমুদ্দিশ্যেতি নারদঃ। ব্রহ্মস্বেতি তথাচ তদানীং দ্রব্যত্যাগস্য জাতত্বাৎ দাতুঃ স্বত্বং নষ্টং, স্বীকারস্যাজাতত্বাচ্চ ভবন্মতে সংপ্রদানস্য স্বত্বং ন জাতম্ অতস্তদ্দ্রব্যং তদানীমস্বামিকত্বান্নিধি-তুল্যমিতি ভাবঃ ॥ ১২৬ ॥

ননু প্রাচাং মতে ক্রিয়াজনকত্বং কারকত্বং, প্রকৃতে চ যত্র দূরস্থত্বাদিনা সংপ্রদানস্য স্বীকারাভাবঃ তত্র দানানির্ব্বাহাৎ সংপ্রদানস্য ন কারকত্বং, ভবন্মতে চ স্বীকারস্য দাননিষ্পাদকত্বাৎ তত্রাপি কারকত্বমিষ্টং, তচ্চ ন সম্ভবতি সংপ্রদানস্য ক্রিয়াজনকত্বাভাবাৎ, ইত্যত আহ এবঞ্চেতি। যতঃ সংপ্রদানস্য উদ্দেশ্যত্বম্ অতঃ সম্প্রদানস্য কারকত্বমিত্যর্থঃ। তথাচ সংপ্রদানস্য মুখ্যকারকত্বাভাবেঽপি উদ্দেশ্যরূপং ভাক্তকারকত্বমিতি সংপ্রদানস্যানুমত্যর্থঃ। অমুকদ্রব্যং তে দদানীতি উক্ত্বা সংপ্রদানহস্তে দাত্রা জলং দীয়তে, সংপ্রদানেন চ দদস্বেত্যনুমতিঃ ক্রিয়তে, তয়ৈব চানুমত্যা দাতা দদাতি, অতো দানং প্রতি

মুদ্দিশ্য" ইত্যাদি নারদের বাক্যের সহিত ঐরূপ সিদ্ধান্তের বিরোধ হয়; কারণ, ঐ সকল বচনে পাত্রের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে প্রতিগ্রহ হউক বা না হোক্, দানের পরই দত্ত বস্তুতে পাত্রের স্বত্ব জন্মিবার কথা বলা হইয়াছে, এবং পাত্র কর্তৃক প্রদত্ত বস্তু গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে অন্যব্যক্তি ঐ বস্তু গ্রহণ করিলে অপহরণকারীর ব্রহ্মস্বাপ-হরণ জন্য দোষ না হইবার আশঙ্কাও হইতে পারে। আমি কোন বস্তু দান করিলাম, কিন্তু তৎকালে কোন ব্রাহ্মণ উপস্থিত হইয়া গ্রহণ করিল না, গ্রহণ না করিবার জন্য দত্ত বস্তুতে ব্রাহ্মণের স্বত্ব না হয়, তবে তথাবিধ দত্তবস্তু চুরি করিলে, চোরের ব্রহ্মস্বাপহরণ জন্য পাপই বা হইবে কেন? ১২৬।

কেহ আশঙ্কা করিয়াছিল, পাত্রের অনুপস্থিতিতেও যদি দান ক্রিয়া সিদ্ধ হয়, তবে পাত্রকে 'সম্প্রদান' বলা হয়, কিরূপে? সম্প্রদান একটি কারক, আর কারক হইলেই সাক্ষাৎ সম্বন্ধে উহার ক্রিয়ার প্রতি নিমিত্ততা বা কারণতা থাকা আবশ্যক, এই জন্য প্রাচীনেরা বলিয়াছেন, "প্রথমে দাতা পাত্রের হস্তে জল দিয়া বলেন, "তোমাকে অমুক বস্তু এক্ষণে দান করি," ইহার পর পাত্র আচ্ছা "দান কর" এইরূপ অনুমতি প্রদান করিবার পর দানক্রিয়া সিদ্ধ হওয়াতেই পাত্র অনুমতিপ্রদানরূপে দানক্রিয়াসিদ্ধির হেতু বলিয়াই উহাকে "সম্প্রদান" বলা হয়; কিন্তু তোমার মতে পাত্রের সম্পূর্ণরূপ অনুপস্থিতিতেও যখন দান

চারাচ্চ। এবঞ্চ ত্যাগান্নিবৃত্তমপি দাতুঃ স্বত্বং সংপ্রদানাগ্রহণা-দসম্যক্ত্বেন তস্য অদানত্বশ্রুতেঃ দাতুঃ পুনঃ স্বত্বমুৎপদ্যতে। তথাচ নারদঃ,—

সংপ্রদানানুমতিঃ কারণং, তদ্বারা চ সম্প্রদানমপি কারণমিতি প্রাচীনমতমপি তদপি দূষয়তি নত্বিতি অসম্যক্ত্বেন দানস্যাসম্যক্ত্বেন তস্যাসম্প্রদানস্য। দাতুঃ পুনঃ স্বত্বমিতি তথাচ বক্ষ্যমাণবচনবলাৎ দাতুরেব পুনঃ স্বত্বমুৎপদ্যতে ন তৎস্যেতি

ক্রিয়াসিদ্ধির কোনরূপ বাধা নাই, তখন পাত্রের চিরপ্রসিদ্ধ সম্প্রদানত্বই অসিদ্ধ হইল। ইহার উত্তরে বলিতেছেন, পাত্রের সাক্ষাৎসম্বন্ধে উপস্থিতি-বিরহে দানক্রিয়া সিদ্ধ হইলেও পাত্রের সম্প্রদানত্বের কোন প্রকার ব্যাঘাত হইতেছে না; কারণ পাত্র সাক্ষাৎ সম্বন্ধে উপস্থিত না থাকিয়াও উদ্দেশ্যভূতরূপে দান ক্রিয়ার কারণ হইয়াছে; কারণ পরে প্রদত্ত বস্তু কোন না কোন ব্রাহ্মণ অবশ্যই গ্রহণ করিবে। এইরূপ নিশ্চয় করিবার পর মনে মনে যথাসম্ভব গোত্রনাম ব্রাহ্মণের উদ্দেশ করিয়াইত দান করিবার বিধান করা হইয়াছে। ঐরূপ বিধান দ্বারা স্পষ্টই প্রতীত হইতেছে যে, কোন একজন উদ্দেশ্যীভূত ব্যক্তি পরে ঐ প্রদত্তবস্তু গ্রহণ না করিলে, দান সিদ্ধই হইবে না, এরূপ অবস্থায় পাত্র দানের পূর্ব্বে উপস্থিত না থাকিয়াও পরে প্রতিগ্রহ দ্বারা দান সিদ্ধির প্রতি কারণ হওয়ায়, তাহার সম্প্রদানত্বের ব্যাঘাত হইবে কেন? অর্থাৎ উক্তস্থলে পাত্রদান সিদ্ধির প্রতি পূর্ব্ববর্ত্তী কারণ না হইয়া পরে প্রতিগ্রহ দ্বারা ঐ দানের সিদ্ধি করে বলিয়া, পরবর্ত্তী কারণ হইয়াছে। যে কোন প্রকারে ক্রিয়া সিদ্ধির প্রতি কারণ হইলেই ত কারক হইবে। আর যে, প্রাচীনেরা বলিয়াছেন—“পাত্র দান কর” এইরূপ অনুমতি দিবার পর দান করা হয় বলিয়া, অনুমতি দ্বারা পাত্রের সম্প্রদানত্ব সিদ্ধ হইয়াছে, একথাও প্রমাণ-শূন্য। অগ্রে পাত্রের অনুমতি না লইয়া যে দান করা যাইতে পারিবে না, এরূপ মতের অনুকূল কোন প্রমাণ নাই, শুধু যে, প্রমাণ নাই, তাহা নহে, “মনসা পাত্রমুদ্দিশ্য” এই নারদীয় বচনের ব্যভিচারও হইয়া পড়ে, অর্থাৎ পাত্রের অনুমতি ব্যতীত যদি দানক্রিয়া সিদ্ধ না হয়, তবে মনে মনে পাত্রকে উদ্দেশ করিয়া দানের বিধি করাই নিষ্ফল। যদি এরূপ হইল, অর্থাৎ সম্প্রদানের (পাত্রের) পরে প্রতিগ্রহও দানসিদ্ধির প্রতি কারণ বলিয়া স্থিরীকৃত হইল,

"দত্ত্বা দানমসম্যগ্‌যৎ পুনরাদাতুমিচ্ছতি
দত্তাপ্রদানিকং নাম ব্যবহারপদং হি তৎ ॥"

"অসম্যক্‌ত্বঞ্চ দানস্যাদেয়দ্রব্যদানাদ্বা, অযথার্থদানাদ্বা, সৎপ্রদানভ্রান্ত্যাদিনা বা, পাত্রাদ্যসম্মত্যাদিনা বা, দাতুরেবাশুদ্ধাদ্যবস্থাভেদাদেতি", বাচস্পতিমিশ্রাঃ। তথাচ দেবলঃ,—

"দাতা প্রতিগ্রহীতা চ শ্রদ্ধাদেয়ঞ্চ ধর্ম্মযুক্।
দেশকালৌ চ দানানামঙ্গান্যেতানি ষড়্বিদুঃ॥" ধর্ম্মযুক্ ন্যায়ার্জ্জিতং দেয়ং দ্রব্যম্। তথাচ বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরম্,—

ভাবঃ। আদাতুমিচ্ছতি আদাতুমর্হতি। অদেয়দ্রব্যম্ একপুত্রসর্ব্বস্বাদিকম্। বক্ষ্যা-

তা'হলে যে স্থলে, পাত্রের সাক্ষাৎ অনুপস্থিতিতে যথাসম্ভব গোত্র নাম বলিয়া অনির্দ্দিষ্ট পাত্রের উদ্দেশে দেয় বস্তু দান করা হইয়াছে, যে স্থলে দানের পরই দত্তবস্তুর উপর দাতার, স্বত্ব নিবৃত্ত হইলেও প্রদত্ত বস্তুকে অসম্যক্ (গ্রহণের অযোগ্য বলিয়া যদি কোন পাত্র পরে গ্রহণ না ক'রে) তাহা হইলে সেই দান শাস্ত্রে অসম্যক্ দানরূপে (অসিদ্ধ দানরূপে) কথিত হওয়ায়, ঐ প্রদত্ত বস্তুর উপর পুনর্ব্বার দাতারই স্বত্ব উৎপন্ন হয়। ঐরূপ, প্রদত্ত বস্তুতে যে অসম্যক্ দাতারই পুনর্ব্বার স্বত্ব উৎপন্ন হয়, তৎসম্বন্ধে নারদের বচন যথা—"যে স্থলে অসম্যক্ দান করিয়া দাতা প্রদত্ত বস্তু পুনর্ব্বার গ্রহণ করিতে সমর্থ হয়, ঐরূপ স্থলে "দত্তাপ্রদানিক" নামক ব্যবহার পদ (অভিযোগ বা নালিশের কারণ) উপস্থিত হয়। বাচস্পতিমিশ্র পাঁচ প্রকার স্থলে দানের অসম্যক্‌ত্বের (অসিদ্ধির) কথা বলিয়াছেন যথা,—(১) অদেয় বস্তু দান করিলে, (২) অযথার্থরূপে (মিছামিছি তামাসাচ্ছলে) দান করিলে, (৩) পাত্রের ভ্রান্তিতে (অসৎপাত্রকে সৎপাত্র ভাবিয়া) দান করিলে, (৪) পাত্রের অসম্মতিতে (আমি তোমার দান লইব না, এইরূপ অমতস্থলে) দান করিলে, এবং (৫) দাতার অশুদ্ধাবস্থায় দান করিলে, দানকে অসম্যক্ বা অসিদ্ধ বলা হয়। সম্যক্‌দান করিবার স্থলে কি, কি আবশ্যক, তাহা দেবল বলিয়াছেন, যথা—"দাতা, প্রতিগৃহীতা, শ্রদ্ধা, ধর্ম্মসঙ্গত দেয় (দ্রব্য) দেশ এবং কাল, দানের এই ছয়টি অঙ্গ।"। বচনে যে "ধর্ম্মযুক্ (ধর্ম্মসঙ্গত) দেয় বলা

"দেশে কালে তথা পাত্রে ধনং ন্যায়াগতং তথা।
যদ্দত্তং ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠাস্তদনন্তং প্রকীর্ত্তিতম্ ॥"

প্রতিগ্রহাভাবে প্রতিগ্রহীতৃস্বরূপাঙ্গাভাবাদসম্যক্ত্বং, "দত্তস্যাপ্রদানং পুনর্হরণং, যস্মিন্ ব্যবহারপদে" তত্তথেতি বিজ্ঞানেশ্বরঃ। অতএব যজ্ঞাদ্যর্থং যাচকায় ধনং দত্তমপি তেন তদকরণে পুনস্তদ্গ্রহণমাহ মনুঃ,—

"ধর্ম্মার্থং যেন দত্তং স্যাৎ কস্মৈচিদ্যাচতে ধনম্।
পশ্চাচ্চ ন তথা তৎস্যান্ন দেয়ং তস্য তদ্ভবেৎ ॥"

দার্থমিতি ময়া যজ্ঞাদিকং কর্ত্তব্যং মহ্যং দেহীতি যাচকায় ইত্যর্থঃ। অথবা তব যজ্ঞাদৌ ময়া হোমাদিকং কর্ত্তব্যং মহ্যং ধনং দেহীতি যাচকায় ইত্যর্থঃ। যাচতে যাচমানায়

হইয়াছে, উহার অর্থ ন্যায়ার্জ্জিত দ্রব্য। দেখ, বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে ন্যায়ার্জ্জিত কথাটিই স্পষ্ট করিয়া বলা হইয়াছে, যথা—"হে ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠগণ! দেশকাল পাত্রে যে ন্যায়ার্জ্জিত ধন প্রদান করা হয়, সেই দানের ফল অনন্ত হয়;" যদি বল, পরে কোন পাত্র গ্রহণ না করিলে, ঐ দান অসম্যক্ হইবে কেন? ইহার উত্তর এই যে, প্রতিগ্রহের অভাবে দান বিষয়ে নির্দ্দিষ্ট ছয়টি অঙ্গের মধ্যে গ্রহীতারূপ অঙ্গের অভাবনিবন্ধনই ঐ দান অসিদ্ধ বা অসম্যক্ হয়। বিজ্ঞানেশ্বর দত্ত, প্রাদানিক শব্দের এইরূপ অর্থ করিয়াছেন, যে ব্যবহার পদে দত্ত বস্তুর পুনগ্রহণের প্রসঙ্গ আছে, তাহার নাম "দত্তাপ্রদানিক"। উক্ত প্রকার অসম্যক্ দানে প্রদত্ত বস্তু পুনর্ব্বার দাতা গ্রহণ করিতে পারে বলিয়াই, কোন ব্যক্তি যজ্ঞ করিব বলিয়া ধন চাহিয়া লইয়া যজ্ঞের অনুষ্ঠান না করিলে, দাতাকে সেই ধন ফিরাইয়া লইবার কথা মনু বলিয়াছেন, যথা—"যদি কোন ধনী কোন যাচককে ধর্ম্মকর্ম্মার্থ ধন প্রদান করে, এবং ঐ যাচক পূর্ব্ব কথামত সেই ধর্ম্মকর্ম্মের একেবারেই অনুষ্ঠান না করে, তাহা হইলে ধনীকে আর ধন প্রদান করিতে হইবে না।" টীকাকার রাধারমণ গোস্বামী মনু বচনের এইরূপ অর্থ করিয়াছেন,—"কোন ধনী কোন যাচককে ধর্ম্মকর্ম্মার্থ কিছু ধন প্রদান করে, এবং ঐ ধন দ্বারা যাচক যদি নিজের কথমও ধর্ম্ম কার্য্য না করে, তাহলে সেই ধনে দাতারই আবার অধিকার হইবে। এই বচনে প্রদত্ত হইবার পর পাত্রকর্ত্তৃক গৃহীত, এমন কি,

দত্তস্য, গৃহীতস্য, ভুক্তস্যাপি পুনরাদানশ্রুতেঃ, সুতরাং পাত্রস্যোপেক্ষায়াং তথেতি। উপেক্ষয়া স্বত্বহানিমাহ বৃহস্পতিঃ,—"প্রাপ্তমাত্রং যেন ভুক্তং, স্বীকৃত্যাপরিপন্থিতম্‌।

তস্য তৎসিদ্ধিমাপ্নোতি হানিস্তূপেক্ষয়া তথা॥" ১২৭॥

অতএব প্রতিগ্রহীতুস্ত্যাগাৎ ফলং বক্ষ্যতে।—

"প্রতিগ্রহসমর্থোঽপি নাদত্তে যঃ প্রতিগ্রহম্‌।

যে লোকা দানশীলানাং স তানাপ্নোতি পুষ্কলান্‌॥" ইতি যাজ্ঞবল্ক্যোক্তেরন্যত্র তু হারীতঃ,—

"প্রতিশ্রুত্যাপ্রদানেন দত্তস্যোচ্ছেদনেন তু।

পুরষার। পশ্চাচ্চেতি তদ্ধনং পশ্চাৎ তথা যজ্ঞার্থং ন স্যাদিত্যর্থঃ। ভুক্তস্যেত্যনেন প্রাপ্তমাত্রমিতি বচনস্য বিষয়ো দর্শিতঃ। তথা পুনরাদানম্‌ অপরিপন্থিতমিতি পরিপন্থো বিরোধঃ, তদুত্তরমাশ্রয়ত্ববোধক ইতঃ প্রত্যয়ঃ, বিরোধরহিতমিত্যর্থঃ॥ ১২৭॥

অতএব দত্তস্যোপেক্ষায়াঃ শাস্ত্রসিদ্ধত্বাদেব। ফলং বক্ষ্যতে ইতি তথাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ,—

ভুক্ত ধনেরও যখন দাতাকে পুনর্ব্বার গ্রহণের কথা বলা হইয়াছে, পাত্রের উপেক্ষাস্থলে সুতরাং দাতা প্রদত্ত ধন যে পুনর্ব্বার গ্রহণ করিবে, অর্থাৎ পাত্রের উপেক্ষিত ধনে যে পুনর্ব্বার ধনীর সত্ত্ব হইবে, তাহাতে আর কথা কি? উপেক্ষা করিলে যে দত্তবস্তুতে পাত্রের স্বত্বের হানি হয়, এ কথা বৃহস্পতি বলিয়াছেন, যথা—"দাতার নিকট হইতে প্রাপ্তমাত্র ধন স্বীকার করিয়া যে ব্যক্তি নির্ব্বিরোধে ভোগ করে, সেই ব্যক্তিরই ঐ ধনে অধিকার সিদ্ধ; কিন্তু গ্রহণকারী ভোগে উপেক্ষা করিলে ঐ ধনে আর তাহার সত্ত্ব হয় না॥ ১২৭॥

এই হেতুই অর্থাৎ যাহাকে দান করা হইবে, সেই ব্যক্তির দত্তবস্তুতে উপেক্ষা করা শাস্ত্রসম্মত হওয়াতেই, প্রতিগ্রহকারীকে ঐ প্রদত্ত বস্তুর উপেক্ষা বা ত্যাগ করিলে যাদৃশ ফলভোগ করিতে হইবে, তাহা বলা যাইতেছে। যে ব্যক্তি প্রতিগ্রহে সমর্থ হইয়াও, অর্থাৎ শাস্ত্রোক্ত দানের পাত্র হইয়াও, প্রতিগ্রহ না করে, সে ব্যক্তি দানশীলদিগের তুল্যই পুষ্কল ভোগপূর্ণ লোকসকল প্রাপ্ত হয়।" ইহা যাজ্ঞবল্ক্য কর্ত্তৃক উক্ত হইয়াছে। উপেক্ষা ভিন্ন স্থলের কথা কিন্তু হারীত এইরূপে বলিয়াছেন, যথা—"কোন ব্যক্তিকে কিছু ধন দিতে প্রতিশ্রুত হইয়া যদি ঐ দেয়, ধন না প্রদান করিয়া, দাতা যদি উহার উচ্ছেদ করে, তাহা হইলে, দাতা

বিবিধান্নরকান্‌ যাতি তির্য্যগ্‌যোনৌ চ জায়তে ॥
বাচা যচ্চ প্রতিজ্ঞাতং কর্ম্মণা নোপপাদিতম্‌।
তদ্ধনম্‌ ঋণসংযুক্তমিহ লোকে পরত্র চ ॥"

দত্তস্যোচ্ছেদনং স্বয়ং দত্তদ্রব্যস্য প্রতিগ্রহীতুর্দ্দানবিক্রয়াদিকং বিনা আচ্ছেদনং বলাৎ স্বীকরণং, ন তু তদ্বিক্রীতাদেগ্রহণম্‌। তথাচাশ্বমেধিকে পর্ব্বণি যুধিষ্ঠিরং প্রতি ব্যাসবাক্যম্‌,—

"দত্তৈষা ভবতা মহ্যং তাঞ্চ ভূমিং দদাম্যহম্‌।
হিরণ্যং দীয়তাং মেহদ্য আসীৎ পূর্ব্বমস্তু তে যতঃ ॥"

কাত্যায়নঃ,—"সুস্থেনার্ত্তেন যদ্দত্তং শ্রাবিতং ধর্ম্মকারণাৎ।

প্রতিগ্রহসমর্থোঽপি নাদত্তে যং প্রতিগ্রহম্‌। যে লোকা দানশীলানাং স তানাপ্নোতি পুষ্কলান্‌ ইতি। কচিচ্চ পুস্তকে এতদ্বচনমত্রৈব তিষ্ঠতি, তদা বক্ষ্যতে ইত্যাভাষ্যবহিতোত্তরং বক্ষ্যতে ইত্যর্থো বোধ্যঃ। অন্যত্র তু উপেক্ষাশূন্যস্থলে তু। তদ্বিক্রীতাদেঃ প্রতিগ্রহীতা বিক্রীতাদেরাসীৎ পূর্ব্বমিত্যনেন ভূম্যাঃ প্রতিপালনাদিকং সর্ব্বং ভবতা জ্ঞায়তে, ময়া তু মুনিনা কিং কর্ত্তব্যমিতি সূচিতম্‌। দত্তং দাতুমনুমতং শ্রাবিতং; ময়াত্র তাবতা ধনং

প্রথমে নানাবিধ নরকভোগ করিয়া পরিশেষে তির্য্যক্‌যোনিতে জন্মগ্রহণ করে। যাহা স্পষ্ট কথায় 'দিব' বলিয়া স্বীকার করিয়া, কাজে না দেওয়া হয়, ঐ ধন ইহ এবং পরলোকে অপরিশোধিতঋণের ন্যায় দুঃখাবহ হয়; "প্রদান করিয়া যদি উহার উচ্ছেদ করে," ইহার তাৎপর্য্য এই যে, প্রতিগ্রহকারী দান কি বিক্রী না করিলেও ঐ প্রদত্ত বস্তু তাহার নিকট হইতে বলপূর্ব্বক যদি দাতা আত্মসাৎ করে, প্রতিগ্রহকারী ঐ প্রদত্ত বস্তু দাতাকে দান বা বিক্রী করিলে দাতা যদি গ্রহণ করে, তাহতে আর দোষ হইবে না। গ্রহণকারী প্রদত্ত বস্তু দাতার নিকট দানাদি করিবার পর ঐ বস্তুর গ্রহণে যে দাতার দোষ হইবে না, তাহা মহাভারতের আশ্বমেধিক পর্ব্বে যুধিষ্ঠিরের প্রতি ব্যাসের কথায় স্পষ্ট জানা যাইতেছে, তুমি আমাকে যে ভূমি দান করিয়াছিলে, আমি সেই ভূমি আবার তোমাকে ফিরাইয়া দিতেছি। অদ্য আমাকে উহার পরিবর্ত্তে সুবর্ণ দান কর; যেহেতু এই ভূমি আগে তোমারই ছিল, অর্থাৎ ইহার পালনাদি বিষয়ে তুমিই বিশেষরূপে অভিজ্ঞ।"

অদত্ত্বা তু মৃতে দাপ্যস্তৎসুতো নাত্র সংশয়ঃ ।”

আর্ত্তেন জম্মপ্রভৃতি মহারোগীতররোগিণা ইত্যর্থঃ । মহা-রোগিণাং দানে “এষাং মধ্যে তু যঃ কুষ্ঠী গর্হিতঃ সর্ব্বকর্ম্মসু” ইতি প্রাগুক্তভবিষ্যপুরাণীয়নিষেধাৎ । এবঞ্চ মুমূর্ষুদত্তস্য যদ্দা-নোপসর্গত্বাভিধানং, তদ্ধর্ম্মার্থেতরদানপরম্ । স্মৃতিঃ,—

“স্নাত্বা শুদ্ধে সমে দেশে গোময়েনোপলেপিতে ।
বসিত্বা বসনং শুদ্ধং দানং দদ্যাৎ সদক্ষিণম্ ।” অত্র শ্রাদ্ধ-বল্লেপিতদেশাভিধানাৎ,

পুষ্করিণ্যাদিরূপম্ অমুককর্ম্ম কর্ত্তব্যমিতি শ্রাবিতম্ । দাপ্যং রাজ্ঞা ইত্যর্থঃ । জম্মপ্রভৃতী-ত্যুপলক্ষণং । নিষেধাদিতি এতচ্চাকৃতপ্রায়শ্চিত্তপরম্ অন্যথা কৃতপ্রায়শ্চিত্তস্য দাহাদ্য-ভাবঃ প্রসজ্জেত এবং প্রায়শ্চিত্তাত্মককর্ম্মণি ন নিষেধঃ ; অন্যথা প্রায়শ্চিত্তবিধানমনর্থকং স্যাৎ । ধর্ম্মার্থেতরেতি স্নেহাদিপ্রযুক্তদানপরমিত্যর্থঃ । বসিত্বা পরিধায় । শ্রাদ্ধবদিতি গৃহে শ্রাদ্ধং সমিষ্যতে ইত্যনেন স্থল এব শ্রাদ্ধবিধানাৎ প্রবাহরূপগঙ্গায়াং শ্রাদ্ধং নিষিদ্ধ-

কাত্যায়ন বলিয়াছেন—“সুস্থ অবস্থায়ই হৌক, অথবা আর্ত্ত অবস্থায়ই হৌক, কোন ব্যক্তি যাহা (যে ধন) ধর্ম্মকর্ম্মবিশেষের অনুষ্ঠানার্থ দান করিব বলিয়া নিজমুখে একবার ব্যক্ত করিয়াছে; ঐ ব্যক্তি যদি ঐ ধন না দিয়া মরিয়া যায়, তাহা হইলে, রাজা তাহার পুত্রের নিকট হইতে আদায় করিয়া প্রার্থীকে ঐ ধন অবশ্য অবশ্য দেওয়াইবেন, ইহাতে কোন সংশয় নাই ।” বচনে “যে “আর্ত্ত” অর্থাৎ রোগীর কথা বলা হইয়াছে, উহা দ্বারা জম্ম প্রভৃতি মহারোগ ভিন্ন অপরবিধ রোগবিশিষ্ট, এইরূপই বুঝিতে হইবে। কারণ, “ইহার মধ্যে যে কুষ্ঠরোগী” ইত্যাদি প্রাগুক্ত ভবিষ্যপুরাণীয় বচন দ্বারা মহারোগীদিগের দান করা নিষিদ্ধ হইয়াছে। যদি রোগী ব্যক্তির দান করা শাস্ত্রসম্মত হইল, তাহ'লে মুমূর্ষু ব্যক্তির দানকে যে, দানোপসর্গ অর্থাৎ ত্যক্ত দান বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, উহা দ্বারা মুমূর্ষু ব্যক্তির ধর্ম্মার্থ ভিন্ন অপরবিধ দান অর্থাৎ মৃত্যুকালে স্নেহাদি প্রযুক্ত নিজ স্বজনবর্গকে যে দান করা হয়, তাদৃশ দান বুঝিতে হইবে। গঙ্গাতীরে দান যে সাধারণতঃ প্রশস্ত, তাহা স্মৃতিতে বলা হইয়াছে, যথা “স্নানান্তর গোময়োপলেপিত বিশুদ্ধ সমতল দেশে উপবেশনপূর্ব্বক পবিত্র বস্ত্র পরিধান করিয়া দক্ষিণার সহিত দান দিবে।” এই বচনে গোময়োপলেপিত

"যজ্ঞো দানং তপো জপ্যং শ্রাদ্ধঞ্চ সুরপূজনম্ ।
গঙ্গায়াঞ্চ কৃতং সর্ব্বং কোটিকোটিগুণং ভবেৎ ॥"

ইতি স্কান্দে । "গঙ্গায়ামিতি গঙ্গাতীরপর"মিতি গঙ্গাবাক্যাবলী । পাদ্মে,—

"শিবস্য বিষ্ণোরগ্নেশ্চ সন্নিধৌ দত্তমক্ষয়ম্ ।"

লিঙ্গপুরাণে,—

"শালগ্রামশিলা যত্র তত্তীর্থং যোজনত্রয়ম্ ।
তত্র দানঞ্চ হোমশ্চ সর্ব্বং কোটিগুণং ভবেৎ ॥" যত্র ভূর্লোকে ॥ ১২৮

ভূর্লোকমাহ বিষ্ণুপুরাণম্,—

"পাদগম্যন্তু যৎ কিঞ্চিদ্বস্ত্বস্তি পৃথিবীময়ম্ ।

মিতি ভাবঃ । গঙ্গাতীরপরমিতি যতঃ প্রবাহে গোময়লেপনং ন সম্ভবতীতিভাব । অত্রেদং বোধ্যং—গোময়োপলেপনং শুদ্ধ্যর্থং কর্ত্তব্যং দৃষ্টার্থকত্বসম্ভবেহদৃষ্টার্থকত্বকল্পনায়া অন্যায্যত্বাৎ, এবঞ্চ স্বতঃ শুদ্ধে গঙ্গাতীরাদিস্থলে গোময়োপলেপনং ন কর্ত্তব্যং, তথাচ গোময়োপলেপনস্বরূপযোগ্যস্থল এব শ্রাদ্ধং কর্ত্তব্যং প্রবাহস্তু ন গোময়োপলেপনস্বরূপযোগ্যঃ, অতো ন তত্র শ্রাদ্ধমিতি ॥ ১২৮ ॥

ভূমিতে বসিয়া দান করিবার বিধান করায়, শ্রাদ্ধ যেমন প্রবাহরূপ গঙ্গাদিতীর্থজলে নিষিদ্ধ, সেইরূপ প্রবাহরূপ গঙ্গাদিতীর্থজলে দানও নিষিদ্ধ, অতএব গঙ্গার তীর-ভূমিতেই দান কর্ত্তব্য ; এইরূপ প্রতীতিই যুক্তিযুক্ত হওয়াতেই স্কন্দপুরাণে যে "যজ্ঞ দান, তপ, জপ, শ্রাদ্ধ, এবং দেবপূজা, এই সকল কর্ম্ম গঙ্গাতে করিলে, কোটি কোটি গুণ ফললাভ হয় ।" এই বচন দ্বারা উক্ত সকল কর্ম্ম গঙ্গাতে করিবার যে বিধান করা হইয়াছে, তাহাতে ঐ গঙ্গাশব্দের অর্থ—গঙ্গাতীররূপই বুঝিতে হইবে, একথা গঙ্গাবাক্যাবলী নামক গ্রন্থে বলা হইয়াছে । পদ্মপুরাণে বলা হইয়াছে—"শিব, বিষ্ণু এবং অগ্নির সম্মুখে যাহা দান করা যায়, তাহা অক্ষয় হয় ।" লিঙ্গ পুরাণে বলা হইয়াছে—"যে ভূলোকে শালগ্রামশিলা অবস্থান করেন, সেই স্থানের চারিদিকে যোজনত্রয় স্থান তীর্থস্বরূপ, ঐ স্থলে দান এবং হোম কোটিগুণ ফলপ্রদ হয় ।" ১২৮

বিষ্ণুপুরাণে ভূলোক শব্দের এইরূপ পারিভাষা করা হইয়াছে—পায়ে হাঁটিয়া

স ভূর্লোকঃ সমাখ্যাতো বিস্তারোঽস্য ময়োদিতঃ ॥”

পৃথিবীময়ং পার্থিবং। ততশ্চ শালগ্রামস্য পাত্রাদ্যবস্থা-নেঽপি তীর্থত্বং, অতঃ কেবলভূমৌ শালগ্রামাবস্থানং তীর্থায় মৈথিলানান্তু দুরাচরণমেব ॥ ১২৯

“আহারং মৈথুনং নিদ্রাং সন্ধ্যাকালে বিবর্জ্জয়েৎ।
কর্ম্ম চাধ্যয়নঞ্চৈব তথা দানপ্রতিগ্রহৌ ॥”

যত্র ভূর্লোকে ইতি ভূর্লোকস্য প্রক্রান্তত্বাৎ ইতি ভাবঃ। পার্থিবমিতি তাম্রপাত্রাদী-ত্যর্থঃ। মৈথিলানামিত্যত্রেদং বোধ্যং—বিস্তারোঽস্য ময়োদিত ইত্যত্র কেবলভূমেরেব বিস্তারকথনম্‌ উচিতম্‌ এবঞ্চ কেবলভূমিরেব ভূর্লোকপদেনোচ্যতে, এবং “শালগ্রামশিলা যত্র তত্তীর্থং যোজনত্রয়ম্‌” ইত্যত্র যোজনত্রয়যোগ্যস্থানমেব যত্রেত্যনেন বক্তব্যম্‌ অন্যথা যোজনত্রমিত্যস্যাসঙ্গতিঃ স্যাৎ, এবঞ্চ গতি তাম্রপাত্রাদিকং তাদৃশং ন সম্ভবতীতি মৈথিল-মতমেব সম্যগিতি ॥ ১২৯ ॥

যাহার নিকট যাইতে পারা যায়, এরূপ পার্থিব পদার্থকেও ভূলোক বলা হয়। ভূলোকের বিস্তার আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি।” ভূলোক শব্দের অর্থ যদি যাব-তীয় পার্থিব পদার্থই হইল, তাহ’লে শালগ্রাম শিলা চৌকী প্রভৃতি কোনরূপ আধারের উপর রক্ষিত হইয়াও যে স্থানে অবস্থান করিবেন, তাহার চতুঃপার্শ্ব-স্থিত যোজনত্রয় স্থানও তীর্থরূপে পরিগণিত হইবার কোন বাধা রহিল না, অতএব মৈথিলগণ চারিদিকের যোজনত্রয়ের তীর্থত্ব সম্পাদনার্থ শালগ্রামশিলাকে যে, অনাবৃত মৃত্তিকার উপর রক্ষা করে, সেটা তাদের দুরাচারই বলিতে হইবে* ॥ ১২৯

দানসময়াদি নিরূপণ।

শঙ্খ এবং লিখিত বলিয়াছেন—“আহার, মৈথুন, নিদ্রা, কর্ম্ম, অধ্যয়ন, দান এবং প্রতিগ্রহ, সন্ধ্যাকালে বর্জ্জন করিবে, অর্থাৎ সন্ধ্যাকালে ইহাদের অনুষ্ঠান

---

* টীকাকার কাশীরাম বাচস্পতি কিন্তু মৈথিলদিগের মতেরই পোষকতা করিয়া-ছেন; তিনি বলেন, বিষ্ণুপুরাণের শ্লোকটি মনোযোগপূর্ব্বক পাঠ করিলে উহাতে কেবল মাত্র ভূমি ছাড়া আর কিছুই বুঝায় না। আমরা বলি, তাহ’লেও শালগ্রামশিলাকে অনাবৃত মৃত্তিকার উপর গড়াগড়ি দেওয়ান উচিত নহে, আমাদের বিশ্বাস, শালগ্রাম শিলাস্পর্শে আধারও তাঁহার সহিত অভিন্নতা প্রাপ্ত হয়।

স্মৃতিঃ,—"গত্বা যদ্দীয়তে দানং তদনন্তফলং স্মৃতম্।
সহস্রগুণমাহূয় যাচিতে তু তদর্দ্ধকম্॥"
বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরম্,—
"সীদতে দ্বিজমুখ্যায় যোঽর্থিনে ন প্রযচ্ছতি।
সামর্থ্যে সতি দুর্ব্বুদ্ধির্নরকায়োপপদ্যতে॥"
যমঃ,—"আশাং দত্ত্বা হ্যদাতারং দানকালে নিষেধকম্।
দত্ত্বা সন্তপ্যতে যশ্চ তমাহুর্ব্রহ্মঘাতকম্॥"
মাৎস্যে,—"অনিত্যং জীবিতং যস্মাৎ বসু চাতীব চঞ্চলম্।
কেশেষ্বিব গৃহীতস্তু মৃত্যুনা ধর্ম্মমাচরেৎ॥"
ভারতে,—"একাং গাং দশগুর্দ্দদ্যাৎ দশ দদ্যাচ্চ গোশতী।
শতং সহস্রগুর্দ্দদ্যাৎ সহস্রং বহুগোধনঃ"।

তমাহুরিতি তঞ্চাহুরিতি চকারং পূরয়িত্বা ব্যাখ্যেয়ম্। অতএব তত্রসোত্তরস্ত ব্রহ্মঘাতকত্বলাভ ইতি ধ্যেয়ম্। একাং গামিতি বিত্তবস্তু দশভাগৈকভাগং দদ্যাদিতি বর্ত্তুলার্থঃ।

করিবে না।" স্মৃতিতে বলা হইয়াছে—"উপযুক্ত পাত্র খুঁজিয়া তাহার বাড়ী গিয়া যে দান করা হয়, ঐ দানের ফল অনন্ত, পাত্রকে গৃহে ডাকিয়া আনিয়া যে দান করা হয়, তাহার ফলও সাধারণ দান অপেক্ষা সহস্রগুণ, আর যাচ্ঞা করিবার পর দান করিলে, দানের অর্দ্ধ ফল হয়।" বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে বলা হইয়াছে, "যে ব্যক্তি সামর্থ্য থাকিতেও দারিদ্র্য নিবন্ধন অবসাদ প্রাপ্ত যাচক দ্বিজশ্রেষ্ঠকে ধন প্রদান না করে, সে নরকের জন্যই আপনাকে প্রস্তুত করে।" যম বলেন,—"যে ব্যক্তি আশা দিয়া দান না করে, যে ব্যক্তি দানের সময় দাতাকে নিষেধ করে, এবং যে ব্যক্তি দান করিয়া পরিশেষে তজ্জন্য সন্তপ্ত হয়, ইহাদিগকে ব্রহ্মঘাতী বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।" মৎস্যপুরাণে বলা হইয়াছে—"যেহেতু জীবিত (জীবন) অনিত্য, ধনও অতি চঞ্চল (ক্ষণস্থায়ী), অতএব মৃত্যু আসিয়া কেশে ধরিয়া টানিতেছে, সর্ব্বদা এইরূপ মনে করিয়াই ধর্ম্মকর্ম্মের আচরণ করিবে।" মহাভারতে বলা হইয়াছে—"দশটি গোরুর স্বামী হইলেই উহা হইতে একটি গরু দান করিবে, শতসংখ্যক গোরুর

ব্যাসঃ,—"গ্রাসাদর্দ্ধং গ্রাসমপি কিমর্থিভ্যো ন দীয়তে।
ইচ্ছানুরূপো বিভবঃ কদা কস্য ভবিষ্যতি॥"
তথা "ভুক্ত্বা দানং ন শস্যতে।" তথাচ অগ্নিপুরাণম্,—
"যাসমুষ্টিং পরগবে সান্নং দদ্যাত্তু যঃ সদা।
অকৃত্বা স্বয়মাহারং স্বর্গলোকং স গচ্ছতি॥"
দেবলঃ,—"অপাপরোগী ধর্ম্মাত্মা দিৎসুরব্যসনঃ শুচিঃ।
অনিন্দ্যাজীবকর্ম্মা চ ষড়্ভির্দ্দাতা প্রশস্যতে॥"
অনিন্দ্যাজীবকর্ম্মা অগর্হিতজীবনোপায়ঃ। তথা,—
"অপরাবাধমক্লেশং প্রযত্নেনার্জ্জিতং ধনম্।
স্বল্পং বা বিপুলং বাপি দেয়মিত্যভিধীয়তে"।

গ্রাসাদিতি স্বভক্ষ্যগ্রাসস্যৈবার্দ্ধং দেয়ং ন তু কুটুম্বাদেঃ। অপাপরোগী পাপরোগত্বেন গণিতরোগরহিতঃ। তথাচোক্তং,—ন মন্ত্রো নৌষধং কিঞ্চিৎ পাপরোগস্য বিদ্যতে ইতি। অব্যসনোঽষ্টাদশব্যসনরহিতঃ। ষড়্ভির্দ্দাতা ষড়্গুণাক্রান্তো দাতা, দেয়ং দানার্হম্।

অধিকারী দশটি গোরু প্রদান করিবে, সহস্র গো-বিশিষ্ট ব্যক্তি শত গো দান করিবে, এবং বহুসংখ্যক গোর স্বামী সহস্র গো প্রদান করিবে।" ব্যাস বলিয়াছেন—"একগ্রাসমাত্র অন্ন নিজের অধিকারে থাকিলে, তাহা হইতে অর্দ্ধ গ্রাস যাচককে কেন দান না করা হয়? (যাহারা মনে করে, এত ধন হইলে দান করিব, তাহারা অতিমূর্খ), কারণ, কবে কার নিজের ইচ্ছামত সম্পত্তি হইয়া থাকে।" ভোজন করিবার পর দান প্রশস্ত নয়, এ সম্বন্ধে অগ্নিপুরাণের একটি বচন দেখ—"যে ব্যক্তি নিজে আহার না করিয়া নিত্য অপরের গোরুকে অন্নের সহিত ঘাসমুষ্টি প্রদান করে, সে স্বর্গলোকে গমন করে।" দেবল বলেন—"অপাপরোগী, ধর্ম্মাত্মা, দান কর্ম্মে সম্পূর্ণ উৎসুক, মদ্যপানাদি ব্যসন-শূন্য, পবিত্রকর্ম্মা এবং অনিন্দ্যজীবকর্ম্মা (শাস্ত্রে অগর্হিত উপায়ে জীবিকা অর্জ্জনকারী), এই ষড়্গুণবিশিষ্ট দাতাই প্রশংসনীয় অর্থাৎ দাতার এই ছয়টি গুণ থাকা আবশ্যক।" আরও দেখ, "যে ধন অপরাবাধ, অক্লেশ, এবং যত্ন সহকারে উপার্জ্জিত, অল্প বা অধিক পরিমিত হোক, সেইরূপ ধনই দানার্হ।" 'অপরাবাধ' শব্দের অর্থ—যে ধন উপার্জ্জন করিতে অপরের কোনরূপ পীড়া উৎপাদন

অপরাবাধং পরপীড়ারহিতম্ অক্লেশং পাত্রক্লেশাজনকম্।

তথা,—"যদ্‌যত্র দুর্লভং দ্রব্যং যস্মিন্ কালেঽপি বা পুনঃ।
দানার্হৌ দেশকালৌ তৌ স্যাতাং শ্রেষ্ঠৌ ন চান্যথা॥"

দেবলঃ,—"ইষ্টং দত্তমধীতং বা বিনশ্যত্যনুকীর্ত্তনাৎ।
শ্লাঘানুশোচনাভ্যাঞ্চ ভগ্নতেজো বিভিদ্যতে।
তস্মাদাত্মকৃতং পুণ্যং বৃথা ন পরিকীর্ত্তয়েৎ॥"

ইষ্টং যজনম্, অনুকীর্ত্তনং কথনং, শ্লাঘা প্রশংসা, অনুশোচনং ধনব্যয়েন পশ্চাত্তাপঃ, ভগ্নতেজঃ ফলজননশক্তিহীনং, বৃথা রক্ষাদিপ্রয়োজনং বিনা। দেবলঃ,—
"পাত্রেভ্যো দীয়তে নিত্যমনপেক্ষ্য প্রয়োজনম্।
কেবলং ধর্ম্মবুদ্ধ্যা যদ্ধর্ম্মদানং প্রচক্ষ্যতে॥" প্রয়োজনমিহ লৌকিকমভিহিতম্। যাজ্ঞবল্ক্যঃ,—

পাত্রক্লেশজনকং চৌরগবাদিভিন্নম্। যত্র দেশে ভগ্নতেজঃ সৎ বিভিদ্যতে ফলানুৎপাদকং ভবতি। যৎ যস্মাত্তাদৃশদানং কেবলং ধর্ম্মবুদ্ধ্যা ভবতি অতস্তাদৃশদানং ধর্ম্মদানং প্রচক্ষতে অর্থান্মুনয় ইত্যর্থঃ। ধর্ম্মবুদ্ধ্যা ধর্ম্মসাধনত্ববুদ্ধ্যা। ধর্ম্মদানং ধর্ম্মোদ্দেশ্যকং দানং। মনু প্রবৃত্তিপ্রযোজকীভূতেচ্ছাবিষয়ত্বং প্রয়োজনত্বং, তচ্চ ধর্ম্মস্যাপ্যস্তীতি কথম্ অনপেক্ষ্য প্রয়োজনমিতি সংগচ্ছতে, তত্রাহ প্রয়োজনমিহেতি। অলৌকিকন্ত ধর্ম্মাদিরূপং প্রয়োজনং

করা হয় নাই। 'অক্লেশ' শব্দের অর্থ—যাহা গ্রহণ করিতে গ্রহীতার কোন ক্লেশ হয় না। আরও দেখ "যে দেশে বা যে কালে যে বস্তু দুর্লভ, তাদৃশ দেশ কাল যে, ঐরূপ বস্তু দানের পক্ষে শ্রেষ্ঠ, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।" দেবল বলেন—"নিজের যজ্ঞাদি ধর্ম্মকার্য্য, দান এবং অধ্যয়ন, ইহাদের বিষয় লোকের নিকট কীর্ত্তন করিলেই ইহারা বিনষ্ট হয়। শ্লাঘা এবং অনুশোচন দ্বারা এই সকল কর্ম্ম ভগ্নতেজ হইয়া আর ফলপ্রদ হয় না। অতএব আত্মকৃত পুণ্য কর্ম্মের কখন বৃথা কীর্ত্তন করিবে না।" বচনস্থিত "ইষ্ট" শব্দের অর্থ—যজন অর্থাৎ যজ্ঞাদি ধর্ম্মকার্য্য। "অনুকীর্ত্তন" শব্দের অর্থ—কথন "শ্লাঘা" শব্দের অর্থ—প্রশংসা (বড়াই)। "অনুশোচন" শব্দের অর্থ—ধনব্যয় নিবন্ধন পশ্চাত্তাপ, "ভগ্নতেজঃ" শব্দের অর্থ ফলোৎপাদনশক্তিহীন। বৃথা শব্দের অর্থ—রক্ষাদি প্রয়োজন ব্যতীত। দেবল বলিয়াছেন, "কেবল ধর্ম্মবুদ্ধিতে কোন প্রকার

"ন বিদ্যয়া কেবলয়া তপসা বাপি পাত্রতা।
যত্র বৃত্তমিমে চোভে তদ্ধি পাত্রং প্রচক্ষ্যতে॥"

মহাভারতে,—

"পাত্রাণামপি তৎপাত্রং শূদ্রান্নং যস্য নোদরে।"

অত্র "সাক্ষাচ্ছূদ্রদত্তঘৃততণ্ডুলাদ্যনুযোগী"তি দানসাগরঃ। "শূদ্রস্বত্বাশ্রয়ান্নাভোজী"তি রত্নাকরঃ। বস্তুতস্তু মুমূর্ষুপ্রকরণাভিহিতশূদ্রান্নানুপযোগীত্যর্থঃ। যাজ্ঞবল্ক্যঃ,—

গর্হিত্রাপেক্ষিতমিতি ভাবঃ। যত্র পাত্রে ইমে উভে তপোবিদ্যে তথাচ বিদ্যাদিত্রিতয়যুক্তে এব পাত্রতেতি ভাবঃ; পূর্ব্বমদেয়দ্রব্যদানাদ্বেত্যুক্তং, তত্রাদেয়দ্রব্যমাহ বিবাকেত্যাদিনা। ন ভেকমিতি নিন্দাপ্রায়শ্চিত্তয়োরশ্রবণাৎ নঞত্র পর্য্যুদাসঃ। সাক্ষাদিতি সাক্ষাৎ শূদ্রদত্তঘৃততণ্ডুলাদেঃ স্বগৃহে ভক্ষণেঽপি দোষঃ, শূদ্রদত্তকপর্দ্দকাদিনা ক্রীতে তু ন দোষ ইত্যেতদর্থমুক্তং সাক্ষাদিতি। অনুপযোগীতি উৎকৃষ্টপাত্রমিতি শেষঃ। শূদ্রস্বত্বেতি তেন

সাংসারিক প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া উপযুক্ত পাত্রকে যে দান করা হয়, তাহার নাম ধর্ম্মদান।' যাজ্ঞবল্ক্য বলেন,—"কেবল অসাধারণ বিদ্যাবত্তা নিবন্ধন, অথবা কেবল কঠোর তপোনিষ্ঠা নিবন্ধন মনুষ্য দানের পাত্র হইতে পারে না; কিন্তু যে ব্যক্তিতে বিত্তের (সচ্চরিত্রের) সহিত এই দুইটি (বিদ্যা এবং তপস্যা) বর্ত্তমান, সেই ব্যক্তিই প্রকৃত দানের পাত্র। মহাভারতে বলা হইয়াছে "যাহার উদরে শূদ্রান্ন প্রবেশ করে নাই, সেই ব্যক্তিই পাত্রের মধ্যে আবার শ্রেষ্ঠ পাত্র।" দানসাগর নামক গ্রন্থে "পাত্রের মধ্যে পাত্র" এই কথাটির এইরূপ অর্থ করা হইয়াছে। শূদ্রকর্ত্তৃক সাক্ষাৎ সম্বন্ধে প্রদত্ত ঘৃত ও তণ্ডুলাদি যে ভোগ করে না, তাদৃশ পাত্রই পাত্রের মধ্যে শ্রেষ্ঠ পাত্র। রত্নাকরে বলা হইয়াছে, শূদ্রের অধিকারে স্থিত (অর্থাৎ শূদ্রে যাহা বিধিপূর্ব্বক দান করে নাই, যাহার উপর শূদ্রের স্বামিত্ব নষ্ট হয় নাই। এইরূপ) অন্ন যে ভোজন করে না, সেই পাত্রের মধ্যে শ্রেষ্ঠ পাত্র। * স্মার্ত্ত বলেন, বাস্তবিক কথা এই যে, মুমূর্ষু প্রকরণে যেরূপ শূদ্রান্ন ভোজনে দোষ বলা হইয়াছে, সেইরূপে শূদ্রান্ন যে ভোজন না করে, সেই ব্যক্তিই পাত্রের মধ্যে শ্রেষ্ঠ পাত্র। মুমূর্ষু প্রকরণে

* দানসাগরের মতে শূদ্রে সিদে সাজাইয়া যদি দান করে, সেই সিদের দ্রব্য ভোজন করিলেও ব্রাহ্মণের দোষ হইবে, তবে শূদ্রের নিকট প্রাপ্ত শুল্ক টাকা পয়সা দিয়া ঘৃত,

"দাতব্যং প্রত্যহং পাত্রে নিমিত্তেষু বিশেষতঃ।" নিমিত্তেষু গঙ্গাতীরাদিসংক্রান্ত্যাদিষু। বৃহন্মনুঃ,—

"সহস্রগুণিতং দানং ভবেদ্দত্তং যুগাদিষু।

কর্ম্ম শ্রাদ্ধাদিকঞ্চৈব তথা মন্বন্তরাদিষু॥" বিবাদচিন্তামণৌ বশিষ্ঠঃ,—

"শুক্রশোণিতসম্ভবঃ পুত্রো মাতাপিতৃনিমিত্তকঃ। তস্য

শূদ্রাত্তণ্ডুলাদি প্রতিগৃহ্য শূদ্রগৃহেঽপি তত্তক্ষণে দোষাভাব ইতি রত্নাকরমতম্। বস্তুতস্তিতি শূদ্রাত্তণ্ডুলাদি প্রতিগৃহ্যাপি শূদ্রগৃহে তত্তক্ষণে দোষ এবং শূদ্রস্বামিকান্নস্য স্বগৃহেঽপি ভক্ষণে দোষ ইত্যাদিকং তন্ত্রোক্তং বোধ্যম্। প্রত্যহমিত্যনেন গৃহস্থস্য দানং নিত্যমিতি বোধ্যম্। বিশেষতো বিশেষফলায়, যুগাদিষু যুগাদ্যাসু; অত্রেদং বোধ্যং—মাসদানাদৌ সর্ব্বত্রৈব যুগাদ্যায়াং মন্বন্তরাদাবিত্যোর্যোল্লেখ্যং ন তু যুগাদৌ মন্বাদাবিত্যাদিকম্ "এতা যুগাদ্যাঃ কথিতাঃ পুরাণৈরিত্যনেন "মন্বন্তরাদয়স্ত্বেতা" ইত্যনেন চ যুগাদ্যাসংজ্ঞা-মন্বন্তরা-সংজ্ঞাবিধানাৎ, সংজ্ঞাবিধেরেতদেব ফলং যত্তয়া উল্লেখঃ ইতি ন্যায়াং 'অব্দাদৌ চ যুগাদৌ চে'ত্যাদিকন্তু "আকাশাদেবনস্তকমি"তিবৎ সঙ্কেতমাত্রম্, অন্যথা আমাং কামমিত্যাদ্য ভিলাপাপত্তেঃ। মন্বাস্তু "মন্বাদৌ চ যুগাদৌ চ মাসত্রয়ফলং লভেদি"ত্যাদি-স্নানপ্রকরণীয়-

---

দুই প্রকারে শূদ্রান্ন ভোজনের দোষ বলা হইয়াছে। প্রথম শূদ্র স্বত্বত্যাগপূর্ব্বক ঘৃত, তণ্ডুলাদি প্রদান করিলেও তাহার বাড়ী বসিয়া ঐরূপ দ্রব্য দ্বারা প্রস্তুত অন্ন ভোজনে দোষ, কিন্তু ঐ দ্রব্য নিজের গৃহে আনিয়া পাক ক'রে খাইলে আর কোন দোষ নাই, দ্বিতীয়তঃ শূদ্র যাহা যথাবিধি স্বত্বত্যাগ করিয়া দান করে নাই, এরূপ খাদ্যদ্রব্য আপনার বাড়ী বসিয়া খাইলেও দোষ। যাজ্ঞবল্ক্য বলেন "প্রত্যহই সৎপাত্রে দান ত করিবেই, অধিকন্তু গঙ্গাতীর এবং সংক্রান্তি প্রভৃতি নিমিত্ত উপস্থিত হইলে, বিশেষ যত্ন সহকারে দান করিবে।" বৃহন্মনুতে বলা হইয়াছে, "যুগাদিতে, মন্বন্তরাদিতে অনুষ্ঠিত, দান এবং শ্রাদ্ধাদিকর্ম্মের সহস্রগুণ ফল হয়।" বিবাদচিন্তামণি নামক গ্রন্থে বশিষ্ঠের এই বাক্যটি উদ্ধৃত হইয়াছে, "শুক্র ও শোণিত সংযোগে উৎপন্ন পুত্র, মাতা ও পিতা এই উভয়েরই প্রয়োজন-

---

তণ্ডুলাদি ভোজন করিলে ব্রাহ্মণের দোষ হইবে না। রত্নাকরের মতে শূদ্র স্বত্ব ত্যাগ-পূর্ব্বক যদি ঘৃত তণ্ডুলাদি ব্রাহ্মণকে যথাবিধি প্রদান করে, এবং ব্রাহ্মণ ঐ সকল দ্রব্য দ্বারা পক্ব অন্ন শূদ্রের বাড়ী বসিয়াও ভোজন করে, তা হ'লে কোন দোষ হইবে না রত্নাকর-মতে বন্ধুত্ব হিসাবে শূদ্রগৃহে ভোজন করাই দোষাবহ।

প্রদানবিক্রয়পরিত্যাগেষু মাতাপিতরৌ প্রভবতঃ। ন ত্বেকং পুত্রং দদ্যাৎ প্রতিগৃহ্নীয়াদ্বা, স হি সন্তানায় পূর্ব্বেষাম্” ইতি। কাত্যায়নঃ,—

“বিক্রয়ঞ্চৈব দানঞ্চ ন নেয়াঃ স্যুরনিচ্ছবঃ।
দারাঃ পুত্রাশ্চ সর্ব্বস্বমাত্মন্যেব তু যোজয়েৎ॥
আপৎকালে তু কর্ত্তব্যং দানং বিক্রয় এব চ।
অন্যথা ন প্রবর্ত্তেত ইতি শাস্ত্রার্থনিশ্চয়ঃ॥” এবং ভরণা-

সামর্থ্য এব পরিত্যাগঃ। মনুঃ,—

“সপ্তবিত্তাগমা ধর্ম্ম্যা দায়ো লাভঃ ক্রয়ো জয়ঃ।
প্রয়োগঃ কর্ম্মযোগশ্চ সৎপ্রতিগ্রহ এব চ॥”

বচনাৎ স্নানে মন্বাদাবিত্যাদিকমুল্লেখ্যমিত্যাহুঃ তন্ন সম্যক্, তাদৃশবচনানাং সংজ্ঞাগ্রাহকত্বা-ভাবাদিতি। আপৎকালে ত্বিতি দারাদেরিচ্ছায়া অসত্ত্বেঽপি আপৎকালে কর্ত্তব্যমিত্যর্থঃ। কেচিত্তু দারাদেরিচ্ছাসত্ত্বে আপৎকাল এব কর্ত্তব্যমিত্যর্থঃ। পরিত্যাগ ইতি পুত্রাদে-রিত্যর্থঃ। বিত্তাগমা ইতি বিত্তমাগম্যতে প্রাপ্যতে স্বত্ববৎ ক্রিয়তে যৈস্তে বিত্তাগমা বিত্তনিষ্ঠস্বত্বজনকা ইত্যর্থঃ। সদিতি সদ্ভ্যঃ সতশ্চ প্রতিগ্রহস্তথাচ স্বত্বং দাতুস্ত্র্যাস্ত

সিদ্ধ্যর্থ জন্মগ্রহণ করে, সুতরাং ঐ পুত্রের দান, বিক্রয় এবং পরিত্যাগ কার্য্যে মাতা এবং পিতা উভয়েই প্রভু। তাহ'লেও কিন্তু একমাত্র পুত্রকে কেহ দান করিবে না এবং যদি কেহ শাস্ত্রনিয়মে অনভিজ্ঞতাদি নিবন্ধন নিজের একমাত্র পুত্রকে দানও করে, তবে উহাকে অপরে গ্রহণ করিবে না, কারণ ঐ একমাত্র পুত্রকে পূর্ব্ব পুরুষের বংশ রক্ষার জন্য রাখিতে হইবে।” কাত্যায়ন বলেন,— “গৃহস্বামী, নিজ স্ত্রী এবং পুত্রের অনিচ্ছায় কখনই তাহাদিগকে দান বা বিক্রয় করিবে না, স্ত্রী, পুত্রাদি সর্ব্ববিধ বস্তুই আপনার বশে রাখিবে। কিন্তু আপৎকাল উপস্থিত হইলে স্ত্রী, পুত্রাদির অনিচ্ছাতেও তাহাদিগকে দান বা বিক্রয় করিতে পারিবে, আপৎকাল ভিন্ন ঐরূপ কার্য্য করিবে না, ইহাই শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত।” স্ত্রী-পুত্রাদির প্রতিপালনে অসমর্থ হইলেই পরিত্যাগ করিবে, অর্থাৎ যতদিন অবধি তাহাদের প্রতিপালনে কোন প্রকার সামর্থ্য থাকিবে, ততদিন পরিত্যাগ করিবে না। মনু বলেন—“ধনাগমের সাতটি উপায় (পথ), দায়, লাভ, ক্রয়, জয়, কর্ম্মযোগ এবং সৎপ্রতিগ্রহ।” দায় শব্দের অর্থ—

দায়োঽন্বয়াগতং, লাভো নিধ্যাদেঃ, জয়ঃ সংগ্রামে, প্রয়োগঃ কুসীদং, কর্ম্মযোগঃ কৃষিবাণিজ্যপুত্রকন্যাদেঃ। বৃহস্পতিঃ,—

"কুটুম্বভক্তবসনাদ্দেয়ং যদতিরিচ্যতে।

মধ্বাস্বাদো বিষং পশ্চাদ্দাতুর্ধর্ম্মোঽন্যথা ভবেৎ।" কীর্ত্তি-নরকাভ্যামিতি শেষঃ॥ ১৩০॥

অস্যাপবাদমাহ স এব,—

"কুটুম্বং পীড়য়িত্বা তু ব্রাহ্মণায় মহাত্মনে।

দাতব্যং ভিক্ষবে চান্নমাত্মনো ভূতিমিচ্ছতা॥" অতএব ভবিষ্যপুরাণে,—

চেত্যুভয়ত্র বোধ্যম্। কুসীদমিতি এতচ্চ বৈশ্যস্যেতি বোধ্যম্ পুত্রকন্যাদেরিতি পুত্রতঃ কন্যাতশ্চ যল্লভ্যতে ইত্যর্থঃ॥ ১৩০

কুটুম্বেতি কুটুম্বভক্তবসনাদ যদতিরিক্তং তদ্দেয়ম্ অন্যথা ইতি তন্মাত্রোপযুক্তস্যাপি দানে ইত্যর্থঃ। তথাচ এবম্ভূতদাতুর্ধর্ম্মঃ কীর্ত্তিমধ্বাস্বাদতুল্যঃ নরকেণ চ পশ্চাদ্বিষতুল্যো ভবেদিত্যর্থঃ। তথাচ কুটুম্বভরণমাত্রোপযুক্তদ্রব্যদানে নরকমেব ভবতীতি এবম্ভূতং দ্রব্যং ন দেয়মিতি ভাবঃ। বিক্রয়স্যৈব দানস্য ইতি গৌণকর্ম্মদ্বয়ম্। কুটুম্বং পীড়য়িত্বা-

---

উত্তরাধিকারসূত্রে লব্ধ, "লাভ" বলিতে কুড়িয়ে পাওয়া, বা মৃত্তিকার মধ্যস্থিত লুপ্ত ধনাদি পাওয়া, "জয়" শব্দের অর্থ—যুদ্ধাদিতে বিজয়, "প্রয়োগ" শব্দের অর্থ—সুদে টাকা খাটান এবং কর্ম্মযোগ শব্দের অর্থ,—কৃষিবাণিজ্যাদি, এবং পুত্র ও কন্যা হইতে প্রাপ্তি। বৃহস্পতি বলেন,—"কুটুম্ব অর্থাৎ অবশ্য প্রতিপাল্য পরিবার-দিগের খোরাক পোষাকের অতিরিক্ত যাহা কিছু বাঁচিবে তাহা দান করিবে। এতদ্ভিন্ন তাহাদের খোরাক পোষাক বিষয়ে ন্যায্য উপযোগী দ্রব্য হইতে তাহা-দিগকে বঞ্চনা করিয়া যদি দান করা হয়, তাহ'লে দাতার ঐ দান জনিত ধর্ম্ম মধু এবং বিষ উভয় তুল্য হইবে অর্থাৎ পুণ্য এবং পাপ উভয়বিধ ফলই প্রদান করিবে। মধু এবং বিষতুল্য হইবে, ইহার অর্থ স্মার্ত্ত এই রকমে করিয়াছেন, ঐরূপ দান যশঃ কীর্ত্তিহেতু মধুতুল্য এবং পরিণামে নরকফল হেতু উহা বিষতুল্য। ১৩০

ঐ বৃহস্পতিই আবার নিজের কথায় অপবাদ স্থলও দেখাইয়াছেন, অর্থাৎ স্থলবিশেষে কুটুম্বমাত্র ভরণোপযোগী পরিমিত দ্রব্য হইতেও যে, দান করা

"স্বল্পে মহতি বা তুল্যং ফলমাঢ্যদরিদ্রয়োঃ।" বিষ্ণু-ধর্ম্মোত্তরে,—

"যস্যোপযোগি যদ্দ্রব্যং দেয়ং তস্মৈ চ তদ্ভবেৎ।"

হারীতঃ,—

"তামসেন তু দ্রব্যেণ ঋত্বিগ্‌ভিস্তামসৈস্তথা।
তামসং ভাবমাস্থায় তামসো যজ্ঞ উচ্যতে॥
তামসেন তু যজ্ঞেন দানেন তপসা তথা।
নিরয়ে জন্মভেদাত্তু বৃদ্ধিং বিদ্যাচ্চ তামসীম্।" তামসী বৃদ্ধির্ম্লেচ্ছাধিপত্যরূপা ইতি রত্নাকরঃ।

"রাজসেন তু দ্রব্যেণ ঋত্বিগ্‌ভী রাজসৈস্তথা।
রাজসং ভাবমাস্থায় রাজসো যজ্ঞ উচ্যতে॥

পীত্যনেন ভৃতিমিচ্ছতেত্যনেন চ যৎকিঞ্চিদ্দ্রব্যদানস্যাপি বহুতরফলজনকত্বমুক্তং, তদভিপ্রেত্যাহ অতএব ইতি যৎকিঞ্চিদ্দ্রব্যদানস্যাপি বহুতরফলজনকত্বাদেব ইত্যর্থঃ। উপযোগি যোগ্যং তেন তদ্বচ্ছাস্ত্রং মূর্খাদিভ্যস্তৎপুস্তকাদিকং ন দেয়মিতি ভাবঃ। নিরয়ে ইতি নরকবিশেষে জন্মভেদাৎ। তামসীং বৃদ্ধিং বিদ্যাদিত্যর্থঃ। জন্মভেদাত্তু ইত্যত্র

যাইতে পারিবে, এ কথাও তিনি বলিয়াছেন, যথা 'নিজের ভৃতি অভিলাষী ব্যক্তি কুটুম্বদিগকে ক্লেশ প্রদান করিয়াও ভিক্ষার্থ সমাগত মহাত্মা ব্রাহ্মণকে অন্নপ্রদান করিবে।" এইজন্যই ভবিষ্যপুরাণে বলা হইয়াছে—"আঢ্য ব্যক্তি প্রভূত দান করিয়া যে ফল প্রাপ্ত হয়, দরিদ্র ব্যক্তি বিভবানুরূপ অল্পমাত্র বস্তু প্রদান করিয়াও তৎতুল্য ফল প্রাপ্ত হয়।" বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে বলা হইয়াছে "যে দ্রব্য যাহার যোগ্য অর্থাৎ আবশ্যক ব্যবহারে নিত্য উপযুক্ত, তাহাকে সেই দ্রব্যই দান করিবে।" হারীত বলিয়াছেন, "তমোগুণ-বহুল ঋত্বিক্‌গণের সাহায্যে তামসভাবে, তামস দ্রব্য দ্বারা যে যজ্ঞ করা হয়, উহা "তামস যজ্ঞ।" তামস যজ্ঞ তামস দান এবং তামস তপস্যা দ্বারা নিরয়, অর্থাৎ অতি দুঃখপ্রদ ম্লেচ্ছাদি কুলে জন্মলাভ করিয়া কিম্বা নরকভোগের পর জন্মান্তরে তামসী সম্পৎ প্রাপ্ত হয়।" এই বচনস্থিত তামসী বৃদ্ধি এই শব্দের অর্থ, রত্নাকরে "ম্লেচ্ছাধিপত্যরূপা বৃদ্ধি" এইরূপ করা হইয়াছে। "রজোগুণবহুল ঋত্বিক্‌গণের সাহায্যে রাজসভাবে রাজস দ্রব্য দ্বারা অনুষ্ঠিত

রাজসেন তু যজ্ঞেন দানেন তপসা তথা।
নিরয়স্বর্গয়োর্জন্ম ক্রূররাজ্যং শ্রিয়া যুতম্॥
সাত্ত্বিকেন তু দ্রব্যেণ ঋত্বিগ্‌ভিঃ সাত্ত্বিকৈস্তথা।
সাত্ত্বিকং ভাবমাস্থায় সাত্ত্বিকো যজ্ঞ উচ্যতে।
সাত্ত্বিকেন তু দানেন যজ্ঞেন তপসা তথা।
দেবলোকে ধ্রুবং বাসো দেবসাযুজ্যমেব চ॥”

মৎস্যপুরাণঞ্চ,—“যেষাং পূর্ব্বকৃতং কর্ম্ম সাত্ত্বিকং মনুজোত্তম।
পৌরুষেণ বিনা তেষাং কেষাঞ্চিৎ দৃশ্যতে ফলম্॥
কর্ম্মণা প্রাপ্যতে লোকে রাজসস্য তথা ফলম্।
কৃচ্ছ্রেণ কর্ম্মণা বিদ্ধি তামসস্য ফলং তথা॥”
দ্রব্যাণামপি তত্ত্বস্তেদমাহ নারদঃ।
“পার্শ্বিকদ্যূতচৌর্য্যার্ত্তিপ্রতিরূপকসাহসৈঃ।
ব্যাজেনোপার্জ্জিতং যৎ যত্তৎকৃষ্ণং সমুদাহৃতম্।”

জন্মভেদাহরিত্যপি পাঠঃ, নিরয়ে জন্মান্তরমিত্যর্থঃ। পৌরুষেণ ঐহিকব্যাপারেণ। কর্ম্মণা

যজ্ঞকে “রাজস যজ্ঞ” বলা হয়। রাজস যজ্ঞ, রাজস দান এবং রাজস তপস্যার ফলে নিরয় এবং নরকের অপবিত্রতা এবং স্বর্গের পবিত্রতা মিশ্রিত বংশে জন্মলাভ হয়; এবং ক্রূরগণের উপর আধিপত্যের সহিত রাজলক্ষ্মীর প্রাপ্তি হয়। সত্ত্বগুণপ্রধান ঋত্বিক্‌গণের সাহায্যে সাত্ত্বিকভাবে সাত্ত্বিক দ্রব্য দ্বারা অনুষ্ঠিত যজ্ঞকে সাত্ত্বিক যজ্ঞ বলা হয়। সাত্ত্বিক যজ্ঞ, সাত্ত্বিক দান, এবং সাত্ত্বিক তপস্যা দ্বারা দেবলোকে অনন্তকালের জন্য বাস এবং দেবসাযুজ্য লাভ হইয়া থাকে।” মৎস্যপুরাণে বলা হইয়াছে—“হে মনুজশ্রেষ্ঠ! যাহারা পূর্ব্ব জন্মে সাত্ত্বিককর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াছে, তাহাদের মধ্যে অনেকেরই ইহজন্মে পুরুষকার ব্যতিরেকেও ফললাভ দৃষ্ট হয়। পূর্ব্ব জন্মে রাজসকর্ম্মকারিগণ ইহজন্মে নিজের চেষ্টা দ্বারা ফললাভ করিয়া থাকে, এবং তামসকর্ম্মকারিগণ ইহজন্মে বহুক্লেশকর কর্ম্ম করিয়াই ফললাভ করে।” নারদ তামস, রাজস এবং সাত্ত্বিক দ্রব্যের লক্ষণ করিয়াছেন, যথা:—“যে সকল দ্রব্য কোন রাজা বা ধনীর পার্শ্বচর (মো-সাহেবী) বৃত্তি দ্বারা উপার্জ্জিত, কিম্বা দ্যূতক্রীড়া, চৌর্য্য, আর্ত্তি,

"পার্শ্বিকঃ" পাত্রতয়া যোঽর্জ্জয়তী"তি প্রায়শ্চিত্তবিবেকঃ। "আর্ত্ত্যা" পরপীড়য়া, "প্রতিরূপকেণ" কৃত্রিমরত্নাদিনা, সাহসেন সমুদ্রযানপির্ব্যাদ্যারোহণাদিনা, "ব্যাজেন" ব্রাহ্মণবেশেন শূদ্রাদিনা, 'কৃষ্ণং' তামসমিতি গৃহস্থরত্নাকরাদয়ঃ।

"কুসীদং কৃষিবাণিজ্যশুল্কশালানুবৃত্তিভিঃ।
কৃতোপকারাদাপ্তঞ্চ রাজসং সমুদাহৃতম্ ॥"—"অনুবৃত্ত্যা" সেবয়া।

"শ্রুতশৌর্য্যতপঃকন্যাশিষ্যযাজ্যান্বয়াগতম্।
ধনং সপ্তবিধং শুক্লং মুনিভিঃ সমুদাহৃতম্ ॥"

"শ্রুতেন" অধ্যয়নেন, "শৌর্য্যেণ" জয়াদিনা, "তপসা" জপ-

ঐহিকব্যাপারেণ তত্তস্তেদং তামসমিত্যেকং, পাত্রতয়া রাজ্ঞঃ পাত্রতয়া। কুষীদেতি। কুষীদাদিত্যত্র যল্লব্ধং বৈশ্যেতরস্য রাজসং, বৈশ্যস্য তু সাত্ত্বিকম্। অতঃ "সপ্ত বিত্তাগমা ধর্ম্ম্যা" ইতি প্রাগুক্তমনুবচনস্থং কুষীদাদিবাচিপ্রয়োগাদিপদং সংগচ্ছতে। শুল্কং কন্যাপণাদি। শালা গৃহে স্থানং দত্ত্বা বরাটিকাগ্রহণম্। আপ্তং প্রাপ্তম্। অধ্যয়নেন পুরাণাদ্য-

প্রতিরূপক, সাহস, অথবা ছলদ্বারা যে সকল দ্রব্য উপার্জ্জিত, কিম্বা সেই সকল দ্রব্যকে তামস দ্রব্য বলা হয়।" প্রায়শ্চিত্তবিবেকে বলা হইয়াছে, যে ব্যক্তি পাত্রের (মো-সাহেবের) বৃত্তি অবলম্বনপূর্ব্বক ধন অর্জ্জন করে, তাহার নাম পার্শ্বিক, এ স্থলে পার্শ্বিক শব্দের অর্থ—পার্শ্বিকের বৃত্তি, কেহ কেহ বলেন, রাজার সদস্য হইয়া ধনপ্রাপ্তির জন্য ব্যক্তিবিশেষের উপর পক্ষপাতকারীর নাম পার্শ্বিক। আর্ত্তি শব্দের অর্থ—পরপীড়ন, প্রতিরূপক শব্দের অর্থ—কৃত্রিম রত্নাদি, গিল্টীর অলঙ্কার, টাটার হীরক ইত্যাদি, সাহস শব্দের অর্থ—সমুদ্রযাত্রা, পর্ব্বতাদি আরোহণ ইত্যাদি এবং ব্যাজ বা ছল শব্দের অর্থ—শূদ্রকর্ত্তৃক আপনাকে ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দেওয়া ইত্যাদি। গৃহস্থরত্নাকর প্রভৃতি গ্রন্থে উক্ত শব্দ সকলের এইরূপ অর্থ করা হইয়াছে। কুষীদ (সুদ), কৃষি (চাষ), বাণিজ্য, শুল্ক (কন্যাপণাদি), শালা (বাড়ীভাড়া), অনুবৃত্তি (সেবা) দ্বারা, অথবা পূর্ব্বে কাহারও উপকার করায় তাহার নিকট হইতে প্রত্যুপকার হিসাবে লব্ধ, এই সকল দ্রব্যকে রাজস দ্রব্য বলে। শ্রুত, শৌর্য্য, তপস্যা, কন্যা, শিষ্য, যাজ্য অথবা বংশ হইতে আগত (প্রাপ্ত) দ্রব্য "শুক্ল" অর্থাৎ সাত্ত্বিক।" শ্রুত শব্দের অর্থ অধ্যয়ন, শৌর্য্য

হোমদেবার্চ্চনাদিনা, "কন্যাগতং" কন্যয়া সহাগতং শ্বশুরাদের্লব্ধং, "শিষ্যাগতং" গুরুদক্ষিণাদিনা, "যাজ্যাগতম্" আর্ত্বিজ্যলব্ধম্ "অন্বয়াগতং" দায়াদিভ্যো লব্ধং, "শুদ্ধং" সাত্ত্বিকমিত্যর্থঃ। অত্র স্বত্বহেতুভূতব্যাপাররূপার্জ্জনগণনে চৌর্য্যস্যাপি নির্দ্দেশাৎ, চৌর্য্যোপাত্তদ্রব্যেঽপি যথেষ্টবিনিয়োজ্যত্বেন শাস্ত্রগম্যরূপস্বত্বমস্তীতি প্রতীয়তে, ভবদেবভট্টসম্মতোঽপ্যয়ং পক্ষঃ।

যত্ত "দ্রব্যমস্বামিবিক্রীতং পূর্ব্বস্বামী সমাপ্নুয়াৎ।" ইতি

ব্যয়নেন। দেবার্চ্চনেতি দেবলস্য নিন্দাশ্রবণাৎ দেবলাতিরিক্তস্য দেবার্চ্চনং বোধ্যম্। যথেষ্টেতি যদেদং যথেষ্টং বিনিযোজ্যমিত্যাকারকজ্ঞানবিষয়ঃ স্বত্বমিতি প্রাচঃ এতাদৃশং দ্রব্যং যথেষ্টমিযোজ্যমিত্যেতাদৃশশাস্ত্রজন্যজ্ঞানবিষয়স্বরূপশাস্ত্রগম্যত্বং স্বত্বং, তথাহি পার্থিকেত্যাদিনা যস্য যস্যার্জ্জনরূপত্বং প্রতিপাদিতং তত্তদুপায়লব্ধং ধনং যথেষ্টবিনিযোজ্যমিত্যত্র শাস্ত্রস্য তাৎপর্য্যাৎ যথেষ্টবিনিযোজ্যত্বং শাস্ত্রগম্যমিতি প্রাচীনবিশেষাঃ। স্বত্বমতিরিক্তপদার্থ ইতি তু নব্যাঃ। বিনিয়োগো বিক্রয়াদিঃ, বিনিযোজ্যং বিনিয়োগার্হম্।

শব্দের অর্থ—জয়াদি, তপস্যা শব্দের অর্থ—জপ, হোম এবং দেবার্চ্চনাদি, কন্যার শ্বশুরালয় হইতে প্রাপ্ত, গুরুদক্ষিণাদি হিসাবে শিষ্যকর্ত্তৃক প্রদত্ত, যাজ্য অর্থাৎ পৌরোহিত্য কর্ম্ম করিয়া লব্ধ, বংশ হইতে প্রাপ্ত অর্থাৎ উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত, এই সকল প্রকার ধনই সাত্ত্বিক। এস্থলে একটী কথা, বলা আবশ্যক, পূর্ব্ব বচনে কুসীদ, কৃষি এবং বাণিজ্যলব্ধ ধনকে যে 'রাজস' বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, তাহা সকলের পক্ষে রাজস নহে, টীকাকারগণ বলেন, বৈশ্যের পক্ষে ঐ তিন উপায়ে লব্ধ ধন রাজস নহে, কারণ বৈশ্যের ঐ তিনটিই শাস্ত্রসম্মত জীবিকার উপায়; সুতরাং ঐ সকল উপায়ে লব্ধ ধন বৈশ্যের পক্ষে সাত্ত্বিক। এ স্থলে এ কথাও বক্তব্য বলিয়া বোধ হইতেছে যে, স্বত্বের (ন্যায্য অধিকারের) হেতুভূত ব্যাপারের (ক্রিয়ার) স্বরূপ অর্জ্জনের মধ্যে চৌর্য্যেরও গণনা করায়, অর্থাৎ যে সকল উপায়ে ধনলাভ করিলে, লব্ধধনে উপার্জ্জকের স্বত্ব (ন্যায্য অধিকার) জন্মে, সেই সকল উপায়ের মধ্যে চৌর্য্যেরও গণনা করায়, এবং চৌর্য্যের দ্বারা লব্ধ ধনের ইচ্ছানুসারে ব্যয় করিবার ক্ষমতা থাকায়, চৌর্য্য ধনেও শাস্ত্রসম্মত স্বত্বের (অধিকারের) অস্তিত্ব প্রতীত হইতেছে। ভবদেবভট্ট প্রভৃতিরাও এই পক্ষ অবলম্বন করিয়াছেন। তবে যে "অস্বামি-

যাজ্ঞবল্ক্যীয়েন চৌরবিক্রীতস্যাস্বামিবিক্রীতত্বমুক্তং, তত্রা-"স্বামি"পদমপ্রশস্তস্বামিপরম্,

"অপ্রাশস্ত্যং বিরোধশ্চ নঞর্থাঃ ষট্ প্রকীর্ত্তিতা" ইতি প্রাগুক্তত্বান্ন তু স্বামিত্বাভাবপরং; প্রাগুক্তপার্শ্বিকদ্যূতচৌর্য্যে-ত্যাদিনারদবচনবিরোধাৎ।

"ব্রাহ্মণস্বং ন হর্ত্তব্যং ক্ষত্রিয়েণ কদাচন।

দস্যুনিষ্ক্রিয়য়োস্তর্থমজীবন্ হর্ত্তুমর্হতী"ত্যনেন চৌর্য্যস্বামিত্বা-ভিধানাচ্চ। অতএব যাজ্ঞবল্ক্যঃ,—

"বুভুক্ষিতস্ত্র্যহং স্থিত্বা ধান্যমব্রাহ্মণাদ্ধরেৎ।"

মনুরপি,—

"তথৈব সপ্তমে ভক্তে ভক্তানি ষড়নশ্নতা।

পূর্ব্বস্বামী নষ্টধনঃ, অতো দাত্রাদিব্যাবৃত্তিঃ। অপ্রশস্তস্বামীতি অপ্রাশস্ত্যঞ্চ পূর্ব্বস্বামিনা দর্শনে স্বামিত্বনাশাদিতি বোধ্যম্। নিষ্ক্রিয়শ্চাণ্ডালাদিধর্ম্মক্রিয়াশূন্য ইতি কেচিৎ, পরে তু নিষ্ক্রয়েতি পঠন্তি, ব্যাচক্ষতে চ নিষ্ক্রয়ঃ ক্ষুদ্রচৌরঃ, অতো ন পৌনরুক্ত্যম্, নির্গতঃ

কর্ত্তৃক বিক্রীত বস্তু পূর্ব্ব স্বামীই প্রাপ্ত হইবে।" এই যাজ্ঞবল্ক্যীয় বচনের ব্যাখ্যায় চৌরকর্ত্তৃক বিক্রীত বস্তুই অস্বামিকর্ত্তৃক বিক্রীত বলিয়া ব্যাখ্যা করা হইয়াছে, ঐ 'অস্বামী' শব্দের অপ্রশস্তস্বামিরূপ অর্থই বুঝিতে হইবে, পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, "নঞের অপ্রাশস্ত্য বিরোধ প্রভৃতি ছয় প্রকার অর্থ হয়।" অস্বামী শব্দে যে একেবারেই স্বামী নয়, অর্থাৎ উক্ত ধনে তাহার কোনরূপ স্বত্ব একেবারেই নাই, এরূপ নহে; তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত "পার্শ্বিক দ্যূত চৌর্য্য" ইত্যাদি নারদবচনের সহিত যাজ্ঞবল্ক্যের বিরোধ হইয়া পড়ে। আরও দেখ, "ক্ষত্রিয় অন্য প্রকারে জীবিকা নির্ব্বাহে অক্ষম হইলে কদাচ ব্রাহ্মণ ধন অপহরণ করিবে না, কিন্তু দস্যু ও চোরের ধন অপহরণ করিয়া জীবিকা-নির্ব্বাহ করিতে পারিবে।" এই বচনে অপহরণ বিধান করায়, অপহৃত ধনেও যে, চোরের স্বামিত্ব (অধিকার) হয়, তাহাই দেখান হইয়াছে। অপহৃত ধনে চোরের স্বামিত্ব হয় বলিয়াই যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন,—"তিন দিন ক্রমাবধি উপবাসী থাকিয়াও যদি অন্ন না প্রাপ্ত হয়, তবে ব্রাহ্মণ ভিন্ন অপর জাতীয় ব্যক্তির ধন হরণ করিবে।" মনুও বলিয়াছেন,—"ক্রমান্বয়ে ছয় বেলা উপবাস করিয়া

অশ্বস্তনবিধানেন হর্তব্যং হীনকর্ম্মণঃ ॥"

ইত্যাভ্যাং ত্র্যহোপবাসানন্তরং ধান্যচৌর্য্যেণ জীবনাভিধানাৎ তদন্নস্য বলিবৈশ্বদেবাহ'তা প্রতীয়তে। ব্যক্তমাহ হরিবংশীয়-সপ্তব্যাধোপাখ্যানে,—

"তে নিয়োগাদ্ গুরোস্তস্য গাং দোগ্ধ্রীং সমকালয়ন্।
ক্রূরবুদ্ধিঃ সমভবত্তাং মাং বৈ হিংসিতুং তদা ॥
পিতৃভ্যঃ কল্পয়িত্বৈনামুপাযুঞ্জত ভারত।
স্মৃতিপ্রত্যবমর্ষশ্চ তেষাং জাত্যন্তরেঽভবৎ ॥"

অত্র গুরোর্গাং হত্বা শ্রাদ্ধেন চৌরাণামপি জাতিস্মরত্বৰ্ণ-

ক্রয়ো যস্য ইতি ব্যুৎপত্তিঃ, ক্রয়ং বিনৈব তস্য ধনলাভাদিতি। অজীবন্নিতি প্রকারান্তরেণ অজীবন্ ক্ষত্রিয় ইত্যর্থঃ। অনেন হরণবিধায়কবচনেন। চৌরস্বত্বেতি তথাচ হরণ-বিধানাৎ হরণস্য স্বত্বহেতুত্বমভিহিতমিতি ভাবঃ। হরণং চৌর্য্যম্। অতএব হরণস্য স্বত্বহেতুত্বাদেব। বুভুক্ষিত উপবাসী। অব্রাহ্মণাৎ ব্রাহ্মণভিন্নাৎ, সপ্তমে ইতি উপবাস-ত্রয়ানন্তরং চতুর্থদিনে ইত্যর্থঃ। প্রত্যহং ভক্তদ্বয়বিধানাৎ সপ্তমভক্তকালশ্চতুর্থদিনমিতি ভাবঃ। অশ্বস্তনবিধানেন অসঞ্চয়বিধানেন, তথাচ তদ্দিনভোজনমাত্রোপযুক্তং দ্রব্যং হরেৎ ন তু পরদিবসীয়ভোজনার্থমিতি ভাবঃ। তদন্নস্য হৃতধান্যান্নস্য। সমকালয়ন্নিতি সমপালয়ন্নিত্যর্থঃ। পিতৃভ্যঃ পিতৃমুদ্দিশ্য। উপাযুঞ্জত ভক্ষিতবন্তঃ। স্মৃতীতি

থাকিয়া, সাতবেলা খাইবার সময় উপস্থিত হইলে, অর্থাৎ চতুর্থ দিনের দিন পরদিনের জন্য কিছু সঞ্চয় না থাকে, অর্থাৎ কেবল সেই দিন মাত্রের আহারোপযোগী ধান্য, হীন জাতীয় ব্যক্তির গৃহ হইতে অপহরণ করিবে।" দেখ, এই দুইটি বচনে, তিন দিন উপবাসের পর ধান্য চুরি করিয়া জীবিকা-নির্ব্বাহ করিতে উপদেশ দেওয়ায়, এই চৌর্য্যলব্ধ অন্নের দ্বারা যে,বলি এবং বৈশ্বদেবকর্ম্মের সম্পাদন করা যাইতে পারে, তাহাও প্রতীত হইতেছে। অপহৃত ধনে চোরের স্বত্ব হইবার কথা, তাহা হরিবংশে সপ্তব্যাধের উপাখ্যানে স্পষ্ট করিয়াই বলা হইয়াছে, যথা,—"তাহারা গুরুর আজ্ঞায় সেই দুগ্ধবতী গাভীকে রক্ষণাবেক্ষণ করিতে আরম্ভ করিল। এই সময়, তাহাদিগের হৃদয়ে সেই গাভীরূপী আমাকে মারিবার নিমিত্ত ক্রূর বুদ্ধি উৎপন্ন হইল, হে ভারত! তাহারা ঐ মাংসে পিতৃগণের শ্রাদ্ধ সম্পাদন করিয়া উহা ভোজন করিল। জন্মান্তরে তাহাদের পূর্ব্বস্মৃতির আর লোপ হইল না।" এই উপাখ্যানে গুরুর গাভী চৌর্য্যবৃত্তি দ্বারা অপহরণপূর্ব্বক উহাকে

নাৎ চৌর্য্যেণ স্বত্বং প্রতীয়তে। এতত্তু অত্যন্তাশক্তানাং, শক্তানান্তু—মৎস্যপুরাণে,—

"গামগ্নিং ব্রাহ্মণং শাস্ত্রং কাঞ্চনং সলিলং স্ত্রিয়ঃ।
মাতরং পিতরঞ্চৈব নিন্দন্তি যে নরাধমাঃ।
ন তেষামূর্দ্ধগমনমেবমাহ প্রজাপতিঃ॥
পরস্বং হরতে যস্তু পশ্চাদ্দানং প্রযচ্ছতি।
ন স গচ্ছতি বৈ স্বর্গং দাতারো যত্র ভাগিনঃ॥" ইতি।

তচ্চ সাত্ত্বিকরাজসিকবৎ ফলাভাবপরম্, অন্যথা প্রাগুক্ত-হারীতবচনবিরোধাপত্তেঃ॥ ১৩১॥

জাত্যন্তরে জন্মান্তরে স্মৃত্যুৎপত্তিশ্চাস্বং ইত্যর্থঃ। জাতিস্মরত্বেতি তথাচ চৌর্য্যেণ স্বত্বাজননে অস্বকীয়দ্রব্যেণ শ্রাদ্ধানিষ্পত্ত্যা জাতিস্মরত্বরূপং তৎফলং ন স্যাদিতি ভাবঃ। এতদিতি ধান্যহরণমিত্যর্থঃ। যদ্বা কৃত্বাপি শ্রাদ্ধাদিকরণমিত্যর্থঃ। শক্তানান্ত্বিতি ফলাভাবপরমিতি পরেণান্বিতম্, গামগ্নিমিত্যাদিকং প্রসঙ্গাদুক্তম্। দাতার ইতি দাতারো যত্র স্বর্গে ভাগিনো ভবন্তীত্যর্থঃ। তৎ সাত্ত্বিকেতি ন তু তামসফলস্যাপি অভাবপরম্, তথাচ শক্তানাং তামসফলং ভবত্যেব অত্যন্তাশক্তানান্তু জাতিস্মরত্বাদিরূপং সাত্ত্বিকফলমপি

মারিয়া উহার মাংসে যে শ্রাদ্ধ করিয়াছিল, সেই শ্রাদ্ধের ফলে চোরদিগেরও পরজন্মে জাতিস্মরত্ব কথিত হওয়ায়, চৌর্য্যলব্ধ ধনেও যে স্বত্ব জন্মে, ইহাই প্রতীত হইতেছে। এই যে, চৌর্য্যলব্ধ ধন দ্বারা উত্তম ফললাভের কথা বলা হইল, ইহা অত্যন্ত অশক্তের পক্ষেই অর্থাৎ যাহারা নিতান্ত অনন্যোপায়,তাহাদের পক্ষেই বুঝিতে হইবে, শক্ত ব্যক্তিদিগের পক্ষে অর্থাৎ যাহারা অন্য উপায় থাকিতে চুরি করে, তাহাদের পক্ষে মৎস্যপুরাণে এইরূপ বলা হইয়াছে, যথা—"যে সকল নরাধম গুরু, অগ্নি, ব্রাহ্মণ, শাস্ত্র, সুবর্ণ, জল, স্ত্রীজাতি, মাতা এবং পিতাকে নিন্দা করে, তাহাদিগের উর্দ্ধস্থিত লোকে অর্থাৎ স্বর্গাদি লোকে গমন হয় না, এই কথা প্রজাপতি বলিয়াছেন। যে ব্যক্তি পরের দ্রব্য অপহরণ করিয়া দান করে (গোরু মেরে জুতা দান করার মত) সে কখন যে স্থলে বিশুদ্ধদাতা-গণ গমন করে, সেই স্বর্গে গমন করিতে পারে না। ইহাতে যে চৌর্য্যাপহৃত বস্তুর দানে স্বর্গাদি ফলের অভাবের কথা বলা হইল, ইহাতে এইমাত্র জানান হইল যে, চৌর্য্যাপহৃত বস্তুর দান সাত্ত্বিক ও রাজসিক বস্তু দানের মত

শাতাতপপরাশরৌ,—
"সন্নিকৃষ্টমধীয়ানং ব্রাহ্মণং যো ব্যতিক্রমেৎ ।
ভোজনে চৈব দানে চ দহত্যাসপ্তমং কুলম্ ॥"
বশিষ্ঠব্যাসপরাশরাঃ,—
"যস্য চৈব গৃহে মূর্খো দূরে চৈব বহুশ্রুতঃ ।
বহুশ্রুতায় দাতব্যং নাস্তি মূর্খে ব্যতিক্রমঃ ॥"
শাতাতপঃ,—
"মন্ত্রপূর্ব্বন্তু যদ্দানমপাত্রায় প্রদীয়তে ।
দাতুর্নিকৃত্য হস্তন্তু ভোক্তুর্জ্জিহ্বাং নিকৃন্ততি ।

ভবতীতি ধ্যেয়ম্ । অন্যথা তামসফলস্যাপি অভাবপরত্বে, তথাচ 'তামসেন তু প্রযোগ ঋত্বিগ্‌ভিস্তামসৈর্বৃতৈ'ত্যাদিপ্রাগুক্তহারীতাদিবচনে তামসফলং জায়তে ইত্যুক্তম্, অস্য ফলসামান্যাভাবপরত্বে তেন বিরোধঃ স্যাদিতি ভাবঃ ॥ ১৩১ ॥

দহতি নরকভাগিনং করোতি । গৃহে গৃহনিকটে, ব্যতিক্রমঃ ব্যতিক্রমপ্রযুক্তো দোষঃ । দাতুরিতি তৎ দানং দাতুর্হস্তং ছিত্ত্বা ভোক্তুর্জিহ্বাং ছিনত্তীত্যর্থঃ । তথাচ তদ্দানং দ্বয়োরেব

সুফলপ্রদ হয় না, তাই ব'লে উহা যে তামসফলও প্রদান করিবে না, এমন কথা কেহ যেন না বুঝেন, কারণ উহাতে তামস ফলেরও লাভ হয় না, একথা বলিলে, পূর্ব্বোক্ত হারীতের তামস দানের তামসফলবিধায়ক বচনের সহিত বিরোধ হয় ॥ ১৩১ ॥

শাতাতপ এবং পরাশর দান সম্বন্ধে আরও বিশেষ বিধান করিয়াছেন, যথা, "যে ব্যক্তি ভোজন কার্য্যে অথবা দানে, সমীপে বাসকারী অধ্যয়নশীল ব্রাহ্মণকে বাদ দিয়া কার্য্য করে, সে সপ্তম কুল পর্য্যন্ত ব্যক্তিগণকে আপনার ঐ পাপানলে দগ্ধ করে ।" বশিষ্ঠ, ব্যাস এবং পরাশর বলিয়াছেন,—"যে ব্যক্তির বাড়ীর নিকট মূর্খের বাস, এবং বহুশাস্ত্রে ভূষিত ব্যক্তি দূরে বাস করে, এরূপ স্থলে দূর হইতে ঐ সুপণ্ডিত ব্যক্তিকে আনাইয়াই দান করিবে, কারণ মূর্খকে বাদ দিলে কোন প্রকার অতিক্রম জন্য পাপ হইবে না ।" শাতাতপ বলিয়াছেন—"অযোগ্যপাত্রে মন্ত্রপূর্ব্বক যে দান করা হয়, ঐ দান দাতার হস্ত এবং গ্রহীতার জিহ্বা ছেদ করে অর্থাৎ ঐ দান উভয়ের পক্ষেই

ন দদস্বেতি যো ক্রয়াৎ গবাগ্নিব্রহ্মণেষু চ ।
তির্য্যগ্‌যোনিশতং গত্বা চাণ্ডালেষভিজায়তে ॥” বশিষ্ঠঃ,—
“পরিভুক্তমবিজ্ঞাতমপর্য্যাপ্তমসংস্কৃতম্ ।
যঃ প্রযচ্ছতি বিপ্রে ভ্যস্তত্তস্মন্যবতিষ্ঠতে ॥” “অপর্য্যাপ্তং” স্বকার্য্যাক্ষমম্ । যমঃ,—
“সুবর্ণং রজতং তাম্রং যতিভ্যো যঃ প্রযচ্ছতি ।
ন স তৎফলমাপ্নোতি তত্রৈব পরিবর্ত্ততে ॥”
তত্রৈব দৃষ্টফল এব অবতিষ্ঠতে, ন তু স্বর্গাদিফলমাপ্নোতীত্যর্থঃ । মহাভারতে—

ত্বরদৃষ্টজনকমিতি ভাবঃ । কেচিত্তু পরলোকে যম ইতি পূরয়িত্বা নিকৃষ্টত্যাদিকং ব্যাচক্ষতে । ন দদস্বেতি একেন ব্রাহ্মণাদ্যুদ্দেশ্যকদানে ক্রিয়মাণে অন্যেন চেন্নিষিধ্যতে তদা তস্য তির্য্যগ্‌যোন্যাদি ফলং ভবতীত্যর্থঃ । কেচিত্তু দদস্বেতি যো ন ব্রূয়াদিত্যন্বয়ং কুর্ব্বন্তি । অবজ্ঞাতং ঘৃণাস্পদং বস্তু, অপর্য্যাপ্তং যথাবদুপচাররহিতং, 'যথাবদুপচারশ্চ তণ্ডুলাদৌ দিধিলবণাদিঃ, তথাচ দ্বিদলাদিকং বিনা কেবলতণ্ডুলাদিদানে দোষো ভবতীতি বোধ্যম্ । স্বকার্য্যেতি প্রতিগ্রহীতৃকার্য্যেত্যর্থঃ । দৃষ্টফলে দাতৃত্বেন কীর্ত্ত্যাদৌ পরিবর্ত্ততে

অনিষ্টকর । “গো, অগ্নি এবং ব্রাহ্মণে দান করিতে প্রবৃত্ত ব্যক্তিকে যে ‘দিওনা’ বলিয়া নিষেধ করে, সে ক্রমান্বয়ে একশত বার তির্য্যক্‌ যোনিতে পতিত হইয়া পরে চণ্ডালকুলে জন্মগ্রহণ করে ।” বশিষ্ঠ বলিয়াছেন—“পরিভুক্ত (পূর্ব্বে নিজ-কর্ত্তৃক ব্যবহৃত), অবিজ্ঞাত এবং অপর্য্যাপ্ত (যাহা দ্বারা কোন প্রকার উপকার সাধিত হয় না) এইরূপ বস্তু যদি ব্রাহ্মণকে দান করা হয়, ঐ দান এক-প্রকার ভস্মে ফেলা হয় ।” মূল বচনে যে “অপর্য্যাপ্ত” শব্দটি আছে, তাহার অর্থ—যে কার্য্যের জন্য যাচ্ঞা করা হইয়াছিল, সেই কার্য্য সম্পাদনের অনুপযোগী অর্থাৎ কার্য্যসম্পাদক ধন অপেক্ষা অনেক কম । যম বলেন “যতিদিগকে যে সুবর্ণ রজত, এবং তাম্র প্রদান করা হয়, ঐ দান কেবল ইহলোকেই অবস্থান করে, অর্থাৎ কীর্ত্তির ঘোষণা করে, উহাতে আর কোন ফল হয়না ।” ঐ দান কীর্ত্ত্যাদিরূপ দৃষ্টফলই প্রদান করে, স্বর্গাদি ফলের জনক হয় না । ইহাই ঐ বচনের তাৎপর্য্য । মহাভারতে

"পঙ্গ্বন্ধবধিরা মূকা ব্যাধিনোপহতাশ্চ যে।

ভর্ত্তব্যাস্তে মহারাজ ন তু দেয়ঃ প্রতিগ্রহঃ॥" ব্যাধিনা যক্ষ্মাদিনা। ব্যাসঃ,—

"মাতাপিতৃষু যদ্দত্তং ভ্রাতৃস্বসৃসুতাদিষু।

আত্মজেষু চ যদ্দত্তং সর্ব্বং ভবতি পুষ্কলম্‌॥"

পিতুঃ শতগুণং দানং সহস্রং মাতুরেব চ।

অনন্তং দুহিতুর্দ্দানং সোদর্য্যে দত্তমক্ষয়ম্‌॥" বিশেষমাহ নারদঃ,—

সাক্ষিত্বং প্রাতিভাব্যঞ্চ দানং গ্রহণমেব চ।

বিভক্তা ভ্রাতরঃ কুর্য্যুর্নাবিভক্তাঃ পরস্পরম্‌॥"

ব্যাসঃ,—

"যোঽসদ্ভ্যঃ প্রতিগৃহ্যাপি পুনঃ সদ্ভ্যঃ প্রযচ্ছতি।

অবধিজাতে। প্রাতিভাব্যং লগ্নকঃ জামিন ইতি যস্য খ্যাতিঃ। এতেন ইত্যুপলক্ষণং পিত্রাদ্যপি বোধ্যম্‌। পরস্পরমিত্যনন্তরম্‌ অবিভক্তদশায়ামপি বিদ্যাদ্যুপার্জ্জিতাসাধারণং

বলা হইয়াছে—'হে মহারাজ, পঙ্গু, অন্ধ, বধির (জন্মকালা), মূক (হাবা) এবং যক্ষ্মাদিরোগগ্রস্ত ব্যক্তিদিগের ভরণ পোষণ করিবে, কিন্তু কখন তাহাদিগকে বৈধ দান করিবে না।" ব্যাস বলেন—"মাতা, পিতা, ভ্রাতা, ভগিনী, কন্যা এবং পুত্রকে যদি কিছু দেওয়া হয়, তাহাই পুষ্কল (প্রচুর) ফলের কারণ হয়। সাধারণলোককে দান অপেক্ষা পিতাকে দান করিলে শতগুণ ফললাভ হয়, মাতাকে দান করিলে সহস্রগুণ ফল হয়, কন্যাকে দান করার ফল অনন্ত, সহোদর ভ্রাতাকে যাহা দান করা হয়, তাহা অক্ষয় ফল প্রদান করে।" সহোদর ভ্রাতাকে যে দান করিবার কথা বলা হইল, তৎসম্বন্ধে নারদ আবার একটু বিশেষ নিয়ম করিতেছেন, যথা—"সাক্ষী দেওয়া, জামিন হওয়া, দান এবং প্রতিগ্রহ, এই সকল কার্য্য বিভক্ত (পৃথগন্ন) ভ্রাতৃগণই পরস্পরের মধ্যে করিতে পারিবে, একান্নবর্ত্তী ভ্রাতৃগণ পরস্পর ঐ সকল কার্য্য করিতে পারিবেনা।" ব্যাস বলেন—"যে ব্যক্তি অসৎব্যক্তিদিগের নিকট হইতে

আত্মানং সংক্রমং কৃত্বা পরাংস্তারয়তে হি সঃ।
ধনস্বামিনমাত্মানং সন্তারয়তি দুস্তরম্।" ইতি শেষার্দ্ধং স্কান্দে বিশেষঃ। গোতমঃ,—

"অন্তর্জ্জানু করং কৃত্বা সকুশস্তু তিলোদকম্।
ফলাংশমভিসন্ধায় প্রদদ্যাৎ শ্রদ্ধয়ান্বিতঃ॥" উদকস্তুতিমভিধায় আহ হারীতঃ,—

"তস্মাদদ্ভিরবোক্ষ্য দদ্যাদ্দানমালভ্য বে"তি। "অবোক্ষ্য" প্রোক্ষ্য ইতি রত্নাকরাদয়ঃ। এতদ্‌যদ্যপি—

যদ্দত্তং, তদুক্তফলকমিত্যধিকঃ পাঠঃ ক্বচিৎ পুস্তকে দৃশ্যতে। স ইতি দানমিত্যর্থঃ। সংক্রমস্য বিধেয়স্য পুংস্ত্বাৎ পুংস্ত্বং, শৈত্যং হি যৎসা প্রকৃতির্জ্জলস্যেত্যাদিবৎ। সংক্রমঃ সাঁকো ইতি খ্যাতঃ। শেষার্দ্ধমিতি যোহসত্ত্যো ইত্যাহ্নিকং তু পূর্ব্বার্দ্ধং সমানং, ফলাংশমসন্ধায় ফল-

প্রতিগ্রহ করিয়া সেই ধন আবার সৎব্যক্তিদিগকে প্রদান করে, সে আপনাকে সেতু স্বরূপ করিয়া পরকে পার করে। (১) স্কন্দপুরাণে আবার "ঐ ব্যক্তি, পূর্ব্বধন স্বামী এবং আপনাকে দুস্তর নরক পার করে।" এই শেষার্দ্ধ অধিক দৃষ্ট হয়। গৌতম বলিয়াছেন,—"উভয় জানুর মধ্যে কুশ এবং তিলোদক সহিত হাত রাখিয়া শ্রদ্ধা সহকারে ফল কামনার উল্লেখপূর্ব্বক দান করিবে। হারীত অগ্রে জলের গুণ কীর্ত্তন করিয়া বলিতেছেন—"অতএব জল দ্বারা অবোক্ষণপূর্ব্বক দেয় বস্তু হস্তে ধারণপূর্ব্বক দান করিবে।" রত্নাকর প্রভৃতি গ্রন্থে অবোক্ষণ শব্দের প্রোক্ষণ। এইরূপ অর্থ করা হইয়াছে, যদিও এই অর্থটি আপাততঃ "উত্তান (চিৎ) হাতে জলের ছিটে দেওয়াকে প্রোক্ষণ বলা হয়, উপুড় হস্তে জলের ছিটে দেওয়াকে অভ্যুক্ষণ এবং বক্রভাবে জলের ছিটে দেওয়াকে অবোক্ষণ বলে" বর্দ্ধমান কর্ত্তৃক উদ্ধৃত এই বচনের বিরুদ্ধ বোধ হইতেছে, কারণ এই বচনে প্রোক্ষণ অবোক্ষণের পরস্পর ভেদ দেখান

(১) মূল বচনে যে "পরাংস্তারয়তে হি সঃ" এই "সঃ" পদটি আছে, কাশীরাম ইহার অর্থ দান করিয়াছেন, তিনি বলেন, দান শব্দটি ক্লীবলিঙ্গ হইলেও পুংলিঙ্গ সংক্রম উহার বিধেয় বিশেষণ হওয়াতেই 'সঃ' পুংলিঙ্গ ব্যবহৃত হইয়াছে, তাঁহার মতে ঐ দাতাই আপনাকে সেতু স্বরূপ করিয়া অপরকে দাতা এবং পূর্ব্বধনস্বামী এই উভয়কে পার করে। এইরূপ ব্যাখ্যায় পূর্ব্বার্দ্ধস্থিত কর্ত্তৃভূত 'যঃ' এই পদ সাকাঙ্ক থাকিয়া

"উত্তানেন তু হস্তেন প্রোক্ষণং সমুদাহৃতম্।
অঞ্চতাভ্যুক্ষণং প্রোক্তং তিরশ্চাবোক্ষণং স্মৃতম্॥"

ইতি বর্দ্ধমানধৃতেন বিরুদ্ধম্। অতএব কুসুমাঞ্জলৌ,—
"প্রোক্ষণাভ্যুক্ষণাদিভিরি"তি ভেদাভিধানং তথাপি,—

"বস্ত্র যদ্দীয়তে বস্ত্রমলঙ্কারাদি কিঞ্চন।
তেষাং দৈবতমুচ্চার্য্য কৃত্বা প্রোক্ষণপূজনে।
উৎসৃজ্য মূলমন্ত্রেণ প্রতিনাম্না নিবেদয়েৎ॥"

ইতি কালিকাপুরাণোক্তব্যাখ্যানেঽপি ন শাস্ত্রবিরোধঃ।

স্মৃতিঃ এতত্রত্যাভ্যুক্ষণাদীনাং ব্যাখ্যানম্। স্বস্তা অনুভবেন। বিরুদ্ধমিতি অবোক্ষণস্য প্রোক্ষণভিন্নত্বেনোপাদানাদ্বিরুদ্ধমিতি ভাবঃ। অতএব প্রোক্ষণাভ্যুক্ষণাবোক্ষণানাং পৃথক্ পৃথক্ লক্ষণত্বাদেব। সংস্কারঃ পুংস এবেষ্টঃ প্রোক্ষণাভ্যুক্ষণাদিভিরিত্যাদিনা অবোক্ষণস্য গ্রহণম্, অতো ভেদেনোক্তমিতি সঙ্গচ্ছতে। বস্ত্রমিতি বস্ত্রাদের্বিশেষোপাদানাৎ ন গন্ধপুষ্পাদিদানে দেবতোচ্চারণাদি। প্রোক্ষণেতি আদৌ পূজনং পশ্চাৎ প্রোক্ষণমিতি বোধ্যম্। প্রতিনাম্না তত্তদ্দ্রব্যনাম্না, তদ্ব্যাখ্যানেঽপি অবোক্ষ্য প্রোক্ষ্যেতি

হইয়াছে এবং প্রোক্ষণ অভ্যুক্ষণ এবং অবোক্ষণ ইহাদের পরস্পরের মধ্যে ভেদ আছে বলিয়াই কুসুমাঞ্জলিতে যদিও "সংস্কারঃ পুংস এবেষ্টঃ প্রোক্ষণাভ্যুক্ষণাদিভিঃ" এই বচনে প্রোক্ষণ এবং অভ্যুক্ষণ আদি ক্রিয়া গুলিকে পৃথক্ করিয়াই নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, তাহলেও "যাহাকে বস্ত্র বা অলঙ্কার আদি যা কিছু বস্তু দান করা হয়, ঐ বস্তুর অধিপতি দেবতার নাম যে উচ্চারণ-পূর্ব্বক প্রোক্ষণ এবং পূজন করিয়া, মূলমন্ত্র উচ্চারণ করত বস্তুর নাম উল্লেখ-পূর্ব্বক দান করিবে। টীকাকার কাশীরাম বলেন, বচনে "বস্ত্র অলঙ্কারের কথা থাকায়, গন্ধ পুষ্পাদি দান স্থলে দেবতার উল্লেখ ও প্রোক্ষণাদি করিতে হইবেনা, তিনি আরও বলেন, বচনে অগ্রে প্রোক্ষণ তাহার পর পূজনের কথা থাকিলেও পূজনের পরই প্রোক্ষণ করিতে হইবে। এই কালিকাপুরাণের

যায়; কাজেই বাক্যের শাব্দবোধও ঠিক হয় না। এবং 'সঃ' এই পদটি পূর্ব্বার্দ্ধস্থিত 'স' এর দ্বারা উৎপাদিত আশঙ্কা নিবারণের জন্য বসিয়াছে, ইহাই সহজ বুদ্ধিতে জানা যায়। বিশেষতঃ স্কন্দপুরাণ হইতে যে শেষার্দ্ধ উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাতে 'সঃ' পদটি ব্যক্তিবাচক, বারের বাচক নহে, ইহা স্পষ্টই বুঝা যায়।

বস্তুতস্তু উভয়দর্শনাৎ বৈকল্পিকম্। আলভ্য পাণিনা স্পৃষ্ট্বা। সম্প্রদানার্চ্চনমাহ মনুঃ,—

"যোঽর্চ্চিতঃ প্রতিগৃহ্লাতি দদ্যাদর্চ্চিতমেব বা।
তাবুভৌ গচ্ছতঃ স্বর্গং নরকন্তু বিপর্য্যয়ে॥"

অতএব "দেবব্রাহ্মণৌ সম্পূজ্য দদ্যাদি"তি মৈথিলৈ-

রত্নাকরাদিব্যাখ্যানেঽপি প্রোক্ষণস্য দানস্থলে বিহিতত্বাদিতি ভাবঃ। এবঞ্চ উত্তানেন ইত্যাদিনা উক্তঃ প্রোক্ষণাবোক্ষণয়োর্ভেদঃ দানাতিরিক্তস্থলে বোদ্ধব্যঃ। অত্র সংপ্রদানেত্যাদিকঃ পাঠঃ কচিন্বর্ত্ততে, স যথা সংপ্রদানার্চ্চনমাহ বৃহন্মনুঃ,—যোঽর্চ্চিতং প্রতিগৃহ্লাতি দদ্যাচ্চার্চ্চিতমেব বা। তাবুভৌ গচ্ছতঃ স্বর্গং নরকন্তু বিপর্য্যয়ে॥ যো দাতার্চ্চাপূর্ব্বকমেব দদাতি যশ্চ প্রতিগৃহীতার্চ্চাপূর্ব্বকমেব দাতুঃ প্রতিগৃহ্লাতি তাবুভৌ স্বর্গং গচ্ছতঃ। অনর্চ্চিতদানপ্রতিগ্রহণে তু নরকমিতি কুল্লুকভট্টঃ। তত্রশ্চার্চ্চিতমিত্যস্য ক্রিয়াবিশেষণত্বাৎ পুরুষার্চ্চাপি প্রতীয়তে। অতএব দেবব্রাহ্মণৌ সম্পূজ্য দদ্যাদিতি

বচনের রত্নাকরাদিসম্মত ব্যাখ্যা করিলেও করা যাইতে পারে, তাহাতে শাস্ত্রের বিরোধ হয় না, কারণ পূর্ব্বোক্ত বচনে যখন দান প্রসঙ্গে "অবোক্ষণ" ক্রিয়ার ব্যবহার করা হইয়াছে, তখন দান স্থলে প্রোক্ষণ এবং অবোক্ষণ, এই দুইটিকে একরূপ ক্রিয়াই বলা যাইতে পারে। তবে দানাতিরিক্ত স্থলে "চিৎহাতে জলের ছিটে দেওয়াকে" ইত্যাদি বচনে পরিভাষিত প্রোক্ষণ, অভ্যুক্ষণ, এবং অবোক্ষণ এই তিনটি ক্রিয়াকে পরস্পর ভিন্ন বলিয়া অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে, নতুবা ঐরূপ পরিভাষা করাই বৃথা হয়। স্মার্ত্ত বলেন, বাস্তবিক বলিতে হইলে, এইরূপ বলাই উচিত, যখন একটি ঋষির বচনে অবোক্ষণ শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, এবং উক্ত পরিভাষা অনুসারে উভয়ই ভিন্ন ক্রিয়া, তখন দান স্থলেও কখন প্রোক্ষণ, কখন অবোক্ষণ, অর্থাৎ প্রোক্ষণ অথবা অবোক্ষণ, এইরূপ বৈকল্পিক বিধির কল্পনা করাই যুক্তিসঙ্গত। বচনস্থিত "আলভ্য" শব্দের অর্থ যে "হাত ধরিয়া," ইহা পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে। মনু দানের পাত্রীভূত ব্রাহ্মণকেও অর্চ্চনা করিবার কথা বলিয়াছেন, যথা—"যে ব্যক্তি অর্চ্চিত হইয়া গ্রহণ করে, এবং যে ব্যক্তি অর্চ্চিত বস্তুর প্রদান করে, ইহারা উভয়েই স্বর্গে গমন করে, ইহার অন্যথা হইলে, উভয়েই নরকগামী হয়।" এইজন্যই মৈথিলগণ "দেব

[illegible], এবং সংপ্রদানব্রাহ্মণকরে জলদানপূর্ব্বকং দানমাহ আপস্তম্বঃ,—"সর্ব্বাণ্যুদকপূর্ব্বাণি দানানি।"

"যথাশ্রুতি বীহারে" ইতি। "বীহারে" যজ্ঞে, অন্বাহার্য্য-দানাদৌ, "যথাশ্রুতি"—যাবদেব শ্রূয়তে, তাবদেব কুর্য্যাৎ। নোদকপূর্ব্বাদিনিয়মঃ" ইতি কল্পতরুরত্নাকরৌ। "অন্বাহার্য্যম্" অমাবস্যা শ্রাদ্ধম্। এতেনাপস্তম্বসূত্রৈকবাক্যত্বাৎ "যথাশ্রুতি

বৈদিকৈরক্তমিতি। উদকপূর্ব্বাণীতি প্রতিগ্রহীতৃহস্তে জলং দত্ত্বা উৎসর্গবাক্যং কৃত্বা দদাদিত্যর্থঃ। "যথাশ্রুতিবীহারে" ইতি জৈমিনিসূত্রস্য শ্রুতৈরেব শব্দৈর্বাক্যরচনা কার্য্যা ইত্যর্থঃ। ইতি প্রাঞ্চঃ আহুঃ। তন্মতং দূষয়িতুমাপস্তম্বসূত্রৈকদেশস্য যথাশ্রুতি বীহার ইত্যস্য কল্পতরুরত্নাকরয়োর্ব্যাখ্যাং প্রমাণয়ন্নেবোপন্যাস্য স্বমতমাহ এবঞ্চেতি।

বস্তুর অধিপতি দেবতা এবং সম্প্রদানীভূত এই উভয়ের পূজা করিয়াই দান করিবে।" এইরূপ বলিয়াছেন। আপস্তম্ব "সকল প্রকার দানের পূর্ব্বে প্রতিগ্রহীতার হস্তে জল দান আবশ্যক" এই সূত্র দ্বারা পাত্রীভূত ব্রাহ্মণের হস্তে অগ্রে জলগণ্ডূষ দান করিতে বলিয়া দান দিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। জৈমিনির একটি সূত্র আছে "যথাশ্রুতি বীহারে" এই সূত্রের প্রাচীন ব্যাখ্যাতৃগণ 'যজ্ঞে বিধিবাক্যে উল্লিখিত শব্দ দ্বারাই বাক্য রচনা করিবে, এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন, এই মত খণ্ডন করিতে প্রবৃত্ত হইয়া স্মার্ত্ত বলিতেছেন—আপস্তম্ব যে সূত্র দ্বারা "দানের পাত্রীভূত ব্রাহ্মণের হস্তে প্রথমে সঙ্কল্পিত জল দান করিয়া সর্ব্বপ্রকার দান করিতে হইবে" বলিয়াছেন—ঐ সূত্রের শেষ অংশ এইরূপ—"এবং বীহারে যেরূপ শ্রুত অর্থাৎ শাস্ত্রে যেরূপ কথিত হইয়াছে সেইরূপই করিবে।" আপস্তম্বসূত্রের এই শেষ অংশটুকুর কল্পতরু এবং রত্নাকরকৃত ব্যাখ্যায় বলা হইয়াছে, বিধিবাক্যে যাবন্মাত্র অর্থের বোধ হইবে, তাবন্মাত্রই প্রতিপাল্য, সুতরাং অমাবস্যা-শ্রাদ্ধকালীন দানাদিঘটিত বিধিবাক্যে যখন পূর্ব্বে পাত্রের হস্তে জলগণ্ডূষদান অর্থের বোধ হইতেছেনা, তখন আর উহা করিতে হইবে না। অতএব সকল প্রকার দানের পূর্ব্বে যে, ব্রাহ্মণের হস্তে সঙ্কল্পিত জলগণ্ডূষ দান করিতেই হইবে, এরূপ নিয়ম নহে। এক্ষণে দেখ, "যথাশ্রুতি বীহারে" এই অংশটুকুর এইরূপ অর্থই যদি স্বীকার করা হয়, তাহলে আপস্তম্ব-সূত্রের সহিত "যথাশ্রুতি বীহারে"

বীহার” ইতি জৈমিনিসূত্রেঽপি “শ্রুতিঃ” শাব্দী ব্যুৎপত্তিঃ, তেনোৎপত্তিবাক্যে যোঽর্থঃ শ্রুতঃ, স এব নিয়োগবাক্যে প্রযোজ্য ইতি সূত্রস্যার্থঃ। ন তু শ্রুতৈরেব শব্দৈর্ব্বাক্যরচনা কার্য্যেত্যর্থঃ। মূলভূতশ্রুত্যন্তরকল্পনাপত্তেঃ, অদৃষ্টা-

যথাশ্রুতি ইত্যস্য যাবদেব শ্রূয়তে তাবদেব কুর্য্যাদিত্যর্থকত্বে চ ইত্যর্থঃ। শাব্দী শ্রুতি-পত্তিঃ শাব্দবোধঃ। তথাচাত্র শ্রুধাতুনা শাব্দবোধঃ প্রত্যায্যতে যথাশ্রুতস্যার্থস্য লাভঃ প্রাচাং মতে তু অত্র শ্রুধাতুনা শ্রবণপ্রত্যক্ষং প্রত্যায্যতে, তেনাত্র যথাশ্রুতশব্দলাভঃ ইতি ধ্যেয়ম্। স এবেতি তথাচ তদর্থবোধকেন যেন কেনাপি শব্দেন সংকল্পাদিবাক্যে অভি-লাপঃ কার্য্যঃ ন তু যৎপদং মুখ্যাদিবাক্যে শ্রুতং তেনৈবেতি নিয়ম ইতি স্মার্ত্তমতম্। শ্রুত্যন্তরেতি বাচাভিলপতীতি শ্রুতিঃ,শ্রুত্যন্তরঞ্চ শ্রুতৈরেব শব্দৈর্ব্বাক্যরচনাং কুর্য্যাদিত্যা-

এই জৈমিনি-সূত্রের একবাক্যতা আবশ্যক হওয়ায়, এস্থলেও শ্রুতি শব্দের শাব্দবোধরূপ অর্থ ই করা উচিত হয়। কাষেই বলিতে হইবে, বিধিবাক্যে প্রযুক্ত শব্দ দ্বারা যেরূপ অর্থের বোধ হইয়াছে, সঙ্কল্পবাক্যেরও অবিকল সেই অর্থবোধক শব্দ দ্বারাই রচনা করিতে হইবে, অর্থাৎ সঙ্কল্পবাক্যটি যে কোন শব্দ দ্বারা রচিত হউক না কেন, উহাতে সেই অর্থ টি যাহাতে অব্যাহত থাকে, সেইরূপ যত্নই করিতে হইবে। জৈমিনিসূত্রের ইহাই অর্থ। অতএব প্রাচীনগণ যে বলিয়াছিলেন—“বিধিবাক্যে শ্রূয়মাণ শব্দ দ্বারাই বাক্যরচনা করিতে হইবে”, জৈমিনিসূত্রের এরূপ অর্থ নহে, বিধিবাক্যে প্রযুক্ত শব্দের অর্থ লইয়া বাক্যরচনা করাই, সূত্রের অভিপ্রেত অর্থ। যদি সূত্রের বিধিবাক্যে শ্রূয়মাণ শব্দ দ্বারাই বাক্য রচনা করিবে, এইরূপ অর্থ কর, তাহা হইলে, সঙ্কল্পবাক্যরচনার মূলীভূত একটি শ্রুতির পরিবর্ত্তে দুইটি শ্রুতির কল্পনা করিতে হয়; একণে “বাচাভিলপতি” “কথা দ্বারা মনের কামনা প্রকাশ করিবে” এই একটিমাত্র কল্পিত শ্রুতির অনুসরণ করিয়াই সাধারণতঃ সঙ্কল্পের বাক্য রচিত হইয়া থাকে, একণে আবার যদি “বিধিবাক্যে শ্রূয়মাণ শব্দ দ্বারাই বাক্যরচনা করিতে হইবে” এইরূপ ব্যবস্থার যোগ করা যায়, তাহ'লে “শ্রুতৈরেব শব্দৈর্বাক্যরচনাং কুর্য্যাৎ” এইরূপ আর একটি শ্রুতির কল্পনাও অপরিহার্য্য হইয়া উঠে, কাজেই একটি শ্রুতি স্থলে, দুইটি শ্রুতির কল্পনারূপ গৌরব পক্ষের আশ্রয় করিলে আর চলে না, শুধু তাহাই নহে, ঐরূপ আর একটি শ্রুতির কল্পনার সঙ্গে সঙ্গেই “বিধিবাক্যে শ্রূয়মাণ শব্দের প্রয়োগ যে, একটি অদৃষ্টবিশেষের

র্থকতাপত্তেশ্চ। ততশ্চ সঙ্কল্পাদিবাক্যে সঙ্কল্পবিষয়ীভূতার্থস্যাভিলপ্যত্বাৎ অভিলাপে চ তদ্বাচক'সর্ব্ব'শব্দানাং সামর্থ্যাৎ শ্রুতশব্দনিয়মো নাস্তি, অন্যথা "বিশ্বজিতা যজেত" ইত্যাদৌ স্বর্গকাম ইত্যাদ্যভিলাপো ন স্যাৎ অশ্রুতত্বাৎ। ১৩২॥

কারকম্। অদৃষ্টেতি শ্রুতশব্দপ্রয়োগস্যাদৃষ্টার্থকতাপত্তেরিত্যর্থঃ। তথাহি শ্রুতশব্দপ্রয়োগেণৈব ফলং জায়তে নতু অন্যশব্দপ্রয়োগেণেতি শ্রুতশব্দস্যাদৃষ্টার্থকত্বং, স্বার্তানাং মতে তু মনসা সংকল্পয়তি বাচাভিলপতি ইতি শ্রুতিপ্রাপ্ত এবাভিলাপঃ তত্র চ বাক্যপ্রয়োগেণ মনঃসংকল্পিতার্থস্য উপস্থিতিরূপং প্রকাশনং ক্রিয়তে তত্তু দৃষ্টপ্রয়োজনমিতি ভাবঃ। অভিলপ্যত্বাৎ শব্দদ্বারা প্রকাশ্যত্বাৎ, অভিলাপে উপস্থিতিরূপে প্রকাশনে। স্বর্গকাম ইতীতি স্বর্গকামো বিশ্বজিদ্‌যাগমহং করিষ্যে ইতি অভিলাপ ইত্যর্থঃ। অশ্রুতত্বাৎ বিশ্বজিতা যজেতেত্যত্র স্বর্গকামপদস্যাশ্রুতত্বাৎ, অস্মন্মতে তু তত্র স্বর্গকামপদস্য স্বর্গপদস্য বা অধ্যাহারেণ স্বর্গকামস্য শাব্দবোধবিষয়ত্বমস্ত্যেব ইতি ভাবঃ॥ ১৩২॥

উৎপাদক অর্থাৎ "তথাবিধ শব্দ দ্বারা বাক্যরচনায় অদৃষ্টবিশেষ উৎপন্ন হয়" এইরূপ একটি অতিরিক্ত, এবং পূর্ব্ব পণ্ডিতগণের অস্বীকৃত, ফলের অস্তিত্বও স্বীকার করা আবশ্যক হইয়া পড়ে। কেননা, শ্রূয়মাণ শব্দ ভিন্ন অন্য শব্দ দ্বারা বাক্যরচনা হইবে না, এইরূপ নিয়ম করিলেই শ্রূয়মাণ শব্দ গুলি যে, অদৃষ্টবিশেষের জনক, ইহা আপনা হইতেই মনে উদিত হইয়া উঠে। এক্ষণে বিচার করিয়া দেখ, "মনসা সঙ্কল্পয়তি, বাচাভিলপতি" (মনে মনে কামনা করিবে, এবং সেই কামনা কথায় প্রকাশ করিবে), এই শ্রুতিই সঙ্কল্পবাক্য রচনার এক মাত্র মূলীভূত, এতদ্ব্যতীত অপর একটি শ্রুতির কল্পনায় যখন গৌরব হয়, এবং শ্রূয়মাণ শব্দমাত্র দ্বারা বাক্য রচনায় পূর্ব্বোক্ত অপর দোষগুলির সম্ভাব হয়, তখন সঙ্কল্পের বিষয়ীভূত অর্থই, (যাহা কামনা করা হইয়াছে, তাবন্মাত্র অর্থই) সঙ্কল্পবাক্যদ্বারা প্রকাশনীয় হওয়ায়, এবং মাস, পক্ষ, তিথি, প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার নিমিত্তের উল্লেখ বিধায়ক শ্রুতিতে সর্ব্ব প্রকার (বিধিবাক্যে শ্রূয়মাণ হউক বা না হউক), নিমিত্তের উল্লেখ অবশ্য কর্ত্তব্য হওয়ায়, শ্রূয়মাণ শব্দ দ্বারাই যে বাক্যরচনা করিতে হইবে, এরূপ নিয়ম হইতে পারে না। অন্যথা অর্থাৎ যদি এইরূপ নিয়মই করিতে হইবে, এইরূপ বলা যায়, "তাহ'লে 'বিশ্বজিতা যজেত' (বিশ্বজিৎ যজ্ঞ করিবে) এই বিশ্বজিৎ যজ্ঞের বিধায়ক বাক্যে "স্বর্গকামঃ"

তথা ।

"কপিলাকোটিদানাত্তু গঙ্গাস্নানং বিশিষ্যতে ।"

ইতি ব্রহ্মাণ্ডপুরাণাৎ "কপিলাকোটিদানজন্যফলাধিকফল-প্রাপ্তিকাম" ইতি শিষ্টানুমতাভিলাপো ন স্যাৎ, অতএব গ্রহাদীনাং নানামুনিভির্নানানামানুক্তানি, তেষাং যৎ-কিঞ্চিন্নাম্নৈব নির্দ্দেশঃ । তথাচ মৎস্যপুরাণম্।—

প্রাচাং মতে দোষান্তরমাহ চশ্চেতি। গঙ্গাস্নানং নামঃস্যতো গঙ্গাস্নানং 'গোসহস্রফলং' দদ্যাদ্গঙ্গাস্নানেন জাহ্নবীশুভাদৌ মঙ্গলবারাদিকারণকামাবস্থাদৌ যোগবিশেষে কপিলা-কোটিদানজন্যফলাধিকফলং জায়তে এব, অধিকন্তু গোসহস্রদানজন্যফলসমফলাদিকম্, অন্তো ন বিষমশিষ্টত্বদোষঃ। উল্লখস্তু ফলদ্বয়স্যৈকস্য বা ফলস্য কার্য্য ইতি প্রসঙ্গাদুক্তম্। শিষ্টানামিতি কপিলাকোটিদানাদিত্যাদিবচনে পঞ্চম্যন্তাদিকমেব দানাদিপদং শ্রুতং ন তু দানজন্যফল ইত্যাদিকম্, অতঃ শ্রুতৈরেব শব্দৈর্ব্বাক্যরচনেত্যুক্তৌ অসঙ্গতিঃ স্যাৎ, অস্মন্মতং তু পঞ্চম্যর্থো জন্যত্বং বিশিষ্যতে ইত্যস্য চ ফলাধিকফলজনকত্বং ভবতীত্যর্থঃ।

(স্বর্গ কামনা বিশিষ্ট হইয়া) এরূপ কোন শব্দই শুনা যায় না, সুতরাং বিশ্বজিৎ যজ্ঞের সঙ্কল্পবাক্যে চির প্রচলিত "স্বর্গকাম" শব্দের উল্লেখও আজ অশাস্ত্রীয় হইয়া পড়ে। ১৩২।

আরও দেখ, যোগবিশেষে "গঙ্গাস্নান কপিলাকোটি দান অপেক্ষা অধিক ফলপ্রদ" এই ব্রহ্মাণ্ডপুরাণীয় যোগবিশেষে গঙ্গাস্নানবিধায়ক বাক্যে "গঙ্গাস্নান কোপিলাকোটি দান অপেক্ষা অধিক" এই কয়টিশব্দ মাত্র শ্রুত হইতেছে, কিন্তু শিষ্টগণ বহুকাল হইতেই "কপিলাকোটিদানজন্যফলাধিকফলপ্রাপ্তিকাম" এইরূপে সঙ্কল্পবাক্য রচনা করিয়া আসিতেছেন, অতএব যদি শ্রুয়মাণ শব্দের অতিরিক্ত শব্দ দ্বারা সঙ্কল্পবাক্যের রচনা করা যাইতে পারিবে না, এইরূপই নিয়ম করা হয়, তবে শিষ্টগণের সঙ্কল্পবাক্যটি "দানজন্য-ফলাধিকফলপ্রাপ্তি" বিধিবাক্যে শ্রুয়মাণ শব্দ অপেক্ষা এই কয়টি অতিরিক্ত শব্দ দ্বারা রচিত হওয়ায়, উহাও অশাস্ত্রীয় হইয়া উঠে। এই জন্যই অর্থাৎ শ্রুয়মাণ শব্দের দ্বারা বাক্যরচনার নিয়ম নাই বলিয়াই, মুনিগণ নিজ নিজ গ্রন্থে গ্রহদিগের ভিন্ন ভিন্ন নামের উল্লেখ করিয়া সূচিত করিয়াছেন যে, এই সকল নানা নামের মধ্যে যে কোন একটি নামের উল্লেখপূর্ব্বক সঙ্কল্পবাক্য রচনা করিলে, কোন দোষ হইবেনা; যদি শ্রুয়মাণ শব্দ দ্বারাই বাক্য রচনার নিয়ম

"সূর্য্যঃ সোমস্তথা ভৌমো বুধজীবসিতার্কজাঃ।
রাহুঃ কেতুরিতি প্রোক্তা গ্রহা লোকহিতাবহাঃ॥"

যাজ্ঞবল্ক্যঃ—

"সূর্য্যঃ সোমো মহীপুত্রঃ সোমপুত্রো বৃহস্পতিঃ।
শুক্রঃ শনৈশ্চরো রাহুঃ কেতুশ্চেতি গ্রহাঃ স্মৃতাঃ॥"

যত্র ত্বেকদেবস্য পূজাদৌ বিশিষ্য নানানামোপাদানং, তত্র তান্যেব নামান্যভিলপ্যানি ন তু নামান্তরাণি। এবঞ্চ যত্র বহু-

---

ততো দানজন্যফলেত্যাদেঃ শাব্দবোধবিষয়ত্বমস্তোবেতি শাব্দবোধশ্চ শব্দপ্রয়োজ্যো নানশব্দবোধোঽপি ভবতীতি ভাবঃ। অতএব শ্রুতৈরেব শব্দৈরাকারচনেতি নিয়মাভাবাদেব। তেষাং গ্রহাণাম্। যৎ কিঞ্চিন্নাম্নেন যদ্যন্নাম শ্রুতং তদুক্তত্বমেবৈবোল্লেখ্যম্, ইত্যাপি নিয়মো নাস্তীতি সূচিতম্। বিশিষ্যেতি কচিদুক্তম্, ওঁ বিষ্ণবে নমঃ ইত্যনেন পূজয়েৎ, কচিচ্চোক্তম্ ওঁ নারায়ণায় নমঃ ইত্যনেন পূজয়েদিত্যাদি তন্ত্রেষ্বর্থঃ। অতএব বিশিষ্যোপাদানাদেব। তান্যেব নামানি ন তদন্যতমনামানি। ন নামান্তরাণি

থাকিত, তাহ'লে সকল মুনির সকল গ্রন্থে উহাদের একই নামের উল্লেখ থাকিত। দেখ, মৎস্যপুরাণে—"সূর্য্য, সোম, ভৌম (মঙ্গল), বুধ, জীব (বৃহস্পতি), সিত (শুক্র), অর্কজ (শনি), রাহু, এবং কেতু, এই গ্রহগুলি মনুষ্যের শুভাশুভ ফলের বিধায়ক।" যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন—"সূর্য্য, সোম (চন্দ্র), মহীপুত্র (মঙ্গল), সোমপুত্র (বুধ), বৃহস্পতি, শুক্র, শনৈশ্চর, রাহু এবং কেতু, এই কয়টি গ্রহ।" এইরূপে পূর্ব্বোক্ত গ্রহদিগেরই বিভিন্ন নামের উল্লেখ করিয়াছেন, এই উভয়বিধ নামের মধ্যে সঙ্কল্পবাক্যে যে কোন একটি নামের উল্লেখ করায় দোষ হইবে না, ইহাই বুঝাইতেছে। কিন্তু যে যে স্থলে একই দেবতার বিশেষ বিশেষ পূজাদিতে বিশেষ করিয়া ভিন্ন ভিন্ন নামের উল্লেখ করা হইয়াছে, অর্থাৎ যেমন একই নারায়ণপূজায় কোন পূজাস্থলে বিশেষ করিয়া "বিষ্ণবে নমঃ" বলিয়া অর্থাৎ বিষ্ণুনামের উল্লেখ করিয়াই পূজার বিধান করা হইয়াছে, এবং কোন পূজাস্থলে বিশেষ করিয়া "নারায়ণায় নমঃ" অর্থাৎ নারায়ণ এই নামের উল্লেখ করা হইয়াছে; সেই সেই স্থলে সেই সেই বিশেষ নামের উল্লেখ করিয়াই পূজা করিতে হইবে, নামান্তরের অর্থাৎ নারায়ণের নানা নামের মধ্যে যে কোন একটী নামের উল্লেখ করা

ভির্মুনিভির্যন্নামাভিধীয়তে, তত্র তদেব বক্তব্যং, তথাভিধানেন শ্রুতেঃ তথৈব তাৎপর্য্যং প্রতীয়তে। এবঞ্চ "বিধিশব্দস্য মন্ত্রত্বে ভাবঃ স্যা"দিতি ন্যায়েঽপি বিধিশব্দস্য বিধিবাক্যস্থ-দেবতাপ্রতিপাদকশব্দমাত্রস্য মন্ত্রসম্পাদকত্বং বোধ্যম্। ব্যক্তমাহ যোগিযাজ্ঞবল্ক্যঃ—

"মিত্রো ধাতা ভগস্তৃষ্টা পূষার্য্যমাংশুরেব চ।
পর্য্যায়নামভিশ্চৈব এক এব নিগদ্যতে॥"

ম মুন্যুক্তনামানি। যন্নাম যদেকং নাম। তথাঽভিধানেন বহুভিরেকস্যাভিধানেন। ভাবঃ স্যাৎ দেবতাসান্নিধ্যং স্যাৎ। অভিপ্রায়ঃ স্য দিতি কেচিৎ, দেবতাপ্রতিপাদকমাত্রস্য ন ব্যক্তস্য। তথাচ ইন্দ্রং যজেতেত্যাদৌ ইন্দ্রায় স্বাহা ইত্যাদিকমেব বাচ্যং ন তু শক্রায় স্বাহা ইত্যাদিকম্। ইদমত্র ধ্যেয়ং,—যত্র "নবগ্রহমখং কুর্য্যাদিতি" নবগ্রহান্ পূজয়েদিত্যাদিকঞ্চ সামান্যতো বর্ত্ততে তত্র সূর্য্যায় নমঃ আদিত্যায় নমঃ ইত্যাদিকং যথারুচি কিঞ্চিন্নাম বক্তব্যমিতি। ননু নাম্নো ভেদাদ্দেবতাভেদঃ তথাচ শ্রুতশব্দনিয়মাভাবে নাম্নো নিয়মাভাবাৎ দেবতায়া অনিয়মঃ স্যাৎ, তত্রাহ ব্যক্তমাহেতি। শ্রুতশব্দনিয়মো নাস্তীতাত্র

যাইতে পারিবে না, বিশেষ বিধি নিবন্ধন সে স্থলে শ্রূয়মাণ শব্দেরই প্রয়োগ করিতে হইবে, এবং বহু মুনি কর্ত্তৃক যদি কোন দেবতার একই নাম উল্লেখপূর্ব্বক পূজা করিবার বিধান করা হইয়া থাকে, তবে সেই দেবতার নানা নাম থাকিলেও, পূজাস্থলে ঐ একই নামের উল্লেখ করিতে হইবে। কারণ বহু মুনি কর্ত্তৃক ঐ একই নামের নির্দ্দেশ করায়, সেই নামটি ভিন্ন অপর নামে যে, পূজা হইবে না, বাক্যরচনার মূলীভূত শ্রুতির সেইরূপ তাৎপর্য্যই প্রতীত হইয়েছে। তবে যে একটা ন্যায় আছে,—"বিধিবাক্যে শ্রূয়মাণ শব্দ দ্বারা যদি মন্ত্র বিরচিত হয়, তাহা হইলেই দেবতার ভাব অর্থাৎ সান্নিধ্য হয়," ইহার তাৎপর্য্য এই যে, যদি কোন একটি বিধিবাক্যে অর্থাৎ "বিষ্ণুকে পূজা করিবে" এইরূপ বিধিবাক্যে "বিষ্ণু" এই শব্দটি শ্রূয়মাণ হইয়া থাকে, তবে "ওঁ বিষ্ণবে নমঃ" এইরূপ মন্ত্র রচনা করিয়া পূজা করিলেইত বিষ্ণু দেবতার সান্নিধ্য হইবে, ইহাতে বিধায়ক বাক্যে শ্রূয়মাণ শব্দ দ্বারাই সঙ্কল্পবাক্য রচনা করার পক্ষই পুষ্ট হইতেছে, স্মার্ত্ত বলিতেছেন এই ন্যায়েও যে, "বিধিশব্দ" কথাটি আছে, উহার অর্থ বিধায়ক বাক্যে শ্রূয়মাণ শব্দ এরূপ নহে, কিন্তু

তথা,—

"বাচকেঽপি চ বিজ্ঞাতে বাচ্য এব প্রসীদতি ।"

অতএব মনুঃ,—

"বাগ্দৈবত্যৈশ্চ চরুভির্যজেরংস্তে সরস্বতীম্ ।
অনৃতস্যৈনসস্তস্য কুর্ব্বাণা নিষ্কৃতিং পরাম্ ॥"

অত্র "বাগ্দৈবত্যৈঃ" স্বরস্বতীশ্রুতেঃ বাক্সরস্বত্যোরেকার্থমাহেত্যার্থঃ। নন্থ মন্ত্রময়ী দেবতা, তথাচ নাম্নো ভেদাৎ মন্ত্রভেদাচ্চ সুতরাং দেবতা-ভেদঃ, তত্রাহ যথা বাচকেঽপীতি। তথাচ —"বাচ্যঃ স ঈশ্বরঃ প্রোক্তঃ বাচকঃ প্রণবঃ স্মৃতঃ। বাচকেঽপি চ বিজ্ঞাতে বাচ্য এব প্রসীদতী"ত্যত্র বাচ্যবাচকরূপয়োর্মন্ত্রদেবতয়োরভেদঃ সুব্যক্ত এবেতি ভাবঃ। অতএব বাচকস্য ভেদেঽপি বাচ্যস্যাভেদাদেব। তস্যানৃতস্য এনসঃ পরাং নিষ্কৃতিং কুর্ব্বাণা ইত্যন্বয়ঃ। একার্থত্বাদিতি যজনে তু বাগ্দেবতাপদসরস্বতীপদয়োরেকং প্রযোজ্যং, যজেরংস্তে ইত্যোতৎস্বামীয়ং তে ইতি

উহা দ্বারা বিধায়ক বাক্যস্থিত দেবতাবিশেষের পর্য্যায়ক শব্দ মাত্রই যে মন্ত্রের প্রতিপাদক (স্বরূপসম্পাদক), ইহাই বুঝিতে হইবে। টীকাকার রাধারমণ গোস্বামী স্মার্ত্তের বাক্যের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন, বিধিবাক্যস্থিত দেবতার বোধক প্রসিদ্ধ নাম মাত্রই মন্ত্রের প্রতিপাদক। দেবতার বোধক প্রসিদ্ধ নামের মধ্যে যে কোন একটি নাম দ্বারাই যে মন্ত্র রচনা করা যাইতে পারিবে, একথা যোগিযাজ্ঞবল্ক্য স্পষ্টই বলিয়াছেন,—যথা—"মিত্র, ধাতা, ভগ, ত্বষ্টা, পূষা, অর্য্যমন্, অংশু, এই সকল গুলি পর্য্যায়ভেদমাত্র, একেরই বাচক।" আরও দেখ, একটি শ্লোক আছে, "ঈশ্বর বাচ্য এবং প্রণব তাঁহার বাচক, বাচক জ্ঞানরূপে প্রযুক্ত হইলে, বাচ্য প্রসন্ন হন", এই স্থলেও দেখ, সাধারণতঃ বাচক শব্দ মাত্রেরই প্রয়োগ করিবার কথা বলা হইয়াছে। কেবল মাত্র বিধায়ক বাক্যস্থিত শব্দদ্বারাই মন্ত্র রচনার কথা বলা হয় নাই। এই হেতুই অর্থাৎ বিধায়ক বাক্যস্থিত নাম ভিন্ন, নামান্তরদ্বারা মন্ত্র রচনা করা যাইতে পারে বলিয়াই, মনু বলিয়াছেন, "শাস্ত্রবিহিত মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদানকারিগণ মিথ্যাকথন জন্য যৎকিঞ্চিৎ পাপের প্রক্ষালনার্থ বাগ্দৈবত্য চরুদ্বারা সারস্বত যাগ করিবে, অর্থাৎ সরস্বতী এই নামে রচিত মন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক হোম করিবে।" এক্ষণে দেখ, যদি বিধায়ক বাক্যে শ্রূয়মাণ শব্দ দ্বারাই মন্ত্র

কার্য্যত্বাৎ বাগ্দৈবত্যচরুণা সরস্বতীযজনং সঙ্গচ্ছতে। অন্যথা নামভেদাদ্দেবতাভেদে বিরুদ্ধং স্যাৎ। "তে" সত্যবচনে সম্ভাব্যমানে শূদ্রবিট্ক্ষত্রবিপ্রবধবিষয়ানৃতবাদিসাক্ষিণঃ॥ ১৩৩॥

স্মৃতিঃ,—

"নামগোত্রে সমুচ্চার্য্য প্রাঙ্মুখো দেবকীর্ত্তনাৎ।
উদঙ্মুখায় বিপ্রায় দত্ত্বান্তে স্বস্তি বাচয়েৎ॥"

ব্যাচষ্টে, তে ইতি সম্ভাব্যমানে সতীতি শেষঃ। যত্র শূদ্রাদীনাং বধঃ প্রসক্তো ভবতি তত্র যদি মিথ্যাসাক্ষিত্বে বধবারণং ভবতি তত্র মিথ্যা বক্তব্যং, তাদৃশস্থলেঽনৃতবচনস্য বেদবিহিতত্বেঽপি যৎকিঞ্চিৎ পাপং জায়তে এব, তৎক্ষয়ায় সারস্বতযাগঃ কর্ত্তব্য ইতি বর্ত্তুলার্থঃ॥ ১৩৩॥

নামগোত্র ইতি অত্র পাঠক্রমমনাদৃত্য বাগৃহীতবিশেষণা বুদ্ধিরিতি ন্যায়াৎ আদৌ বিশেষণীভূতম্ অমুকগোত্রায় ইত্যাদিকমুল্লিখ্য পশ্চাদ্বিশেষ্যীভূতং নাম উল্লেখ্যম্; অতএব পাত্রানুপস্থিতৌ যথাসম্ভবগোত্রনাম্নে ইত্যেবাভিলপনীয়ং ন তু যথানাম-

রচনা করা শাস্ত্রের অভিপ্রেত হইত, তাহ'লে, "বাগ্দৈবত্য চরু" দ্বারা বাগ্দেবতার যাগ করারই বিধান করা হইত, সরস্বতীর উদ্দেশে যাগ করিবে, এইরূপ বিধান কখনই করা হইত না। কিন্তু সাধারণতঃ যজনীয় দেবতার বহু পর্য্যায়ের মধ্যে যে কোন একটি বাচক শব্দের দ্বারা মন্ত্র রচনা শাস্ত্রাভিমত বলিয়া, এই বচনে "বাক্" এবং "সরস্বতী" এই দুইটি একার্থক বিভিন্ন শব্দের প্রয়োগ করিয়া জানান হইয়াছে যে, বাগ্দৈবত্য চরু দ্বারা সরস্বতী এই নামঘটিত মন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক হোম করা অসঙ্গত নহে, কারণ বাক্ ও সরস্বতী একই দেবতা। এরূপ ব্যবস্থা না করিলে, প্রত্যেক নামের প্রতিপাদ্য দেবতা পরস্পর বিভিন্ন, এই কথা আর না বলিলে চলে না; কাজেই নারায়ণ, বিষ্ণু, ইঁহাদের পরস্পরকে ভিন্ন ভিন্ন দেবতা বলিয়া গণনা করিতে হয়, করিলে কিন্তু বড় একটা বিরোধ উপস্থিত হয়। মনুর বচনে যে 'তে' এই পদটি আছে, উহার অর্থ সত্য বাক্য কথনের যোগ্যস্থান হইলেও শূদ্র, বৈশ্য এবং ক্ষত্রিয়ের বধ বিষয়ে মিথ্যাবাদী সাক্ষিগণ॥ ১৩৩

স্মৃতিতে দান করিবার ক্রম এইরূপে বলা হইয়াছে (১) দাতা "পূর্ব্ব-

(১) যদিও বচনে অগ্রে নাম তাহার পর গোত্র উচ্চারণ করিবার কথা আছে, তথাপি কার্য্যানুষ্ঠানের সময় অগ্রে গোত্র তাহার পর নাম উচ্চারণ করিবে।

"দেবকীর্ত্তনা"দিতি ল্যব্লোপে পঞ্চমী, দেবকীর্ত্তনং কৃত্বে-ত্যর্থঃ। ততশ্চ দাত্রা অমুকদৈবতং বিষ্ণুদৈবতং বা দানং কর্ত্তব্যম্। বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে—

"অতয়ং সর্ব্বদৈবত্যং ভূমির্বৈ বিষ্ণুদেবতা।
কন্যা দাসস্তথা দাসী প্রাজাপত্যাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥
প্রাজাপত্যো গজঃ প্রোক্তস্তুরগো যমদৈবতঃ।
তথা চৈকশফং সর্ব্বং কথিতং যমদৈবতম্॥
মহিষশ্চ তথা যাম্য উষ্ট্রো বৈ নৈঋর্তো ভবেৎ।
রৌদ্রী ধেনুর্ব্বিনির্দ্দিষ্টা ছাগ আগ্নেয় উচ্যতে॥
মেষস্তু বারুণং বিদ্যাদ্বরাহো বৈষ্ণবঃ স্মৃতঃ।
আরণ্যাঃ পশবঃ সর্ব্বে কথিতা বায়ুদেবতাঃ॥
জলাশয়ানি সর্ব্বাণি বারিধানী কমণ্ডলুঃ।

গোত্রায়েতি বোধ্যম্। স্বস্তি বাচয়েদিতি স্বীকারবোধকম্ ওঁকারং বাচয়েদিত্যর্থঃ।

মুখ হইয়া বসিয়া পাত্রের নাম ও গোত্র উচ্চারণপূর্ব্বক দেয়দ্রব্যের অধি-পতিস্বরূপ দেবতার উল্লেখ করত উত্তরমুখ করিয়া উপবিষ্ট ব্রাহ্মণকে দান করিবে, এবং দানের পর ঐ ব্রাহ্মণের মুখ দিয়া 'স্বস্তি' এই কথাটি বলাইবে।" "দেবকীর্ত্তনাৎ" এই যে পঞ্চম্যন্ত পদটি আছে, ঐ পঞ্চমী বিভক্তি ল্যব্লোপে হইয়াছে, উহার অর্থ—দেব কীর্ত্তন করিয়া, অতএব দাতা দেয় বস্তু সকলের মধ্যে শাস্ত্রে বস্তুর যে দেবতাকে অধিপতি স্বরূপে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, সেই দেবতার নামের সহিত বস্তুকে "অমুকদৈবতং" বলিয়া উল্লেখ করিবে, অথবা সকল বস্তুকেই বিষ্ণুদৈবত বলিয়া উল্লেখ করিবে। যে বস্তুর যে অধিপতি দেবতা তাহা বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে উক্ত হইয়াছে, যথা—"অভয় সর্ব্বদৈবত, ভূমির অধিপতি দেবতা বিষ্ণু। কন্যা, দাস, দাসী এবং হস্তী ইহাদের অধিপতি দেবতা প্রজাপতি, এবং ঘোড়ার অধিপতি দেবতা যম। এইরূপ অবিভক্ত-খুর-জন্তুমাত্রই যমদৈবত, মহিষও যমদৈবত, উষ্ট্রের অধিপতি দেবতা নৈর্ঋত। ধেনু রুদ্রদৈবত এবং ছাগ অগ্নিদৈবত। মেষের অধিপতি বরুণ, এবং শূকরের অধিপতি বিষ্ণু; আরণ্য পশুমাত্রেরই অধিপতি বায়ু। সমুদয় জলাশয়

কুম্ভঞ্চ করকঞ্চৈব বারুণানি বিনির্দ্দিশেৎ ॥
সমুদ্রজানি রত্নানি সামুদ্রাণি তথৈব চ।
আগ্নেয়ং কনকং প্রোক্তং সর্ব্বলৌহানি বাপ্যথ ॥
প্রাজাপত্যানি শস্যানি পক্কান্নমপি চ দ্বিজ।
জ্ঞেয়ানি সর্ব্বগন্ধানি গান্ধর্ব্বাণি বিচক্ষণৈঃ ॥
বার্হস্পত্যং স্মৃতং বাসঃ সৌম্যানি রজতানি চ।
পক্ষিণশ্চ তথা সর্ব্বে বায়ব্যাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ ॥
বিদ্যা ব্রাহ্মী বিনির্দ্দিষ্টা বিদ্যোপকরণানি চ।
সারস্বতানি জ্ঞেয়ানি পুস্তকাদ্যানি পণ্ডিতৈঃ ॥
সর্ব্বেষাং শিল্পভাণ্ডানাং বিশ্বকর্ম্মা তু দৈবতম্।
দ্রুমাণামথ পুষ্পাণাং শাকানাং হরিতৈঃ সহ ॥
ফলানামপি সর্ব্বেষাং তথা জ্ঞেয়ো বনস্পতিঃ।
মৎস্যমাংসে বিনির্দ্দিষ্টে প্রাজাপত্যে তথৈব চ ॥
ছত্রং কৃষ্ণাজিনং শয্যাং রথমাসনমেব চ।
উপানহৌ তথা যানং তথা যৎ প্রাণবর্জ্জিতম্।

একশফম্ একখুরম্ গর্দ্দভাদি। বারিধানী তৈজসজলপাত্রম্, কমণ্ডলুর্ব্রহ্মচার্য্যাদিজল-পাত্রম্। করকং করঙ্গ ইতি খ্যাতং কুম্ভপ্রভেদম্। সর্ব্বলৌহানি সর্ব্বতৈজসানি "সর্ব্বঞ্চ তৈজসং লৌহম্" ইত্যমরঃ। ব্রাহ্মী ব্রহ্মদেবতাকা, বিদ্যোপকরণানি ষড়ঙ্গানি। হরিতৈঃ

(জল রাখিবার পাত্র), কমণ্ডলু, কলসী এবং কুজো ইত্যাদি, সকলের অধিদেবতা বরুণ, সমুদ্রজাত রত্নসমূহের অধিপতি সমুদ্র। সুবর্ণ এবং সকল প্রকার লৌহের অধিপতি-দেবতা অগ্নি। হে দ্বিজ! শস্য সমুদয় এবং পক্কান্ন প্রজাপতিদৈবত। সকল প্রকার গন্ধ-দ্রব্যের অধিপতি গন্ধর্ব্ব। বস্ত্রের অধিপতি বৃহস্পতি। রজতের অধিপতি চন্দ্র। পক্ষী সকল বায়ুদৈবত। বিদ্যার অধিপতি দেবতা ব্রহ্মা এবং বিদ্যার উপকরণ পুস্তকাদির অধিপতি সরস্বতী। শিল্পযন্ত্র সকলের অধিপতি বিশ্বকর্ম্মা। বৃক্ষ, পুষ্প, শাক সব্জী, এবং সকল প্রকার ফলের অধিপতি বনস্পতি। মৎস্য এবং মাংসের অধিপতি প্রজাপতি, ছাতি, কৃষ্ণাজিন, শয্যা, রথ, আসন, পাদুকাযুগল, এবং প্রাণী ভিন্ন যত প্রকার যান

উত্তানাঙ্গিরসং হ্যেতৎ প্রতিগৃহ্লীত মানবঃ ॥
পর্জ্জন্যমৌশীরং তথোশীরং, শস্ত্রবর্ম্মধ্বজাদিকম্।
ব্রতোপকরণং সর্ব্বং কথিতং সর্ব্বদৈবতম্ ॥
গৃহস্তু সর্ব্বদৈবত্যং যদনুক্তং দ্বিজোত্তমাঃ।
তদ্‌ জ্ঞেয়ং বিষ্ণুদৈবত্যং সর্ব্বং বা বিষ্ণুদৈবতম্ ॥"

"দেবকীর্ত্তনা"দিত্যত্র "দেয়কীর্ত্তনা"দিতি ষট্‌ত্রিংশন্মতে পাঠঃ, ব্যাখ্যাতশ্চ হেমাদ্রিণা—দেয়কীর্ত্তনোত্তরকালং দত্ত্বা ইত্যর্থঃ। বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরেঽপি—

"দ্রব্যস্য নাম গৃহ্লীয়াৎ দদানীতি ততো বদেৎ।
তোয়ং দদ্যাত্তথা দাতা দানে বিধিরয়ং স্মৃতঃ ॥"

ব্যাসঃ—"নামগোত্রে সমুচ্চার্য্য প্রদদ্যাৎ শ্রদ্ধয়ান্বিতঃ।
পরিতুষ্টেন ভাবেন তুভ্যং সংপ্রদদে ইতি ॥" সংপ্রদান-বাক্যাৎ পূর্ব্বম্ অহং পদপ্রয়োগমাহ কাত্যায়নঃ,—

তৃণাদিভিঃ। প্রাণবর্জ্জিতং পাশকাদি। পর্জ্জন্যমৌশীরং পর্জ্জন্যদেবতাকং মেঘদেবতাকম্ ইত্যর্থঃ। মীরং গোদারণম্, উষীরমিতি পাঠে বীরণমূলম্। দ্বিজোত্তমেতি সম্বোধনম্। দেয়-কীর্ত্তনেতি অমুকদেবতাকমেতৎ দ্রব্যমিতি কীর্ত্তয়েদিত্যর্থঃ। তোয়ং দদ্যাদ্‌ব্রাহ্মণকরে

আছে, উহাদের সকলেরই উত্তানাঙ্গিরস দেবতা। উশীরের (বেণামুলের) পর্জ্জন্য অধিপতি। শস্ত্র, বর্ম্ম, ধ্বজাদি এবং সমুদয় ব্রতোপকরণ সর্ব্বদৈবত। হে দ্বিজ-শ্রেষ্ঠগণ! যে সকল দ্রব্যের বিশেষরূপ অধিপতি উল্লিখিত না হইল, তাহাদের সকলকে সর্ব্বদৈবত, অথবা বিষ্ণু-দৈবত বলিয়া জানিবে, যাহাদের স্বতন্ত্র অধি-পতি উক্ত হইয়াছে, এবং যাহাদের অধিপতি উক্ত হয় নাই, সেই সমুদয় বস্তু-কেই বিষ্ণুদৈবত বলিয়া দান করা যাইতে পারে।" মূলবচনস্থিত "দেবকীর্ত্তনাৎ" এই পদের পরিবর্ত্তে ষট্‌ত্রিংশন্মত নামক গ্রন্থে "দেয়কীর্ত্তনাৎ" এইরূপ পাঠ করা হইয়াছে, ইহার অর্থ—দেয় বস্তুর নাম কীর্ত্তনপূর্ব্বক। হেমাদ্রিও "দেয় বস্তুর নাম কীর্ত্তনের পর দান করিয়া" এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরেও এই কথা বলা হইয়াছে, "প্রথমে দ্রব্যের নাম গ্রহণ করত "দদানি" এই কথা বলিয়া দাতা গ্রহীতার হস্তে জল দিবে। দান বিষয়ে

"অহমস্মৈ দদানী"তি এবমাভাষ্য দীয়তে।"

এবং সম্প্রদানে "সম্প্রদদে", "দদানী"ত্যেতয়োর্ব্বিকল্পঃ, স চ ব্যবস্থিতঃ, আত্মগামিকফলে "সম্প্রদদে", পরগামিকফলে

ইত্যর্থঃ। ব্যবস্থিত ইতি ব্যবস্থিতো বিকল্প ইত্যর্থঃ। অত্র প্রাঞ্চঃ—অহমস্মৈ দদানীতি বচনাৎ তোয়ং দদ্যাদিতি বচনাচ্চ এতদ্দ্রব্যমহং তুভ্যং দদানীত্যনেন প্রতিগ্রহীতুঃ করে জলং দদ্যাৎ, প্রতিগ্রহীতা চ দদস্বেত্যনুমতিং কুর্য্যাৎ, ততো দাতা উৎসৃষ্টং দদ্যাৎ; আত্ম-গামিফলে পরগামিফলে চ উভয়ত্রৈব সংপ্রদদে ইত্যেব বক্তব্যং বাচনিকত্বাদিত্যাহুঃ। এতন্মতে চাহমস্মৈ দদানীতি আভাষণানন্তরং দানবিধানাৎ আভাষ্য ইতি পদং সুলগ্নকং, স্মার্ত্তমতে তু আভাষ্য আভাষণমুৎসর্গবাক্যং কৃত্বেত্যর্থো বোধ্যঃ। কেচিত্তু গুরুপুরো-

---

এইরূপ নিয়মই কথিত আছে।* ব্যাস বলিয়াছেন "গ্রহীতার গোত্র ও নাম উচ্চারণপূর্ব্বক পরিতুষ্টভাবে এবং শ্রদ্ধা সহকারে, 'তোমাকে দান করিতেছি' এই কথা বলিয়া দান করিবে।" দান করিতেছি, এই কথা বলিবার পূর্ব্বে কাত্যায়ন "অহং" শব্দের প্রয়োগ করিতে বলিয়াছেন, যথা—"আমি অমুককে দান করিতেছি" এইরূপ বলিয়া দান করিবে।" কেহ আশঙ্কা করিয়াছিল, আমরা কোন একটী ঋষির বচনে "সম্প্রদদে" এইরূপ "দা" ধাতুর উত্তর আত্মনেপদের বিভক্তিযুক্ত ক্রিয়ার ব্যবহার দেখিতে পাই, আবার কোন ঋষির বচনে 'দদানি' এইরূপ পরস্মৈপদীয়বিভক্তিযুক্ত ক্রিয়াপদের ব্যবহার দেখিতে পাই। শুধু তাহাই নহে "সংপ্রদদে" (দান করিতেছি), এই পদটীদ্বারা বর্ত্তমান কালের বোধ হইতেছে, এবং "দদানি" (দান করি?) এই পদটি অনুজ্ঞাপ্রকাশক। সুতরাং এই দুইটি পদের প্রয়োগ লইয়া বড়ই গোল বাধিল। স্মার্ত্ত বলিতেছেন, গোল কিছুই নাই। কারণ দুইজন ঋষির দুইরকম বিধান স্থলে বিকল্প * আশ্রয় করাই শাস্ত্রাভিপ্রেত, সুতরাং এখানেও বিকল্প আশ্রয় করিতে হইবে, অধিকন্তু এস্থলের বিকল্প ত একেবারে 'ব্যবস্থিত' অর্থাৎ ধরা-বাঁধা নিয়ম দ্বারা স্থিরীকৃত হইয়াই আছে; কাজেই কিরূপস্থলে "সম্প্রদদে" এই পদের প্রয়োগ

---

* বিকল্প শব্দের অর্থ এটি, না-হয় ওটি, অর্থাৎ কোন স্থলে "সম্প্রদদে" এবং কোন স্থলে "দদানি" পদের প্রয়োগ করিবে। কিন্তু প্রয়োগকর্তা আপনার ইচ্ছানুসারে "সম্প্রদদে" বা "দদানি" এই দুএর মধ্যে একটির করিতে পারিবে, তাহা নহে, কোন্‌স্থানে "সম্প্রদদে" এই পদের এবং কোন্ স্থানে "দদানি" এই পদের প্রয়োগ করিতে হইবে, তাহারও একটা ব্যবস্থা বাঁধাবাঁধি নিয়ম আছে।

"দদানী"তি উভয়পদিধাতোঃ ফলবৎকর্ত্তর্য্যাত্মনেপদম্, অফলবৎকর্ত্তরি পরস্মৈপদমিতি পাণিনিসম্মতেঃ। অতএবাত্মনেপদপরস্মৈপদয়ো"রাত্মনে" "পরস্মৈ" ইত্যেতাভ্যাং সমাখ্যা সঙ্গচ্ছতে। "দদানী"ত্যস্য "দদে" ইতিবৎ বর্ত্তমানার্থতা, অতএব "সকৃদাহ "দদানী"তি মনুনাপ্যুক্তং সঙ্গচ্ছতে। অনুমত্যর্থত্বে তু

হিতয়োরশৌচকালেঽন্যস্মৈ দানায়ানুমত্যর্থমিত্যাহুঃ। সমাখ্যা ইতি যোগবলং সমাখ্যা ইতি ভট্টপাদাঃ ; যোগবলম্ অবয়বব্যুৎপত্তিঃ ; তথাহি আত্মনে আত্মার্থং পদ্যতে সংপদ্যতে ইত্যাত্মনেপদম্, এবং পরস্মৈপদমিত্যত্রাপি বোধ্যম্। অতএব পরগামিফলে দদানীত্যস্যোল্লেখ্যত্বাদেব। বর্ত্তমানেতি কালাপানাং লটো বর্ত্তমানসংজ্ঞা। মনু দদানীত্যত্র লোডর্থাসংগত্যা বর্ত্তমানার্থত্বেন সমর্থনং কৃতং তৎকিমর্থং কিন্তু লোডর্থসংগত্যার্থম্ অনুমতিগ্রহণার্থং দদানীতি বক্তব্যং, দানে তু পরগামিফলেঽপি দদে ইত্যেবোল্লেখ্যম্, ইতি প্রাচাং

করিতে হইবে, এবং কিরূপস্থলে "দদানি" এই পদের প্রয়োগ করিতে হইবে, সেজন্য আর ভাবিতে হয় না, যে স্থলে "দান"রূপ ক্রিয়ার দাতা নিজেই ফলভাগী অর্থাৎ নিজের স্বর্গাদি কামনা করিয়া দান করে, সেই স্থলে "সম্প্রদদে" এই ক্রিয়াপদের প্রয়োগ হইবে, আর যেস্থলে "দান"রূপ ক্রিয়ার অপরে ফলভাগী অর্থাৎ মাতা, পিতা প্রভৃতির স্বর্গাদি কামনা করিয়া দান করা হয়, সেইরূপ স্থলে "দদানি" এই ক্রিয়াপদের প্রয়োগ হইবে। কারণ পাণিনি, উভয়পদী ধাতুর, অর্থাৎ যে ধাতু গণপাঠে আত্মনেপদী এবং পরস্মৈপদী, এই উভয়রূপেই উল্লিখিত হইয়াছে, তাদৃশ ধাতুর উত্তর কর্ত্তা ক্রিয়াফলভাগী হইলে, আত্মনেপদ, এবং কর্ত্তা ভিন্ন অপরে ক্রিয়াফলভাগী হইলে, পরস্মৈপদ হইবার নিয়ম করিয়াছেন। এই হেতুই অর্থাৎ কর্ত্তার আত্মগামী ক্রিয়াফল স্থলে আত্মনেপদ, এবং পরগামী ক্রিয়াফল স্থলে পরস্মৈপদ হয় বলিয়াই "আত্মনে" (আপনার উদ্দেশে,) এবং "পরস্মৈ" (পরের উদ্দেশে) এই দুইটি নামও সার্থক হইতেছে। "দদানি" এই পদটিতে অনুজ্ঞার বিভক্তি প্রযুক্ত হইলেও, উহাকে "দদে" এই ক্রিয়াপদের ন্যায় বর্ত্তমানকালের বোধকই বলিতে হইবে। ইহা বর্ত্তমানকালের বোধক বলিয়াই "দদানি" দান করিতেছি, এই কথাটি লোকে একবারই বলিয়া থাকে" মনুর এই উক্তিও সঙ্গত হইল, ইহা অনুজ্ঞা (অনুমতি) অর্থের

সকৃত্বাভিধানমপ্রয়োজকমিতি। তদিতরত্রাপি তথোল্লেখাচারঃ শ্রাদ্ধাদৌ ফলভাগিনাং গোত্রাদ্যুল্লেখদর্শনাৎ ॥ ১৩৪ ॥

দানোপসর্গঃ।

হারীতঃ,—"তথাসদ্দ্রব্যদানমস্বর্গ্যং যচ্চ দত্ত্বা পরিতপ্যতে তস্য দানমফলম্। যচ্চোপকারিণে দদাতি তন্মাত্রং পরিক্লিষ্টং, যচ্চ সোপধং দদাতি অন্যশ্রাবিতমল্পফলম্। যচ্চাপাত্রায় দদাতি অনিষ্টদানং স্রবতি। যচ্চ দত্ত্বা পরিকীর্ত্তয়তে স্ময়দানমাসুরম্।

মতং সম্যক্ তত্রাহ অনুমতীতি। তথাচ তৎমতে অহমস্মৈ দদানীতি বাক্যম্ অনুমতিরূপ-দৃষ্টপ্রয়োজনকং, দৃষ্টপ্রয়োজনঞ্চ যাবৎ ভবতি তাবৎ কর্ত্তব্যং, তত্র সকৃত্বাভিধানম-প্রয়োজনকমিতি ভাবঃ ॥ ১৩৪ ॥

তদিতরত্রাপি শ্রাদ্ধাদীতরত্র দানাদাবপি। অসদ্দ্রব্যদানং দানকালে অবিদ্যমানস্য দ্রব্যস্য দানম্। পরিক্লিষ্টম্ অল্পফলকম্। অনিষ্টদানম্ অনিষ্টায় দানম্। স্রবতি সম্পূর্ণ-ফলকং ন ভবতি। স্ময়দানং গর্ব্বদানম্। আসুরম্ অসুরগামিফলকম্। রাক্ষসং

যদি প্রকাশক হইত, তা'হলে বচনে 'সকৃৎ' এই পদটির প্রয়োগ করিবার কোন প্রয়োজন ছিল না। শ্রাদ্ধাদি স্থলে দানফলভাগীদিগের গোত্রাদির উল্লেখ করিবার নিয়ম দেখিয়া শ্রাদ্ধাদি ভিন্ন দানস্থলেও দানফলভাগীদিগের গোত্রাদি উল্লেখ করিবার আচার প্রচলিত হইয়াছে ॥ ১৩৪ ॥

দানোপসর্গ।

হারীত বলিয়াছেন—"দাতার অধিকারে যে দ্রব্য একেবারে নাই, এই-রূপ দ্রব্যের দান অস্বর্গ্য অর্থাৎ নরকফলজনক। দান করিবার পর যদি "কেন এমন দান করিলাম" বলিয়া অনুতাপ করা হয়, তাহ'লে সে দান, না দেওয়ারই তুল্য নিস্ফল হয়। উপকারী ব্যক্তিকে, তাহার নিকট হইতে যেটুকু উপকার পাওয়া গিয়াছে, যদি কেবল তন্মাত্রই দান করা হয়। তাহা পরিক্লিষ্ট অর্থাৎ দুঃখজনক হয় না, এইমাত্র, নতুবা সেদানে আর কোন পারলৌকিক ফল হয় না, যাহা সোপধ (ছল বা কোনরূপ অভিসন্ধির সহিত) দান করা হয় এবং যাহা অন্যশ্রাবিতরূপে (লোককে শুনাইয়া) দান করা হয়, তাহার ফলও অতি অল্পমাত্র হয়। অযোগ্য পাত্রে যে দান করা হয়, সেই দান

যচ্চাশ্রদ্ধয়া দদাতি ক্রোধাদ্রাক্ষসম্। যচ্চাক্রুশ্য দদাতি যদ্বা বাক্রোশতি অসংকৃতং পৈশাচম্। যচ্চাবজ্ঞাতং দদাতি যদ্বা বাবজানীতে মুমূর্ষুস্তামসম্। যচ্চাপ্রকৃতো দদাতি এতে দানোপসর্গাঃ। যৈরূপসৃষ্টং দানমসিদ্ধমস্বর্গ্যমযশস্যমধ্রুবফলং বে"তি। অস্যার্থঃ—তর্হি দ্যোপানন্তরকালে হস্তার্পণসম্ভবেঽপ্যদানম-

---

রাক্ষসগামিফলকম্। অসংকৃতম্ সংকারোঽর্চ্চনং তংশূন্যং, তদুক্তম্—অর্চ্চিতমর্চ্চিতায় দদ্যাদিতি। পৈশাচং পিশাচগামিফলকম্। অবিজ্ঞাতমিতি ক্রিয়াবিশেষণম্। মুমূর্ষুরিতি মুমূর্ষুর্যদ্দদাতি তত্তামসমিত্যর্থঃ। এতচ্চ ধর্ম্মার্থেতরদানপরমিতি পূর্ব্বমুক্তম্। মুমূর্ষোঃ প্রতিগ্রহস্ত অত্যৈবনিন্দ্যঃ, যথা ব্রাহ্মে,—ব্রহ্মহত্যা সুরাপানমপি শ্রেয়ং ভবিষ্যতি। আতুরাদ্‌যদ্ গৃহীতন্তু তৎকথং বৈ ভবিষ্যতি॥ আতুরান্মুমূর্ষোঃ। হস্তার্পণেতি পাত্রস্য হস্তার্পণে ইত্যর্থঃ। বিশিষ্টেভ্যঃ বিদ্যাতপস্যাদিবিশিষ্টেভ্যঃ।

অনিষ্টার্থ হয়, (১) সে দান কখনই সম্পূর্ণ ফলপ্রদ হয় না। দান করিয়া যে বড়াই করা হয়, তাহাকে সগর্ব্ব দান বলা হয়, ঐ দান 'আসুর,' অসুরেরাই উহার ফলভোগ করে। অশ্রদ্ধাপূর্ব্বক, বা ক্রোধ সহকারে (রেগেমেগে বিরক্ত হইয়া) যে দান, আক্রোশপূর্ব্বক অর্থাৎ যাচককে কতকগুলি কটুকথা শুনাইয়া যে দান করা হয়, সেই অসংকৃত (অর্চ্চনাশূন্য) (২) দানকে পৈশাচ দান বলা হয়, সেরূপ দানের ফল পিশাচেরাই ভোগ করে। অবজ্ঞা সহকারে যে দান করা হয়, অথবা যে দানের পর অবজ্ঞা করা হয়, এবং মুমূর্ষু ব্যক্তি ধর্ম্মার্থ ভিন্ন, লৌকিক নামখ্যাতির জন্য যে দান করে, এই সকল দানকে তামস দান বলে। অপ্রাকৃত অর্থাৎ ভয়াদি নিবন্ধন চিত্ত-বৈকল্যপ্রাপ্ত ব্যক্তি যাহা দান করে, তাহাও তামস দান। এইরূপ দানকে দানোপসর্গ, অর্থাৎ দানাভাস বা অসাধু দান বলা হয়। যাহারা দানের মহৎ উদ্দেশ্যকে এইরূপে উপসৃষ্ট অর্থাৎ অসাধুরূপে পরিণত করে, তাহাদের সেই দানের ফল নরকজনক, অকীর্ত্তিকর এবং ক্ষণভঙ্গুর বা, অচিরস্থায়ী হয়।"

---

(১) অযোগ্যপাত্রে দান যে অনিষ্টের কারণ হয়, একথাটি সম্পূর্ণ ঠিক, আজকাল দাতাগণ আত্মীয়তার খাতিরে অবিদ্বান্ এবং অনাচারী ব্রাহ্মণদিগকে দান করাতেই ত ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে দিন দিন বিদ্যা ও আচারের হ্রাস হইতেছে।

(২) যাহাকে দান করিবে, তাহাকে অর্চ্চনা অর্থাৎ পূজা করিয়া দান করাই শাস্ত্রের বিহিত।

সমর্পণম্। "উপকারিণে" ব্যসনোপকারিণে। তদিতরোপকারিণে তু দক্ষঃ,—

"মাতাপিত্রোর্গুরৌ মিত্রে বিনীতে চোপকারিণে।
দীনানাথবিশিষ্টেভ্যো দত্তন্তু সফলং ভবেৎ॥" "তন্মাত্রং" যথোক্তোপকরণরহিতম্। "পরিক্লিষ্টং" সর্ব্বখেদরহিতম্। "সোপধম্" সচ্ছদ্ম,"অন্যশ্রাবিতং"লোকসম্ভাবনার্থং প্রকাশিতং, তেনাল্পফলমিত্যুক্তম্। অনিষ্টদানং শত্রবে দানম্। স্ময়ো মানভেদঃ। অপ্রাকৃতো ভয়াদিনা। তথাচ নারদঃ,—

যথোক্তোপকরণেতি তথাচ ব্যঞ্জনসামগ্র্যাদিরহিতং কেবলং তণ্ডুলাদিকম্, এবমুপধানাদিরহিতং খট্টাদিকং পরিক্লিষ্টমিত্যর্থঃ। সচ্ছদ্ম সকপটম্। অনিষ্টদানম্ অনিষ্টায় দানম্।

স্মার্ত্ত "অস্যার্থঃ" বলিয়া হারীতবচনের ব্যাখ্যা করিতেছেন—বচনে যে 'তর্হি' শব্দ আছে, তাহার অর্থ—দানের পর, "অদান" শব্দের অর্থ—গ্রহীতার হাতে দেওয়া হইলেও না-দেওয়ার তুল্য। বচনে যে উপকারীকে দান নিষ্ফল বলা হইয়াছে, স্মার্ত্ত বলিতেছেন, এই উপকারী শব্দের অর্থ—যাহারা অসময় বা বিপদের সময় উপকার করিয়া উদ্ধার করিয়াছে, এইরূপই বলিতে হইবে। কারণ অন্য প্রকার উপকারীকে দান করিলে, উহা যে সফল হয়, এ কথা দক্ষ বলিয়াছেন,. যথা—"মাতা, পিতা, গুরু, মিত্র, বিনীত (সৎশিক্ষাসম্পন্ন) ব্যক্তি (১) উপকারী, দরিদ্র, অনাথ, এবং বিশেষরূপ শিষ্ট ব্যক্তিকে যাহা দেওয়া হয়, উহা সফল হয়।" "তন্মাত্র" শব্দের স্মার্ত্ত—যথোপকরণ রহিত অর্থাৎ আবশ্যক সাজসজ্জাশূন্য কেবলমাত্র সেই বস্তুটি, এইরূপ অর্থ করিয়াছেন, কিন্তু আমরা ইহার যেরূপ অর্থ বুঝিয়াছি, তদনুসারেই অনুবাদ করিয়াছি। পরিক্লিষ্ট শব্দের অর্থ—সর্ব্বপ্রকার খেদ রহিত, "সোপধ" শব্দের অর্থ—ছলের সহিত সপ্তম্যন্ত ও উপকারিণে চতুর্থ্যন্ত ইহা দেখেন নাই। অন্যশ্রাবিত শব্দের অর্থ—লোকের নিকট নাম করিবার জন্য প্রকাশিত। এই জন্য উহার ফল অল্প বলা হইয়াছে, "অনিষ্টদান" শব্দের স্মৃতি—অনিষ্ট ব্যক্তি অর্থাৎ শত্রুকে দান

(১) দক্ষ যে 'উপকারী'র কথা বলিয়াছেন, তাহার অর্থ—যদি "সর্ব্বদাই যে পরের উপকার করিয়া বেড়ায় অর্থাৎ উপকার করাই যাহার স্বভাব, এইরূপ করা হয়, তাহ'লে হারীতবচনের অর্থ সঙ্কোচ করিতে হয় না। গোস্বামী মহাশয় আবার স্মার্ত্তের মত পুষ্ট করিবার জন্য বিনীত এই পদটিকে উপকারীর বিশেষণ করিয়াছেন, কিন্তু 'বিনীতে সপ্তম্যন্ত ও উপকারিণে চতুর্থ্যন্ত ইহা দেখেন নাই বোধ হয়।

"অথ ভয় ভয়ক্রোধকামশোকরুগন্বিতৈঃ।
তথোৎকোচপরীহাসব্যত্যাসচ্ছলযোগতঃ॥
বালমূর্খাস্বতন্ত্রার্ত্তমত্তোন্মত্তাপবর্জ্জিতৈঃ।
কর্ত্তা মমেদং কর্ম্মেতি প্রতিলাভেচ্ছয়া চ যৎ॥"

প্রতিলাভেচ্ছয়া সোপাধিদত্তমুপাধ্যসিদ্ধাবিতি বিবাদচিন্তামণিঃ। এতৎপরমেব হারীতেন সোপাধিদত্তমল্পকলমিত্যুক্তম্। ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে,—

"শুচিঃ পবিত্রপাণিশ্চ গৃহ্ণীয়াদুত্তরামুখঃ।

ভয়েতি যো চেদস্মৈ দাস্যামি তদায়ং মমাপকারং করিষ্যতীতি ভয়েন, অপবর্জ্জিতৈঃ পিত্রাদিনা ত্যক্তৈঃ। কর্ত্তেতি অয়ং মম কর্ম্ম করিষ্যতীত্যর্থঃ। উপাধ্যসিদ্ধৌ বদর্থং দত্তং

এইরূপ অর্থ করিয়াছেন, কিন্তু আমরা অন্য অর্থ বুঝিয়াই উহার অনুবাদ করিয়াছি। "স্মর" শব্দের অর্থ—গর্ব্ব বা আত্মাভিমানবিশেষ। অপ্রাকৃত শব্দের অর্থ—ভয়াদিনিবন্ধন অপ্রকৃতিস্থ অর্থাৎ আমি এক্ষণে যদি উহার প্রার্থিত বস্তু দান না করি, তবে ঐ ব্যক্তি নিশ্চয়ই আমার অপকার করিবে, ইত্যাদিরূপ ভয়াদিতে উদ্বিগ্ন। ভয়াদিনিবন্ধন অপ্রকৃতিস্থ ব্যক্তির দান যে বিফল হয়, এ কথা নারদও বলিয়াছেন, যথা—"ভয়, ক্রোধ, কাম, শোক এবং রোগ যুক্ত ব্যক্তিগণ যাহা দান করে, তাহা না দেওয়ারই তুল্য। উৎকোচ (ঘুস্) স্বরূপ। পরীহাস করিয়া, ব্যত্যাস (বদলাবদলি) করিয়া, এবং ছলপূর্ব্বক, মূর্খ, অস্বতন্ত্র অর্থাৎ দানবিক্রয়ের ক্ষমতা শূন্য, আর্ত্ত, মত্ত, উন্মত্ত এবং অপবর্জ্জিত (সমাজচ্যুত) ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক দত্ত, বস্তুও অদত্তের সমান। এই ব্যক্তি আমার অমুক কর্ম্ম করিবে, এইরূপ মনে মনে অভিসন্ধি করিয়া যে দান করা হয় তাহাও না-দেওয়ার সমান। নারদের বচনে যে, "প্রতিলাভেচ্ছয়া" কথাটি আছে, উহার অর্থ, বিবাদচিন্তামণিতে এইরূপ করা হইয়াছে, "যে অভিসন্ধিতে দেওয়া হইবে, সেই অভিসন্ধি সিদ্ধ না হইলে, ঐ দানও অসিদ্ধ হয়।" হারীত যে অভিসন্ধিপূর্ব্বক বা ছলপূর্ব্বক দানকে অল্প ফলপ্রদ বলিয়াছেন, নারদের এই উক্ত অভিসন্ধিপূর্ব্বক দানকেই তাহার বিষয় বলিতে হইবে। অর্থাৎ এইরূপ দানকে লক্ষ্য করিয়াই হারীত সোপাধিদানের কথা বলিয়াছেন। ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে গ্রহীতার

অভীষ্টদেবতাং ধ্যায়ন্ মনসা বিজিতেন্দ্রিয়ঃ ॥
কৃতোত্তরীয়কো নিত্যমন্তর্জ্জানুকরস্তথা।
দাতুরিষ্টমভিধ্যায়ন্ প্রতিগৃহ্ণাদলোলুপঃ ॥” পবিত্রং ব্যাকরোতি কাত্যায়নঃ,—

“অনন্তর্গর্ব্ভিণং সাগ্রং কৌশং দ্বিদলমেব চ।
প্রাদেশমাত্রং বিজ্ঞেয়ং পবিত্রং যত্র কুত্রচিৎ ॥”

অনন্তর্গর্ব্ভিণম্ অন্তর্গর্ভস্যাভাবোঽনন্তর্গর্ভং তদস্যাস্তীতি, তত্তথা অন্তর্গর্ভশূন্যমিত্যর্থঃ। তথাচ শৌনকঃ,—

তৎকার্য্যাকরণে। অন্তর্গর্ভস্য ভেদেতি, ননু কেন সমাসেন ভেদবোধঃ ? ন চ ভেদবোধার্থং তৎপুরুষ কর্ত্তব্যঃ, তথা সতি অন্তর্গর্ভভিন্নস্যৈব বোধেনাস্ত্যর্থপ্রয়োগাসঙ্গতেঃ, ন চ ভেদরূপধর্ম্মবোধার্থম্ অব্যয়ীভাবঃ কর্ত্তব্য ইতি বাচ্যম্, অব্যয়ীভাবেনাত্যন্তাভাবস্যৈব বোধনাৎ, অন্তর্গর্ভে অন্তর্গর্ভাত্যন্তাভাবসত্ত্বেন তদ্ব্যাবৃত্ত্যভাবাচ্চ। উচ্যতে—ভেদরূপ ইত্যস্যান্তর্গর্ভভেদসমনিয়ত ইত্যর্থঃ। সমনিয়তাভাবস্যৈক্যাৎ তস্য ভেদরূপতাপি, তাদৃশাভাবশ্চান্তর্গর্ভত্বাভাবঃ, তত্ত্বাভাবশ্চ ভাবপ্রধাননির্দ্দেশাৎ বোদ্ধব্যঃ। তাদৃশাভাবশ্চান্তর্গর্ভমাত্রে নাস্তীতি, স্মার্ত্তমতে অন্তর্গর্ভমাত্রং দুষ্টম্, এতচ্চ তন্মাত্রদুষ্টত্ববোধকেন “নন্তস্তরুণা”-মিতি বচনান্তরেণ-সহৈকবাক্যতাবোধ্যম্, অনন্তঃ অন্তর্ভিন্নৌ, অন্তঃপদেনাত্র অন্তর্গর্ভ উচ্যতে। অনন্তরিত্যত্র তু বহুব্রীহির্ন স্বীক্রিয়তে, তৎপুরুষাপেক্ষয়া তস্য জঘন্যত্বাৎ। শূলপাণিস্তু অন্তর্গর্ভোঽস্যাস্তীতি অন্তর্গর্ব্ভিণং দ্বিতীয়দলং তদ্ভিন্নমিত্যর্থঃ। অন্তর্গর্ভসম্বন্ধাৎ দ্বিতীয়দলস্য দুষ্টত্বেন কৈমুতিকন্যায়াৎ অন্তর্গর্ভস্যাপি দুষ্টতা বোধ্যেত্যাহ। আচার্য্যচূড়ামণিরপ্যেবমাহ। এতন্মতে দ্বিতীয়দলপর্য্যন্তং দুষ্টং, বাচস্পতিমিশ্রাস্তু অন্তর্গর্ভো

সম্বন্ধে এইরূপ বলা হইয়াছে, “শুদ্ধদেহ পবিত্র হস্ত” জিতেন্দ্রিয় গৃহীতোত্তরীয় (কোঁচোট ধারণপূর্ব্বক) এবং অলুব্ধ হইয়া, ও উভয় জানুর মধ্যে হস্তদ্বয় রাখিয়া দাতার মঙ্গলকামনা এবং আপনার অভীষ্ট দেবতাকে স্মরণ করত প্রতিগ্রহ করিবে।” পবিত্র শব্দের কাত্যায়ন এইরূপ পরিভাষা করিয়াছেন, যথা—“যাহার ভিতরে গর্ভ অর্থাৎ খোল নাই এইরূপ নিরেট, অগ্রের সহিত বর্ত্তমান (আগা না ভাঙ্গা) এবং এক বিগৎ পরিমিত কুশপত্রদ্বয়কে সর্ব্বত্রই পবিত্র বলিয়া অভিহিত করা হয়।” “অনন্তর্গর্ব্ভিণং” এই পদটি প্রথমে অন্তর্গর্ভাভাব অনন্তর্গর্ভ, এইরূপ অভাবার্থে অব্যয়ীভাব সমাস দ্বারা সিদ্ধ করিয়া, পরে অনন্তর্গর্ভ যাহার আছে, এইরূপ অস্ত্যর্থে ইন্ প্রত্যয় দ্বারা সিদ্ধ করা হইয়াছে, ইহার অর্থ—

"অনন্তর্গর্ভিণৌ যৌ তু কুশৌ প্রাদেশসম্মিতৌ।
অনখচ্ছেদিতৌ সাগ্রৌ তৌ পবিত্রাভিধানকৌ॥" ১৩৫॥

প্রচেতাঃ,—"দক্ষিণহস্তমধ্যে ব্রাহ্মণস্যাগ্নেয়ং তীর্থম্।
আগ্নেয়েন প্রতিগৃহ্লীয়াদিতি।" আদিপুরাণে,—

"ওঁকারমুচ্চরন্ প্রাজ্ঞো দ্রবিণং শক্তুমোদনম্।
গৃহ্লীয়াদ্দক্ষিণে হস্তে তদন্তে স্বস্তি কীর্ত্তয়েৎ॥"

ওঁকারস্য স্বীকারার্থত্বাত্তেনৈবাত্র প্রতিগ্রহণমুক্তং, তথা-"চোমিত্যভ্যুপগমে"ইতি শাব্দিকাঃ, স্বস্তীতি ক্ষেমার্থম্। তথা চামরঃ,—"স্বস্ত্যাশীঃ ক্ষেমপুণ্যাদা"বিতি। ব্যাসঃ,—

"দক্ষিণাভিরুপেতং হি কর্ম্ম সিধ্যতি মানবে।

যস্য তৎ অন্তর্গর্ভং দ্বিতীয়দলং তদ্‌যস্যাস্তি তৎ অন্তর্গর্ভিণং তৃতীয়দলং তদ্ভিন্নমিত্যর্থঃ। কৈমুতিকন্যায়েন তু অন্তর্গর্ভদ্বিতীয়দলয়োদ্বৈর্হিত্যমাহুঃ, এতন্মতে তৃতীয়দলপর্য্যন্তং দুষ্টম্, এতন্মতদ্বয়ং ন সম্যক্, অনন্তর্গর্ভিণাবিতি বচনৈকবাক্যতাভাবাদিত্যাহুঃ বিজ্ঞাঃ। তদ্‌যস্যাস্তীত্যর্থে ইনুপ্রত্যয়ঃ। অন্তর্গর্ভশূন্যম্ অন্তর্গর্ভভিন্নম্। অনন্তরিতি অন্তর্ভিন্নাবিত্যর্থঃ। অনখচ্ছেদিতৌ অনখেন ছেদো যয়োরস্তি তৌ অথবা নখচ্ছেদাভাববিশিষ্টৌ॥১৩৫॥

শক্তুং ছাতু ইতি খ্যাতম্। ক্ষেমার্থং দাতুরিত্যর্থঃ। সিধ্যতি ফলোপধায়কং ভবতি।

দিবেট। শৌনকও পবিত্রের এইরূপ পরিভাষা করিয়াছেন, যথা—"ভিতরে যাহার ফাঁক নাই, নূতন, পত্রের সহিত বর্ত্তমান, নখদ্বারা অচ্ছিন্ন এবং এক বিঘৎ পরিমিত কুশদ্বয়কে পবিত্র বলা হয়॥" ১৩৫

প্রচেতা বলিয়াছেন, "ব্রাহ্মণের দক্ষিণহস্তের মধ্যে আগ্নেয় তীর্থ, ঐ আগ্নেয় তীর্থদ্বারাই গ্রহণ করিবে।" আদিপুরাণে বলা হইয়াছে, "প্রাজ্ঞ ব্যক্তি ওঁকার উচ্চারণ করত, ধন, ছাতু বা ওদন দক্ষিণ হস্তে গ্রহণ করিয়া তার পর "স্বস্তি" এই কথাটি বলিবে।" "ওঁ" এই শব্দটির স্বীকার করা রূপ একটি অর্থ থাকায়, 'ওঁ' উচ্চারণ সহকারে প্রতিগ্রহ করিবার বিধান করা হইয়াছে, 'ওঁ' শব্দটি অভ্যুগম (স্বীকার) বাচক, "এই কথা শাব্দিকেরা বলিয়াছেন, পরে যে "স্বস্তি" শব্দটি বলিবার বিধান করা হইয়াছে, উহা মঙ্গলার্থই বুঝিতে হইবে। অমরকোষে "স্বস্তি" এবং আশীঃ" শব্দকে ক্ষেম এবং পুণ্যাদির বাচক বলা হইয়াছে। ব্যাস বলেন "মনুষ্যদিগের কর্ম্ম সকল দক্ষিণার সহিত

সুবর্ণমেব সর্ব্বাসু দক্ষিণাসু বিধীয়তে ॥” কর্ম্মোপদেশিন্যাং জৈমিনিঃ,—

“সুবর্ণে দীয়মানে তু রজতং দক্ষিণেষ্যতে ।”

গৃহ্যপরিশিষ্টে,—“অলাভে ফলমূলানাং ভক্ষ্যাণাং দক্ষিণাং দদাতী”তি । অলাভে বিহিতদক্ষিণালাভে । বৃহস্পতিঃ,—

“হতমশ্রোত্রিয়ে দানং হতো যজ্ঞস্ত্বদক্ষিণঃ ।
তস্মাৎ পণং কাকিণীং বা ফলং পুষ্পমথাপি বা ।
প্রদদ্যাদ্দক্ষিণাং যজ্ঞে তয়া স সফলো ভবেৎ ॥”

নারদঃ,—

“কাকিণী চ চতুর্ভাগো মাষকস্য পণস্য চ ।”

সর্ব্বাস্বিতি অত্র বাধকং বিনেতি পূরণীয়ম্, অলাভে ইতি ইদমত্রানুসন্ধেয়ং—বিহিতদক্ষিণায়া অলাভে বিপ্রায় কিঞ্চিদ্দত্ত্বা দক্ষিণাস্থানাভিষিক্তম্ অচ্ছিদ্রাবধারণাত্মকম্ বিপ্রবচো গ্রাহ্যং, তদসম্ভবে ফলাদিকম্ । ফলমূলভক্ষ্যাণামিতি অভেদে ষষ্ঠী, ফলাভিন্নাং দক্ষিণামিত্যর্থঃ । হতং ফলানুপধায়কম্ । সফলঃ উপধায়কতাসম্বন্ধেন ফলবিশিষ্টঃ ফলোপধায়ক ইতি যাবৎ । পণস্য অশীতিরত্তিকাপরিমিততাম্রস্য, তথাচামরঃ “কার্ষিকে তাম্রিকে পণ”

সংযুক্ত হইলেই সিদ্ধি লাভ করে । এবং সকল কর্ম্মে সুবর্ণই দক্ষিণারূপে বিহিত হইয়াছে”, কর্ম্মোপদেশিনী নামক গ্রন্থে জৈমিনির এই কথাটি উদ্ধৃত হইয়াছে, যথা—“যখন সুবর্ণ দান করা হইবে, তখন রজতই দক্ষিণা দিবে ।” গৃহ্যপরিশিষ্টে বলা হইয়াছে, শাস্ত্রে বিহিত অপর প্রকার দক্ষিণাদ্রব্যের অলাভ ঘটিলে, ফলমূলাদি ভক্ষ্যদ্রব্যের মধ্যে কোন বস্তু দক্ষিণা স্বরূপ দান করিবে ।” বৃহস্পতি বলিয়াছেন,—“অশ্রোত্রিয় ব্যক্তিকে দান করিলে সে দান হত অর্থাৎ বৃথা হয়, দক্ষিণা শূন্য যজ্ঞও নিষ্ফল হয়, অতএব যজ্ঞানুষ্ঠানের পর পণই (১) হোক, কাকিণীই হোক, ফলই হোক আর পুষ্পই হোক, দক্ষিণারূপে দান করিবে, ঐ দক্ষিণা দ্বারাই যজ্ঞ সফল হইবে ।” নারদ বলেন, “পণের বা মাষার চতুর্থভাগের নাম কাকিণী ।” দানের দক্ষিণা

---

(১) পণ শব্দের অর্থ—আশীরতি ওজনের তাম্রখণ্ড, এই তাম্রখণ্ডরূপ পণের মূল্য পূর্ব্বে আশীকড়া কড়ি ছিল বলিয়া, আশীকড়া কড়িকেও পণ বলা হয় । এক্ষণে চারপয়সায় এক পণ ধরা হয় ।

দক্ষিণা তু সম্প্রদানব্রাহ্মণায়ৈব দেয়া। সান্তানিকাদ্যুপক্রম্য,—"এতেভ্যোঽপি দ্বিজাগ্রেভ্যো দেয়মন্নং সদক্ষিণম্।" ইতি মনুবচনাৎ। রোপপ্রতিমাদানে ব্যক্তমাহ শাতাতপঃ,—

"পূর্ব্বাভিমুখমাচার্য্যমভ্যর্চ্চ্য প্রতিমাস্তু তাম্।
প্রদদ্যাৎ দক্ষিণাং তস্মৈ মধ্যাহ্নে সমুপস্থিতে॥" ১৩৬॥

প্রতিগ্রহবিধানমাহ ভবিষ্যোত্তরে,—

"ভূমেঃ প্রতিগ্রহং কুর্য্যাদ্ভূমেঃ কৃত্বা প্রদক্ষিণম্।

প্রদক্ষিণং ন সর্ব্বস্যা ভূমেঃ কিন্তু তত্রস্থোঽস্যা ভূম্যাঃ প্রদক্ষিণাবর্ত্তনং, তদ্ভূমেরসন্নিধানে তামুদ্দিশ্য প্রদক্ষিণম্।"

ইতি। তত্র "তাম্রিকঃ কার্ষিকঃ পণ" ইতি যাজ্ঞবল্ক্যবচনেন তুল্যঃ পঞ্চাদ্যাখ্যকঃ। তে ষোড়শাক্ষঃ কর্ষোঽস্ত্রীতাম্রসিংহোক্তেঃশীতিরত্তিকাপরিমিততাম্রে পণশব্দঃ সঙ্কেতিতঃ, স চ তাবৎসংখ্যকবরাটকৈর্লভ্যতে ইতি বরাটকেঽপি তথা ব্যবহারঃ। এতন্মূলকমেব বচনম্ ভবিষ্যপুরাণসংস্কৃতগ্রন্থয়োঃ। অশীতিভির্ব্বরাটকৈঃ পণ ইত্যভিধীয়তে ইতি। শান্তানিকো ব্রাহ্মণবিশেষঃ॥ ১৩৬॥

দানের গ্রাহককেই দিতে হইবে। কারণ, সান্তানিক নামক ব্রাহ্মণবিশেষের কথা উত্থাপন করিয়া মনু বলিয়াছেন, "এই সকল ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠদিগকে দক্ষিণার সহিত অন্নদান করিবে।" দানের পাত্রকেই যে দক্ষিণা দান করিতে হইবে, একথা রোপপ্রতিমা দান প্রসঙ্গে শাতাতপ স্পষ্ট করিয়াই বলিয়াছেন, যথা— "মধ্যাহ্ন সময় উপস্থিত হইলে পূর্ব্বাভিমুখে উপবিষ্ট আচার্য্যকে পূজা করিয়া রোপপ্রতিমা প্রদান করিবে, এবং তাঁহাকেই দক্ষিণা দান করিবে॥ ১৩৬]

কোন্ বস্ত কি নিয়মে গ্রহণ করিতে হইবে, ভবিষ্যোত্তরে তাহারও বিধান করা হইয়াছে, যথা—"ভূমিকে প্রদক্ষিণ করিয়াই ভূমির গ্রহণ করিবে।" এই যে ভূমিকে প্রদক্ষিণ করিতে বলা হইয়াছে, ইহাতে যেন কেহ মনে না করেন যে একছটাক ভূমি গ্রহণ করিতে হইলেও সমগ্র পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিতে হইবে, ইহার অর্থ এই যে, যে ভূমিখণ্ড দান করা হইল, তাহাকেই প্রদক্ষিণ করিয়া গ্রহণ করিবে (২)। ঐ ভূমিখণ্ড যদি দানের সময়

---

(২) এই ভূমি প্রদক্ষিণ করাতে কেবল সে শাস্ত্রের আজ্ঞা পালন জন্য অদৃষ্টবিশেষরূপ ফল হয়, তাহা নহে, প্রাপ্ত ভূমির চতুঃসীমা দেখিয়া লওয়া রূপ দৃষ্ট ফলও আছে।

"করে গৃহ্য তথা কন্যাং দাসদাসৌ দ্বিজোত্তমাঃ ।
করস্তু হৃদি বিন্যস্য ধর্ম্ম্যো জ্ঞেয়ঃ প্রতিগ্রহঃ ॥" ধর্ম্ম্যো ধর্ম্মবিষয়ান্তায়ম্ ।

"আরুহ্য চ গজস্যোক্তঃ কর্ণে চাশ্বস্য কীর্ত্তিতঃ ।
তথা চৈকশফানান্তু সর্ব্বেষামবিশেষতঃ ॥
প্রতিগৃহ্নীত গাং পুচ্ছে পুচ্ছে কৃষ্ণাজিনং তথা ।
আরণ্যাঃ পশবশ্চান্যে গ্রাহ্যাঃ পুচ্ছে বিচক্ষণৈঃ ॥
প্রতিগ্রহমথোষ্ট্রস্য আরুহ্য চ তথা চরেৎ ।
বীজানাং মুষ্টিমাদায় রত্নান্যাদায় সর্ব্বতঃ ॥
বস্ত্রং দশান্তমাদদ্যাৎ পরিধায় তথা পুনঃ ।
আরুহ্যোপানহৌ যানমারুহ্যৈব চ পাদুকে ॥
ঈশায়ান্তু রথং গ্রাহ্যং ছত্রদণ্ডে চ ধারয়েৎ ।
আয়ুধানি সমাদায় তথা ভূষ্যং বিভূষণম্ ॥

পুচ্ছে কৃষ্ণাজিনমিতি এতেন পুচ্ছসহিতস্যৈব কৃষ্ণসারাজিনস্য দানমিতি প্রতীয়তে। উপানহৌ চর্ম্মনির্ম্মিতে পাদুকে কাষ্ঠনির্ম্মিতে চ। ঈশায়ামিতি "ঈশা লাঙ্গলদণ্ডঃ স্যাদি"

দূরপ্রদেশে বর্ত্তমান হয়, তবে তাহাকে উদ্দেশ ক'রে প্রদক্ষিণ করিবে। "হে দ্বিজোত্তমগণ! কন্যা, দাস এবং দাসী ইহাদিগকে হাতে ধরিয়াই গ্রহণ করিবে। ধর্ম্মবিষয়ক প্রতিগ্রহের সময় বক্ষঃস্থলে হস্তবিন্যাস করিবে। হাতীর উপর আরোহণপূর্ব্বক উহার প্রতিগ্রহ করিবে। ঘোঁড়া এবং অন্যান্য একশফ (একখুরে) জন্তুর কাণ ধরিয়া প্রতিগ্রহ করিবে। পণ্ডিতগণ গোরুর কৃষ্ণাজিন এবং অন্যান্য আরণ্য পশুর ল্যাজ ধরিয়া প্রতিগ্রহ করিবেন। উটের উপর চড়িয়াই উহার প্রতিগ্রহ করিবে। ধান্যাদি বীজের উপর হইতে একমুষ্টি মাত্র উঠাইয়া লইয়াই প্রতিগ্রহ করিবে। এবং রত্নগুলি সমস্তই হাতে লইয়া প্রতিগ্রহ করিবে। বস্ত্রের প্রথমে আঁচল ধারণপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া সেই স্থানেই উহা পরিধান করিবে। জুতা, এবং খড়ম পায় দিয়াই গ্রহণ করিবে। যান অর্থাৎ গাড়ী, পাল্কী প্রভৃতিতে উপবেশন করিয়াই গ্রহণ করিবে। রথের জোয়াল ধরিয়া গ্রহণ করিবে এবং ছাতির বাঁট ধরিয়া গ্রহণ করিবে। আয়ুধ সকল যে

বর্ম্মধ্বজৌ তথা স্পৃষ্ট্বা প্রবিশ্য চ তথা গৃহম্।
অবতীর্য্য চ সর্ব্বাণি জলস্থানানি বৈ দ্বিজাঃ ॥
দ্রব্যাণ্যন্যান্যথাদায় স্পৃষ্ট্বা বা ব্রাহ্মণঃ পঠেৎ।
প্রতিগৃহ্য চ সাবিত্রীং সর্ব্বত্রৈব প্রকীর্ত্তয়েৎ ॥
ততস্তু সার্দ্ধং দ্রব্যেণ তস্য দ্রব্যস্য দৈবতম্।" ভূমির্ব্বিষ্ণুদেবতাকেত্যাদি কীর্ত্তয়েদিত্যর্থঃ।

"সমাপয়েত্ততঃ পশ্চাৎ কামস্তুত্যা প্রতিগ্রহম্ ॥
বিধিং ধর্ম্মামধ্যো জ্ঞাত্বা যস্তু কুর্য্যাৎ প্রতিগ্রহম্।
দাত্রা সহ তরত্যেষ নানাদুর্গাণ্যসৌ দ্বিজঃ।"

ব্রহ্মপুরাণে,—

"ব্রাহ্মণঃ প্রতিগৃহ্লীয়াদ্বৃত্ত্যর্থং সাধুতস্তথা।
অব্যশ্বমণিমাতঙ্গতিললৌহাংশ্চ বর্জ্জয়েৎ ॥

ত্যময়ঃ। তথা ভূষোক্তি তত্তদলঙ্কারস্থানে তত্তদলঙ্কারান্ পরিধাপয়েৎ ইত্যর্থঃ। সামান্যতঃ পঠেদিত্যুক্তং তত্র কিং পঠনীয়মিত্যাকাঙ্ক্ষায়ামাহ সাবিত্রীমিতি। প্রতিগ্রহীতা সাবিত্রীং

ভাবে ধরিতে হয়, সেইভাবে হাতে ধরিয়াই গ্রহণ করিবে, এবং অলঙ্কার সকল স্ব স্ব যোগ্যস্থানে পরিধান করিয়াই গ্রহণ করিবে। বর্ম্ম এবং ধ্বজা কেবলমাত্র স্পর্শ করিয়াই গ্রহণ করিবে, এবং ভিতরে প্রবেশ করিয়া গৃহের প্রতিগ্রহ করিবে। হে দ্বিজগণ! জলাশয় সকলের অবতরণপূর্ব্বক (জলে নামিয়া) গ্রহণ করিবে। ব্রাহ্মণ এতদতিরিক্ত দ্রব্য হাতে তুলে লইয়াই হৌক্, অথবা স্পর্শ করিয়াই হৌক্, গ্রহণ করিয়া সাবিত্রী (গায়ত্রী) পাঠ করিবে। তাহার পর যথাযথ অধিপতি দেবতার সহিত গৃহীত দ্রব্যের নাম গ্রহণ করিবে।" যেমন ভূমি গ্রহণ করিয়া মুখে একবার বলিবে "ভূমিরিয়ং বিষ্ণুদেবতাকা"। অনন্তর কামের স্তুতি করিয়া প্রতিগ্রহ বিষয়ে কর্ত্তব্য শেষ করিবে। হে দ্বিজগণ! যে সকল ব্যক্তি ধর্ম্মশাস্ত্র-কথিত বিধি বিষয়ে ভালরূপে অভিজ্ঞ হইয়া প্রতিগ্রহ করে, সে দাতার সহিত নানাবিধ দুর্গম নরক হইতে উদ্ধার প্রাপ্ত হয়।" ব্রহ্মপুরাণে বলা হইয়াছে,— "ব্রাহ্মণ আপনার জীবিকার জন্য সাধু ব্যক্তিদিগের নিকট হইতে প্রতিগ্রহ করিবে। কিন্তু মেষ, অশ্ব, মণি, মাতঙ্গ, তিল এবং লৌহের প্রতিগ্রহ করিবে

কৃষ্ণাজিনহয়গ্রাহীন্ ন ভূয়ঃ পুরুষো ভবেৎ।
শয্যালঙ্কারবস্ত্রাদি প্রতিগৃহ্য মৃতস্য চ।
নরকান্ন নিবর্ত্তন্তে ধেনুং তিলময়ীং তথা॥
ব্রহ্মহত্যা সুরাপানমপি স্তেয়ং তরিষ্যতি।
আতুরাদ্ যদ্গৃহীতন্তু তৎকথং বৈ তরিষ্যতি॥" ১৩৭॥
এতদাদিদ্রব্যদানং প্রতিগ্রহীতুর্দোষজনকং, তদনিচ্ছবে,

প্রকীর্ত্তয়েৎ, তত্তদনন্তরং দ্রব্যেণ সার্দ্ধং দ্রব্যস্য দৈবতম্ প্রকীর্ত্তয়েৎ ইত্যর্থঃ। অবিশেষঃ। মৃতস্যেতি মৃতস্বর্গাদ্যুদ্দেশেন দত্তং শয্যাদীত্যর্থঃ॥ ১৩৭॥

এতদাদীতি একাদশাহকৃত্যশয্যাধিকারে ব্রহ্মপুরাণে,—তেন কৃষ্ণা তু সা শয্যা ন গ্রাহ্যা দ্বিজসত্তমৈঃ। গৃহীতায়ান্ত শয্যায়াং পুনঃ সংস্কারমর্হতি॥ বেদেষু চ পুরাণেষু শয্যা সর্ব্বত্র গর্হিতা। গৃহীতায়ান্ত জায়ন্তে সর্ব্বে নরকগামিনঃ॥ কৃষ্ণা পাপবহুলা, সর্ব্বে বংশ্যা ইত্যর্থঃ। এবং তিলধেন্বাদিপ্রতিগ্রহস্তত্যন্তগর্হিতঃ, যথা,—তিলধেনুং জলধেনুং ধেনুঞ্চোভয়তোমুখীম্। কৃষ্ণাজিনং হয়ং গৃহ্য ন পুনর্মানুষো ভবেৎ॥ কৃষ্ণাজিন-প্রতিগ্রহীতারমধিকৃত্য মাৎস্যে,—ন স্পৃশ্যঃ স দ্বিজো রাজংশ্চিতিযূপসমো হি সঃ। দানে চ শ্রাদ্ধকালে চ দূরতঃ পরিবর্জ্জয়েৎ॥ আগ্নেয়ে,—হস্ত্যশ্বরথযানানি মৃতশয্যাসনানি চ। কৃষ্ণাজিনঞ্চ গৃহ্লাতি তথৈবোভয়তোমুখীম্। পাপকৃৎ সোঽধমো লোকে স প্রেতো জায়তে নরঃ॥ ব্রাহ্মে,—বরং বিক্রয়ণং মাতুর্ন্নরং বিক্রয়ণং পিতুঃ। ন তু গঙ্গাতটে কিঞ্চিৎ গৃহ্লীয়াদ্বুদ্ধিমান্নরঃ॥ ইত্যাদি। প্রতিগ্রহপ্রায়শ্চিত্তমাহ বৃহস্পতিঃ,—তান্ প্রতিগ্রহজান্ দোষান্ প্রাণায়ামে ব্যবস্থিতাঃ। নাশয়ন্তি হি বিদ্বাংসো বায়ুর্মেঘানিবাম্বরে॥ ব্যবস্থিতা ইত্যনেন প্রাণায়ামবিশেষনিষ্ঠত্বপ্রতিপাদনাৎ প্রাণায়ামশতং কুর্য্যাৎ তথাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ,—প্রাণায়ামশতং কার্য্যং সর্ব্বপাপাপনুত্তয়ে। উপপাতকযুক্তানামনাদিষ্টেষু

না। কৃষ্ণাজিন এবং অশ্বের প্রতিগ্রহকারী ব্যক্তি পরজন্মে আর মনুষ্য হইয়া জন্মগ্রহণ করিতে সমর্থ হয় না, কীটাদি হীনযোনিতেই জন্ম লাভ করে। মৃত ব্যক্তির স্বর্গপ্রাপ্তির উদ্দেশে প্রদত্ত শয্যা, অলঙ্কার, বস্ত্র এবং তিলময়ী ধেনু-গ্রহণকারী নরক হইতে আর ফিরিয়া আসে না। ব্রহ্মহত্যা, সুরাপান, এবং চৌর্য্য, এই সকল পাপ করিয়া ব্রাহ্মণ বরং নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারে; কিন্তু প্রাণত্যাগীর নিকট হইতে প্রতিগ্রহ জন্য পাপ হইতে কখনই নিষ্কৃতিলাভ করিতে পারে না। ১৩৭

উক্ত প্রকার অর্থাৎ মেষ, অশ্ব, প্রভৃতি উপরে উক্ত দ্রব্যের দান প্রতিগ্রহী-

বেদবিদ্যাদিরহিতত্বেনাসমর্থায় চ দাতুরপি দোষজনকমাহ দক্ষঃ,—

"ন কেবলং হি তদ্‌যাতি শেষমস্য চ নশ্যতি ।" তৎ দত্তং দ্রব্যম্ । অতএব যাজ্ঞবল্ক্যঃ,—

"বিদ্যাতপোভ্যাং হীনেন ন তু গ্রাহ্যঃ প্রতিগ্রহঃ ।
গৃহ্নন্ প্রদাতারমধো নয়ত্যাত্মানমেব চ ॥"

অধো নরকম্ । এতদ্দানপ্রতিগ্রহোত্তরোক্তজপোতপাদিভিরাত্মতারণক্ষমেণ স্বেচ্ছয়া যৎ প্রতিগৃহ্যতে, তদ্দানং ন দোষায় ; ইত্যাহ বিষ্ণুপুরাণম্,—

"এতানি যদি গৃহ্নাতি স্বেচ্ছয়াভ্যর্থিতো ন তু ।
তস্মৈ দানে ন দোষোঽস্তি যস্ত্বাত্মানন্তু তারয়েৎ ॥"

তারণ প্রকারমাহ হারীতঃ,—

চৈব হি ॥ অসৎপ্রতিগ্রহপ্রায়শ্চিত্তমাহ যাজ্ঞবল্ক্যঃ,—গোষ্ঠে বসন্ ব্রহ্মচারী মাসমেকং পয়োব্রতঃ । গায়ত্রীজাপনিরতোমুচ্যতেঽসৎপ্রতিগ্রহাৎ ॥ ইতি । গায়ত্রীজপে বিশেষং বক্ষ্যতি গ্রন্থকৃৎ । তদনিচ্ছবে ইতি এতদাদিদ্রব্যানিচ্ছবে দাতুরসমর্থায় চ দাতুর্দোষজনকম্ এতদাদিদ্রব্যদানমিত্যর্থঃ । ন কেবলমিতি অনিচ্ছবে দত্তং অসমর্থায় চ দত্তং কেবলং তদ্দ্রব্যং যাতি ইতি ন, কিন্তু দাতুঃ শেষমপি ধনাদিকং সর্বং নশ্যতীত্যর্থঃ । তথাচ নিন্দাশ্রবণাৎ অনিচ্ছবে চাসমর্থায় চ ন দেয়মিতি ভাবঃ । এতদ্দানেতি এতদ্দান-

তারই দোষাবহ বলিয়া ঐ সকল গ্রহণে অনিচ্ছু ব্যক্তিকে কিম্বা বেদবিদ্যাদির অভাবে গ্রহণ করিবার অযোগ্য ব্যক্তিকে দান যে দাতারও দোষাবহ, এ কথা দক্ষ বলিয়াছেন, যথা—"ঐরূপ ব্যক্তিকে যাহা দান করা যায়, কেবল তাহাই যে বৃথা ক্ষয় হয়, এমন নহে ; দাতার এতদতিরিক্ত বাকী ধন সকলও ক্ষয় প্রাপ্ত হয় ।" এই জন্যই যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন,—"বিদ্যা এবং তপস্যাশূন্য ব্যক্তি কখনই প্রতিগ্রহ করিবে না, কারণ তাদৃশ ব্যক্তি প্রতিগ্রহ করিয়া দাতাকে শীঘ্র নরকে লইয়া যায় ।" উক্তরূপ দান এবং প্রতিগ্রহের পর শাস্ত্রবিহিত তপঃ ও জপাদির অনুষ্ঠান দ্বারা যে ব্যক্তি আপনাকে উক্ত পাপ হইতে উদ্ধার করিতে সমর্থ, তথাবিধ ব্যক্তি যদি ইচ্ছাপূর্ব্বক উক্ত দ্রব্য সকলের প্রতিগ্রহ করে, তবে তাদৃশ ব্যক্তিকে দান করিলে আর দাতার কোন দোষ হইবে না । বিষ্ণুপুরাণে এইসকল কথা বলা হইয়াছে, যথা "যদি গ্রহীতা কোনরূপে অনুরুদ্ধ না হইয়া নিজের ইচ্ছায় ঐরূপ

‖"মণিবাসোযানগবাদীনাং প্রতিগ্রহে সাবিত্র্যষ্টসহস্রং জপেৎ, পঞ্চ মধ্যমে, দশোত্তমে, দ্বাদশরাত্রং পয়োব্রতং শতসহস্রমসৎপ্রতিগ্রহেষ্বিতি।" অষ্টসহস্রম্ অষ্টাধিকসহস্রম্, অসৎপ্রতিগ্রহেষু, উভয়তোমুখ্যাদিপ্রতিগ্রহেষু। তথাচাদিপুরাণে,—

"কিং করিষ্যত্যসৌ মূঢ়ো গৃহ্ণন্নুভয়তোমুখীম্।
সহস্রং বারুণাঃ পাশাঃ ক্ষুরধারাগ্নিসন্নিভাঃ॥
পূর্ণে বর্ষসহস্রে তু পাশ একঃ প্রমুচ্যতে॥" অতএব দেবলঃ,—
"প্রতিগ্রহসমর্থো হি কৃত্বা বিপ্রো যথাবিধি।
নিস্তারয়তি দাতারমাত্মানঞ্চ স্বতেজসা॥"

গ্রহণানন্তরম্, মুমুক্ষেত্যর্থঃ। স্বেচ্ছয়া গৃহ্লাতি ন তত্ত্যর্থিত ইত্যর্থঃ। ন দোষোঽস্তি দোষো নাস্তীত্যর্থঃ। পঞ্চেতি মধ্যমে অব্যাদীনাং প্রতিগ্রহে পঞ্চসহস্রাণীত্যর্থঃ। উত্তমে উভয়তোমুখ্যাদিপ্রতিগ্রহভিন্নে কৃষ্ণাজিনাদীনাং প্রতিগ্রহে দশসহস্রাণীত্যর্থঃ। পয়োব্রতঃ

দান গ্রহণ করে, তবে সেই আত্মোদ্ধারে সমর্থ ব্যক্তিকে দান করিলে কোন দোষ হইবে না।" কিরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে, উক্ত দ্রব্য গ্রহণ জন্য পাপ হইতে নিষ্কৃতি পায়, তাহা হারীত বলিতেছেন—"বস্ত্র যান এবং গো প্রভৃতির প্রতিগ্রহ করিয়া অষ্টাধিক সহস্র গায়ত্রী জপ করিবে মধ্যম অর্থাৎ মেষ প্রভৃতির প্রতিগ্রহকারী অষ্টাধিক পাঁচ হাজার গায়ত্রী জপ করিবে, এবং উত্তম অর্থাৎ কৃষ্ণাজিন প্রভৃতি গ্রহণ করিয়া অষ্টাধিক দশ হাজার গায়ত্রী জপ করিবে; কিন্তু অসৎ প্রতিগ্রহ করিয়া দশরাত্র ধরিয়া দুগ্ধমাত্র আহার করত শত সহস্র অর্থাৎ লক্ষ গায়ত্রী জপ করিবে।" অসৎ প্রতিগ্রহ বলিতে "উভয়তোমুখী অর্থাৎ অর্দ্ধপ্রসূতা ধেনু—প্রভৃতির গ্রহণ। এ সম্বন্ধে আদিপুরাণে কি বলা হইয়াছে দেখুন—"ঐ মোহান্ধ (বিদ্যাবিহীন) ব্যক্তি উভয়তোমুখী (অর্দ্ধপ্রসূতা) ধেনু গ্রহণ করিয়া তৎপাপের অপনোদনকল্পে আর কত প্রায়শ্চিত্ত করিবে? কারণ ঐরূপ ধেনুগ্রহণকারীকে ক্ষুরের মত তীক্ষ্ণধারসম্পন্ন, এবং অগ্নির মত উত্তপ্ত সহস্র সংখ্যক বরুণের পাশ তৎক্ষণাৎ বন্ধন করে, এবং এক হাজার বৎসরে উহার এক একটি বন্ধন খসিয়া পড়ে। এই হেতুই অর্থাৎ বিদ্বান্ ব্যক্তিকে দান বিহিত হওয়াতেই দেবল বলিয়াছেন,—"প্রতিগ্রহে সমর্থ ব্রাহ্মণ যথাবিধি প্রতি-

স্কান্দে,—

"বেদাঙ্গপারগো বিপ্রো যদি কুর্য্যাৎ প্রতিগ্রহম্।
ন স পাপেন লিপ্যেত পদ্মপত্রমিবাম্ভসা॥" এবং,
"তীর্থে ন প্রতিগৃহ্নীয়াৎ পুণ্যেষায়তনেষু চ।
নিমিত্তেষু চ সর্ব্বেষু ন প্রমত্তো ভবেন্নরঃ।"

ইতি মহাভারতদর্শনাৎ প্রতিগ্রহীতুর্দ্দোষজনকগঙ্গা-তীরাদিদেশে, গ্রহণাদিকালেঽপি বোধ্যম্। কিন্তু ইদানীং যথাবিধপাত্রাভাবাৎ "মনসা পাত্রমুদ্দিশ্যে"ত্যাদিপ্রাগুক্তবচনাৎ, তত্তদ্দেশকালয়োরুৎসৃজ্য দেশান্তরে কালান্তরে চ প্রতিপাদনা-চারঃ সর্ব্বথা সমীচীনঃ। গঙ্গাবাক্যাবল্যামপ্যেবম্। যাজ্ঞবল্ক্যঃ,—

"প্রতিগ্রহসমর্থোঽপি নাদত্তে যঃ প্রতিগ্রহম্।

স্কন্দমাত্রাহারঃ। গৃহ্নন্ গৃহীতেত্যর্থঃ। পাপা ইতি প্রতিগ্রহীতারং বর্দ্ধন্তীত্যর্থঃ। আয়তনেষু স্থানেষু নিমিত্তেষু গ্রহণাদিষু ন প্রমত্তো ভবেৎ প্রতিগ্রহার্থং লুব্ধো ন ভবেদিত্যর্থঃ।

গ্রহ করিয়া নিজের তেজে আপনাকে এবং দাতাকে নরক হইতে উদ্ধার করে"। স্কন্দপুরাণে বলা হইয়াছে—"বেদবেদাঙ্গপারদর্শী ব্রাহ্মণ যদি প্রতিগ্রহ করে, তাহ'লে পদ্মপত্রে যেমন জল লাগে না, তাহার গায়ে সেইরূপ পাপের আঁচড়ও লাগে না।" আমরা যে মহাভারতে,—"তীর্থে এবং পুণ্যক্ষেত্রসমূহে গ্রহণ করিবেন না, এবং গ্রহণাদি রূপ দানের নিমিত্ত (অনুকূল) কাল উপস্থিত হইলে, দান গ্রহণের জন্য লোলুপ হইবে না"। গঙ্গাতীরাদিদেশে, এবং গ্রহণাদিকালে প্রতিগ্রহে প্রতিগ্রহকারীর দোষের কথা দেখিতে পাই, উহাও বিদ্যাদিবিহীন, অসমর্থ প্রতিগ্রহকারীর পক্ষেই বুঝিতে হইবে। এই জন্য ইদানীং যথাযোগ্য পাত্রের অভাব হওয়াতে, "মনে মনে পাত্রের উদ্দেশ করিয়া" ইত্যাদি পূর্ব্বোক্ত বচনানুসারে গঙ্গাতীরাদি দেশে এবং গ্রহণাদিকালে দেয় বস্তু উৎসর্গ করিয়া, অন্য স্থানে এবং অন্য কালে যে, ঐ বস্তুকে পাত্রসাৎ করিবার রীতি দেখা যায়, তাহাই সমীচীন বলিয়া বোধ হইতেছে। সমর্থ ব্যক্তি সর্ব্বত্রই প্রতিগ্রহ করিতে পারিলেও প্রতিগ্রহে পরাঙ্মুখ হইয়া থাকাই যে ভাল, সে সম্বন্ধে গঙ্গাবাক্যাবলী নামক গ্রন্থে যাজ্ঞবল্ক্যের একটি বচন উদ্ধৃত হইয়াছে, যথা—"যে ব্যক্তি প্রতিগ্রহে সমর্থ হইয়াও প্রতিগ্রহ না

যে লোকা দানশীলানাং স তানাপ্নোতি পুষ্কলান্ ॥” অপবাদমাহ স এব,—

“কুশাঃ শাকং পয়ো মৎস্যা গন্ধাঃ পুষ্পং দধি ক্ষিতিঃ।

মাংসং শয্যাসনং ধানাঃ প্রত্যাখ্যেয়ং ন বারি চ ॥” চকারাৎ গৃহাদি।

“শয্যা গৃহান্ কুশান্ গন্ধানপঃ পুষ্পং মণীন্ দধি।

মৎস্যান্ ধানাঃ পয়ো মাংসং শাকঞ্চৈব ন নির্নুদেৎ ॥”

ইতি বচনাৎ, মণীন্ বিষাদিনিবারকান্। তথা,—

“এধোদকং ফলং মূলমন্নমভ্যুদ্ধৃতঞ্চ যৎ।

সর্ব্বতঃ প্রতিগৃহ্লীয়ান্মধ্বথাভয়দক্ষিণাম্ ॥”

অভয়দক্ষিণামভয়দানম্। অভয়প্রদেতি বক্ষ্যমাণবচনাৎ।

বোধ্যমিতি অসমর্থাদিভ্যো দানে তু দাতুঃ পাপজনকত্বং বোধ্যমিত্যর্থঃ। যে লোকা ইতি দানশীলানাং যে স্বর্গলোকা ইত্যর্থঃ। স প্রতিগ্রহণমধ্যোঽপি অপ্রতিগৃহীতা। শয্যা প্রেতোদ্দেশ্যকদত্তশয্যোত্তরশয্যা। ধানা ভৃষ্টযবাঃ। ন নির্নুদেৎ ন ত্যজেৎ। বিষাদীতি তথাচ অব্যাখমণিমাতঙ্গতিললোহাংশ্চ বর্জ্জয়েদিত্যনেন ন বিরোধঃ, তত্র মণিপদস্য

করে, দানশীল ব্যক্তিগণ যে সকল বিপুল ভোগপূর্ণ লোক প্রাপ্ত হয়, সেই ব্যক্তিও সেই সকল লোকে গমন করে।” এই বচনের অপবাদ, অর্থাৎ কোন্ কোন্ বস্তু গ্রহণে পরাঙ্মুখ হইবে না, তাহাও তিনি বলিয়াছেন—“কুশ, শাক, দুগ্ধ, মৎস্য, গন্ধদ্রব্য, পুষ্প, দধি, ভূমি, মাংস, শয্যা, আসন, ছাতু এবং জল, এই সকল বস্তুর গ্রহণে কখনই পরাঙ্মুখ হইবে না।” এই বচনে “বারি” এই কথার পর যে ‘চ’ আছে, তাহাদ্বারা গৃহাদিকেও বুঝাইতেছে, কারণ পর বচনে গৃহাদির উল্লেখ দেখা যায়, যথা—“শয্যা, গৃহ, কুশ, গন্ধদ্রব্য, জল, পুষ্প, মণি, দধি, মৎস্য, ছাতু, দুগ্ধ, মাংস এবং শাক, এই সকল দ্রব্য কেহ দিতে আসিলে, প্রত্যাখ্যান করিবে না।” এই বচনে যে ‘মণি’ শব্দ আছে, তাহার অর্থ বিষাদিনিবারক প্রস্তরবিশেষ। আরও দেখ, “কাষ্ঠ, উদক, ফল, মূল, অন্ন, বিনা যাচ্ঞায় দাতা কর্ত্তৃক যেচে প্রদত্ত বস্তু, মধু, অর্থ (নগদ টাকা), এবং অভয়দান, ইহা সকল ব্যক্তির নিকট হইতেই গ্রহণ করা যাইতে পারে।” “অভয়দক্ষিণা” শব্দের অভয়দানরূপ অর্থ “পরে

অভ্যুদ্যতম্ অভ্যর্থ্য দত্তম্। কিমিতি ন প্রত্যাখ্যেয়ম্ ইত্যাহ মনুঃ,—

"অযাচিতাহৃতং গ্রাহ্যমপি দুষ্কৃতকর্ম্মণঃ।
অন্যত্র কুলটাষণ্ডপতিতেভ্যস্তথা দ্বিষঃ॥"

এতদ্বচনং যাজ্ঞবল্ক্যস্যেতি মিতাক্ষরাকুল্লূকভট্টমাধবাচার্য্যাঃ, মনোরিতি শূলপাণিঃ। ভরদ্বাজঃ,—

"অযাচিতোপপন্নে তু নাস্তি দোষঃ প্রতিগ্রহে।
অমৃতং তদ্বিদুর্দ্দেবাস্তস্মাত্তং নৈব নির্ণুদেৎ॥" অপবাদান্তরমাহ স এব,—

"দেবাতিথ্যর্চ্চনকৃতে গুরুভৃত্যার্থমেব চ।
সর্ব্বতঃ প্রতিগৃহ্নীয়াদাত্মবৃত্ত্যর্থমেব চ॥" ভৃত্যা ভরণীয়া ভার্য্যাপুত্রাদয়ঃ। তথাচ মনুঃ,—

বিষাদিনিবারকেত্যমণিপর্য্যাদিতি ভাবঃ। অথো শব্দঃ। অভ্যর্থ্য দত্তং প্রার্থনাং কৃত্বা

অন্তরপ্রদা" ইত্যাদিরূপ যে বচন বলা হইবে, তাহা দেখিয়াই করা হইয়াছে। মূল বচনস্থিত, 'অভ্যুদ্যত' এই পদটির দাতা স্বয়ং প্রার্থনা করিয়া যাহা দিয়াছে, এইরূপ অর্থ। ঐরূপ বস্তু যে, কেন প্রত্যাখ্যান করিবে না, তদ্বিষয়ে মনুর বচনও প্রমাণরূপে দৃষ্ট হয়, যথা—"বেশ্যা, ক্লীব, পতিত এবং শত্রু ছাড়া অপর সকল প্রকার কুকার্য্যকারীর নিকট হইতেও দাতা কর্তৃক যেচে দেওয়া দ্রব্য লওয়া যাইতে পারে।" মিতাক্ষরাকার, কুল্লুকভট্ট এবং মাধবাচার্য্যের মতে এই বচনটি যাজ্ঞবল্ক্যের। শূলপাণি ইহাকে মনুর বচন বলিয়াই নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ভরদ্বাজ বলেন, "বিনা যাচ্ঞায় যাহা আপনা হইতে হাতে আসিয়াছে, এরূপ বস্তুর প্রতিগ্রহ করিতে কোন দোষ নাই, দেবগণ ঐরূপে উপস্থিত বস্তুকে অমৃত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, অতএব উহাকে কখনই প্রত্যাখ্যান করিবে না।" পূর্ব্বে যে প্রতিগ্রহ হইতে নিবৃত্তির কথা বলা হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে ঐ ভরদ্বাজই আরও একটি অপবাদ, অর্থাৎ কিরূপ স্থলে প্রতিগ্রহ দোষাবহ নহে, তাহা বলিতেছেন—"দেবতা ও অতিথির সেবা, গুরু এবং ভৃত্যদিগের ভরণপোষণ এবং নিজের জীবিকার জন্য সর্ব্বতো-

"বৃদ্ধৌ চ মাতাপিতরৌ সাধ্বী ভার্য্যা সুতঃ শিশুঃ।
অপ্যকার্য্যশতং কৃত্বা ভর্ত্তব্যা মনুরব্রবীৎ ॥"

আত্মবৃত্ত্যর্থং জীবমাত্রার্থং "ন তু তৃপ্যেৎ স্বয়ং ততঃ" ইতি মনুস্মৃতেঃ। প্রয়োগসারে,—

"প্রতিগ্রহং ন গৃহ্লীয়াদাত্মভোগবিধিৎসয়া।
দেবতাতিথিপূজার্থং যত্নাদ্ধনমুপার্জ্জয়েৎ ॥"

অঙ্গিরাঃ,—

"কুটুম্বার্থে দ্বিজঃ শূদ্রাৎ প্রতিগৃহ্লীত যাচিতম্।
ক্রত্বর্থমাত্মনে চৈব ন হি যাচেত কর্হিচিৎ।" অতএব যজ্ঞার্থযাচনে নিন্দামাহ যাজ্ঞবল্ক্যঃ,—"চাণ্ডালো জায়তে যজ্ঞ-

দত্তম্ অযাচিতাহৃতং প্রস্থাপিতদ্রব্যম্। ষণ্ঢো নপুংসকঃ। জীবমাত্রার্থমিতি যাবতা ধনেন জীবনরক্ষা ভবতি তাবদেব সর্ব্বতঃ প্রতিগৃহ্লীয়াৎ নত্বধিকমিত্যর্থঃ। তৃপ্যেদিতি তৃপ্তিরত্র বিলক্ষণভোগঃ। ক্রত্বর্থমিতি "ক্রত্বর্থমাত্মনে চৈব কদাপি ন হি যাচেতেত্যর্থঃ

[তাবেই প্রতিগ্রহ করিবে।" বচনে যে 'ভৃত্য' শব্দটি আছে, তাহার অর্থ—ভার্য্যা পুত্র প্রভৃতি অবশ্য প্রতিপাল্য পরীবার, অর্থাৎ যাহাদের প্রতিপালন সম্বন্ধে মনু এইরূপ বলিয়াছেন—"বৃদ্ধ মাতাপিতা, পতিব্রতা ভার্য্যা এবং শিশু পুত্র, ইহাদিগকে শত শত অকার্য্য দ্বারাও অর্থ উপার্জ্জন করিয়া প্রতিপালন করিবে, একথা মনু বলিয়াছেন।" মূল বচনে যে, "আত্মবৃত্ত্যর্থং" কথাটি আছে, তাহার অর্থ—নিজের জীবিকামাত্র নির্ব্বাহার্থ; কারণ মনুস্মৃতিতে একটি বচন দৃষ্ট হয়, যাহার অর্থ—"ঐরূপ প্রতিগ্রহলব্ধ অর্থে আপনি যথেচ্ছভোগে আসক্ত হইবে না অর্থাৎ যাহাতে উদর পূরণের পর উদ্বৃত্ত ধনদ্বারা কেবল নিজের বিলাসিতারও পরিতৃপ্তি হয়, এরূপ কার্য্য করিবে না।" প্রয়োগসারেও ঐ কথা বলা হইয়াছে, যথা—"কেবল নিজের বিলাস সুখসম্ভোগ বিধানার্থ প্রতিগ্রহ করিবে না। কিন্তু দেবসেবা এবং অতিথিসেবার্থ যত্নপূর্ব্বক প্রতিগ্রহ করিবে।" অঙ্গিরা বলিয়াছেন—"ব্রাহ্মণগণ কুটুম্ব পোষণার্থ শূদ্রের নিকট হইতে ভিক্ষা করিয়াও প্রতিগ্রহ করিবে। কিন্তু যজ্ঞানুষ্ঠানার্থ বা নিজের ভোগের জন্য শূদ্রের নিকট কখনই যাচ্ঞা করিবে না।" এই জন্যই যাজ্ঞবল্ক্যও যজ্ঞানুষ্ঠানার্থ শূদ্রের

কারণাৎ শূদ্রভিক্ষণাৎ ॥" শূদ্রস্যাপ্যযাচিতদাতৃত্বমাহ নরসিংহ-পুরাণম্,—

"অযাচিতঃ প্রদাতা স্যাৎ কৃষিং বৃত্ত্যর্থমাশ্রয়েৎ।
পুরাণং শৃণুয়ান্নিত্যং নরসিংহস্য পূজনম্ ॥"

মনুঃ,—

"বৈশ্যবৃত্তিমনাতিষ্ঠন্ ব্রাহ্মণঃ স্বে পথি স্থিতঃ।
অবৃত্তিকর্ষিতঃ সীদন্নিমং ধর্ম্মং সমাচরেৎ ॥
সর্ব্বতঃ প্রতিগৃহ্ণীয়াদ্ব্রাহ্মণস্ত্বনয়ং গতঃ।
পবিত্রং দুষ্যতে হ্যেতদ্ ধর্ম্মতো নোপপদ্যতে ॥
নাধ্যাপনাদ্ যাজনাদ্বা গর্হিতাদ্বা প্রতিগ্রহাৎ।
দোষো ভবতি বিপ্রাণাং জ্বলনাম্বুসমা হি তে ॥"

অতএব ক্রত্বর্থযাচনস্য নিষিদ্ধত্বাদেব। বৃত্ত্যর্থং স্বজীবনার্থং কৃষিং কুর্য্যাদিত্যর্থঃ। পবিত্র-মিতি এতৎ প্রতিগ্রহং ধর্ম্মতো ন দুষ্যতি পবিত্রমুপপদ্যতে ইত্যন্বয়ঃ। যদ্বা ব্রাহ্মণানাং পবিত্রং দুষ্যতীতি ন ধর্ম্ম উপপদ্যতে ইত্যর্থঃ। নাধ্যাপনাদিতি গর্হিতাধ্যাপনাৎ গর্হিতাদ্যাজনাৎগর্হিতাৎপ্রতিগ্রহাদ্বা দোষো ন ভবতীত্যর্থঃ। গর্হিতমধ্যাপনঞ্চ শূদ্রাদিরূপ-

---

নিকট প্রার্থনার নিন্দা করিয়াছেন—"যজ্ঞের কারণ শূদ্রের নিকট হইতে ভিক্ষা করিলে চাণ্ডাল হয়।" নৃসিংহপুরাণে শূদ্রেরও অযাচিত হইয়াই দান করিবার অধিকারের কথা বলা হইয়াছে, যথা—"অযাচিত হইয়াই প্রদান করিবে, এবং নিজের জীবিকার জন্য কৃষি অবলম্বন করিবে। নিত্য পুরাণ শ্রবণ করিবে ও নরসিংহের পূজা করিবে।" মনু বলিয়াছেন, "ধর্ম্মশাস্ত্রোক্ত নিজের পথে বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ যদি জীবিকার অকুলান হেতু আপদ্ প্রাপ্ত হয়, তবে প্রথমেই বৈশ্যবৃত্তি না করিয়া, এইরূপ ধর্ম্মের প্রতিপালন করিবে। অনয় অর্থাৎ আপদ্-গত ব্রাহ্মণ সকলের নিকট হইতেই প্রতিগ্রহ করিবে, সেইরূপ প্রতিগ্রহে লব্ধ বস্তু যে ব্রাহ্মণের পবিত্রতাকে দূষিত করে, ধর্ম্মশাস্ত্র কিছু এইরূপ উপদেশ দিতেছে না।" কাশিরাম ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—"তথাবিধ প্রতিগ্রহ ধর্ম্মতঃ দূষিত নহে, অধিকন্তু তাহা পবিত্ররূপেই পরিণত হয়।" ব্রাহ্মণগণের অধ্যাপন, যাজন এবং গর্হিত প্রতিগ্রহ হইতে কোন প্রকার দোষ জন্মে না, কারণ ঐ ব্রাহ্মণগণ অগ্নি ও

জ্বলনাম্বুসমা অগ্নিজলসমা ইতি কুল্লূকভট্টঃ। প্রাচীন-প্রায়শ্চিত্তবিবেকেঽপি তথাবিধপাঠঃ। ব্যাসঃ,—

"অক্ষত্রিয়াশ্চ রাজানো বিপ্রাঃ শূদ্রোপজীবিনঃ।
শূদ্রাশ্চ ব্রাহ্মণাচারা ভবিষ্যন্তি কলৌ যুগে॥
যাজয়িষ্যন্ত্যযাজ্যাংশ্চ তথাভক্ষ্যাস্তু ভক্ষিণঃ।
ব্রাহ্মণা ধনতৃষ্ণার্ত্তা যুগান্তে সমুপস্থিতে॥
দুর্ভিক্ষে দারুণে প্রাপ্তে কুটুম্বে সীদতি ক্ষুধা।
অসতঃ প্রতিগৃহ্ণীয়াৎ প্রতিগ্রহমতন্দ্রিতঃ॥
পরান্নং পরবাসশ্চ নিত্যং ধর্ম্মরতস্ত্যজেৎ।
সর্ব্বতঃ প্রতিগৃহ্ণীয়াদ্ ভোজনং ন সমাচরেৎ॥"

শিষ্যাধ্যাপনম্, এবমন্তৎ। যুগক্ষয়ে কলিযুগে, পরবাসঃ পরবস্ত্রম্। ক্ষুধা ক্ষুধয়া, ক্ষুচ্ছব্দস্য রূপং, দরিত্বম্ প্রিয়ং অক্ষয়েতি অব্রাহ্মত্বং ন ধ্বংসাপ্রতিযোগিত্বং কিন্তু বহুত্বম্। সর্ব্বত্র

জলের তুল্য (১)।" 'জ্বলনাম্বুসমা' এই কথাটির কুল্লূকভট্টও এইরূপ অর্থ করিয়াছেন, প্রাচীন প্রায়শ্চিত্তবিবেকেও ঐরূপ পাঠ দৃষ্ট হয়। ব্যাস বলিয়াছেন—"কলিযুগে ক্ষত্রিয় ভিন্ন অপর জাতীয় ব্যক্তিরাও রাজা হইবে, ব্রাহ্মণেরা শূদ্রের আশ্রয়ে জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে, এবং শূদ্রগণ ব্রাহ্মণের আচার অবলম্বন করিবে, এবং কলিকালের অন্ত (অবসান) উপস্থিত হইলে, অর্থাৎ কলির শেষভাগে ব্রাহ্মণগণ ধনতৃষ্ণায় প্রণোদিত হইয়া অযাজ্যদিগের যাজ্যক্রিয়া করিবে, এবং অভক্ষ্য ভক্ষণ করিবে। দারুণ দুর্ভিক্ষের উপস্থিতি হেতু কুটুম্বগণ অবসান প্রাপ্ত হইলে অসৎ ব্যক্তি হইতেও সাবধানতার সহিত প্রতিগ্রহ করিতে পারিবে। ধর্ম্মনিষ্ঠ মনুষ্য সকল সময়েই পরগৃহে ভোজন এবং পরগৃহে বাস পরিত্যাগ করিবে, সকলের নিকট হইতে প্রতিগ্রহ করিবে, কিন্তু ভোজন

(১) ব্রাহ্মণের যখন অধ্যাপন এবং যাজন বৃত্তিস্বরূপ, তখন বিশুদ্ধ অধ্যাপনায় এবং যাজনে দোষের আশঙ্কাই হইতে পারে না, এই জন্য কাশিরাম গর্হিত অধ্যাপনা (স্কুলে পণ্ডিতি করা প্রভৃতি?) এবং গর্হিত যাজন এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। অগ্নি ও জলের তুল্য স্বাভাবিক পবিত্র, ইহার তাৎপর্য্য এই যে, অগ্নিতে যেমন কোন অপবিত্র বস্তু ফেলিলে, তৎক্ষণাৎ পুড়ে যায়, জলে যেমন ময়লা প্রক্ষালিত হয়, ব্রাহ্মণে হাতে পড়িয়া অপবিত্র বস্তুও সেইরূপ হয়।

পাদ্মে,—যদ্যদিষ্টতমং লোকে যচ্চাপি দয়িতং গৃহে ।
তত্তদ্‌গুণবতে দেয়ং তদেবাক্ষয়মিচ্ছতা ॥”

তেনেদং বাক্যম্—“অক্ষয়ধান্যপ্রাপ্তিকামো ধান্যমহং ব্রাহ্মণায় সম্প্রদদে ।” এবং সর্ব্বত্র । নন্দিপুরাণে,—

“আত্মবিদ্যা চ পৌরাণী ধর্ম্মশাস্ত্রাত্মিকা বিভো ।
এতা বিদ্যাস্ত্রয়ো মুখ্যাঃ সর্ব্বদানক্রিয়াফলৈঃ ॥” আত্মবিদ্যা উপনিষৎ । তিস্র ইত্যর্থে ত্রয়ঃ । তথা,—

“পুরাণবিদ্যাদাতারস্ত্বনন্তফলভাগিনঃ ।” হরিবংশে,—

“শতাশ্বমেধস্য যদত্র পুণ্যং চতুঃসহস্রস্য শতক্রতোশ্চ ।

ত্রয়ো । ধর্ম্মশাস্ত্রাত্মিকা মন্বাদিপ্রণীতস্মৃতিশাস্ত্রাত্মিকা । সর্ব্বদানেতি সর্ব্বদানক্রিয়াজন্যং যৎফলং তজ্জাতীয়ফলায় আত্মবিদ্যাদিদানং কর্ত্তব্যমিত্যর্থঃ । বিশেষণে তৃতীয়েতি কেচিৎ । অত্র এতাদৃশফলবিশিষ্টা ইত্যর্থঃ । উপনিষৎ যোগশাস্ত্রাদি । পুরাণবিদ্যাদাতার ইতি অধ্যাপনমেব বিদ্যাদানম্, পুস্তকদানং বা বিদ্যাদানম্ । অনন্তেতি পাঠঃ, কল্পান্তেতি পাঠঃ ক্বচিৎ, কল্পস্যান্তেঽপি যৎফলভোগিনো ভবন্তি ইত্যর্থঃ । শতক্রতোর্যাগবিশেষস্য

করিবে না।” পদ্মপুরাণে লিখিত হইয়াছে,—ইহলোকে মনুষ্যের যে যে বস্তু অভীষ্টতম (সর্ব্বদাই যাহা পাইবার ইচ্ছা অতিশয় প্রবল), এবং গৃহস্থিত বস্তুর মধ্যে যাহা প্রিয়, সেই সকল বস্তুর পরিমাণের বৃদ্ধি ইচ্ছুক ব্যক্তি, গুণবান্ পাত্রকে সেই সেই বস্তুই প্রদান করিবে।” ঐরূপ বস্তু দান করিবার সঙ্কল্পবাক্য এইরূপ হইবে,—“অক্ষয় (বহুপরিমাণে) ধান্য প্রাপ্তির অভিলাষী হইয়া ব্রাহ্মণকে ধান্য সম্প্রদান করিতেছি” উক্ত শ্রেণীর অপর বস্তুর দানের সময়ও এইরূপ সঙ্কল্প করিবে। নন্দিপুরাণে বলা হইয়াছে, “আত্মবিদ্যা (উপনিষৎ), পুরাণকথিত বিদ্যা, এবং ধর্ম্মশাস্ত্র (স্মৃতি, ইতিহাসাদি) স্বরূপ বিদ্যা, এই তিনটি মুখ্য বিদ্যা, সর্ব্ববিধ দানক্রিয়ার ফল প্রদান করে, অর্থাৎ এই সকল বিদ্যার দানে সর্ব্ববিধ দানের ফল লাভ হয়।” মূলে “তিস্রঃ”এর পরিবর্ত্তে “ত্রয়ঃ” এইরূপ আর্ষ প্রয়োগ করা হইয়াছে। বিদ্যাশব্দ স্ত্রীলিঙ্গ, সুতরাং “তিস্রঃ” এইরূপ প্রয়োগই ব্যাকরণ-সম্মত। আরও দেখ, “পুরাণবিদ্যাদানকারিগণ অনন্ত ফলের ভাগী হয়।” ইত্যাদি বচনে বিদ্যাদানের কথাও দৃষ্ট হয়। এই বিদ্যাদান দুই প্রকার ; প্রথম —অধ্যাপনারূপ (পড়ান), দ্বিতীয়—পুস্তকদান। হরিবংশে বলা হইয়াছে,—

ভবেদনন্তং হরিবংশদানাৎ প্রকীর্ত্তিতং ব্যাসমহর্ষিণা চ ॥
যদ্বাজপেয়েন চ রাজসূয়াদ্দৃষ্টং ফলং হস্তিরথেন চান্তং।
তল্লভ্যতে ব্যাসবচঃ প্রমাণং গীতঞ্চ বাল্মীকিমহর্ষিণা চ ॥”

তেন শতাশ্বমেধযজ্ঞজন্যপুণ্যচতুঃসহস্রশতক্রতুজন্যসমানন্তপুণ্য-বাজপেয়রাজসূয়হস্তিরথদানজন্যফলসমফললাভঃ ফলম্। মৎস্য-পুরাণে,—

চতুঃসহস্রস্য যৎপুণ্যং তদনন্তং ভবেৎ ইত্যর্থঃ। অনন্তত্বং কল্পপর্য্যন্তস্থায়িত্বম্। হরিবংশ-দানাৎ হরিবংশপুস্তকদানাৎ। হস্তিরথো মহাদানবিশেষঃ। অষ্টাদশসহস্রাণি পদ্যানি শ্রীভাগবতমিত্যর্থঃ। নন্দিপুরাণে,—অথ বিদ্যাপ্রদানস্য সর্ব্বদানোত্তমোত্তমম্। ফলং দশাশ্ব-মেধানাং শতস্য সুকৃতস্য চ ॥ রাজসূয়সহস্রস্য সম্যগিষ্টস্য যৎ ফলম্। তৎ লভতে মর্ত্ত্যো বিদ্যাদানেন ভাগ্যবান্ ॥ সর্ব্বশস্যৈঃ সুসম্পূর্ণাং সর্ব্বরত্নোপশোভিতাম্। ব্রাহ্মণেভ্যো মহীং দত্বা গ্রহণে চন্দ্রসূর্য্যয়োঃ। যৎফলং লভতে মর্ত্ত্যো বিদ্যাদানেন তৎফলম্ ॥ যাবদ-ক্ষরসংস্থানং বিদ্যতে পত্রসংশ্রয়ে। তাবদ্বর্ষসহস্রাণি স্বর্গে বিদ্যাপ্রদো বসেৎ ॥ যাবত্যঃ পঙ্ক্তয়স্তত্র পুস্তকেঽক্ষরসংস্থিতাঃ। তাবতো নরকাৎ কুল্যানুদ্ধৃত্য নয়তে দিবম্ ॥ যাবচ্চ পত্রসংখ্যানং পুস্তকে বিদ্যতে শুভম্। তাবদ্যুগসহস্রাণি সকুল্যো মোদতে দিবি ॥ যাবচ্চ পাতকং তেন কৃতং জন্মশতৈরপি। তৎসর্ব্বং নশ্যতে তস্য বিদ্যাদানেন দেহিনঃ ॥ স জাতো মানুষে লোকে স ধন্যঃ স চ কীর্ত্তিমান্। যো বিদ্যাদানসম্পর্কপ্রসক্তঃ পুরুষোত্তমঃ ॥ যথাবিভবতো দত্বা বিদ্যাং শাঠ্যবিবর্জ্জিতঃ। যাতি পুণ্যময়ান্ লোকা-নক্ষয়ান্ ভোগভূষিতঃ ॥ পূজাদি বিধায় ও অদ্যেত্যাদি-সুকৃতদশশতাশ্বমেধফলযজ্ঞসমফল-সম্যগিষ্টরাজসূয়সহস্রফলসমফল-চন্দ্রসূর্য্যগ্রহণকালীনবহুব্রাহ্মণসম্প্রদানকসর্ব্বশস্যসুসম্পূর্ণ-সর্ব্বরত্নোপশোভিতমহীদানজন্যফলসমফলপ্রাপ্ত্যেতৎপুস্তকাবস্থিতাক্ষরসমসংখ্যবর্ষসহস্রস্বর্গ-বাসৈতৎপুস্তকাবস্থিতাক্ষরপঙ্ক্তিসমসংখ্যসকুল্যনরকোদ্ধরণপূর্ব্বকস্বর্গনয়নৈতৎপুস্তকাবস্থিত-

শত অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠানে যে পুণ্য হয়, চার হাজার শতক্রতু নামক যজ্ঞের অনুষ্ঠানে যে পুণ্য হয়, হরিবংশের দানে তাদৃশ অনন্ত পুণ্যলাভ হয়। মহর্ষি ব্যাস এই কথা বলিয়াছেন। বাজপেয় যজ্ঞানুষ্ঠানের এবং রাজসূয় যজ্ঞানুষ্ঠানের যে ফল শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে, হস্তী ও রথ দানেরও যে একটি পৃথক্‌বিধ ফল কথিত হইয়াছে, হরিবংশ দানে তত্তুল্য ফল লাভ হয়, এ বিষয় ব্যাসের বাক্যত প্রমাণ আছেই, মহর্ষি বাল্মীকিও এই কথা বলিয়াছেন।” অতএব হরিবংশ-দানের শতাশ্বমেধযজ্ঞ জন্য পুণ্য, চতুঃসহস্রশতক্রতু জন্য পুণ্যের সমান পুণ্য এবং বাজপেয়, রাজসূয়, ও হস্তি-রথ দান জন্য ফলের তুল্যরূপ ফললাভই ফল।

"যত্রাধিকৃত্য গায়ত্রীং বর্ণ্যতে ধর্ম্মবিস্তরঃ।
বৃত্রাসুরবধোপেতং তদ্ভাগবতমুচ্যতে ॥
লিখিত্বা তচ্চ যো দদ্যাদ্ধেমসিংহসমন্বিতম্‌।
পৌর্ণমাস্যাং প্রৌষ্ঠপদ্যাং স যাতি পরমং পদম্‌ ॥
অষ্টাদশ সহস্রাণি পুরাণং তৎ প্রকীর্ত্তিতম্‌।
লিখিত্বা লেখয়িত্বা বে"তি দানসাগরঃ ॥ ১৩৮ ॥

পত্রসমসংখ্যযুগসহস্রাবচ্ছিন্ন-কুলসহিতাত্মীয়-স্বর্গাধিকরণকহর্ষবহ-জন্মশতকৃত-পাতকনাশ-ভোগভূষিতাক্ষয়পুণ্যময়লোকগমনকামঃ বিষ্ণুপ্রীতিকামো বা এতৎ পুস্তকং সবস্ত্রবর্জ্জিতং সরস্বতীদৈবতং অমুকগোত্রায়েত্যাদি দক্ষিণাপুস্তকস্পর্শান্তম্‌। হয়শীর্ষে,—যো দদ্যা-ল্লেখয়িত্বা তু পঞ্চরাত্রং দ্বিজোত্তমে। স বিদ্যাদানপুণ্যেন বাসুদেবে লয়ং ব্রজেৎ ॥ পুরাণং লেখয়িত্বা তু যো দদ্যাদ্‌ব্রাহ্মণে নরঃ। স বিদ্যাদানপুণ্যেন বাসুদেবে লয়ং ব্রজেৎ ॥ রামায়ণং ভারতঞ্চ যো দদ্যাদ্দ্বিজপুঙ্গবে। স বিদ্যাদানজং পুণ্যং প্রাপ্য বিষ্ণৌ প্রলীয়তে ॥ যো ধর্ম্মসংহিতাং দদ্যাৎ লেখয়িত্বা দ্বিজোত্তমে। স বিদ্যাদানজং পুণ্যং সমগ্রং প্রাপ্নুয়ান্নরঃ ॥ বেদাঙ্গান্‌ লেখয়িত্বা তু যো দদ্যাৎ ব্রাহ্মণর্ষভে। স স্বর্গলোকমাপ্নোতি যাবদাহূতসংপ্লবম্‌ ॥ ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণাং যা বিদ্যা সিদ্ধয়ে মতা। তাং লেখ্য ব্রাহ্মণে দত্ত্বা স্বর্গমাপ্নোত্যসংশয়ম্‌ ॥ মৎস্যপুরাণে বিষ্ণুপুরাণমধিকৃত্য,—তদাষাঢ়ে তু যো দদ্যাৎ ঘৃতধেনুসমন্বিতম্‌। পৌর্ণমাস্যাং বিধৌতাত্মা স পদং যাতি বারুণম্‌ ॥ মৎস্যপুরাণে তৎপুস্তকদানে,—বিষুবে হেমমৎস্যেন ধেন্বা চৈব সমন্বিতম্‌। যো দদ্যাৎ পৃথিবী তেন দত্তা ভবতি চাক্ষয়া ॥ স্কন্দপুরাণে কাশীখণ্ডদানে,—য এতৎপুস্তকং দদ্যাৎ লেখয়িত্বা সমর্পয়েৎ। অখিলানি পুরাণানি তেন দত্তানি নান্যথা ॥ অত্রাখ্যানানি যাবন্তি শ্লোকা যাবন্ত এব হি। তথা পদানি যাবন্তি বর্ণা যাবন্তি এব হি ॥ যাবন্ত্যপি চ পত্রাণি যাবত্যঃ পত্রপঙ্‌ক্তয়ঃ। গুণসূত্রাণি যাবন্তি যাবন্তঃ পটতন্তবঃ ॥ চিত্ররূপাণি যাবন্তি রম্যপুস্তকসম্পুটে। তাবদ্‌যুগসহস্রাণি দাতা স্বর্গে মহীয়তে ॥ অত্র পটতন্তব ইত্যনেন সমস্তদানে বস্ত্রসাহিত্যং বোধ্যম্‌। পুস্তকসম্পুট ইত্যনেন সর্ব্বমেব পুস্তকং সম্পুটসহিতং কৃত্বা দেয়মিতি বোধ্যম্‌। তেনেদং বাক্যম্‌,—অখিলপুরাণদানজন্যফলসমফলপ্রাপ্তিকাম-

---

মৎস্যপুরাণে লিখিত হইয়াছে—"যে পুস্তকের আরম্ভ গায়ত্রীর ভাষায় করা হইয়াছে, যাহাতে বিস্তৃতভাবে ধর্ম্মের আলোচনা করা হইয়াছে, এবং যাহাতে বৃত্রাসুরের বধ বর্ণিত হইয়াছে, তাহার নাম ভাগবত। যে ব্যক্তি ভাদ্র মাসের পূর্ণিমাতে ঐ ভাগবত লিখিয়া সুবর্ণময় সিংহাসনে স্থাপনপূর্ব্বক প্রদান করে, সে পরমপদ প্রাপ্ত হয়। এই পুরাণের শ্লোকসংখ্যা আঠার হাজার, এই আঠার

পদ্মপুরাণম্,—

শালগ্রামশিলাচক্রং যো দদ্যাদ্দানমুত্তমম্।

ভূচক্রং তেন দত্তং স্যাৎ সশৈলবনকাননম্॥"

সর্ব্বদানং বিষ্ণুপ্রীত্যর্থমাহ বিষ্ণুপুরাণম্,—

"দেয়ানি বিপ্রমুখ্যেভ্যো মধুসূদনতুষ্টয়ে।" ইত্যুপক্রম্য,

"যদ্‌যদিষ্টতমং লোকে যচ্চাপ্যস্তি গৃহে শুচি।

তত্তদ্ধি দেয়ং প্রীত্যর্থং দেবদেবস্য চক্রিণঃ॥"

দেবসম্প্রদানকমপি দানমাহ বিষ্ণুপুরাণম্,—

"পাত্রাণ্যাধ্যাত্মিকা মুখ্যা বিশুদ্ধাশ্চাগ্নিহোত্রিণঃ।

দেবতাশ্চ তথা মুখ্যা গোদানং হ্যেতদুত্তমম্॥

যশ্চোভয়মুখীং দদ্যাদ্গাং বিপ্রে বেদপারগে।

পুরাণান্তর্গতৈতৎকাশীখণ্ডপুস্তকস্থাখ্যান-শ্লোক-পদবর্ণপত্রপঙ্‌ক্তি-গুণসূত্রৈতৎপুস্তকাচ্ছাদন-পটতন্তৈতৎপুস্তকসম্পুটস্থচিত্ররূপসমসংখ্যযুগসহস্রাবচ্ছিন্নস্বর্গলোকমহিতত্বকাম ইতি॥১৩৮

শালগ্রামেতি। ষোড়শোপচারৈর্ব্বিষ্ণুং সম্পূজ্য সম্প্রদানাদিকঞ্চ সম্পূজ্য ওঁ অদ্যেত্যাদি-সশৈলবনকাননভূচক্রদানজন্যফলসমফলপ্রাপ্তিকামঃ এতাং শালগ্রামশিলামর্চ্চিতাং

হাজার শ্লোক নিজে স্বহস্তে লিখিয়াই হৌক, অথবা পর দ্বারা লেখাইয়াই হৌক্, দান করিলে উক্ত ফল লাভ হয়।" দানসাগরে এই বচনগুলি উদ্ধৃত হইয়াছে। ১৩৮

পদ্মপুরাণে বলা হইয়াছে, "যে ব্যক্তি, দেয় বস্তুর মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শালগ্রাম শিলাচক্র দান করে, সেই ব্যক্তি কর্ত্তৃক পর্ব্বত, বন এবং কাননের সহিত ভূমণ্ডল প্রদান করা হয়।" সকল প্রকার দানই যে, বিষ্ণুর প্রীত্যর্থ করা যাইতে পারে, এ কথা বিষ্ণুপুরাণে বলা হইয়াছে, যথা—"মধুসূদনের তুষ্টির জন্য ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠদিগকে দান করিবে।" এইরূপে আরম্ভ করিয়া বলা হইয়াছে—"ইহলোকে যে যে বস্তু অভীষ্টতম, এবং গৃহে যে সকল বিশুদ্ধ বস্তু সংগৃহীত হইয়াছে, সেই সেই বস্তু দেবদেব চক্রীর প্রীত্যর্থ প্রদান করিবে।" বিষ্ণুপুরাণে সাক্ষাৎ দেবতাবিশেষকে পাত্র করিয়াও দান করিবার কথা বলা হইয়াছে, যথা—"দানের পাত্রের মধ্যে আত্মতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিগণ, বিশুদ্ধস্বভাব অগ্নিহোত্রিগণ, এবং দেবতা, ইঁহারাই মুখ্য, এবং দানের মধ্যে গোদানই উত্তম। যে ব্যক্তি বেদপরায়ণ

দেবায় বাপ্যভীষ্টায় স কুলান্যেকবিংশতিম্॥
সমুদ্ধৃত্য নরস্তিষ্ঠেদ্ব্রহ্মলোকে হ্যপোষতিকে।
যুগানি রোমতুল্যানি যদি শ্রদ্ধাপরো নরঃ॥”
তৎপ্রতিপত্তিমাহ দানসাগরে স্কন্দপুরাণম্,—
“যৎকিঞ্চিদ্দেয়মীশানমুদ্দিশ্য ব্রাহ্মণে শুচৌ।
দীয়তে বিষ্ণবে চাথ তদনন্তফলং স্মৃতম্॥” যৎকিঞ্চিদ্দেয়ং বস্তু ঈশানমুদ্দিশ্য দত্তং বিষ্ণবে বা দত্তং পশ্চাদ্ব্রাহ্মণায় দীয়তে, তৎসর্ব্বমনন্তফলম্। তথাচ মৎস্যসূক্তম্,—
“দেবে দত্ত্বা তু দানানি দেবে দদ্যাচ্চ দক্ষিণাম্।
তৎসর্ব্বং ব্রাহ্মণে দদ্যাদন্যথা নিষ্ফলং ভবেৎ॥” দত্ত্বেত্যত্র দেয়ানী”তি বারাহীতন্ত্রে পাঠঃ। বৃহস্পতিঃ,—

বিষ্ণুদেবতাকাং সাধারাং সবস্ত্রামিত্যাদি। তৎপ্রাপ্তপাত্রং দেবমুদ্দিশ্য দত্তস্য তস্যাঃ প্রতিপত্তিম্। তদনন্তেতি যদ্যপি তদনন্তফলং স্মৃতমিতি কথনাৎ দেবায় দত্ত্বা ব্রাহ্মণে তৎপ্রতিপত্তিকরণেঽনন্তফলং জায়তে, অনন্তেতি শ্রবণাচ্চ ব্রাহ্মণে তু প্রতিপত্ত্যকরণে কিঞ্চিৎ ফলং জায়তে ইতি লভ্যতে, তথাপি “তৎসর্ব্বং ব্রাহ্মণে দদ্যাৎ অন্যথা বিফলং ভবেদি”তি বক্ষ্যমাণবচনে ব্রাহ্মণে তৎপ্রতিপত্ত্যকরণে ফলসামান্যাভাবশ্রুতেঃ কিঞ্চিদপি ফলং ন জায়তে ইতি বোধ্যম্। অনন্তফলমিতি তু স্বরূপকথনমাত্রম্। দত্তস্য পূর্ব্বদানা-

ব্রাহ্মণকে অথবা অভীষ্ট দেবতাকে উভয়মুখী গাভী দান করে, সেই শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তি আপনার একবিংশতি কুলকে নরক হইতে উদ্ধার করিয়া ব্রহ্মার অন্তিকে, ঐ গাভীর যতগুলি রোম থাকিবে, তত পরিমিত যুগ বাস করিবে।” দেবতার উদ্দেশে প্রদত্ত বস্তুর সমর্পণ করা সম্বন্ধে দানসাগরে স্কন্দপুরাণ হইতে একটি বচন উদ্ধৃত করা হইয়াছে যথা—“মহাদেবের উদ্দেশে প্রদত্ত এবং বিষ্ণুকে প্রদত্ত বস্তু পরে ব্রাহ্মণকে প্রদান করিলে, অনন্ত ফলপ্রদ হয়।” মৎস্যসূক্তেও এই কথা বলা হইয়াছে ‘দেবতাকে দান করিয়া দেবতাকেই ঐ দানের দক্ষিণা দিবে, পরে ঐ প্রদত্ত বস্তু এবং দক্ষিণা একত্র করিয়া, ব্রাহ্মণকে প্রদান করিবে, উহা ব্রাহ্মণকে প্রদান না করিলে, ঐ দানই নিষ্ফল হইবে।” এই বচনস্থিত “দত্ত্বা” এই পদের স্থানে বারাহীতন্ত্রে “দেয়ানি” এইরূপ পাঠ করা হইয়াছে। বৃহস্পতি বলিয়াছেন—

"ষষ্টিবর্ষসহস্রাণি স্বর্গে বসতি ভূমিদঃ।
উচ্ছেত্তা চানুমন্তা চ তাবন্তি নরকে বসেৎ॥"

যথা,—

"ভূমিং দত্ত্বা তু যঃ পত্রং কুর্য্যাচ্চন্দ্রার্ককালিকম্।
অনাচ্ছেদ্যমনাহার্য্যং দানলেখ্যন্তু তদ্বিদুঃ॥"

মহাভারতেঽপি,—

"অপি পাপকৃতো রাজ্ঞঃ প্রতিগৃহ্ণন্তি সাধবঃ।
পৃথিবীং নান্যদিচ্ছন্তি পাবনীং জননীং যথা॥
নামাস্যাঃ 'প্রিয়দত্তে'তি গুহ্যং দেব্যাঃ সনাতনম্।
দানে বাপ্যথবাদানে নামাস্যাঃ পরমং প্রিয়ম্॥" দানাদানকালে যৎ প্রিয়দত্তা নামাস্যাঃ পরমং প্রিয়মিত্যুক্তং,

সম্ভবাৎ দীয়তে ইত্যসঙ্গতমিত্যাতো ব্যাচষ্টে প্রতিপাদ্যতে ইতি। উচ্ছেত্তা বলাৎকারেণ প্রতিগৃহীতভূমিহর্ত্তা তদনুমন্তা চ। চন্দ্রার্কেতি চন্দ্রার্কসম্বন্ধিকালবোধকাক্ষরযুতং, তেন শকাব্দাদিকং লেখ্যম্। অনাচ্ছেদ্যমিতি মমেয়ং ভূর্দত্তা এষা কেনাপি ন আচ্ছেদ্যা নাপি কেনাপ্যাহরণীয়া ইত্যাদিকং লেখ্যম্। জননীমিতি যথা জননীমিচ্ছন্তি তথা পৃথিবীমিচ্ছন্তি ইত্যর্থঃ। সনাতনমিতি তথাচ দানবাক্যাদৌ অবশ্যং বক্তব্যমিতি ভাবঃ।

"ভূমিদানকারী ব্যক্তি ষাইট হাজার বৎসর স্বর্গে বাস করে, এবং ঐ প্রদত্ত ভূমি হরণকারী এবং ঐ হরণের অনুমোদনকারী তাবৎকাল পর্য্যন্ত নরকে বাস করে।" আরও দেখ, "ভূমি দান করিয়া, যে ব্যক্তি চন্দ্রার্কস্থিতি সম্বন্ধীয় কালবোধক অক্ষরযুক্ত (শকবিশিষ্ট), অর্থাৎ যাবৎকাল চন্দ্র ও সূর্য্য অবস্থান করিবেন তাবৎকাল পর্য্যন্ত কেহ যেন ইহা কাড়িয়া না লয়, কেহ যেন ইহা হরণ না করে" এইরূপ লেখাযুক্ত পত্র প্রস্তুত করে, তাহাকে দানপত্র বলে।" মহাভারতেও ভূমিদানসম্বন্ধে এইরূপ বলা হইয়াছে, "সাধু ব্যক্তিগণ পৃথিবীকে জননী তুল্য পবিত্রকারিণী বলিয়া স্বভাবতঃ নানাবিধ পাপকারী রাজার নিকট হইতেও উহার প্রতিগ্রহ করিয়া থাকেন, অপর কোন দ্রব্য লইতে ইচ্ছা করেন না। এই পৃথিবীদেবীর "প্রিয়দত্তা" এই নামটি গুহ্য এবং সনাতন। দানে অথবা আদানে, এই নামটি উচ্চারণে উঁহার পরম প্রীতি হয়।" যখন দান এবং আদান (গ্রহণ) কালে 'প্রিয়দত্তা' এই নামটিকেই পৃথিবীর পরমপ্রিয়

প্রিয়দত্তামিত্যুচ্চার্য্য দাতব্যা প্রতিগ্রহীতব্যা চ। বিষ্ণুঃ,—"তৈজস-দানাং হি পাত্রাণাং প্রদানেন পাত্রীভবতি কামানা-মি"তি। মনুঃ,—

"বারিদস্তৃপ্তিমাপ্নোতি সুখমক্ষয্যমন্নদঃ।
তিলপ্রদঃ প্রজামিষ্টাং দীপদশ্চক্ষুরুত্তমম্‌॥
ভূমিদঃ সর্ব্বমাপ্নোতি দীর্ঘমায়ুর্হিরণ্যদঃ।
গৃহদোঽগ্র্যাণি বেশ্মানি রূপ্যদো রূপমুত্তমম্‌॥
বাসোদশ্চন্দ্রসালোক্যমশ্বিসালোক্যমশ্বদঃ।
অনডুহঃ শ্রিয়ং পুষ্টাং গোদো ব্রধ্নস্য পিষ্টপম্‌॥
যানশয্যাপ্রদো ভার্য্যামৈশ্বর্য্যমভয়প্রদঃ।
ধান্যদঃ শাশ্বতং সৌখ্যং ব্রহ্মদো ব্রহ্মসাষ্টিতাম্‌॥" সর্ব্ব-মিতি যস্য যদপেক্ষিতম্‌ ব্রধ্নস্য পিষ্টপং সূর্য্যলোকম্‌। অভয়-প্রদঃ শরণাগতরক্ষক তথাচ রামায়ণম্‌,—

কামমিতি তথাচ দানবাক্যে প্রিয়দত্তাং ভূমিমিত্যুল্লিখেৎ, আদানবাক্যে চ প্রিয়দত্তা ভূমি-র্বিষ্ণুদেবতাকা ইত্যুল্লিখেদিত্যর্থঃ। কামানামভিলষিতানাম্‌। চন্দ্রসালোক্যং চন্দ্রলোকম্‌,

---

(প্রীতিপ্রদ) বলা হইয়াছে, তখন "প্রিয়দত্তা" বলিয়া ইহাকে দানও করিবে, এবং গ্রহণও করিবে।" বিষ্ণু বলিয়াছেন,—"তৈজস পাত্রের প্রদানে সমুদয় অভিলষিত বস্তুপ্রাপ্তি হয়।" মনু বলিয়াছেন—"জলদানকারী তৃপ্তিলাভ করে, অন্নদাতা অক্ষয় সুখ প্রাপ্ত হয়, তিলদাতা ইচ্ছানুরূপ সন্তান লাভ করে, এবং দীপ-প্রদ ব্যক্তি উত্তম চক্ষু লাভ করে। ভূমিদাতা সর্ব্ববস্তু প্রাপ্ত হয়, সুবর্ণ দানকারী দীর্ঘ আয়ুঃ প্রাপ্ত হয়, গৃহদাতা শ্রেষ্ঠ গৃহ সকল লাভ করে, রৌপ্যদাতা উত্তম রূপ প্রাপ্ত হয়, বস্ত্রদাতা চন্দ্রের সালোক্য এবং ঘোটকদানকারী অশ্বিনীকুমারের সালোক্য প্রাপ্ত হয়, বৃষদানকারী পরিপুষ্ট সম্পৎ লাভ করে, গাভীদানকারী সূর্য্যলোকে গমন করে, যান এবং শয্যাদানকারী উত্তম ভার্য্যা প্রাপ্ত হয়, অভয়-দাতা ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হয়। ধান্য প্রদানকর্ত্তা নিত্য সৌখ্য লাভ করে, এবং ব্রহ্ম-দানকারী ব্রহ্মের সহিত সাষ্টিত্ব প্রাপ্ত হয়।" মূল বচনে ভূমিদাতা যে সকল

"পর্য্যাপ্তদক্ষিণস্যাপি নাশ্বমেধস্য তৎফলম্।
যৎফলং যাতি সন্ন্যাসে রক্ষিতে শরণাগতে॥"
অকরণে নিন্দামাহ মহাভারতম্,—
"প্রাণিনং বধ্যমানং হি যঃ শক্তঃ সমুপেক্ষতে।
স যাতি নরকং ঘোরমিতি প্রাহুর্মনীষিণঃ॥" ব্রহ্মদো বেদাধ্যাপয়িতা, ব্রহ্মসার্ষ্টিতাং ব্রহ্মসমানগতিতাম্॥ ১৩৯॥

অত্র জলাদিমাত্রদানে তু তত্তৎফলং, তৈজসপাত্রদানে তু বহুকামপাত্রীভবনং ফলং, ন তু জলাদিযুক্তৈজসপাত্রদানে বিশিষ্য ফলমুক্তম্। ততশ্চ,—

অশ্বিসালোক্যম্ অশ্বিনীকুমারলোকম্। পর্য্যাপ্তদক্ষিণস্য সমর্থদক্ষিণস্য। যথোক্তদক্ষিণস্যেতি সমাপ্তদক্ষিণস্যেতি বা॥ ১৩৯॥

অত্রেতি বারিদ ইত্যাদিবচনে ইত্যর্থঃ। জলাদিযুক্তৈজসপাত্রদানে তু স্বর্গঃ ফলং

বস্তু প্রাপ্ত হয়, বলা হইয়াছে, এই সকল শব্দের অর্থ—যে, যাহা চায়। মূল বচনস্থিত "ব্রধ্নস্য পিষ্টপং"এর অর্থ—সূর্য্যলোক। এবং অভয়প্রদ শব্দের অর্থ— শরণাগতরক্ষক। রামায়ণে শরণাগতরক্ষকের বিষয় ঐরূপই বলা হইয়াছে, যথা— "শরণাগত ব্যক্তিকে সঙ্কট হইতে রক্ষা করিলে যে ফল লাভ হয়, যথোচিত দক্ষিণা দিয়া অশ্বমেধ যাগ করিলেও তৎসদৃশ ফল লাভ হয় না।" সমর্থ হইয়া যে শরণাগতরক্ষা না করে, মহাভারতে তার এইরূপ নিন্দা করা হইয়াছে, যথা— "যে ব্যক্তি সমর্থ হইয়া অপর কর্ত্তৃক বধ্যমান প্রাণীকে উপেক্ষা করে, অর্থাৎ রক্ষা না করে, সে অতি ভীষণ নরকে গমন করে, এই কথা পণ্ডিতগণ বলিয়াছেন।" মনুর বচনস্থিত "ব্রহ্মদ" শব্দের অর্থ—বেদাধ্যাপয়িতা, এবং "ব্রহ্মসার্ষ্টিতা শব্দের অর্থ—ব্রহ্মের সমান গতি (অবস্থা)। ১৩৯

এ স্থলে বক্তব্য এই যে, কেবল জলাদি দানের এক একটি বিশেষ ফল উক্ত হইয়াছে। এইরূপ কেবল তৈজস পাত্রদানেরও বহু কামনা প্রাপ্তিরূপ ফলের কথা বলা হইয়াছে, কিন্তু জলাদি যুক্ত বা জলাদিপূর্ণ তৈজসপাত্রের দানে অর্থাৎ একযোগে উভয় দানের যে, কি ফল হয়, তাহা বিশেষ করিয়া কোন স্থানে বলা

"নানাবিধানি দ্রব্যাণি ধনানি বিবিধানি চ।

আয়ুষ্কামেণ দেয়ানি স্বর্গমক্ষয়মিচ্ছতা॥" ইতি যমদেবলবচনাৎ স্বর্গকামনয়ৈব পাত্রযুক্তদ্রব্যদানং যুক্তম্। তথা এবম্ভূতদ্রব্যদানে বিষ্ণুদৈবতং বক্তুং যুক্তম্। স্কান্দে,—

"আসনং যঃ প্রযচ্ছেত্তু সংবীতব্রাহ্মণায় বৈ।

রাজ্যস্থানমবাপ্নোতি স্বর্গং প্রাপ্নোত্যনুত্তমম্॥" সংবীতং বস্ত্রাচ্ছাদিতম্। অত্র আসনকন্যাগোদানেষু সবস্ত্রত্বশ্রুতেরন্যত্রাপি তথা ব্যবহরন্তি চ। সম্বর্তঃ,—

"তাম্বূলঞ্চৈব যো দদ্যাদ্ব্রাহ্মণেভ্যো বিচক্ষণঃ

কল্প্যতে, তত্র প্রমাণমাহ ততশ্চেতি। নানাবিধানীতি ন চ নানাবিধানি দ্রব্যাণি তুভ্যমহং দদে ইত্যেব বক্তুমুচিতং, ন তু তৈজসাধারজলং তুভ্যমহং দদে ইত্যাদি বাচ্যং, নানাবিধত্বং হি পরম্পরাবৃত্তিধর্ম্মাবচ্ছিন্নত্বং, তাদৃশশ্চ ধর্ম্মো জলত্বতৈজসত্বাদিঃ; তথাচ তৈজসাধারজলমিত্যাদিবাক্যে পরম্পরাবৃত্তিধর্ম্মেণ উল্লেখো ভবত্যেবেতি। অক্ষয়ং স্বর্গং বিজাতীয়স্বর্গং, ধ্বংসাপ্রতিযোগিত্বরূপাক্ষয়ত্বস্য স্বর্গে বাধাত্তস্য চ কেবলস্বর্গত্বেনৈবোল্লেখঃ; কেচিত্তু অক্ষয়স্বর্গকাম ইত্যেবোল্লেখ্যমিত্যাহুঃ। স্বর্গকামনয়ৈব ইত্যত্র এবকারব্যবচ্ছেদ্যং পারলৌকিকমন্যৎ ফলং ন তু ঐহিকমায়ুঃ ফলম্, অতো ন আয়ুষ্কামেণেত্যস্যাসঙ্গতিঃ। পাত্রযুক্তজলাদিদানম্। যদ্যপি যঃ প্রযচ্ছেদিত্যাদিবচনৈঃ সর্ব্বত্রৈব কর্ত্তৃগতমেব ফলং বোধ্যতে তথাপি "ততশ্চোদ্দিশ্য পিতরং ব্রাহ্মণেভ্যো ধনং দদাবিতি বচনাৎ উদ্দেশ্যগতমপি তত্তৎ ফলং স্বীক্রিয়তে; এতচ্চ পশ্চাদ্ব্যক্তীভবিষ্যতি। রাজ্যেতি

হয় নাই। এই জন্যই দীর্ঘায়ু অভিলাষী মনুষ্য অক্ষয় স্বর্গ কামনা করিয়া নানাবিধ দ্রব্য এবং বিবিধ ধন একযোগে প্রদান করিবে।" যম ও দেবলের এই বচন অনুসারে সিদ্ধান্ত করিতে হইবে যে, স্বর্গকামনা করিয়াই পাত্রের সহিত মিলিত দ্রব্য দান করা যুক্তিযুক্ত। এবং তথাভূত দ্রব্য "বিষ্ণুদৈবত" বলিয়াই সম্প্রদান করা বিধেয়। স্কন্দপুরাণে বলা হইয়াছে—"যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণকে সংবীত আসন প্রদান করে, সে রাজ্য স্থান এবং উত্তম স্বর্গ প্রাপ্ত হয়।" 'সংবীত' শব্দের অর্থ—বস্ত্রাচ্ছাদিত। এস্থলে এ কথাও বক্তব্য যে, "আসন, কন্যা এবং গোদান, সবস্ত্র করিতে বলায়, অপর বস্তুকেও সবস্ত্র করিয়া দান করার ব্যবহার পণ্ডিতেরা প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন। সম্বর্ত্ত বলেন, "যে বিচক্ষণ ব্যক্তি ব্রাহ্মণদিগকে তাম্বূল

মেধাবী সুভগঃ প্রাজ্ঞো দর্শনীয়শ্চ জায়তে ॥”

বশিষ্ঠঃ,—

“সুপূগঞ্চ সুবর্ণশ্চ সুচূর্ণেন সমন্বিতম্ ।

অদত্ত্বা দ্বিজমুখেভ্যস্তাম্বূলং বর্জ্জয়েদ্ বুধঃ ॥”

আগ্নেয়ে,—

“ঘর্ম্মবাতাতপসহং ছত্রং দদ্যাদ্ দ্বিজাতয়ে ।

সর্ব্বব্যাধিবিনির্ম্মুক্তঃ শ্রিয়ং পুত্রাংশ্চ বিন্দতি ॥”

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে,—

“ছত্রোপানহদাতারস্তে নরাঃ স্বর্গগামিনঃ ॥”

নারদীয়ে,—

“গন্ধদঃ পুণ্যফলদঃ প্রয়াতি ব্রহ্মণঃ পদম্ ।”

রাজাধানং স্বর্গশ্চ উভয়মেব ফলম্ । বস্ত্রাচ্ছাদিতমিতি তথাচ আচ্ছাদকবস্ত্রং দাতব্যং ন তু ক্ষুদ্রবস্ত্রখণ্ডম্ । এবকানাচ্ছাদকবস্ত্রখণ্ডদানাচারো ন সমীচীন ইতি ধোয়ম্ । অন্যত্রাপীতি একত্র দৃষ্টঃ শাস্ত্রার্থো বাধকং বিনা অন্যত্রাপি তথা ইতি ন্যায়াদিতি ভাবঃ । তাম্বূলস্যাপি-ত্যাগাবপি তৈজসাধারতাম্বূলাদিদানে স্বর্গঃ ফলং বোধ্যম্ । ঘর্ম্মেতি ঘর্ম্মনাশকং বাত-নাশকম্ আতপনাশকঞ্চ ছত্রমিত্যর্থঃ । সর্ব্ববাধীতি যদ্যপ্যুদ্দেশ্যগতফলস্থলে সর্ব্বব্যাধি-বিনির্ম্মুক্তত্বাদিকং মৃতস্য বাধিতং তথাপি মৃতস্য জন্মান্তরে তত্তৎ ফলং ভবতীত্যর্থঃ । অথবা বক্ষ্যমাণবচনাৎ মৃতস্য স্বর্গ এব ভবতীতি । পুণ্যেতি পুণ্যফলং নারিকেলাদি,

প্রদান করে, সে মেধাবী, সৌভাগ্যশালী, বুদ্ধিমান্ এবং সুরূপ হইয়া জন্মগ্রহণ করে।” বশিষ্ঠ বলেন—“পণ্ডিত ব্যক্তি সুন্দর সুপারি (চিকি সুপারি) যুক্ত এবং সুখাদ্য চুণ মাখান সুন্দর (ছাঁচি) পান যে পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণদিগকে না দিতে পারিবে, সে পর্য্যন্ত আপনিও খাইবে না।” আগ্নেয়পুরাণে বলা হইয়াছে—“উত্তাপ, বায়ু, এবং আতপ (রৌদ্র) হইতে রক্ষাকারী ছত্র ব্রাহ্মণকে দান করিলে, সর্ব্ব ব্যাধি হইতে মুক্তি এবং ধনে পুত্রে লক্ষ্মীলাভ হয়।” বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে বলা হইয়াছে “ছত্র এবং উপানৎ (জুতা) দানকারী ব্যক্তিগণ স্বর্গে গমন করে।” নারদীয়পুরাণে গন্ধ এবং পবিত্র ফল নারিকেলাদি (১) প্রদানকারী ব্যক্তি

---

(১) পুণ্যফলদ শব্দে নিজের পুণ্য কর্ম্মের ফল অপরকে দান করে, এইরূপ অর্থও গোস্বামী করিয়াছেন।

যাজ্ঞবল্ক্যঃ,—

"গৃহধান্যাভয়োপানচ্ছত্রমাল্যানুলেপনম্।

যানং বৃক্ষং প্রিয়ং শয্যাং দত্ত্বাত্যন্তং সুখী ভবেৎ॥"

প্রিয়ং যদ্‌যস্য হর্ম্ম্যাদি। সম্বর্ত্তঃ,—

"ফলমূলানি যানানি শাকানি বিবিধানি চ।

দানানি দত্ত্বা বিপ্রেভ্যো মুদা যুক্তঃ সদা ভবেৎ॥"

ব্রহ্মপুরাণম্,—

"কাষ্ঠস্য পাদুকাদীনি পীঠকাদ্যাসনানি চ।

যৈর্দ্দত্তানি দ্বিজাতিভ্যঃ স্বর্গং যান্তি যথাসুখম্॥"

যাজ্ঞবল্ক্যঃ,—

"হেমশৃঙ্গী শফৈ রূপ্যৈঃ সুশীলা বস্ত্রশোভিতা।

কাংস্যপাত্রা চ দাতব্যা ক্ষীরিণী গৌঃ সদক্ষিণা॥

দাতাস্যাঃ স্বর্গমাপ্নোতি বৎসরান্ লোমসম্মিতান্।

কপিলা চেত্তারয়তি ভূয়শ্চাসপ্তমং কুলম্॥

অথবা অস্যৈম্ব স্বকৃতপুণ্যস্য ফলম্। শফৈ রূপ্যৈরিতি বিশেষণে তৃতীয়া। সকাংস্যপাত্রা সকাংস্যক্রোড়া লোমসম্মিতান্ লোমসংখ্যান্। কপিলা কপিলবর্ণা। ভূয়শ্চেতি বৎসরান্ লোমসম্মিতানিতি ফলং ভবত্যেব অধিকন্তু আসপ্তমং কুলং তারয়তীতি।

ব্রহ্মার পদ প্রাপ্ত হয়।" এই কথা বলা হইয়াছে। যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন—"গৃহ, ধান্য, অভয়, চর্ম্মপাদুকা, ছত্র, মাল্য, অনুলেপন, যান, বৃক্ষ, নিজ নিজ প্রিয়বস্তু এবং শয্যা দান করিয়া পর জন্মে অতিশয় সুখী হয়।" সম্বর্ত্ত আরও বলিয়াছেন—"বিবিধ ফল, মূল, যান এবং শাক ব্রাহ্মণদিগকে প্রদান করিয়া সর্ব্বদা আনন্দে কালযাপন করে।" ব্রহ্মপুরাণে বলা হইয়াছে "যাহারা দ্বিজাতিগণকে খড়ম ও পীড়ি প্রভৃতি বসিবার আসন প্রদান করে, তাহারা যথেচ্ছ স্বর্গে বাস করিতে পারে।" যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন—"সুশীলা (শান্তপ্রকৃতি) দুগ্ধবতী গাভীকে শিং দুটি সোণা দিয়া, এবং খুরগুলি রূপা দিয়া বাঁধাইয়া, বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদনপূর্ব্বক দুধ দুইবার জন্য কাংস্যপাত্র এবং দক্ষিণার সহিত প্রদান করিবে। এইরূপ গাভীর প্রদাতা লোমপরিমিত বৎসর স্বর্গে বাস করে।

সবৎসা লোমতুল্যানি যুগান্যুভয়তোমুখী।
দাতাস্যাঃ স্বর্গমাপ্নোতি পূর্ব্বেণ বিধিনা দদৎ ॥” উভয়তো-মুখীমাহ যাজ্ঞবল্ক্যঃ,—
“যাবদ্বৎসস্য পাদৌ দ্বৌ মুখং যোন্যাং প্রদৃশ্যতে।
তাবদ্ গৌঃ পৃথিবীতুল্যা যাবদ্গর্ভং ন মুঞ্চতি ॥
যথা কথঞ্চিদ্দত্ত্বা গাং ধেনুং বাধেনুমেব বা।
অরোগামপরিক্লিষ্টাং দাতা স্বর্গে মহীয়তে ॥”
অঙ্গিরাঃ,—
“বহুভ্যো ন প্রদেয়ানি গো-গৃহং শয়নং স্ত্রিয়ঃ।
বিভক্তদক্ষিণা এতা দাতারং তারয়ন্তি হি।
একা হ্যেকস্য দাতব্যা ন বহুভ্যঃ কদাচন ॥

সবৎসেতি বৎসস্য গোশ্চ যাবন্তি লোমানি তৎসমসংখ্যযুগাবচ্ছিন্নস্বর্গঃ ফলম্। পূর্ব্বেণ বিধিনা হেমশৃঙ্গাদিনা; যোন্যাং দৃশ্যতে যোন্যবচ্ছেদেন পাদদ্বয়ং মুখঞ্চ প্রত্যক্ষবিষয়ী-ভবতি। পৃথিবীতি পৃথিবীদানজন্যফলসমফলজনিকেত্যর্থঃ। ধেনুং সবৎসাং গাম্, অধেনুং নির্ব্বৎসাং গাম্। বিভক্তদক্ষিণাঃ কৃতস্বস্বদক্ষিণাঃ। এতচ্চ স্বরূপকথনমাত্রম্।

উভয়তোমুখী কপিলা, বৎসের সহিত প্রদত্ত হইয়া পূর্ব্বোক্ত ফলত প্রদান করেই অধিকন্তু সপ্তম কুল পর্য্যন্তও উদ্ধার করে। পূর্ব্বোক্ত বিধানে বৎসের সহিত উভয়মুখী কপিলাদানকারী বৎস ও গাভীর যতগুলি লোম তাবৎসংখ্যক যুগ স্বর্গে বাস করে।” উভয়তোমুখী ধেনু কাহাকে বলে, তাহাও যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন, যথা—“যে কালে বাছুরের দুইটি পা এবং মুখ গাভীর যোনির মধ্যে দৃষ্ট হয়, সেই সময় হইতে যে পর্য্যন্ত প্রসব না করে, সে পর্য্যন্ত ঐ গাভী পৃথিবী তুল্য।” অরোগা এবং অপরিক্লিষ্টা গাভী বৎসের সহিতই হৌক অথবা বৎস রহিতই হৌক, যথাকথঞ্চিৎ দান করিয়া স্বর্গলোকে সমাদরের সহিত বাস করে।” অঙ্গিরা বলিয়াছেন,—“গোরু, গৃহ, শয্যা এবং স্ত্রী এই সকল পদার্থ বহু ব্যক্তিকে দান করিবে না, অর্থাৎ ইহাদের এক একটি বহু ব্যক্তিকে প্রদান করিবে না, কারণ ইহারা প্রত্যেকে পৃথক্ পৃথক্ দক্ষিণাযুক্ত হইয়াই দাতাকে উদ্ধার করে। অতএব এক একটি বস্তু এক এক জনকেই দান করিবে, কখনই বহু ব্যক্তিকে

সা তু বিক্রয়মাপন্না দহত্যাসপ্তমং কুলম্ ॥” ১৪০ ॥

অন্যদেকমপি বহুভ্যো দেয়ম্। তথাচ স্কন্দপুরাণম্,—

“রাজতং যঃ প্রযচ্ছেত্তু বিপ্রেভ্যো ভাজনং শুভম্।

স গন্ধর্ব্বপদং প্রাপ্য উর্ব্বশ্যা সহ মোদতে ॥”

বিষ্ণুপুরাণে,—

“তথৌষধিপ্রদানেন বিরোগস্তুভিজায়তে।”

নন্দিপুরাণে,—

“যশ্চ বেশ্ম শুভং দদ্যাৎ সর্ব্বোপকরণান্বিতম্।

বিপ্রায় বিষমস্থায় স পূতঃ সর্ব্বপাতকাৎ ॥” উপকরণং ধান্যাদি। বিষমস্থায় উপবাসাদিব্রতশীলায়েতি দানসাগরঃ।

সা গৌঃ। বিক্রয়মিতি নমু বহুভ্য একস্যা দানস্য নিষিদ্ধত্বে বিক্রয়ো হেতুরুক্তঃ, এবঞ্চ বিক্রয়ং বিনাপি তত্তৎপ্রতিগ্রহীতৃনিরূপিতং কালিকাব্যাপ্যবৃত্তিস্বত্বং স্বীকৃত্য তত্তৎপ্রয়োজননির্ব্বাহে বহুভ্যোঽপি একস্যাদানস্যানিষিদ্ধত্বমায়াতীতি চেন্ন, সা তু বিক্রয়মিত্যাদেরর্থবাদমাত্রত্বাৎ। বিক্রয়ং করোতু ন করোতু বা সর্ব্বথৈব নিষিদ্ধমিতি ॥ ১৪০ ॥

দান করিবে না। কারণ বহু ব্যক্তিকে একটি গাভী প্রদান করিলে, অবশ্য উহাকে বিক্রয় করিতে হইবে, অর্থাৎ বহু ব্যক্তি কিছু একটি গাভীকে কাটিয়া ভাগ করিয়া লইতে পারিবে না, কাজেই উহাদের মধ্যে একজনকে উহা বিক্রয় করিয়া উহার মূল্য ভাগ করিয়া লইতে হইবে। ঐরূপে বিক্রীতা গাভী দাতার সপ্তমকুল পর্য্যন্ত দগ্ধ করে।” ১৪০

উপরে যে সকল বস্তুর নাম করা হইল, তদ্ভিন্ন অপরবিধ যে কোন একটি বস্তু বহুব্যক্তিকে দান করা যাইতে পারে, স্কন্দপুরাণে এই কথা বলা হইয়াছে, যথা—“যে ব্যক্তি একটি ভাজনরূপে নির্ম্মিত রজতপাত্র (রূপার বাসন) বহুবিপ্রকে দান করে, সে গন্ধর্ব্বলোক প্রাপ্ত হইয়া উর্ব্বশীর সহিত আমোদ করত কালহরণ করে।” বিষ্ণুপুরাণে বলা হইয়াছে “ঔষধ প্রদান করিলে, পরজন্মে নীরোগ হইয়া জন্মগ্রহণ করে।” নন্দিপুরাণে বলা হইয়াছে, “যে ব্যক্তি ধান্যাদিরূপ সর্ব্বপ্রকার উপকরণের (আবশ্যক সামগ্রীর) সহিত সুনির্ম্মিত গৃহ দুর্দ্দশাগ্রস্ত ব্রাহ্মণকে প্রদান করে, সে সর্ব্ববিধ পাপ হইতে বিমুক্ত হয়।” ‘বিষমস্থায়’ এই পদটির

নন্দিপুরাণম্,—

"যোঽশ্বং রথং গজং বাপি ব্রাহ্মণে প্রতিপাদয়েৎ।
স শক্রস্য বসেৎ লোকে শক্রতুল্যো যুগান্ দশ॥
প্রাপ্যতে চৈব মানুষ্যং রাজা ভবতি বুদ্ধিমান্।
উপানহৌ তু যো দদ্যাদ্‌ব্রাহ্মণায় প্রবাসিনে।
স গজৈরশ্বৈরথৈর্যাতি যাম্যে পথি মহাসুখম্॥"

যাজ্ঞবল্ক্যঃ,—

"ভূদীপাশ্বান্নবস্ত্রাম্ভস্তিলসর্পিঃপ্রতিশ্রয়ান্।
নৈবেশিকং স্বর্ণধুর্য্যং দত্ত্বা স্বর্গে মহীয়তে।" প্রতিশ্রয়ো গৃহাদ্যাশ্রয়ঃ। নৈবেশিকং বিবাহোচিতদ্রব্যম্। ধুর্য্যা বলীবর্দ্দাদয়ঃ। মহাভারতে,—

"অগ্নির্বৈ সকলা দেবাঃ সুবর্ণন্তু তদাত্মকম্।
তস্মাৎ সুবর্ণং দদতা দত্তাঃ স্যুঃ সর্ব্বদেবতাঃ॥"

প্রতিশ্রয়ার্থিত প্রতিশ্রয়ঃ প্রবাসিনামাশ্রয়ঃ। সর্ব্বেতি সর্ব্বেষাং দেবতা যেষাং

দানসাগর নামক গ্রন্থে 'উপবাসাদিব্রতশীল' এইরূপ অর্থ করিয়াছেন, কিন্তু আমরা উহার "অত্যন্ত দারিদ্র্যাবস্থায় অবস্থিত" এইরূপ অর্থ বুঝিয়াই সেইপ্রকার অনুবাদ করিয়াছি। নন্দিপুরাণে কথিত হইয়াছে, "যে ব্যক্তি অশ্ব, রথ অথবা হস্তী ব্রাহ্মণকে দান করে, সে ইন্দ্র তুল্য হইয়া ইন্দ্রলোকে দশযুগ বাস করে। অনন্তর মনুষ্যলোকে বুদ্ধিমান্ রাজা হইয়া জন্মগ্রহণ করে। যে ব্যক্তি বিদেশ গমনোদ্যত ব্রাহ্মণকে এক যোড়া চর্ম্মপাদুকা প্রদান করে, সে যমের বাড়ীর পথে হাতী ঘোড়া চড়িয়া মহাসুখে গমন করে।" যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন—"ভূমি, দীপ, অশ্ব, অন্ন, বস্ত্র, জল, তিল, ঘৃত, প্রতিশ্রয় এবং নৈবেশিক, সুবর্ণ, ও ধুর্য্য দান করিয়া স্বর্গে সমাদরের সহিত বাস করে।" প্রতিশ্রয় শব্দের অর্থ—বিদেশী ব্যক্তিকে নিজের গৃহে স্থান দেওয়া, নৈবেশিক শব্দের অর্থ—বিবাহোপযোগী এবং ধুর্য্য শব্দের অর্থ—বলদ্ প্রভৃতি। মহাভারতে কথিত হইয়াছে, "অগ্নিই নিখিল দেবতা স্বরূপ, সুবর্ণ আবার সেই অগ্নিস্বরূপ, সুতরাং যে সুবর্ণ দান করে তৎকর্ত্তৃক

যমঃ,—

ইন্ধনানাং প্রদানেন দীপ্তাগ্নির্জ্জায়তে ভুবি ।”

তথা,—

“গন্ধৌষধমথাভ্যঙ্গং মাক্ষিকং লবণং তথা ।

যঃ প্রযচ্ছতি বিপ্রায় সৌভাগ্যং স তু বিন্দতি ॥”

মৎস্যপুরাণম্,—

“পায়সং মধুসংযুক্তং ভক্ষ্যাণি বিবিধানি চ ।

যথাশক্ত্যা তু রাজেন্দ্র ভোজয়েচ্চ সদক্ষিণম্ ।” ১৪১ ॥

ততশ্চ প্রগুক্ত “ততশ্চোদ্দিশ্য পিতরমিতি” রামায়ণবচনাৎ অশৌচান্তদ্বিতীয়দিনেঽপি দানানি কার্য্যাণি । অত্র স্মৃতিঃ,—

স্তে বিষ্ণুদেবতা ভূম্যাদয়ঃ । অথবা সর্ব্বদেবতাঃ শালগ্রামশিলাঃ । মাক্ষিকং মধু ॥ ১৪১

যদ্যপি আসনং যঃ প্রযচ্ছেত্তু ইত্যাদিবিধিনা দাতুরেব ফলং বোধ্যতে ন তুদ্দেশ্যস্য, তথাপি ‘ততশ্চোদ্দিশ্য পিতরং ব্রাহ্মণেভ্যো ধনং দদাবি’তি রামায়ণবচনাদিনা উদ্দেশ্যগতমপি ফলং কল্প্যতে ইত্যাহ ততশ্চেত্যাদিনা । ইদমত্রাবধেয়ং,—যত্র গঙ্গামরণাদিনা পিত্রাদির্মুক্তঃ তত্র পিত্রাদ্যুদ্দেশ্যকদানাদিনা পিত্রাদিগতফলমজনয়িত্বা পুত্রাদিরূপ-

সর্ব্বদেবতা (১) (ভূমি প্রভৃতি, অথবা শালগ্রাম শিলা) দান করা হয় ।” যম বলিয়াছেন “জালানি কাষ্ঠের প্রকার করিলে অগ্নির মত প্রদীপ্ত তেজস্বী হয় ।” তিনি আরও বলিয়াছেন—“গন্ধ, ঔষধ, গাত্রমর্দ্দনযোগ্য তৈল, মধু এবং লবণ, এই সকল বস্তু যে ব্রাহ্মণকে প্রদান করে, সে সৌভাগ্য লাভ করে ।” মৎস্য-পুরাণে কথিত হইয়াছে, “হে রাজেন্দ্র, আপনার শক্তি অনুসারে ব্রাহ্মণদিগকে পায়স মধু এবং নানাবিধ ভক্ষ্য দ্রব্য ভোজন করাইয়া দক্ষিণা প্রদান করিবে ।” ১৪১

এই হেতুই অর্থশাস্ত্রে নানাবিধ দানের নানাবিধ সাধু ফল উক্ত হওয়াতেই

(১) ‘সর্ব্বদেবতা’ শব্দের টীকাকার দুই প্রকার অর্থ করিয়াছেন—(১) সকল বস্তুর অধিপতি দেবতা বিষ্ণুই হইয়াছেন দেবতা যাহাদিগের অর্থাৎ ভূমি আদি, (২) সকল দেবতার আধার যত্র শালগ্রাম শিলা ।

"প্রেতমুদ্দিশ্য যো দদ্যাদ্ধেমগর্ভাংস্তিলান্ প ।
যাবন্তস্তে তিলাঃ স্বর্গে তাবৎকালং স মোদতে ॥"
মহাভারতে,—
"কল্যমুত্থায় যো বিপ্রঃ স্নাতঃ শুক্লেন বাসসা ।
তিলপাত্রং প্রযচ্ছেদ্বৈ সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥" এতাভ্যাং বচনাভ্যাং মিলিতদানং প্রত্যেকবচনোপাত্তদানং বা প্রতীয়তে। যদি মরণাৎ প্রাক্ বৈতরণী ন দত্তা, তদা ইদানীং তদ্দানম্। উক্তঞ্চেদং মুমূর্ষুপ্রকরণে, ফলন্তু প্রেতস্য বৈতরণী-সুখসন্তরণম্ ।

"কৃষ্ণাং বৈতরণীং ধেনুং যঃ প্রযচ্ছেদ্ দ্বিজাতয়ে ।

কর্ত্তৃগতমেব ফলং জন্যতে, সাঙ্গবৈদিককর্ম্মণঃ ফলজনকত্বনিয়মাদিতি। যো দদ্যাদিতি যমিত্যধ্যাহার্য্যং, যং প্রেতমুদ্দিশ্য দদ্যাৎ স প্রেতঃ স দাতা চ মোদতে ইত্যর্থঃ। অথবা সুপাংসুপ্ ইত্যনেন য ইত্যত্র দ্বিতীয়াস্থানে প্রথমা, অথবা মোদতে ইত্যত্রান্তর্ভাবিণ্যর্থ-তয়া স দাতা মোদয়েদিত্যর্থঃ। অত্র কল্পে প্রেতমিত্যধ্যাহার্য্যম্। শুক্লেন বাসসা বিশিষ্ট ইত্যর্থঃ। বিশেষণে তৃতীয়া। তিলপাত্রং তৈজসম্। মিলিতদানং পাত্রসহিততিলদানম্। ইদানীম্ অশৌচান্তদ্বিতীয়দিনে। বৈতরণীং ধেনুং বৈতরণীসংজ্ঞিকাং ধেনুম্। বৈতরণী-

---

পূর্ব্বোক্ত "তদনন্তর পিতার উদ্দেশে" ইত্যাদি রামায়ণের বচন অনুসারে অশৌ-চান্ত দ্বিতীয় দিনেও দান অবশ্য কর্ত্তব্য। এ বিষয় বক্তব্য এই যে,—হে নৃপ পিতৃগণকে উদ্দেশ করিয়া, যে ব্যক্তি সুবর্ণগর্ভ (যাহার মধ্যে সুবর্ণ স্থাপিত হই-য়াছে) এইরূপ তিলরাশি প্রদান করে, সে যতগুলি তিল ততকাল স্বর্গে আনন্দ উপভোগ করে।" স্মৃতির এই বচন এবং মহাভারতের "যে ব্রাহ্মণ প্রাতঃকালে উঠিয়া স্নান ক'রে, নির্ম্মল বস্ত্র পরিধানপূর্ব্বক তিলপাত্র প্রদান করে, সে সকল পাপ হইতে বিমুক্ত হয়"। এই বচনের অনুসারে পাত্রের সহিত একযোগে তিল দান, অথবা এক একটি বচনে যেমন বলা হইয়াছে, অগ্রে তিল দান তদনন্তর পাত্র দান, এই উভয় কল্পেরই কর্ত্তব্যত্ব প্রতীত হইতেছে। আরও একটী কথা, টীকাকার কাশীরাম বলেন, "যদুদ্দেশে দানাদি কর্ম্মের অনুষ্ঠান করা হয়, ঐ কর্ম্মের ফল তদগতও হইয়া থাকে, সেই ব্যক্তিও ঐ তিলসংখ্যক কাল স্বর্গলোকে আনন্দ উপভোগ করে।" যদি মৃত্যু হইবার পূর্ব্বে বৈতরণী দান না করা হইয়া থাকে, তবে

সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তো বৈতরণীং তরতে সুখম্॥” ইতি স্মৃতেঃ। বৈদিককর্ম্মমাত্রে “ওঁ তৎ সদিত্যুচ্চারণ”মাহ ভগবদ্গীতায়াং,—

“ওঁ তৎ সদিতি নির্দ্দেশো ব্রহ্মণস্ত্রিবিধঃ স্মৃতঃ।
ব্রাহ্মণাস্তেন বেদাশ্চ যজ্ঞাশ্চ বিহিতাঃ পুরা॥
তস্মাদোমিত্যুদাহৃত্য যজ্ঞদানতপঃক্রিয়াঃ।
প্রবর্ত্তন্তে বিধানোক্তাঃ সততং ব্রহ্মবাদিনাম্॥
তদিত্যনভিসন্ধায় যজ্ঞদানতপঃক্রিয়াঃ।
দানক্রিয়াশ্চ বিবিধাঃ ক্রিয়ন্তে মোক্ষকাঙ্ক্ষিভিঃ॥
সদ্ভাবে সাধুভাবে চ সদিত্যেতৎ প্রযুজ্যতে।

মিতি বৈতরণীনদীতরণং মরণদিন এব। যদ্যপি অশৌচান্তদ্বিতীয়দিনে বৈতরণীদানস্য বৈতরণীসুখসন্তরণং ন ফলং বৈতরণীতরণস্য তদানীং বৃত্তত্বাৎ,তথাপি তদানীং তৎফলস্যাসম্ভবেঽপি সর্ব্বপাপবিনির্মুক্তস্বরূপং ফলং জায়তে; নম্বশৌচান্তদ্বিতীয়দিনে কথং বৈতরণীসুখসন্তরণরূপফলোল্লেখঃ ক্রিয়তে ইতি চেন্ন, তজ্জন্মনি তৎফলস্যাসম্ভবেঽপি জন্মান্তরে তদীয়তৎফলস্য সম্ভবাৎ; অথবা বৈতরণীসুখতন্তরণং প্রতি বৈতরণীদানপ্রাগভাবঃ, বৈতরণীদানঞ্চ তৃণারণিমণিন্যায়েন বৈকল্পিককারণমিত্যদোষঃ। অনভিসন্ধায় ফলাভি-

---

অশৌচান্ত দ্বিতীয় দিনে উহা অবশ্য কর্ত্তব্য। মুমূর্ষু প্রকরণে এই কথা বলা হইয়াছে। ঐ বৈতরণী দানের, প্রেত কর্ত্তৃক যমদ্বারস্থিত বৈতরণী নদীর অনায়াসে পার হওয়াই ফল, কারণ স্মৃতির একটি বচন আছে “যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণকে কৃষ্ণবর্ণা ধেনু (সবৎসা গাভী) বৈতরণীর পার হইবার জন্য প্রদান করে, সে সকল পাপ হইতে নির্মুক্ত হইয়া অনায়াসে বৈতরণী পার হইয়া যায়।” ভগবদ্গীতায় বৈদিক কর্ম্মমাত্রেরই প্রারম্ভে“ওঁ তৎ সৎ” এই তিনটি কথার উচ্চারণ করিতে বলা হইয়াছে, যথা—“ওঁ তৎ সৎ,” এই তিনটি কথায় ব্রহ্মেরই নির্দ্দেশ করা হয় পূর্ব্বকালে এই তিনটি কথার প্রতিপাদ্য ব্রহ্মই ব্রাহ্মণ, বেদ এবং যজ্ঞের সৃষ্টি করিয়াছেন এই জন্যই ব্রহ্মবাদীদিগের শাস্ত্রবিহিত যজ্ঞ, দান, এবং তপস্যার অনুষ্ঠান “ওঁ” এই কথাটির উচ্চারণের পরই আরব্ধ করা হয়। মোক্ষাভিলাষী ব্যক্তিগণ “তৎ” এই কথাটির উচ্চারণপূর্ব্বক কর্ম্মফলে আকাঙ্ক্ষার অভাব সূচিত করিয়া, যজ্ঞ, দান, তপস্যা এবং নানাবিধ দানের অনুষ্ঠান করেন। হে পার্থ, “সৎ” এই কথাটি

প্রশস্তে কর্ম্মণি তথা সচ্ছব্দঃ পার্থ যুজ্যতে॥" ও তৎসদিতি ত্রিপ্রকারো জগদীশ্বরস্যাভিধানং মুনিভিশ্চিন্তিতং, যস্যায়ং ত্রিবিধো নির্দ্দেশঃ, তেন পরমাত্মনা ব্রাহ্মণাদয়ো নির্ম্মিতাঃ। যস্মাদেবং ব্রহ্মণো নির্দ্দেশস্তস্মাদোমিত্যুদাহৃত্য উচ্চার্য্য কৃতা যজ্ঞাদ্যাঃ সততম্ অঙ্গবৈকল্যেঽপি প্রকর্ষেণ বর্ত্তন্তে সাঙ্গা ভবন্তি। যথোক্তং যোগিযাজ্ঞবল্ক্যঃ,—

"বাচ্যঃ স ঈশ্বরঃ প্রোক্তো বাচকঃ প্রণবঃ স্মৃতঃ।
বাচকেঽপি চ বিজ্ঞাতে বাচ্য এব প্রসীদতি॥"

যথা,—

"যন্ন্যূনঞ্চাতিরিক্তঞ্চ যৎ ছিদ্রং যদযজ্ঞিয়ম্।
যদমেধ্যমশুদ্ধঞ্চ যাতযামঞ্চ যদ্ভবেৎ।
তদোঙ্কারপ্রযুক্তেন সর্ব্বঞ্চাবিকলং ভবেৎ॥" তদিত্যুদা-

সন্ধানমকৃত্বা। অমেধ্যং স্বাভাবিকমশুদ্ধম্। অশুদ্ধঞ্চ দ্রব্যান্তরসংযোগাদশুদ্ধম্। যাতযামং পর্য্যুষিতম্। ওঁকারপ্রযুক্তেন ওঁকারপ্রয়োগেণ। সদ্ভাবে ইত্যস্য ব্যাখ্যা বিদ্যমানত্ব

যেহেতু সদ্ভাবে, এবং সাধুভাবে, এইরূপ অর্থে প্রযুক্ত হয়, এই হেতু যজ্ঞাদি প্রশস্ত কর্ম্মে প্রযুক্ত হইয়া থাকে।" ভগবদ্গীতার শ্লোকের স্বামী এইরূপ সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা করিয়াছেন—ত্রিবিধ শব্দের অর্থ "ওঁ তৎ, সৎ" এই তিন প্রকার, "ব্রহ্মণো নির্দ্দেশঃ" জগদীশ্বরের অভিধান (নাম), "স্মৃতিঃ" মুনিগণ স্থির করিয়াছেন, "তেন" উক্ত তিনটি অক্ষর দ্বারা যাঁহার নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, সেই পরমাত্মা কর্ত্তৃক ব্রাহ্মণাদি নির্ম্মিত হইয়াছে। যেহেতু ওঁতৎসৎ এই তিনটি ব্রহ্মের নির্দ্দেশ (অভিধান), অতএব "ওঁ" এই কথাটি উচ্চারণপূর্ব্বক আরব্ধ যজ্ঞাদি অঙ্গবৈকল্য দোষ ঘটিলেও সর্ব্বদা প্রকৃষ্ট অর্থাৎ সমুদয় অঙ্গের সহিত সিদ্ধ হয়। একথা যোগিযাজ্ঞবল্ক্য স্পষ্ট করিয়া লিখিয়াছেন, যথা—"সেই পরব্রহ্ম ঈশ্বরই বাচ্য এবং প্রণব তাঁহার বাচক, বাচক শব্দটি ভালরূপে প্রযুক্ত হইলে, বাচ্য (সেই ঈশ্বরই) প্রসন্ন হন" আরও দেখুন, "যাহা ন্যূন, যাহা অতিরিক্ত (অনাবশ্যক অধিক), যাহা ছিদ্র (অনিষ্টের দ্বারস্বরূপ), যাহা অযজ্ঞিয়, যাহা অমেধ্য (স্বভাবতঃ অশুদ্ধ), যাহা অশুদ্ধ (অপরদ্রব্যস্পর্শে অপবিত্র) এবং যাহা যাতযাম (পর্য্যুষিত, বাসি) এই সর্ব্ববিধ বস্তুই ওকারের প্রয়োগে ফলপ্রদ হয়।" ভগ-

হৃত্যোক্তানুষঙ্গঃ। অনভিসন্ধায় যজ্ঞাদিকর্ম্মণঃ ফলবিশেষমিতি শেষঃ। ফলাভিসন্ধানং বিনা মুমুক্ষুণা কর্ম্ম কর্ত্তব্যমিত্যর্থঃ। যতঃ "সতো বিদ্যমানস্য ভাবে সাধুভাবে অস্মিনি উৎকৃষ্টচরিতে চ সদিতি প্রযুজ্যতে, অতো যজ্ঞাদৌ কর্ম্মণি প্রথমতঃ সচ্ছব্দঃ প্রযুজ্যতে" ইতি॥ ১৪২॥

দানক্রমায় যথা সাম্প্রদায়িকাঃ,—

"ভূম্যাসনং জলং বস্ত্রং প্রদীপোঽন্নং ততঃ পরম্।
তাম্বূলচ্ছত্রগন্ধাশ্চ মাল্যং ফলমতঃ পরম্॥
শয্যা চ পাদুকা গৌশ্চ কাঞ্চনং রজতং তথা।
দানমেতৎ ষোড়শকং প্রেতমুদ্দিশ্য দীয়তে॥"

তত্র প্রয়োগঃ। অশৌচান্তাৎ দ্বিতীয়দিনে সূর্য্যোদয়-

ভাবে জন্মনীতি। সাধুভাবে ইত্যস্য ব্যাখ্যা উৎকৃষ্টচরিত্রে ইতি। সুব্যক্তা ইত্যত্র সুশব্দোপাদানাদরম্॥ ১৪২॥

যদৃগীতার "তদিত্যনভিসন্ধায়" এই বাক্যে "তৎ" এই কথাটির পর "উদাহৃত্য" (উচ্চারণ করিয়া) এই কথাটির সম্বন্ধ ধরিয়া লইতে হইবে, অর্থাৎ 'তৎ' এই কথাটির উচ্চারণ করিয়া। "অনভিসন্ধায়" যজ্ঞাদি কর্ম্মের বিশেষ ফলাকাঙ্ক্ষা না করিয়া, অতএব মুমুক্ষুগণের ফলাকাঙ্ক্ষা না করিয়াই কর্ম্মানুষ্ঠান করা উচিত। যেহেতু "সৎ' শব্দটি বিদ্যমান (নিত্য) বস্তুর উৎপত্তিতে বা আবির্ভাবে, এবং উৎকৃষ্ট চরিতে প্রযুক্ত হয়," এই জন্য যজ্ঞাদি প্রশস্ত কর্ম্মের আদিতেও উহার প্রয়োগ করা হইয়া থাকে। ১৪২।

অশৌচান্ত দ্বিতীয়দিন কর্ত্তব্য।

সাম্প্রদায়িকগণ কোন্ বস্তুর পর কোন্ বস্তু দান করিতে হইবে, তাহার একটা ক্রম বাঁধিয়া দিয়াছেন, যথা—"(১) ভূমি, (২) আসন, (৩) জল, (৪) বস্ত্র, (৫) প্রদীপ, (৬) অন্ন, (৭) তাম্বুল, (৮) ছত্র, (৯) গন্ধ, (১০) মাল্য, (১১) ফল, (১২) শয্যা, (১৩) পাদুকা, (১৪) গোরু, (১৫) সোণা, (১৬) রূপা, এই ষোলটি বস্তু যথাক্রমে প্রেতের উদ্দেশে দান করা হয়। অশৌচান্ত দ্বিতীয়দিনে কিরূপ ক্রমে কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে হইবে, তাহা বলা হইতেছে,

কালানন্তরং সশিরস্কমাত্রং স্নাত্বা মাঙ্গল্যং ঘৃতাদি স্পৃষ্ট্বা স্বশাখোক্তশান্তিং কৃত্বা ব্রাহ্মণান্ স্বস্তিবাচ্য বিপ্রো জলং, ক্ষত্রিয়ো বাহনং, বৈশ্যঃ প্রতোদং, শূদ্রশ্চ যষ্টিং স্পৃষ্ট্বা শুদ্ধঃ সন্ অঙ্গপ্রায়শ্চিত্তবৈধস্নানাদিনিত্যক্রিয়াং কুর্য্যাৎ। ততো হেমগর্ভতিলদানম্। তত্র ক্রমঃ,—প্রাঙ্মুখ উদঙ্মুখং ব্রাহ্মণং গন্ধপুষ্পাভ্যাং সম্পূজ্য "ওঁ সবস্ত্রতৈজসাধারহেমগর্ভতিলেভ্যো নমঃ" ইতি গন্ধপুষ্পাভ্যাং তান্ পূজয়িত্বা "এতদধিপতয়ে বিষ্ণবে নমঃ" ইতি সম্পূজ্য ব্রাহ্মণহস্তে জলং দত্ত্বা সবস্ত্রতৈজসাধারহেমগর্ভতিলাংশ্চ সম্প্রোক্ষ্য বামহস্তেন স্পৃষ্ট্বা তিলকুশত্রয়জলান্যাদায়

সশিরস্কেতি অথাহঃস্থ নিবৃত্তেরিত্যনেন লব্ধম্। সূর্য্যোদয়ানন্তরমিতি স্নানমাত্রং মজ্জনমাত্রং ন তু সন্ধ্যাদিকম্। মাঙ্গল্যং ঘৃতাদীতি যথা,—"লোকেহস্মিন্ মঙ্গলান্যষ্টৌ ব্রাহ্মণো গৌর্হুতাশনঃ। হিরণ্যং সর্পিরাদিত্য আপো রাজা তথাষ্টমঃ" ইতি। প্রাঙ্মুখ

—অশৌচ শেষ হইবার পর দিনে সূর্য্যোদয় হইবার পর, কেবলমাত্র ডুব দিয়া স্নান করিয়া, ঘৃতাদি মাঙ্গল্য (১) বস্তুর স্পর্শ করিবে, পরে নিজ নিজ গৃহ্য শাস্ত্রে উক্ত শান্তির বিধানপূর্ব্বক ব্রাহ্মণগণের দ্বারা স্বস্তিবাচন করাইয়া ব্রাহ্মণজাতীয় ব্যক্তি জল, ক্ষত্রিয় বাহন, বৈশ্য প্রতোদ (জুয়াল), এবং শূদ্র আপনার লাঠী স্পর্শ ক'রে শুদ্ধ হইবে, তৎপরে অঙ্গপ্রায়শ্চিত্ত, বৈধস্নান এবং প্রাতঃকৃত্যাদি নিত্যক্রিয়া করিবে। অনন্তর তিলকাঞ্চন উৎসর্গ করিবে। তদ্বিষয়ে ক্রম যথা— নিজে পূর্ব্বমুখে উপবিষ্ট হইয়া, উত্তরমুখে উপবিষ্ট ব্রাহ্মণকে গন্ধ ও পুষ্প দ্বারা পূজা করিয়া, "ওঁ এই বস্ত্রাচ্ছাদিত, তৈজসাধারে স্থিত, সুবর্ণগর্ভ তিলরাশিকে নমঃ।" এই মন্ত্র বলিয়া গন্ধপুষ্প দ্বারা তিলদিগকে পূজা, এবং "ইহাদিগের অধিপতি বিষ্ণুকে নমঃ।" এই মন্ত্রে গন্ধ পুষ্প দ্বারা বিষ্ণুপূজা করিয়া, ব্রাহ্মণের হস্তে জল দানপূর্ব্বক সেই বস্ত্রাচ্ছাদিত তৈজসাধারস্থিত সুবর্ণগর্ভ তিলরাশিকে প্রোক্ষিত করিবে, অর্থাৎ তাহাদের উপর জলের ছিটে দিবে, অনন্তর উহাদিগকে

(১) কেবল মাত্র ডুব দিয়া স্নান করিয়া, ইহার তাৎপর্য্য—স্নানের পূর্ব্বে গাত্র মার্জ্জনাদি না ক'রে, এবং স্নানের পর সন্ধ্যাবন্দনাদিও না ক'রে, কেবল মাত্র ডুব দিয়া উঠে। ঘৃত আদি আটটি বস্তু মাঙ্গল্য বলিয়া গণিত হয়। যথা—(১) ব্রাহ্মণ, (২) গোরু, (৩) অগ্নি, (৪) সোণা, (৫) ঘৃত, (৬) সূর্য্য, (৭) জল, (৮) রাজা।

"ওঁ তৎসদি"ত্যুচ্চার্য্য "অদ্যামুকে মাসি অমুকপক্ষে অমুক-তিথৌ অমুকগোত্রস্য প্রেতস্যামুকদেবশর্ম্মণোঽশৌচান্তাৎ দ্বিতীয়েঽহ্নি অমুকগোত্রস্য প্রেতস্যামুকদেবশর্ম্মণঃ স্বর্গকামঃ, এতান্ সবস্ত্রতৈজসাধারহেমগর্ভতিলান্ বিষ্ণুদেবতাকাম্ অমুক-গোত্রায় অমুকদেবশর্ম্মণে তুভ্যমহং সম্প্রদদানী"তি সম্প্রদান-ব্রাহ্মণহস্তে জলং দদ্যাৎ। এবমেব পিতৃদয়িতাদানসাগরয়োঃ। স্বগামিফলে তু "সম্প্রদদে" ইতি বিশেষঃ। তিলানাং মুষ্টিমাদায় হেমগর্ভতৈজসপাত্রয়োঃ, করমধ্যাত্মকাগ্রেয়তীর্থেন বস্ত্রস্য দশান্তগ্রহণপরিধানাভ্যাং তানি "ওঁ"মিত্যুক্তা প্রতিগৃহ্য, "স্বস্তী"ত্যুক্তা সাবিত্রীং পঠিত্বা, "এতে সবস্ত্রতৈজসাধারহেমগর্ভ-তিলা বিষ্ণুদেবতাকা" ইতি বদেৎ। যথাশাখং কামস্তুতিং পঠেৎ।

বামহস্ত দ্বারা স্পর্শ করত দক্ষিণ হস্তে তিল কুশ এবং জল গ্রহণপূর্ব্বক, "ওঁ তৎসৎ" এই তিনটি কথা উচ্চারণ করিয়া, আজ অমুক মাস, অমুক পক্ষ, অমুক তিথিতে, অমুক গোত্র, প্রেত অমুক দেবশর্ম্মার অশৌচান্ত-দ্বিতীয় দিনে অমুকগোত্র প্রেত অমুক দেবশর্ম্মার স্বর্গাভিলাষী হইয়া এই সবস্ত্র তৈজসাধার সহিত সুবর্ণগর্ভ তিলরাশি, যাহাদের বিষ্ণু অধিপতি দেবতা, অমুকগোত্র অমুক দেবশর্ম্মা তোমাকে আমি সম্প্রদান করিতেছি" এই কথা বলিয়া গ্রহণকারী ব্রাহ্মণের হস্তে জল প্রদান করিবে। পিতৃদয়িতা এবং দানসাগর নামক গ্রন্থে এইরূপ বাক্যই বলা হইয়াছে। যদি অন্য সময় দাতা নিজের উক্তরূপ ফলপ্রাপ্তি কামনা করিয়া তিল দান করে, তা'হলে "সম্প্রদদে" এইরূপ ক্রিয়াপদের প্রয়োগ করিবে। এই টুকুই বিশেষ। অনন্তর গ্রহণকারী ব্রাহ্মণ মধ্যস্থিত সুবর্ণ ও তৈজস পাত্রে করতলের মধ্যভাগরূপ আগ্নেয় তীর্থ অর্পণপূর্ব্বক ঐ তিলরাশি হইতে একমুঠা তিল গ্রহণ করিবে এবং বস্ত্রের আঁচল ধরিয়া উহা হইতে উঠাইয়া পরিধান করিবে, পরে ঐ সকল বস্তুর গ্রহণসূচক 'ওঁ' এই কথাটির উচ্চারণপূর্ব্বক "স্বস্তি" এই কথাটি বলিবে এবং গায়ত্রী পাঠ করিবে। তাহার পর "এই বস্ত্র ও তৈজসাধারের সহিত বর্ত্তমান তিলরাশি বিষ্ণুদেবতাক" এই কথা বলিবে। অনন্তর স্বকীয় শাখার উক্ত

যথা ঋগ্বেদে "ওঁ ক ইদং কস্মা অদাৎ কামঃ কামায়াদাৎ, কামো দাতা কামঃ প্রতিগ্রহীতা, কামঃ সমুদ্রমাবিশৎ, কামেন ত্বাং প্রতিগৃহ্লামি, কামৈতত্তে, বৃষ্টিরসি, দ্যৌস্ত্বা পরিদধাতু, পৃথিবী ত্বা প্রতিগৃহ্লাতু।" যজুর্ব্বেদী তু "ওঁ দ্যৌস্ত্বা পরিদধাতু, পৃথিবী ত্বা প্রতিগৃহ্লাতু, কোহদাৎ কস্মা অদাৎ, কামঃ কামায়াদাৎ, কামো দাতা, কামঃ প্রতিগ্রহীতা, কামৈতত্তে, তব কামশতা ভুঞ্জামহে।" সামবেদী তু "ওঁ ক ইদং কস্মা অদাৎ কামঃ কামায়াদাৎ, কামো দাতা কামঃ প্রতিগ্রহীতা, কামঃ সমুদ্রমাবিশৎ, কামেন ত্বা প্রতিগৃহ্লামি কামৈতত্তে।" অথর্ব্ববেদী তু "ওঁ ক ইদং কস্মা অদাৎ, কামঃ কামায়াদাৎ কামো দাতা কামঃ প্রতিগ্রহীতা কামঃ সমুদ্রমাবিশৎ, কামেন ত্বা প্রতিগৃহ্লাত্বন্তরীক্ষম্ ইদং মহোৎসাহং প্রাণেনে"তি। ততো দাতা "ওঁ অদ্যেত্যাদি-কৃতৈতদমুকদানপ্রতিষ্ঠার্থং দক্ষিণামিদং কাঞ্চনমগ্নিদৈবতং,

---

কামস্তুতি পাঠ করিবে। ঐ কামস্তুতি ঋগ্বেদে লিখিত হইয়াছে, যথা—"কে ইহা কাহাকে দিয়াছে? কাম কোন্ স্ত্রীকে গ্রহণ করিয়াছেন? কামই দাতা, কামই প্রতিগ্রহীতা, কাম সমুদ্রে প্রবেশ করিয়াছেন, আমি কামহেতুই তোমাকে গ্রহণ করিতেছি, হে কাম! ইহা তোমারই, তুমি বৃষ্টিস্বরূপ হইতেছ, আকাশ তোমাকে ধারণ করুক, পৃথিবী তোমাকে গ্রহণ করুক।" যজুর্ব্বেদীয়দিগের কামস্তুতি যথা—"ওঁ আকাশ তোমাকে ধারণ করুক, পৃথিবী তোমাকে গ্রহণ করুক, কে দিয়াছেন,? কাহাকে দিয়াছেন? কামই কামের নিমিত্ত দিয়াছেন, কামই দাতা, কামই গ্রহীতা, হে কাম! ইহা তোমারই, তোমার অনুগ্রহে আমরা যেন শত শত কামনা উপভোগ করি।" সাম বদীয়গণের কামস্তুতি—"কে ইহা কাহাকে দিয়াছে? কাম কামের জন্যই দিয়াছেন, কাম দাতা, কামই গ্রহীতা, কাম সমুদ্রে প্রবেশ করিয়াছেন, কামহেতু তোমাকে গ্রহণ করিতেছি, হে কাম! ইহা তোমারই। অথর্ব্ববেদীয়দিগের কামস্তুতি যথা—"কে ইহা কাহাকে দিয়াছে, কাম কামার্থ, কামই দাতা, কামই গ্রহীতা, কাম সমুদ্রে প্রবেশ করিয়াছেন, কামহেতুই এই মহোৎসাহ, অন্তরীক্ষ তোমাকে প্রাণের সহিত গ্রহণ করুক।" অনন্তর দাতা "ওঁ আজ অমুক মাস, অমুক পক্ষ" ইত্যাদি বলিয়া, কৃত এই অমুক দানের প্রতি-

তম্মূল্যং বা বিষ্ণুদৈবতং তুভ্যমহং সম্প্রদদে" ইতি বিজ্ঞায় দদ্যাৎ। ব্রাহ্মণাসন্নিধানে তু "যথাসম্ভবগোত্রনাম্নে ব্রাহ্মণায়" ইতি বিশেষঃ। "তুভ্যমহ"মিতি ন দেয়ং, ভূমৌ ত্যাগজলপ্রক্ষেপশ্চ, এবমন্যত্রাপি যথাসম্ভবমূহনীয়ম্।

"সুবর্ণং পরমং দানং সুবর্ণং দক্ষিণা পরা।

সর্ব্বেষামেব দানানাং সুবর্ণং দক্ষিণেষ্যতে॥" ইতিবচনাৎ কাঞ্চনং দক্ষিণা দেয়া। তত্তৎফলকামনায়াস্তু হেমগর্ভতিলানান্তু তত্তৎতিলসমসংখ্যবর্ষাবচ্ছিন্নস্বর্গলোকমোদনং ফলম্।৷ বৈতরণ্যা রুদ্রো দেবতা সর্ব্বপাপবিনির্মুক্তিপূর্ব্বকযমদ্বারাবস্থিততপ্তবৈতরণীসুখসন্তরণং ফলম্।

"ওঁ যমদ্বারে মহাঘোরে তপ্তা বৈতরণী নদী।

তাঞ্চ তর্ত্তুং দদাম্যেনাং কৃষ্ণাং বৈতরণীঞ্চ গাম্।" ইত্যু-

উদঙ্মুখমিতি যথা,—"সর্ব্বত্র প্রাঙ্মুখো দাতা গ্রহীতা চ উদঙ্মুখ" ইতি। সুবর্ণং পরমং দানমিতি 'দানং দেয়ং, কর্ম্মণি অনট্, সুবর্ণমিতি নপুংসকলিঙ্গনির্দ্দেশাৎ সামান্যতঃ কাঞ্চনং লভ্যতে, অশীতিরত্তিকাপরিমিতসুবর্ণবাচিত্বে তু পুংলিঙ্গতা স্যাৎ। তথাচামরঃ,—"সুবর্ণ-

ষ্ঠার্থ দক্ষিণাস্বরূপ এই অগ্নিদৈবত কাঞ্চন অথবা বিষ্ণুদৈবত তাহার মূল্য তোমাকে আমি দান করিতেছি" এই বলিয়া ব্রাহ্মণের হস্তে দক্ষিণা প্রদান করিবে। ব্রাহ্মণ যদি নিকটে না থাকে, তা'হলে "যথাসম্ভব গোত্র-নামক ব্রাহ্মণকে" এই কথা বলিবে, "তুভ্যমহং" আর বলিতে হইবে না, এবং ঐ দক্ষিণাদানের জল মৃত্তিকাতেই প্রক্ষেপ করিবে। এইরূপ অন্য কার্য্যেও যেখানে যেমন হওয়া উচিত, মন্ত্রের পরিবর্ত্তন করিবে। "সুবর্ণই শ্রেষ্ঠ দান অর্থাৎ প্রদেয় বস্তু, এবং সুবর্ণই শ্রেষ্ঠ দক্ষিণা, এইহেতু সুবর্ণ দক্ষিণাই অভীপ্সিত হইয়াছে।" এই বচন অনুসারে তিলদানের সোণাই দক্ষিণা দেওয়া উচিত। যদি শাস্ত্রোক্ত ফল অবিকল কামনা করে, তাহা হইলে সুবর্ণগর্ভ তিলদানের প্রত্যেক তিলের সমান সংখ্যাবিশিষ্ট বৎসর পর্য্যন্ত স্বর্গলোকে আমোদ প্রাপ্তিরূপ ফল উল্লেখ করিবে। বৈতরণী গাভীর রুদ্র দেবতা, "সমুদয় পাপ বিমুক্তিপূর্ব্বক যমদ্বারে অবস্থিত তপ্ত বৈতরণী নদী সুখে পার হওয়া" ফল। এই জন্য "অতি ভীষণ যমদ্বারে যে তপ্তা বৈতরণী নদী আছে, তাহা পার হইবার নিমিত্ত আমি এই কৃষ্ণবর্ণা

চ্চার্য্য উৎসৃজেৎ। প্রতিগ্রহে তু পুচ্ছধারণম্। ভূমেঃ পূজায়াং, দানবাক্যে চ, "প্রিয়দত্তে"তি বিশেষণম্। ভূমের্বিষ্ণুর্দেবতা, ষষ্টিবর্ষসহস্রাবচ্ছিন্নস্বর্গবাসঃ ফলম্, প্রতিগ্রহে তদ্ভূমেঃ প্রদক্ষিণমাত্রং, ভূমেরসন্নিধানে তামুদ্দিশ্য প্রদক্ষিণম্। আসনস্য উত্তানাঙ্গিরো দেবতা, রাজ্যস্থানানুত্তমস্বর্গঃ ফলম্। অত্র বিশেষানুপদেশাৎ করমধ্যাঙ্গুল্যগ্রেস্থতীর্থেন প্রতিগ্রহঃ, এবমন্যত্রাপি, আগ্নেয়ং করতলম্। জলস্য বরুণো দেবতা, তৃপ্তিপ্রাপ্তিঃ ফলম্। বস্ত্রস্য বৃহস্পতির্দেবতা চন্দ্রসালোক্যপ্রাপ্তিঃ ফলম্। প্রতিগ্রহে দশান্তগ্রহণপরিধানে। প্রদীপস্যাগ্নির্দেবতা উত্তম-

---

বিত্তো হেমোহস্তে" ইতি। এতদনুসারেণাহ দক্ষিণা কাঞ্চনং দেয়মিতি। কৃষ্ণাং বৈতরণীকেতি কৃষ্ণাভিপ্রায়া বৈতরণ্যা গোর্দানেহপি "ওঙ্কারযুক্তোহয়ং মন্ত্রঃ পাঠ্যঃ, অতএব তিথিতত্ত্বে দুর্গোৎসবপ্রকরণে "আত্র'ায়া অলাভেহপি "নবম্যামাত্র'ভে দিবে"'তি পাঠো ব্যবস্থাপিতঃ, তথাচ "যন্ন্যংং চাভিরিক্তকেত্যাদি" প্রণবমাহাত্ম্যমুক্তম্। ভূমিদানে

গাভী প্রদান করিতেছি।" এই বলিয়া উৎসর্গ করিবে এবং প্রতিগ্রহকারী ঐ গাভীর পুচ্ছ ধরিয়া গ্রহণ করিবে। ভূমির অর্চ্চনাকালে, এবং দানবাক্যে "প্রিয়দত্তা" এই বিশেষণ পদটী ভূমির সহিত সংযোজিত করিবে। ভূমির দেবতা বিষ্ণু এবং ষাট হাজার বৎসর স্বর্গবাস উহার ফল, প্রতিগ্রহের সময় গ্রহীতা ঐ প্রদত্ত ভূমি প্রদক্ষিণ করিয়া গ্রহণ করিবে। প্রদত্ত ভূমি যদি দূরবর্ত্তিনী হয়, তবে তাহাকে উদ্দেশ ক'রে প্রদক্ষিণ করিবে। আসনের দেবতা উত্তানাঙ্গিরস, আসন দানের ফল রাজ্যস্থান এবং অনুত্তম স্বর্গ। গোরু প্রভৃতির যেমন পুচ্ছধারণপূর্ব্বক গ্রহণ করিবার উপদেশ করা হইয়াছে, আসনপ্রতিগ্রহ সম্বন্ধে সেরূপ কোন বিশেষ উপদেশ না থাকায়, করতলরূপ আগ্নেয়তীর্থদ্বারাই উহার গ্রহণ করিবে, এবং অন্যত্রও অর্থাৎ যেস্থলে কোন বিশেষ উপদেশ করা হয় নাই, সে স্থলে ঐ আগ্নেয় তীর্থ দ্বারাই গ্রহণ করিবে। আগ্নেয় তীর্থ বলিতেই করতলের জ্ঞান করিতে হইবে। জলের দেবতা বরুণ, তৃপ্তিপ্রাপ্তি ফল। বস্ত্রের বৃহস্পতি দেবতা, দানের ফল চন্দ্রলোকসালোক্যপ্রাপ্তি, আঁচল ধরিয়া টানিয়া পরিধান করাতেই উহার গ্রহণ হইবে। প্রদীপের দেবতা অগ্নি,

চক্ষুঃপ্রাপ্তিঃ ফলম্। অন্নস্য প্রজাপতির্দ্দেবতা, অক্ষয়সুখপ্রাপ্তিঃ ফলম্। তাম্বূলস্য বনস্পতির্দ্দেবতা, মেধাবিত্বসুভগত্বপ্রাজ্ঞত্ব-দর্শনীয়ত্বপ্রাপ্তিঃ ফলম্। ছত্রস্য উত্তানাঙ্গিরো দেবতা, সর্ব্ব-ব্যাধিবিনির্মুক্তত্বশ্রীমত্ত্ববহুপুত্রত্বপ্রাপ্তিঃ ফলম্, প্রতিগ্রহে তু দণ্ডধারণম্। গন্ধস্য গন্ধর্ব্বো দেবতা, ব্রহ্মপদপ্রয়াণং ফলম্। মাল্যস্য বনস্পতির্দ্দেবতা, অত্যন্তসুখিত্বভবনং ফলম্। ফলস্য বনস্পতির্দ্দেবতা, মুদা যুক্তত্বং ফলম্। শয্যায়া উত্তানাঙ্গিরো দেবতা, অত্যন্তসুখিত্বভবনং ফলম্, প্রতিগ্রহে আরোহণম্। পাদুকাযুগলস্য উত্তানাঙ্গিরো দেবতা, স্বর্গলোকসুখগমনং ফলম্, প্রতিগ্রহে আরোহণম্। ধেনো রুদ্রো দেবতা, সূর্য্যলোকপ্রাপ্তিঃ ফলম্। তত্র ধেনুং প্রাঙ্মুখীমাত্মসমীপমানীয়,—

"ওঁ যা লক্ষ্মীঃ সর্ব্বভূতানাং যা চ দেবেষ্ববস্থিতা।
ধেনুরূপেণ সা দেবী মম শান্তিং প্রযচ্ছতু॥
দেহস্থা যা চ রুদ্রাণী শঙ্করস্য চ যা প্রিয়া।

দানের ফল উত্তম চক্ষুঃপ্রাপ্তি। অন্নের দেবতা প্রজাপতি, অক্ষয় সুখপ্রাপ্তি ফল। তাম্বূলের দেবতা বনস্পতি, দানের ফল মেধাবিত্ব, সুভগত্ব, প্রাজ্ঞত্ব এবং সৌন্দর্য্যপ্রাপ্তি। ছত্রের দেবতা উত্তানাঙ্গিরস্, দানের ফল সর্ব্বব্যাধি হইতে মুক্তি, শ্রী এবং বহুপুত্রপ্রাপ্তি। গ্রহীতা বাঁট ধরিয়া উহার গ্রহণ করিবে। গন্ধের দেবতা গন্ধর্ব্ব, দানের ফল ব্রহ্মলোকে প্রয়াণ। মাল্যের দেবতা বনস্পতি, অত্যন্ত সুখী হওয়া দানের ফল। ফলেরও দেবতা বনস্পতি, আনন্দযোগই দানের ফল। শয্যার দেবতা উত্তানাঙ্গিরস্, দানের ফল অত্যন্ত সুখী হওয়া। উহার উপর বসিয়া বা শয়ন করিয়াই উহা গ্রহণ করিবে। পাদুকাযুগলের দেবতা উত্তানাঙ্গিরস্, দানের ফল স্বর্গলোকে সুখে গমন। পায় দিয়া উহার গ্রহণ করিবে। ধেনুর দেবতা রুদ্র, দানফল সূর্য্যলোকপ্রাপ্তি। ঐ ধেনু অর্থাৎ সবৎসা গাভীকে পূর্ব্ব-মুখ করিয়া নিজের নিকট আনয়নপূর্ব্বক, "ওঁ যিনি সকল প্রাণীর লক্ষ্মীস্বরূপা, যিনি দেবগণকে আশ্রয় করিয়া সর্ব্বদা অবস্থান করেন, সেই দেবী ধেনুরূপে আমাকে শান্তি প্রদান করুন। যিনি রুদ্ররূপে সকলের দেহে অবস্থিত এবং

চ্চার্য্য উৎসৃজেৎ। প্রতিগ্রহে তু পুচ্ছধারণম্। ভূমেঃ পূজায়াং, দানবাক্যে চ, "প্রিয়দত্তে"তি বিশেষণম্। ভূমের্ব্বিষ্ণুর্দেবতা, ষষ্টিবর্ষসহস্রাবচ্ছিন্নস্বর্গবাসঃ ফলম্, প্রতিগ্রহে তদ্ভূমেঃ প্রদক্ষিণমাত্রং, ভূমেরসন্নিধানে তামুদ্দিশ্য প্রদক্ষিণম্। আসনস্য উত্তানাঙ্গিরো দেবতা, রাজ্যস্থানানুত্তমস্বর্গঃ ফলম্। অত্র বিশেষানুপদেশাৎ করমধ্যাঙ্গুল্যগ্রেণ তীর্থেন প্রতিগ্রহঃ, এবমন্যত্রাপি, আগ্নেয়ং করতলম্। জলস্য বরুণো দেবতা, তৃপ্তিপ্রাপ্তিঃ ফলম্। বস্ত্রস্য বৃহস্পতির্দ্দেবতা চন্দ্রসালোক্যপ্রাপ্তিঃ ফলম্। প্রতিগ্রহে দশান্তগ্রহণপরিধানে। প্রদীপস্যাগ্নির্দ্দেবতা উত্তম-

---

ষিত্বৌ হেমোহস্তে" ইতি। এতদনুসারেণাহ দক্ষিণা কাঞ্চনং দেয়মিতি। কৃষ্ণাং বৈতরণীকেতি কৃষ্ণাভিধায়া বৈতরণ্যা গোর্দ্দানেঽপি "ওঙ্কারযুক্তোঽয়ং মন্ত্রঃ পাঠ্যঃ, অতএব তিথিতত্ত্বে দুর্গোৎসবপ্রকরণে "আর্দ্রায়া অলাভেঽপি "নবম্যামার্দ্রভে দিবে"তি পাঠো ব্যবস্থাপিতঃ, তথাচ "যন্ময়ং চাভিরিক্তকেত্যাদি" প্রণবমাহাত্ম্যমুক্তম্। ভূমিদানে

গাভী প্রদান করিতেছি।" এই বলিয়া উৎসর্গ করিবে এবং প্রতিগ্রহকারী ঐ গাভীর পুচ্ছ ধরিয়া গ্রহণ করিবে। ভূমির অর্চ্চনাকালে, এবং দানবাক্যে "প্রিয়দত্তা" এই বিশেষণ পদটী ভূমির সহিত সংযোজিত করিবে। ভূমির দেবতা বিষ্ণু এবং ষাট হাজার বৎসর স্বর্গবাস উহার ফল, প্রতিগ্রহের সময় গ্রহীতা ঐ প্রদত্ত ভূমি প্রদক্ষিণ করিয়া গ্রহণ করিবে। প্রদত্ত ভূমি যদি দূরবর্ত্তিনী হয়, তবে তাহাকে উদ্দেশ ক'রে প্রদক্ষিণ করিবে। আসনের দেবতা উত্তানাঙ্গিরস, আসন দানের ফল রাজ্যস্থান এবং অনুত্তম স্বর্গ। গোরু প্রভৃতির যেমন পুচ্ছধারণপূর্ব্বক গ্রহণ করিবার উপদেশ করা হইয়াছে, আসনপ্রতিগ্রহ সম্বন্ধে সেরূপ কোন বিশেষ উপদেশ না থাকায়, করতলরূপ আগ্নেয়তীর্থদ্বারাই উহার গ্রহণ করিবে, এবং অন্যত্রও অর্থাৎ যেস্থলে কোন বিশেষ উপদেশ করা হয় নাই, সে স্থলে ঐ আগ্নেয় তীর্থ দ্বারাই গ্রহণ করিবে। আগ্নেয় তীর্থ বলিতেই করতলের জ্ঞান করিতে হইবে। জলের দেবতা বরুণ, তৃপ্তিপ্রাপ্তি ফল। বস্ত্রের বৃহস্পতি দেবতা, দানের ফল চন্দ্রলোকসালোক্যপ্রাপ্তি, আঁচল ধরিয়া টানিয়া পরিধান করাতেই উহার গ্রহণ হইবে। প্রদীপের দেবতা অগ্নি,

চক্ষুঃপ্রাপ্তিঃ ফলম্। অন্নস্য প্রজাপতির্দ্দেবতা, অক্ষয়সুখপ্রাপ্তিঃ ফলম্। তাম্বূলস্য বনস্পতির্দ্দেবতা, মেধাবিত্বসুভগত্বপ্রাজ্ঞত্ব-দর্শনীয়ত্বপ্রাপ্তিঃ ফলম্। ছত্রস্য উত্তানাঙ্গিরো দেবতা, সর্ব্ব-ব্যাধিবিনির্ম্মুক্তত্ব শ্রীমত্ত্ববহুপুত্রত্বপ্রাপ্তিঃ ফলম্, প্রতিগ্রহে তু দণ্ডধারণম্। গন্ধস্য গন্ধর্ব্বো দেবতা, ব্রহ্মপদপ্রয়াণং ফলম্। মাল্যস্য বনস্পতির্দ্দেবতা, অত্যন্তসুখিত্বভবনং ফলম্। ফলস্য বনস্পতির্দ্দেবতা, মুদা যুক্তত্বং ফলম্। শয্যায়া উত্তানাঙ্গিরো দেবতা, অত্যন্তসুখিত্বভবনং ফলম্, প্রতিগ্রহে আরোহণম্। পাদুকাযুগলস্য উত্তানাঙ্গিরো দেবতা, স্বর্গলোকসুখগমনং ফলম্, প্রতিগ্রহে আরোহণম্। ধেনো রুদ্রো দেবতা, সূর্য্যলোকপ্রাপ্তিঃ ফলম্। তত্র ধেনুং প্রাঙ্মুখীমাত্মসমীপমানীয়,—

"ওঁ যা লক্ষ্মীঃ সর্ব্বভূতানাং যা চ দেবেষ্ববস্থিতা।
ধেনুরূপেণ সা দেবী মম শান্তিং প্রযচ্ছতু॥
দেহস্থা যা চ রুদ্রাণী শঙ্করস্য চ যা প্রিয়া।

দানের ফল উত্তম চক্ষুঃপ্রাপ্তি। অন্নের দেবতা প্রজাপতি, অক্ষয় সুখপ্রাপ্তি ফল। তাম্বূলের দেবতা বনস্পতি, দানের ফল মেধাবিত্ব, সুভগত্ব, প্রাজ্ঞত্ব এবং সৌন্দর্য্যপ্রাপ্তি। ছত্রের দেবতা উত্তানাঙ্গিরস্, দানের ফল সর্ব্বব্যাধি হইতে মুক্তি, শ্রী এবং বহুপুত্রপ্রাপ্তি। গ্রহীতা বাঁট ধরিয়া উহার গ্রহণ করিবে। গন্ধের দেবতা গন্ধর্ব্ব, দানের ফল ব্রহ্মলোকে প্রয়াণ। মাল্যের দেবতা বনস্পতি, অত্যন্ত সুখী হওয়া দানের ফল। ফলেরও দেবতা বনস্পতি, আনন্দযোগই দানের ফল। শয্যার দেবতা উত্তানাঙ্গিরস্, দানের ফল অত্যন্ত সুখী হওয়া। উহার উপর বসিয়া বা শয়ন করিয়াই উহা গ্রহণ করিবে। পাদুকাযুগলের দেবতা উত্তানাঙ্গিরস্, দানের ফল স্বর্গলোকে সুখে গমন। পায় দিয়া উহার গ্রহণ করিবে। ধেনুর দেবতা রুদ্র, দানফল সূর্য্যলোকপ্রাপ্তি। ঐ ধেনু অর্থাৎ সবৎসা গাভীকে পূর্ব্ব-মুখ করিয়া নিজের নিকট আনয়নপূর্ব্বক, "ওঁ যিনি সকল প্রাণীর লক্ষ্মীস্বরূপা, যিনি দেবগণকে আশ্রয় করিয়া সর্ব্বদা অবস্থান করেন, সেই দেবী ধেনুরূপে আমাকে শান্তি প্রদান করুন। যিনি রুদ্ররূপে সকলের দেহে অবস্থিত এবং

ধেনুরূপেণ সা দেবী মম শান্তিং প্রযচ্ছতু ॥
ওঁ বিষ্ণোর্ব্বক্ষসি যা লক্ষ্মীর্যা লক্ষ্মীর্ধনদস্য চ।
যা লক্ষ্মীঃ সর্ব্বভূতানাং সা ধেনুর্ব্বরদাস্তু মে ॥
ওঁ চতুর্মুখস্য যা লক্ষ্মীঃ স্বাহা চৈব বিভাবসোঃ।
চন্দ্রার্কশক্রশক্তির্যা ধেনুরূপা চ সা শ্রিয়ে ॥
ওঁ স্বধা ত্বং পিতৃসংঘানাং স্বাহা যজ্ঞভুজাং যতঃ।
সর্ব্বপাপহরা ধেনুস্তস্মাচ্ছান্তিং প্রযচ্ছ মে ॥
ওঁ সর্ব্বদেবময়ীং দেবীং সর্ব্ববেদময়ীং তথা।
সর্ব্বলোকনিমিত্তায় সর্ব্বলোকমপি স্থিরাম্ ॥
প্রযচ্ছামি মহাভাগামক্ষয়ায় সুখায় তাম্ ॥"

ইত্যুচ্চার্য্যোৎসৃজেৎ প্রতিগ্রহে পুচ্ছধারণম্। হিরণ্যস্যাগ্নির্দ্দেবতা, দীর্ঘায়ুঃপ্রাপ্তিঃ ফলং, দক্ষিণা রজতম্। রজতস্য চন্দ্রমা দেবতা, উত্তমরূপপ্রাপ্তিঃ ফলম্। এবমন্যান্যপি তত্তৎকামনয়া দেয়ানি। অত্র জলাদিদানমাত্রে তত্তৎ ফলং, তৈজস-

---

শঙ্করের যিনি প্রিয়া, সেই দেবী ধেনুরূপে আমাকে শান্তি প্রদান করুন। ওঁ যিনি বিষ্ণুর বক্ষস্থলে সর্ব্বদা লক্ষ্মীরূপে বাস করেন, এবং যিনি কুবেরেরও লক্ষ্মী স্বরূপা, যিনি সকল প্রাণীর লক্ষ্মীস্বরূপা, সেই ধেনু আমার প্রতি বরদাত্রী হৌন। ওঁ যিনি চতুর্ম্মুখের লক্ষ্মী, অগ্নির স্বাহা, এবং চন্দ্র, সূর্য্য ও ইন্দ্রের শক্তি স্বরূপা, তিনিই ধেনুরূপা হইয়া জগতে শ্রীর বিধান করিতেছেন। ওঁ যেহেতু আপনিই পিতৃলোকদিগের স্বধা এবং যজ্ঞাংশভোজীদিগের স্বাহা, সকল প্রকার পাপহারিণী, অতএব আমাকে শান্তি প্রদান করুন। ওঁ সর্ব্বদেবময়ী, সর্ব্ববেদময়ী সকল লোকের হিতের নিমিত্ত সর্ব্বলোকে স্থিরভাবে বিরাজমানা, এই মহাভাগা ধেনুকে অক্ষয় সুখের নিমিত্ত প্রদান করিতেছি।" এই মন্ত্রগুলি পাঠ করিয়া উৎসর্গ করিবে। গ্রহীতা উহার পুচ্ছ ধারণপূর্ব্বক গ্রহণ করিবে। সুবর্ণের দেবতা অগ্নি, দানের ফল দীর্ঘায়ুঃপ্রাপ্তি, দক্ষিণা রজত। রূপার দেবতা চন্দ্র, দানের ফল উত্তম রূপপ্রাপ্তি। এইরূপে অন্যান্য বস্তুও শাস্ত্রোক্ত ফল কামনার উল্লেখপূর্ব্বক দান করিবে। এস্থলে বক্তব্য এই যে, কেবল মাত্র জল আদি বস্তু দানের এক

পাত্রদানে তু বহুকামপাত্রীভবনং ফলম্। ন তু জলাদিযুক্তে তৈজসপাত্রদানে বিশিষ্য ফলমুক্তম্। ততশ্চ—

"নানাবিধানি দ্রব্যাণি ধনানি বিবিধানি চ।
আয়ুষ্কামেণ দেয়ানি স্বর্গমক্ষয়মিচ্ছতা॥"

ইতি যম-দেবলবচনাচ্চ। স্বর্গকামনয়ৈব পাত্রযুক্তথাবিধ-দ্রব্যদানং যুক্তম্। তথৈবম্ভূতদানে বিষ্ণুদৈবতমিতি বক্তুং যুক্তম্।

"তজ্জ্ঞেয়ং বিষ্ণুদৈবত্যং সর্ব্বং বা বিষ্ণুদৈবতম্।" ইতি বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরাৎ। ততো বিলক্ষণাং শয্যাং দদ্যাৎ, তত্র স্বর্গঃ ফলং, নানাভরণৈর্দ্বিজদম্পতী ভূষয়িত্বা, ফলবস্ত্রসমন্বিতং প্রেতপ্রতিকৃতিরূপং কাঞ্চনপুরুষং শয্যায়ামারোপ্য তাং পঞ্চ-

একটি স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ফলবিশেষ উক্ত হইয়াছে, এবং কেবল মাত্র তৈজস পাত্র-দানের বহু কামনার প্রাপ্তিরূপ ফল উক্ত হইয়াছে, কিন্তু জলাদি দ্রব্যের সহিত তৈজসপাত্রের একযোগে দান করিলে যে, কি ফল হয়, সে কথা বিশেষ করিয়া কোন ঠাঁই বলা হয় নাই, এই জন্য "দীর্ঘায়ুর অভিলাষী ব্যক্তি অক্ষয় স্বর্গভোগ ইচ্ছা করিয়া (১) নানাবিধ দ্রব্য এবং বহুবিধ ধন একযোগে দান করিবে" এই যম ও দেবলের বচনানুসারে স্বর্গ কামনা করিয়া তৈজস পাত্রের সহিত তথাবিধ দ্রব্যের একযোগে দান করাই বিধেয়। এবং ঐরূপে মিলিত দ্রব্যকে "বিষ্ণু-দৈবত" বলিয়াই নির্দ্দেশ করা কর্ত্তব্য। এ সম্বন্ধে 'উহাকে বিষ্ণুদৈবত বলিয়া জানিবা, অথবা সকল বস্তুই বিষ্ণুদৈবত" বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরের এই বচনই প্রমাণ। অনন্তর একটি সর্ব্বপ্রকারে উত্তম শয্যা প্রদান করিবে। ঐ দানের ফল স্বর্গ। পরে নানাবিধ আভরণ দ্বারা একটি দ্বিজদম্পতীকে ভূষিত করিয়া, ফল ও বস্ত্র সমন্বিত প্রেতের প্রতিমূর্ত্তি স্বরূপ কাঞ্চনময় পুরুষকে ঐ শয্যায় স্থাপন করিবে।

---

(১) এই বচনোক্ত দানের দ্বিবিধ ফল প্রতীত হইতেছে, এক দীর্ঘায়ুঃপ্রাপ্তিরূপ ঐহিক ফল, দ্বিতীয় অক্ষয় স্বর্গ প্রাপ্তিরূপ পারত্রিক ফল। এই জন্য স্মার্ত্ত এই বচনের বিকল্প ব্যাখ্যা করিয়াছেন (এই প্যারার শেষ দেখ), এস্থলে পারত্রিক ফলই অভিলষণীয়, এই জন্য কেবলমাত্র স্বর্গপ্রাপ্তিরূপ ফলের কথাই বলিয়াছেন।

পুষ্পাভ্যাং সম্পূজ্য, তাভ্যাং দ্বিজদম্পতীভ্যাং দদ্যাৎ, ততস্তস্যাং তাবুপবেশয়েৎ। ততো দক্ষিণাং দদ্যাৎ। এবং মহা-সংক্রান্ত্যাদৌ, স্বগামিফলকদানে তু 'দদানী'ত্যত্র 'সম্প্রদদে' ইতি বিশেষঃ। এবমেকৈকশো মিলিতং বা অন্নাদিদ্রব্যং কাঞ্চনাদিধনং বা, আয়ুষ্কামেণ দেয়ং, স্বর্গকামেণ বা একৈকশো দ্রব্যং তত্তৎকামেন বা দেয়মিতি ॥ ১৪৩ ॥

অথ বৃষোৎসর্গবিচারঃ।

ততো বৃষোৎসর্গঃ স্বগৃহ্যোক্তবিধিনা কার্য্যঃ। তত্র প্রেত-লোকপরিত্যাগপূর্ব্বকস্বর্গলোকগমনং ফলম্‌। ততঃ পূর্ব্বোক্ত-বিধিনা কপিলাং দদ্যাৎ। তত্র রুদ্রো দেবতা, স্বর্গঃ ফলম্‌ তত্রৈকোদ্দিষ্টং স্বগৃহ্যোক্তবিধানেন কুর্য্যাৎ। তত্রৌপাদানিক-স্বত্বনিরাসায় কামধেনুকল্পতরুধৃতব্রহ্মপুরাণম্‌,—

তু প্রোক্ষণানন্তরম্‌" ও পৃথিবী বৈষ্ণবী পুণ্যা পৃথিবী বিষ্ণুপালিতা। পৃথিব্যাস্তু প্রদানেন প্রীয়তাং মে জনার্দ্দনঃ"ইত্যুচ্চার্য্য উৎসৃজেদিতি বিশেষঃ। আগ্নেয়েন তীর্থেনেত্যর্থঃ ॥১৪৩

পরে ঐ শয্যাকে গন্ধ-পুষ্প দ্বারা পূজা করিয়া উক্ত দ্বিজদম্পতীকে প্রদান করিবে, এবং ঐ দম্পতীকে ঐ শয্যার উপর বসাইবে। পরে দক্ষিণা দান করিবে। অশৌচান্ত দ্বিতীয় দিনের মত মহাসংক্রান্তিতেও ঐরূপ ষোড়শ দান করিতে পারে, তবে এই মাত্র বিশেষ যে, যদি দাতা নিজের ঐ সকল ফলপ্রাপ্তি কামনা করিয়া দান করে, তাহ'লে "দদানি" এই ক্রিয়াপদের স্থলে, "সম্প্রদদে" এইরূপ ক্রিয়াপদের প্রয়োগ করিবে। দীর্ঘায়ু অভিলাষী ব্যক্তি অন্নাদি নানাদ্রব্য, সুবর্ণাদি বহুবিধ ধন, একত্র মিলিত করিয়া, অথবা পৃথক্‌ পৃথক্‌ দান করিতে পারে। এইরূপ স্বর্গকামী ব্যক্তিও উক্ত দ্রব্য সকল একত্র মিলিত করিয়া বা পৃথক্‌ পৃথক্‌ দান করিতে পারে। ১৪৩।

বৃষোৎসর্গ-বিচার।

ষোড়শ দানের পর নিজ শাখীয় গৃহসূত্রোক্ত বিধান অনুসারে বৃষোৎসর্গ কর্ত্তব্য। এই বৃষোৎসর্গের প্রেতলোক পরিত্যাগপূর্ব্বক স্বর্গলোক গমনই ফল। অনন্তর পূর্ব্বোক্ত বিধান অনুসারে কপিলা দান করিবে, ঐ কপিলার দেবতা

"অথ বৃত্তে বৃষোৎসর্গে দাতা বক্রোক্তিভিঃ পদৈঃ।
ব্রাহ্মণানাহ যৎকিঞ্চিৎ ময়োৎসৃষ্টন্তু নির্জ্জনে॥
তৎ কশ্চিদন্যো ন নয়েৎ ন বিভাজ্যং যথাক্রমম্।
ন বাহ্যং ন চ তৎক্ষীরং পাতব্যং কেনচিৎ কচিৎ॥"

কৃত্যপ্রদীপোঽপ্যেবম্। "বক্রোক্তিভিঃ" কাকূক্তিভিঃ। স্বত্বাজনকবেদমেয়হোমাঙ্গকত্যাগরূপত্বাদস্য "যজ্ঞ"রূপত্বং, তত্র

অথ বৃষোৎসর্গেতি। ন নয়েদিতি নন্থ বলবদনিষ্টানমুবন্ধিত্বম্ ইষ্টসাধনত্বঞ্চ বিধ্যর্থঃ, তথাচ ন নয়েদিত্যত্র নঞা বলবদনিষ্টানমুবন্ধিত্বাভাবরূপস্য বলবদনিষ্টসাধনত্বস্য বোধনাৎ স্বত্বরূপস্যেষ্টস্য বিনাশো ন ভবতীতি চেন্ন, অত্র হি নঞা ইষ্টসাধনত্বাভাবো বোধ্যতে, ন ত্বনিষ্টসাধনত্বং, তথা সতি অনিষ্টকল্পনে গৌরবং স্যাৎ; ইষ্টঞ্চাত্র স্বত্বমিতি অষ্টম্যাং মাংসং নাশ্নীয়াদিত্যাদৌ তু অষ্টম্যাং মাংসভক্ষণাদৌ সুখাদিরূপেষ্টস্য সাধনত্বাভাবো বোধিতঃ, অতোঽগত্যানিষ্টসাধনত্বং স্বীক্রিয়তে ইতি ধ্যেয়ম্। বিভাজ্যং বৃষালঙ্কারাদি। তৎক্ষীরং বৎসতরীক্ষীরম্। স্বত্বেতি উপেক্ষায়ামতিব্যাপ্তিবারণায়। বেদমেয়েতি সন্ন্যাসিনাং ত্যাগে দেবতাপূজায়াঞ্চাতিব্যাপ্তিবারণায়। হোমাঙ্গেতি মহাদানস্য হোমাঙ্গকবেদমেয়ত্যাগ-রূপত্বাৎ তত্রাতিব্যাপ্তিবারণায়। স্বত্বাজনকেতি ইদমত্রাবধেয়ং—পূজাদাবতিব্যাপ্তিবারণায়

রুদ্র, দানের ফল স্বর্গ। এবং ঐ অশৌচান্ত দ্বিতীয় দিনেই নিজশাখীয় গৃহ্যসূত্রোক্ত বিধানানুসারে একোদ্দিষ্টও করিবে। এই বৎসতরীচতুষ্টয় সহিত উৎসৃষ্ট বৃষকে কেহ অস্বামিক ধন বলিয়া গ্রহণ করিলে, উহাতে উপাদানিক স্বত্ব (অস্বামিক ধন আপনা আপনি গ্রহণ জন্য অধিকার) হইবে না, তদ্বিষয় কামধেনু এবং কল্পতরু নামক গ্রন্থে উদ্ধৃত ব্রহ্মপুরাণের বচনই প্রমাণ। যথা—"অনন্তর বৃষোৎসর্গ সম্পন্ন হইয়া গেলে, দাতা কাকুক্তিপূর্ণ বচনে অর্থাৎ অস্ফুট ভাষায় ব্রাহ্মণদিগকে বলিবেন, আমি নির্জ্জনে যাহা কিছু ত্যাগ করিয়া আসিয়াছি, তাহা যেন কেহ না লইয়া যায়, এবং যথাক্রমে উহাকে ভাগ করিয়া না লয়, উহা দ্বারা কেহ যেন ভারবহন না করায়, এবং কেহ যেন তৎসহচারিণী বৎসতরীর দুগ্ধ পান না করে।" কৃত্যপ্রদীপ নামক গ্রন্থেও এই কথা বলা হইয়াছে। এই বচন কয়টি হইতে স্পষ্টই প্রতীত হইতেছে, বৎসতরীচতুষ্টয়ের সহিত উৎসৃষ্ট বৃষের উপর উৎসর্গকর্ত্তার ত আর পূর্ণ অধিকার থাকেই না, তবে অপরে যে, অস্বামিক বস্তু মনে ক'রে উহার নিজের অধিকার স্থাপন করিবেন, তাহাও করিতে পারিবেন না। অর্থাৎ উক্তরূপে উৎসৃষ্ট বৃষে কাহারই স্বত্ব

ভাক্তং, দেবতোদ্দেশ্যকত্বাভাবাৎ। তথাচ "যজ্ঞং ব্যাখ্যাস্যামো রুদ্রদেবতাকত্যাগস্তদঙ্গমিতরদি"তি স্মৃতেঃ, "দেবতোদ্দেশেন দ্রব্যত্যাগো যজ্ঞপদার্থঃ। সর্ব্বমন্যত্তদঙ্গ"মিতি হরিশর্ম্ম-ব্যাখ্যানম্। তথাচ হারীতঃ,—

হোমাঙ্গকেতি বিশেষণস্যাবশ্যকত্বে তেনৈব উপেক্ষায়ামতিব্যাপ্তিবারণসম্ভবে বেদমন্ত্রেতি স্বরূপকথনমাত্রম্, অলৌকিকং লৌকিকে নাঙ্গমিতিন্যায়েনালৌকিকস্য হোমস্য লৌকিকে-ঽঙ্গাভাবাদিতি। ভাক্তং গৌণং, গুণশ্চ সাধারণো ধর্ম্মঃ, স চ প্রকৃতে স্বত্বাজনকত্বহোমাঙ্গ-কবেদমন্ত্রত্যাগরূপঃ, অস্য চ যজ্ঞে বৃষোৎসর্গে চ স্বত্বং সাধারণত্বম্। বৃষোৎসর্গে চ মুখ্যযজ্ঞত্বং নাস্তি, যজ্ঞলক্ষণেঽধিকস্য দেবতোদ্দেশ্যকত্বস্য প্রবেশাৎ, অত্র চ তস্যাস-ত্বাদিতি। নমু দ্রব্যদেবতাত্যাগা ইতি পূর্ব্ববচনে দেবতায়া যজ্ঞঘটকত্বমুক্তম্ এতদ্বচনে

(অধিকার) জন্মায় না। এই বৃষোৎসর্গ একটি যজ্ঞস্বরূপ, কারণ, যজ্ঞ যেমন স্বত্বের অজনক (কোন ব্যক্তিবিশেষের অধিকারের অনুৎপাদক) এবং বেদবিধি বোধিত হোমরূপ অঙ্গযুক্ত, ত্যাগের স্বরূপ, বৃষোৎসর্গও সেইরূপ ত্যাগাত্মক কর্ম্ম। তবে উহা যজ্ঞস্বরূপ হইলেও প্রকৃত যজ্ঞ নহে, কারণ, দেবতার উদ্দেশে ত্যাগ করাকেই যজ্ঞ বলে, বৃষোৎসর্গের ত্যাগে সেরূপ দেবতোদ্দেশ্যকত্ব নাই। সুতরাং ইহাতে যজ্ঞস্বরূপ ধর্ম্ম গৌণরূপেই অবস্থিত; যজ্ঞ যে দেবতোদ্দেশে ত্যাগরূপ-কর্ম্মস্বরূপ তাহা স্মৃতিতে বলা হইয়াছে, যথা—"যজ্ঞ পদার্থটিকে বিশদ করিয়া বুঝাইয়া বলিতেছি, রুদ্র দেবতার উদ্দেশে ত্যাগের নাম যজ্ঞ, অপর কর্ম্মগুলি তাহার অঙ্গ" এই স্মৃতি-বাক্যের হরিশর্ম্মা এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন—"দেবতার উদ্দেশে দ্রব্যত্যাগের নাম যজ্ঞ, অপর সকল কর্ম্ম (হোমাদি) তাহার অঙ্গ।" এ সম্বন্ধে হারীতও এইরূপ বলিয়াছেন—"যে ক্রিয়াতে মন্ত্র দ্রব্য (মন্ত্রপূর্ব্বক দ্রব্যত্যাগ) এবং অগ্নির সম্মিলন হয়, তাহাকে মনীষিগণ যজ্ঞ বলেন।" কেহ আশঙ্কা করিয়াছিল, পূর্ব্বে যে, যজ্ঞের পরিভাষারূপ স্মৃতির বচন উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাতে দেবতার উদ্দেশে দ্রব্যত্যাগের নাম যজ্ঞ বলা হইয়াছে, কিন্তু হারীতের বচনে দেবতার নাম-গন্ধ নাই, কেবল মন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক দ্রব্যত্যাগের কথাই ত বলা হইয়াছে, অতএব দুইটি বচনের মধ্যে পরস্পর বিরোধ হইতেছে, ইহার উত্তরে স্মার্ত্ত বলিতেছেন, মন্ত্রকেও দেবতা স্বরূপজ্ঞানের জনক বলিয়া নির্দ্দেশ করায়, অর্থাৎ দেবতা ও মন্ত্রকে অভেদরূপে নির্দ্দেশ করায়, হারীতের বচনেও

"মন্ত্রদ্রব্যাগ্নিসংযোগং যজ্ঞমাহুর্ম্মনীষিণঃ ।"

মন্ত্রস্যাপি দেবতাবিগ্রহরূপত্বাৎ পূর্ব্ববচনেনাস্যাবিরোধঃ। তথাচ দেবীপুরাণীয়বাস্তুযাগে "প্রজেশং মন্ত্রবিগ্রহ-মি'ত্যুক্তম্ ॥' ১৪৪ ॥

অতএব মিতাক্ষরায়াং "বিবাহোৎসবযজ্ঞেষু" ইত্যত্র, "যজ্ঞে বৃষোৎসর্গাদাবি"ত্যুক্তম্। দ্বৈতনির্ণয়েঽপি "আভ্যুদয়িকঞ্চ বৃষোৎসর্গে ইষ্টিত্বেনাবশ্যকম্ একাদশাহে তু তদ্বিধের্নিরবকাশ-তয়া অপত্যৈবাভ্যুদয়িকাভাবেঽপি বৃষোৎসর্গসিদ্ধি"রিত্যুক্তম্। উশনসাপি,—

তু তন্নোক্তম্, এবং মন্ত্রদ্রব্যাগ্নীতি বচনে মন্ত্রস্য যজ্ঞঘটকত্বমুক্তং, পূর্ব্ববচনে তুচ্ছন্নোক্ত-মতো বিরোধঃ ; তত্রাহ মন্ত্রস্যাপীতি ॥ ১৪৪ ॥

অতএব বৃষোৎসর্গস্য ভাক্তযজ্ঞত্বাদেব। তদ্বিধেঃ একাদশাহে বৃষোৎসর্গবিধেঃ। নিরবকাশতয়া অসম্ভবাৎ কালান্তরতয়া। অপত্যৈবেতি ইষ্টিত্বেন বৃষোৎসর্গে আভ্যুদয়িক-মাবশ্যকং, বৎসরাদ্যন্তরে তু আভ্যুদয়িকনিষেধঃ, তত্রাভ্যুদয়িকং বিনা চ বৃষোৎসর্গস্যা-নমুষ্ঠানে একাদশাহে বৃষোৎসর্গানুষ্ঠানোপপত্তিরূপায়া গতেরসম্ভবাৎ তদ্বিধেরননুষ্ঠান-লক্ষণমপ্রামাণ্যমায়াতম্ অতস্তদ্বিধেঃ প্রামাণ্যরক্ষার্থমাভ্যুদয়িকরূপযজ্ঞং বিনাপি প্রধানভূতো

দেবতোদ্দেশে দ্রব্যত্যাগের কথা আসিতেছে, কাজেই কোন বিরোধ নাই। মন্ত্র যে দেবতাস্বরূপ, তাহা দেবীপুরাণীয় বাস্তুযাগপ্রকরণে স্পষ্টই বলা হইয়াছে। "প্রজার ঈশ এবং মন্ত্রই তাঁহার শরীর স্বরূপ।" ১৪৪।

বৃষোৎসর্গ একটি যজ্ঞ বলিয়াই মিতাক্ষরায় "বিবাহোৎসবযজ্ঞেষু" এই বচনের ব্যাখ্যায় "যজ্ঞ" শব্দের অর্থ—"বৃষোৎসর্গাদি" এইরূপ করা হইয়াছে। দ্বৈতনির্ণয়নামক গ্রন্থেও বলা হইয়াছে, "এই বৃষোৎসর্গটি যখন একটি যজ্ঞ, তখন ইহাতে আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধের অবশ্যকর্ত্তব্যতা বুঝিতে হইবে, তবে একা-দশাহে যে বৃষোৎসর্গ করা হয়, তাহাতে আভ্যুদয়িক করিবার বিধিটি অপ্রবৃত্ত হওয়ায়, আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধ না করিয়াও ঐ দিন বৃষোৎসর্গ করিলে উহা সিদ্ধ হইবে, অর্থাৎ অঙ্গবৈগুণ্যদোষে দূষিত হইবে না। "একাদশাহে যে, আভ্যু-দয়িক শ্রাদ্ধ ব্যতীতও বৃষোৎসর্গ সিদ্ধ হইবে, তাহা উশনা বলিয়াছেন, যথা—

"নার্ব্বাক্ সংবৎসরাদ্বৃদ্ধির্বৃষোৎসর্গে বিধীয়তে।
সপিণ্ডীকরণাদূর্দ্ধং বৃদ্ধিশ্রাদ্ধং বিধীয়তে॥" ইত্যুক্তম্। পারস্করেণ "শূলগব"মভিধায় "তেনৈব গোযজ্ঞো ব্যাখ্যাত" ইত্যাদিনা গোযজ্ঞমভিধায় "অন্তে তস্য তুল্যবয়া গৌর্দক্ষিণে"ত্যুক্তা "অথ বৃষোৎসর্গো গোযজ্ঞেন ব্যাখ্যাত" ইত্যুক্তম্। তেন বৃষোৎসর্গস্য শূলগবতুল্যগোযজ্ঞাতিদেশাৎ যাগত্বমিতি। যদ্যপি গোযজ্ঞ উপদিষ্টপায়সেন শূলগবাতিদিষ্ট-

বৃষোৎসর্গঃ কর্ত্তব্য ইতি। যদ্বা একাদশাহে বিহিতবৃষোৎসর্গে আভ্যুদয়িকস্যাঙ্গত্বমপি ন স্বীক্রিয়তে ইতি; অত্রেদং বোধ্যং,—বক্ষ্যমাণবচনেনাভ্যুদয়িকস্য নিষেধাঙ্গাতিঃ,ন তু পিতুঃ প্রেতত্বমাত্রাৎ, তথা সতি পুত্রান্যকর্ত্তৃকবৃষোৎসর্গস্থলে আভ্যুদয়িকানুষ্ঠানমাপদ্যেত, বক্ষ্যমাণবচনস্য তু প্রেতত্বপরীহারকবৃষোৎসর্গমাত্রে আভ্যুদয়িকনিষেধমাত্রে তাৎপর্য্যমিতি সর্ব্বসম্মতা ব্যবস্থা। বৃষোৎসর্গে প্রেতত্বপরীহারকবৃষোৎসর্গে, স চ পুত্রকর্ত্তৃকো বান্য-কর্ত্তৃকো বা ভবতু ন তত্র বিশেষঃ। একাদশাহে সপিণ্ডীকরণে কৃতে বৎসরাভ্যন্তরেঽপি কাম্যবৃষোৎসর্গে বৃদ্ধিশ্রাদ্ধং কর্ত্তব্যমেতদর্থমুক্তং সপিণ্ডীকরণাদ্যুত্তরার্দ্ধম্। মৈথিলাস্তু বৃষোৎসর্গদক্ষিণাশূন্যং সংপ্রদানাভাবাৎ বদন্তি, তদ্দূষয়িতুমুপক্রমতে পারস্করেণেতি। শূলগবং যজ্ঞবিশেষম্। গোযজ্ঞো যাগবিশেষঃ। উপদিষ্টেতি গোযজ্ঞে হি পায়সেন

"সম্বৎসরের মধ্যে যদি বৃষোৎসর্গ করা হয়, তবে তাহাতে আর বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ করিতে হইবে না, সপিণ্ডীকরণের পর যে বৃষোৎসর্গ করা হইবে, তাহাতেই বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ বিহিত হইয়াছে।" পারস্করও শূলগব নামক যজ্ঞবিশেষের ইতিকর্ত্তব্যতা বলিয়া, "ইহাতেই গোযজ্ঞও ব্যাখ্যাত হইল" এইরূপে গোযজ্ঞের কথা বলিয়া কর্ম্মের শেষে যাগীয় পশুর তুল্যবয়া গো দক্ষিণারূপে দান করিতে বলিয়া "গোযজ্ঞ দ্বারা বৃষোৎসর্গও ব্যাখ্যাত হইল," অর্থাৎ বৃষোৎসর্গের ইতিকর্ত্তব্যতাও এই গোযজ্ঞের মত। এই কথা বলিয়াছেন। অতএব বৃষোৎসর্গে শূলগব তুল্য গোযজ্ঞ নামক যাগবিশেষের ধর্ম্ম (ইতিকর্ত্তব্যতাদি) অতিদিষ্ট হওয়ায় (পরম্পরা সম্বন্ধে বিহিত হওয়ায়) বৃষোৎসর্গেরও যাগত্ব সিদ্ধ হইল। এক্ষণে কেহ আশঙ্কা করিয়াছিল, গোযজ্ঞে শূলগবের ইতিকর্ত্তব্যতার অতিদেশ নিবন্ধন উহাতেও যজ্ঞীয় পশুর তুল্যবয়স্ক গো দক্ষিণারূপে প্রাপ্ত হইয়াছিল বটে, কিন্তু গোযজ্ঞে পশুর পরিবর্ত্তে পায়স দ্বারা হোম করা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে

পশুনিবৃত্তৌ তস্য তুল্যবয়া গৌরিত্যনুপপন্নং, তথাপাত্র তচ্ছব্দেন প্রক্রান্তশূলগবপ্রক্রংস্যমানবৃষোৎসর্গপশুঃ পরামৃষ্যতে অতস্তয়োর্দক্ষিণেয়ম্। গোযজ্ঞপ্রকরণপাঠাৎ তত্রাপি যথাসম্ভববয়স্কা গৌর্দক্ষিণেতি হরিশর্ম্মাপ্যেবম্। এবঞ্চ বৃষোৎসর্গেঽপি বৃষতুল্যা গৌর্দক্ষিণেতি। ছন্দোগপরিশিষ্টেঽপি "অথ বৃষবৎস-

---

জুহুয়াদিত্যনেন পায়সোপদেশঃ, উপদেশশ্চাতিদেশস্য বাধকঃ, অতো গোযজ্ঞে পশোর্নিবৃত্তিরিতি ভাবঃ। তস্য তুল্যবয়া গৌঃ যাগীয়স্য পশোস্তুল্যবয়া গৌরিত্যর্থঃ। গোযজ্ঞে চ পশোরভাবাৎ তদনুপপন্নমিতি ভাবঃ। তয়োঃ শূলগববৃষোৎসর্গয়োঃ। দক্ষিণেয়মিতি তস্য তুল্যবয়া গৌর্দক্ষিণা ইতি। তত্রাপি গোযাগেঽপি। যথাসম্ভবেতি গোযজ্ঞে পশোরভাবাৎ তস্য তুল্যবয়া গৌর্দক্ষিণা ন সম্ভবতীতি। যথাসম্ভববয়স্কা গৌর্দক্ষিণেতি ভাবঃ। বৃষোৎসর্গে গোর্দক্ষিণায়াং সাধকান্তরমাহ ছন্দোগেতি। বস্ত্রযুগস্যেত্যস্য

উপদিষ্ট হইয়াছে, সাক্ষাৎ উপদেশ দ্বারা অতিদেশের বাধ অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে. সুতরাং গোযজ্ঞে হবনীয় পশুর অভাবে, তৎতুল্যবয়স্ক গোকে দক্ষিণারূপে প্রদান করিবার বিধানেরও প্রবৃত্তি হইতে পারে না। কাজেকাজেই গোযজ্ঞধর্ম্মের অতিদেশবিশিষ্ট বৃষোৎসর্গেও ঐরূপ দক্ষিণার কথা ত উঠিতেই পারে না। ইহার উত্তরে স্মার্ত্ত বলিতেছেন, যদিও গোযজ্ঞে যজ্ঞীয় পশুর অভাবে, তৎতুল্যবয়স্ক গোরু দক্ষিণা দিবার বিধানটি প্রবৃত্ত হইতে পারে না, কিন্তু বৃষোৎসর্গের বেলা সে কথা খাটে না, কারণ, প্রকরণপ্রাপ্ত শূলগবস্থলে যেমন যজ্ঞীয় পশুর সম্ভাব নিবন্ধন "তৎতুল্যবয়া" (তাহার তুল্যবয়স্ক) এই 'তৎ' শব্দ দ্বারা যজ্ঞীয় পশুর বোধ হইয়াছে, সেইরূপ বৃষোৎসর্গেও উৎসর্গের বিষয়ীভূত বৃষরূপ যজ্ঞীয় পশুর সম্ভাব থাকায়, ঐ 'তৎ' শব্দ দ্বারা সেইবৃষরূপ পশুরই বোধ হইতেছে। যদিও 'শূলগব' যাগটি প্রক্রান্ত (প্রকরণপ্রাপ্ত), সুতরাং স্বভাবতঃ অব্যবহিতপূর্ব্বোক্তের বোধক 'তৎ' শব্দ দ্বারা শূলগব যাগসম্বন্ধিপশুর বোধ সহজেই হইতেছে, তথাপি ঐ প্রকরণে বৃষোৎসর্গের পশুর কথা অব্যবহিতপরেই উপস্থাপিত হওয়ায়, ঐ 'তৎ' শব্দ দ্বারা তাহারও বোধ কেন না হইবে? দেখ, 'তৎ' শব্দ যেমন অব্যবহিতপূর্ব্বোক্তের বোধক, সেইরূপ অব্যবহিত পরোক্তেরও বোধক হইয়া থাকে। অতএব এই গাভীরূপ দক্ষিণা 'শূলগব' এবং 'বৃষোৎসর্গ" এই উভয়স্থ ব

তবে এস্থলে একথাও বলা উচিত যে, "অন্তে তস্য তুল্যবয়া গোঃ দক্ষিণা" (কর্ম্মের

তরীণামলঙ্কারং বাসসী চ আচার্য্যায় প্রযচ্ছেৎ গাঞ্চে”তি। অত্র বৃষবৎসতর্য্যলঙ্কারবস্ত্রযুগ্মস্য “পরিধাপ্যাহতে শুক্লে বাসসী হেমপট্টক”মিতি ছন্দোগপরিশিষ্টোক্তভূতোপযোগস্য প্রতিপত্তিমাচার্য্যায় পূর্ব্বমভিধায়, “গাঞ্চে”তি পৃথগুপাদানং তস্মৈ দক্ষিণার্থমিতি, ব্যক্তমাহ ভবিষ্যে,—

“বৃষতুল্যবয়োবর্ণো বৃষঃ স্যাদ্দক্ষিণা দ্বিজাঃ।
বৃষোৎসর্গে তথা পুংসাং স্ত্রীণাং স্ত্রী গৌর্ব্বিশিষ্যতে॥”

এতেন “দক্ষিণাশূন্য”মিতি মৈথিলোক্তং হেয়ম্। ব্রহ্মপুরাণেঽপি “স্বধা পিতৃভ্য” ইত্যাদ্যভিধায়,—

ভূতোপযোগোত্যন্তেনাম্বয়ঃ। পরিধাপ্যাচ্ছাদ্য। মনু যথা আচার্য্যায়ালঙ্কারবাসসাং দানং

শেষে যজ্ঞীয় পশুর তুল্যবয়স্কা গাভী দক্ষিণারূপে প্রদান করিবে), এই বিধানটি যখন গোযজ্ঞ প্রকরণে পঠিত (উল্লিখিত) হইয়াছে, তখন গোযজ্ঞে পশুর অসম্ভাব হইলেও যথাসম্ভব একটা পশুর কল্পনা করিয়া, তৎতুল্যবয়স্কা গাভী দক্ষিণারূপে প্রদান করাই উচিত। হরিশর্ম্মাও এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। এবঞ্চ যদি এইরূপ হইল, অর্থাৎ গোযজ্ঞে একটা পশুর কল্পনা করিয়া, তত্তুল্যবয়স্কা গাভী দক্ষিণারূপে দান করা ব্যবস্থাসিদ্ধ হইল, তাহ'লে বৃষোৎসর্গে পশুর সদ্ভাবহেতু ঐ বৃষের তুল্যবয়স্কা গাভীকে দক্ষিণা দেওয়াই শাস্ত্রসম্মত হইল। ছন্দোগপরিশিষ্টেও বৃষোৎসর্গে গাভী দক্ষিণা দিবার কথা বলা হইয়াছে, যথা “পরে বৃষ এবং বৎসতরীদিগের অলঙ্কার ও বস্ত্রযুগ্ম আচার্য্যকে দান করিবে, এবং একটি গাভীও দান করিবে।” এই বাক্যে ঐ ছন্দোগপরিশিষ্টেরই “অচ্ছিন্ন শুক্ল বস্ত্রযুগল এবং সোণার পাটা বৃষকে পরিধান করাইয়া” এই উক্তি অনুসারে তৎকালে বৃষ এবং বৎসতরীদিগের পর্য্যাপ্তরূপে পরিধানের উপযোগী অলঙ্কার এবং বস্ত্রযুগল আচার্য্যকে সমর্পণ করিবার বিধান প্রথমে করিয়া পরে যে, “গাঞ্চ” (গাভীও) এই কথাটি পৃথক্ করিয়া বলা হইয়াছে, উহা কেবল দক্ষিণা দিবার জন্যই যে বলা হইয়াছে, এইরূপ বুঝাইতেছে। বৃষোৎসর্গে (গোরূপ দক্ষিণা দিবার কথাটা ভবিষ্যপুরাণে আরও বিশেষ ক'রে বলা হইয়াছে, যথা,—“হে দ্বিজগণ! পুরুষদিগের উদ্দেশে বৃষোৎসর্গে বৃষের তুল্যবয়স এবং উহার সমানবর্ণ একটি বৃষই দক্ষিণা দিবে, এবং স্ত্রীদিগের উদ্দেশে বৃষোৎসর্গে গাভী দক্ষিণাদানের বিশেষ ফল

"দদ্যাদনেন মন্ত্রেণ তিলাক্ষতযুতং জলম্।
পিতৃভ্যশ্চ সমাসেন ব্রাহ্মণেভ্যশ্চ দক্ষিণাম্॥" ইত্যত্র ব্রাহ্মণেভ্যঃ ব্রহ্মহোত্রাচার্য্যেভ্যঃ ইতি প্রতীয়তে॥ ১৪৫॥

অত্র বৃষোৎসর্গমাত্রে এতন্মন্ত্রকরণকতিলযবযুক্তজলদান-শ্রুতেঃ প্রেতবৃষোৎসর্গেঽপি তৎকরণং, তদঙ্গত্বাৎ। ন চ "শূলগবাতিদিষ্টগোযজ্ঞাতিদেশাৎ বৃষোৎসর্গেঽপি আবসথ্যাগ্ন্যাদিমাত্রলাভেন নিরগ্নের্নাধিকার" ইতি বাচ্যং, "মধ্যে গবাং সুসমিদ্ধমগ্নিং কৃত্বাজ্যং সংস্কৃত্য ইহ রতিরিতি

তথা গোর্দক্ষিণমপি কর্ত্তব্যং ন তু গৌর্দক্ষিণা, তত্রাহ পূর্ব্বমভিধায়েতি। তস্মৈ আচার্য্যায়॥ ১৪৫॥

আবসথ্যাগ্নীতি। সাগ্নিকস্যাগ্নিঃ আবসথ্যাগ্নিঃ। শূলগবগোযজ্ঞয়োস্তদগ্নাবেব বিধানাৎ বৃষোৎসর্গেঽপি তদগ্নিমাত্রলাভঃ ইতি ভাবঃ। অগ্নিং কৃত্বেতি তথাচাবসথ্যাগ্নেঃ সিদ্ধত্বাৎ

উক্ত হইয়াছে।" এক্ষণে যে সিদ্ধান্ত দাঁড়াইল, তাহাতে মৈথিলগণ যে, বলিয়া থাকেন, বৃষোৎসর্গে দক্ষিণা নাই, সে ব্যবস্থা হেয় হইল।' ব্রহ্মপুরাণেও "(পিতৃভ্যঃ স্বধা) পিতৃগণের উদ্দেশে স্বধা" ইত্যাদি মন্ত্রের উল্লেখ করিয়া শেষকালে বলা হইয়াছে—"এই মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক পিতৃগণের উদ্দেশে তিল এবং অক্ষতযুক্ত জল সংক্ষেপে প্রদান করিয়া, ব্রাহ্মণদিগকেও দক্ষিণা প্রদান করিবে।" "ব্রাহ্মণেভ্যঃ" এই বহুবচন দ্বারা ব্রহ্মা, হোতা এবং আচার্য্য এই তিন-জনেরই প্রতীতি হইতেছে॥ ১৪৫॥

এস্থলে একথাও বক্তব্য যে, সাধারণ বৃষোৎসর্গমাত্রেই উক্ত বচনে "পিতৃভ্যঃ স্বধা" এই মন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক জলদানের কথা থাকায়, প্রেতোদ্দেশ্যক বৃষোৎসর্গ স্থলেও ঐরূপ জলদান করা যাইতে পারিবে; কারণ ঐরূপ জলদান বৃষোৎসর্গ মাত্রেরই অঙ্গস্বরূপ। এক্ষণে কেহ আশঙ্কা করিয়াছিল, পারস্কর প্রথমে শূলগব নামক যজ্ঞের কথা বলিয়া, ঐ 'শূলগবের ইতিকর্ত্তব্যতার গো-যজ্ঞে অতিদেশ করিয়াছেন, অর্থাৎ 'গো-যজ্ঞও ঐ প্রকারেই করিতে হইবে,' এই কথামাত্র বলিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে কোন বিশেষ বিধির উপদেশ করেন নাই। এইরূপে অতিদিষ্ট যজ্ঞের ইতিকর্ত্তব্যতার যখন পুনর্ব্বার বৃষোৎসর্গে অতিদেশ করা হইয়াছে অর্থাৎ বরাত দেওয়া হইয়াছে, তখন 'শূলগব' এবং 'গো-যজ্ঞে'র মত

ষড়াজ্যাহুতীর্জুহোতী”তি পারস্করীয়সূত্রে ‘অগ্নিং কৃত্বে’ত্যনেন লৌকিকাগ্নের্লাভাৎ, অন্যথা তদভিধানং ব্যর্থং স্যাৎ। অতএব “কৃষ্ণেনাপ্যন্ত্যজন্মন” ইতি সঙ্গচ্ছতে ॥ ১৪৬ ॥

বাচস্পতিমিশ্রাস্তু “আজ্যং সংস্কৃত্য ইহ রতিরিত্যানস্তর্য্যাভিধানাদাজ্যসংস্কারানুপদমেব ইহ রত্যাদিষড়াজ্যাহুতয়ঃ, তত

ন তস্য করণং সম্ভবতীতি লৌকিকাগ্নিলাভ ইতি ভাবঃ। ইহ রতিরিতীতি ইতি শব্দোহত্রাদ্যর্থঃ। তথাচ ইহ রতিরিত্যাদিমন্ত্রৈর্জুহুয়াদিত্যর্থঃ। তথাচোক্তম্ ইত্যাদি বহুবচনান্তা গণস্য সংসূচকা ভবন্তি ইতি। অন্যথা বৃষোৎসর্গে আবসথ্যাগ্নিমাত্রলাভার্থম্ অগ্নিং কৃত্বা ইত্যস্যাভিধানং ব্যর্থমিতি শূলগবাতিদিষ্টগোযজ্ঞাতিদেশাদেব বৃষোৎসর্গে আবসথ্যাগ্নিমাত্রলাভসম্ভবে অগ্নিং কৃত্বা ইত্যস্যাভিধানং ব্যর্থং স্যাদিতি ভাবঃ। অতএব নিরগ্নেরপ্যধিকারাদেব। কৃষ্ণেন কৃষ্ণবর্ণেন বৃষেণ। মৎস্যপুরাণে,—“শ্বেতোদরঃ কৃষ্ণপৃষ্ঠো ব্রাহ্মণস্য প্রশস্যতে। স্নিগ্ধরক্তেন বর্ণেন ক্ষত্রিয়স্য প্রশস্যতে। কাঞ্চনাভেন বৈশ্যস্য কৃষ্ণেনাপ্যন্ত্যজন্মনঃ॥ অন্ত্যজন্মনঃ শূদ্রস্য ॥ ১৪৬ ॥

আজ্যসংস্কারানুপদমেব আজ্যসংস্কারাব্যবহিতোত্তরমেব, তথাচ হোমমাত্র এবাজ্যসংস্কারস্য সত্ত্বাং গোযজ্ঞাতিদেশলব্ধত্বাচ্চ পুনঃ কথনং তদনুপদমেব ষড়াজ্যাহুতি-

---

বৃষোৎসর্গের হোমও যে, আবসথ্যাগ্নিতেই অর্থাৎ সাগ্নিকের অগ্নিতেই করিতে হইবে, ইহাইত বুঝাইতেছে ; কাজেই এই বৃষোৎসর্গে যে নিরগ্নির অধিকার নাই, অগত্যা এই কথাই স্বীকার করিতে হইতেছে।” স্মার্ত্ত ইহার উত্তরে বলিতেছেন —“ন চ বাচ্যম্”, এইরূপ—আপত্তি করিতে পারনা। দেখ, পারস্করের বৃষোৎসর্গ বিষয়ে যে সূত্র আছে, উহা এইরূপ “গোদিগের মধ্যে সুসমিদ্ধ অগ্নি করিয়া, আজ্যের সংস্কার করিবে, পরে ঐ অগ্নিতে ‘রতি’ এই কথা বলিয়া ছয়টি ঘৃতাহুতি দান করিবে। এই সূত্রে “অগ্নিং কৃত্বা” (অগ্নি করিয়া) এই বিধান দ্বারা লৌকিক অগ্নির স্থাপনই বুঝাইতেছে, না’হলে ঐরূপ উক্তিই ব্যর্থ হইয়া পড়ে, কারণ সাগ্নিকের আবসথ্য অগ্নিত আর নূতন করিয়া করিতে হয় না। এই হেতুই অর্থাৎ লৌকিক অগ্নিতে বৃষোৎসর্গের অনুষ্ঠান শাস্ত্রসম্মত হওয়াতেই, “শূদ্রগণেরাও কৃষ্ণবর্ণ বৃষ দ্বারা বৃষোৎসর্গ করিবে,” এই বিধানটিও সঙ্গত হইল। ১৪৬ ।

বাচস্পতিমিশ্র বলেন “একেত হোমমাত্রেই আজ্যসংস্কারের কর্ত্তব্যতা শাস্ত্রসিদ্ধ তাহার উপর বৃষোৎসর্গে গোযজ্ঞের ইতিকর্ত্তব্যতার বরাত দেওয়াতে

আঘারাজ্যভাগৌ, ততশ্চ পায়সাহুত্যো নব, ততঃ "পূষা গা" ইতিমন্ত্রেণ পৌষ্ণহোম" ইত্যাহুঃ। তন্ন, গোযজ্ঞাতিদেশেন পায়সদ্রব্যপ্রাপ্তৌ, তদপোহ্যাজ্যপ্রাপ্তয়ে আজ্যং সংস্কৃত্য "ইহ রতি"রিত্যভিধানস্য ফলবত্ত্বাৎ। আঘারাজ্যভাগানন্তরং "প্রকৃতহোমস্য উত্তরে আগ্নেয়ং, দক্ষিণে সৌম্যং, মধ্যে অন্যাহুতয়ঃ" ইতি সাংখ্যায়নোক্তাজ্যভাগহোমদেশান্তরালদেশস্যান্য-হোমস্য চ বাধাপত্তেঃ। আজ্যসংস্কারানন্তরপ্রাপ্তোপযমন-কুশাদানসমিধাধানাগ্নিপর্য্যুক্ষণানাং ষড়াহুতেঃ পূর্ব্বং

প্রাপ্তার্থম্, অন্যথা তদভিধানং বিফলং স্যাদিতি মিশ্রাভিপ্রায়ঃ। মিশ্রমতং দূষয়িতুং তদভিধানস্য সার্থক্যং দর্শয়িতি গোযজ্ঞাতিদেশেনেতি। তদাপাদ্য ইতি পাঠঃ। তস্যাপবাদং কৃত্বেত্যর্থঃ। তদপোহ্যেতি পাঠে পায়সদ্রব্যং নিরাকৃত্যেত্যর্থঃ। প্রকৃতহোমস্যেতি বাধা-পত্তেরিতি পরেণান্বয়ঃ। অন্যহোমীয়স্য চ তাদৃশান্তরালদেশস্য বাধাপত্তেরিত্যর্থঃ। অন্তরালদেশস্য মধ্যদেশস্য। আজ্যভাগশব্দঃ পরম অগ্নিদেবতাকসোমদেবতাকাহুতিদ্বয়ম্,

---

আজ্যসংস্কারেরও ত প্রাপ্ত হইয়াছিল, তবে আবার বৃষোৎসর্গবিষয়ক সূত্রে যে, নূতন করিয়া আজ্যসংস্কারের কথা বলিয়া 'রতি' এই মন্ত্র দ্বারা ছয়টি আহুতি দিবার বিধান করা হইয়াছে, তাহাতে ইহাই বুঝাইতেছে যে, আজ্য-সংস্কারের অব্যবহিত পরেই 'রতি' এই মন্ত্র দ্বারা ছয়টি আহুতি প্রদান করিবে; তাহার পর আঘার ও আজ্যভাগ নামক হোম করিয়া পায়স দ্বারা নয়টি আহুতি প্রদানপূর্ব্বক 'পূষা গা' এই মন্ত্র দ্বারা পৌষ্ণ হোম করিবে।" বাচস্পতিমিশ্রের এই মত খণ্ডন করিতে প্রবৃত্ত হইয়া স্মার্ত্ত বলিতেছেন—হোম মাত্রেই আজ্য-সংস্কারের বিদ্যমানতা থাকিলেও বৃষোৎসর্গবিষয়ক সূত্রে আজ্যসংস্কারের কথা নূতন করিয়া বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, বৃষোৎসর্গে গোযজ্ঞের অতিদেশ দ্বারা অর্থাৎ গোযজ্ঞের ইতিকর্ত্তব্যতার বরাত দেওয়ায়, গোযজ্ঞে যেমন পায়সদ্রব্য দ্বারা হবন উক্ত হইয়াছে, বৃষোৎসর্গেও সেইরূপ পায়স দ্রব্য দ্বারাই হবনের প্রাপ্তি হইয়াছিল, সেই পায়স দ্রব্যের পরিবর্ত্তে আজ্য দ্বারাই যে বৃষোৎসর্গে হবন করিতে হইবে, ইহা বুঝাইবার জন্যই পারস্করের সূত্রে "আজ্যসংস্কার করিয়া উহাতে "রতি" ইত্যাদিরূপ বিধান করার স্বতন্ত্র প্রয়োজন দৃষ্ট হইতেছে। আরও একটী দোষ আছে "সংস্কৃত্য—ষড়াহুতীঃ জুহোতি (আজ্যসংস্কার করিয়া

বাধাপত্তেশ্চ। এতানি চ তেনাপি পূর্ব্বমুক্তানি। যত্তু "পৌষ্ণস্য শ্রপণানুপদেশাদন্যত্র সিদ্ধস্যৈবাসাদন"মিত্যাহু-স্তদপি ন যুক্তং, "পৌষ্ণস্য জুহোতী"তি পৃথগুপাদানস্য পিষ্ট-

---

ভদনন্তরঞ্চ প্রকৃতহোমবিধানং তন্মধ্যতস্ত অন্যাহুতীনাং বিধানে তদ্বাধঃ স্যাদিতি ভাবঃ। ননূপযমনকুশাদানাদীনামপি বাধো মিশ্রস্য ইষ্ট এব, তত্রাহ তানি চেতি। তেনাপি মিশ্রেণাপি। পূর্ব্বম্ ইহরত্যাদিষড়াজ্যাহুতীভ্যঃ পূর্ব্বম্। অসিদ্ধস্যেতি অপক্বস্যেত্যর্থঃ। সিদ্ধস্যেতি পাঠে অন্যত্র সিদ্ধস্যেত্যর্থঃ। ইত্যাহুরিতি বাচস্পতিমিশ্রা ইত্যর্থঃ।

ছয়টি আহুতি প্রদান করিবে), এই বিধানে আজ্যসংস্কারের অব্যবহিত পরেই যে, ষড়াহুতি প্রদান করিবে, এমন কিছু বুঝাইতেছেনা, 'আজ্যসংস্কার করিয়া' এই পদে যে, ক্ত্বা' প্রত্যয় আছে, তাহার অর্থ "আনন্তর্য্য" মাত্র, অব্যবহিত পরেই, এরূপ অর্থ করিতে যাও কেন? এরূপ অর্থ করিলে, কতকগুলি দোষ হয়। প্রথমে দেখ, তুমি যে, আঘার ও আজ্যভাগের পর পায়স দ্বারা নয়টি আহুতি দিবার ক্রম বলিতেছ, সেই ক্রমের অনুসরণ করিলে, সাংখ্যায়ন যে, আঘার এবং আজ্যভাগের পরই "প্রকৃত হোমের উত্তরে আগ্নেয় দেবতার উদ্দেশে হোম, এবং দক্ষিণে সৌম্য (সোম দেবতার উদ্দেশে) হোম এবং মধ্যে অন্য আহুতি প্রদান করিবে," এই সূত্র দ্বারা আজ্যভাগহোমস্থানের মধ্যস্থলে অন্য হোমের বিধান করিয়াছেন, তাহার বাধ হইয়া পড়ে! শুধু তাহাই নহে, আঘার এবং আজ্যভাগের অব্যবহিত পরেই ষড়াহুতি দিবার ব্যবস্থা করিলে, আজ্য ভাগের পর এবং ষড়াহুতি দিবার পূর্ব্বে, উপযমন কুশাদান, সমিধ্ আদান এবং অগ্নিপর্য্যুক্ষণের অনুষ্ঠান যে কর্ত্তব্য বলিয়া বিহিত হইয়াছে, সে ক্রমেরও বাধ হইয়া পড়ে। যদি বল, ইষ্টাপত্তি অর্থাৎ বাধ হইলেই বা ক্ষতি কি? তাহা বলিতে পারনা; কারণ বাচস্পতিমিশ্র মহাশয়ও আজ্যভাগের পর এবং এই ষড়াহুতির পূর্ব্বে ঐ কার্য্যগুলির কর্ত্তব্যতা প্রতিপাদন করিয়াছেন। আরও একটি কথা এই যে, ঐ বাচস্পতিমিশ্রই বলিয়াছেন, "পূষন্ দেবতার উদ্দেশে পৃথক্ চরুপাকের বিধান না থাকায়, অন্য দেবতার উদ্দেশে পক্ব-চরুরই গ্রহণ করিতে হইবে।" এব্যবস্থাও যুক্তিযুক্ত নহে, কারণ "পূষন্ দেবতার উদ্দেশে হোম করিবে," এই পৃথক্ হোমের বিধান দ্বারাই পূষন্ দেবতার উদ্দেশে যে, পিটুলীর চরু পাক করিতে হইবে, ইহাই বুঝাইতেছে; এরূপ না বলিলে, অর্থাৎ পৌষ্ণ চরু পৃথক্‌রূপে বিহিত হইয়াছে, এরূপ

চর্ব্বণত্বাচ্চ । অন্যথা ছন্দোগানামিব তণ্ডুলচরুঃ স্যাৎ । যথা,—

"যদ্যপ্যদন্তকঃ পূষা পৈষ্টমত্তি সদা চরুম্ ।

অগ্নীন্দ্রেশ্বরসামান্যাত্তণ্ডুলোঽত্র বিধীয়তে ॥" ইতি ছন্দোগপরিশিষ্টাৎ, "পৈষ্টং চরুমিত্য"ত্র চরুশব্দস্য সংস্কারবিশেষসংস্কৃতান্নবাচিত্বেন চরুপরিভাষাপ্রাপ্তে বাধস্যাযুক্তত্বাচ্চ । অতএব শ্রপণমপ্যাহ বিষ্ণুঃ, "অগ্নিং পরিস্তীর্য্য পৌষ্ণং শ্রপয়িত্বা পূষা গা ইতি মন্ত্রেণ" ন চৈতৎ কঠশাখিমাত্রপরম্, অন্যোক্তস্যাপ্যাকাঙ্ক্ষিতত্বেনান্যত্রান্বয়াৎ তথাচ ছন্দোগপরিশিষ্টম্—

ছন্দোগানামিতি দৃষ্টান্তো দত্তঃ, তৎসিদ্ধার্থং ছন্দোগানাং তণ্ডুলচরুপ্রমাণমাহ যদীতি । ননু পৈষ্টং চরুমিত্যত্র অপর এব চরুঃ গৃহ্যতাং, যথাকথঞ্চিৎ পক্কো বা গ্রাহ্যঃ, তত্রাহ সংস্কারেতি । পূষা গা ইতি মন্ত্রেণ জুহুয়াদিত্যর্থঃ । যত্র প্রয়োজনাভাবে ইতি অব-

---

না বলিলে, ছন্দোগদিগের (সামবেদীয়দিগের) ন্যায় তণ্ডুলচরু দ্বারাই পৌষ্ণ হোম করিবার প্রসক্তি হইয়া পড়ে। সামবেদীয়গণ যে, তণ্ডুল চরু দ্বারা পূষন্ দেবতার হোম করিয়া থাকে, তদ্বিষয়ে ছন্দোগপরিশিষ্টের একটি বিশেষ বচন দৃষ্ট হয়, যথা—"যদিও পূষন্ দেবতা দন্তহীন বলিয়া পৈষ্ট চরুই ভক্ষণ করেন, তথাপি অগ্নি, ইন্দ্র এবং ঈশ্বরের সহিত একচরু দ্বারাই তাঁহার হোম বিধান করায় তণ্ডুলচরুদ্বারাও তাঁহার হোম করা যাইতে পারে।" যদি বল, "পৈষ্টচরু" পিটুলীর চরু একথাটাই ত "সোণার পাথরবাটীর" মত অযৌক্তিক, কারণ চরু শব্দটি সংস্কারবিশেষ দ্বারা সংস্কৃত অন্নেরই বাচক, তথাপি শাস্ত্রে যখন "পৈষ্টচরু" এইরূপ কথাই ব্যবহৃত হইয়াছে, তখন উহাকে পারিভাষিক চরু বলিতে কোন বাধা দেখিতে পাওয়া যায় না। অতএব যখন পূষার জন্য পিটুলীর চরু করাই আবশ্যক হইল, তখন তাহাকে পাক করিয়া লইবার কথাও বিষ্ণু বলিয়াছেন, যথা—"অগ্নি যথাবিধি স্থাপিত করিয়া পূষা দেবতার উদ্দেশে চরুপাক করিয়া, 'পূষা গা' এই মন্ত্রদ্বারা হোম করিবে।" এই পিটুলীর চরু দ্বারা পূষার হোম করা কঠশাখায় উক্ত হইলেও পূষার হোমের নিমিত্ত যখন পৈষ্ট চরু আকাঙ্ক্ষিত (আবশ্যক), তখন অন্য শাখীদিগেরও যে, উহা করিতে হইবে, ইহা শাস্ত্রাভিমত। অপর শাখায় উক্ত

"যন্নাম্নাতং স্বশাখায়াং পরোক্তমবিরোধি চ।
বিদ্বদ্ভিস্তদনুষ্ঠেয়মগ্নিহোত্রাদিকর্ম্মবৎ॥"

এবমেব হরিশর্ম্মপ্রভৃতয়ঃ। চরুবিধৌ বিদ্যাকরবাজপেয়ী "শাস্ত্রাবধারণবেলায়াং হি যত্র প্রয়োজনাভাবাদিনিশ্চয়স্তত্রৈব তদুপাদানাদিলোপঃ শাস্ত্রার্থঃ। যথা কৃষ্ণলে অবঘাতাদিলোপঃ। যত্র তু তদনুষ্ঠানবেলায়ামেব পুরুষদোষেণ

বিতুষীকরণদ্বারা যাগোপকারকতা, কৃষ্ণলস্থলে তু তাদৃশদ্বাররূপপ্রয়োজনাভাবনিশ্চয়ঃ প্রাগেব ইতি ভাবঃ। কৃষ্ণলে ইতি কৃষ্ণলান্‌ শ্রপয়েদিতি ব্রীহিবিকৃতিযাগে শ্রূয়তে, কৃষ্ণলশ্চ কলায়াকারঃ পঞ্চরত্তিকাপরিমিতস্বর্ণনির্ম্মিতঃ, তত্র যাগে প্রকৃতিবদ্বিকৃতিরিতি ন্যায়েন ব্রীহিধর্ম্মাবঘাতপ্রাপ্ত্যা তুষাভাবেঽপ্যদৃষ্টার্থং কৃষ্ণলেঽবঘাতঃ কর্ত্তব্য ইতি পূর্ব্বপক্ষে সিদ্ধান্তসূত্রদ্বারা সম্ভবাদিতি অবঘাতস্য বৈতুষ্যং দ্বারং, তস্য কৃষ্ণলে স্বতঃসিদ্ধত্বাৎ অবঘাতো ব্যর্থঃ, ন চাদৃষ্টার্থঃ কর্ত্তব্যঃ, দৃষ্টার্থকত্বে সম্ভবতি অদৃষ্টার্থকল্পনায়া

হইলেও অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম যে কর্ত্তব্য, তাহা ছন্দোগপরিশিষ্টে বলা হইয়াছে, যথা—"যাহা নিজ শাখায় উক্ত হয় নাই, কিন্তু অন্য শাখায় অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, অথচ যে কর্ম্মটি অবিরোধী অর্থাৎ তাহা করিলে, কোনরূপ শাস্ত্রের বিরুদ্ধাচরণ করা হয় না। বিদ্বান্‌গণ অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মের ন্যায়, সেইরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠানও করিবেন।" হরিশর্ম্মা প্রভৃতিরা এইরূপ ব্যবস্থাই করিয়াছেন। চরু প্রস্তুত করার প্রকরণে বিদ্যাকর বাজপেয়ী এইরূপ বলিয়াছেন—"শাস্ত্রের অভিপ্রায় নির্ণয় করিবার সময় যে সকল শাস্ত্রোক্ত কার্য্যের কোনরূপ প্রয়োজন লক্ষিত হইবে না, সেইরূপ কার্য্যসকল ছাড়িয়া দেওয়াই শাস্ত্রের অভিপ্রায় বুঝিতে হইবে। যেমন অবঘাতের অনুষ্ঠান করা হয় না। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, যজ্ঞবিশেষে ব্রীহির (ধানের) পরিবর্ত্তে কৃষ্ণল ব্যবহার করিবার কথা বলা হইয়াছে, কৃষ্ণল শব্দের অর্থ কাশীরাম পঞ্চরত্তিপরিমিত সুবর্ণনির্ম্মিত কলায়াকার বস্তু, এইরূপ করিয়াছেন, রাধাচরণ গোস্বামী উহার অর্থ লৌহকলায়, এইরূপ করিয়াছেন। যাহাই হোক, উহা যখন ব্রীহির প্রতিনিধি স্বরূপ, তখন শাস্ত্রে ব্রীহিবিষয়ে অবঘাত (মুষলাঘাতদ্বারা তুষ কাঁড়ান) রূপ ক্রিয়াটি বিহিত হইয়াছে, কৃষ্ণলেও সেইরূপ অবঘাত ক্রিয়ার প্রাপ্তি হইয়াছিল, কিন্তু অবঘাতের একমাত্র প্রয়োজন

প্রয়োজনাভাবো জ্ঞায়তে, তদা তৎপ্রাক্ তন্নিশ্চয়াৎ শাস্ত্র-প্রাপিতঃ পদার্থো নিয়মাপূর্ব্বমাত্রার্থমনুষ্ঠেয় এব। অতএব প্রকৃতেহপ্যালস্যাদিনা ব্রীহ্যাদিস্থানে তণ্ডুলাদিষু গৃহীতেষু, অবঘাতাদি সমাচরন্তি যাজ্ঞিকাঃ, পঠন্তি চ,—

"ঘাতে ন্যূনে তথা ছিন্নে দাম্নাদ্যো মান্ত্রিকে তথা।

অন্বাখ্যাতাদিতি। অনুষ্ঠানবেলায়ামেব ন তু শাস্ত্রাবধারণবেলায়ামিত্যর্থঃ। প্রাপিতি শাস্ত্রাবধারণবেলায়ামিত্যর্থঃ। তন্নিশ্চয়াৎ প্রয়োজননিশ্চয়াৎ। নিয়মাপূর্ব্বেতি সংস্কৃতা এব ব্রীহয়ো যজ্ঞায় কল্প্যন্তে ইতি নিয়মপ্রতিপাদ্যাপূর্ব্বেত্যর্থঃ। অতএব শাস্ত্রপ্রতিপাদিত-পদার্থস্যাবশ্যানুষ্ঠেয়ত্বাদেব। প্রকৃতাবপি প্রকৃতীভূতযাগেহপি। মান্ত্রিকে ঘাতে ন্যূনে

তুষ কাঁড়ান বই আর কিছুই নহে, কাজেই কুক্ষলে তুষ না থাকায়, উক্ত প্রয়োজনের অভাব নিবন্ধন অবঘাতও করা হয় না। কিন্তু যে স্থলে কর্ম্মানু-ষ্ঠানের সময়, পুরুষ অর্থাৎ আহরণকর্ত্তার দোষে (ভ্রমবশতঃ) আহৃত বস্তুতে শাস্ত্রোক্ত ক্রিয়ার প্রয়োজনাভাব লক্ষিত হইবে, সে স্থলে শাস্ত্রাভিপ্রায় নির্ণয় করিবার সময়ই উক্ত ক্রিয়া কর্ত্তব্য বলিয়া নিশ্চয় থাকায়, মাত্র নিয়ম পালনজন্য অদৃষ্টফল লাভার্থ, শাস্ত্রোক্ত ক্রিয়ার অনুষ্ঠান অবশ্য কর্ত্তব্য।" এই কথাটি একটু বিশদরূপে বুঝাইলে মন্দ হইবে না। শাস্ত্রে যে স্থলে ব্রীহির পরিবর্ত্তে কুক্ষলের ব্যবহার করিতে বলা হইয়াছে, সে স্থলে তুষ-কাঁড়ানরূপ অবঘাত ক্রিয়ার প্রয়োজন না থাকায় উহা না করাই শাস্ত্রাভিপ্রেত বলিয়া বুঝা যাইতেছে, কিন্তু যে স্থলে ব্রীহিরই (ধান্যেরই) ব্যবহার করিতে বলা হইয়াছে, অথচ, কর্ম্মকর্ত্তা তণ্ডুল (কাঁড়ান চাউল) আনিয়া হাজির করি-য়াছে, এস্থলে কর্ম্মানুষ্ঠানের সময়ই তণ্ডুলে অবঘাত ক্রিয়া সম্পূর্ণ নিষ্প্রয়োজন বলিয়া প্রতীত হইতেছে। কিন্তু যতক্ষণ কার্য্যক্ষেত্রে তণ্ডুল আনিয়া হাজির হয় নাই, ততক্ষণ অবধি শাস্ত্রোক্ত অবঘাত ক্রিয়া যে অবশ্য করিতে হইবে, এইরূপ নিশ্চয়ই ছিল, এক্ষণে কার্য্যকালে চাউল দেখিয়া অবঘাত নিষ্প্রয়োজন বলিয়া বোধ হইতেছে; হইলেও মাত্র শাস্ত্রোক্ত নিয়মপালন জন্য অবঘাত অবশ্য কর্ত্তব্য। এই হেতুই আয়োজন কর্ত্তার আলস্যাদি দোষবশতঃ ব্রীহিস্থানে তণ্ডুলের সংগ্রহ করা হইলেও যাজ্ঞিকগণ ঐ তণ্ডুলেতেই মন্ত্র পাঠ করত অবঘাত ক্রিয়া করিয়া থাকেন, তাঁহারা এই বচনটিও পাঠ করেন,—"মন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক নিষ্পাদ্য অবঘাতাদি কার্য্য

যজ্ঞে মন্ত্রাঃ প্রয়োক্তব্যাঃ মন্ত্রা যজ্ঞার্থসাধকাঃ ॥"

অস্মিংস্তু কল্পে মন্ত্রার্থজ্ঞানস্য নাত্যুপযোগঃ। "ইত্থমেবেদানীং প্রয়োগানুষ্ঠান"মিত্যাহ ॥ ১৪৭ ॥

যত্তুপরম অগ্নেঃ প্রাগগ্রৈর্দর্ভৈরীশানাৎ সৌম্যান্তং যজুর্ব্বেদিকপরিস্তরণমাহুস্তদপি ন যুক্তং, "সর্ব্বাশ্চাগ্নিতো দক্ষিণতঃ

সত্যর্থঃ। এবমচ্ছিদ্রে ইত্যাদৌ বোধ্যঃ। শান্তেঽবঘাতে। ন্যূনে মন্ত্রপাঠশূন্যে। ছিন্নে পবিত্রাদৌ। সামান্যে হবিষি। যাজ্ঞিকে মন্ত্রাদৌ। যজ্ঞার্থস্য যজ্ঞকর্ম্মপরম্পরাপূর্ব্বস্য অঙ্গাপূর্ব্বজননদ্বারা সাধকা ইত্যর্থঃ। অস্মিংস্তিতি বিতুষীকরণরূপদৃষ্টার্থতায়া অদৃষ্টার্থকত্বা যদা স্মার্ত্ত্বা দ্রব্যপ্রকাশনার্থং মন্ত্রার্থজ্ঞানাপেক্ষাস্তি অস্মিংস্তু, কল্পেঽবঘাতাদৌ ন্যূনে সতি যজ্ঞকালে মন্ত্রপাঠকল্পে ইত্যর্থঃ। ইত্যাহেতি বিদ্যাকরবাজপেয়ী স্থিতানেন পূর্ব্বেণান্বিতম্ ॥ ১৪৭ ॥

যত্তু অপরমাহুরিত্যাশয়ঃ। বাচস্পতিমিশ্রা ইত্যর্থঃ। যথা আদৌ তঃ পরিস্তরণাদি দক্ষিণতঃ

যদি ন্যূন হয়, অর্থাৎ মন্ত্র না পড়িয়াই উহাদের অনুষ্ঠান করা হয়, এবং পবিত্রাদি দ্বারা হবির বিভাগসময়ও যদি যথাযথ মন্ত্র পাঠ করা না হয় তাহ'লে বিশেষ ক্ষতি হইবে না; কিন্তু ঐ মন্ত্রগুলির যজ্ঞানুষ্ঠানকালে পাঠ করিতে হইবে, কারণ মন্ত্র সকল যজ্ঞার্থের সাধক।" ইহার তাৎপর্য্য এই, ব্রীহিস্থলে তণ্ডুল আনিলে, তাহা দ্বারা কার্য্য হইবে কিরূপে? মন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক অবঘাত দ্বারা তুষ কাঁড়াইয়া লওয়াই ত শাস্ত্রসম্মত কার্য্য, তণ্ডুলের তুষ কাঁড়ান কিছু পূর্ব্বে সেরূপ মন্ত্রপূর্ব্বক অবঘাত ক্রিয়া দ্বারা করা হয় নাই, তবে সেরূপ তণ্ডুল দ্বারা কার্য্য হয় কিরূপে? এই আপত্তি খণ্ডনের জন্যই যাজ্ঞিকেরা তণ্ডুল ব্যবহার করিবার উক্ত বচনটি পাঠ করিয়া থাকেন। ইহার তাৎপর্য্য—মন্ত্রপূর্ব্বক অবঘাত দ্বারা তুষ কাঁড়ান না হইলেও তণ্ডুলের উপর অবঘাত মন্ত্র পাঠ করিলেই ফলের কোনরূপ অন্যথা হইবে না। এইরূপ পক্ষাবলম্বীদিগের মতে মন্ত্রের উচ্চারণ মাত্রেই কার্য্যের সাফল্য হয়, মন্ত্রার্থ-জ্ঞানের কোন উপযোগিতা নাই। আজকাল কার্য্যের অনুষ্ঠান এইরূপই হইয়া থাকে অর্থাৎ একণে মন্ত্রপাঠ সহকারে অবঘাত দ্বারা ব্রীহিকে তুষশূন্য করা হয় না, কিন্তু তণ্ডুলের উপরই মন্ত্র পাঠ করিয়া অবঘাত করা হয়। এই অবধি বাজপেয়ীর কথাই বলা হইল। ১৪৭।

একণে আবার বাচস্পতিমিশ্রের আর একটি ব্যবস্থার দোষ দিতেছেন,—

প্রবৃত্তয়ঃ উদক্সংস্থা ভবন্তী”তি সাংখ্যায়নবিরোধাৎ। ততশ্চা”গ্নেয়াদীশানং, ব্রহ্মণোঽগ্নিপর্য্যন্তং, নৈঋতাদ্বায়ব্যান্তম্, অগ্নেঃ প্রণীতাপর্য্যন্তং পরিস্তরণং” রামদত্তাদ্যুক্তং যুক্তম্ ॥১৪৮॥

আচার্য্যলক্ষণন্তু ছন্দোগপরিশিষ্টে,—

“উদাহরতি বেদার্থান্ যজ্ঞবিদ্যাং স্মৃতীরপি।
শ্রুতিস্মৃতিসমাপন্নমাচার্য্যং তং বিদুর্ব্বুধাঃ ॥”

দক্ষিণাং দিশমারভ্য প্রবৃত্তয়ঃ উদক্সংস্থাঃ উত্তরাদিক্পর্য্যন্তাঃ পরিপাট্যাঃ দক্ষিণতঃ প্রবৃত্তির্যাসাং তাঃ. ঈশানাদুত্তরাবধিকাস্তরণে তদর্থন্ত্যানি গ্রাহ্যং ঈশানস্য সৌম্যাপেক্ষয়া দক্ষিণত্বাভাবাৎ সৌম্যস্যাপি ঈশানাপেক্ষয়া উত্তরত্বাভাবাৎ রামদত্তাদিমতং তু সম্যক্, যতঃ ঈশানস্যাগ্নেয়ং দক্ষিণং, তস্যাপি তদুত্তরম্, এবং বায়ব্যস্যাপি নৈঋতং দক্ষিণং, নৈঋতস্যাপি বায়ব্যম উত্তরং, প্রণীতায়াশ্চাগ্নির্দক্ষিণঃ, এবমপরত্র ॥ ১৪৮

বৃষবৎসতরীণ মলঙ্কারং বাসসী আচার্য্যায় প্রযচ্ছেৎ সাংখ্যেতি পূর্ব্বমুক্তং, তত্রাচার্য্যস্য লক্ষণমেতদর্থঃ। আচার্য্য তমিতি তথাচাত্রাচার্য্যপদেন তদর্থকো গৃহীতঃ,

আরও দেখ, বাচস্পতিমিশ্র যে, বৃষোৎসর্গীয়কর্ম্মের সম্বন্ধে অগ্নির ঈশান কোণ হইতে দক্ষিণ দিক্ পর্য্যন্ত প্রাগগ্র (পূর্ব্বদিকে অগ্রবিশিষ্ট) কুশ বিছাইবার কথা বলিয়াছেন, তাহাও যুক্তিযুক্ত নহে; কারণ, ঐরূপ ব্যবস্থা করিলে “সমুদয় আস্তরণ কুশ দক্ষিণ হইতে আরব্ধ হইয়া ক্রমশঃ উত্তরে আস্তীর্ণ হইবে।” এই সাংখ্যায়নসূত্রের সহিত বিরোধ ঘটে। অতএব রামদত্ত প্রভৃতি যে, “অগ্নিকোণ হইতে ঈশানকোণ পর্য্যন্ত, ব্রহ্মা হইতে অগ্নি পর্য্যন্ত, নৈঋতকোণ হইতে বায়ুকোণ পর্য্যন্ত, এবং অগ্নি হইতে প্রণীতা পর্য্যন্ত কুশাস্তরণের ব্যবস্থা বলিয়াছেন, তাহাই যুক্তিযুক্ত, কারণ তাহা হইলেই কুশাস্তরণ দক্ষিণ হইতে আরব্ধ হইয়া উত্তরদিকেই হইতে থাকে ॥ ১৪৮ ॥

পূর্ব্বে যে বৃষবৎসতরীদিগের অলঙ্কার বস্ত্রযুগ্ম এবং দক্ষিণাস্বরূপ একটি গোরু আচার্য্যকে প্রদান করিবার কথা বলা হইয়াছে, ঐ আচার্য্যের লক্ষণ ছন্দোগপরিশিষ্টে এইরূপ করা হইয়াছে,—“যে ব্যক্তি বেদের অর্থ, যজ্ঞানুষ্ঠানের শাস্ত্র, এবং স্মৃতি সম্যক্রূপে জ্ঞাত হইয়া কার্য্যকালে উহাদের প্রমাণ প্রদর্শন করিতে সমর্থ এবং স্বয়ং বেদ ও স্মৃতিতে উল্লিখিত কর্ম্ম সকলের যথাযথ অনুষ্ঠাতা, তাঁহাকেই পণ্ডিতগণ আচার্য্য বলিয়াছেন।” কাশীরাম বলেন—“আচার্য্য

শ্রুতিস্মৃতিসমাপন্নং শ্রুতিস্মৃত্যুক্তকর্ম্মযুক্তম্ । আহতবস্ত্রমাহ বশিষ্ঠঃ,—

"ঈষদ্ধৌতং নবং শ্বেতং সদশং যন্ন ধারিতম্ ।

আহতং তদ্বিজানীয়াৎ সর্ব্বকর্ম্মসু পাবনম্ ॥"

ঈষৎ সূক্ষ্মতন্তুকম্ । ন চ "ব্রহ্মৈব বৈদিক ঋত্বিক্ পাকযজ্ঞে স্বয়ং হোতে"তি গোভিলসূত্রাৎ,—

"ব্রহ্মণে দক্ষিণা দেয়া যত্র যা পরিকীর্ত্তিতা ।

কর্ম্মান্তেঽনুচ্যমানায়াং পূর্ণপাত্রাদিকা ভবেৎ ॥" ইতি ছন্দোগপরিশিষ্টাচ্চ, ব্রহ্মণে সুবর্ণদক্ষিণা দেয়েতি

তস্মৈ বৃষালঙ্কারাদিকং দেয়মিত্যর্থঃ । 'পরিধাপ্যাহতে শুক্লবাসসী হেমপট্টকে' ইত্যুক্তং, তত্রাহতলক্ষণমাহ ঈষদ্ধৌতমিতি । ব্রহ্মৈবৈক ঋত্বিগিতি ন তু সদস্যাদি ঋত্বিগিত্যর্থঃ । তথাচ ছন্দোগপরিশিষ্টং,—স্বয়ং চেদুভয়ং কুর্য্যাদিতি,—উভয়ং ব্রহ্মত্বং হোতৃত্বঞ্চ । স্বয়ং হোতা যজমানহোতা । কর্ম্মান্তে দক্ষিণা দেয়েত্যন্বয়ঃ । অনুচ্যমানায়াং বিশিষ্য

পদটি তন্ত্রধারকেরই বাচক । পূর্ব্বে যে বৃষকে 'আহত' বস্ত্র পরিধান করাইবার কথা বলা হইয়াছে, বশিষ্ঠ ঐ আহত বস্ত্রের লক্ষণ এইরূপ করিয়াছেন, যথা—"সূক্ষ্মসূত্রে নির্ম্মিত, ধৌত (কাচা), নূতন সাদা ছিলা বা আঁচলা যুক্ত, এবং পূর্ব্বে যাহা ব্যবহৃত হয় নাই, এইরূপ বস্ত্রকে আহত বস্ত্র বলে ।" * কেহ আপত্তি করিয়াছিল, "বৈদিক কর্ম্মে ব্রহ্মাই ঋত্বিক্ (তন্ত্রধারক) হইবে, এবং পাকযজ্ঞে কর্ত্তা নিজেই হোতা হইবে," এই গোভিলসূত্রোক্ত বিধানানুসারে, এবং "যে কর্ম্মের জন্য যেরূপ দক্ষিণা দিবার কথা বলা হইয়াছে, কর্ম্মের অন্তে তাহা ব্রহ্মাকেই প্রদান করিবে, যে, স্থলে দক্ষিণার স্বরূপ বিশেষরূপে কথিত হয় নাই, সে স্থলে পূর্ণপাত্রই দক্ষিণা দিবে ।" এই ছন্দোগপরিশিষ্টের বচন অনুসারেও কর্ম্মমাত্রের দক্ষিণা ব্রহ্মাকে দিবার কথা থাকায়, সুবর্ণ

---

* বশিষ্ঠের "ঈষৎ" কথাটির স্মার্ত্ত "সূক্ষ্মসূত্রনির্ম্মিত" এইরূপ অর্থ করিলেও আমাদের দেশের লোকে তাহা গ্রহণ করে নাই । বহুকাল হইতেই উহার 'ক্ষুদ্র' এইরূপ অর্থই গ্রহণ করা হইয়াছে, এবং সেই জন্য পূজাদির বস্ত্র ক্রমশঃ ছোট হইতে হইতে এক্ষণে একেবারে দুপয়সা চারপয়সা মূল্যের রাঙা সূতার জোড়ে দাঁড়াইয়াছে এবং শ্রাদ্ধস্থলে একহস্ত পরিমিত গামছায় ঠেকিয়াছে ।

বাচ্যম্; হোমদক্ষিণায়া এব ব্রহ্মসম্প্রদানকত্বাৎ। অতএব দর্শাদিযাগমাত্রমভিধায় গোভিলেনাপি "পূর্ণপাত্রো দক্ষিণা, তং ব্রহ্মণে দদ্যাদি"ত্যুক্তম্। পাত্র ইতি'ত্র'ান্তত্বেঽপি পুংস্ত্বং ছান্দসম্। এতদনুসারাৎ কর্ম্মান্ত ইতি ব্রহ্মাধ্যাহোমপরং, ন তু পরিশিষ্টপ্রকাশোক্তনামকরণাদিপ্রধানকর্ম্মান্তপরম্। অতস্ত-

---

অনুষ্ঠামানায়াং দক্ষিণায়াম্। দর্শাদিযাগমাত্রমিতি দক্ষিণারহিতত্বাভিপ্রায়েণ মাত্রপদম্।

সর্গের দক্ষিণাও ব্রহ্মাকে দান করাই কর্ত্তব্য, ইহার উত্তরে স্মার্ত্ত বলিতেছেন, এরূপ আপত্তি করিতে পার না, কারণ, হোমের দক্ষিণাই ব্রহ্মাকে দিবার কথা শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। এই হেতুই গোভিলও দর্শাদি যাগের কথা তুলিয়া বলিয়াছেন—"পূর্ণপাত্রই দক্ষিণা, এবং ঐ পূর্ণপাত্র ব্রহ্মাকেই প্রদান করিবে।" 'ত্র' প্রত্যয়ান্ত 'পাত্র' শব্দটি সাধারণতঃ ক্লীবলিঙ্গে ব্যবহার করিবার নিয়ম থাকিলেও গোভিলের সূত্রে যে উহার পুংলিঙ্গে ব্যবহার করা হইয়াছে, উহা আর্ষ প্রয়োগ। এই শেষোক্ত গোভিলসূত্রের বিধি অনুসারে ছন্দোগ-পরিশিষ্টের বচনে যে 'কর্ম্মান্তে' কথাটি আছে, তাহাদ্বারা 'ব্রহ্মার নিজের অনুষ্ঠেয় কর্ম্মের অন্তে' এইরূপই বুঝিতে হইবে। সুতরাং পরিশিষ্টপ্রকাশ নামক ছন্দোগ পরিশিষ্টের টীকাকার যে, উহার "নামকরণ আদি প্রধান কর্ম্মের অন্তে" এই-রূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা ঠিক নহে। অতএব সেই সকল কর্ম্মের দক্ষিণা ব্রহ্মা ভিন্ন অপর ব্যক্তিকেও দিতে পারিবে, এইরূপ স্থির হইল। কেহ আপত্তি করিয়াছিল গোভিলসূত্রে "পাকযজ্ঞে কর্ত্তা নিজেই হোতা হইবে," এইরূপ বিধান থাকায়, বৃষোৎসর্গে কর্ত্তা ভিন্ন আর কাহারও হোতার কার্য্য করা উচিত নহে, স্মার্ত্ত ইহার "ন চ বাচ্যম্" (এরূপ কথাও বলিও না) বলিয়া উত্তর করিতেছেন— দেখ, "আবশ্যক প্রয়োজন উপস্থিত হইলে, সাগ্নিক ব্রাহ্মণ আপনার স্ত্রীর উপর অগ্নিরক্ষণের ভার দিয়া এবং উহাতে হোম করিবার জন্য ঋত্বিক্ নিযুক্ত করিয়া, বিদেশে যাইতে পারে, কিন্তু বিনাকার্য্যে কোন স্থানে বিলম্ব করিবেনা।" এই ছন্দোগ পরিশিষ্টের বচন অনুসারে, এবং গোভিল ও "নিজে হোম করিবে, অথবা অপর দ্বারা হোম করাইবে," এইরূপে আরম্ভ করিয়া হোমের যে বিধান করিয়াছেন, তদনুসারেও অপরদ্বারা যে, হোম করান যাইতে পারে, ইহাই বুঝাইতেছে। যদি বল, যদি তাহাই হয়, তবে

দক্ষিণা পাত্রান্তরেঽপি দেয়া ন চ "পাকযজ্ঞে স্বয়ম্ হোতে"তি শ্রবণাৎ বৃষোৎসর্গে "নান্যো হোতে"তি বাচ্যম্,—

"নিঃক্ষিপ্যাগ্নিং স্বদারেষু পরিকল্প্যর্ত্বিজং তথা।

প্রবসেৎ কার্য্যবান্ বিপ্রো বৃথৈব ন চিরং কচিৎ॥" ইতি ছন্দোগপরিশিষ্টেন, গোভিলেন চ "জুহুয়াৎ হাবয়েৎ বা" ইত্যনেনারভ্য তস্য বিধানেনান্যকর্ত্তৃকত্বলাভাৎ কিন্তু,—

"স্বয়ং হোমে ফলং যত্তু তদন্যেন ন জায়তে।" ইতি দক্ষোক্তবৎ ফলাতিশয়ার্থং স্বয়ং হোতৃত্বাচরণমিতি ন স্বয়ং হোতৃত্বনিয়মার্থমিতি॥ ১৪৯

অন্যথা "কৃষ্ণেনান্ত্যজন্মন" ইতি মৎস্যপুরাণীয়েন প্রতিপন্নঃ শূদ্রকর্ত্তৃকবৃষোৎসর্গো ন স্যাৎ। এবঞ্চ শূদ্রকর্ত্তৃক-

নন্ু লিঙ্গাদিসংগ্রহবর্গে পাত্রস্য ক্লীবত্বমুক্তং তর্হি কথমত্র পাত্র ইত্যস্য পুংস্ত্বং তত্রাহ পাত্রেঽপীতি। তদ্দক্ষিণা প্রধানকর্ম্মদক্ষিণা। তস্য ঋত্বিগন্তরস্য॥ ১৪৯॥

অন্যথা স্বয়ং হোতৃত্বনিয়মে। কৃষ্ণেন কৃষ্ণবর্ণেন বৃষেণ। অন্ত্যজন্মনঃ শূদ্রস্য। প্রতিপন্নেতি অবগতেত্যর্থঃ। কেচিত্তু প্রতিপন্ন উৎকৃষ্ট ইত্যাহুঃ। ন স্যাদিতি "ওঁকারো-

---

"পাকযজ্ঞে কর্ত্তা নিজেই হোতা হইবে," এইরূপ বিশেষ বিধান করিবার ত কোন আবশ্যকতা ছিল না, উহা এক প্রকার নিরর্থকই হইয়াছে। ইহার উত্তরে স্মার্ত্ত বলিতেছেন—"নিজে হোম করিলে যে ফল হয়, অপর দ্বারা হোম করিলে সেরূপ ফললাভ হয়না" এই দক্ষের বচনে যেমন নিজে হোম করিলে, অধিক ফললাভ হয়, এই মাত্র বলা হইয়াছে, অপর দ্বারা হোম করানের নিষেধ করা হয় নাই, সেইরূপ "পাকযজ্ঞে কর্ত্তা নিজে হোতা হইবে," এই বিধান দ্বারা নিজকৃত হোমের ফলাধিক্য মাত্র জ্ঞাপন করা হইয়াছে, উহা দ্বারা এইরূপ নিয়ম করা হয় নাই যে, পাকযজ্ঞে কর্ত্তা ভিন্ন আর কেহ হোম করিতে পারিবেনা। ১৪৯।

বৃষোৎসর্গের হোতা কর্ত্তা ভিন্ন অপরেও হইতে পারে, একথা না বলিলে, "অন্ত্যজন্মা অর্থাৎ শূদ্রেরাও কৃষ্ণবর্ণ বৃষোৎসর্গ করিবে," এই মৎস্যপুরাণীয় বচন দ্বারা শূদ্রের যে বৃষোৎসর্গ প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহা আর হইতে

বৃষোৎসর্গেঽপি মন্ত্রপাঠবৎ হোতৃনিষ্পাদ্যত্বাৎ চরুরূপপদার্থে। যত্তু বিষ্ণুপুরাণে,—

"দানঞ্চ দদ্যাৎ শূদ্রোঽপি পাকযজ্ঞৈর্যজেত চ।

পিত্র্যাদিকঞ্চ বৈ সর্ব্বং শূদ্রঃ কুর্ব্বীত তেন বৈ॥" অত্র 'যজেতে'ত্যনেন শূদ্রকর্ত্তৃকপাকাভিধানং, তৎ কলীতরপরম্।

"ব্রাহ্মণাদিষু শূদ্রস্য পক্বতাদিক্রিয়াপি চ।" ইতি প্রাগুক্তাদিত্যপুরাণেন নিষেধাৎ। অতএব,

"আমং শূদ্রস্য পক্বান্নং পক্বমুচ্ছিষ্টমুচ্যতে।" ইতি তু স্বয়ংকরণ এব বৈশ্বদেবহোমাদৌ বোদ্ধব্যম্। যত্তু,—

চ্চারণাদ্ধোমাৎ শালগ্রামশিলার্চ্চনাৎ। ব্রাহ্মণীগমনাচ্চৈব শূদ্রশ্চাণ্ডালতাং ব্রজেৎ" ইত্যনেন শূদ্রকর্ত্তৃকহোমনিষেধাদিতি ভাবঃ। পিত্র্যাদিকমিতি পিত্র্যং পিতৃকর্ম্ম আদির্যস্য তদিত্যর্থঃ। তেন পাকেন। "পটোঽপ দগ্ধঃ পিতরং নাড়ী তস্য কক্ষাপহা।" ইত্যাদাবিব অত্র তৎপদস্য একদেশপরামর্শকতা। শূদ্রস্য পক্বতা ইত্যত্র কর্ত্তরি ষষ্ঠী। অতএব বৃষোৎসর্গাদৌ চরোর্হোতৃনিষ্পাদ্যত্বাদেব। পক্বান্নং পক্বান্নকার্য্যকারি। উচ্ছিষ্টম্ উচ্ছিষ্টসদৃশম্। নন্বামং

পারিবেনা, অর্থাৎ বৃষোৎসর্গের হোতা অপরেও হইতে পারে, একথা না বলিলে, মৎস্যপুরাণের এই বচনের সহিত বিরোধ ঘটে; কারণ বৃষোৎসর্গ একটি পাকযজ্ঞ, হোতার কার্য্যে শূদ্রের অধিকার নাই। এরূপ স্থলে শূদ্রের পক্ষে যখন বৃষোৎসর্গ বিহিত হইয়াছে, তখন কর্ত্তা ভিন্ন অপরে যে, হোম করিতে পারিবে, ইহাই জ্ঞাপন করা হইয়াছে। এবঞ্চ অর্থাৎ শূদ্র কর্ত্তৃক বৃষোৎসর্গ যদি শাস্ত্রসম্মত হইল, তবে উহাতে হোতার পাঠ্য বৈদিক মন্ত্রগুলি ব্রাহ্মণ হোতাই পাঠ করিবে, এবং চরুও হোতা কর্ত্তৃক নিষ্পাদ্য বলিয়া ব্রাহ্মণ হোতাই চরুপাক করিবে। তবে যে আমরা বিষ্ণুপুরাণের—"শূদ্র দানও দিবে, পাকযজ্ঞেরও অনুষ্ঠান করিবে, এবং ঐ পাক দ্বারা সর্ব্ববিধ পিতৃকার্য্যের নির্ব্বাহ করিবে।" এই বচনে শূদ্রের পাকক্রিয়ায় অধিকার দেখিতে পাই, তাহা কলি ভিন্ন অপর যুগের পক্ষেই বুঝিতে হইবে। কেননা, কলিযুগে "ব্রাহ্মণাদি বিষয়ে অর্থাৎ দেবতা ব্রাহ্মণের উদ্দেশে শূদ্রের স্বহস্তে পাক করা নিষিদ্ধ হইয়াছে।" এই জন্যই শূদ্রের নিমিত্ত হোতা চরুপাক করিতে পারে বলিয়াই "কাঁচা তণ্ডুলাদিই শূদ্রের পক্বান্ন স্বরূপ এবং শূদ্রপক্ব তণ্ডুলাদি উচ্ছিষ্ট (এঁটো) বলিয়া গণ্য" এই বচনে

"ত্রিষু বর্ণেষু কর্ত্তব্যং পক্বভোজনমেব চ।
শুশ্রূষামভিপন্নানাং শূদ্রাণাঞ্চ বরাননে॥" ইতি গঙ্গাবাক্যাবল্যাং দেবনৈবেদ্যায় যৎ বরাহপুরাণবচনং সচ্ছূদ্রপাকবিধায়কং, তদপি কলীতরপরম্।

"শূদ্রেষু দাসগোপালকুলমিত্রার্দ্ধসীরিণাম্। ধ
ভোজ্যান্নতা গৃহস্থস্য তীর্থসেবাতিদূরতঃ॥" ইতি প্রাগুক্তা-

শূদ্রস্যেতি বচনীয়শূদ্রস্যেত্যত্র ষষ্ঠ্যর্থঃ কর্ত্তৃত্বং স্বত্বং বা? কর্ত্তৃত্বং চেৎ আম শূদ্রস্যেত্যস্যাসঙ্গতিঃ, আমস্য শূদ্রকর্ত্তৃকত্বাসম্ভবাৎ, স্বত্বং চেৎ পক্বমুচ্ছিষ্টমিত্যস্যাসঙ্গতিঃ, শূদ্রস্বামিকস্য ব্রাহ্মণকর্ত্তৃকপক্বস্য বৃষোৎসর্গাদৌ বিহিতত্বাৎ। অত্রোচ্যতে,—ষষ্ঠ্যাঃ সম্বন্ধত্বেন সম্বন্ধমাত্র এব শক্তিঃ, সম্বন্ধশ্চ কচিৎ স্বত্বং কচিচ্চ কর্ত্তৃত্বম্, তথা চ শূদ্রসম্বন্ধি আমং পক্বান্নম্, শূদ্রসম্বন্ধি চ পক্বম্ উচ্ছিষ্টমিত্যর্থঃ। অতো ন দোষ ইতি। স্বয়ংকরণ এবেতি 'নমস্কারেণ মন্ত্রেণ পঞ্চযজ্ঞান্ন হাপয়েদি'ত্যাদিবচনাৎ। শ্রাদ্ধবিবেকৃতা,—"অয়মেব বিধিঃ কৃৎস্নঃ শূদ্রাণাং মন্ত্রবর্জ্জিত" ইত্যাদিবচনাচ্চ শূদ্রাণাং বৈশ্বদেবিকশ্রাদ্ধাদেঃ স্বয়ংকরণং বৃষোৎসর্গাঙ্গচরুহোমাদেস্তু "জুহুয়াদ্বাচয়েদ্বে"ত্যাদিবচনেন হাবনায়া অপি বিহিতত্বাৎ ব্রাহ্মণদ্বারা করণমিতি ভাবঃ। শুশ্রূষামভিপন্নানাং নিজভৃত্যানাম্। শূদ্রেষু দাসেতি বচনং

শূদ্রপক্ব তণ্ডুলাদি বলিতে কেবল মাত্র শূদ্রস্বামিক পক্ব তণ্ডুলাদি নহে, কিন্তু বৈশ্বদেবের উদ্দেশে হোমাদির জন্যও শূদ্র নিজে চরু প্রভৃতি অন্ন পাক করিলে উহা উচ্ছিষ্ট হইবে, সুতরাং কাঁচা অন্ন দ্বারাই ঐ সকল কার্য্য করিবে, এই মাত্র বলা হইয়াছে। অর্থাৎ যে সকল হোমাদি কার্য্য শূদ্রের স্বয়ং কর্ত্তব্য, তাহাতে কাঁচা অন্ন ব্যবহার করিবে, কিন্তু ব্রাহ্মণ দ্বারা যে সকল হোম করাইতে হইবে, তাহাতে ব্রাহ্মণ দ্বারা চরুপাক করাইতে হইবে। ইহাই ঐ বচনের অভিপ্রায়। আবার যে, গঙ্গাবাক্যাবলীতে "হে বরাননে! শুশ্রূষাপরায়ণ অর্থাৎ দাসভাবে ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয়ের সেবাপরায়ণ সৎশূদ্র কর্ত্তৃক পক্ব বস্তুও ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয় ভোজন করিতে পারিবে।" এইরূপ একটি দেবতার নৈবেদ্যার্থ সৎশূদ্র কর্ত্তৃক পাকের বিধায়ক বরাহপুরাণের বচন দেখিতে পাই, তাহাও কলিযুগ ভিন্ন অপর যুগের সম্বন্ধেই বুঝিতে হইবে। কারণ, সাধারণতঃ শূদ্রপক্বান্ন ভোজন নিষিদ্ধ হইলেও বরাহপুরাণ প্রভৃতির উক্তরূপ বচনাদি দ্বারা যে, দাসভাবাপন্ন প্রভৃতি কতিপয় শূদ্রজাতীয়ের

দিত্যপুরাণে শুশ্রূষকত্বেন প্রতিপ্রসূতস্য গোপালাদেঃ কলৌ নিষেধাৎ। যত্তু ভবিষ্যপুরাণে,—

"উপক্ষেপণধর্ম্মেণ শূদ্রান্নং যঃ পচেদ্ দ্বিজঃ।

অভোজ্যং তদ্ভবেদন্নং স তু বিপ্রঃ পতত্যধঃ॥"

উপক্ষেপণধর্ম্মঃ শূদ্রস্বামিকান্নস্য পাকার্থং ব্রাহ্মণগৃহে সমর্পণমিতি কল্পতরুব্যাখ্যানং, তাদৃশ শুশ্রূষকেতরশূদ্রান্নপরম্। তদিতরপাকে তু শূদ্রস্যাধিকারঃ।

"কন্দুপক্বানি তৈলেন পায়সং দধি শক্তবঃ।

দ্বিজৈরেতানি ভোজ্যানি শূদ্রগেহকৃতান্যপি॥" ইতি কূর্ম্ম-পুরাণেন প্রতিপ্রসবাৎ। এবং—

পূর্ব্বং ব্যাখ্যাতম্। প্রতিপ্রসূতস্য শুশ্রূষামভিপন্নানামিত্যনেন প্রতিপ্রসূতস্য। কন্দ্বিতি জলোপসেকং বিনা পক্বানি কন্দুপক্বানি লাজাদীনি। তৈলেনেতি স্নেহসামান্যোপলক্ষকম্

পক্বান্ন ভোজনের বিধান দ্বারা ঐ নিষেধের প্রতিপ্রসব বা প্রত্যবিধান করা হইয়াছিল, সেই প্রতিপ্রসবের আবার আদিত্যপুরাণের—"শূদ্রজাতির মধ্যে দাস, গোপাল, কুলপরম্পরা মিত্র ভাবাপন্ন এবং অর্দ্ধসীরী (ভাগের চাষী) ইহাদিগেরই পক্বান্ন ভোগ্য" বলিয়া যে পুনর্ব্বার বিধান করা হইয়াছিল, এবং "গৃহস্থের পক্ষেও যে, অতি দূরদেশস্থিত তীর্থসেবা বিধান করা হইয়াছিল, কলিযুগে সে সকল কার্য্যও নিষিদ্ধ।" এই বচন দ্বারা কলিযুগে নিষেধ করা হইয়াছে। আবার আমরা ভবিষ্যপুরাণের—"যে ব্রাহ্মণ উপক্ষেপণ ধর্ম্মে প্রদত্ত অর্থাৎ পাকার্থ কোন ব্রাহ্মণগৃহে সমর্পিত শূদ্রান্ন পাক করে, সে অন্নত অভোজ্য হয়ই এবং সেইরূপ অন্নের পাককারী ব্রাহ্মণও অধঃপাত প্রাপ্ত হয়।" "উপক্ষেপণ ধর্ম্ম" এই কথাটির অর্থ কল্পতরুনামক গ্রন্থেও "শূদ্রস্বামিক অন্নের, পাকের নিমিত্ত ব্রাহ্মণগৃহে সমর্পণ" এইরূপই করা হইয়াছে। যাহাহৌক, এই যে, শূদ্রস্বামিক অন্নের ব্রাহ্মণগৃহে পাক করারও নিষেধ করা হইয়াছে, এই শূদ্রান্ন বলিতে, দাসাদি ভিন্ন অন্যান্য শূদ্রস্বামিক অন্নই বুঝিতে হইবে। অন্ন ভিন্ন অপরবিধ বস্তুর পাকে কিন্তু শূদ্রের অধিকার দৃষ্ট হয়, অর্থাৎ অন্ন ভিন্ন অপরবিধ শূদ্রপক্ব বস্তুর ভোজনে ব্রাহ্মণাদির দোষ হয় না; কারণ, কূর্ম্মপুরাণের

"বৃষং বৎসতরীযুক্তমৈশান্যাং চালয়েদ্দিশি।
হোতুর্ব্বস্ত্রযুগং দদ্যাৎ সুবর্ণং কাংস্যমেব চ।
অয়স্কারায় দাতব্যং বেতনং মনসেপ্সিতম্॥" ইতি বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরবচনাদপি হোত্রন্তরপ্রতীতেঃ॥ ১৫০॥

এতেন "বৃষোৎসর্গে বিষ্ণূক্তদক্ষিণা স্বয়ংকর্তৃকহোমপক্ষে ব্রহ্মণে দেয়া, অন্যকর্তৃকহোমপক্ষে তু,—
"বিদধ্যাদ্ধৌত্রমন্যশ্চেদ্দক্ষিণার্দ্ধহরো ভবেৎ।

শূদ্রগেহকৃতান্যপীতি অপিকারাৎ স্বগৃহপক্বদ্বিজশুশ্রূষকশূদ্রান্নপরিগ্রহঃ। শূদ্রগেহেত্যুপলক্ষণম্, অন্যত্রাপি শূদ্রকৃতান্যেতানি দ্বিজৈর্ভোজ্যানি॥ ১৫০॥

এতেন হোতুর্বিশিষ্য দক্ষিণোপদেশেন, অন্য চ নিরস্তমিতি পরেণান্বয়ঃ। বিষ্ণূক্ত-

---

"কন্দুপক্ব (কাটখোলায় ভাজা দ্রব্য), বিশুদ্ধ তৈলাদি দ্বারা পক্ব দ্রব্য, পায়স, দধি এবং ছাতু এই সকল বস্তু শূদ্র গৃহ কৃত হইলেও ব্রাহ্মণাদির ভোজ্য।" এই এই বচন দ্বারা সাধারণতঃ শূদ্রপক্ব বস্তু ভোজন-নিষেধের প্রতিপ্রসব করা হইয়াছে গোস্বামী 'গৃহ' শব্দটীর 'গৃহিণী' রূপ অর্থ গ্রহণ করিয়া বলেন, ঐ সকল বস্তু শূদ্র-স্ত্রী কর্তৃক পক্ব হইলেও ব্রাহ্মণদিগের ভোজ্য। কাশীরাম বলেন "শূদ্রগৃহে কৃত হইলেও" এইরূপ বলাতে ব্রাহ্মণাদির গৃহে শূদ্র আসিয়া যদি ঐ সকল বস্তু পাক করিয়া দেয়, তবেত কোন কথাই নাই। বৃষোৎসর্গে কর্ত্তা ভিন্ন অপর হোতা হইতে পারে কিনা? এই প্রশ্নের উত্থাপন করিয়া তাহারই বিচার করিতে করিতে শূদ্র কর্তৃক পাকের কথা উঠিয়াছিল, এক্ষণে তাহার শেষ করিয়া, বৃষোৎসর্গে কর্ত্তা ভিন্ন যে অপর হোতা হইতে পারে, তাহা—"বৎসতরীযুক্ত বৃষকে ঈশান কোণের দিকে চালাইবে, হোতাকে বস্ত্রযুগল, সুবর্ণ এবং কাংস্য প্রদান করিবে এবং অয়স্কারকে মনের মত বেতন প্রদান করিবে।" এই বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরের বচনেও হোতাকে বস্ত্রযুগলাদি প্রদান করিবার কথা থাকায়, কর্ত্তা ভিন্ন অপর ব্যক্তিও যে, হোতা হইতে পারে, ইহা স্পষ্টই প্রতীত হইতেছে। ১৫০।

উপরে যে সিদ্ধান্ত করা হইল, তাহাতে পরিশিষ্টপ্রকাশকার যে বলিয়াছিলেন—"বৃষোৎসর্গে কর্ত্তা যদি নিজে হোম করে, তা হ'লে বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে যে দক্ষিণা দিবার কথা বলা হইয়াছে, উহা ব্রাহ্মণকে সম্পূর্ণই প্রদান করিবে, এবং

স্বয়ঞ্চেদুভয়ং কুর্য্যাদন্যস্মৈ প্রতিপাদয়েদি”তি ছন্দোগ-পরিশিষ্টা“দর্দ্ধং ব্রহ্মণে, অর্দ্ধং হোত্রে দেয়”মিতি পরিশিষ্ট-প্রকাশোক্তং নিরস্তম্। বৃষোৎসর্গদক্ষিণা চ আচার্য্যায় দেয়েতি, প্রাক্ প্রতিপাদিতং, বিষ্ণুক্তহোতৃদক্ষিণা যা, সা কথং ব্রহ্মণে দেয়েতি, তস্মাৎ ব্রহ্মদক্ষিণা পূর্ণপাত্রাদিকা, হোতৃদক্ষিণা বিষ্ণুক্তা, বৃষোৎসর্গদক্ষিণা চ পৌরাণেবেতি সিদ্ধম্। স্বয়ং-কর্ত্তৃকহোমে তু বস্ত্রযুগ্মাদিকা হোমদক্ষিণাপি ব্রহ্মণে দেয়া।

"ব্রহ্মণে দক্ষিণা দেয়া যত্র যা পরিকীর্ত্তিতা।" ইতি প্রাগুক্তত্বাৎ। যত্তু "হোতৃদক্ষিণা বস্ত্রযুগকাংস্যসুবর্ণরূপা হোত্রে দেয়ে”তি, ‘হোতুর্বস্ত্রযুগ”মিতি বিষ্ণুক্তেঃ "সা চ

দক্ষিণা হোতুর্বস্ত্রযুগং দদ্যাদিত্যাদিরূপা। হোত্রং হোতৃকর্ম্ম, স্বয়ঞ্চেৎ যজমানশ্চেৎ। উভয়ং হোত্রং ব্রহ্মকর্ম্ম চ। নিরস্তমিতি তথা চ হোতুর্বস্ত্রযুগমিত্যাদিনা বিষ্ণুক্তদক্ষিণা বিশিষ্যোপাদানাৎ হোত্র এব দেয়া ন[illegible]ং ব্রহ্মণে ইতি ভাবঃ। যত্ত্বিতি পিতৃভক্তি-তরঙ্গিণ্যাম্যুক্তমিত্যনেনান্বিতম্। বিষ্ণুক্তেঃ ঋগ্বেদান্তর্গতকঠশাখীয়ানাং গৃহকর্ত্তৃবিষ্ণুক্তেঃ॥

অপরে যদি হোম করে, তাহ'লে সেই হোতা উক্ত দক্ষিণার অর্দ্ধাংশমাত্র প্রাপ্ত হইবে; আর কর্ত্তা যদি নিজেই হোতার কার্য্য এবং ব্রহ্মার কার্য্য এই উভয় কার্য্য করে, তবে অন্য যেকোন ব্যক্তিকে দক্ষিণা দান করিবে।” এই ছন্দোগ-পরিশিষ্টের বচন অনুসারে অপরে হোম করিলে, দক্ষিণার অর্দ্ধ অংশ ব্রহ্মাকে এবং অর্দ্ধ হোতাকে দান করিবে” তাহাও খণ্ডিত হইল, যেমনা বৃষোৎসর্গের দক্ষিণা যে আচার্য্যকেই দিতে হইবে, ইহাও পূর্ব্বে প্রতিপাদন করা হইয়াছে। আর পরিশিষ্টপ্রকাশকার যে, অপরে হোম করিলে, বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরোক্ত হোতার দক্ষিণা, ব্রহ্মা এবং হোতার মধ্যে অর্দ্ধেক ভাগাভাগি করিয়া দিতে বলিয়াছেন, সেওত একপ্রকার কাজির বিচার করা হইয়াছে, বলিতে হয়। কারণ, বিষ্ণু-ধর্ম্মোত্তরে বিশেষ করিয়া হোতাকে দিবার জন্য যে দক্ষিণা দিবার বিধান করা হইয়াছে, তাহা ব্রহ্মাকে ভাগ করিয়া দেওয়া হইবে, কোন যুক্তি অনুসারে? অতএব অপর ব্যক্তি হোম করিলে, বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরোক্ত সমগ্র হোতার দক্ষিণা তাহাকেই দিতে হইবে। এক্ষণে ইহা নির্দ্ধারিত হইল যে, পূর্ণপাত্রাদিরূপই

কাঠীয়কল্পেঽপ্যন্বেতি, "সর্ব্বশাখাপ্রত্যয়মেকং কর্ম্মেতি" ন্যায়াৎ, অতএব যজমান এব হোতে"তি পাশ্চাত্যমতমপাস্তম্। "স এবং দক্ষিণাবাধাপত্তেরি"তি পিতৃভক্তিতরঙ্গিণ্যামপ্যুক্তং, তচ্চিন্ত্যং,

---

সা চ বিষ্ণূক্তদক্ষিণা চ। কাঠীয়কল্পেঽপি ছন্দোগানাং গৃহ্যকর্তৃকাত্যায়নোক্তকল্পেঽপি। ননু ঋগ্বেদিগৃহ্যকর্তুর্বিষ্ণোর্বচনস্য কথং কাঠীয়কল্পেঽপ্যন্বয়স্তত্রাহ সর্ব্বশাখেতি। সর্ব্বশাখাসু প্রত্যয়ো যস্য এবম্ভূতং কর্ম্ম একম্ একজাতীয়মিত্যর্থঃ। অতএব হোতু-র্বস্ত্রযুগমিত্যাদিনা বিশিষ্য দক্ষিণোপদেশাদেব, অস্য চ অপাস্তমিত্যনেনান্বয়ঃ। দক্ষিণা-

---

ব্রহ্মার দক্ষিণা, বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে উক্ত বস্ত্রযুগ্মাদিই হোতার নির্দ্দিষ্ট দক্ষিণা, এবং গোরুই বৃষোৎসর্গের দক্ষিণা। তবে কর্ত্তা নিজে হোম করিলে, বস্ত্রযুগ্মাদিরূপে উল্লিখিত হোতৃদক্ষিণা ব্রহ্মাকেই প্রদান করিবে; কেননা, পূর্ব্বে একটি বচন উক্ত হইয়াছে, "যে কর্ম্মে যে দক্ষিণা কীর্ত্তিত হইয়াছে, তাহা ব্রহ্মাকেই প্রদান করিবে।" পিতৃভক্তি তরঙ্গিণীকার যে, বলিয়াছেন,— "হোতার দক্ষিণা বস্ত্রযুগল" ইত্যাদি বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরীয় বচন অনুসারে হোতার জন্য বস্ত্রযুগল, কাংস্য ও সুবর্ণাদি দক্ষিণা যে নির্দ্ধারিত হইয়াছে, উহা হোতাকেই দেয়, এবং এস্থলে ইহাও বক্তব্য যে, বিষ্ণু ঋগ্বেদান্তর্গত কঠশাখীয়-দিগের গৃহ্যকার হইলেও তিনি হোতার দক্ষিণার বিষয় যাহা বলিয়াছেন, কাঠীয়-দিগের অর্থাৎ সামবেদীয়দিগের পক্ষেও তাহা গ্রাহ্য; কারণ, সামবেদীয়দিগের গৃহ্যকার কাত্যায়ন হোতার দক্ষিণা, সম্বন্ধে কিছু বিধান করেন নাই, কাজেই "সর্ব্বপ্রকার শাখাতে যাহার প্রত্যয় অর্থাৎ নিষেধাভাব দৃষ্ট হয়, তাদৃশ কর্ম্ম সকল শাখাতে একরূপই হইয়া থাকে।" এই ন্যায় অনুসারে ঋগ্বেদীয় গৃহ্যকার বিষ্ণু কর্ত্তৃক উল্লিখিত হোতার দক্ষিণাই সামবেদীয়দিগেরও গ্রাহ্য। এইহেতুই অর্থাৎ সর্ব্বশাখীয় ব্যক্তিদিগের পক্ষে হোতাকে দক্ষিণা দিবার বিধি ব্যবস্থা সিদ্ধ হওয়াতেই পাশ্চাত্যগণ যে বলিয়াছিলেন, "যজমান স্বয়ংই হোতা হইবে," এই মত খণ্ডিত হইল। কারণ যজমান, স্বয়ংই হোতা হইবে, এইরূপ নিয়ম করিলে, হোতাকে দক্ষিণা দিবার বিধিরও বাধ হইয়া পড়ে; স্বতন্ত্র হোতারই যদি বিদ্যমানতা না থাকে, তবে আবার তাহাকে দক্ষিণা দিবার বিধি কেন? আপনাকে আপনি কিছু দক্ষিণা দেওয়া সম্ভব হয় না।" স্বয়ং হোতা হলে যদি দক্ষিণার বাধ স্বীকার করিতে হয়, তবে সত্র যাগেও দক্ষিণার বাধ হইয়া পড়ে, পিতৃভক্তিতরঙ্গিণীর এই

"সত্রে যে এব যজমানাস্তে এব ঋত্বিজ" ইতি শ্রুতেঃ ঋত্বিক্‌কার্য্যে যজমানবিধানাদানতিলক্ষণস্য দৃষ্টার্থস্যাভাবাৎ অতিদেশাগতদৃষ্টার্থদক্ষিণায়াঃ সত্রে বাধো নাদৃষ্টার্থায়া বাধঃ।

বাধেতি স্বয়ং স্বস্মৈ দানাসম্ভবাদিত্যর্থঃ। আনতিলক্ষণস্য প্রীতিকরস্য; তথাহি দক্ষিণা তাবৎ দ্বিবিধা আনতিকরী সাঙ্গতাকরী চ। আনতিঃ প্রীতিঃ তৎকরী দক্ষিণা দৃষ্টার্থা, সা চ সত্রে নাস্তি, স্বস্য স্বস্মিন্ সর্ব্বদা প্রীতিসত্ত্বেন নিরর্থকত্বাৎ। সাঙ্গতাকরী চ দক্ষিণা অদৃষ্টার্থিকা, সা তাবশ্যং দেয়া, অন্যথা সাঙ্গতানুপপত্তিরিতি নিষ্কলিতার্থঃ। অতিদেশেতি প্রকৃতযাগে দ্বিবিধৈব দক্ষিণাস্তি, প্রকৃতিবদ্বিকৃতিরিত্যতিদেশেন চ সত্রেঽপি তৎ-

---

সিদ্ধান্তটিও চিন্তনীয় (এমত ও ঠিক নহে); দক্ষিণার দুই প্রকার শক্তি (১) আনতিকরী অর্থাৎ কর্ত্তার প্রীতিকরী, (২) সাঙ্গতাকরী (কর্ম্মের সাফল্যকরী) তন্মধ্যে আনতিকরী দক্ষিণা দৃষ্টার্থিকা অর্থাৎ কর্ম্মানুষ্ঠাতার প্রীতিরূপ ঐহিক ফলোপধায়িকা, এবং সাঙ্গতাকরী দক্ষিণা অদৃষ্টার্থিকা, অর্থাৎ কর্ম্মের ফলরূপ অদৃষ্টার্থের উৎপাদিকা, তাহা না হইলে কর্ম্মানুষ্ঠান ত সম্পূর্ণ নিষ্ফল হইয়া পড়ে, সুতরাং কর্ত্তা স্বয়ং হোম করিলেও সাঙ্গতাকরী দক্ষিণা অবশ্য প্রদেয় হওয়ায়, হোতাকে দক্ষিণা দিবার বিধি নিরর্থক নহে, সুতরাং সত্রে দক্ষিণার বাধ হইবে কেন? সত্র যাগের কথাটা এইরূপ—"সত্রযাগে যজমানই ঋত্বিকের কার্য্য করিবে" এই নিয়ম বাক্য দ্বারা সত্রযাগে ঋত্বিকের কার্য্য যজমানকর্ত্তব্যরূপে বিহিত হওয়ায়, ঋত্বিকের নিজ বেতন লাভ হেতু সন্তোষ বা প্রীতিরূপ কোনরূপ ঐহিক ফল দৃষ্ট হইতেছেনা। অর্থাৎ যজমানের নিজের কার্য্যের উপর সর্ব্বদাই প্রীতি থাকাতে নিজের কাজে বেতনপ্রাপ্তির একটা আশাই রয়না, সুতরাং তজ্জন্যও নূতন করিয়া আর প্রীতি হইবে কি? তবে তথাবিধ প্রীতিরূপ ঐহিক ফলের অভাবহেতু, সত্রে যাগধর্ম্মের অতিদেশ করা হইয়াছে বলিয়া যাগের মত দৃষ্ট ফলোপধায়িক দক্ষিণার যে প্রাপ্তি হইয়াছিল, তাহারই নাহয় বাধ হইল, কিন্তু অদৃষ্ট ফলজনিকা দক্ষিণার বাধ হইবে কেন? ইহার তাৎপর্য্য এই যে, কর্ম্ম মাত্রেই বিহিত দক্ষিণার দ্বিবিধ স্বরূপ কল্পিত হইয়াছে, (১) কর্ম্মানুষ্ঠাতার প্রীতি উৎপাদনরূপ ঐহিক ফলোপধায়ক, (২) কর্ম্মের সাফল্যোৎপাদনরূপ অদৃষ্ট ফলের জনক। এক্ষণে দেখ, প্রথমে যাগে ঋত্বিক্‌গণের জন্য দক্ষিণার বিধান করিয়া, 'যাগের মত সত্রেও করিবে', এইরূপে যাগের ধর্ম্ম সত্রে অতিদেশ করা

"হুতমশ্রোত্রিয়ং শ্রাদ্ধং হুতো যজ্ঞস্ত্বদক্ষিণঃ।
তস্মাৎ পণং কাকিণীং বা ফলং পুষ্পমথাপি বা।
প্রদদ্যাদ্দক্ষিণাং যজ্ঞে তয়া স সফলো ভবেৎ॥"

ইতি বৃহস্পতিনাবশ্যকত্বেন পুষ্পাদেরপ্যুক্তেঃ। স্বয়ং হোতৃত্বপক্ষেঽপি "বিদধ্যা"দিত্যাদিনা দক্ষিণায়া উক্তত্বাচ্চ। শ্রাদ্ধবিবেকোঽপ্যেবম্॥ ১৫১॥

প্রসক্তিরিতি ভাবঃ। হুতং নিষ্ফলং, সাঙ্গস্যৈব বৈদিককর্ম্মণঃ ফলজনকত্বনিয়মেন সংপ্রদানী-ভূতশ্রোত্রিয়রূপাঙ্গাভাবাৎ ন সাঙ্গমতো নিষ্ফলমিতি ভাবঃ। এবং পরত্র বোধ্যম্॥ ১৫১॥

হইয়াছে, অর্থাৎ বরাত দেওয়া হইয়াছে, ঐ অতিদেশ হেতু যাগে ঋত্বিক্‌গণের দক্ষিণার যেরূপ ব্যবস্থা ছিল, সত্রেও তাহার প্রাপ্তি ঘটিয়াছিল, এরূপ অবস্থায় "সত্রে কর্ত্তা স্বয়ং ঋত্বিকের কার্য্য করিবে," এই বিধান দ্বারা, সত্রে যাগধর্ম্মের অতিদেশ নিবন্ধন যে ঋত্বিকের দক্ষিণার প্রাপ্তি হইয়াছিল, তাহার বাধ হইয়া পড়িল; কারণ, কর্ত্তা নিজে আবার নিজেকে দক্ষিণা দিবে কি? এই হইল আপত্তিকারীদিগের অভিপ্রায়। ইহার উত্তরে স্মার্ত্ত বলিতেছেন,—হাঁ, সত্রে যজমান কর্ত্তৃক ঋত্বিকের কার্য্য বিহিত হওয়ায় দৃষ্ট ফলোপধায়ক দক্ষিণার বাধ হইয়াছে মাত্র, অদৃষ্ট ফলজনক দক্ষিণার বাধ হয় নাই; আরও দেখ, "শ্রোত্রিয় ভিন্ন শ্রাদ্ধ নিষ্ফল, দক্ষিণা ভিন্ন যজ্ঞ নিষ্ফল, অতএব যজ্ঞে পণই হোক্, কাকিণীই হোক, ফলই হোক, অথবা একটি পুষ্পই হোক্ দক্ষিণাস্বরূপ প্রদান করিবে, ঐরূপ দক্ষিণাদ্বারাই যজ্ঞ সফল হইবে।" এই বৃহস্পতির বচনে যজ্ঞের সাফল্য বিধানের জন্য একটি পুষ্পও দক্ষিণারূপে দান করা আবশ্যক বলিয়া উক্ত হইয়াছে। এবং পূর্ব্বোক্ত "কর্ত্তা ভিন্ন অন্যে হোম করিলে হোতা দক্ষিণার অর্দ্ধাংশ প্রাপ্ত হইবে, এবং কর্ত্তা নিজে ব্রহ্মা এবং হোতা এই উভয়ের কার্য্য করিলে, অপর কোন ব্যক্তিকে উভয় কর্ম্মের দক্ষিণা প্রদান করিবে" এই ছন্দোগপরিশিষ্টের বচনেও, কর্ত্তা নিজে কর্ম্মানুষ্ঠাতা হইলেও অপরকে দক্ষিণা দিবার বিধানের কথাও বলা হইয়াছে; অতএব কর্ত্তা নিজে কাজ করিলে দক্ষিণাদানবাধের যে আপত্তি করা হইয়াছিল, তাহা টিকিল না। শ্রাদ্ধবিবেককারও এই কথা বলিয়াছেন। ১৫১।

ন চ "বৃষোৎসর্গীয়হোমে হোত্রে দক্ষিণোপদেশাৎ ন স্বয়ং হোতে"তি বাচ্যম্, তদ্বচনস্যাশক্তবিষয়ত্বাৎ। অন্যথা,

"অন্যৈঃ শতকৃতাদ্ধোমাদেকঃ পুত্রকৃতো বরঃ।

পুত্রৈঃ শতকৃতাদ্ধোমাদেকো হ্যাত্মকৃতো বরঃ॥" ইতি শ্রুতেঃ।

"স্বয়ং হোমে ফলং যত্তু তদন্যেন ন জায়তে।"

ইতি প্রাগুক্তশ্রুতেঃ "পাকযজ্ঞে স্বয়ং হোতা" ইতি প্রাগুক্তশ্রুতেশ্চ নির্ব্বীজসঙ্কোচাপত্তেঃ। যদ্যপি তত্তচ্ছাখোক্তবৃষোৎসর্গে দক্ষিণাভেদস্তথাপ্যাকাঙ্ক্ষিতত্বাৎ "সর্ব্বশাখা-

---

হোত্রে দক্ষিণোপদেশাৎ হোতুর্ব্বস্ত্রযুগং দদ্যাদিত্যনেন দক্ষিণোপদেশাৎ। তদ্বচনস্য হোতুর্ব্বস্ত্রযুগং দদ্যাদিতি বচনস্য। অন্যথা বৃষোৎসর্গীয়হোমে স্বয়ং হোতৃত্বাভাবে, অন্য চ নির্ব্বীজসঙ্কোচাপত্তেরিত্যনেনান্বয়ঃ। স্বয়ং হোতৃত্বং বৃষোৎসর্গীয়হোমাতিরিক্তহোমে

কেহ আপত্তি করিয়াছিল, "বৃষোৎসর্গীয় হোমের দক্ষিণা যখন হোতাকে দিতে বলা হইয়াছে, তখন বৃষোৎসর্গে "স্বয়ং হোতা" এই বিধির প্রবৃত্তি হইবে না।" ইহার উত্তরে স্মার্ত্ত বলিতেছেন, এ কথাও বলিতে পার না; দেখ, বৃষোৎসর্গে যে অপরকে হোতা করিয়া, তাহাকে দক্ষিণা দিবার বিধান করা হইয়াছে, তাহা নিজে হোম করিতে অসমর্থের পক্ষেই বুঝিতে হইবে। এরূপ মীমাংসা না করিলে, "অপরে শতাহুতি দেওয়া অপেক্ষা পুত্র কর্ত্তৃক প্রদত্ত একটিমাত্র আহুতিও শ্রেষ্ঠ, এবং পুত্রগণকৃত শতাহুতি দান অপেক্ষাও আত্মকৃত একটীমাত্র আহুতিও শ্রেষ্ঠ।" এই শ্রুতিটির, "নিজে হোম করিলে যাদৃশ ফললাভ হয়, অপরের দ্বারা করাইলে কখনই সেরূপ হয় না" এই পূর্ব্বোক্ত শ্রুতিটির এবং "পাকযজ্ঞে স্বয়ং হোতা হইবে," এই পূর্ব্বোক্ত শ্রুতিটিরও অকারণ সঙ্কোচ না করিলে আর চলে না অর্থাৎ ঐ সকল শ্রুতিতে যে, নিজে হোম করার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করা হইয়াছে, তাহা বৃষোৎসর্গাতিরিক্ত স্থলেই বুঝিতে হইবে, বৃষোৎসর্গে কিন্তু কর্ত্তা ভিন্ন অপর হোতা করিতেই হইবে। এইরূপ অভিপ্রায়সূচক ব্যাখ্যা না করিলে আর চলে না, তাহ'লেই স্বয়ং হোমবিধায়ক শ্রুতিগুলির বৃষোৎসর্গে অপ্রবর্ত্তনহেতু সঙ্কোচ করা হইল। যদিও অন্যান্যশাখীয় গৃহ্যসূত্রে দক্ষিণা সম্বন্ধে কোনরূপ বৈশিষ্ট্য দৃষ্ট হয় না, তথাপি দক্ষিণার বৈশিষ্ট্য যখন

প্রত্যয়মেকং কর্ম্ম” ইতি ন্যায়াৎ সর্ব্বত্রাপন্নমেতি। তর্হি “বিদধ্যাদ্ধৌত্রমন্যশ্চেদ্দক্ষিণার্দ্ধহরো ভবেৎ” ইত্যস্য কা গতিরিতি চেৎ, যত্র হোমে বিশিষ্য দক্ষিণা নাভিহিতা, তত্র ব্রহ্মহোতৃভ্যাং বিভজ্য হোমদক্ষিণা গ্রাহ্যা। অয়স্কারায় ত্রিশূলচক্রস্পষ্টীকর্ত্রে গোপালকায়। তথাচ ছন্দোগপরিশিষ্টম্,—

বক্তব্যমিতি নির্ব্বীজসঙ্কোচাপত্তেরিতি ভাবঃ। ননু যদি বৃষোৎসর্গীয়হোমস্য দক্ষিণা হোত্রে এব দেয়া ন ব্রহ্মণে, তর্হি “বিদধ্যাদ্ধৌত্রমন্যশ্চেদ্দক্ষিণার্দ্ধহরো ভবেদিতি” বচনস্য

আকাঙ্ক্ষিত (অপেক্ষিত), তখন পূর্ব্বোক্ত “সর্ব্বশাখার অবিরোধী কর্ম্ম একজাতীয়ই হইয়া থাকে,” এই ন্যায় অনুসারে হোতার দক্ষিণা বিষয়ে উক্ত বৈশিষ্ট্য সকল শাখীয়দিগেরই গ্রাহ্য বলিতে হইবে। এক্ষণে যদি আপত্তি কর যে, “অপর ব্যক্তি হোতা হইলে, বৃষোৎসর্গীয় হোমের দক্ষিণা সেই হোতাকেই সম্পূর্ণ দেওয়া শাস্ত্রসম্মত ব্যবস্থা হয়, তবে পূর্ব্বোক্ত “যদি অপরে হোতার কর্ম্ম করে, তাহা হইলে দক্ষিণার অর্দ্ধাংশমাত্রের ভাগী হইবে,” এই ছন্দোগপরিশিষ্টের বচনের দ্বারা অপরে হোতার কর্ম্ম করিলে, ব্রহ্মা এবং হোতার মধ্যে আধা-আধি করিয়া দক্ষিণা ভাগ করিয়া দিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে, তাহার কি গতি হইবে? স্মার্ত্ত বলিতেছেন, ইহাই যদি তোমার আপত্তি হয়, তবে আমি বলিব, যে স্থলে হোতার দক্ষিণা কোনরূপ বিশেষ করিয়া অভিহিত হয় নাই, সেই স্থলেই হোমের দক্ষিণা ব্রহ্মা এবং হোতা, এই উভয়ে ভাগাভাগি করিয়া লইবে, ইহাই ঐ বচনের অভিপ্রায়। পূর্ব্বোল্লিখিত বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরের বচনে “অয়স্কারকে মনের মত বেতন দিবার যে ব্যবস্থা করা হইয়াছে, ঐ ‘অয়স্কার’ শব্দের অর্থ,—বৃষের গাত্রে ত্রিশূল ও চক্ররেখার স্পষ্টকারী গোয়ালা (১)।

(১) আমরা মহেশ কামার এবং উমেশ ঘোষ (গোয়ালা) এই দুই জাতীয় ব্যক্তিকে বৃষোৎসর্গের ষাঁড় দাগিতে দেখিয়াছি, ইহাতে বোধ হইতেছে, ঋষি যখন বচন লিখিয়াছিলেন, সেই সময় কামারজাতীয় লোকেরাই ঐ কার্য্য করিত, ‘অয়স্কার’ শব্দের মুখ্য অর্থ কামারই। পরে স্মার্ত্ত রঘুনন্দনের সময় গোয়ালাদের হাতে ঐ কার্য্য আসিয়া থাকিবে, এক্ষণে সর্ব্বত্র প্রায় গোয়ালাজাতীয় লোকেই ঐ কার্য্য করে। কিন্তু গোয়ালা-সমাজে ঐ কর্ম্মকারীরা একটু ঠেলাও থাকে; তাহাতেই বুঝা যাইতেছে, ঐ কার্য্যটি [illegible] জাতব্যবসা নহে।

"ততোঽলক্তেন গন্ধেন মানস্তোক ইতীরয়ন্।
বৃষস্য দক্ষিণে পার্শ্বে ত্রিশূলাঙ্কং সমালিখেৎ ॥
'বৃষো হসী'তি সব্যেঽস্য চক্রাঙ্কমপি দর্শয়েৎ।
তপ্তেন পশ্চাদয়সা স্পষ্টৌ তাবেব কারয়েৎ ॥" ইতি।

অঙ্কনন্তু স্ফিক্‌দ্বয়ে 'স্ফিচোরঙ্কনমি'তি বহ্বৃচপদ্ধতৌ লিখনাৎ। যত্তু বাচস্পতিমিশ্রেণ "বৃষস্তোঽয়ং হরিহরমূর্ত্তিশ্চক্র-

ব্রহ্মণো দক্ষিণার্দ্ধহর্ত্তৃত্বপ্রতিপাদকস্য কা গতিরিত্যাশঙ্কতে তহীতি। তপ্তেনেতি বিষ্ণুঃ,—"অয়স্কারস্য দাতব্যং ভোজনং মনসেপ্সিতম্। ভোজনং বহুসর্পিষ্কং ব্রাহ্মণাংশ্চৈব

বৃষের গাত্রে যে ত্রিশূল এবং চক্র অঙ্কিত করিতে হইবে, তদ্বিষয় ছন্দোগপরিশিষ্টে বলা হইয়াছে যথা—"অনন্তর রক্তচন্দন দ্বারা বৃষের দক্ষিণপার্শ্বে "মানস্তোকঃ" এই মন্ত্রটি উচ্চারণ করত ত্রিশূল অঙ্কিত করিবে, এবং "বৃষো হসি" এই মন্ত্র বলিয়া বামপার্শ্বে চক্র অঙ্কিত করিবে। পরে তপ্তলৌহ দ্বারা ঐ দুইটি চিহ্নকে স্পষ্ট করিয়া দিবে।" আজ কাল পশুহিংসানিবারণী সভার প্রাদুর্ভাবে কতকগুলি ইংরাজীস্কুলে শিক্ষিত ব্যক্তিগণ বৃষের গাত্রে তপ্তলৌহদ্বারা আর ত্রিশূল এবং চক্রচিহ্নের স্পষ্টীকরণ করেন না, চন্দন দ্বারা অঙ্কিত করিয়াই বৃষকে ছাড়িয়া দেন। ইহাতে শাস্ত্রাজ্ঞা যে লঙ্ঘন করা হয়, তাহাতে সন্দেহ নাই; সুতরাং ঐরূপ কার্য্য যথাশাস্ত্রই হয় না। ঐরূপ তপ্তলৌহদ্বারা স্পষ্টীকরণ করিবার সময় বৃষের যে পীড়া হয়, এ কথা করুণার্দ্রচিত্ত ঋষিগণ যে, বুঝেন নাই তাহা নহে। এ বিষয় ব্যাসের বচনটির প্রতি একবার দৃষ্টি করিলেই সকল গোল মিটিয়া যাইবে। যথা—"বৃষোৎসর্গ করিবার সময়, বৃষের লোম পুড়িয়া যায়; সুতরাং সেই হেতু বৃষকেও পীড়া দেওয়া হয়। বৃষকে কষ্ট দিবার জন্য যে পাপ হয়, ব্রাহ্মণভোজন দ্বারাই তাহার শান্তি হয়।" এই জন্য টীকাকার কাশীরাম, বৃষের লোমদাহজন্য পাপক্ষয়কামনায় প্রাচীন পণ্ডিতেরা যে কতকগুলি ভোজ্যোৎসর্গের ব্যবস্থা করিয়াছেন, ইহাও লিখিয়া দিয়াছেন। ঐ যে বৃষের গাত্রে ত্রিশূল এবং চক্র অঙ্কিত করিবার কথা বলা হইল, ঐরূপ অঙ্কন বৃষের স্ফিক্ অর্থাৎ কটির পার্শ্ব স্থানেই করিতে হইবে; কারণ বহ্বৃচপদ্ধতি নামক গ্রন্থে "স্ফিক্‌দ্বয়ে অঙ্কন করিতে হইবে" এইরূপ স্পষ্টাক্ষরে লিখিত হইয়াছে। আমরা যে, বাচস্পতিমিশ্রের এই স্ফিক্‌দ্বয়ে অঙ্কনের বিরুদ্ধে এইরূপ যুক্তির উপন্যাস দেখিতে পাই; যথা—'এই বৃষভটি ত্রিশূল এবং চক্র ধারণ করাতে ইহাকে হরিহরমূর্ত্তি বলিয়াই বুঝিতে

ত্রিশূলধারিত্বাৎ, তত্রাপি দক্ষিণভাগো হরেরুত্তরভাগো হরস্যেতি যুক্তেঃ। তথাচ দক্ষিণহস্তে চক্রং, বামহস্তে ত্রিশূলমিতি সিধ্যতি। ন হি পাদেনাস্ত্রধারণং যুজ্যতে” ইত্যুক্তং তন্ন, বাচনিকেঽর্থে যুক্তেরনবকাশাৎ॥ ১৫২॥

অত্র,—“গোযজ্ঞে সূর্য্যনামা তু বিবাহে যোজকঃ স্মৃতঃ।” ইতি কপিলেন গোযজ্ঞে অগ্নেঃ সূর্য্যনামাভিধানাৎ, তদ্ধর্ম্মগ্রাহিত্বাৎ বৃষোৎসর্গহোমেঽপি তথে”তি কেচিৎ, তন্ন, উপদেশে-

ভোজয়েৎ॥” ব্যাসঃ,—“ক্রিয়মাণে বৃষোৎসর্গে লোমদাহোঽভিজায়তে। বৃষস্তঃ পীড্যতে তেন শাম্যতে দ্বিজভোজনাৎ॥ কৃত্বৈতদ্বৃষোৎসর্গকর্ম্মণি এতদুৎসৃষ্টবৃষলোমদাহজনিতপাপক্ষয়কামো ভোজ্যান্নেভ্যানি বহুসার্পিকাণি ব্রাহ্মণেভ্যঃ সংপ্রদদে। ততস্তদ্দক্ষিণাং দদ্যাদিতি প্রাহুঃ। যত্ত্বিতি উক্তমিতি পরেণান্বিতম্। যুক্তেরিতি হরেঃ শুদ্ধসত্ত্বস্বভাবস্য দক্ষিণভাগঃ, হরস্য তু তমঃস্বভাবস্য বামভাগ ইতি যুক্তেরিতি বোধ্যম্। দক্ষিণহস্তে ইতি তথাচাগ্রপদদ্বয়ে হস্তস্থানীয়েঽঙ্কনমিতি মিশ্রসম্মতমিতি বোধ্যম্। বাচনিকে ইতি, বচনঞ্চ—“বৃষস্য দক্ষিণে পার্শ্বে ত্রিশূলাঙ্কং সমুল্লিখেৎ, স্ফিচোরঙ্কনমিতি চ॥ ১৫২॥

সাহসেতি। প্রাঞ্চস্তু “গোযজ্ঞে সূর্য্যনামেতি বিবাহে যোজকঃ স্মৃত” ইতি কাপিলে গোযজ্ঞেঽগ্নেঃ সূর্য্যস্য নামাভিধানাৎ তদ্ধর্ম্মগ্রাহিতয়া বৃষোৎসর্গেঽপি সূর্য্যনামাগ্নিরিত্যাহুঃ। স্মার্ত্তাশয়স্তু “গোযজ্ঞাতিদিষ্টত্বাৎ বৃষোৎসর্গেঽগ্নেঃ সূর্য্যনামত্বং, তদপেক্ষ্য পাক-

হইবে, তাহ’লে শরীরের দক্ষিণ ভাগটি হরির, এবং বামভাগটি মহাদেবের হওয়াই যুক্তিসিদ্ধ। এই যুক্তি অনুসারে কটির পার্শ্বে ত্রিশূল ও চক্র অঙ্কিত না করিয়া, হস্তস্থানীয় সম্মুখের বাম এবং দক্ষিণ পায়ের উপরিভাগে যথাক্রমে ত্রিশূল ও চক্র অঙ্কিত করাই উচিত। তাহ’লেই দক্ষিণ হস্তে চক্র, এবং বাম হস্তে ত্রিশূল ধারণও সিদ্ধ হয়। স্ফিকের উপর অঙ্কন করা উচিত নহে; কারণ পাদ দ্বারা অস্ত্রধারণ সম্পূর্ণ অযৌক্তিক।” রঘুনন্দন বলিতেছেন “তন্ন” বাচস্পতি মিশ্রের এই কথাটি সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য, কারণ ঋষিবচন দ্বারা যে বিষয়ের স্পষ্ট উপলব্ধি হইয়া থাকে, তাহাতে আর যুক্তি খাটে না। ১৫২।

এস্থলে আর একটি কথা বক্তব্য এই যে, “গোযজ্ঞে অগ্নির নাম “সূর্য্য” রাখিতে হইবে এবং বৈবাহিক অগ্নির নাম “যোজক” এই কপিলের বচনে ‘গোযজ্ঞে অগ্নির ‘সূর্য্য’ এই নাম বিহিত হইয়াছে। এক্ষণে দেখ, বৃষোৎসর্গে গোযজ্ঞের ধর্ম্ম অতিদিষ্ট হওয়ায় বৃষোৎসর্গীয় হোমের অগ্নিকে ‘সূর্য্য’ এই

নাতিদেশস্য বাধাৎ। বৃষোৎসর্গহোমস্য পাকসাধ্যত্বাৎ তত্রাগ্নেঃ সাহসনামত্বম্।

"প্রায়শ্চিত্তে বিধুশ্চৈব পাকযজ্ঞে তু সাহসঃ।"

ইতি গোভিলপুত্রকৃতগৃহ্যসংগ্রহবচনাৎ প্রায়শ্চিত্তে প্রায়শ্চিত্তাত্মকহোমে 'বিধু'নামাগ্নিঃ ॥ ১৫০ ॥

ততশ্চ প্রকৃতহোমানন্তরং বৈগুণ্যজন্যপাপক্ষয়কামস্তত্তবেদোক্তপ্রায়শ্চিত্তহোমং সঙ্কল্পয়েৎ। তথাচাহতুঃ শঙ্খলিখিতৌ,—

যজ্ঞে তু সাহস ইত্যনেন সাক্ষাদুপদিষ্টস্য সাহসনামত্বস্য বলবত্ত্বমিতি। যদি চ পাকযজ্ঞ ইতি পরিভাষা ভবতি তদা বৃষোৎসর্গস্য তদাক্রান্তত্বাভাবাৎ নাত্রাগ্নেঃ সাহসনামত্বমুচিতমিতি ধ্যেয়ম্ ॥ ১৫০ ॥

তদ্বৈগুণ্যজন্যেতি কৃতেতৎকর্ম্মবৈগুণ্যজন্যেত্যর্থঃ। মাসপক্ষাদ্যন্যেষামনন্তরং বৃষো-

নামেই অভিহিত করিতে হইবে" এই কথা কেহ কেহ বলিয়াছিলেন, রঘুনন্দন বলিতেছেন,—"এর" একথাও অগ্রাহ্য; কারণ একটা নিয়ম আছে, উপদেশ দ্বারা অতিদেশের বাধ হইয়া থাকে, ইহার তাৎপর্য্য এই যে, "অমুক কার্য্যের মত অমুক কার্য্য করিবে," এইরূপ বরাত দেওয়ার দরুণ আগন্তুককর্ম্মে কোন একটি বিষয়ের যদি প্রাপ্তি হয়, এবং ঐ আগন্তুক কর্ম্ম সম্বন্ধে যদি কোন একটি বিষয়ের নূতন করিয়া উপদেশ করা হয়, তাহ'লে এই উপদেশ দ্বারা ঐ বরাত দেওয়ার দরুণ প্রাপ্ত বিষয়ের বাধ হইয়া থাকে। এক্ষণে দেখ, বৃষোৎসর্গ পাকসাধ্য কর্ম্ম; সুতরাং উহা একটি পাকযজ্ঞ। অতএব বৃষোৎসর্গে অগ্নির 'সাহস' নাম হওয়াই উচিত। কারণ গোভিলপুত্র-কৃত গৃহ্যসংগ্রহে "প্রায়শ্চিত্তাত্মক হোমীয় অগ্নির নাম 'বিধু' এবং পাকযজ্ঞীয় অগ্নির নাম 'সাহস' এইরূপ একটী বচন দৃষ্ট হয়। এই বচনে পাকযজ্ঞীয় অগ্নির নাম 'সাহস।" রাখিতে হইবে, এইরূপ স্পষ্টাক্ষরে উপদেশ থাকায় গোযজ্ঞের বরাতির দরুণ প্রাপ্ত 'সূর্য্য' নামের বাধ হওয়াই উচিত। ১৫০।

বৃষোৎসর্গের জন্য বিহিত হোম নিষ্পাদন করিয়া অনুষ্ঠিত বৃষোৎসর্গে যদি কোন প্রকার বৈগুণ্য ঘটিয়া থাকে, সেই পাপের ক্ষয়কামনায় নিজ নিজ বেদোক্ত প্রায়শ্চিত্তহোমের সঙ্কল্প করিবে। সঙ্কল্প করিয়াই যে, প্রায়শ্চিত্ত হোম

"প্রত্যেকং নিয়তং কালমাত্মনো ব্রতমাদিশেৎ।
প্রায়শ্চিত্তমুপাসীনো বাগ্‌যতস্ত্রিসবনং স্পৃশেৎ॥" ইতি।

প্রত্যেকং নিয়তং কালমিতি তত্তদ্‌ব্রতকালসংখ্যাম্, আত্মনো ব্রতম্ আত্মকর্তৃকত্বেন চেতি যাবৎ। আদিশেৎ উল্লিখেৎ কুর্য্যাৎ। ভবদেবভট্টেনাপি তথা লিখিতম্। যদপ্যুক্তম্,— "অদ্যেত্যাদি অমুককামো রুদ্রদৈবতং বৃষমেনং যুবানং পতিং বো দদানী"ত্যাদিলৌকিকপদমন্ত্রাভ্যাং বৃষোৎসর্গবাক্যমিতি, তন্ন, বচনং বিনা পরস্পরান্বয়বোধায়লৌকিক পদবিশিষ্টমন্ত্রো-

হস্মিন্ কর্মণি যদ্বৈগুণ্যং জাতম্ ইতি ব্যক্যান্তরাভিধানমসংলগ্নম্, অতঃ প্রাচাং সম্মতাং তাদৃশবাক্যরচনাং বিহায় কৃতৈতৎকর্মবৈগুণ্যজন্যেত্যাদিরচনা কৃতেতি ধ্যেয়ম্। প্রায়শ্চিত্তং কল্পয়েদিত্যুক্তম্ অত্র সংকল্পপ্রমাণমাহ তথাচাহতুরিত্যাদিনা। ত্রিসবনং স্পৃশেৎ ত্রিকালং স্নায়াৎ। তত্তদ্‌ব্রতকালেতি তেন দ্বাদশবার্ষিকব্রতমিত্যাদ্যুল্লেখঃ। আত্মকর্তৃকত্বেনেতি তেনাহং করিষ্যে ইত্যুল্লেখঃ। তথা লিখিতং প্রকৃতহোমানন্তরং প্রায়শ্চিত্তস্য সঙ্কল্পবাক্যং লিখিতম্। যদপ্যুক্তমিতি বাচস্পতিমিশ্রেণেতি শেষঃ। এনং যুবানমিতি এনং যুবানং পতিং বো দদানীত্যাদিমন্ত্রে দদামীতি দানার্থকপদঘটিতলৌকিকবাক্যোৎসর্গঃ।

করিতে হইবে, তদ্বিষয়ে শঙ্খ এবং লিখিতের বচনই প্রমাণস্বরূপ; যথা—"প্রত্যেক ব্রত অর্থাৎ প্রায়শ্চিত্তের জন্য শাস্ত্রে যে কাল নির্দ্ধারিত হইয়াছে, "ত্রৈমাসিক" "দ্বাদশবার্ষিক" ইত্যাদিরূপ, প্রায়শ্চিত্তানুষ্ঠানের পূর্ব্বে সেই সেই কালের উল্লেখ করিবে, এবং ঐ প্রায়শ্চিত্তের কর্ত্তা যে স্বয়ং (আপনি) তাহারও উল্লেখ করিবে অর্থাৎ "অদ্যাহং দ্বাদশবার্ষিকং প্রায়শ্চিত্তং করিষ্যে" "(অদ্য আমি এই দ্বাদশবার্ষিক প্রায়শ্চিত্ত করিব)" এইরূপ উল্লেখ করিবে। এবং প্রায়শ্চিত্ত অনুষ্ঠান করিবার সময়ে বাগ্‌যত হইয়া ত্রিসন্ধ্যা স্নান করিবে। ভবদেবভট্টও এইরূপ লিখিয়াছেন। আরও যে, বাচস্পতিমিশ্র বলিয়াছেন—"অদ্য অমুক মাস ইত্যাদিতে অমুক কামনায় এই রুদ্রদৈবত যুবা বৃষকে তোমাদের পতি করিয়া দিতেছি।" এইরূপ লৌকিক পদ এবং মন্ত্র মিলাইয়া বৃষোৎসর্গের সঙ্কল্পবাক্যের রচনা করিতে হইবে।" তাহাও ঠিক নহে; কারণ, বিশেষ প্রামাণিক বচনের অভাবে পরস্পরের সম্বন্ধ বোধ করাইবার নিমিত্ত লৌকিক পদের সহিত মিলাইয়া মন্ত্রের উল্লেখ করিবার পক্ষে কোন প্রমাণ

ষেষে মানাবাভাৎ ; তথাচানুষঙ্গাধিকরণে পার্থসারথিমিশ্রাঃ,—

"বেদেন লৌকিকঃ শেষো ন মৃগ্যো নিষ্প্রমাণকঃ ॥"

মাধবাচার্য্যশ্চ,—

"বেদাকাঙ্ক্ষা পূরণীয়া বেদেনেত্যনুষঞ্জনম্ ।
অন্তশেষো হি বুদ্ধিস্থো লৌকিকস্তু ন তাদৃশঃ ॥"

তস্মাদাকাঙ্ক্ষিতত্বেনাপি বৈদিকমেবানুষজ্যতে । ন তু,

"সকৃদংশো নিপততি সকৃৎ কন্যা প্রদীয়তে। সকৃদাহ দদানীতি ত্রীণ্যেতানি সকৃৎ সকৃদি"তি বচনাদিতি মিশ্রাভিপ্রায়ঃ। স্মার্ত্তমতন্তু—এনং যুবানমিতি মন্ত্রং পঠিত্বা লৌকিকবাক্যেনোৎসৃজেদিতি। মন্ত্রস্থদদানীত্যস্য তু ত্যক্তুং প্রার্থয়ামীত্যর্থঃ। অতো ন দানার্থকতেতি। বচনং বিনেতি "যে চাত্র ত্বামনু যাংশ্চ" ইত্যাদৌ তু বচনসত্ত্বাৎ, লৌকিকপদবিশিষ্টমন্ত্রোল্লেখ ইতি ধ্যেয়ম্। অনুষঞ্জনমিতি বেদান্তরস্থপদস্যানুষঙ্গঃ ক্রিয়তে, ন তু লৌকিকপদমধ্যাহ্রিয়তে ইত্যর্থঃ। অন্তশেষোঽপি অন্তরস্থিতবৈদিক-

দৃষ্ট হয় না। ইহার তাৎপর্য্য এই—বাচস্পতিমিশ্র বলিয়াছিলেন, বৃষোৎসর্গ করিবার সময় যে বাক্যটি বলিতে হয় (উপরে উল্লিখিত বাক্যটি দেখ), তাহার কতক অংশ বৈদিক মন্ত্র, যেমন "বৃষমেনং যুবানং পতিং" ইত্যাদি এবং কতক অংশ লৌকিকপদঘটিত, যেমন "দদানি" ইত্যাদি, এই লৌকিক পদ এবং মন্ত্র মিলাইয়া বাক্য প্রস্তুত করা হইয়াছে। স্মার্ত্ত বলিতেছেন—শাস্ত্রের বিশেষ বচন ব্যতীত লৌকিক পদের সহিত মন্ত্র মিলাইয়া বাক্য রচনার পক্ষে কোনরূপ প্রমাণই দৃষ্ট হয় না। সুতরাং বৃষোৎসর্গের সময় "বৃষমেনং যুবানং পতিং বো দদানি" ইহাই একটি সম্পূর্ণ বৈদিক মন্ত্র, এই মন্ত্রটি পাঠ করিয়া লৌকিক পদ দ্বারা পুনর্ব্বার স্বতন্ত্র বাক্য রচনাপূর্ব্বক উৎসর্গ করিবে। মন্ত্রস্থিত "দদানি" এই ক্রিয়াপদটি অনুজ্ঞাসূচক, সুতরাং উহার "দান করিতেছি" এরূপ অর্থ নহে। অতএব 'দান করিতেছি' এইরূপ অর্থসূচক পদ দ্বারা স্বতন্ত্র একটি বাক্য রচনা করিতেই হইবে। লৌকিক পদের সহিত বৈদিক মন্ত্র মিলাইয়া যে বাক্য রচনা করা যাইতে পারেনা, তদ্বিষয় মীমাংসার অনুষঙ্গাধিকরণে (অপরস্থান হইতে অনুবৃত্তি বা অপেক্ষিতাংশ পূরণ করিবার প্রকরণে) পার্থসারথিমিশ্র এইরূপ বলিয়াছেন—"বিশেষ প্রমাণ (১) ব্যতীত লৌকিক শব্দ দ্বারা বৈদিক মন্ত্রের আকাঙ্ক্ষিত (অপেক্ষিত)

(১) বাচস্পতিমিশ্র বলিয়াছিলেন "বৃষমেনং যুবানং পতিং" এই টুকুমাত্র বৈদিক

"লৌকিকেঽধ্যাহ্রিয়ত' ইতিবদত্রাপি 'বৈদিকমন্ত্রস্য বচনাভাবে

পদরূপশেষোঽপি। বুদ্ধিস্থঃ আকাঙ্ক্ষাপূর্ব্বকত্বেন ঈশ্বরবুদ্ধিস্থঃ। অধ্যাহ্রিয়তে ইতি বিশ্বজিতা যজেতেত্যাদৌ স্বর্গকামপদস্যাধ্যাহারো নৈয়ায়িকানাং সম্মতোঽপি অর্থা-ধ্যাহারে বাদিনাং মীমাংসকানাং ন সম্মতঃ; বস্তুতস্তু তত্রাপি বেদান্তরস্থিতস্বর্গকাম-পদস্যানুষঙ্গঃ, ন ত্বধ্যাহার ইতি। বচনাভাবেঽপি নিষেধকবচনাভাবেঽপি, ন লৌকিক-

অংশের পুরণ করিবেনা।" মাধবাচার্য্যও এই কথাই বলিয়াছেন, যথা "কোন একটি বেদমন্ত্রে আকাঙ্ক্ষিত অর্থের অন্যত্র মন্ত্রে উক্ত বৈদিক পদ দ্বারা পূর্ত্তি করাকেই অনুষঙ্গ (অনুবৃত্তি) বলা হয়। কারণ, সকল বেদের সকল মন্ত্রে কিছু অপেক্ষিত যাবৎ পদের উক্তি করা হয় নাই, কোন বেদের কোন মন্ত্রে একটি পদ আছে, অপর বেদের অপর মন্ত্রে আবার সে পদটি নাই, সুতরাং ঐ পদের অভাবে মন্ত্রটি আপাততঃ সাকাঙ্ক্ষ বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে বটে, কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে, যেহেতু ঐ অপর বেদস্থিত, পদটী ঈশ্বরের বুদ্ধিতে অবস্থিত, তিনি ঐ অপর বেদস্থিত পদটি এই বেদোক্ত মন্ত্রে অনুকৃতি করিতে হইবে, ইহা মনে মনে প্রথম হইতেই স্থির করিয়া রাখিয়াছেন। লৌকিকপদ কখনই এইরূপ হইতে পারেনা, অর্থাৎ অমুক মন্ত্রে আকাঙ্ক্ষিত অর্থের পূর্ত্তির জন্য অমুক লৌকিক পদের অমুক স্থান হইতে অনুবৃত্তি করিতে হইবে, পূর্ব্ব হইতে কেহ ইহা স্থির করিয়া রাখে নাই।" অতএব আকাঙ্ক্ষিত অর্থের পূর্ত্তির জন্য মন্ত্রে বৈদিক পদেরই অনুবৃত্তি করা হইয়া থাকে। যদি বল বৈদিক মন্ত্রে লৌকিক পদের অনুষঙ্গ নাই হৌক, লৌকিক বাক্যে সম্পূর্ণ অর্থের বোধ না হইলে যেমন কোন একটি নূতন পদের অধ্যাহার (যোজনা) করিয়া আকাঙ্ক্ষিত অর্থের বোধ করান হয়, সেইরূপ এস্থলে প্রমাণ বচন না থাকিলেও বৈদিক-মন্ত্রের সহিত লৌকিক পদের অধ্যাহার করিয়া বাক্যে আকাঙ্ক্ষিত অর্থের

মন্ত্র, ইহাতে সম্পূর্ণ একটা অর্থের নিরাকাঙ্ক্ষভাবে প্রকাশ হয়না বলিয়া, আকাঙ্ক্ষিত অর্থের পূর্ত্তি করিবার জন্য উহার সহিত 'বো দদানি' ইত্যাদি পদ মিলাইয়া সম্পূর্ণ বাক্য প্রস্তুত করা হইয়াছে। স্মার্ত্ত বলিতেছেন—যে যে স্থলে বিশেষ বচন প্রমাণ আছে, সেই সেই বৈদিক মন্ত্রে আকাঙ্ক্ষিত অর্থের পূর্ত্তি করিবার জন্য লৌকিকপদের মিল করিয়া বাক্য প্রস্তুত করা যাইতে পারে, তদ্ভিন্ন স্থলে ঐরূপ বাক্য প্রস্তুত করা যাইতে পারে না। পার্থসারথির বাক্যদ্বারা নিজের পক্ষ সমর্থন করিলেন। স্মার্ত্তের মতে "বৃষং—দদানি" এই অবধিই একটি মন্ত্র, এই মন্ত্রটি সম্পূর্ণ পাঠ করিবার পর লৌকিক পদদ্বারা স্বতন্ত্র একটি বাক্য রচনা করিয়া উৎসর্গ করিতে হইবে।

লৌকিকবাক্যে নান্বয়ঃ। অন্যথা "ভূঃ স্বাহে"ত্যাদৌ তথাত্বা-পত্তেঃ।

"অষ্টাভির্ধেনুভির্বৃষ্ণশ্চতসৃভিরনুক্রমাৎ।
ত্রিহায়ণীভির্ধন্যাভিঃ স্বরূপাভিশ্চ শোভিতঃ॥
সর্ব্বোপকরণোপেতঃ সর্ব্বশস্যচরো মহান্।

বাক্যেঽন্বয়ঃ ইত্যর্থঃ। অপিকাররহিতবচনাভাবে ইতি পাঠে বিধায়কবচনাভাবে লৌকিকবাক্যেঽন্বয়েঽেত্যর্থঃ। তথাত্বাপত্তেঃ স্বাহেত্যস্যান্বয়ায় লৌকিকচতুর্থ্যাধ্যাহারা-পত্তেঃ। ধেনুভির্নবসূতিকাভিঃ, যথা "ধেনুঃ স্যান্নবসূতিকা" ইতি। চতসৃভিরিত্যপরঃ

পূর্ত্তি করা হইয়াছে। স্মার্ত্ত বলিতেছেন, তাহাও হইতে পারে না; দেখ, মাধবাচার্য্য কর্ত্তৃক উদ্ধৃত উপরি উক্ত কারিকা হইতে ইহা সুস্পষ্ট জ্ঞাত হওয়া যাইতেছে যে, বৈদিক মন্ত্রে আকাঙ্ক্ষিত অর্থের পূর্ত্তির জন্য বেদোক্ত পদেরই অনুষঙ্গ (অনুবৃত্তি) করিতে হইবে, লৌকিক পদের কখনই অধ্যাহার (যোজনা) হইবে না। বেদের কোন্ মন্ত্রের কিরূপ অর্থ করিতে হইবে, এবং কোন্ বেদ হইতে কোন পদের অনুষঙ্গ করিয়া তথাবিধ অর্থের বোধ করাইতে হইবে, তাহা পরমেশ্বর প্রথম হইতেই আপনার মনে মনে স্থির করিয়া রাখিয়াছেন, কাজেই বেদমন্ত্রে নূতন পদের অধ্যাহার (যোজনা) করিয়া নূতন অর্থের বোধ করান যাইতেই পারে না। যদি বেদমন্ত্রে নূতন পদের অধ্যাহার করা যাইতে পারিত, তাহা হইলে "ভূঃ স্বাহা" ইত্যাদি মন্ত্রেও স্বাহা শব্দের অন্বয়সিদ্ধির নিমিত্ত লৌকিক চতুর্থ্যাদি বিভক্তির অধ্যাহার করিবার রীতি থাকিত। (১) আরও দেখ, কেবল যদি "বৃষং-দদানি" এই বৈদিক মন্ত্রের সহিত মিলিত লৌকিক-পদঘটিত বাক্য দ্বারাই বৃষোৎসর্গ করা হয়, তাহা হইলে, ব্রহ্ম-পুরাণের—"শ্রুতি এবং স্মৃতি শাস্ত্রের নির্দ্দেশ অনুসারে তিনবৎসর বয়স্কা, ধন্যা এবং সুরূপা আটটি অথবা চারিটি ধেনুর সহিত মিলিত সকল প্রকার উপকরণযুক্ত সর্ব্ববিধ শস্য ভক্ষণে সমর্থ মহান্ বৃষকেই উৎসর্গ করিবে"

(১) কোন একটি শাস্ত্রীয় বাক্যের অস্ফুট অর্থের স্পষ্টীকরণার্থ পূর্ব্বোল্লিখিত কোন একটি পদ বা বাক্যের অনুবৃত্তি করাকে অনুষঙ্গ বলে। কোন বাক্যের অস্ফুট অর্থের স্পষ্টীকরণার্থ যে নূতন পদের যোজনা করা হয়, তাহাকে অধ্যাহার বলে। বেদমন্ত্রে অনুষঙ্গই হয়, অধ্যাহার হয় না।

উৎস্রষ্টব্যো বিধানেন শ্রুতিস্মৃতিনিদর্শনাৎ ॥”

ইতি ব্রহ্মপুরাণোক্তধেনুযুক্তত্বসর্ব্বোপকরণোপেতত্বাদ্যনু-স্লেখাপত্তেঃ। অত্র “ধেনু’পদং” বক্ষ্যমাণ‘গুর্ব্বিণ্য’ ইতি বিশে-ষণঞ্চ শাখান্তরীয়ং, কাত্যায়নসূত্রে “বৎসতরী”তি শ্রুতেঃ। যথা, —“পয়স্বিন্যাঃ পুত্রো যূথে চ রূপবান্ স্যাত্তমলঙ্কৃত্য যূথমুখ্যা-শ্চতস্রো বৎসতর্য্যস্তাশ্চালঙ্কৃত্য “এনং যুবানং পতিং বো দদামি, তেন ক্রীড়ন্তীশ্চরথ প্রিয়েণ। মানঃ সাপ্তজনুষা সুভগা, রায়-স্পোষেণ সমিষা সন্মদেম” ইত্যনয়ৈব ঋচা উৎসৃজেরন্নি”তি। ন চৈতদনুসারেণ বৎসতরীচতুষ্টয়যুক্তমিতি বৃষভবিশেষণং

কল্পঃ। বৃষবিশেষণং বাচ্যং মন্ত্রাভ্যন্তরে বৃষবিশেষণং বাচ্যং, তথাচ বৎসতরীচতুষ্টয়-

এই বচন অনুসারে উৎসর্গমন্ত্রে “এতগুলি ধেনুযুক্ত,” “সর্ব্বোপকরণোপেত” ইত্যাদি বিশেষণ পদগুলির বৃষের সহিত যোগ করা আবশ্যক বলিয়া প্রতীত হইলেও, উহাদেরও উল্লেখ করা হউক। এই বচনে যে “ধেনুযুক্ত বৃষ উৎসর্গ” করিবার কথা বলা হইয়াছে, এবং পরে যে, “গুর্ব্বিণ্যঃ” (গর্ভিণী সকল) এইরূপ বৃষসহচরী গাভীর বিশেষণ উক্ত হইবে, উহা অপর শাখীয়দিগের সম্বন্ধেই বুঝিতে হইবে। কারণ সামবেদীয়দিগের গৃহসূত্রের প্রণেতা কাত্যায়নের সূত্রে ‘বৎসতরী’যুক্ত বৃষেরই উৎসর্গ করিবার কথা বলা হইয়াছে। যথা “যে বৃষটি প্রশস্ত দুগ্ধবতীর বাছুর এবং পালের মধ্যে সমধিক রূপবান্ হইবে, তাহাকে অলঙ্কৃত করিয়া এবং পালের মধ্যের বাছা বাছা চারিটি বৎসতরীকেও অলঙ্কৃত করিয়া, ‘এই যুবা পতি তবে তোমাদিগকে প্রদান করি? এই পতির সহিত তোমরা ক্রীড়া করত চরিয়া বেড়াইবে, তোমরা আর আমাদিগের রহিলে না। আমরা যেন সপ্ত জন্ম পর্য্যন্ত, অন্ন এবং ধনের সমৃদ্ধি দ্বারা আনন্দিত হই, এবং লোকের প্রিয় হই” এই ঋক্‌টি পাঠ করিয়াই উৎসর্গ করিবে।” এই সূত্রে বৎসতরীচতুষ্টয়যুক্ত বৃষের উৎসর্গ করিবার বিধান করা হইলেও ঐ উৎ-সর্গবিষয়ক ঋক্‌মন্ত্রের মধ্যে ‘বৎসতরীচতুষ্টয়যুক্ত’ এই বিশেষ পদটির আর যোগ করিতে হইবে না। তাহা হইলে “বৎসতরীযুক্ত বৃষ” বিশিষ্ট বাক্যে আবার “তোমাদের (বৎসতরীদের) পতি” এইরূপ বলা অসঙ্গত

বাচ্যং, তথাত্বে তাদৃশং বৃষমিতি বিশিষ্টে, বো যুষ্মাকং বৎসতরীণাং পতিমিত্যনেনানন্বয়াপত্তেঃ, প্রাগুক্তদোষাচ্চ। ন চ "কাত্যায়নীয়ে 'এব'কারশ্রুতেঃ কেবলমন্ত্রেণোৎসর্গঃ, ন তু বাক্যেনে"তি বাচ্যম্, অনয়ৈবেত্যনেন এবকারেণ সজাতীয়ত্বেন "সর্ব্বশাখিপ্রত্যয়মেকং কর্ম্মে"তি ন্যায়প্রাপ্তস্য কামধেনুনৈয়তকালিকল্পতরুধৃতবিষ্ণুক্তস্য ঋগন্তরস্য ব্যাবৃত্তিঃ, ন তু বাক্যস্য;

যুক্তমেনং যুবানমিতি রীত্যা মন্ত্রপাঠঃ কার্য্য ইতি ভাবঃ। প্রাগুক্তদোষাচ্চেতি পরস্পরায়য়লৌকিকপদবিশিষ্টমন্ত্রোল্লেখে প্রমাণাভাবাদিত্যাদিপ্রযুক্তদোষাচ্চেত্যর্থঃ। এনমিত্যাদিমন্ত্রস্য ব্যাখ্যানং করিষ্যতি। কাত্যায়নীয়ে পয়স্বিন্যাঃ পুত্র ইত্যাদিকাত্যায়নসূত্রে। এবকারশ্রুতেঃ এতয়ৈব ঋচা ইত্যত্রৈবকারশ্রুতেঃ। সজাতীয়ত্বেনেতি তথাচ এবকারেণ সজাতীয়স্য ঋগন্তরস্য ব্যাবৃত্তিঃ ন ত্বসজাতীয়স্য লৌকিকবাক্যস্য ব্যাবৃত্তিরিত্যর্থঃ।

হইয়া পড়ে; শুধু তাহা নহে, পূর্ব্বে যে বৈদিক মন্ত্রের সহিত লৌকিক পদের মিশ্র করিয়া বাক্য রচনা করা যাইতে পারে না, বলিয়া যে দোষ দেওয়া হইয়াছে, সে দোষও অনিবার্য্য হইয়া উঠে। এক্ষণে কেহ আশঙ্কা করিয়াছিল, তুমি যে, বলিতেছ, উক্ত মন্ত্রটি পাঠ করিয়া স্বতন্ত্র বাক্য ব'লে উৎসর্গ করিবে, তাহাত ঠিক হইল না; কারণ, কাত্যায়নের সূত্রে যে 'এব' (এই ঋক্‌টি পাঠ করিয়াই) শব্দ আছে, তাহা দ্বারা কেবল ঐ ঋক্‌টি পাঠ করিবার পরই উৎসর্গ করিতে হইবে, আর স্বতন্ত্র বাক্য বলিতে হইবে না, এইরূপ অর্থেরই ত বোধ হইতেছে?" ইহার উত্তরে রঘুনন্দন বলিতেছেন, এরূপ কথা বলিও না, কাত্যায়নের সূত্রে যে, 'এব' (এই ঋক্‌টি পাঠ করিয়াই) শব্দ আছে, তাহার এরূপ অর্থ নয় যে ঐ ঋক্‌টি পাঠ করিয়াই, আর কোন বাক্য টাক্য না রচনা করিয়া উৎসর্গ করিবে; কিন্তু "সর্ব্বশাখায় অবিরোধী কর্ম্ম একরূপই হইয়া থাকে," এই ন্যায় অনুসারে যে, কামধেনু নৈয়তকালিক কল্পতরু প্রভৃতি গ্রন্থে উদ্ধৃত বিষ্ণুক্ত আর একটি ঋকেরও পাঠ কর্ত্তব্যরূপে প্রাপ্ত হইয়াছিল, কাত্যায়নের সূত্রস্থিত 'এব' শব্দ দ্বারা তাহারই ব্যাবৃত্তি করা হইয়াছে, অর্থাৎ সেই ঋক্‌টি যে আর পাঠ করিতে হইবে না, এই একটি মাত্র ঋকেরই পাঠ করিলে চলিবে, 'এব' শব্দ দ্বারা এই কথাই জানান হইয়াছে। ঐ ঋক্‌পাঠের পর যে, আর বাক্য বলিতে হইবে

অতএব পিতৃদয়িতা-পরিশিষ্টপ্রকাশ-শূলপাণিকৃতদীপকলিকা-প্রভৃতিষু "মন্ত্রাভিধানপূর্ব্বকবাক্যেন বৃষোৎসর্গ" ইত্যুক্তম্ ॥১৫৪॥

এবঞ্চৈমন্ত্রস্য করণত্বমুপপন্নম্। অন্যথা 'দদানি' ইত্যনেন মন্ত্রান্তরেণোৎসর্গায় তথাত্বম্। "মন্ত্রান্তে কর্ম্মসন্নিপাত" ইতি ন্যায়স্যাপ্যবাধঃ। "মন্ত্রান্তে সম্প্রদান"মিতি সরলাধৃতকাঠক-শ্রুতেরপ্যবাধঃ। ব্যক্তমাহ আপস্তম্বঃ,—

মন্ত্রাভিধানেতি তথাচার্থো এবং যুবানমিতি মন্ত্রং পঠিত্বা অদ্যেত্যাদিবাক্যেনোৎসর্গঃ কার্য্য ইতি ॥ ১৫৪ ॥

মন্ত্রস্য করণত্বমিতি। ইত্যেতয়ৈবেত্যনেন তৃতীয়ান্তেন বোধিতং মন্ত্রস্য করণত্বমিত্যর্থঃ। মন্ত্রাভিধানপূর্ব্বকত্বেন মন্ত্রস্য পূর্ব্ববর্ত্তিত্বাৎ করণত্বমুপপন্নমিতি ভাবঃ। মন্ত্রান্তরেণ মন্ত্র-মধ্যবর্ত্তিনা; তথাচ মন্ত্রমধ্য এব উৎসর্গো ভূতো ন তু মন্ত্রান্তে ইত্যর্থঃ। ন তথাত্বং মন্ত্রস্য পূর্ব্ববর্ত্তিত্বাভাবাদিতি ভাবঃ। কর্ম্মাদিসন্নিপাত ইতি ত্যাগাদিরূপকর্ম্মনির্ব্বাহ ইত্যর্থঃ। অপ্যবাধ ইত্যপিনা মন্ত্রস্য করণত্বমুপপন্নমিতি সমুচ্চিতং, কেবলমন্ত্রেণোৎসর্গে সতি

না, 'এব' শব্দ দ্বারা সে কথা বলা হয় নাই। এই হেতুই পিতৃদয়িতা, পরিশিষ্ট-প্রকাশ, শূলপাণিকৃত দীপকলিকা প্রভৃতি গ্রন্থে "মন্ত্র পাঠের পর বাক্য দ্বারা বৃষোৎসর্গ করিতে হইবে" এই কথাই স্পষ্ট করিয়া বলা হইয়াছে। ১৫৪।

আরও একটি কথা এস্থলে বক্তব্য যে, এইরূপ হইলেই, অর্থাৎ মন্ত্র পাঠের পর স্বতন্ত্র বাক্য দ্বারা বৃষোৎসর্গ করা ব্যবস্থাসিদ্ধ হইলেই কাত্যায়নসূত্রে "অন-য়ৈব ঋচা" এই স্থলে ঋক্ শব্দের উত্তর করণে তৃতীয়া বিভক্তি দ্বারা ঋকের (মন্ত্রের) যে, উৎসর্গের প্রতি করণত্ব সূচিত করা হইয়াছে, তাহাও সিদ্ধ হইল; কেন না, কোন কার্য্যের পূর্ব্ববর্ত্তী ক্রিয়া বা বস্তুকেই ত 'করণ' বলা হয়, উৎসর্গের পূর্ব্বে সম্পূর্ণ মন্ত্রটি পাঠ করিলেই ত মন্ত্রের করণত্ব সিদ্ধ হয়, তাহা না হইলে, সম্পূর্ণ মন্ত্রটি পাঠ না করিয়া বাচস্পতিমিশ্রের মতানুসারে যদি মন্ত্রের মধ্যস্থিত অর্থাৎ দদানি এই অংশটুকু অবধি পাঠ করিয়াই উৎসর্গ করা হয়, তাহা হইলে সম্পূর্ণ মন্ত্রের আর করণত্ব হইবে কিরূপে? "দদানি"তেইত আর মন্ত্রের শেষ হয় নাই, উহার পর মন্ত্রের অনেকটা বাকী আছে। কেবল যে, মন্ত্রের করণত্ব সিদ্ধ হয়, তাহা নহে "মন্ত্রপাঠের শেষে কর্ম্মের নির্ব্বাহ করিবে" এই ন্যায় বাক্যেরও মর্য্যাদা রক্ষা করা হয়, এবং সরলা নামক টীকায় উদ্ধৃত "মন্ত্র-পাঠের পর সম্প্রদান করিবে" এই কাঠকশ্রুতিরও মান রক্ষা করা হয়।

"মন্ত্রান্তে কর্ম্মাদীন্ সন্নিপাতয়েদি"তি। সমগ্রং মন্ত্রং পঠিত্বা কর্ম্ম কারয়েদিত্যর্থঃ। ইতি কর্ম্মবিপাকঃ। এবঞ্চ অমুকামুককাম ইতি, সোপকরণং বৎসতরীচতুষ্টয়যুক্তং বৃষমিতি চাভিলপ্যোৎসর্গঃ সঙ্গচ্ছতে। ততশ্চ ব্রাহ্মণেন পঠিতে মন্ত্রে শূদ্রস্যাপি বাক্যেনোৎসর্গ ইতি। এবং "প্রধানে স্বামী অধিকারী ফলযোগাদ্গুণে প্রতিনিধিঃ পরার্থত্বাৎ" ইতি

মন্ত্রমধ্য এব উৎসর্গস্য ভূতত্বাৎ মন্ত্রান্তে ইতি ন্যায়স্য বাধঃ স্যাদিতি ভাবঃ। ,এবং পরত্র। এবঞ্চ মন্ত্রাভিধানপূর্ব্বকবাক্যে উৎসর্গকরণস্য শাস্ত্রার্থত্বে চ। ততশ্চেতি।মন্ত্রপাঠানন্তরম্ উৎসর্গস্য শাস্ত্রার্থত্বাৎ চেত্যর্থঃ। এবমিতি ব্রাহ্মণকর্তৃকমন্ত্রপাঠানন্তরং শূদ্রকর্তৃকবাক্যকরণকোৎসর্গে সন্তীত্যর্থঃ। প্রধানে ইতি উৎসর্গাদিরূপে প্রধানে কর্ম্মণি স্বামী অধিকারী গুণে মন্ত্রপাঠাদিরূপে অঙ্গে প্রতিনিধিরধিকারী। পরার্থত্বাৎ প্রধানজন্যফলোপকারকত্বাৎ। তথাহি প্রধানঃ ফলযোগী স্বামী চ ফলযোগী; অতঃ প্রধানে স্বামী অধিকারী। গুণঃ পরোপকারকঃ প্রতিনিধিশ্চ পরোপকারকঃ, অতো গুণে প্রতিনিধিরধিকারীতি ভাবঃ। এতয়োরেবোৎসৃজেরন্নিতি এতয়া ঋচা, নান্যবাক্যেনেত্যেবকারবশাৎ শূদ্রেণান্যবাক্যেনোৎ-

আপস্তম্বও এই কথা স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন; যথা—"মন্ত্র পাঠান্তে কর্ম্ম সম্পাদন করিবে।" আপস্তম্বের উক্ত বাক্যের কর্ম্মবিপাকে "সম্পূর্ণ মন্ত্রটি পাঠ করিয়া কর্ম্ম করিবে", "এইরূপ অর্থ করা হইয়াছে। যদি ইহাই স্থির হইল যে, সম্পূর্ণ মন্ত্র পাঠের পর স্বতন্ত্র বাক্য বলিয়া উৎসর্গ করাই শাস্ত্রসম্মত ব্যবস্থা, তাহা হইলে, সঙ্কল্পবাক্যে "অমুকামুককামঃ" এই কথার পর যে, উৎসর্গ করা হয়, তাহাও সঙ্গত হইল। এবং সেই হেতুই, অর্থাৎ সম্পূর্ণ মন্ত্রপাঠের পর উৎসর্গ করা শাস্ত্রাভিমত হওয়াতেই শূদ্রকর্তৃক বৃষোৎসর্গ স্থলে ব্রাহ্মণ মন্ত্রটি পাঠ করিলে শূদ্র বাক্য বলিয়া উৎসর্গ করিবার যে নিয়ম দৃষ্ট হয় তাহাও সঙ্গত হইল। এবং "প্রধান কর্ম্ম সাক্ষাৎ কর্ম্মফল-জনক বলিয়া স্বামী (কর্ম্মকর্ত্তা স্বয়ং) তাহাতেই অধিকারী অর্থাৎ স্বয়ং প্রধান কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবে, এবং অঙ্গ সকল প্রধানকর্ম্মজন্য ফলের উপকারক মাত্র বলিয়া, মন্ত্রপাঠাদিরূপ অঙ্গকর্ম্মে প্রতিনিধি অধিকারী হইতে পারে, অর্থাৎ প্রতিনিধিদ্বারা ঐ সকল কর্ম্মের সম্পাদন করা যাইতে পারে" এই পরিভাষাটিও সঙ্গত হইল। কেহ বলিয়াছিল, শূদ্র কর্তৃক বৃষোৎসর্গ স্থলে

পরিভাষাপি সঙ্গচ্ছতে। এবং "বর্ষাসু রথকার আদধীত" ইতি প্রত্যক্ষশ্রুত্যা রথকারস্য মন্ত্রপাঠপূর্ব্বকাগ্নিস্থাপনরূপাধানে বোধিতে, তত্র বিদ্যাপ্রযুক্তিরস্তু; ইহ তু স্মার্ত্তে কর্ম্মণি, প্রত্যক্ষশ্রুত্যভাবাৎ ন তথা। কিন্তু,—

"শ্বেতোদরঃ কৃষ্ণপৃষ্ঠো ব্রাহ্মণস্য প্রশস্যতে।

সর্গবাক্যে বাক্যভেদগৌরবাচ্চ উৎসৃজেয়মিতি চাতুর্ব্বর্ণ্যসাধারণতয়া বহুবচনোপদেশাচ্চ রথকারন্যায়াৎ শূদ্রেণাপি এনং যুবনাম্ ইত্যাদ্যুৎসর্গপ্রকাশকমন্ত্রঃ পঠনীয় এব, ন চ "মন্ত্রস্ত তু শূদ্রস্য বিপ্রো মন্ত্রেণ গৃহ্যতে" ইতি বচনাৎ ব্রাহ্মণদ্বারা মন্ত্রঃ পাঠ্য ইতি বাচ্যং, প্রধানস্য বৃষগতস্বত্বধ্বংসরূপস্য স্বয়মেবানুষ্ঠেয়স্য মুনিভিরেব তাদৃশমন্ত্রেণ বিহিতস্য অন্যথাসিদ্ধস্য বৃষোৎসর্গস্যাজাতত্বাৎ। রুদ্রাধ্যায়জপাদেস্তু অঙ্গত্বেনাচার্য্যদ্বারাপ্যনুষ্ঠেয়ত্বে প্রাধান্যমন্ত্রবদন্যথাসিদ্ধিত্বমিতি। অতএবোৎসর্গমন্ত্রপাঠানধিকারাৎ তাদৃশবিশেষপ্রতিপাদকবচনাভাবাচ্চ অনুপনীতস্য স্ত্রিয়াশ্চাধিকারো বৃষোৎসর্গে নাস্তি, শূদ্রস্য তু কৃষ্ণমাপ্যস্যাজন্মন ইতি বিশেষবচনাৎ অধিকার ইতি প্রাচাং মতম্। তত্র বাক্যং বিনা এনং যুবানমিতি মন্ত্রেণৈব বৃষোৎসর্গ ইতি যদুক্তং তদ্দূষিতং, রথকারন্যায়াৎ শূদ্রেণাপি এনং যুবানমিত্যাদ্যুৎসর্গপ্রকাশকমন্ত্রঃ পঠনীয় এবেতি যদুক্তং, তদিদানীং দূষয়তি বর্ষাস্বিত্যাদিনা। বিদ্যাপ্রযুক্তিরিতি বিদ্যা বেদমন্ত্রঃ তৎপ্রযুক্তির্ব্রাহ্মণেন রথকারস্য তৎপাঠনারূপযাজনেত্যর্থঃ। ব্রাহ্মণেন যাজনং বিনা রথকারস্যাধানকরণাসম্ভবাদিতি ভাবঃ। অত্র যোগার্থাদরে রথকারপদস্য ত্রৈবর্ণিকপরত্বং সম্ভবদপি লাঘবাৎ রূঢ়্যৈব জাতিবিশেষস্যৈব গ্রহণম্। তথাচামরঃ—"রথকারস্তু মাহিষ্যাৎ করণ্যাং যস্য সম্ভব" ইতি। যোগার্থস্য তু রূঢ্যর্থতো গৌরবম্, অবয়বার্থজ্ঞানাপেক্ষত্বাদিতি। প্রত্যক্ষেতি অনুমেয়া শ্রুতিস্তু

ব্রাহ্মণের মন্ত্র পাঠ করিতে হইবে কেন? রথকার-ন্যায় অনুসারে শূদ্র নিজেই ঐ মন্ত্রটি পাঠ করিতে পারিবে। এক্ষণে সেই মতের খণ্ডন করিতেছেন, —"তুমি যে, রথকার" ন্যায়ের কথা বলিতেছ, তাহা এস্থলে খাটিবেনা; দেখ, "বর্ষাকালে রথকার অগ্নি স্থাপন করিবে," এই প্রত্যক্ষ (সাক্ষাৎ) শ্রুতি প্রমাণ দ্বারা রথকারের নিজে মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক অগ্নিস্থাপনরূপ বৈদিক আধান কর্ম্মানুষ্ঠান বোধিত হওয়াতেই রথকারের বেদমন্ত্রপাঠে অধিকার হৌক, কিন্তু বৃষোৎসর্গ একটি স্মার্ত্ত (স্মৃতিবোধিত) কর্ম্ম, শূদ্র যে বৃষোৎসর্গ করিবে, এসম্বন্ধে কোন প্রকার সাক্ষাৎ শ্রুতি নাই, সুতরাং বেদমন্ত্রপাঠে রথকারের দৃষ্টান্তে শূদ্রের অধিকার বলা যাইতে পারেনা; তবে শূদ্র যে, বৃষোৎসর্গ করে, তাহার প্রতি "ব্রাহ্মণের পক্ষে শ্বেতোদর এবং কৃষ্ণপৃষ্ঠ বৃষই প্রশস্ত,

স্নিগ্ধরক্তেন বর্ণেন ক্ষত্রিয়স্যাপি শস্যতে।
কাঞ্চনাভেন বৈশ্যস্য কৃষ্ণেনাপ্যন্ত্যজন্মন ॥”

ইতি স্মৃত্যা শূদ্রস্য প্রধানে বৃষত্যাগেঽধিকারায় শ্রুতিরবাধিতবিষয়ৈব কল্প্যতে, ন তু মন্ত্রপাঠায়াপি ॥ ১৫৫ ॥

যথা “পিতৃভ্যো দদ্যাদি”ত্যত্র বহুবচনেন সাহিত্যপ্রতীতাবপি, ন চতুর্থ্যা সহিতানাং দেবতাত্বং কল্প্যতে। কিন্তু

অন্ত্যোবেতি বোধ্যম্। ন তথা নে শূদ্রায় বিদ্যাপ্রযুক্তিঃ। অবাধিতেতি মন্ত্রেণ ব্রাহ্মণং প্রতিগৃহ্য শূদ্রো বৃষমুৎসৃজেদিত্যবাধিতবিষয়িকেত্যর্থঃ। কল্প্যতে অনুমীয়তে ॥ ১৫৫ ॥

নন্থ কৃষ্ণেনাপ্যন্ত্য ইতি স্মৃত্যা শূদ্রস্য সাঙ্গ এব বৃষোৎসর্গে অধিকারঃ প্রতীয়তে, তৎকথং মন্ত্রপাঠরূপাঙ্গং বিহায় শ্রুতিঃ কল্প্যতে তত্রাহ যথেতি। বহুবচনেন সতি সাহিত্যে দ্বিবচনবহুবচনদ্বন্দ্বসমাসো বেতি শ্রবণাৎ পিতৃভ্যো দদ্যাদিত্যত্র পিতৃপিতামহাদেঃ সহিতস্যৈব দেবতাত্বং, তথাত্বে চ অমুকগোত্রাঃ পিতৃপিতামহপ্রপিতামহা অমুকদেবশর্ম্মামুকদেবশর্ম্মামুকদেবশর্ম্মাণঃ ইত্যেবংরূপেণ উল্লেখঃ স্যাদিতি। ন চতুর্থ্যেতি সহিতানাং দেবতাত্বং চতুর্থ্যা ন কল্প্যতে ইত্যন্বয়ঃ। চতুর্থ্যা উদ্দেশ্যত্ববোধনাৎ উদ্দেশ্যতা-

---

ক্ষত্রিয়ের পক্ষে সুস্নিগ্ধ রক্তবর্ণ বৃষই প্রশস্ত, বৈশ্য সুবর্ণসদৃশ আভাযুক্ত বৃষ দ্বারা কার্য্য করিবে এবং শূদ্র কৃষ্ণবর্ণ বৃষ উৎসর্গ করিবে।” এই স্মৃতির বচন দেখিয়া বৃষোৎসর্গরূপ প্রধান কর্ম্মে অধিকারার্থই একটি অবাধিতবিষয়া অর্থাৎ বৃষোৎসর্গরূপ প্রধান কর্ম্মমাত্রবিষয়া শ্রুতির কল্পনা করা হয়, কিন্তু মন্ত্রপাঠরূপ অঙ্গকর্ম্মের অধিকারার্থ শ্রুতিকল্পনার প্রতি কোন কারণই দৃষ্ট হয়না। ১৫৫।

এক্ষণে কেহ আশঙ্কা করিয়াছিল “শূদ্র কৃষ্ণবর্ণ বৃষ উৎসর্গ করিবে” এই স্মৃতি দৃষ্টে সাঙ্গ বৃষোৎসর্গেই শূদ্রের অধিকার প্রতীত হইতেছে, তবে মন্ত্রপাঠ-অঙ্গকে বাদ দিয়া শ্রুতির কল্পনা করা হইতেছে কেন? ইহার উত্তরে স্মার্ত্ত দৃষ্টান্ত দেখাইয়া সিদ্ধ করিতেছেন যে, প্রধানের জন্যই শ্রুতির কল্পনা করা হইয়া থাকে, অঙ্গের জন্য নহে, সেই দৃষ্টান্তটী এই—“পিতৃগণকে দান করিবে” এই বাক্যে বহু বচন দ্বারা সাহিত্য অর্থাৎ সম্মিলিত ভাবের প্রতীতি হইলেও (মিলিত ভাবে পিতামহাদির বোধ হইলেও) যেমন চতুর্থী বিভক্তি সহিত মিলিতভাবে উহাদিগের সকলের দেবতাত্ব কল্পনা করা হয়না, কিন্তু “এস্থলে

"অত্র পিতরো দেবতা" ইত্যাপস্তম্ববচনে 'দেবতা' ইতি বহুত্বস্য পৃথক্ নিবেশিতত্বেন প্রত্যেকদেবতাত্বস্য প্রতীতস্যাবাধেন পিতৃণাং প্রত্যেকং দেবতাত্বং কল্প্যতে। পিতৃভ্য ইতি সাহিত্যস্তু সুভিধানক্রিয়াপেক্ষয়া ইত্যুক্তং, তদ্বদত্রাপি।

বিশেষস্ত চ দেবতাত্বে পর্য্যবসানাং ইত্থং কল্পনাপ্রসক্তিরিতি দেবতাত্বঞ্চ যাগোদ্দেশ্যত্বম্। পিতরো দেবতা ইতীতি এতন্মতে বিশেষণবিভক্তির্ন নিরর্থিকা, তথাচ দেবতাপদোত্তর-বহুবচনার্থস্য বহুত্বস্য প্রকৃত্যর্থতাবচ্ছেদকে দেবতাত্বেঽন্বয়ঃ। দেবতাবহুত্বস্য পিতৃপদোত্তর-বহুবচনেনৈব প্রাপ্তত্বাৎ সহিতস্য দেবতাত্বে চ এবমেব দেবতাত্বং স্যাদিতি। অভিধানেতি

পিতৃগণই দেবতা" এই আপস্তম্বের বচনে বহুত্বটি পৃথক্ করিয়া 'দেবতা' এই পদে বহুবচন দ্বারা সন্নিবেশিত হওয়াতে, প্রত্যেকের দেবতাত্ব প্রতীত হইবার কোনরূপ বাধা না থাকায়, পিতৃগণের প্রত্যেকেরই দেবতাত্ব কল্পনা করা হয়; তবে একসঙ্গে বলিবার সুবিধার নিমিত্তই অর্থাৎ একেবারে পিত্রাদি ছয়জনের বোধ করাইবার নিমিত্তই "পিতৃভ্যঃ" এই পদে চতুর্থীর বহুবচন প্রযুক্ত হইয়াছে মাত্র। এ স্থলেও সেইরূপ বুঝিতে হইবে। ইহার তাৎপর্য্য এই যে—তদ্ধিত, চতুর্থী এবং মন্ত্রলিঙ্গ, এই তিনটি দেবতার কল্পক, কিন্তু ইহাদের মধ্যে উত্তরোত্তরবর্ত্তী অর্থাৎ পূর্ব্ব পূর্ব্বাপেক্ষা দুর্ব্বল; তদ্ধিত অপেক্ষা চতুর্থী দুর্ব্বল, এবং চতুর্থী অপেক্ষা মন্ত্রলিঙ্গ দুর্ব্বল। তদ্ধিত অর্থাৎ "সা অস্য দেবতা" এই অর্থে যে তদ্ধিত প্রত্যয় হয়, তাহা দ্বারাও একরকম স্পষ্টই দেবতার বোধ হইয়া থাকে, কিন্তু পিতৃ বা দেবতার উদ্দেশে দান স্থলে চতুর্থী সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সম্প্রদানত্ব বা উদ্দেশ্যত্বেরই বোধক, কিন্তু সেই সম্প্র-দানত্ব বা উদ্দেশ্যত্ব অনিরাকৃত হয় বলিয়া, অর্থাৎ যাহার উদ্দেশে দান করা হয়, সেই দেবতা স্বয়ং উপস্থিত হইয়া গ্রহণ না করিলেও ঐ দানের অস্বীকার করি-বার লোক না থাকায়, চতুর্থীদ্বারা ঐ দানের পাত্রীভূত দেবতার কল্পনা করা হইয়া থাকে। কাজেই তদ্ধিত অপেক্ষা দেবতার কল্পনা পক্ষে, চতুর্থীকে দুর্ব্বল বলিতে হইবে। যাহা হোক্ "পিতৃভ্যো দদ্যাৎ" এই বাক্যে চতুর্থী দ্বারা মিলিতভাবে পিতৃগণের দেবতাত্ব কল্পিত হইতে পারিত, যদি ঐ চতুর্থী অপেক্ষা পিতৃ-গণের প্রত্যেকের দেবতাত্বকল্পক কোন প্রকার প্রবল শ্রুত্যাদি প্রমাণ না থাকিত; কিন্তু "পিতরো দেবতা" এই আপস্তম্বের বচনে বহুবচনান্ত দেবতা

"অমন্ত্রস্য তু শূদ্রস্য বিপ্রো মন্ত্রেণ গৃহ্যতে।" ইত্যস্যাবাধেনৈব প্রধানাধিকারমাত্রং কল্প্যতে। মনুরপি শূদ্রস্য মন্ত্রবর্জ্জং কর্ম্মানুষ্ঠানমাহ।—

অমাবস্যায়াং পিতৃভ্যো দদ্যাদিত্যত্র পিতৃপদস্য পিত্রাদিষট্‌কপরত্বাৎ কথনরূপক্রিয়ায়াং সাহিত্যং, পিত্রে পিতামহায় দদ্যাদিত্যাকারককথনে তু ন কথনেঽপি সাহিত্যম্। ইদমুপলক্ষণং, পিত্রাদিবিষয়কসমূহালম্বনশাব্দবোধাদাবপি সাহিত্যং সম্ভবতীতি বোধ্যম্।

পদটিকে পৃথক্ করিয়া বিধেয়রূপে নির্দ্দেশ করায়, যতগুলি পিতৃলোক তাহারা প্রত্যেকেই দেবতা, এইরূপ অর্থ, স্পষ্টরূপে প্রতীত হওয়ায়, মিলিতভাবে দেবতাত্বকল্পক "পিতৃভ্যোদদ্যাৎ" এই পদস্থিত চতুর্থী অপেক্ষা আপস্তম্বের প্রত্যেকের দেবতাত্বকল্পক বচনটিই প্রবল হইল; সুতরাং দুর্ব্বল চতুর্থীদ্বারা মিলিতভাবে পিতৃগণের দেবতাত্ব কল্পনা না করিয়া আপস্তম্বের বচনরূপ প্রবল প্রমাণ দ্বারা যেমন পিতৃগণের প্রত্যেকেরই দেবতাত্ব কল্পনা করা হইয়া থাকে, অর্থাৎ পার্ব্বণ শ্রাদ্ধ করিবার সময় "অমুকগোত্রাঃ পিতৃপিতামহপ্রপিতামহাঃ অমুক-দেবশর্ম্ম-অমুকদেবশর্ম্ম অমুকদেবশর্ম্মাণঃ" এইরূপ মিলিতভাবে সম্বোধন না করিয়া, "অমুকগোত্র পিতঃ অমুক দেবশর্ম্মন্" এইরূপ একএকটি করিয়া প্রত্যেকের সম্বোধন করা হয়, সেইরূপ এস্থলেও "কৃষ্ণেনাপ্যত্যমনঃ" এই স্মৃতিবাক্যটি স্পষ্টরূপে বৃষোৎসর্গমাত্রেরই বোধ করাইতেছে বলিয়া ইহা শূদ্রের বৃষোৎসর্গরূপ প্রধান কর্ম্মেই অধিকারমূলক শ্রুতিরই কল্পক হইয়াছে। যদি বল, পিতৃগণের প্রত্যেকেরই যদি দেবতাত্ব স্থিরীকৃত হইল, তবে "পিত্রে দদ্যাৎ" 'পিতামহায় দদ্যাৎ" এইরূপ পৃথক্ পৃথক্ ভাবে বলা না হইল কেন? ইহার উত্তরে স্মার্ত্ত বলিয়াছেন, "অভিধানক্রিয়াপেক্ষয়া" বলিবার সুবিধার জন্যই অর্থাৎ এককথায় পিতা প্রভৃতি ছয়জনকে বোধ করাইবার জন্যই বহুবচনান্ত করিয়া মিলিতভাবে বলা হইয়াছে। গোস্বামী এই অভিধান ক্রিয়াপেক্ষয়া' এই কথাটির অন্যপ্রকার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন, তিনি বলেন—অভিহিত দান ক্রিয়ার বহুত্ব সূচন করিবার জন্যই অর্থাৎ একএক জনের উদ্দেশে বহু দান করা সূচন করিবার জন্যই "পিতৃভ্যঃ" এই পদে বহুবচন দেওয়া হইয়াছে। শূদ্রের মন্ত্রপাঠরূপ অঙ্গের সহিত প্রধান কর্ম্মে অধিকারমূলক শ্রুতির কল্পনা না করিয়া, কেবলমাত্র প্রধান

"ধর্ম্মেপ্সবস্তু ধর্ম্মজ্ঞাঃ সতাং বৃত্তিমনুষ্ঠিতাঃ।
মন্ত্রবর্জ্জং ন দুষ্যন্তি প্রশংসাং প্রাপ্নুবন্তি চ॥"

"যে পুনঃ শূদ্রাঃ স্বধর্ম্মবেদিনো ধর্ম্মপ্রাপ্তিকামাস্ত্রৈবর্ণিকাচারমনিষিদ্ধমাশ্রিতাস্তে "নমস্কারেণ মন্ত্রেণ পঞ্চযজ্ঞান্ন হাপয়েদি"তি যাজ্ঞবল্ক্যবচনান্নমস্কারমাত্রেণ মন্ত্রান্তররহিতেন পঞ্চযজ্ঞাদি কুর্ব্বাণান্ প্রত্যবায়মাপ্নুবন্তি খ্যাতিঞ্চ লোকে প্রাপ্নুবন্তী"তি কুল্লূকভট্টঃ। বৎসতরীযুক্তবৃষোৎসর্গস্য প্রাধান্যাদাদিত্যপুরাণেঽপি মন্ত্রং বিনা তাবন্মাত্রমুক্তং। যথা,—

তদপ্যাপি কল্প্যতে ইতি পরেণান্বয়ঃ। ধর্ম্মজ্ঞা ইত্যস্য বিবরণং স্বধর্ম্মবেদিন ইতি। ধর্ম্মেপ্সব ইত্যস্য বিবরণং ধর্ম্মপ্রাপ্তিকামা ইতি। সতাং বৃত্তিমনুষ্ঠিতা ইত্যস্য বিবরণং ত্রৈবর্ণিকেতি। নমস্কারেণেতি নম ইতি মন্ত্রেণ পঞ্চযজ্ঞান্ কুর্য্যাদিত্যর্থঃ। ন দূষ্যন্তীত্যস্য বিবরণং ন প্রত্যবায়ং প্রাপ্নুবন্তীতি। প্রশংসামিত্যস্য বিবরণং খ্যাতমিতি, শেষস্থিতচকারস্য চান্বয়ঃ কৃতঃ। মন্ত্রং বিনা এমং যুবানম্ ইত্যাদিমন্ত্রং বিনা। তাবন্মাত্র ইতি বৃষোৎ-

কর্ম্মে অধিকারমূলক শ্রুতির যে কল্পনা করা হইতেছে কেন? ইহার প্রতি পূর্ব্বোক্ত যুক্তিমাত্রে সন্তুষ্ট না হও, তবে আরও বলিতেছি শুন,—"স্বভাবতঃ মন্ত্রপাঠে অনধিকারী শূদ্রের পঠিতব্য মন্ত্রগুলি ব্রাহ্মণকে আসিয়া আশ্রয় করে," এই স্মৃতির বচনের বাধ না করিয়া অর্থাৎ ইহাকে বলবান্ রাখিয়াই কেবলমাত্র প্রধান কর্ম্মেই শূদ্রের অধিকারমূলক শ্রুতির কল্পনা করা হইয়াছে। শূদ্রেরা যে স্বয়ং মন্ত্রপাঠ না করিয়াও ধর্ম্মকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে পারিবে, সে কথা মনুও বলিয়াছেন, যথা—"ধর্ম্মজ্ঞ অর্থাৎ নিজ ধর্ম্মের স্বরূপে অভিজ্ঞ, ধর্ম্মলাভে অভিলাষী, এবং উচ্চবর্ণদিগের শাস্ত্রসম্মত আচার অনুসরণকারী শূদ্রগণ মন্ত্রপাঠ না করিয়াও বৈদিক কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবে, তাহাতে কোন দোষ হইবে না, বরং তাহাতে লোকমধ্যে প্রশংসাই প্রাপ্ত হইবে।" মনুর এই বচনের কুল্লুকভট্ট যেরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, আমরা তদনুসারেই অনুবাদ করিয়াছি, কুল্লুকভট্টের ব্যাখ্যার একটি অংশ কেবল অনুবাদে প্রকাশ করা হয় নাই, সেটি এই,—মনুর "মন্ত্রবর্জ্জন" পদটির কুল্লুকভট্ট ব্যাখ্যা করিয়াছেন "নমো নমঃ" এই নমস্কারমন্ত্র মাত্র বলিয়াই পঞ্চযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিবে।" এই যাজ্ঞবল্ক্যের বচন অনুসারে অন্য মন্ত্র সকল পরিত্যাগপূর্ব্বক কেবলমাত্র নমস্কার মন্ত্র (নমো নমঃ)

'যুঞ্জন্তি বৃষভং যে চ নীলঞ্চৈব সুশোভনম্ ।
লাঙ্গুলাকর্ষসর্ব্বাঙ্গং শৃঙ্গযুক্তং সুশোভনম্ ॥
কার্ত্তিক্যাং মুচ্যতে যস্তু দত্ত্বা পাপান্ন সংশয়ঃ ।
ত্রিবর্ষাস্ত্বথ গুর্ব্বিণ্যো দদ্যাদ্গাবো বৃষস্য চ" ॥ ১৫৬ ॥

এবঞ্চ ব্রাহ্মণদ্বারা মন্ত্রপাঠোপপত্তেঃ ; শিবপুরাণে,—
"স্ত্রিয়ঃ শূদ্রাশ্চ ম্লেচ্ছাশ্চ যে চান্যে পাপযোনয়ঃ ।
নমস্কারেণ মন্ত্রেণ তদেব ফলমাপ্নুয়ুঃ ।" ইত্যাদিনা, ছন্দোগপরিশিষ্টাদৌ কর্ত্তৃবিশেষানভিধানাৎ, সর্ব্বাধিকারিত্ব-প্রতীতের্বৃষোৎসর্গে স্ত্রীণামপ্যধিকারোঽস্তি ।

সর্গমাত্রঃ, বৎসতরীং বিনা কেবলবৃষস্য উৎসর্গ ইতি যাবৎ। লাঙ্গুলেতি লাঙ্গুলেনাকর্ষো যস্য এবম্ভূতং সর্ব্বাঙ্গং যস্য তং দীর্ঘলাঙ্গুলমিত্যর্থঃ। "অগ্নিপুরাণম্,—"বিহায়নীভি-র্ধেনুভিশ্চতুর্ভিঃ সহ রূপবান্। যাভ্যামথৈকয়াভাবাদুৎস্রষ্টব্যো দ্বিহায়নঃ। যো বাহয়তি যগুঞ্চ পিবেৎ ক্ষীরঞ্চ তদ্গবাম্। যাবন্তি তস্য লোমানি তাবদ্বর্ষাণ্যধোগতিঃ॥ তাদাং ন চাজ্যং পাতব্যং শাশ্বতীং গতিমিচ্ছতে"তি ॥ ১৫৬

বৃষোৎসর্গে স্ত্রিয়া অধিকারো নাস্তীতি প্রাচীনৈর্যদুক্তং তদপি দূষয়তি এবঞ্চেত্যাদিনা। ব্রাহ্মণদ্বারা মন্ত্রপাঠোপপত্তেরিত্যাদিহেতুনাং ব্রাহ্মণাদিস্ত্রীণাম্ অপ্যধিকার ইত্যনে-

---

পাঠ করত পঞ্চযজ্ঞাদির অনুষ্ঠানকারী।" আরও দেখ, বৎসতরীযুক্ত বৃষোৎ-সর্গরূপ কর্ম্মেরই প্রাধান্য নিবন্ধন আদিত্যপুরাণে মন্ত্রপাঠের কথা ছাড়িয়া দিয়া, কেবলমাত্র বৃষোৎসর্গের কথাই বলা হইয়াছে, যথা—"যাহারা দীর্ঘলাঙ্গুলসম্পন্ন, শৃঙ্গযুক্ত, সুন্দর, নীল বৃষকে কার্ত্তিকী পূর্ণিমায় উৎসর্গ করে, এবং উহার সহিত ত্রিবর্ষবয়স্ক গর্ভবতী গোরু যে প্রদান করে, সে সকল পাপ হইতে মুক্ত হয়, ইহাতে কোন সংশয় নাই।" ১৫৬।

এইরূপে শূদ্রের বৃষোৎসর্গ স্থলে ব্রাহ্মণ দ্বারা মন্ত্রপাঠ শাস্ত্রসম্মত বলিয়া স্থির হওয়াতেই, শিবপুরাণে বলা হইয়াছে—"স্ত্রীগণ, শূদ্র, ম্লেচ্ছ এবং তদপেক্ষা নিকৃষ্ট জাতিরাও কেবলমাত্র নমস্কার মন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক কর্ম্ম করিয়া, কর্ম্মের অবিকল ফল প্রাপ্ত হইবে।" ইত্যাদি বচন দ্বারা এবং ছন্দোগপরিশিষ্টে বৃষোৎসর্গের অধিকারী কর্ত্তার বিশেষরূপে নির্দ্দেশ না থাকায়, সর্ব্বপ্রকার ব্যক্তিরই বৃষোৎসর্গে অধিকার প্রতীতি হেতু স্ত্রীদিগেরও যে, বৃষোৎসর্গে অধিকার আছে,

"ন স্ত্রীণামধিকারোঽস্তি শ্রাদ্ধেষু পার্ব্বণাদিষু।
কন্যাবৃষসমুৎসর্গে অধিকারো ভবেদ্ ধ্রুবম্‌"ইতি হলায়ুধ-বচনাচ্চ। এবমেব সুগতিসোপানপ্রভৃতয়ঃ। "কৃষ্ণেনাপ্যন্ত্য-জন্মন" ইতি তু বর্ণপ্রশংসামাত্রপরম্। বৃষোৎসর্গেঽনুপ-নীতস্যাপ্যধিকারঃ।

"ন হ্যস্য বিদ্যতে কর্ম্ম কিঞ্চিদা মৌঞ্জিবন্ধনাৎ।
"অন্যত্রোদককর্ম্ম-স্বধা-পিতৃসংযুক্তেভ্য এব চ॥" ইতি কল্পতরুধৃতবশিষ্ঠবচনেন প্রতিপ্রসবাৎ। অপর্য্যন্ত—"হে বৎস-

নায়ঃ। বর্ণপ্রশংসেতি। "শ্বেতোদরঃ কৃষ্ণপৃষ্ঠো ব্রাহ্মণস্য প্রশস্যতে। স্নিগ্ধরক্তেন,—বর্ণেন ক্ষত্রিয়স্য প্রশস্যতে। কাঞ্চনাভেন বৈশ্যস্য কৃষ্ণেনাপ্যন্ত্যজন্মন" ইতি। মৎস্য-পুরাণে,—"বৃষস্য বর্ণবিশেষেণ ব্রাহ্মণাদেঃ প্রাশস্ত্যং প্রশস্যতে" ইত্যভিধানাৎ। কাত্যায়নঃ,—"অব্যঙ্গো জীববৎসায়াঃ পয়স্বিন্যাঃ সুতো বলী। একবর্ণো দ্বিবর্ণো বা যো বা স্যাদষ্টকা-সুতঃ॥ যূথাদুচ্চতরো যস্তু সমো বা নীচ এব বা। সপ্তবারান্ সপ্তবারানুৎসৃষ্টস্তারয়েদ্-বৃষঃ॥" ইতি। সামান্যবর্ণোপদেশশ্চাতুর্ব্বর্ণিক এব। অষ্টকাসুতঃ অষ্টকাসু জাতঃ, অনেনাষ্টমীজাতস্য প্রাশস্ত্যমুক্তম্। বৃষোৎসর্গেঽনুপনীতস্যাধিকারো নাস্তীতি প্রাচীনৈর্যদুক্তং তদপি দূষয়তি বৃষোৎসর্গেঽনুপনীতস্যাপ্যধিকার ইতি। আ মৌঞ্জিবন্ধনাৎ উপনয়ন-পর্য্যন্তম্। উদককর্ম্ম তর্পণম্, স্বধা শ্রাদ্ধং, "স্বধা পিতৃণামন্নমি"তি শ্রুতেঃ।" পিতৃসংযুক্তং শয্যাদান-বৃষোৎসর্গাদি। প্রতিপ্রসবাদিতি ন হ্যস্য বিদ্যতে কর্ম্ম ইত্যস্য অন্যত্রোদকে-

ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। "স্ত্রীদিগের পার্ব্বণশ্রাদ্ধে অধিকার নাই, কিন্তু কন্যাদান এবং বৃষোৎসর্গে নিশ্চয়ই অধিকার আছে।" হলায়ুধের এই বচনেও বৃষোৎসর্গে স্ত্রীদিগের অধিকার প্রতিপাদিত হইয়াছে। সুগতি-সোপান প্রভৃতি নিবন্ধকারগণ এই কথাই বলিয়াছেন। উপরিউক্ত স্মৃতির বচনে যে, শূদ্রের পক্ষে কৃষ্ণবর্ণের বৃষ উৎসর্গ করিবার বিধান করা হইয়াছে, উহাদ্বারা কৃষ্ণবর্ণ বৃষ যে শূদ্রের পক্ষে প্রশস্ত, এই মাত্র জ্ঞাপন করা হইয়াছে, নতুবা শূদ্র যে, কৃষ্ণবর্ণ বৃষ ভিন্ন অপরবর্ণের বৃষ উৎসর্গ করিতে পারিবেনা, এমন কোন নিয়ম করা হয় নাই। এই বৃষোৎসর্গে অনুপনীত দ্বিজ বালকেরও অধিকার আছে। "অনুপনীত দ্বিজাতি বালকের মৌঞ্জিবন্ধন অর্থাৎ উপনয়ন না হওয়া পর্য্যন্ত, তর্পণ, শ্রাদ্ধ এবং পিতৃসম্বন্ধি বৃষোৎসর্গাদি ভিন্ন অপর কর্ম্মে অধিকার নাই।" অনুপনীত বালকদিগের সাধারণতঃ কর্ম্মে অধিকার

তর্য্যো বো যুষ্মাকম্ এনং যুবানং পতিং স্বামিনং দদামি ইত্যুক্তং প্রার্থয়ামি, তেন বৃষেণ সহ ক্রীড়ন্তীঃ খেলয়ন্ত্যশ্চরথ ভ্রমথ, হে বৎসতর্য্যো যুয়মপি মা নঃ নাস্মৎস্বত্ববিষয়া ভবিষ্যথ, কিন্তু ময়া ত্যক্তব্যা, বয়ং বৃষস্য বৎসতরীণাঞ্চ ত্যাগেন রায়স্পোষেণ ধন-সমৃদ্ধ্যা সাপ্তজনুষা সপ্তজন্মব্যাপকেন ইষা অন্নেন চ সম্মদেম হৃষ্টা ভবেম, সুভগা লোকস্য প্রিয়া ইতি। 'সম্মদেম' ইতি "ভবিষ্যৎসামীপ্যে বর্ত্তমান" ইতি পাণিনিস্মরসাৎ ভবিষ্যদর্থে বর্ত্তমানতা ॥ ১৫৭ ॥

নীলবৃষলক্ষণমাহ শঙ্খঃ,—

"লোহিতো যস্তু বর্ণেন মুখে পুচ্ছে চ পাণ্ডরঃ।
শ্বেতঃ খুরবিষাণাভ্যাং স নীলো বৃষ উচ্যতে ॥"

ত্যাদিনা প্রতিপ্রসবাদিত্যর্থঃ। সম্মদেম ইতি সমিধা ইত্যত্র স্থিতস্য সমিতাস্য মদেম ইত্যত্রান্বয়ঃ কৃতঃ। বর্ত্তমানেতি কালাপানাং লটো বর্ত্তমানেতি পরিভাষা ॥ ১৫৭ ॥

নীলবৃষেতি। দেবীপুরাণে—"চরণানি মুখং পুচ্ছং যস্য শ্বেতানি গোপতেঃ। লাক্ষারস-সবর্ণস্য তং নীলমিতি নির্দ্দিশেৎ ॥ বৃষ এব স মোক্তব্যো নমস্কার্য্যো গৃহে বসন্। তদর্থ-মেষা চরতি লোকে গাথা পুরাতনী ॥ এষ্টব্যা বহবঃ পুত্রা যদ্যেকোঽপি গয়াং ব্রজেৎ। গৌরীং বাপ্যুদ্বহেদ্ ভার্য্যাং নীলং বা বৃষমুৎসৃজেৎ ॥" "নমস্কার্য্যো গৃহে বসন্নি"ত্যত্র "ন স ধার্য্যো গৃহে ভবেদি"তি কচিৎ পাঠঃ। "গৌরীং বাপ্যুদ্বহেদ্ ভার্য্যাম্" ইত্যত্র "যজেত

হওয়ায়, কল্পতরু নামক গ্রন্থে উদ্ধৃত এই বশিষ্ঠের বচন দ্বারা বৃষোৎসর্গে ঐ অনধিকারের প্রতিপ্রসব করা হইয়াছে, অর্থাৎ অধিকার স্থাপন করা হইয়াছে। বৃষোৎসর্গের পূর্ব্বপাঠ্য ঋক্‌টির আমরা যথাস্থানে স্মার্ত্ত-সম্মত অর্থ অনুসারেই অনুবাদ করিয়াছি, সুতরাং এস্থলে আর তাহার পুনরুল্লেখ করিবার আবশ্যকতা নাই; তবে এই টুকু মাত্র বক্তব্য যে, ঐ ঋকে "সম্মদেম" এই যে, ক্রিয়াপদটি আছে, উহাতে ভবিষ্যৎ অর্থে বর্ত্তমান কালের প্রত্যয় করা হইয়াছে; "ভবিষ্যৎসামীপ্যে বর্ত্তমান" পাণিনির এই সূত্রটিই এ বিষয়ে প্রমাণ। ১৫৭।

নীল বৃষের লক্ষণ শঙ্খ এইরূপ করিয়াছেন—"যাহার বর্ণ লাল এবং মুখ, পুচ্ছ, খুর ও শিং সাদা, তাহাকে নীল বৃষ বলা হয়।" স্মৃতিতে বৎসতরী-

বৎসতরীং বিশেষয়তি স্মৃতিঃ,—
"অগ্রতো লোহিতা পত্নী পার্শ্বয়োর্নীলপাণ্ডুরে।
পৃষ্ঠতস্তু ভবেৎ কৃষ্ণা বৃষভস্য তু মোক্ষণে॥"
যূপমাহ স এব,—
"চতুর্হস্তো ভবেদ্‌যূপো যজ্ঞবৃক্ষসমুদ্ভবঃ।
বর্ত্তুলঃ শোভনঃ স্থূলঃ কর্ত্তব্যো বৃষমৌলিকঃ॥"
ভবিষ্যে,—
"বিল্বস্য বকুলস্যৈব কলৌ যূপঃ প্রশস্যতে।"

যাথমেধেনে'তি নারায়ণোপাধ্যায়ৈর্লিখিতম্। "অষ্টবর্ষা ভবেদ্গৌরী নববর্ষা তু রোহিণী'তি। "লোহিতো যস্তু বর্ণেন শঙ্খবর্ণখুরস্তথা। লাঙ্গুলশিরসশ্চৈব স বৈ নীলবৃষঃ স্মৃতঃ॥ এবং বৃষং লক্ষণসন্নিযুক্তং গৃহোদ্ভবং ক্রীতমথাপি রাজন্। মুক্ত্বা ন শোচেন্মরণং মহাত্মা মোক্ষং গতিঞ্চাহমতোঽভিধাস্যে॥" অত্র গয়াশ্রাদ্ধাশ্বমেধতুল্যতামভিধায় মোক্ষফলকথনাদেকাদশাহাদাবপি মোক্ষফলত্বমেব নীলবৃষোৎসর্গস্য। স্মৃতিঃ,—"ত্রিমাসাদূর্দ্ধমেতস্য বৃষত্বেনাধিকারিতা। যাবদ্দন্তা ন শীর্য্যন্তি তাবৎ স্বর্গং ন গচ্ছতি॥ ক্রীত্বা মৌল্যক্রয়েণৈব পরিবর্ত্তোপপাদিনা। ধান্যক্রীতং গৃহে জাতং বৃষভং তং সমুৎসৃজেৎ॥" মৌল্যক্রয়ো যাচ্ঞাশূন্যেন ক্রয়ঃ। বৎসরাভ্যন্তরে ক্রিয়মাণে একাদশাহাদিশ্রাদ্ধাৎ পূর্ব্বমেব কার্য্যং ন তু পরং, নিন্দাশ্রবণাৎ। যথা শাট্যায়নঃ,—"কৃত্বৈকাদশিকং শ্রাদ্ধং বৃষোৎসর্গং করোতি যঃ। অসিপত্রবনে ঘোরে পিতৃভিঃ সহ পচ্যতে॥" অত্র বৃষোৎসর্গো গোযজ্ঞেন ব্যাখ্যাত ইত্যনেন পারস্করেণ বৃষোৎসর্গশূলগবাতিদিষ্টগোযজ্ঞাতিদেশাৎ "গন্ধেনাভ্যুক্ষণং যথামি'শ্চতি শূলগবোক্তাধিবাসঃ পূর্ব্বদিনে কর্ত্তব্য এব। অত্রাধুনিকাঃ—একাদশাহে পূর্ব্বদিনে অশৌচসম্ভাবাৎ সংবৎসরাভ্যন্তরে ত্রিপক্ষাদৌ, "প্রমীতৌ পিতরৌ যস্য দেহস্তস্যাশুচির্ভবেৎ। নাপি দৈবং ন বা পৈত্রং যাবৎ পূর্ণো ন বৎসরঃ॥" ইত্যনেন দেহাশুদ্ধ্য-

দিগের মধ্যেও এই বিশেষ বিভাগ করা হইয়াছে, যথা—"লালবর্ণের বৎসতরীকে সম্মুখে রাখিয়া উভয়পার্শ্বে (দক্ষিণ ও বামে) যথাক্রমে নীল ও পাণ্ডুরবর্ণের এবং পৃষ্ঠভাগে (পিছনে) কৃষ্ণবর্ণের বৎসতরীকে রাখিয়া বৃষ উৎসর্গ করিবে।" যূপের লক্ষণ সেই শঙ্খই এইরূপ করিয়াছেন—"যজ্ঞীয় বৃক্ষদ্বারা চতুর্হস্ত পরিমিত যূপ প্রস্তুত করিবে; উহা গোলাকার এবং দেখিতে সুন্দর হওয়া চাই, এবং উহার মস্তকে একটি বৃষ খোদিত করিতে হইবে, ঐ বৃষটি সুদ্ধই চারহস্ত পরিমিত হইবে।" ভবিষ্য-পুরাণে বলা হইয়াছে—"কলিযুগে

"শুক্লবাসাঃ শুচিভূর্ত্বা ব্রাহ্মণান্ স্বস্তিবাচ্য চ।
কীর্ত্তয়েদ্ভারতঞ্চৈব তথা স্যাদক্ষয়ং হবিরি"তি দানধর্ম্মে বৃষোৎসর্গপ্রকরণীয়বচনাদক্ষয়হবিষ্কামেণ স্বস্তিবাচনানন্তরং ভারতনামোচ্চার্য্যম্।

"যদহ্না কুরুতে পাপং ব্রাহ্মণস্ত্বিন্দ্রিয়ৈশ্চরন্।
মহাভারতমাখ্যায় পূর্ব্বাং সন্ধ্যাং বিমুঞ্চতি॥"

ইত্যাদিপুরাণোক্তপ্রাতর্ম্মহাভারতোচ্চারণবৎ। রাঢ়দেশীয়প্রভৃতয়স্তু বিরাটপর্ব্ব পাঠয়ন্তি। অত্র ব্রহ্মাদিবরণে

ভিধানাৎ সংবৎসরাৎ পরমেব সাঙ্গকর্ত্তব্যতাবগমাৎ বৃদ্ধিশ্রাদ্ধবদধিবাসস্য বাধঃ। অন্যথা বৎসরাভ্যন্তরে বৃদ্ধিশ্রাদ্ধস্যাপ্যনুষ্ঠানং স্যাৎ ইতি প্রাচীনাচারমূলতয়া ব্যবস্থাপয়ন্তি, তদপুক্তম্; যদ্যধিবাসো বৃষোৎসর্গেঽঙ্গমিত্যাস্তি তদাশৌচান্তাদ্দ্বিতীয়দিনে বৃষোৎসর্গে ইত্যুপদিশন্ বিধিরেব তদঙ্গাস্যপি বিদধাতীত্যাশৌচেঽপ্যধিবাসো বৈধঃ, দাশাহিকপিণ্ডদানবৎ তত্রাশৌচমকিঞ্চিৎকরম্। অনঙ্গত্বে তু কস্তত্র প্রসঙ্গঃ, কথং বাস্মদা তদনুষ্ঠানমিতি সুধীভির্ভাব্যম্। যূপ ইতি। স্মৃতিঃ,—"সার্দ্ধহস্তদ্বয়ঞ্চৈব যূপমূর্দ্ধং প্রদর্শয়েৎ। উপযূপাশ্চ চত্বারো হস্তমাত্রবিনির্ম্মিতাঃ॥" মৎস্যসূক্তম্,—"চতুর্হস্তো ভবেদ্ যূপো ব্রহ্মণঃ শ্রবণাবধিঃ। কণ্ঠগ্রীবাবধিঃ কার্য্যাস্তথা রাজন্যবৈশ্যয়োঃ। পৃষ্ঠাবধিশ্চ শূদ্রাণামেষ যূপবিধিঃ স্মৃতঃ॥"

বিল্ব অথবা বকুল বৃক্ষের যূপই প্রশস্ত।" দানধর্ম্মে বৃষোৎসর্গের প্রকরণে "শুচি হইয়া শুক্ল বস্ত্র পরিধানপূর্ব্বক ব্রাহ্মণদিগকে স্বস্তিবাচন করাইয়া "ভারত" এই কথাটির উচ্চারণ করিবে, তাহাতে হোমের হবি অক্ষয় হইবে।" উক্ত বচন অনুসারে অক্ষয় হবি অভিলাষী ব্যক্তি বৃষোৎসর্গের প্রারম্ভে স্বস্তিবাচন করাইয়া "ভারত" এই নামটির উচ্চারণ করিবে। "ব্রাহ্মণ সমস্ত দিন ইন্দ্রিয়গণের ব্যবহার দ্বারা যে পাপের অর্জ্জন করে, প্রাতঃকালে "মহাভারত" এই কথাটি বলিয়া সেই পাপ হইতে মুক্ত হয়।" এই আদিপুরাণের বচনের দ্বারা যেমন প্রাতঃকালে "মহাভারত" এই কথাটির মাত্রই উচ্চারণ করিতে বলা হইয়াছে, বৃষোৎসর্গেও সেইরূপ "মহাভারত" এই কথাটীর মাত্রই উচ্চারণ করাই উক্ত দানধর্ম্মীয় বচনের অভিপ্রেত অর্থ বুঝিতে হইবে, সমগ্র মহাভারত পাঠ করা নয়; কারণ তাহা অসম্ভব। কিন্তু রাঢ়দেশীয় পণ্ডিতগণ দানধর্ম্মীয় বচনের ভারত-গ্রন্থের পাঠ করাই অভিপ্রেত অর্থ বুঝিয়া,

"অমুককর্ম্ম কর্ত্তুং ত্বামহং বৃণে" ইতি যুক্তং ন, এককর্ত্তৃক এব তুমো বিধানাৎ। এবং কৃতাকৃতাবেক্ষণরূপকর্ম্ম কর্ত্তুং ব্রহ্মত্বেতি মৈথিলানাং বাক্যরচনা সর্ব্বথা দুষ্টা। উপবেশনবিশেষস্ত ব্রহ্মকর্ম্মণোঽনুক্তত্বাৎ, "ব্রহ্মত্বেনে"ত্যস্ত বৈয়র্থ্যাৎ, ভিন্নকর্ত্তৃত্বেন

ইতি তু প্রকারান্তরম্। পূর্ব্বাং সন্ধ্যাং প্রাপ্যেত্যর্থঃ। শ্রুত্বা বিরাটপর্ব্বেতি কল্পতরৌ ভবিষ্যে,—"শ্রুত্বা বিরাটপাঠঞ্চ উৎসৃজেদ্বৃষমুত্তমম্। পিতৃণামনৃণো ভূত্বা প্রাপ্নোতি স্বর্গতিং পরাম্॥" তথা,—"বিরাটং পাঠয়িত্বা য উৎসৃজেদ্ বৃষমুত্তমম্। স গচ্ছেৎ পরমং দেবং নারায়ণমনাময়ম্॥" তথা,—"বিরাটপাঠং যস্তার্থে কারয়েদ্বান্ধবঃ ক্বচিৎ। তস্য স্বর্গে স্থিতিস্তাবদ্যাবদিন্দ্রাশ্চতুর্দ্দশ" ইতি। উপবেশনেতি কৃতাকৃতাবেক্ষণরূপব্রহ্মকর্ম্মবোক্তং

বোধ হয়, তাহা সম্ভবপর নয় বলিয়া মহাভারতের অংশবিশেষ বিরাটপর্ব্বের পাঠ করাইয়া থাকেন। এই বৃষোৎসর্গে ব্রহ্মাদির বরণবাক্যে যে, "অমুককর্ম্ম করিতে আপনাকে আমি বরণ করিতেছি" এই অর্থে "কৃ" ধাতুর উত্তর 'তুম্' প্রত্যয়ান্ত পদের বিন্যাস করা হয়, তাহা ব্যাকরণসঙ্গত প্রয়োগ নহে; কারণ ব্যাকরণে "তুম্" এই প্রত্যয়টি একই কর্ত্তা যাহাদের এইরূপ ধাতুদ্বয়ের মধ্যে পূর্ব্ববর্ত্তী ধাতুর উত্তরই বিহিত হইয়াছে। এস্থলে যদিও 'কৃ' এবং 'বৃ' এই দুইটি ধাতুর সমাবেশ হইয়াছে বটে, কিন্তু এই উভয় ধাতু এককর্ত্তৃক হয় নাই, "কর্ত্তুং" এই 'কৃ' ধাতুনিষ্পন্ন তুমন্তপদের কর্ত্তা হইল 'ব্রহ্মা,' এবং "বৃণে" (বরণ করিতেছি) এই 'বৃ' ধাতুনিষ্পন্ন তিঙন্তপদের কর্ত্তা "অহং"। সুতরাং এরূপ স্থলে ব্যাকরণের নিয়মানুসারে 'তুম' প্রত্যয় হইতেই পারে না। এইরূপ 'তুম্' প্রত্যয়ান্ত প্রয়োগ যদি অসঙ্গত হইল, তাহ'লে মৈথিলগণ যে, ব্রহ্মার বরণে "কৃত এবং অকৃত (কে কোথায় কোন্ কার্য্য ঠিক্ করিতেছে, এবং কেই বা কর্ত্তব্য কর্ম্ম ছাড়িয়া দিয়া চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করিতেছে,) ইত্যাদি বিষয়ের পর্য্যবেক্ষণ (তদারক করা) রূপ ব্রহ্মার কর্ম্ম করিতে ব্রহ্মারূপে আপনাকে বরণ করিতেছি" এইরূপ বাক্য রচনা করেন, তাহাও দোষযুক্ত; কারণ, ব্রহ্মার কৃত এবং অকৃত কর্ম্মের তদারক করা যেমন একটি কর্ম্ম, বিশেষভাবে উপবেশন করিয়া থাকাও সেইরূপ আর একটি কর্ম্ম আছে; কিন্তু মৈথিলগণের রচিত বাক্যে সে কথার একেবারেই উল্লেখ করা হয় নাই; দ্বিতীয়তঃ "ব্রহ্মত্বেন" (ব্রহ্মারূপে) এই পদটি এস্থলে সম্পূর্ণ পুনরুক্ত, সুতরাং নিরর্থকই হইয়াছে; কারণ

ভুমোৎসর্গবাক্যে। তস্মাদ্‌ "ব্রহ্মকর্ম্মকরণায়" ইত্যেব বরণে নির্দ্দেশ্যম্‌। অত্র সর্ব্বশাখাধিকরণন্যায়েন, গুণোপসংহারন্যায়েন চ, অবিরুদ্ধসকলাঙ্গোপসংহারঃ কর্ত্তব্য ইতি॥ ১৫৮॥

অথ প্রেতক্রিয়াধিকারিণঃ।

ধর্ম্মপ্রদীপসংবৎসরপ্রদীপয়োর্ব্যাঘ্রঃ,—

"কৃতচূড়স্তু কুর্ব্বীত উদকং পিণ্ডমেব চ।" এতচ্চ পুত্রেতরবিষয়ম্‌।

ন তুপবেশনবিশেষরূপব্রহ্মকর্ম্মাণীতি ভাবঃ। সর্ব্বশাখেতি সর্ব্বশাখাপ্রত্যয়মেকং কর্ম্ম ইতি ন্যায়াৎ ইত্যর্থঃ। গুণোপসংহারেতি প্রধানকরণস্থলে যদঙ্গং নোক্তম্‌, অথ চোপসংহারস্থলে উক্তং, তদপি কর্ত্তব্যমিত্যর্থঃ। অথ স্থাননিয়মঃ। তত্র স্মৃতিঃ,—"গোশালয়োঃ বনে গোষ্ঠে দেবতায়তনাঙ্গনে। ব্রীহিক্ষেত্রে কুশক্ষেত্রে রাজদ্বারে চতুষ্পথে॥ গঙ্গাদিসরিতাং তীরে গয়ায়াং পুণ্যভূমিষু। বৃষোৎসর্গং প্রকুর্ব্বীত শোধয়িত্বা বসুন্ধরাম্‌॥ চতুর্ব্বারাবিতস্তত্র হস্তৈর্দ্দশভির্গৃহম্‌। চতুর্হস্তমিতা বেদী মধ্যে কার্য্যা পরিষ্কৃতে"তি॥ ১৫৮

অথ প্রেতেতি। অস্যথেত্যত্র বচনেঽসংস্কৃতপদস্য প্রধানীভূতোপনয়নাখ্যসংস্কার-

---

"ব্রহ্মকর্ম্ম করিতে আপনাকে বরণ করিতেছি।" এই কথা বলাতেই ঐ অর্থটি আসিয়া গিয়াছিল। তৃতীয়তঃ ভিন্ন কর্ত্তৃক ধাতুদ্বয় হইলে "তুম্‌" প্রত্যয় ও হয়ই না। অতএব বরণবাক্যে "কর্ত্তুং" এইরূপ 'তুম্‌' প্রত্যয়ান্ত পদের প্রয়োগ না করিয়া "ব্রহ্মকর্ম্মকরণায়" এইরূপ চতুর্থ্যন্ত পদেরই প্রয়োগ করা উচিত। এস্থলে ইহাও বক্তব্য যে, সর্ব্বশাখাধিকরণ ন্যায় অনুসারে অর্থাৎ 'কোন একটি কর্ম্ম অপর শাখায় উক্ত, নিজ শাখায় উক্ত না হইলেও যদি স্বকীয় শাখার অবিরুদ্ধ হয়, তাহ'লে তথাবিধ কর্ম্মেরও অনুষ্ঠান করিবে', এই ন্যায় অনুসারে, এবং গুণোপসংহার ন্যায় অনুসারে অর্থাৎ 'কোন স্থলবিশেষে শাস্ত্রের যেরূপ সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে, বিশেষরূপ নিষেধ ব্যতীত সর্ব্বত্রই শাস্ত্রের সেই সিদ্ধান্ত প্রবৃত্ত হইবে', এই ন্যায় অনুসারে অবিরুদ্ধ সমুদয় অঙ্গের সহিতই বৃষোৎসর্গের উপসংহার করিবে॥ ১৫৮॥

প্রেতকার্য্যের অধিকারি-নির্ণয়।

এক্ষণে প্রেতের উদ্দেশে শ্রাদ্ধাদি করিবার অধিকারী ব্যক্তিগণের নিরূপণ করা যাইতেছে। ধর্ম্মপ্রদীপ এবং সংবৎসরপ্রদীপ নামক প্রবন্ধদ্বয়ে ব্যাঘ্র

"অসংস্কৃতঃ সুতঃ শ্রেষ্ঠো নাপরো বেদপারগঃ।" ইতি দায়ভাগধৃতাৎ, অন্যথা সুতত্বেন বিশেষোপাদানং ব্যর্থং স্যাৎ। শ্রাদ্ধে ত্বনুপনীতস্য মন্ত্রপাঠমাহ মনুঃ,—

"নাভিব্যাহারয়েদ্‌ব্রহ্ম স্বধানিনয়নাদৃতে।
শূদ্রেণ হি সমস্তাবদ্‌ যাবদ্বেদে ন জায়তে॥"

"অভিব্যাহারয়েৎ" বদেদিতি যাবৎ, স্বার্থে ণিচ্‌। তত্র প্রথমতো জ্যেষ্ঠপুত্রঃ। যথা মরীচিঃ,—

রহিতমাত্রপরত্বে ইত্যর্থঃ। সুতত্বেনেতি কৃতচূড়স্তু কুর্বীত ইতি বচনাৎ কৃতচূড়স্য পৌত্রাদেরপি অধিকারপ্রাপ্তেরিতি ভাবঃ। নাভিব্যাহারয়েৎ ন বদেৎ, স্বার্থে ণিচ্‌,

এইরূপ একটি বচন উদ্ধৃত হইয়াছে,—"কৃতচূড়ব্যক্তিই শ্রাদ্ধ এবং তর্পণ করিবে।" রঘুনন্দন বলেন, এই যে, চূড়াসংস্কার সম্পন্ন হইবার পর শ্রাদ্ধ এবং তর্পণের অধিকার দেওয়া হইয়াছে, ইহা পুত্র ভিন্ন অপর অধিকারীর সম্বন্ধেই বুঝিতে হইবে; কারণ, দায়ভাগে একটি বচন উদ্ধৃত করা হইয়াছে "অপর অর্থাৎ পুত্রভিন্ন শ্রাদ্ধাদির অধিকারী বেদপারগ হইলেও, তাহা অপেক্ষা অসংস্কৃত অর্থাৎ অকৃতচূড় পুত্রও শ্রেষ্ঠ।" এ স্থলে 'অসংস্কৃত' শব্দের 'অকৃতচূড়' রূপ অর্থ না করিয়া, অনুপনীতরূপ অর্থ করিলে, এই বচনে 'সুত' (পুত্র) এই পদের বিশেষরূপে উল্লেখ করাই বৃথা হয়; কারণ, পূর্ব্বোক্ত ব্যাঘ্রের বচনে পুত্র ভিন্ন অপর অধিকারীর যখন চূড়ার পর হইতে অধিকার হইবার কথা বলা হইয়াছে, তখন পুত্রের উপনয়নের পর অধিকার হইবে, এরূপ বলা যুক্তিযুক্ত হয় না, কাজেই এই বচনে 'সুত' পদটিকে বিশেষ করিয়া প্রয়োগ করায় বুঝিতে হইবে, পুত্র অকৃতচূড় হইলেও শ্রাদ্ধাদির অধিকারী হইবে, এবং পৌত্রাদি চূড়ার পূর্ব্বে অধিকারী হইবে না। এই ব্যাখ্যা না করিলে, বচনে 'সুত' এই কথাটির উপন্যাসই বৃথা হইয়া পড়ে। শ্রাদ্ধের সময় অনুপনীত ব্যক্তিরাও যে, মন্ত্র পাঠ করিতে পারিবে, সে কথা মনু বলিয়াছেন, যথা—"অনুপনীত দ্বিজ বালকেরা শ্রাদ্ধীয় মন্ত্র ভিন্ন অপর বেদমন্ত্রের উচ্চারণ করিবে না; কারণ,যে পর্য্যন্ত বেদে জন্ম (উপনয়ন) না হয়, সে পর্য্যন্ত উহারা শূদ্রের সমান।" মনুর বচনে যে 'অভিব্যাহারয়েৎ' ক্রিয়াপদটি আছে, উহা স্বার্থে ণিচ্‌ প্রত্যয় দ্বারা সিদ্ধ

"মৃতে পিতরি পুত্রেণ ক্রিয়া কার্য্যা বিধানতঃ॥
বহবঃ স্যুর্যদা পুত্রাঃ পিতুরেকত্র বাসিনঃ।
সর্ব্বেষান্তু মতং কৃত্বা জ্যেষ্ঠেনৈব তু যৎ কৃতম্॥
দ্রব্যেণ চাবিভক্তেন সর্ব্বৈরেব কৃতং ভবেৎ॥"

তদভাবে যথাক্রমং কনিষ্ঠপুত্রপৌত্রপ্রপৌত্রাঃ। তথাচ বিষ্ণুপুরাণং,—

"পুত্রঃ পৌত্রঃ প্রপৌত্রো বা তদ্বদ্বা ভ্রাতৃসন্ততিঃ।

যথানিয়মনাবৃত্তে শ্রাদ্ধমন্ত্রং বিনা। যথাক্রমমিতি পূর্ব্বাভাবে পর ইতি ক্রমেণ ইত্যর্থঃ।

করা হইয়াছে, উহার অর্থ—বলিবে (উচ্চারণ করিবে)। প্রেতকার্য্যে অধিকারীর মধ্যে জ্যেষ্ঠপুত্রই প্রথম (অগ্রগণ্য)। এ সম্বন্ধে মরীচির বচন যথা—"পিতার মৃত্যুর পর পুত্রই যথাবিধি প্রেতকার্য্য সকলের অনুষ্ঠান করিবে, যদি মৃত পিতার বহুপুত্রও একত্রবাসী হয়, তাহ'লে উহাদের মধ্যে সর্ব্বজ্যেষ্ঠ পুত্র অপর পুত্র-গণের সম্মতিক্রমে সাধারণের অর্থ দ্বারা যে শ্রাদ্ধাদির অনুষ্ঠান করিবে, ঐ শ্রাদ্ধাদি সকল পুত্র কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত হইয়াছে বলিয়াই বিবেচিত হইবে। জ্যেষ্ঠ-পুত্রের অভাবে যথাক্রমে কনিষ্ঠপুত্র, পৌত্র এবং প্রপৌত্র অধিকারী।" এই যে, জ্যেষ্ঠের অভাবে কনিষ্ঠকে অধিকারী বলা হইয়াছে, টীকাকার রাধামোহন গোস্বামী উহার 'আপেক্ষিক জ্যেষ্ঠের অভাবে' এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন কিন্তু শুনিয়াছি, স্মার্ত্তের এই পংক্তির মর্ম্মগ্রহ করিতে না পারিয়া অনেকে জ্যেষ্ঠের অভাবে একেবারে সর্ব্ব কনিষ্ঠকেই অধিকারী বলিয়া ভ্রান্ত ব্যবস্থা করেন; কিন্তু এস্থলে কনিষ্ঠ শব্দ দ্বারা 'জ্যেষ্ঠ অপেক্ষা ছোট' এইরূপ অর্থই স্মার্ত্তের অভিপ্রেত। কাশীরামও সেই কথা বলিয়াছেন, "পূর্ব্বাভাবে পর" ইতি ক্রমেণ, অর্থাৎ প্রথম জাত পুত্রের অভাবে, তৎপরজাত পুত্র, তদভাবে তৎপরজাত পুত্র এইরূপ ক্রমই ধরিতে হইবে; তা না বলিয়া যদি প্রথমজাত পুত্রের অভাবে একেবারে সর্ব্ব কনিষ্ঠ পুত্র, তদভাবে পৌত্র, এইরূপ ক্রম ধরা হয়, তাহ'লে যে স্থলে সর্ব্বজ্যেষ্ঠ এবং সর্ব্বকনিষ্ঠ পুত্র, এই উভয়েরই অভাব ঘটিয়াছে, মধ্যম পুত্র এবং পৌত্র বিদ্যমান আছে, এরূপস্থলে মধ্যম পুত্র বর্ত্তমান থাকিতেও পৌত্রের অধিকার-প্রসক্তি হইয়া পড়ে। যাহাহোক, পুত্রের অভাবে যে পৌত্র এবং তদভাবে প্রপৌত্র অধিকারী হয়, এ সম্বন্ধে বিষ্ণুপুরাণের বচন যথা—"পুত্র, পৌত্র, প্রপৌত্র,

সপিণ্ডসন্ততির্বাপি ক্রিয়ার্হা নৃপ জায়তে ॥" এতচ্চ ষোড়শশ্রাদ্ধপর্য্যন্তম্। তথাচ ছন্দোগপরিশিষ্টম্,—

"পিতামহঃ পিতুঃ পশ্চাৎ প্রেতত্বং যদি গচ্ছতি।
পৌত্রেণৈকাদশাহাদি কর্তব্যং শ্রাদ্ধষোড়শম্।
নৈতৎ পৌত্রেণ কর্তব্যং পুত্রবাংশ্চেৎ পিতামহঃ ॥" সপিণ্ডী-

করণপর্য্যন্তমপৃথক্করণমাহ লঘুহারীতঃ,—

"সপিণ্ডীকরণান্তানি যানি শ্রাদ্ধানি ষোড়শ।
পৃথক্ নৈব সুতাঃ কুর্য্যুঃ পৃথগ্দ্রব্যা অপি কচিৎ ॥" এষামভাবে পত্নী। তথাচ শঙ্খঃ,—

"পিতুঃ পুত্রেণ কর্তব্যাঃ পিণ্ডদানোদকক্রিয়াঃ।

পুত্রেতি জ্যেষ্ঠাতিরিক্তপুত্রেত্যর্থঃ। এতচ্চ ক্রমকর্তব্যত্বঞ্চ। ষোড়শশ্রাদ্ধেতি বক্ষ্যমাণ-

ভ্রাতার সন্ততিবর্গ অথবা সপিণ্ডের সন্ততিগণ, হে রাজন্! ইহারাই প্রেতকার্য্যের অধিকারী হয়।" গোস্বামী বলেন, এই বিষ্ণুপুরাণের বচনে প্রপৌত্রের পর যে, ভ্রাতার সন্ততির কথা বলা হইয়াছে, ঐ প্রপৌত্র শব্দ দ্বারা "পত্নী," ও "দুহিতা" প্রভৃতির উপলক্ষণ করা হইয়াছে; কারণ, প্রপৌত্র পর্য্যন্তের অভাবে প্রথমে 'পত্নী' প্রভৃতিরই অধিকার উক্ত হইয়াছে। উপরে যে, প্রেতকার্য্য বিষয়ে অধিকারীর ক্রম নির্দেশ করা হইল, ইহা কেবল আদ্যশ্রাদ্ধ বিষয়ে নহে, সপিণ্ডীকরণাদি ষোড়শ শ্রাদ্ধ বিষয়েই বুঝিতে হইবে। এ সম্বন্ধে ছন্দোগপরিশিষ্টের বচন যথা,—"যদি পৌত্রের পিতার মৃত্যুর পর, পিতামহ প্রেতত্ব প্রাপ্ত হন, অর্থাৎ পিতামহের মৃত্যুর সময় পৌত্রের পিতা বর্তমান না থাকে, তাহ'লে ঐ পৌত্র একাদশাহকর্তব্য শ্রাদ্ধ হইতে ষোলটি শ্রাদ্ধের অনুষ্ঠান করিবে। কিন্তু পিতামহের যদি সে সময় অপর পুত্র বর্তমান থাকে, তাহ'লে পৌত্র আর ঐ সকল শ্রাদ্ধ করিবে না।" পুত্রগণ, বিভক্ত হইয়া পৃথক্ হইলেও পিতার সপিণ্ডীকরণান্ত ষোড়শ শ্রাদ্ধ যে, প্রত্যেকের পৃথক্ পৃথক্ করিতে হইবেনা, তদ্বিষয়ে লঘুহারীতের বচন প্রমাণ; যথা—"সপিণ্ডীকরণান্ত যে ষোলটি শ্রাদ্ধ উক্ত হইয়াছে, পুত্রগণ পৃথগন্নবর্তী হইলেও প্রত্যেকে পৃথক্ পৃথক্ রূপে কখনই উহাদের অনুষ্ঠান করিবে না।" এই পুত্র, পৌত্র এবং প্রপৌত্রের অভাবে, মৃত ব্যক্তির পত্নীই শ্রাদ্ধাদির অধিকারিণী; এ সম্বন্ধে

তদভাবে তু পত্নী স্যাত্তদভাবে সহোদরঃ ॥

ভার্য্যাপিণ্ডং পতির্দদ্যাত্তস্রৈ ভার্য্যা তথৈব চ ॥”

“অপুত্রধনং পত্ন্যভিগামি, তদভাবে দুহিতৃগামি” ইতি বিষ্ণ্বাদিবচনে ধনাধিকারপ্রকরণে ‘তদভাব’ ইতি পদং প্রপৌত্র-পর্য্যন্তাভাবপরং, পার্ব্বণপিণ্ডদাতৃত্বেন, ধনহারিত্বেন চ তেষাং বলবত্ত্বাৎ।

“অপুত্রা স্ত্রী যথা পুত্রঃ পুত্রবত্যপি ভর্ত্তরি।

পিণ্ডং দদ্যাজ্জলঞ্চৈব জলমাত্রন্তু পুত্রিণী ॥” ইতি নির্ম্মূলং, সমূলত্বে “বালদেশান্তরিতপুত্রসম্ভাববিষয়”মিতি শ্রাদ্ধবিবেক-প্রভৃতয়ঃ। পত্ন্যভাবে অদত্তা কন্যা।

বচনে শ্রাদ্ধষোড়শনিত্যুক্তেরিতি ভাবঃ। এষামভাবে পুত্রপৌত্রপ্রপৌত্রাণামভাবে। তদভাবে ইতীতি তদভাবে তু পত্নী স্যাদিত্যেতৎস্থলীয়তদভাবে ইত্যর্থঃ। তেষাং পুত্রপৌত্রাণাম্। পুত্রবত্যপীতি, স্ত্রিয়া যঃ সপত্নীপুত্রস্তদ্বত্যপীত্যর্থঃ। কন্যেতি অদত্তা বাগ্দত্তেতরেত্যর্থঃ।

শঙ্খের বচন, যথা—“পুত্রই (পুত্র, পৌত্র এবং প্রপৌত্রই) পিতার (পিতামহ, প্রপিতামহেরও) পিণ্ডোদকাদি দান ক্রিয়া করিবে, তাহাদের অভাবে অর্থাৎ পুত্র, পৌত্র এবং প্রপৌত্রের অভাবে পত্নী শ্রাদ্ধাদির অধিকারিণী হইবে, এবং পত্নীর অভাবে অর্থাৎ পত্নীর অব্যবহিত পরেই দুহিতা প্রভৃতি যে সকল অধিকারী ক্রমশ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহাদের অভাবে, সহোদর অধিকারী। পতি ভার্য্যার পিণ্ডদান করিবে এবং ভার্য্যাও পতির পিণ্ডদান করিবে।” “অপুত্রক অর্থাৎ প্রপৌত্র পর্য্যন্ত রহিত ব্যক্তির ধন পত্নীগামী হয়, এবং পত্নীর অভাবে দুহিতৃগামী হয়।” বিষ্ণু প্রভৃতির বচনে ধনাধিকারের স্থলে এইরূপ নিয়ম কথিত হওয়ায়, ‘অপুত্র’ শব্দের অর্থ যেমন ‘প্রপৌত্র পর্য্যন্ত রহিত’ এইরূপ করা হইয়া থাকে, সেই দৃষ্টান্তে পিণ্ড-দানাধিকার স্থলেও শঙ্খের বচনস্থিত প্রথম“তদভাবে”এই পদের ‘প্রপৌত্র পর্য্যন্তের অভাব ঘটিলে,’ এইরূপ অর্থ করিতে হইবে; যেমন প্রপৌত্র পর্য্যন্তের অভাবে পত্নী ধনাধিকারিণী, সেইরূপ প্রপৌত্র পর্য্যন্তের অভাবেই পত্নী পিণ্ডদানাধিকারিণী; কারণ প্রপৌত্র পর্য্যন্ত ব্যক্তিগণের পার্ব্বণশ্রাদ্ধে পিণ্ডদানের অধিকার, এবং পত্নী থাকিতেও মৃত ব্যক্তির ধনগ্রহণে অধিকার থাকায়, শ্রাদ্ধানুষ্ঠানেও পত্নী অপেক্ষা তাহাদের প্রথমেই অধিকার উৎপন্ন হয়। শ্রাদ্ধবিবেকাদি নিবন্ধকারগণ বলেন—“সপত্নী-

"অপুত্রস্য তু যা পুত্রী সাপি পিণ্ডপ্রদা ভবেৎ।
তস্য পিণ্ডান্ দশৈতান্ বা একাহেনৈব নির্ব্বপেৎ।"

ইতি ঋষ্যশৃঙ্গবচনাৎ। "গোত্রঋক্থানুগঃ পিণ্ড" ইতি মনুবচনেন দত্তাদ্যপেক্ষয়া তস্যা বলবত্ত্বাচ্চ, পত্নীতো দুর্ব্বলত্বাচ্চ॥ ১৫১॥

অদত্তাকন্যাভাবে যথাক্রমং বাগ্দত্তা-দত্তা-দৌহিত্রাঃ।

দশৈতান্ বেতি "দত্তামাপ্যদত্তামাদিশতি বচনোক্তত্রিরাত্রাপেক্ষয়া ব্যবস্থিতবিকল্পার্থঃ। অদত্তামামিত্যত্র ঈষদর্থে নঞ্, তেন বাগ্দত্তেতি গম্যতে। ব্যবস্থা তু অদত্তয়া একাহেন, বাগ্দত্তয়া দত্তয়া চ ত্র্যহেণ পূরকপিণ্ডাদিকং দেয়মিতি। তস্যাঃ বাগ্দত্তেতরস্যাঃ॥ ১৫১॥

যথাক্রমমিতি পূর্ব্বাভাবে পরোঽধিকারীতি ক্রমেণেত্যর্থঃ। তা অদত্তা দত্তা চ। তেষাং

পুত্র বিদ্যমান থাকিতেও অপুত্রা স্ত্রী, পুত্রের সহিত সমানভাবে স্বামীর উদ্দেশে জল ও পিণ্ডদান করিবে, পুত্রবতী কেবলমাত্র জলদান করিবে।" এইরূপ একটি বচনে পুত্র থাকিতেও অপুত্রা স্ত্রীর পিণ্ডদানে যে, অধিকার দৃষ্ট হইতেছে বটে, এই বচনটীকে সম্পূর্ণ অমূলকই বলিতে হইবে; আর যদি সমূলকই বল, তবে "অপুত্রা" শব্দের অর্থ পুত্র থাকিতেও যে অপুত্রা, অর্থাৎ পুত্র যার দেশান্তরস্থিত অথবা অত্যন্ত শিশু, তাদৃশ পত্নীও শ্রাদ্ধাধিকারিণী; হইবে" এইরূপ ব্যাখ্যা করিতে হইবে। পত্নীর অভাবে অদত্তা কন্যাই শ্রাদ্ধের অধিকারিণী কারণ, ঋষ্যশৃঙ্গের একটি বচন আছে "অপুত্র অর্থাৎ পত্নী পর্য্যন্ত রহিত ব্যক্তির পুত্রী (কন্যা) ই পিণ্ড প্রদাত্রী হইবে, এবং ঐ কন্যা একদিনেই ঐ মৃত ব্যক্তির দশপিণ্ড দান করিবে।" যদি বল, এই বচনে 'পুত্রী' এই সামান্য কন্যাবাচকমাত্র পদ আছে, ইহাতে তুমি পত্নীর পরই অনতা কন্যার পিণ্ডদানে অধিকার বলিতেছ কিরূপে? এইরূপ আপত্তির উত্তরে স্মার্ত্ত বলিতেছেন—"পিণ্ড, গোত্র এবং ধনাধিকারেরই অনুগত হইয়া থাকে, অর্থাৎ মৃত ব্যক্তির গোত্রভাগী এবং ধনভাগী ব্যক্তিরাই প্রথমতঃ পিণ্ডদানের অধিকারী হইয়া থাকে।" এই বচন অনুসারে দত্তাদি কন্যা অপেক্ষা অদত্তা কন্যারই গোত্রভাগিত্ব এবং ধনাধিকার এই উভয় কারণে প্রাধান্য দেখিয়া, এবং পত্নী অপেক্ষা ঐ দুই বিষয়ে অপ্রাধান্য দেখিয়া পত্নীর পরই অদত্তা কন্যারই পিণ্ডদানে অধিকার স্থির করা হইল॥ ১৫১।

অদত্তা কন্যার অভাবে, যথাক্রমে বাগ্দত্তা এবং দৌহিত্রগণ পিণ্ডদানে

"দত্তানাঞ্চাপ্যদত্তানাং কন্যানাং কুরুতে পিতা।
চতুর্থেঽহনি তাস্তেষাং কুর্ব্বীরন্ সুসমাহিতাঃ।
মাতামহানাং দৌহিত্রাঃ কুর্ব্বন্ত্যহনি চাপরে॥" ইতি
ব্রহ্মপুরাণম্।

"পৌত্রদৌহিত্রয়োর্লোকে বিশেষো নাস্তি ধর্ম্মতঃ।
তয়োর্হি মাতাপিতরৌ সম্ভূতৌ তস্য দেহতঃ।"
ইতি মনুবচনেন,—

"পৌত্রদৌহিত্রসংযুক্তা যে তথা চিরজীবিণঃ।
প্রিয়ঙ্করাশ্চ বালানাং তে নরাঃ স্বর্গগামিনঃ॥" ইতি
বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরেণ চ পৌত্রতুল্যত্বাভিধানাচ্চ। তেন যথা
পুত্রাভাবে পৌত্রস্তথা দুহিত্রভাবে দৌহিত্রঃ। নন্ু—

পিত গাম্। ব্রহ্মপুরাণাদিতি ব্রহ্মপুরাণমেব বোধ্যম্। ব্রাহ্মং পাদ্মং বৈষ্ণবঞ্চেতি পুরাণ-
গণনায়াং ব্রহ্মপুরাণস্যাদাবুক্তত্বাৎ। অতএবতদ্বচনস্যাদিপুরাণীয়ত্বং পূর্ব্বমুক্তমন্বিরুদ্ধমিতি।

অধিকারী হয়। কারণ, ব্রহ্মপুরাণের একটী বচন আছে "পিতা দত্তা এবং অদত্তা (ঈষদ্দত্তা অর্থাৎ বাগ্দত্তা), উভয়বিধ কন্যারই পিণ্ডদান করিয়া থাকেন, এবং ঐ কন্যারাও শ্রদ্ধার সহিত চতুর্থ দিনে পিতৃগণের পিণ্ড দান করে। (১) দৌহিত্রগণ স্ব স্ব অশৌচান্তের পরদিন মাতামহদিগের পিণ্ডদান করে।" দৌহিত্র যে কন্যার পরই পিণ্ডদানে অধিকারী, তদ্বিষয়ে যুক্তি দেখাইতেছেন— "লোকে পৌত্র এবং দৌহিত্রের মধ্যে ধর্ম্মতঃ কোন ভেদ নাই, কারণ উঁহাদের উভয়েরই মাতা এবং পিতা একই ব্যক্তির দেহ হইতে সম্ভূত হইয়াছে।" এই মনুবচন দ্বারা, তথা "যে সকল ব্যক্তি পৌত্র ও দৌহিত্রগণে পরিবেষ্টিত থাকিয়া, ঐ সকল বালকদিগের সহিত আমোদ আহ্লাদ করত দীর্ঘকাল বাঁচিয়া থাকে, তাহারা স্বর্গে গমন করে।" এই বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরীয় বচনদ্বারা দৌহিত্রকে পৌত্রের সহিত সমকক্ষ ভাবে নির্দ্দেশ করায়, পুত্রেরও পরই যেমন পৌত্র পিণ্ডদানে অধিকারী হয়, তেমনি

(১) রাধারমণ গোস্বামী বলেন, একেবারে অদত্তা কন্যাদিগের একাহ মাত্র অশৌচ বচনহিত, 'অদত্তা' শব্দ দ্বারা যদি গ্রহণ করা হয়, তাহা হইলে, 'চতুর্থদিনে' কথাটির সঙ্গতি হয়না, এইজন্য অদত্তা শব্দের অর্থ ঈষদ্দত্তা অর্থাৎ 'বাগ্দত্তা' করা হইল।

"দুহিতা পুত্রবৎ কুর্য্যান্মাতাপিত্রোশ্চসংস্কৃতা।
অশৌচমুদকং পিণ্ডমেকোদ্দিষ্টং সদা তয়োঃ॥" ইতি শঙ্খবচনাৎ পুত্রাদ্যনন্তরমেব স্ত্রিয়ঃ পূর্ব্বং দুহিত্রধিকারপ্রাপ্তিরি"তি চেন্ন; পত্ন্যাঃ প্রথমং ধনাধিকারাৎ। যথা যাজ্ঞবল্ক্যঃ,—

"পত্নী দুহিতরশ্চৈব পিতরৌ ভ্রাতরস্তথা।
তৎসুতো গোত্রজো বন্ধুঃ শিষ্যঃ সব্রহ্মচারিণঃ।

পুত্রাদ্যনন্তরমেবেতি পুত্রপরিত্যাগেন পুত্রান্তরলাভ ইত্যাশয়ঃ। ধনাধিকারাদিতি তথাচ গোত্রধনভৃগ্ধনুগঃ পিণ্ড ইতি মনুবচনেন দুহিত্রপেক্ষয়া পত্ন্যা বলবত্ত্বমিতি ভাবঃ। দৌহিত্রাধিকারে প্রমাণমাহ মাতামহানামিতি। ননু দুহিতুঃ পূর্ব্বং ন দৌহিত্রাধিকারঃ তত্রাহ পৌত্রেতি। তয়োর্হি ইতি তত্র স্বত্বস্বজন্যত্বসম্বন্ধস্য উভয়ত্রাপ্যবিশিষ্টত্বাদিতি

কন্যার পর দৌহিত্রেরই পিণ্ডদানে অধিকারী হওয়া উচিত। কেহ আপত্তি করিয়াছিল, "সংস্কৃতা কন্যা পুত্রের ন্যায়ই সর্ব্বসময়েই পিতা ও মাতার অশৌচ প্রতিপালন, উদকদান, পিণ্ডদান এবং একোদ্দিষ্ট করিবে।". এই শঙ্খ-বচনের অনুসারে প্রপৌত্রের পর স্ত্রী পিণ্ডদানে অধিকারিণী না হইয়া কন্যারই ত অগ্রে পিণ্ডদানে অধিকারিণী হওয়া উচিত? স্মার্ত্ত ইহার উত্তরে বলিয়াছেন, এইরূপ আপত্তি করিতে পার না, কারণ, কন্যার অগ্রে পত্নীরই ধনাধিকার হইয়া থাকে। প্রপৌত্র পর্য্যন্তের অভাবে যেরূপ ক্রমে ধনাধিকারী হইবে, যাজ্ঞবল্ক্য তাহার একটা গণনা করিয়াছেন যথা,—" (১) পত্নী, (২) কন্যাগণ, (৩) পিতা ও মাতা, (৪) ভ্রাতৃগণ, (৫) ভ্রাতৃপুত্রগণ, (৬) সগোত্র, (৭) বন্ধু, (৮) শিষ্য, (৯) সতীর্থ (এক সঙ্গে এক গুরুর নিকট যাহারা অধ্যয়ন করিয়াছে) ইহাদিগের মধ্যে পূর্ব্বপূর্ব্ববর্ত্তীর অভাব ঘটিলে, পরপরবর্ত্তী ধনভাগী হইবে।" কেহ আশঙ্কা করিয়াছিল, ভাল, ভ্রাতৃগণ অপেক্ষা দত্তা কন্যা, এবং দৌহিত্রগণ, অগ্রে যেন যাজ্ঞবল্ক্যের বচনানুসারে ধনভাগীই হইল, কিন্তু ভ্রাতৃগণে যখন তাহাদের চেয়ে পিণ্ডদানের প্রতি সগোত্রত্ব রূপ আরও একটি অধিক কারণ বর্ত্তমান রহিয়াছে, তখন পিণ্ডদানে দত্তা কন্যা

এষামভাবে পূর্ব্বেষাং ধনভাগুত্তরোত্তর” ইতি।

“ন চ ‘দত্তকন্যাদৌহিত্রাভ্যাং প্রাক্ সগোত্রত্বাৎ সোদরাধিকার, ইতি বাচ্যম্, গোত্রবলাপেক্ষয়া পিণ্ডদানাদের্ধনসাধ্যত্বাৎ ঋক্থগ্রাহিণোর্দুহিতৃদৌহিত্রয়োর্ব্বিবলবত্ত্বাৎ। অতএব দুহিতুর্ধনাধিকারে তদ্ধনেন মৃতোপকারকরণং হেতুরিত্যাহ আপস্তম্বঃ,—“অন্তেবাসী অর্থান্ তদর্থেষু ধর্ম্মকৃত্যেষু

ভাবঃ। সগোত্রত্বাদিতি গোত্ররিক্থানুগঃ পিণ্ড ইত্যনেন যথা ঋক্থানুগমং পিণ্ডোক্তং

এবং দৌহিত্র অপেক্ষা অগ্রেই ভ্রাতৃগণের অধিকার হওয়া উচিত, যে কারণে দত্তা কন্যা এবং দৌহিত্রগণের অপেক্ষা অদত্তা কন্যার অগ্রে পিণ্ডদানাধিকার সিদ্ধ করা হইয়াছে, ভ্রাতৃগণেও সেই কারণই বর্ত্তমান। ইহার তাৎপর্য্য এই গোত্রভাগিত্ব এবং ধনাধিকার, এই দুইটীই পিণ্ডদানাধিকারের হেতু বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, এই উভয় হেতুর বিদ্যমানতা থাকাতেই অদত্তা কন্যার দত্তা কন্যা এবং দৌহিত্রগণের অগ্রে ধনাধিকারই ঘটিয়াছে, কারণ, দত্তা কন্যা এবং দৌহিত্রগণের ধনাধিকার থাকিলেও গোত্রভাগিত্ব নাই, কিন্তু ভ্রাতাদিগের গোত্রভাগিত্ব এবং ধনাধিকার উভয় হেতুই বর্ত্তমান, সুতরাং কেবল ধনাধিকারী দত্তাকন্যা এবং দৌহিত্র অপেক্ষা ভ্রাতৃগণেরই অগ্রে পিণ্ডদানে অধিকার হওয়া উচিত। ইহার উত্তরে রঘুনন্দন বলিতেছেন, “ন চ বাচ্যম্” এ আপত্তি খাটে না। কারণ যদিও ভ্রাতৃগণের পক্ষে অগ্রে পিণ্ডদানে অধিকারের প্রতি গোত্রভাগিত্ব রূপ একটা অধিক বল আছে বটে, কিন্তু পিণ্ডদান ধন-সাধ্য হওয়ায় পিণ্ডদান গোত্র বল অপেক্ষা ধনাধিকারেরই কার্য্যতঃ বলবত্ত্ব সিদ্ধ হইতেছে, কাজেই প্রথমে ধনাধিকারী কন্যা এবং দৌহিত্রগণের ভ্রাতৃগণের অপেক্ষা পিণ্ডদানাধিকারেও প্রাধান্য বলিতে হইবে, অদত্তা কন্যা দত্তা এবং দৌহিত্র অপেক্ষা অগ্রে ধন ভাগিনী হয় বলিয়া এবং তাহাতে প্রথম হইতেই গোত্রভাগিত্ব থাকায়, দত্তাকন্যা এবং দৌহিত্র অপেক্ষা অগ্রে তাহারই পিণ্ডাধিকার হওয়া উচিত। এই জন্যই আপস্তম্ব কন্যার ধনাধিকারের প্রতি ধনদ্বারা মৃতের উপকার করা সেই হেতুরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন, যথা অন্তেবাসী শিষ্য গুরু হইতে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত অর্থ সকল ঐ গুরুর পারলৌকিক

প্রযোজয়েৎ দুহিতা” বেতি। তদর্থেষু মাসিকাদিনা তদ্ভোগার্থং ধর্ম্মকৃত্যেষ্বিতি অদৃষ্টার্থমিতি ॥ ১৬০ ॥

অত্র “গোত্রঋক্থানুগঃ পিণ্ড” ইতি মনূক্তেন।

“অনংশৌ ক্লীবপতিতৌ জাত্যন্ধবধিরৌ তথা।

উন্মত্তজড়মূকাশ্চ যে চ কেচিন্নিরিন্দ্রিয়াঃ ॥” ইতি মনূক্তানাং,

“পিতৃদ্বিট্ পতিতঃ ষণ্ডো যশ্চ স্যাদৌপপাতিকঃ।

ঔরসা অপি নৈতেঽংশং লভেরন্ ক্ষেত্রজাঃ কুতঃ ॥”

ইতি নারদোক্তানাঞ্চ ভাগানধিকারিণাং পিণ্ডদানানধিকারঃ।

তথা গোত্রানুগমমপি ইতি। প্রথমং সোদরাধিকার ইতি পূর্ব্বপক্ষিণামাশয়ঃ। অদৃষ্টার্থমিতি তথাচ প্রেতোদ্দেশ্যকদানং অদৃষ্টদ্বারা তদ্ভোগং জনয়তি যথা দাতুরপি অদৃষ্টবিশেষং জনয়তীতি ভাবঃ ॥ ১৬০ ॥

মনূক্তেরিতি। পিণ্ডদানানধিকার ইত্যত্র হেতুঃ অপপাত্রিতঃ ত্যিক্তোদকীকৃতঃ। অমু-

---

উপকারজনক ধর্ম্মকার্য্যেই ব্যয় করিবে, দুহিতা ও পিতৃধনের ঐরূপ ব্যবহার করিবে। গুরুর পারলৌকিক উপকারজনক ইহার অর্থ রঘুনন্দন এইরূপ করিয়াছেন, মাসিকাদি শ্রাদ্ধদ্বারা তাহার পারলৌকিক সুখভোগ প্রয়োজক ধর্ম্মকার্য্যে অর্থাৎ শুভাদৃষ্টের জনক ধর্ম্মকার্য্যে। ১৬০

“তবে মনু যে, বলিয়াছেন “পিণ্ড, গোত্রভাগিত্ব এবং ধনাধিকার এই উভয়ের অনুসরণ করে, অর্থাৎ যাহাতে গোত্রভাগিত্ব এবং ধনাধিকার এই উভয়ই যাহাদের অন্যতর বর্ত্তমান থাকিবে, সেই পিণ্ডদানে অধিকারী হইবে। এই বচনে গোত্রভাগিত্ব এবং ধনাধিকার পিণ্ডদান। অধিকারের প্রতি হেতুরূপে নির্দ্দিষ্ট হইলেও, গোত্রভাগিত্ব অপেক্ষা ধনাধিকার যে প্রবল, তাহার আর একটি দৃষ্টান্ত দেখ।—“ক্লীব, পতিত, জন্মান্ধ, জন্মবধির, উন্মত্ত, জড়, মূক (বোবা,) ইন্দ্রিয়শূন্য ব্যক্তিগণ, ইহারা পৈতৃক ধনে অংশভাগী হয় না” এই মনূক্ত ধনাধিকারশূন্য ব্যক্তিদিগের এবং ‘পিতৃদ্বেষ্টা, পতিত, ক্লীব ও যাহারা ঔপপাতিক এইরূপ ব্যক্তিরা ঔরস পুত্র হইলেও পিতার ধনে অধিকারী হইবে না, ক্ষেত্রজ পুত্র হইলেত কথাই নাই”। নারদোক্ত এই সকল ধনাধিকারশূন্য ব্যক্তিদিগের কেবল ধনাধিকার না থাকাতেই পিণ্ডদানেও অনধিকার হইয়াছে।

"জাত্যন্ধবধিরৌ" জন্মপ্রভৃত্যন্ধবধিরৌ। "নিরিন্দ্রিয়াঃ" "পঙ্গ্বাদয়ঃ স্মার্ত্তশ্রৌতক্রিয়ানধিকারিণো গৃহ্যন্তে" ইতি রত্নাকরঃ। তথাচ বৃদ্ধশাতাতপঃ,—

"চণ্ডালং পতিতং ব্যঙ্গমুন্মত্তং শবহারকম্।
সূতিকাং সূয়িকাং নারীং রজসা চ পরিপ্লুতাম্॥
শ্বকুক্কুটবরাহাংশ্চ গ্রাম্যান্ সংস্পৃশ্য মানবঃ।
সচেলং সশিরঃ স্নাত্বা তদানীমেব শুধ্যতি॥"

"ব্যঙ্গঃ" পাণ্যাদিরহিতঃ। "ব্যঙ্গোন্মত্তয়োঃ সদাচারহীনত্বাদস্পৃশ্যত্বে"তি প্রায়শ্চিত্তবিবেকঃ। শ্রৌতস্মার্ত্তক্রিয়ানধিকারিত্বং সদাচারহীনত্বঞ্চ, মূত্রপুরীষাদ্যশৌচাপনয়নাসমর্থত্বেন ইতি বোধ্যম্। "সূয়িকাং" প্রসবকারয়িত্রীম্। "পিতৃদ্বিট্" পিতৃপোষণ ঔর্দ্ধদেহিকবিমুখঃ। "ঔপপাতিকঃ" উপপাতকৈঃ সংসৃষ্টঃ।

বচনস্থিত নিরিন্দ্রিয় (ইন্দ্রিয়শূন্য) পদটির রত্নাকরে বেদ ও স্মৃতি-বিহিত কর্ম্মে অনধিকারী—পঙ্গু (ন্যাংড়া) প্রভৃতি, এইরূপ অর্থ করা হইয়াছে। পঙ্গু প্রভৃতি যে, শ্রুতি-স্মৃতিবিহিত ধর্ম্মকর্ম্মের বহির্ভূত, তাহা শাতাতপের এই বচন দ্বারাই জ্ঞাত হওয়া যাইতেছে, যথা—"চাণ্ডাল, পতিত, ব্যঙ্গ, উন্মত্ত, শববাহক, সূতিকা (নবপ্রসূতা), সূয়িকা, রজস্বলা রমণী, এবং কুক্কুর, কুক্কুট, বরাহ, এই সকল গ্রাম্য পশু, ইহাদিগকে স্পর্শ করিয়া, গাত্রসংলগ্ন সমুদয় কাপড়-চোপড়ের সহিত ডুব দিয়া স্নান করিলেই শুদ্ধিলাভ করিবে।" 'ব্যঙ্গ' শব্দের অর্থ—হস্তাদি-রহিত। প্রায়শ্চিত্ত বিবেককার বলেন—"ব্যঙ্গ এবং উন্মত্ত—সদাচার প্রতিপালনে অক্ষম বলিয়াই উহাদিগকে অস্পৃশ্য মধ্যে গণনা করা হইয়াছে।" রঘুনন্দন আবার ইহার উপর এইরূপ টিপ্পনী করিয়াছেন,—"ঐ সকল ব্যক্তিগণ মূত্রপুরীষাদি ত্যাগ জন্য অশুচিতাকে অপসরণ করিতে পারে না বলিয়া সদাচারহীন, সুতরাং শ্রুতি-স্মৃতিবিহিত কর্ম্মের বহির্ভূতরূপেই গণ্য হয়।" "সূয়িকা" শব্দের অর্থ—প্রসবকারয়িত্রী। পিতৃদ্বেষ্টা বলিতে—বৃদ্ধ পিতার ভরণ-পোষণে এবং ঔর্দ্ধদেহিক কর্ম্মে পরাঙ্মুখ ব্যক্তি। 'ঔপপাতিক' শব্দের অর্থ—উপপাতকসংসৃষ্ট; প্রকাশকার যে, "উপপাতকী" এইরূপ পাঠ করিয়াছেন

'উপপাতকীতি প্রকাশকারপাঠেঽপি স এবার্থঃ। 'অপপাত্রিত' ইতি পাঠে তু 'রাজবধাদিদোষেণ বান্ধবৈর্যস্য ঘটাপবর্জ্জনং কৃতম্," ইতি কল্পতরুঃ। ব্যক্তং যাজ্ঞবল্ক্যেন,—

"ন ব্রহ্মচারিণঃ কুর্য্যুরুদকং পতিতা ন চ।
পাষণ্ডমাশ্রিতাস্তেনা ন ব্রাত্যা ন বিকর্ম্মিণঃ।
গর্ভভর্ত্তৃদ্রুহশ্চৈব সুরাপাশ্চৈব যোষিতঃ॥" "পাষণ্ডং" ত্রয়ীধর্ম্মবাহ্যম্। "স্তেনাঃ" সততচৌর্য্যবৃত্তয়ঃ, "ব্রাত্যাঃ" ষোড়শ-

মেবার্থং বিবৃণোতি রাজবধাদীতি। ঘটাপবর্জ্জনমিতি বান্ধবৈর্যস্য নাম্না ঘটাপবর্জ্জনং কর্ম্ম-বিশেষঃ কৃতঃ ইত্যর্থঃ। সব্রহ্মচারিণ ইতি অত্র ব্রহ্মচারিপদং নৈষ্ঠিকব্রহ্মচারিপরম্; যথা ব্রহ্মপুরাণে,—"ব্রতেঃ কিঞ্চিন্ন কর্ত্তব্যং ন চাশৌচং করোতি সঃ। অসমাপ্তব্রতস্যাপি কার্য্যং ব্রহ্মচারিণঃ॥ শ্রাদ্ধং ন মাতাপিতৃভির্ন চ তেষাং করোতি সঃ। নিত্যং গুরু-কুলস্থস্য গুরুস্ত ব্রহ্মচারিণঃ॥ নিয়মান্তে সপিণ্ডে তু মৃতে সতি সমাহিতঃ। তদশৌচং পুরা চীর্ণা কুর্য্যাৎ তৎ পিতৃসংক্রিয়াম্॥ নিত্যং গুরুকুলস্থস্য নৈষ্ঠিকস্যেত্যর্থঃ। স্নাতক-ব্রতচারিণা তু পিতৃমাতৃক্রিয়া কর্ত্তব্যা। যথা মনুঃ,—"আচার্য্যং স্বমুপাধ্যায়ং পিতরং মাতরং গুরুম্। নির্হৃত্যাপি ব্রতী প্রেতং ন ব্রতেন প্রযুজ্যতে॥" যেন সমাবর্ত্তনস্নানং কর্ত্তব্যং স স্নাতকব্রতচারী, অয়মুপকুর্ব্বাণোঽপি কথ্যতে। ত্রয়ীতি। 'ঋগ্যজুঃসামসংজ্ঞা ইতি বেদাস্ত্রয়স্ত্রয়ীত্যমরঃ। ত্রয়ীপ্রতিপাদ্যধর্ম্মেতরধর্ম্ম ইত্যর্থঃ। অয়মেব নয়ঃ; যথা বিষ্ণুপুরাণম্—"সর্ব্বেষামেব বর্ণানাং ত্রয়ী সংবরণং নৃপ। তাং সমুজ্ঝতি যো মোহাৎ স জ্ঞেয়ঃ পাপকৃন্নরঃ॥" বায়ুপুরাণে চ,—"নগ্নাদীন্ মৃতহারাংশ্চ স্পৃষ্ট্বা স্নানং বিধীয়তে। স্নাত্বা নগ্নকং দৃষ্টিস্ত তথৈব দণ্ডভিন্নৃপ॥" নগ্না বৌদ্ধাদয় ইতি প্রায়শ্চিত্তবিবেকঃ। পাষণ্ডপদস্যাংপত্তিস্ত শ্রীভাগবতে। তানি পাপক বধানীতি প্রায়শঃ সর্ব্বেষাং কিঞ্চিচ্চৌর্য্য-সত্ত্বাৎ সততেতি চৌর্য্যমাত্রাভাবসত্ত্বে নিষিদ্দর্শনং স্যাৎ। তথাচ পাণ্ডবস্যস্বয়ম্,— অস্তেয়ামিবিদর্শনমিতি। ষোড়শেতি এতচ্চ ব্রাহ্মণপরম্; যথা যাজ্ঞবল্ক্যঃ,—'আ-

উচ্চারণেও ঐরূপই অর্থ। কল্পতরুকার বলেন,—"যে সকল পুস্তকে "ঔপপাতিক" স্থলে "অপপাত্রিত" এইরূপ পাঠ আছে, সে স্থলে "অপপাত্রিত" শব্দের অর্থ—রাজবধাদিজনিতদোষে বান্ধবেরা যাহাকে পঙ্‌ক্তির বাহির করিয়াছে,—যাহার সহিত এক পঙ্‌ক্তিতে ভোজন করে না।" যাজ্ঞবল্ক্য নিষ্কামে যাহার যাহার অধিকার হইবে না, তাহাদিগের স্পষ্ট করিয়াই উল্লেখ করিয়াছেন, যথা—"ব্রহ্মচারী, পতিত, পাষণ্ড কর্ম্ম আশ্রয়কারী, স্তেন, ব্রাত্য, বিকর্ম্মী, এবং গর্ভ ও

র্বপর্য্যন্তমপ্রাপ্তোপনয়নাঃ। "বিকর্ম্মিণঃ" আলস্যেনাশ্রদ্ধয়া বা স্বধর্ম্মাননুষ্ঠায়িনঃ, ব্যঙ্গত্বাদিনা স্বধর্ম্মানুষ্ঠানাসমর্থাশ্চ বোধ্যাঃ। ১৭১।

"কশ্চিৎ ক্ষিপতি সৎপুত্রো দৌহিত্রো[illegible] সহোদরঃ।
"গৃহীত্বাস্থীনি তত্তস্য নীত্বা তোয়ে বিনিক্ষিপেৎ॥"

ইত্যাদিপুরাণে পাঠক্রমদর্শনাৎ, অত্রাপি দৌহিত্রাভাবে সহোদরঃ। পূর্ব্বোক্তশঙ্খবচনেঽপ্যেবং ক্রমো বোধ্যঃ। অত্র

ষোড়শাত্তু দ্বাবিংশাচ্চতুর্বিংশাচ্চ বৎসরাৎ। ব্রহ্মক্ষত্রবিশাং কাল ঔপনায়নিকঃ পরঃ॥" পরোঽহন্তোঽবধিঃ। ১৭১।

তোয়ে গঙ্গাতোয়ে। ক্রমদর্শনাৎ দৌহিত্রসহোদরয়োঃ ক্রমদর্শনাৎ। অত্রাপি পিণ্ডদানাদাবপি, পূর্ব্বোক্তেতি। 'পিতুঃ পুত্রেণ কর্ত্তব্যা পিণ্ডদানোদকক্রিয়া। তদভাবে তু পত্নী স্যাৎ তদভাবে সহোদর' ইতি শঙ্খবচনে ইত্যর্থঃ। অত্র দ্বিতীয়তদভাবপদং দৌহিত্রপর্য্যন্তাভাবপরমিতি ভাবঃ। অত্র সহোদর ইত্যত্র কনিষ্ঠভ্রাতৃসত্ত্বেঽপি ভ্রাতৃ-

---

স্বামীর দ্রোহকারিণী, তথা সুরাপানকারিণী স্ত্রীগণ প্রেতের উদককার্য্য করিবে না।" "পাষণ্ডকর্ম্ম" শব্দের অর্থ—বেদবহির্ভূত কর্ম্ম। স্তেন শব্দের অর্থ—সর্ব্বদা চৌর্য্য-বৃত্তি পরায়ণ। "ব্রাত্য" শব্দের অর্থ—ষোল বৎসর বয়স পর্য্যন্ত যাহার উপনয়ন হয় নাই। "বিকর্ম্মী" শব্দের অর্থ—যাহারা আলস্য বা অশ্রদ্ধা বশতঃ স্বধর্ম্মপালনে পরাঙ্মুখ এবং যাহারা ব্যঙ্গত্বাদি নিবন্ধন ধর্ম্মানুষ্ঠানে অক্ষম। ১৭১।

এক্ষণে পুনরায় ভ্রাতার পূর্ব্বে যে, দৌহিত্রই পিণ্ডদানে অধিকারী, সেই বিষয়ের উত্থাপনপূর্ব্বক নূতন যুক্তি প্রদর্শন করিতেছেন।—দেখ, আদি পুরাণের একটি বচনে "কে অস্থি গঙ্গাজলে নিক্ষেপ করিবে?" এই প্রশ্নের উত্তরে "সৎ-পুত্র, দৌহিত্র অথবা সহোদর, ইহাদের অন্যতম ব্যক্তি অস্থিগুলি কুড়াইয়া লইয়া তাহার সহিত শবদেহের ভস্ম একত্র করিয়া গঙ্গাজলে নিক্ষেপ করিবে।" এই বচনে যেমন সহোদরের পূর্ব্বে দৌহিত্রের নাম উল্লেখ করায়, পাঠক্রম অনুসারে অস্থিনিঃক্ষেপ কার্য্যে সহোদরের পূর্ব্বে দৌহিত্রের অধিকার নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, ঐ পাঠক্রম অনুসারেই পিণ্ডদান কার্য্যেও দৌহিত্রের অভাবেই সহোদরের অধি-কার বুঝাইতেছে। এবং "পূর্ব্বোক্ত পুত্রই পিতার পিণ্ডদান ও তর্পণ করিবে, তাহার অভাবে (পুত্র, পৌত্র, প্রপৌত্রের অভাবে), পত্নী পিণ্ডদানাদি কার্য্যে অধিকারিণী এবং তাহার অভাবে, সহোদর ঐ সকল কার্য্যে অধিকারী।" শঙ্খের এই বচনে

কনিষ্ঠো জ্যেষ্ঠশ্চাবিশেষাৎ "নানুজস্য তথাগ্রজঃ" ইতি ছন্দোগপরিশিষ্টং কনিষ্ঠভ্রাতৃসম্ভাববিষয়ম্। তয়োরভাবে তথাবিধৌ বৈমাত্রেয়ৌ।

"ভ্রাতুর্ভ্রাতা স্বয়ং চক্রে হ্যভার্য্যা চেন্ন বিদ্যতে।
তস্য ভ্রাতৃসুতশ্চক্রে যস্য নাস্তি সহোদরঃ॥" ইতি ব্রহ্মপুরাণাৎ। বৈমাত্রেয়স্যাপ্যেকতাতজাতত্বেন ভ্রাতৃত্বাৎ।

ত্রয়স্য মধ্যমে ভ্রাতরি মৃতে সতীতি বোধ্যম্। তথাবিধৌ কনিষ্ঠজ্যেষ্ঠরূপৌ। যস্য নাস্তি সহোদর ইত্যত্র সহোদরপদং সামান্যতো ভ্রাতৃপরং বোধ্যম্। একতাতেতি তথাচ

যে, দ্বিতীয়বার "তদভাবে" (তাহার অভাবে) বলা হইয়াছে, উহা দ্বারা পত্নী, দুহিতা এবং তৎপরে দৌহিত্রের অভাব ঘটিলে, সহোদর অধিকারী, এইরূপ ক্রমই বুঝিতে হইবে। এস্থলে ইহাও বক্তব্য যে, দৌহিত্রের পরই যেন সহোদরের পিণ্ডদানে অধিকার হইবে, ইহা বুঝা গেল; সহোদরদিগের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা ছোট ভাইয়ের কি সর্ব্বাপেক্ষা বড় ভাইয়ের অগ্রে অধিকার হইবে, বচনে সে কথা বিশেষ করিয়া খুলে না বলায়, কনিষ্ঠ এবং জ্যেষ্ঠ অর্থাৎ সর্ব্বাপেক্ষা ছোট এবং সর্ব্বাপেক্ষা বড় ভাইয়ের তুল্যরূপ অধিকার বুঝাইলেও ছন্দোগপরিশিষ্টের "অগ্রজ ভ্রাতা আপনার অনুজ (আপনা অপেক্ষা ছোট) ভ্রাতার পিণ্ডদানাদি করিবে না।" এই বচন দ্বারা তিন ভাইয়ের মধ্যে মধ্যমের মৃত্যু হইলে, সর্ব্বাপেক্ষা ছোট ভাই বর্ত্তমান থাকিতে আর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পিণ্ডাদি দান করিবে না, এইরূপ অর্থেরই প্রতীতি হইতেছে বলিয়া, অগ্রে ছোট ভাইয়ের, তাহার অভাবে বড় ভাইয়ের পিণ্ডদানে অধিকার বুঝিতে হইবে। নিজের সহোদর কনিষ্ঠ এবং জ্যেষ্ঠের অভাবে, যথাক্রমে বৈমাত্রেয় কনিষ্ঠ এবং জ্যেষ্ঠের অধিকার বুঝিতে হইবে; কারণ, ব্রহ্মপুরাণের একটি বচন আছে, "যদি ভার্য্যা (ভার্য্যা, দুহিতা এবং দৌহিত্র) বিদ্যমান না থাকে, তাহ'লে ভ্রাতাই ভ্রাতার পিণ্ডদান করিবে, এবং যাহার সহোদর বর্ত্তমান নাই, ভ্রাতুষ্পুত্রই তাহার পিণ্ডদানাদি করিবে।" এই বচনে দৌহিত্র পর্য্যন্তের অভাবে ভ্রাতার পিণ্ডদানাদি ভ্রাতাই করিবে, এই বাক্যে সাধারণতঃ "ভ্রাতৃ" শব্দের ব্যবহার থাকায়, সহোদরের পর বৈমাত্রেয়েরই পিণ্ডদানাধিকার সিদ্ধ হইতেছে; কারণ, একই পিতা হইতে জন্ম হওয়ায়, বৈমাত্রেয়েও ভ্রাতৃশব্দ মুখ্যরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

"দেশান্তরস্থক্লীবৈকবৃষণানসহোদরান্।"

ইতি ছন্দোগপরিশিষ্টেন পরিবেদনে বৈমাত্রেয়স্য ভ্রাতৃত্ব-প্রসক্তৌ, "অসহোদরানি"ত্যনেন প্রতিপ্রসবাচ্চ, পিতৃব্য-পুত্রাদৌ ভ্রাতৃপদপ্রয়োগব্যবহারো গৌণঃ, গণনা চ বীজিপুরুষা-পেক্ষয়া সমানসংখ্যাজনকজন্যত্বম্। ধনিপিত্রাদিপিণ্ডত্রয়দাতুঃ সোদরপুত্রাৎ ধনিপিত্রাদিপিণ্ডত্রয়দাতৃত্বাৎ, বৈমাত্রেয়স্য ধনাধি-

---

স্বজনকজন্যত্বে সতি পুংস্ত্বং মুখ্যভ্রাতৃত্বমিতি ভাবঃ। পরিবেদনে জ্যেষ্ঠভ্রাতরি সত্যে কনিষ্ঠস্য বিবাহে। জন্যত্বমিত্যুক্তি অত্রাপি ভগিনীবারণায় পুংস্ত্বং বিশেষ্যং দেয়ম্। নন্ "যস্য নাস্তি সহোদর" ইত্যত্র সহোদরপদং সহোদরভ্রাতৃমাত্রপরং বক্তব্যং, তথাচ সহোদরভ্রাতুঃ পুত্রসত্ত্বে কথং বৈমাত্রেয়োঽধিকারী? তত্রাহ "ধনী"তি। তথাচ তত্র

আরও দেখ, বৈমাত্রেয়ে ভ্রাতৃশব্দের মুখ্যরূপে ব্যবহারের প্রসক্তি হইয়াছিল বলিয়াই ছন্দোগপরিশিষ্টে "দেশান্তরস্থিত ক্লীব, একবৃষণ এবং অসহোদর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বর্ত্তমান থাকিতে পরিবেদন দোষ হইবে না।" এই বচন দ্বারা পরিবেদনদোষের প্রতিপ্রসব করা হইয়াছে। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, অবিবাহিত জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বর্ত্তমান থাকিতে, কনিষ্ঠের বিবাহ হইলে 'পরিবেদন' নামক দোষ হয়, কিন্তু যে সকল জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা অবিবাহিত থাকিতে কনিষ্ঠের বিবাহে 'পরিবেদন' দোষ হইবে না, তন্মধ্যে অসহোদর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার উল্লেখ করা হইয়াছে; এই 'অসহোদর' শব্দটি দ্বারা বৈমাত্রেয়েরই বোধ হইতেছে। এক্ষণে দেখ, বৈমাত্রেয়ে যদি ভ্রাতৃত্বই না থাকিত, তবে উঁহার বর্ত্তমানে 'পরিবেদন' দোষ হইবে না, এইরূপ বলিবার কোন কারণই ছিল না; 'ভ্রাতৃ' শব্দটি মুখ্যরূপে বৈমাত্রেয়ে ব্যবহৃত হয় বলিয়াই ত ঐরূপ প্রতিপ্রসব করা হইয়াছে। যদি বল, "পিতৃব্যপুত্রাদি"তেও ত 'ভ্রাতৃ' শব্দের ব্যবহার হইয়া থাকে, তবে বৈমাত্রেয়ের পরই কি তাহাদের পিণ্ডদানে অধিকার হইবে? ইহার উত্তরে বলিতেছেন, পিতৃব্য পুত্রে যে ভ্রাতৃ শব্দের ব্যবহার হইয়া থাকে, উহা মুখ্যরূপে নহে, গৌণরূপে; অর্থাৎ পিতামহরূপ বীজী (মূল) পুরুষ হইতে গণনা করিলে, নিজের পিতার সহিত সমসংখ্যক পুরুষ হইতে তাহাদের জন্ম হয় বলিয়া, তাহাদিগকে ভ্রাতা বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে মাত্র, তাহারা মুখ্যভ্রাতা নহে; সুতরাং বৈমাত্রেয়ের পর পিতৃব্যপুত্রদিগের আর পিণ্ডদানে অধিকার

কারিত্বেন বলবত্ত্বাচ্চ। তচ্চ 'সহোদর' ইতি পূর্ব্বার্দ্ধানুরোধাৎ বৈমাত্রেয়পরমপি, অন্যথা সোদরাভাবে বৈমাত্রেয়সত্ত্বে বৈমাত্রেয়পুত্রাধিকারাপত্তেঃ। তেন বৈমাত্রেয়াভাবে সোদর-

---

সহোদরপদং সামান্যতো ভ্রাতৃমাত্রপরমবশ্যং বক্তব্যমিতিভাবঃ। সহোদর ইতি বৈমাত্রেয়-পরমিত্যন্বয়ঃ। পূর্ব্বার্দ্ধানুরোধাৎ "তস্য ভ্রাতৃসুতশ্চক্রে" ইত্যস্যানুরোধাৎ। বৈমাত্রেয়সত্ত্বে ভ্রাতৃপুত্রস্যানধিকারাদিতি ভাবঃ। তেনেতি সহোদরবৈমাত্রেয়ভ্রাতৃসাধারণভ্রাতৃমাত্রস্যা-ভাবে সামান্যতো ভ্রাতৃসুতমাত্রস্য অধিকারিত্বেনেত্যর্থঃ। তদাভ্রাতৃতোপ্যেতি মৃতস্য মাতৃ-

---

হইবে না। এক্ষণে কেহ জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, ভাল, দুহিতার পর যেমন দৌহিত্রের পিণ্ডদানাধিকার উক্ত হইয়াছে তেমনি সহোদরের পর সহোদরের পুত্র পিণ্ডদানে অধিকারী না হইয়া, বৈমাত্রেয় ভ্রাতা অধিকারী হয় কেন? ইহার উত্তরে বলিতেছেন, সহোদরের পুত্র মৃত ধনীর পিত্রাদি দুই পুরুষের (পিতার ও পিতামহের) পিণ্ডদান করে মাত্র, কিন্তু বৈমাত্রেয় ভ্রাতা মৃত ধনীর পিত্রাদি তিন পুরুষের (পিতা, পিতামহ, ও প্রপিতামহের) পিণ্ডদান করিয়া থাকে; সুতরাং সহোদরের পুত্র অপেক্ষা বৈমাত্রেয় ভ্রাতা অগ্রে ধনাধিকারী হয় বলিয়া, পিণ্ডদানেও বৈমাত্রেয় ভ্রাতার অধিকারই বলবৎ হইল। এই হেতুই অর্থাৎ সহোদরের পর বৈমাত্রেয় অধিকারী হয় বলিয়াই, ব্রহ্মপুরাণের বচনে "সহোদরের অভাব হইলে, ভ্রাতৃপুত্রকে যে পিণ্ডদানে অধিকারী করা হইয়াছে, এই 'সহোদর' শব্দটিকে বৈমাত্রেয় ভ্রাতারও বাচক বলিতে হইবে; কারণ ঐ বচনের প্রথমার্দ্ধে সাধারণতঃ ভ্রাতা মাত্রকেই পিণ্ডদানে অধিকারী বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, তদনুসারে উত্তরার্দ্ধস্থিত সহোদর শব্দটিকেও ভ্রাতামাত্রেরই বাচক বলিতে হইবে। তাহা না বলিলে, এই উত্তরার্দ্ধস্থিত "সহোদর" শব্দটির যদি যথাশ্রুত অর্থের অর্থাৎ এক মায়ের গর্ভজাত ভ্রাতারই গ্রহণ করা হয়, তাহ'লে দেখ, সেইরূপ "সহোদরের অভাবে ভ্রাতার পুত্র পিণ্ডাদি দান করিবে," এই বিধিতে সাধারণতঃ ভ্রাতার পুত্রকেই অধিকার দেওয়া হইয়াছে, 'সহোদরের পুত্র' এরূপ কিছু বিশেষ করিয়া বলা হয় নাই; সুতরাং যেস্থলে সহোদর ভ্রাতার অভাব ঘটিয়াছে, অথচ সপুত্র বৈমাত্রেয় ভ্রাতা বিদ্যমান আছে, এরূপস্থলে বৈমাত্রেয় ভ্রাতার পিণ্ডদানে অধিকার না হইয়া, তাহার পুত্রেরই পিণ্ডদানে অধিকার হইয়া পড়ে; ইহা শাস্ত্র এবং লোক-বিরুদ্ধ; বৈমাত্রেয় ভ্রাতার অভাবেই ভ্রাতৃপুত্রদিগের অধিকার হয়। ভ্রাতাস্থলে যেমন অগ্রে সহোদর ভ্রাতা এবং পরে বৈমাত্রেয় ভ্রাতার অধিকারক্রম প্রদর্শিত হইয়াছে,

বৈমাত্রেয়ভ্রাতৃক্রমবৎ সোদরপুত্রস্তস্মাতৃভোগ্যপিণ্ডদাতৃতয়া ধনাধিকারিত্বেন বলবত্ত্বাৎ, বৃহস্পাতিদিষ্টপুত্রত্বাচ্চ, তদভাবে বৈমাত্রেয়পুত্রঃ, তদভাবে পিতা।

"পুত্রো ভ্রাতা পিতা বাপি মাতুলো গুরুরেব চ।
এতে পিণ্ডপ্রদা জ্ঞেয়াঃ সগোত্রাশ্চৈব বান্ধবাঃ॥"

ইতি প্রচেতোবচনাৎ। "ন পুত্রস্য পিতা দদ্যাৎ" ইতি ছন্দোগপরিশিষ্টং ভ্রাতৃপুত্রপর্য্যন্তসদ্ভাববিষয়ম্। তদভাবে

ভোগ্যেত্যর্থঃ। তথাহি মৃতস্য সহোদরপুত্রো যৎ পার্ব্বণে পিতামহায় পিণ্ডং দদাতি, তৎসুতস্য মাতৃভোগ্যংভবতি ন তু তৎ সপত্নীভোগ্যং "সর্ব্বেষাংশহরা মাতা" ইত্যাদি স্মরণাৎ ইতি ভাবঃ। অতিদিষ্টপুত্রত্বাদিতি। তথাচ বৃহস্পতিঃ,—"যদ্যেকজাতা বহবো

তাহাদের পুত্র সম্বন্ধেও সেইরূপ ক্রম বুঝিতে হইবে, অর্থাৎ বৈমাত্রেয় ভ্রাতার পরই অগ্রে সহোদরের পুত্রই পিণ্ডদানে অধিকারী; কারণ, সহোদরপুত্র যে পার্ব্বণশ্রাদ্ধের সময় নিজ পিতামহকে পিণ্ডদান করে, ঐ পিণ্ডের অংশ পিণ্ড-দাতার পিতামহীও ভোগ করিয়া থাকে; কাজেই মৃত ব্যক্তির মাতৃভোগ্য পিণ্ডদানে সহোদর ভ্রাতার পুত্রেরই অধিকার নিবন্ধন, সেই প্রথমে ধনাধিকারী হয় বলিয়া, পিণ্ডদান বিষয়ে তাহার অধিকারই বলবৎ হইতেছে। শুধু তাহা নহে, "সহোদর ভ্রাতাদিগের মধ্যে যে কোন একজন পুত্রবান্ হইলে, ঐ পুত্র দ্বারাই অবশিষ্ট ভ্রাতৃগণও পুত্রবান্ বলিয়া গণ্য হইবে" এই বৃহস্পতির বচনে সহোদর ভ্রাতার পুত্রে পুত্রত্ব অতিদিষ্ট, অর্থাৎ গৌণভাবে আরোপিত হওয়ায়, বৈমাত্রেয় ভ্রাতার পুত্র অপেক্ষা সহোদর ভ্রাতার পুত্রই অগ্রে অধিকারী হয়। সহোদর ভ্রাতার পুত্রের অভাব ঘটিলে বৈমাত্রেয় ভ্রাতার পুত্র পিণ্ডদানে অধিকারী, বৈমাত্রেয় পুত্রের অভাবে পিতা পিণ্ডদানে অধিকারী হইবে। কারণ, প্রচেতার একটি বচন আছে, "পুত্র, ভ্রাতা, পিতা, মাতুল, গুরু, সগোত্র এবং বান্ধবগণ, ইহারা পিণ্ডদানে অধিকারী বলিয়া শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।" এস্থলে বক্তব্য এই যে, প্রচেতার বচনে ভ্রাতার পর পিতার উল্লেখ থাকিলেও ব্রহ্মপুরাণের বচনে 'ভ্রাতার পর ভ্রাতার পুত্র পিণ্ডদান করিবে' এইরূপ সুস্পষ্ট বিধান থাকায়, প্রচে-তার বচনটিকে কেবলমাত্র পিণ্ডদানাধিকারীরই বিজ্ঞাপক এবং ক্রমের বিজ্ঞাপক নহে, এইরূপই বুঝিতে হইবে; সুতরাং "ছন্দোগপরিশিষ্টে" পিতা

মাতা, "পুত্রো ভ্রাতা পিতা বাপী"ত্যত্র অপিশব্দেন মাতুঃ সমুচ্চয়াৎ, "পিতরৌ ভ্রাতরস্তথা" ইত্যাদৌ ধনাধিকারে তথা দর্শনাচ্চ। অতএব শ্রাদ্ধবিবেকে "পিতুরভাবে তুল্যন্যায়তো মাতাপী"ত্যুক্তম্ ॥ ১৬২ ॥

তদভাবে পুত্রবধূঃ। শঙ্খঃ,—

"ভার্য্যাপিণ্ডং পতির্দদ্যাদ্ ভর্ত্রে ভার্য্যা তথৈব চ।
শ্বশ্র্বাদেস্তু স্নুষা চৈব তদভাবে দ্বিজোত্তমঃ ॥"

অত্রা"দি"পদাৎ শ্বশুরপরিগ্রহঃ। ন চাদিপদাৎ শ্বশ্রূশ্বশুর-

ভ্রাতরশ্চ সহোদরাঃ। একস্যাপি সুতে জাতে সর্ব্বে তে পুত্রিণো মতাঃ।" পিতা বাপীত্যনেন পিতুরপ্যধি- কারিত্বং দর্শয়তি। তথা দর্শনাৎ মাতুঃ পিত্রানন্তর্য্যদর্শনাৎ। তুল্যন্যায়তয়া জনককর্তৃত্বা- বিশেষেণেত্যর্থঃ ॥ ১৬২।

পুত্রের পিণ্ডদান করিবে না" এই বচনদ্বারা পিতাকে যে পুত্রের পিণ্ডদান করিতে নিষেধ করা হইয়াছে, ঐ নিষেধের তাৎপর্য্য এই, ভ্রাতার পুত্র পর্য্যন্ত বিদ্যমান থাকিতে আর পিতা পুত্রের পিণ্ডদান করিবে না, নতুবা পিতা যে একেবারেই পুত্রের পিণ্ডদান করিবে না, এরূপ অর্থ নহে, তাহ'লে প্রচেতার বচনে পিণ্ডদানাধিকারীদিগের মধ্যে পিতার গণনা ব্যর্থ হইয়া পড়ে। পিতার অভাবে মাতা পিণ্ডদানে অধিকারিণী হইবেন, পিণ্ডদানাধিকারীদিগের মধ্যে স্পষ্ট কথায় মাতার গণনা না থাকিলেও প্রচেতার বচনেস্থিত "পিতা বাপি' এই "অপিশব্দ" দ্বারা পিতার পর মাতারই সমুচ্চয় করা হইয়াছে, অর্থাৎ সহযোগে বোধ করান হইয়াছে, এবং যাজ্ঞবল্ক্যের "পিতরৌ ভ্রাতরস্তথা" এই ধনাধিকারজ্ঞাপক বচনে পিতার সহিত মাতার সহযোগ দৃষ্ট হওয়াতেও পিতার পর পিণ্ডদানে মাতারই অধিকার বলিতে হইবে। এই হেতু শ্রাদ্ধবিবেকে "পিতার অভাবে একই যুক্তি অনুসারে অর্থাৎ পিতার মত মাতাও পুত্রের উৎপাদক বলিয়া মাতাও পিণ্ড-দানে অধিকারিণী' এই কথা বলা হইয়াছে। ১৬২।

মাতার অবর্ত্তমানে, পুত্রবধূ পিণ্ডদানাধিকারিণী, কারণ, শঙ্খের একটি বচন আছে, যথা "স্বামী ভার্য্যার পিণ্ডদান করিবে, এবং ভার্য্যাও স্বামীর পিণ্ড প্রদান করিবে, শ্বশ্রূ প্রভৃতির পিণ্ড পুত্রবধূ দান করিবে, তাহার অভাবে কোন দ্বিজো-ত্তম পিণ্ডদান করিবে।" এই বচনস্থিত "শ্বশ্রূ আদি" এই আদি শব্দ দ্বারা

পরিগ্রহঃ, তৎস্নুষাত্বাভাবাৎ । 'দ্বিজোত্তম' ইত্যত্র "সপিণ্ডক" ইতি মৈথিলানাং পাঠঃ । স্বস্বপদোপাত্তসপিণ্ডবিশেষাভাবে, "অনন্তরঃ সপিণ্ডাদ্যস্তস্য তস্য ধনং ভবেদি"তি ধনাধিকারে তথা দর্শনাদত্রাপি সন্নিধিতারতম্যেন বিমাতৃপৌত্রবধূপৌত্রী-প্রপৌত্রবধূপ্রপৌত্রীপিতামহপিতামহীপিতৃব্যাদয়ঃ সপিণ্ডাশ্চাধিকারিণঃ ; "পুত্রাভাবে সপিণ্ডা" ইতি বক্ষ্যমাণাৎ, শঙ্খবচনস্থ-মৈথিলপাঠাচ্চ । তদভাবে সমানোদকাঃ ; "সপিণ্ডসন্ততির্বাপি"

তুল্যন্যায়তয়েতি জননকর্তৃত্বাবিশেষেণেত্যর্থঃ । স্বস্বপদোপাত্তেতি পুত্রজায়াদি-পদোপাত্তেত্যর্থঃ । সপিণ্ডবিশেষাভাবে ইত্যস্য সপিণ্ডশ্চাধিকারিণ ইতি পরেণান্বয়ঃ । মৈথিলপাঠাদিতি দ্বিজোত্তম ইত্যত্র সপিণ্ডক ইতি মৈথিলপাঠাদিত্যর্থঃ । সগোত্রা-

শ্বশুরেরও গ্রহণ করা হইয়াছে । ইহাদ্বারা আর শাশুড়ীর শ্বশুরের অর্থাৎ শ্বশুরের পিতার গ্রহণ করা যাইতে পারেনা, কারণ শ্বশুরের পুত্রবধূ, শ্বশুরের পিতার স্নুষা (পুত্রবধূ) হইতে পারেনা । রাধারমণ গোস্বামী বলেন, ঐ স্বাদিপদ দ্বারা শাশুড়ীর সতীনেরও গ্রহণ করা যাইতে পারে, কারণ সপত্নীপুত্রে যখন পুত্রত্ব অতিদিষ্ট (আরোপিত) হইয়াছে, তখন সপত্নীর পুত্রবধূকে 'পুত্রবধূ' বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে । ঐ বচনে স্থিত "দ্বিজোত্তমে"র স্থানে মৈথিলগণ 'সপিণ্ডক' এইরূপ পাঠ করিয়াছেন । উপরে পুত্র প্রভৃতি যে সকল সপিণ্ডের বিশেষ করিয়া স্ব স্ব (১) নামদ্বারা অধিকারী বলিয়া উল্লেখ করা হইল, তাহাদের সকলের অভাব ঘটিলে, তদ্ভিন্ন "সপিণ্ডদিগের মধ্যে যাহার সম্বন্ধ যত নিকটবর্ত্তী ঘনিষ্ঠ হইবে, তাহার তাহারই প্রথমে ধনাধিকার হইবে" ধনাধিকার বিষয়েও সম্বন্ধনৈকট্যের তারতম্য অনুসারে পুত্রবধূর অভাবে, বিমাতা, পৌত্রবধূ, পৌত্রী, প্রপৌত্রবধূ, প্রপৌত্রী, পিতামহ, পিতামহী এবং পিতৃব্যাদি সপিণ্ড যথাক্রমে পিণ্ডদানে অধিকারী হইবে ।" পরে উল্লিখিত শঙ্খবচনে মৈথিলগণ "পুত্রাভাবে সপিণ্ডা" এইরূপ পাঠ করায় সপিণ্ডগণ যে পিণ্ডদানে অধিকারী হয়, তাহা জ্ঞাত হওয়া যাইতেছে ।

---

(১) গোস্বামী ভট্টাচার্য্য রঘুনন্দনের "স্বস্বপদোপাত্তসপিণ্ডবিশিষাভাবে" ইত্যাদি পংক্তির "শ্বশ্রূপদোপাত্তসপিণ্ডবিশেষাভাবে" ইত্যাদিরূপ পাঠ করিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন, "শ্বশ্রূপর্য্যন্ত সপিণ্ডবিশেষের অভাব হলে ।"

ইতি বক্ষ্যমাণাৎ। অত্র সপিণ্ডসন্ততিশ্চ সমানোদক ইত্যর্থঃ। তদভাবে সগোত্রাঃ; "সগোত্রাশ্চৈবেতি" প্রচেতোবচনাৎ, "গোত্রঋক্থানুগঃ পিণ্ড" ইত্যুক্তত্বাৎ,

"এষামভাবে সর্ব্বেষাং সমানোদকসন্ততিরি"তি বক্ষ্যমাণাচ্চ। তদভাবে মাতামহঃ;

"মাতামহানাং দৌহিত্রাঃ কুর্ব্বন্ত্যহনি চাপরে;

তেঽপি তেষাং প্রকুর্ব্বন্তি দ্বিতীয়েঽহনি সর্ব্বদা॥" ইতি ব্রহ্মপুরাণাৎ। তদভাবে মাতুলঃ; তদভাবে ভাগিনেয়ঃ;

"মাতুলো ভাগিনেয়স্য স্বস্রীয়ো মাতুলস্য চ।" ইতি শাতাতপীয়পাঠক্রমাৎ। তদভাবে সন্নিধিক্রমেণ মাতামহসপিণ্ডাঃ; তদভাবে মাতামহসমানোদকাঃ; তথাচ বিষ্ণুপুরাণম্,—

দৈবেবতীতি। "এতে পিণ্ডপ্রদা জ্ঞেয়াঃ সগোত্রাশ্চৈব বান্ধবা" ইতি। অহনি চাপরে

সপিণ্ডগণের অভাবে সমানোদগণ পিণ্ডদানে অধিকারী হয়; কারণ, 'সপিণ্ডদিগের সন্ততিগণও" ইত্যাদি বচন পরে বলা হইবে। "সপিণ্ডসন্ততি" বলিতে সমানোদকই বুঝাইতেছে। সমানোদকাভাবে, সগোত্রগণ পিণ্ডদানে অধিকারী হয়; কারণ, প্রচেতার বচনে "সগোত্রগণও" এইরূপ বলিয়া তাহাদের অধিকার নির্দ্ধারিত হইয়াছে; মনুও "পিণ্ড গোত্রভাগিত্ব এবং ধনাধিকারের অনুযায়ী" এইরূপ বলিয়াছেন, এবং পরে "ইহাদের সকলের অভাবে সমানোদকের সন্ততি অর্থাৎ সগোত্রগণ পিণ্ডদানে অধিকারী" এইরূপ একটি বচনও উক্ত হইবে। ঐ সকল সমানোদকের পর সগোত্রদিগের পিণ্ডদানে অধিকার নির্দ্দেশ করা হইল। সগোত্রের অভাবে মাতামহ পিণ্ডদানে অধিকারী; কারণ, "দৌহিত্রগণ, যেমন নিজ অশৌচান্তের পর দিনে মাতামহদিগের শ্রাদ্ধাদি করে, মাতামহেরাও সেইরূপ নিজ অশৌচ শেষ হইবার পর দিন দৌহিত্রদিগের শ্রাদ্ধাদি করিয়া থাকে।" এই ব্রহ্মপুরাণের বচনে মাতামহ যে দৌহিত্রের পিণ্ডদানে অধিকারী হয়, তাহা জানা যাইতেছে। মাতামহের অভাবে, মাতুল পিণ্ডদানে অধিকারী এবং মাতুলের অভাবে, ভাগিনেয় পিণ্ডদানে অধিকারী; কারণ, শাতাতপীয় সংহিতায় "মাতুল

"সপিণ্ডসন্ততির্বাপি ক্রিয়ার্হা নৃপ জায়তে।
এষামভাবে সর্ব্বেষাং সমানোদকসন্ততিঃ।
মাতৃপক্ষস্য পিণ্ডেন সম্বদ্ধা যে জলেন বা॥" ইতি বচনাৎ।
তদভাবে শ্বশুরঃ; তদভাবে জামাতা;

"জামাতুঃ শ্বশুরাশ্চক্রুস্তেষাং তেঽপি চ সংযতাঃ।" ইতি ব্রহ্মপুরাণে পাঠক্রমাৎ। তদভাবে পিতামহীভ্রাতা;

"ভাগিনেয়সূনাং স্তু সর্ব্বেষাস্তুপরেঽহনি।
শ্রাদ্ধং কার্য্যঞ্চ প্রথমে স্নাত্বা কৃত্বা জলক্রিয়াম্॥" ইতি ব্রহ্মপুরাণাৎ। অপরেঽহনীত্যত্র অশৌচান্তদিনস্যেতি শেষঃ। তদভাবে যথাক্রমং শিষ্যঋত্বিগাচার্য্যাঃ, গোতমেন

ইতি অপরেঽশৌচান্তাদ্বিতীয়েঽহনি। পিণ্ডেন সম্বদ্ধাঃ সপিণ্ডাঃ, জলেন সম্বদ্ধাঃ সমা-

---

ভাগিনেয়ের এবং ভাগিনেয়ের মাতুলের (এইরূপ ক্রমে) উক্ত এ পিণ্ডদানাধিকার নিরূপিত হইয়াছে। ভাগিনেয় অভাবে, সম্বন্ধের নৈকট্য অনুসারে মাতামহের সপিণ্ড অর্থাৎ মাতামহের সহিত পিণ্ডসম্বন্ধযুক্ত, [illegible] মানো-দক অর্থাৎ উদকসম্বন্ধযুক্ত; কারণ, বিষ্ণুপুরাণের একটি বচন আছে "হে নৃপ-সপিণ্ডদিগের সন্ততি শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়ার অধিকারী হয়, তাহাদের অভাবে, সমানো-দকদিগের সন্ততিগণ অধিকারী হয়, ইহাদের অভাবে মাতৃপক্ষে যাহারা পিণ্ড-সম্বন্ধে সম্বদ্ধ, অথবা জলসম্বন্ধে সম্বদ্ধ তাহারা অধিকারী হয়।" এই বচনে মাতা-মহসপিণ্ড এবং সমানোদকদিগের পিণ্ডদানে অধিকার জ্ঞাত হওয়া যাইতেছে। উঁহাদের অভাবে শ্বশুর, এবং তদভাবে, জামাতা যথাক্রমে পিণ্ডদানে অধিকারী হয়; কারণ, ব্রহ্মপুরাণে "জামাতাগণের শ্বশুর, এবং জামাতারাও শ্বশুরদিগের" এইরূপক্রমে পিণ্ডদানের অধিকার নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। জামাতার অভাবে পিতামহীর ভ্রাতা পিণ্ডদানে অধিকারী; কারণ, ব্রহ্মপুরাণের একটি বচন আছে, "অপর দিনে প্রথমে স্নান ও তর্পণ করিয়া ভাগিনেয়ের পুত্র-গণের শ্রাদ্ধও করিবে।" ইহাতে পিতামহীর ভ্রাতাও যে শ্রাদ্ধাধিকারী ইহা জানা যাইতেছে। মূল বচনে যে, "অপর দিনে" বলা হইয়াছে, উহার অর্থ— অশৌচান্ত দিনের পরদিনে। পিতামহীর ভাইএর অভাবে, যথাক্রমে শিষ্য

"পুত্রাভাবে সপিণ্ডাঃ, মাতৃসপিণ্ডা বা, শিষ্যাশ্চ দদ্যুস্তদভাবে ঋত্বিগাচার্য্যা" ইত্যুক্তত্বাৎ। তদভাবে সুহৃৎ পিতৃসুহৃদৌ, "মিত্রাণাং তদপত্যানামি"তি ব্রহ্মপুরাণপাঠক্রমাৎ। তদভাবে একত্রবাসী।

"সংবাসান্তর্গতৈর্ব্বাপি কার্য্যা প্রেতস্য সৎক্রিয়া।" ইতি বিষ্ণুপুরাণাৎ। তদভাবে তদ্ধনং গৃহীত্বা যঃ কশ্চিৎ সবর্ণঃ। "উচ্ছন্নবন্ধুঋক্থাদ্বা কারয়েদবনীপতিঃ।" ইতি বিষ্ণুপুরাণাৎ।

ঔর্দ্ধদেহিকমধিকৃত্য ব্রহ্মপুরাণম্ ;—

"ব্রাহ্মণস্ত্বন্যবর্ণানাং ন কুর্য্যাৎ কদাচন।

কামাল্লোভাদ্ভয়ান্মোহাৎ কৃত্বা তজ্জাতিতাং ব্রজেৎ" ॥১৬০॥

সোদকাঃ। প্রথমেঽহনি স্নাত্বা জলক্রিয়াং প্রেততর্পণং কুর্য্যুরিত্যর্থঃ। উচ্ছন্নবন্ধুঋক্থাদিতি উচ্ছন্নো বন্ধুর্যস্য তস্য মৃতস্য ধনাদিত্যর্থঃ॥ ১৬০॥

ঋত্বিক্ এবং আচার্য্য পিণ্ডদানে অধিকারী হইবে। কারণ, গোতম—"পুত্রের অভাবে নিজের সপিণ্ডগণ, তদভাবে মাতৃসপিণ্ডগণ, তদভাবে শিষ্যগণ শ্রাদ্ধাদি করিবে, শিষ্যের অভাবে ঋত্বিক্ এবং 'আচার্য্য' পিণ্ডদান করিবে", এইরূপ বলিয়াছেন। আচার্য্য পর্য্যন্তের অভাবে, নিজের সুহৃদ্ ; তদভাবে পিতার সুহৃৎ পিণ্ডদানে অধিকারী; কারণ, ব্রহ্মপুরাণে মিত্রগণের ও তাহাদের পুত্রগণের এইরূপ ক্রমে সুহৃৎ ও সুহৃৎপুত্রের পিণ্ডদান করিতে বিধান করায়, সুহৃদের পর যে পিতৃসুহৃৎ অধিকারী ইহা জ্ঞাত হওয়া যাইতেছে। তদভাবে একত্রবাসী (এক বাড়ীতে যাহারা বাস করে ; কারণ, বিষ্ণুপুরাণের একটি বচন আছে, "একত্র বাসকারীদিগের মধ্যে কোন এক ব্যক্তি প্রেতের সৎকার্য্য (শ্রাদ্ধাদি) করিবে।" যদি একত্রবাসীরও অভাব ঘটে, তাহা হইলে, মৃতব্যক্তির ধন গ্রহণ করিয়া কোন একজন সবর্ণ (একজাতীয় লোক, ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণ ইত্যাদি) পিণ্ডদান করিবে। কারণ, বিষ্ণুপুরাণের "বন্ধুবান্ধববিরহিত ব্যক্তির ধন ব্যয় করিয়া রাজা শ্রাদ্ধ করাইবেন।" এই বচন হইতে ঐরূপ অর্থেরই বোধ হইতেছে। ঔর্দ্ধদেহিক কার্য্যের প্রকরণে ব্রহ্মপুরাণে বলা হইয়াছে—"ব্রাহ্মণ কখনই অপরবর্ণের ঔর্দ্ধদেহিক কার্য্য করিবে না, যদি আপনার ইচ্ছাক্রমে, লোভবশতঃ, ভয়ে, অথবা

স্ত্রিয়াস্তু যথাক্রমং "পুত্রপৌত্রপ্রপৌত্রাঃ ; বিষ্ণুপুরাণে, "পুত্রঃ পৌত্রঃ প্রপৌত্রো বা" ইত্যবিশেষশ্রুতেঃ। তদভাবে অদত্তা কন্যা ; "অপুত্রস্য চ যা পুত্রী" ত্যস্য উদ্দেশ্যগতলিঙ্গা-বিবক্ষয়া স্ত্রীপুংসাধারণত্বাৎ, ধনাধিকারিত্বাচ্চ। তদভাবে যথা-ক্রমং বাগ্দত্তা, দত্তা ;

স্ত্রিয়াস্ত্বিতি। অবিশেষশ্রুতেরিতি তথাচ "অপুত্রস্য তু যা পুত্রী"তি বচনে অপুত্রপদং প্রপৌত্রপর্য্যন্তাভাবপরং. পুত্রপৌত্রপ্রপৌত্রাণাং যথাক্রমলাভস্তু "পুত্রঃ পৌত্রঃ প্রপৌত্রো বে"তি বচনে পাঠক্রমানুরোধাদ্বোধ্যঃ। বিশেষশ্রুতেরিতি পাঠে তু ক্রমশ্রুতেরিত্যর্থঃ। কন্যা অবাগ্দত্তা। স্ত্রীপুংসাধারণত্বাদিতি অত্রেদং বোধ্যং,—পুংসঃ ঔর্দ্ধদেহিকক্রিয়ায়াং কন্যায়াঃ পূর্ব্বং পত্ন্যধিকারিত্বং পূর্ব্বমুক্তং তন্ন সম্যক্। অপুত্রস্য তু যা পুত্রীতিবচনস্থিতস্য প্রপৌত্রপর্য্যন্তাভাবপরস্য পুংলিঙ্গস্য অপুত্রশব্দস্য পুরুষপরতায়াং মুখ্যত্বাৎ, কিন্তু যেষ্ণু-গতলিঙ্গাবিবক্ষয়া যোষিৎপরত্বমপি। অমাবাস্যাক্ষয়ো যস্য একাদশাহে প্রেতস্তৈতিবৎ। এবঞ্চ সতি প্রপৌত্রপর্য্যন্তাভাবে যথাক্রমং কন্যা বাগ্দত্তা দত্তা চ, তদভাবে পত্নী অধি-কারিণীতি সম্যক্। ন চ কন্যাসত্ত্বেঽপি পত্ন্যা এব ধনাধিকারাৎ তস্যা অধিকার ইতি

অজ্ঞানতা প্রযুক্ত ঐরূপ কার্য্য করে, তাহ'লে সে তজ্জাতিত্ব প্রাপ্ত হয়।

সাধারণ পাঠকের বোধসৌকর্য্যার্থ আমরা নীচে পুরুষের পিণ্ডাধিকারী-দিগের একটি অনুক্রমণী লিখিয়া দিলাম। ১৬৩।

স্ত্রীর পিণ্ডাধিকারীর ক্রম।

উপরে পুরুষের পিণ্ডাধিকারীর ক্রম বলিয়া, এক্ষণে স্ত্রীর পিণ্ডাধিকারীর ক্রম বলা হইতেছে। স্ত্রীদিগেরও প্রথমে যথাক্রমে পুত্র, পৌত্র, এবং প্রপৌত্র পিণ্ডদানে অধিকারী, কারণ বিষ্ণুপুরাণে পিণ্ডাধিকার সম্বন্ধে সমান ভাবেই পুত্র, পৌত্র এবং প্রপৌত্রের ক্রম উল্লিখিত হইয়াছে। প্রপৌত্রের অভাবে, অদত্তা কন্যা স্ত্রীর পিণ্ডাধিকারিণী, কারণ পূর্ব্বোক্ত ঋষ্যশৃঙ্গের "অপুত্র ব্যক্তির কন্যাই পিণ্ডপ্রদা" ইত্যাদি বচনে "অপুত্র" এই কথাটি পুংলিঙ্গে ব্যব-হৃত হইলেও উহার উদ্দেশ্যভূত ব্যক্তির লিঙ্গটি অবিবক্ষিত, অর্থাৎ অপুত্র পুরুষ পক্ষেই যে, এই নিয়মটি খাটিবে, বক্তার এরূপ অভিপ্রায় নহে; কাজেই ঐ অপুত্র শব্দটি, অপুত্র পুরুষ, এবং অপুত্রা স্ত্রী, এই উভয়েরই বোধক। ধনাধিকার বিষয়ে অদত্তা কন্যাই প্রধান, অর্থাৎ প্রপৌত্রপর্য্যন্তের অভাবে, অপুত্রা স্ত্রীর

"দুহিতা পুত্রবৎ কুর্য্যান্মাতাপিত্রোশ্চ সংস্কৃতা।" ইতি যমবচনাৎ। তদভাবে দৌহিত্রঃ; প্রাগুক্তব্রহ্মপুরাণে তথা দর্শনাৎ।

"পৌত্রদৌহিত্রয়োর্লোকে ন বিশেষোঽস্তি ধর্ম্মতঃ।
তয়োর্হি মাতাপিতরৌ সম্ভূতৌ তস্য দেহতঃ॥" ইত্যনেন, যথা পুত্রাভাবে পৌত্রস্তথা দুহিত্রভাবে দৌহিত্র ইতি প্রাগেবোক্তত্বাৎ।

"মাতুলো ভাগিনেয়স্য স্বস্রীয়ো মাতুলস্য চ।
শ্বশুরস্য গুরোশ্চৈব সখ্যুর্মাতামহস্য চ॥
এতেষাঞ্চৈব ভার্য্যাভ্যঃ স্বসুর্মাতুঃ পিতুস্তথা।
পিণ্ডদানন্তু কর্ত্তব্যমিতি বেদবিদাং স্থিতিঃ॥" ইতি বৃদ্ধ-

বাচ্যং, পত্ন্যা ধনাধিকারিত্বেঽপি অপুত্রস্য তু যা পুত্রীতিবচনবলাৎ কন্যায়া এবাধিকারাৎ। অন্যথা "সামান্যং পুত্রকন্যানাং মৃতানাং স্ত্রীধনং স্ত্রিয়া"মিতি বচনাৎ কন্যায়া ধনাধিকারিত্বেন, পৌত্রাৎ পূর্ব্বম্ অধিকারাপত্তেরিতি। তদভাবে দত্তেতি অত্র দত্তায়াঃ পূর্ব্বং বাগ্দত্তায়াঃঅধিকারো বোধ্যঃ, "দত্তানাঞ্চাপ্যদত্তানামি"তি বচনেন পূর্ব্বং তথা ব্যবস্থাপিতত্বাদিতি। প্রাগুক্তেতি "মাতামহানাং দৌহিত্রাঃ কুর্ব্বন্ত্যহনি চাপরে" ইতি প্রাগুক্তেত্যর্থঃ। এতেষাম্ এতদ্বচনোপাত্তানাম্। সাক্ষাদিতি এতেষাঞ্চৈব ভার্য্যাভ্য

অদত্তা কন্যাই ধনাধিকারিণী হয় এবং অদত্তা কন্যার অভাবে যথাক্রমে বাগ্দত্তা এবং বিবাহিতা কন্যা স্ত্রীর পিণ্ডদানে অধিকারিণী। কারণ, "সংস্কৃতা অর্থাৎ বিবাহিতা কন্যা পুত্রের ন্যায়ই মাতাপিতার শ্রাদ্ধ করিবে।" এই যমবচনে বিবাহিত কন্যারও মাতার শ্রাদ্ধে অধিকার দৃষ্ট হইতেছে। বিবাহিত কন্যার অভাবে, দৌহিত্র যে, অপুত্রা স্ত্রীর পিণ্ডদানে অধিকারী, পূর্ব্বোক্ত ব্রহ্মপুরাণের বচন হইতে ঐরূপই জ্ঞাত হওয়া যাইতেছে। "পৌত্র এবং দৌহিত্রের মধ্যে লোকে ধর্ম্মতঃ কোন ইতর-বিশেষ নাই, কারণ পৌত্রের পিতা, এবং দৌহিত্রের মাতা একই দেহ হইতে সম্ভূত হইয়াছে।" এই বচন দ্বারা যেমন পুত্রাভাবে পৌত্রের অধিকার জ্ঞাপন করা হইয়াছে, তেমনি দুহিতার অভাবে দৌহিত্র পিণ্ডাধিকারী হয়, একথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। আরও দেখ, "মাতুল ভাগিনেয়ের, ভাগিনেয় মাতুলের, শ্বশুরের, গুরুর, মিত্রের, মাতামহের এবং ইহাদিগের ভার্য্যার এবং

শাতাতপবচনে মাতামহ্যাঃ সাক্ষাদ্দৌহিত্রেণ পিণ্ডদানশ্রুতেঃ-র্ধনাধিকারিত্বাচ্চ। তদভাবে সপত্নীপুত্রঃ, তস্যাপি পুত্রত্ব-স্মরণাৎ। যথা মনুঃ,—

"সর্ব্বাসামেকপত্নীনামেকা চেৎ পুত্রিণী ভবেৎ।
সর্ব্বাস্তাস্তেন পুত্রেণ প্রাহ পুত্রবতীর্ম্মনুঃ॥" একপত্নীনা-মিতি একঃ পতির্যাসাং তাঃ॥ ১৬৪॥

অত্র সপত্নীপুত্রস্য পুত্রত্বাতিদেশাৎ তৎসত্ত্বেঽপি স্ত্রীণাং সপিণ্ডং মৈথিলৈরুক্তং, তন্ন।

"পুত্রেণৈব তু কর্ত্তব্যং সপিণ্ডীকরণং স্ত্রিয়াঃ।
পুরুষস্য পুংস্ত্বন্যে ভ্রাতৃপুত্রাদয়োঽপি যে॥"
ইতি লঘুহারীতবচনে 'এব'কারেণাতিদিষ্টপুত্রনিষেধাৎ। অত-

ইত্যনেন সাক্ষাদিত্যর্থঃ। ন তু মাতামহস্য পিণ্ডদানমুক্তমতো জননীক্রমকথাবিশেষাৎ মাতামহ্যা অপি পিণ্ডদানং কর্ত্তব্যমিতি ন্যায়লভ্যমিতি ভাবঃ॥ ১৬৪॥

অতিদিষ্টেতি এবকারেণাতিদিষ্টপুত্র এব ব্যবচ্ছেদ্যো ন তু পতিঃ; অপুত্রায়া অপি পতিনৈব সপিণ্ডনবিধানাদিতি ধ্যেয়ম্। অতএবাদিষ্টপুত্রস্য নিষেধাদেব। উত্তরবচনে

ভগিনীর, মাতার ও পিতার পিণ্ডদান কর্ত্তব্য, বেদবিদ্গণের ইহাই অভিমত।" এই বৃদ্ধশাতাতপের বচনে মাতামহীর পিণ্ডদানে দৌহিত্রকেই সাক্ষাৎ সম্বন্ধে অধিকার দেওয়া হইয়াছে, এবং দুহিতার পর দৌহিত্রই মাতামহীর ধনে অধি-কারী হইয়া থাকে; কাজেই দুহিতার পর দৌহিত্রই পিণ্ডদানে অধিকারী। দৌহিত্রের পর সপত্নীপুত্র পিণ্ডদানে অধিকারী, কারণ স্মৃতিতে তাহাকেও পুত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। যথা মনু—"একপত্নীদিগের মধ্যে যদি যে কোন একজন মাত্র পুত্রবতী হয়, তবে সেই পুত্রদ্বারাই অপর স্ত্রীগণকেও মনু পুত্রবতী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।" বচনস্থিত "একপত্নী" শব্দের অর্থ,— যাহাদের একই পতি, অর্থাৎ যাহারা পরস্পর এক পতির ভার্য্যা। ১৬৪।

এস্থলে ইহাও বক্তব্য যে, মৈথিলগণ, সপত্নীপুত্রে পুত্রত্বের অতিদেশ (আরোপ) করা হইয়াছে বলিয়া, সপত্নীপুত্র সত্ত্বে যে, স্বগর্ভজাতপুত্রবিহীনা স্ত্রীরও সপিণ্ডীকরণ করিবার ব্যবস্থা করেন, তাহা ঠিক নহে; কারণ, "পুত্রই স্ত্রীর সপিণ্ডীকরণ করিবে। পুরুষের সপিণ্ডীকরণ ভ্রাতৃপুত্র প্রভৃতি অপরেও করিতে

এব উত্তরার্দ্ধে ভ্রাতৃপুত্রোপাদানং সঙ্গচ্ছতে, অন্যথা পুংস্বাং তত্র পুত্রত্বাতিদেশেনৈব প্রাপ্তেঃ ভ্রাতৃপুত্রপদোপাদানং ব্যর্থং স্যাৎ। তমাহ মনুঃ,—

"ভ্রাতৃণামেকজাতানামেকশ্চেৎ পুত্রবান্ ভবেৎ।
সর্ব্বে তে তেন পুত্রেণ পুত্রিণো মনুরব্রবীৎ ॥" একজাতা-

নামেকপিতৃমাতৃজাতানাম্। তথাচ বৃহস্পতিঃ,—

"যদ্যেকজাতা বহবো ভ্রাতরঃ স্যুঃ সহোদরাঃ।

উত্তরার্দ্ধে কচিত্তথৈব পাঠঃ সংগচ্ছতে, পুরুষস্য প্রতিপ্রসবার্থমিতি ভাবঃ। অন্যথা পুত্রেণৈব ত্যত্র পুত্রপদস্য অতিদিষ্টসাধারণপুত্রপরত্বে। তত্র ভ্রাতৃপুত্রে, তথাচ ভ্রাতৃপুত্রোপাদানম-সঙ্গতং স্যাদিতি ভাবঃ। তমাহ ভ্রাতৃপুত্রে পুত্রাতিদেশমাহ। মবেকজাতানামিত্যস্য একপিতৃজাতানামিত্যেবার্থঃ ন ত্বেকমাতাপিতৃজাতানামিত্যাহ তথাচেতি। অত্র সহোদর-পদসত্ত্বাৎ এতদেকবাক্যতয়া একজাতানামিত্যস্য সহোদরপরত্বং বোধ্যম্। ভ্রাতর ইত্যনেন

পারিবে।" এই লঘুহারীতের বচনে 'পুত্রেণৈব" (পুত্রই) এই 'এব'কার দ্বারা অতিদিষ্ট পুত্রের সপিণ্ডীকরণের কর্তৃত্ব নিষেধ করা হইয়াছে। এই জন্যই ঐ হারীতবচনের উত্তরার্দ্ধে যে, ভ্রাতুষ্পুত্রকে নাম করিয়া পুরুষের সপিণ্ডীকরণের কর্তৃত্বরূপে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, তাহাও সঙ্গত হইল। কারণ, যদি অতিদিষ্ট পুত্র সপিণ্ডীকরণের অধিকারী হইত, তাহা হইলে পুরুষদিগের ভ্রাতুষ্পুত্রও অতিদিষ্ট পুত্র হইয়াছিল, কাজেই পুরুষদিগের সপিণ্ডীকরণে অধিকারীদিগের মধ্যে পুত্র ভিন্ন এই সকল ব্যক্তিরও গ্রহণ করিতে হইবে, এইরূপ বিধান করাই উচিত ছিল; ভ্রাতুষ্পুত্রের উল্লেখ করা বৃথা হইয়াছে। ভ্রাতুষ্পুত্রে যে, পুত্রত্ব অতিদিষ্ট হইয়াছে, তদ্বিষয় প্রমাণস্বরূপ মনুর বচন এস্থলে উদ্ধৃত হইল, যথা—"যদি একই পিতার ঔরসজাত ভ্রাতা-দিগের কেবল একজন মাত্র পুত্রবান্ হয়, তবে সেই পুত্রদ্বারা অবশিষ্ট সকলকেই পুত্রবান্ বলিয়া ধরা যাইতে পারিবে একথা মনু বলিয়াছেন।" "একজাত শব্দের অর্থ—এক পিতার ঔরসজাত। এ বিষয় বৃহস্পতিরও একটি বচন দৃষ্ট হয়, যথা—"যদি এক পিতার ঔরসে বহু সহোদর ভ্রাতা জন্মগ্রহণ করে, আর তাহাদের মধ্যে এক জনের মাত্র পুত্র হয়, তাহ'লে ঐ পুত্রদ্বারা অবশিষ্ট সকলকেই পুত্রবান্ বলিয়া ধরা যাইবে।" যদি বল, লঘুহারী-

একস্যাপি সুতে জাতে সর্ব্বে তে পুত্রিণো মতাঃ।"
"এতন্ন্যায়মূলং তদি"তি চেন্ন, আদিপদগ্রাহ্যেষু,—
"ভ্রাতা বা ভ্রাতৃপুত্রো বা সপিণ্ডঃ শিষ্যএব বা।
সহ পিণ্ডক্রিয়াং কৃত্বা কুর্য্যাদভ্যুদয়ং ততঃ॥" ইতি লঘু-
হারীতোক্তেষু তন্ন্যায়ানুপপত্তেঃ। "ভ্রাতা বা" ইতি 'বা'শব্দাৎ

চ একপিতৃজাতত্বলাভঃ, যতঃ স্বজনকজন্যত্ববিশিষ্টপুংস্বং ভ্রাতৃত্বমিতি মৈথিলমতমাশঙ্ক্যতে। এতন্ন্যায়েতি ন্যায়োঽত্র পুত্রত্বাতিদেশঃ, তৎপুরুষস্যেত্যুত্তরার্দ্ধং, তথাচ পুত্রত্বাতিদেশরূপ-ন্যায়ঃ প্রধানঃ পুরুষস্যেত্যনেন তু এতন্ন্যায়লব্ধস্যৈবার্থস্যানুবাদঃ কৃতঃ ন তু বিধায়কং তৎ; এবঞ্চ সতি সপত্নীপুত্রেতি পুত্রত্বাতিদেশাৎ তৎসত্ত্বে স্ত্রিয়াঃ সপিণ্ডনং কার্য্যমিতি মৈথিলা-নামাশয়ঃ। আদিপদগ্রাহ্যেষু "ভ্রাতৃপুত্রাদয়োঽপি যে" ইত্যেতদাদিপদগ্রাহ্যেষু। তন্ন্যায়ানু-

তের বচনের উত্তরার্দ্ধে ভ্রাতুষ্পুত্ররূপ অতিদিষ্ট পুত্রকে যে, পুরুষের সপিণ্ডী-করণাধিকারী রূপে নির্দ্দিষ্ট করা হইয়াছে, উহা এই মনু এবং বৃহস্পতির বচনে ভ্রাতুষ্পুত্রে যে, পুত্রত্বের অতিদেশ করা হইয়াছে, সেই অতিদেশমূলক, পূর্ব্বার্দ্ধ-কথিত পুত্রের সপিণ্ডীকরণকর্ত্তৃত্ব বিষয়ক বিধিরই অনুবাদমাত্র। বচনের পূর্ব্বার্দ্ধে পুত্রকেই সপিণ্ডীকরণ করিতে বিধান করা হইয়াছিল, উত্তরার্দ্ধে পুরুষের পক্ষে অতিদিষ্ট পুত্রস্থলে সেই বিধির অনুবাদ করা হইয়াছে মাত্র, এই যুক্তি অনুসারে মৈথিলগণ পূর্ব্বার্দ্ধস্থিত 'পুত্র' শব্দ দ্বারা অতিদিষ্ট পুত্রেরও গ্রহণ করিয়া সপত্নী-পুত্র সত্ত্বে স্ত্রীদিগেরও সপিণ্ডীকরণের ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহাতে দোষ কি? এরূপ বলাও ঠিক নহে; দেখ, পূর্ব্বোক্ত লঘুহারীতের বচনের উত্তরার্দ্ধে যদি কেবলমাত্র "ভ্রাতুষ্পুত্র" এই পদটি ব্যবহৃত হইত, তাহা হইলে, তোমার ঐ অতিদিষ্ট পুত্রঘটিত ন্যায় বা যুক্তিটি খাটিত বটে, কিন্তু উত্তরার্দ্ধে "ভ্রাতৃপুত্রাদয়" (ভ্রাতৃপুত্র আদি, এইরূপ পদটি আছে, এবং উক্ত আদি পদদ্বারা ঐ লঘুহারী-তেরই "ভ্রাতাই হউক্, ভ্রাতুষ্পুত্রই হোক্, সপিণ্ডই হোক্, অথবা শিষ্যই হোক্, ইহারা মৃতব্যক্তির সপিণ্ডীকরণ করিয়া পরে আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধ করিবে।") এই বচনে যে সকল ব্যক্তির গ্রহণ করা হইয়াছে, তাহাদের সকলেরই বোধ করান হইয়াছে, কিন্তু তাহাদের সকলেরই কিছু অতিদিষ্টপুত্রত্ব স্বীকৃত হয় নাই; অতএব লঘুহারীতের বচনের উত্তরার্দ্ধটিকে পূর্ব্বার্দ্ধের যাদৃশ যুক্তিমূলক অনুবাদরূপে কল্পনা করা হইতেছিল, তাহা আর খাটিল না; উহা পূর্ব্বার্দ্ধের ন্যায়মূলক অনুবাদ নহে, কিন্তু স্বতন্ত্র বিধিপ্রবর্ত্তক শ্রুতিমূলক একটি স্বতন্ত্র

পূর্ব্বেষাং দৌহিত্রান্তানাং তদপেক্ষয়া প্রধানাধিকারিণাং সমুচ্চয়ঃ ॥ ১৬৫ ॥

অতএব সপিণ্ডত্বেনৈব ভ্রাতৃতৎপুত্রয়োরধিকারে সিদ্ধে, পুনরুপাদানং প্রাধান্যজ্ঞাপনার্থম্। পুত্রত্বাতিদেশফলন্তু "পুন্নাম"-নরকনিস্তারঃ। অতএব তৎসম্বন্ধে ক্ষেত্রজাদ্যকরণঞ্চ। তথাহি,—

"পুন্নাম্নো নরকাৎ যস্মাৎ পিতরং ত্রায়তে সুতঃ।

মুখসন্দর্শনেনাপি তদুৎপত্তৌ যতেত সঃ ॥" ইতি মনুবচনে পুন্নামনরকত্রাণায় পুত্রোৎপাদনং বিহিতং; তচ্চ ফলং যদ্যতি-দিষ্টপুত্রাভ্যাং ভ্রাতৃজসপত্নীজপুত্রাভ্যাং নিষ্পন্নং, "তদা সিদ্ধে"

পত্তেঃ পুত্রত্বাতিদেশরূপন্যায়ানুপপত্তেঃ। তথাচ সপিণ্ডাদীনাং পুত্রত্বাতিদেশাভাবাৎ গ্রাহ্যতা ন স্যাদিতি ভাবঃ। এবং পুত্রেণৈব তু কর্ত্তব্যমিতি বচনে পুত্রপদস্যাতিদিষ্ট-পুত্রসাধারণপুত্রপরত্বে অতে ভ্রাতৃপুত্রাদয় ইত্যপি তত্রাসঙ্গতং স্যাৎ, ভ্রাতৃপুত্রে পুত্রত্বা-ভাবাৎ ইত্যপি বোধ্যম্। তৎপূর্ব্বেষাং ভ্রাতুঃ পূর্ব্বমধিকারিণাং, তদপেক্ষয়া ভ্রাত্রপেক্ষয়া ॥ ১৬৫ ॥

অতএব প্রধানাধিকারিণাং সমুচ্চয়াদেব। তথাচ ন কেবলমপ্রধানাধিকারিকথনং কিন্তু প্রধানাধিকারিকথনমপীতি ভাবঃ। নমু তর্হি কিমর্থং সপত্নীপুত্রাদৌ পুত্রত্বাতিদেশঃ কৃতস্তত্রাহ পুত্রত্বাতিদেশেতি। অতিদিষ্টপুত্রসম্বন্ধে ক্ষেত্রজাদ্যকরণং স্রচয়তি তথাহীতি।

বিধি। লঘুহারীতের শেষোক্তবচনে "ভ্রাতা বা" এই যে, "বা" শব্দটি আছে, উহা দ্বারা "ভ্রাতার পিণ্ডাধিকার হইবার পূর্ব্বে দৌহিত্র পর্য্যন্ত যে, প্রধান অধিকারী রূপে শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে,' তাহাই জানান হইয়াছে মাত্র। ১৬৫।

এইহেতুই, অর্থাৎ বচনস্থিত 'বা' শব্দ দ্বারা অন্যান্য প্রধানাধিকারীদিগের সমুচ্চয় করা হইয়াছে বলিয়াই যদিও বচনস্থিত 'সপিণ্ড' পদদ্বারাই ভ্রাতা এবং তাহার পুত্রের পিণ্ডদানাধিকার সিদ্ধ হইয়াছিল, তথাপি সাধারণ সপিণ্ড অপেক্ষা তাহারা যে, প্রধান অধিকারী, ইহা জানাইবার জন্যই তাহাদের পৃথগ্‌ভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে। অর্থাৎ লঘুহারীতের উক্ত বচনে কেবল কতক-গুলি অপ্রধান অধিকারীরই নির্দ্দেশ করা হয় নাই, প্রধান অধিকারীদিগের কথাও বলা হইয়াছে। যদি বল, সপত্নীপুত্র যদি সপিণ্ডীকরণ করিতে অসমর্থ

ইচ্ছাবিরহাৎ তদুপায়ান্তরপুত্রপ্রতিনিধীভূতক্ষেত্রজাদেরপি দানম্। পুত্রোৎপাদনস্তু তদাপি কার্য্যং, পুত্রসত্ত্বেহপি পুত্রান্তরেচ্ছাবিধানেন তৎকর্ত্তব্যতা প্রতীয়তে; যথা মৎস্যপুরাণম্,—

"এষ্টব্যা বহবঃ পুত্রা যদ্যেকোহপি গয়াং ব্রজেৎ।
যজেত বাশ্বমেধেন নীলং বা বৃষমুৎসৃজেৎ॥"

এবমেবাসহায়োদয়করকল্পতরুপারিজাতশূলপাণিরত্নাকরবাচস্পতিমিশ্রাদয়ঃ। স্ত্রীণামপি পুন্নামনরকনিস্তারণহেতুঃ রত্নাকরে শঙ্খলিখিতৌ,—

তচ্চ ফলং পুন্নামনরকত্রাণরূপক ফলম্। তদুপায়ান্তরেতি তৎফলস্য উপায়ান্তরেত্যর্থঃ। তথাহি ফলস্য সিদ্ধত্বাৎ ন ফলেচ্ছা; ফলেচ্ছাং বিনা চ নোপায়েচ্ছা, উপায়েচ্ছাং বিনা চ ন উপায়ার্থং প্রবৃত্তিরিতি ভাবঃ। ননু তর্হি কথমতিদিষ্টপুত্রসত্ত্বে পুত্রার্থং প্রবর্ত্ততে তত্রাহ পুত্রোৎপাদনমিতি। তথাপি অতিদিষ্টপুত্রসত্ত্বেহপি,তৎকর্ত্তব্যতা পুত্রোৎপাদনস্য কর্ত্তব্যতা। এষ্টব্যা বহবঃ পুত্রা ইতি ক্ষেত্রজাদিকস্তু ন পুত্রঃ কিন্তু পুত্রপ্রতিনিধিঃ। "পুত্রপ্রতিনিধীনাহুঃ ক্রিয়ালোপান্মনীষিণ" ইতি বচনাৎ। অসহায়োদয়কর: নিরপেক্ষোদয়করঃ,

---

হইল, তবে তাহাতে পুত্রত্বাতিদেশ করিবার ফল তবে কি হইল? ইহার উত্তর এই যে, "পুন্নাম" নরক হইতে উদ্ধারই পুত্রত্ব অতিদেশ বা আরোপ করিবার ফল। সপত্নীপুত্র পুন্নাম নরক হইতে উদ্ধার করে বলিয়াই সপত্নীপুত্র বর্ত্তমান থাকিতে, ক্ষেত্রজাদি পুত্রের উৎপাদনাদি নিষিদ্ধ হইয়াছে। দেখ "যেহেতু পুত্র আপনার পিতাকে মুখমাত্র দর্শন করাইয়াই পুন্নামক নরক হইতে ত্রাণ ক'রে, অতএব পুত্রের উৎপাদন বিষয়ে পিতা যত্ন করিবে।" এই মনুর বচনে "পুন্নাম" নরক হইতে পরিত্রাণের জন্যই পুত্রোৎপাদন বিহিত হইয়াছে; সেই নরক হইতে পরিত্রাণরূপ ফল অতিদিষ্ট পুত্র অর্থাৎ পুরুষের ভ্রাতুষ্পুত্র এবং স্ত্রীর সপত্নীপুত্রদ্বারাও সিদ্ধ হয় বলিয়াই, "সিদ্ধ বস্তুর পুনঃ সাধন বিষয়ে আর প্রবৃত্তি হয় না" এই ন্যায় অনুসারে, "পুন্নাম" নরক হইতে পরিত্রাণের অপরবিধ উপায়ভূত পুত্রপ্রতিনিধি ক্ষেত্রজাদি পুত্রের উৎপাদনে আর লোকের প্রবৃত্তি হয় না। ভ্রাতুষ্পুত্রাদি অতিদিষ্ট পুত্র দ্বারা 'পুন্নাম' নরক হইতে পরিত্রাণরূপ ফল সিদ্ধ হয় বলিয়া, ক্ষেত্রজাদি পুত্রোৎপাদন যদি কর্ত্তব্য না হইল, তবে ঐ সকল অতিদিষ্ট পুত্র বর্ত্তমান থাকিতে, লোকে ঔরস পুত্রের উৎপাদনও না

"আত্মা পুত্র ইতি প্রোক্তঃ পিতুর্মাতুরনুগ্রহাৎ।
পুন্নাম্নস্ত্রায়তে পুত্রস্তেনাসৌ পুত্রসংজ্ঞকঃ।"
লঘুহারীতবচনে "পুত্রেণে"তি তৎসত্ত্বমাত্রং বিবক্ষিতম্।

স্বতঃপ্রকাশ ইত্যর্থঃ। আত্মা পুত্র ইতি তথাচোক্তং 'স্বায়ত্তকশুক্রায়ত্তাদাত্মে'তি। অনুগ্রহাৎ জন্যত্বাৎ। লঘুহারীতবচনে "পুত্রেণৈব তু কর্ত্তব্যং সপিণ্ডীকরণং স্ত্রিয়া" ইতিবচনে। তৎসত্ত্বমাত্রমিতি পাতিত্যাদ্যভাববিশিষ্টপুত্রসত্ত্বমাত্রং বিবক্ষিতমিত্যর্থঃ। পুত্রেণৈব তু কর্ত্তব্যমিত্যত্র যাদৃশপুত্রস্য কর্ত্তব্যত্বমুক্তং তাদৃশপুত্রসত্ত্বস্য বিবক্ষিতত্বাৎ।

করুক ? এই আপত্তির উত্তরে বলিতেছেন, অতিদিষ্ট পুত্রদ্বারা 'পুন্নাম' নরকপরিত্রাণরূপ ফলের সিদ্ধি হইলেও অতিদিষ্ট পুত্র বর্ত্তমানে ঔরস পুত্রোৎপাদন অবশ্য কর্ত্তব্য ; কারণ, কতকগুলি ঔরস পুত্র বর্ত্তমান থাকিতেও যখন ততোধিক ঔরস পুত্র উৎপাদনের ইচ্ছা বিহিত হইয়াছে, তখন অতিদিষ্ট পুত্র সত্ত্বেও ঔরস পুত্রোৎপাদন যে শাস্ত্রের অভিপ্রেত, ইহাই প্রতীত হইতেছে। ঔরস সত্ত্বেও তদপেক্ষা অধিক ঔরস পুত্রের উৎপত্তি অভিলষণীয়, ইহা মৎস্যপুরাণে বলা হইয়াছে, যথা—"বহুপুত্রের উৎপত্তিই ইচ্ছা করিবে, কারণ উঁহাদের মধ্যে যদি কেহ গয়াতে গমন করিতে, অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে, অথবা নীল বৃষ উৎসর্গ করিতে সমর্থ হয়।" অতিদিষ্ট পুত্র সত্ত্বেও ঔরস পুত্রোৎপাদন যে অবশ্য কর্ত্তব্য, এইরূপ ব্যবস্থা অন্যহায়োদয়কর অর্থাৎ স্বতঃপ্রকাশ কল্পতরু পারিজাত এবং রত্নাকর নামক নিবন্ধে এবং শূলপাণি ও বাচস্পতিমিশ্র প্রভৃতি নিবন্ধকারগণ কর্ত্তৃক উল্লিখিত হইয়াছে। পুত্র যে কেবল পুরুষদিগকেই পুন্নাম নরক হইতে উদ্ধার করে, তাহা নহে, স্ত্রীদিগকেও পুন্নাম নরক হইতে উদ্ধার করিয়া থাকে। এবিষয়ে রত্নাকর নামক নিবন্ধে উদ্ধৃত শঙ্খ ও লিখিতের বচনই প্রমাণ ; যথা—"পিতা ও মাতার দ্বারা উৎপাদিত তাহাদের আত্মাই পুত্র নামে অভিহিত হইয়া থাকে। এবং উঁহাদিগকে পুন্নাম নরক হইতে পরিত্রাণ করে বলিয়াই, উঁহার পুত্র এই সংজ্ঞা হইয়াছে। তবে পূর্ব্বোক্ত লঘুহারীতের বচনে যে, "পুত্রই স্ত্রীর সপিণ্ডন করিবে" এইরূপ বিধান করা হইয়াছে, এই বিধান দ্বারা এইমাত্র জানান হইয়াছে যে, পাতিত্যাদি দোষের অভাববিশিষ্ট পুত্র বর্ত্তমান থাকিলেই স্ত্রীর সপিণ্ডীকরণ হইবে, অর্থাৎ অপরেও করিতে পারিবে। ঐ বিধান দ্বারা এমন কিছু নিয়ম করা হয় নাই যে, পুত্র ভিন্ন অপর কেহ

"সপিণ্ডীকরণং তাসাং পুত্রাভাবে ন বিদ্যতে॥" ইতি মার্কণ্ডেয়পুরাণীয়ৈকবাক্যত্বাৎ।

'যানি পঞ্চদশাদ্যানি অপুত্রস্যেতরাণি চ।

একস্যৈব হি দাতব্যমপুত্রায়াশ্চ যোষিতঃ॥" ইতি ছন্দোগপরিশিষ্টেনাপুত্রায়া আদ্যপঞ্চদশশ্রাদ্ধৈঃ প্রেতত্বপরিহারস্যোক্তত্বাচ্চ॥ ১৬৬॥

এতৎ পত্যুরভাবে দ্রষ্টব্যম্।

"অপুত্রায়াং মৃতায়াস্তু পতিঃ কুর্য্যাৎ সপিণ্ডতাং।

এবং পতিসত্ত্ব ইত্যত্রাপি বোধ্যমিতি সুধীভির্ভাব্যম্। অপুত্রস্যেত্যত্র পুত্রপদং শিষ্যপর্য্যন্তপরং, পুরুষস্যাপি শিষ্যপর্য্যন্তাভাব এব সপিণ্ডাভাবাৎ। তথাহি "পুত্রেণৈব তু কর্ত্তব্যং সপিণ্ডীকরণং স্ত্রিয়াঃ। পুরুষস্য পুনস্তস্যে ভ্রাতৃপুত্রাদয়োঽপি যে॥" ইতি লঘুহারীতবচনস্থাদিপদগ্রাহ্যানাহ স এব,—"ভ্রাতা বা ভ্রাতৃপুত্রো বা সপিণ্ডঃ শিষ্য এব বা। সহ পিণ্ডক্রিয়াং কৃত্বা কুর্য্যাদভ্যুদয়ং ততঃ" ইত্যত্র শিষ্যপর্য্যন্তস্য সপিণ্ডনাধিকারোক্তেঃ। যানি পঞ্চদশাদ্যানি অপুত্রস্যেতরাণি চেত্যত্রাপুত্রস্য পঞ্চদশশ্রাদ্ধোক্তেশ্চ শিষ্যপর্য্যন্তাভাবে সপিণ্ডনং নাস্তীতি প্রতীয়তে। ইতরাণি সাংবৎসরিকশ্রাদ্ধানি। একস্যৈবেতি একমুদ্দিশ্যৈব একোদ্দিষ্টবিধানেনৈব দাতব্যং ন তু পার্ব্বণবিধিনা ইত্যর্থঃ॥ ১৬৬॥

পুত্রবতী স্ত্রীর সপিণ্ডকরণ করিতে পারিবে না, লঘুহারীতবচনের ঐরূপ ব্যাখ্যা করিলেই "পুত্রের অভাবে স্ত্রীদিগের সপিণ্ডীকরণ আর করিতে হইবে না" এই মার্কণ্ডেয়পুরাণীয় বচনের সহিত একবাক্যতা হয়, কেমনা মার্কণ্ডেয় পুরাণের বচনে পুত্রের অভাবে স্ত্রীদিগের সপিণ্ডীকরণ হইবে না, এই কথা বলায় পুত্র থাকিলেই যে, সপিণ্ডীকরণ হইবে, ইহাই বুঝাইতেছে। আরও দেখ, "অপুত্র অর্থাৎ শিষ্য পর্য্যন্ত রহিত পুরুষের আদ্য শ্রাদ্ধ হইতে আরম্ভ করিয়া, যে পোনেরটি শ্রাদ্ধ বিহিত হইয়াছে, অপুত্রা স্ত্রীর পক্ষেও সেই পোনেরটি শ্রাদ্ধমাত্র বিবক্ষিত হইয়াছে" ছন্দোগপরিশিষ্টের এই বচন দ্বারা অপুত্রা স্ত্রীর আদ্যশ্রাদ্ধাদি পঞ্চদশ শ্রাদ্ধ দ্বারাই প্রেতত্ব হইতে মুক্ত হইবার কথাও উক্ত হইয়াছে। ১৬৬।

এই যে, অপুত্রা স্ত্রীর পোনেরটি শ্রাদ্ধ দ্বারাই প্রেতত্ব মুক্তির কথা বলা

শ্বশ্র্বাদিভিঃ সহৈবাস্যাঃ সপিণ্ডীকরণং ভবেৎ॥"

ইতি পৈঠীনসিবচনাৎ। ততঃ শিশৌ পুত্রে অন্যেনাপি সপিণ্ড্যতে, এবং পতিসত্ত্বেঽপি। অতএব অবীরায়াঃ সপিণ্ডনং নাস্তীতি মৈথিলৈরুক্তম্। তদভাবে পতিঃ, "ভার্য্যাপিণ্ডং পতির্দ্দদ্যাদি"তি শঙ্খবচনাৎ।

"ন জায়ায়াঃ পতির্দ্দদ্যাদপুত্রায়া অপি কচিদি"তি" ছন্দোগপরিশিষ্টং সপত্নীপুত্রপর্য্যন্তাভাববিষয়ম্। পত্যুরভাবে স্নুষা; "শ্বশ্র্বাদেশ্চ স্নুষা চৈব" ইতি শঙ্খবচনাৎ। তদভাবে সান্নিধ্য-

এতদপুত্রায়া যোষিতঃ সপিণ্ডনাকল্পম্। শ্বশ্র্বাদিভিরিত্যত্রাদিনা শ্বশ্রূজীবনে তৎশ্বশ্র্বাদিপরিগ্রহঃ। পতিসত্ত্বেঽপীতি পত্যুর্দ্দেশান্তরস্থিত্যাদৌ অন্যেনাপি সপিণ্ড্যতে ইত্যর্থঃ। অবীরায়া ইতি "অবীরা নিষ্পতিসুতা" ইত্যমরঃ। তদভাবে

হইল, উহা দ্বারা পতির অভাবেই, অর্থাৎ পুত্রহীনা স্ত্রীর যদি পতিও না থাকে, সেইরূপ স্থলেই যে মাত্র পোনেরটি শ্রাদ্ধ দ্বারাই প্রেতত্ব মুক্তি হইবে, ইহাই বুঝিতে হইবে। কারণ পৈঠীনসির একটি বচন আছে, "অপুত্রা স্ত্রী মৃত হইলে, পতিই তাহার সপিণ্ডীকরণ করিবে, এবং শ্বশ্রূ প্রভৃতির সহিতই উহার সপিণ্ডীকরণ হইবে।" এই হেতুই অর্থাৎ পুত্র বিদ্যমান্ থাকিলেই স্ত্রীর সপিণ্ডীকরণ হইবে, এইরূপ শাস্ত্রের অভিপ্রেত হওয়াতেই শিশু পুত্র রাখিয়া মৃত স্ত্রীর অপরেও সপিণ্ডীকরণ করিয়া থাকে। এইরূপ পতি বিদ্যমান থাকিলেই স্ত্রীর সপিণ্ডীকরণ অপরে করিতে পারিবে। এইজন্যই "অবীরা অর্থাৎ পতিপুত্রবিহীনা স্ত্রীর সপিণ্ডীকরণ নাই" এই কথা মৈথিলগণ বলিয়াছেন। সপত্নীপুত্র পর্য্যন্তের অভাবেই পতি স্ত্রীর পিণ্ডদানে অধিকারী, কারণ "ভার্য্যার পিণ্ড পতি দান করিবে" শঙ্খের এই বচনে পতিকে পিণ্ডদানের অধিকারী বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। তবে যে, পত্নী অপুত্রা হইলেও পতি কখন তাহার পিণ্ড দিবে না" এইরূপ ছন্দোগ পরিশিষ্টের একটি বচন আছে, উহার এরূপ তাৎপর্য্য বুঝিতে হইবে যে, সপত্নীপুত্র পর্য্যন্ত পিণ্ডদানকারী বর্ত্তমান থাকিতে আর পতি ভার্য্যার পিণ্ড দিবে না, তাহাদের অভাবে পতিই পিণ্ডদানে অধিকারী। পতির অভাবে পুত্রবধূ পিণ্ডদানে অধিকারী; কারণ "শ্বশ্রূ প্রভৃতির স্নুষা (পুত্রবধূ) পিণ্ডদান করিবে।" এই

ক্রমেণ সপিণ্ডাঃ ; শঙ্খবচনে "তদভাবে সপিণ্ডকঃ" ইতি মৈথিল-পাঠাৎ, "তদভাবে সপিণ্ড" ইতি পূর্ব্বোক্ত-গোতমবচনে সামান্যতঃ শ্রুতেশ্চ। ৬৭ ॥

তদভাবে সমানোদকাঃ ; "সপিণ্ডসন্ততির্ব্বা" ইতি অবিশেষ-শ্রুতেঃ। তদভাবে সগোত্রাঃ ; 'সমানোদকসন্ততিরি'তি বক্ষ্য-মাণাৎ। শ্রাদ্ধবিবেকেহপ্যেবম্। এষামভাবে পিতা ;

"দত্তানাঞ্চাপ্যদত্তানাং কন্যানাং কুরুতে পিতা." ইত্যা-

সপত্নীপুত্রপর্য্যন্তাভাবে। মৈথিলপাঠাদিতি "শ্বশ্র্বাদেশ্চ স্নুষা চৈব তদভাবে দ্বিজো-ত্তম" ইত্যত্র তদভাবে সপিণ্ডক ইতি মৈথিলপাঠাদিত্যর্থঃ। তদভাবে স্নুষায়া অভাবে। সপিণ্ডা ইতি "সপিণ্ডা মাতৃসপিণ্ডা বা পিষ্যাশ্চ দদ্যুরি"তি পূর্ব্বোক্তেরিত্যর্থঃ। সামান্যতঃ স্ত্রীপুংসাধারণ্যেন ॥ ১৬৭ ॥

সপিণ্ডসন্ততিরিতি "সপিণ্ডসন্ততির্ব্বাপি ক্রিয়ার্হা নৃপ জায়তে" ইত্যত্র স্ত্রীপুংসাধারণ্যেন শ্রুতেরিত্যর্থঃ। ন তু পুরুষস্য পুনস্ত্বস্তে ইত্যাদাবেব বিশেষশ্রুতিঃ। সপিণ্ডসন্ততিঃ

শঙ্খের বচনে স্নুষাকে শ্বশ্রূ প্রভৃতির পিণ্ডদানে অধিকারী বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। স্নুষার অভাবে কোন একজন সপিণ্ড পিণ্ডদানে অধিকারী হইবে ; কারণ, শঙ্খের "শ্বশ্র্বাদেশ্চ স্নুষা চৈব তদভাবে দ্বিজোত্তমঃ" এই বচনস্থিত "দ্বিজোত্তম" এই কথাটির পরিবর্ত্তে মৈথিলগণ "সপিণ্ডক" এইরূপ পাঠ করিয়াছেন এবং পূর্ব্বোক্ত গোতমের "পুত্রের অভাবে সপিণ্ড" ইত্যাদি বচনে, স্ত্রী, পুরুষ উভয়ের পক্ষেই সপিণ্ডকে পিণ্ডাধিকারী বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। ১৬৭ ॥

সপিণ্ডের অভাব ঘটিলে, সমানোদক, স্ত্রীর পিণ্ডদানে অধিকারী হইবে ; কেন না, "সপিণ্ডসন্ততির্ব্বাপি" ইত্যাদি পূর্ব্বোক্ত বিষ্ণুপুরাণীয় বচনে স্ত্রী, পুরুষ, উভয়েরই পিণ্ডদানে সপিণ্ডসন্ততির অর্থাৎ সমানোদকের অধিকার অবিশেষ ভাবেই কথিত হইয়াছে। সমানোদকের অভাবে সগোত্রগণ পিণ্ডদানে অধি-কারী। "সমানোদকের সন্ততি অর্থাৎ সগোত্রগণ পিণ্ডদানে অধিকারী হয়," এত-দ্বিষয়ক বচনটি পরে বলা হইবে। শ্রাদ্ধবিবেকেও এইরূপ মীমাংসা করা হই-য়াছে। এই সকলের অভাবে মৃত কন্যার পিণ্ডদানে পিতার অধিকার হয় ; কারণ, "পিতা দত্তা কন্যা এবং অদত্তা কন্যা, উভয়েরই পিণ্ডদান করিবে" পূর্ব্বোক্ত এই

ক্তত্বাৎ। তদভাবে ভ্রাতা "পুত্রো ভ্রাতা পিতা বা" ইত্যবিশেষশ্রুতেঃ। তদভাবে যথাক্রমং দায়তত্ত্বোক্তোপকার-তারতম্যেন।

"মাতুলো ভাগিনেয়স্য স্বস্রীয়ো মাতুলস্য চ।
শ্বশুরস্য গুরোশ্চৈব সখ্যুর্মাতামহস্য চ॥
এতেষাঞ্চৈব ভার্য্যাভ্যঃ স্বসুর্মাতুঃ পিতুস্তথা।
পিণ্ডদানন্তু কর্ত্তব্যমিতি বেদবিদাং স্থিতিঃ॥" ইতি

শাতাতপীয়াৎ। ভগিনীপুত্র-ভর্ত্তৃভাগিনেয়-ভ্রাতৃপুত্র-জামাতৃ-ভর্ত্তৃমাতুল-ভর্ত্তৃশিষ্যাঃ পত্যপেক্ষয়া পৌত্রাদিবৎ পিণ্ডদানতার-তম্যেন ক্রমেণাধিকারিণঃ। তথা হি, তৎপিণ্ড-তৎপুত্রদেয়তৎ-

---

সমালোচকঃ। উপকারতারতম্যেন এতদনুপদমেব ব্যক্তীকরিষ্যতি। তদভাবে ভ্রাতুরভাবে। যথাক্রমং পূর্ব্বাভাবে পরোঽধিকারীতি ক্রমেণ। স্বসুরিতি মাতুঃস্বসুঃ পিতুঃস্বসুরিত্যর্থঃ। পত্যপেক্ষয়েতি যথা স্বভোগ্যং যৎ পতিপিণ্ডং তদ্দাতৃত্বং পৌত্রস্যেতি পত্যুঃ পূর্ব্বং পৌত্রোঽধিকারী তদ্বদিত্যর্থঃ। পুত্রাপেক্ষয়েত্যপি পাঠঃ। স্বভোগ্যং যৎ পতিভোগ্যং পিণ্ডং তত্রয়দাতৃত্বং পুত্রস্য, পৌত্রস্য তু তদ্দ্বয়দাতৃত্বমতো যথা পৌত্রাৎ পূর্ব্বং পুত্রোঽধিকারী

বচন দ্বারা পিতার পিণ্ডদানে অধিকার নিরূপিত হইয়াছে। পিতার অভাবে ভ্রাতা ভগিনীর পিণ্ডদানে অধিকারী ; কারণ, পূর্ব্বোক্ত "পুত্রো ভ্রাতা পিতা বাপি" এই প্রচেতার বচনে পুত্র প্রভৃতি কেবল পুরুষের অথবা কেবল স্ত্রীরই পিণ্ডদানে অধিকারী, এরূপভাবে বিশেষ করিয়া কিছু বলা হয় নাই। ভ্রাতার অভাবে দায়তত্ত্বোক্ত পিণ্ডদান দ্বারা পুরুষ বিশেষের উপকার করিবার শক্তির তারতম্য অনুসারে এবং "মাতুল ভাগিনেয়ের, ভাগিনেয় মাতুলের পিণ্ডদান করিবে, শ্বশুরের, গুরুর, মিত্রের, মাতামহের এবং মাতুল ও শ্বশুর প্রভৃতির ভার্য্যার, মাসীর এবং পিসীর পিণ্ডদান করিবে, বেদবিদ্‌গণের ইহাই অভিমত।" শাতাতপের এই বচন প্রমাণে যথাক্রমে ভগিনীর পুত্র, ভর্ত্তার ভাগিনেয়, ভ্রাতার পুত্র, জামাতা, ভর্ত্তার মাতুল এবং ভর্ত্তার শিষ্য পিণ্ডদানের উপকার তারতম্য অনুসারে পতি অপেক্ষা পৌত্রের যেমন অগ্রে পিণ্ডদানে অধিকার হয় ; সেইরূপ পিণ্ডদান জন্য উপকারের তারতম্য অনুসারেই ভগিনী-পুত্র প্রভৃতিরও যথাক্রমে অগ্রে অগ্রে পিণ্ডদানে অধিকার হয়। এই কথাটি

পিত্রাদি-পিণ্ডত্রয়দাতৃত্বাৎ ভগিনীপুত্রঃ। তদভাবে ভর্ত্তৃ-ভাগিনেয়ঃ; পুত্রাদ্ভর্ত্তুর্দুর্বলত্বেন তৎস্থানপাতিনোরপি তথৈব বলাবলত্ব ন্যায্যত্বেন, তদ্ভর্ত্তৃদেয়পুরুষত্রয়পিণ্ড-তৎপিণ্ড-তদ্ভর্ত্তৃ-

---

তথেত্যর্থঃ। তৎপুত্রদেয়েতি মাতামহাদীন্ প্রতীত্যর্থঃ। নন্ন ভগিনীপুত্রাৎ পূর্ব্বং কথং ভর্ত্তৃভাগিনেয়ো নাধিকারী তত্রাহ পুত্রাদিতি। তৎস্থানিতি পুত্রমাতামহপক্ষভগিনীপুত্র-মাতামহপক্ষয়োরৈক্যাৎ পুত্রস্থানপাতী ভগিনীপুত্রঃ, ভর্ত্তৃভাগিনেয়মাতামহপক্ষভর্ত্তৃপিতৃ-পক্ষয়োরৈক্যাৎ ভর্ত্তৃস্থানপাতীতি ভর্ত্তৃভাগিনেয়ো বোধ্যঃ। নন্ন ভগিনীপুত্রাভাবে

একটু বিশদভাবে বুঝান যাইতেছে। পতি অপেক্ষা অগ্রে পৌত্রের পিণ্ডদানে অধিকার হইবার কারণ এই যে, পতি পার্ব্বণশ্রাদ্ধে পত্নীর পিণ্ডদান করে না, আপনার পিণ্ডদান ত করেই না, কিন্তু পৌত্র পার্ব্বণশ্রাদ্ধে ঐ স্ত্রীর পতির পিণ্ডদান করে, ঐ স্ত্রীও পতির সহিত ঐ পিণ্ডের অংশভাগিনী হয়, সুতরাং পতি অপেক্ষা পৌত্রের পিণ্ডদান বিষয়ে উপকারাধিক্যই দৃষ্ট হয়। কাজেই পতি অপেক্ষা পৌত্রেরই অগ্রে পিণ্ডদানে অধিকারী হওয়া উচিত। এইরূপ ঐ স্ত্রীর পতিকে লইয়া ঊর্দ্ধতন তিন পুরুষের পিণ্ড পুত্র দান করে, এবং পৌত্র পতিকে লইয়া দুই পুরুষের মাত্র পিণ্ডদান করে বলিয়া পৌত্র অপেক্ষা পুত্র যেমন অগ্রে পিণ্ডদানের অধিকারী হয়, এস্থলেও সেইরূপ বুঝিতে হইবে। এক্ষণে দেখ, ভগিনীর পুত্র ঐ স্ত্রীর, এবং ঐ স্ত্রীর পুত্র বর্ত্তমান থাকিলে, সেই পুত্র, মাতামহাদি যে তিন পুরুষকে পিণ্ডদান করিত ভগিনীপুত্রের সেই তিন পুরুষেরও পিণ্ডদানে অধিকার আছে, অর্থাৎ স্বপুত্রের মাতামহ পক্ষ এবং ভগিনীপুত্রের মাতামহ পক্ষ এক হওয়াতে ভগিনীপুত্রের পিণ্ডদানে আধিক্য-হেতু ভর্ত্তার ভাগিনেয় অপেক্ষা তাহারই অগ্রে অধিকার হয়। ভগিনীপুত্রের অভাবে ভর্ত্তার ভাগিনেয় পিণ্ডদানে অধিকারী; কারণ, ভর্ত্তার ভাগি-নেয়, ঐ স্ত্রীর পতি কর্ত্তৃক যে তিন পুরুষের পিণ্ডদান করা হয়, অর্থাৎ পতির পিতা, পিতামহ এবং প্রপিতামহ, এই তিন পুরুষেরই পার্ব্বণ শ্রাদ্ধে অধিকারী, ইহারাই তাহার মাতামহ পক্ষ। স্ত্রীর পুত্র যে তিন পুরুষের পিণ্ডদান করে, ভর্ত্তার ভাগিনেয় তদপেক্ষা ঊর্দ্ধতন পুরুষেরও পিণ্ড-দান করে, সুতরাং ভগিনীপুত্র নিজপুত্র স্থানীয় এবং ভর্ত্তার ভাগিনেয় পতি-স্থানীয় হইল। পুত্র অপেক্ষা পতির পিণ্ডদানাধিকার বিষয়ে যেমন দৌর্ব্বল্য প্রদর্শিত হইয়াছে, সেইরূপ পুত্রস্থানীয় ভগিনীপুত্র অপেক্ষা পতিস্থানীয়

পিণ্ডদাতৃত্বাৎ। তদভাবে ভ্রাতৃপুত্রঃ; তৎপিণ্ড-তৎপুত্রদেয়তৎ-পিত্রাদিপিণ্ডদ্বয়দাতৃত্বাৎ। তদভাবে জামাতা;

"মাতৃষ্বসা মাতুলানী পিতৃব্যস্ত্রী পিতৃষ্বসা।

শ্বশ্রূঃ পূর্ব্বজপত্নী চ মাতৃতুল্যাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ।" ইতি বৃহস্পতিবচনেন মাতৃষ্বস্রাদীনাং মাতৃতুল্যত্বাভিধানাৎ, স্বস্রীয়াদ্যোঃ সহ জামাতুঃ পুত্রতুল্যত্বপ্রতীতেঃ। অতএব এষাং ধনভাগিত্বমাহ বৃহস্পতিঃ,—

"যদাসামৌরসো ন স্যাৎ সুতো দৌহিত্র এব বা।

তৎসুতো বা ধনং তাসাং স্বস্রীয়াদ্যাঃ সমাপ্নুয়ুঃ॥" ধন-

কথং ভর্ত্তৃভাগিনেয়াদন্যো নাধিকারী অতাহ তন্তর্ত্তৃদেয়েতি। অতএব ঔর্দ্ধদেহিক-

ভর্ত্তার ভাগিনেয়েরও দৌর্ব্বল্য হওয়াই উচিত; তবে ভ্রাতৃপুত্রাদি অপেক্ষা অগ্রে অধিকার হইবার কারণ, ভর্ত্তার ভাগিনেয়, ভর্ত্তাকর্ত্তৃক যে তিন পুরুষের পিণ্ডদান করা হয়, সেই তিন পুরুষের, তা ছাড়া ঐ স্ত্রীর নিজের এবং তাহার স্বামীর পিণ্ডদানে অধিকারী ভ্রাতৃপুত্রের ততটা অধিকার নাই। ভর্ত্তার ভাগিনেয়ের অভাবে স্ত্রীর ভ্রাতৃপুত্র (ভাইপো) পিণ্ডদানে অধিকারী হয়; কারণ, ঐ ভ্রাতৃপুত্র, ঐ স্ত্রীর এবং উহার পুত্র, উহার পিতা প্রভৃতি যে তিন পুরুষের পিণ্ডদান করে, তাহাদের মধ্যে পিত্রাদি দুই পুরুষের পিণ্ডদানে অধিকারী। কাজেই জামাতাদি অপেক্ষা ভ্রাতৃপুত্রেরই পিণ্ডদানে উপকারের আধিক্য দৃষ্ট হয়। ভ্রাতৃপুত্রের অভাবে জামাতা শাশুড়ীর পিণ্ডদানে অধিকারী। "মাসী, মামী, খুড়ী, জেঠী, পিসী, শাশুড়ী, বড়ভাজ, ইহারা মাতার তুল্য বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে।" এই বৃহস্পতির বচনে মাসী প্রভৃতির মাতার তুল্যত্ব প্রতিপাদিত হওয়ায়, ভগিনীপুত্র প্রভৃতির সহিত সমানভাবেই জামাতারও পুত্রত্ব প্রতীত হইতেছে। এইহেতুই, অর্থাৎ ভগিনীপুত্র জামাতা প্রভৃতির পিণ্ডদানে অধিকার আছে বলিয়াই, বৃহস্পতি ইহাদের ধনাধিকারের কথাও বলিয়াছেন, যথা—"যদি উপরি উল্লিখিত স্ত্রীদিগের গর্ভজাত পুত্র, দৌহিত্র বা তাহাদের পুত্র বিদ্যমান না থাকে, তাহ'লে ভগিনীপুত্র প্রভৃতিই উহাদিগের ধনাধিকারী

প্রাতিস্বেনাপি পিণ্ডদাতৃত্বমাহ মনুঃ। "পৌত্রদৌহিত্রয়োর্লোকে বিশেষো নোপপদ্যতে" ইতি। তদভাবে ভর্তৃমাতুল-ভর্তৃশিষ্যৌ ক্রমেণাধিকারিণৌ; শাতাতপীয়পাঠক্রমানুরোধাৎ॥ ১৬৮॥

প্রাতিস্বিকানামভাবে পিতৃবংশ-মাতৃবংশ্যৌ।

"পিতৃমাতৃসপিণ্ডৈশ্চ সমানসলিলৈর্নৃপ।" ইতি বিষ্ণুপুরাণেঽপ্যবিশেষশ্রুতেঃ। তয়োরভাবে, অসম্বন্ধিদ্বিজোত্তমঃ; পূর্ব্বোক্তশঙ্খবচনে "দ্বিজোত্তম" ইতি গৌড়ীয়পাঠাৎ,

ক্রিয়ারামধিকারাদেব। ননু ভর্তৃশিষ্যাৎ প্রাক্ কথং ভর্তৃমাতুলস্যাধিকারঃ তত্রাহ শাতাতপীয়েতি। "মাতুলো ভাগিনেয়স্য স্বস্রীয়ো মাতুলস্য চ। শ্বশুরস্য গুরোশ্চৈব সখ্যুর্মাতামহস্য চ। এতেষাঞ্চৈব ভার্য্যাভ্য" ইত্যাদৌ মাতুলস্য পাঠঃ, পশ্চাচ্চ গুরোঃ পাঠাৎ তচ্ছিষ্যলাভ ইতি ভাবঃ॥ ১৬৮॥

প্রাতিস্বিকানামিতি। পূর্ব্বোক্তবচনৈঃ পুত্রদৌহিত্রাদিরূপপ্রত্যেকবৃত্তিধর্ম্মপুরস্কারেণ

হইবে।" ধনাধিকার নিবন্ধনও যে পিণ্ডদানে অধিকারী হয়, সে কথাও মনু বলিয়াছেন, যথা,—পিণ্ড, গোত্রভাগিত্ব এবং ধনভাগিত্বেরই অনুগামী হয়।" জামাতার অভাবে, স্বামীর মাতুল, এবং স্বামীর শিষ্য যথাক্রমে পিণ্ডদানে অধিকারী হয়; কারণ, পুর্ব্বোক্ত শাতাতপের "মাতুল ভাগিনেয়ের এবং ভাগিনেয় মাতুলের" ইত্যাদি বচনে মাতুলের পর গুরুর উল্লেখ থাকায় ভর্ত্তার মাতুলের পর ভর্ত্তার শিষ্যই পিণ্ডদানে যে অধিকারী; ইহাই বুঝাইতেছে। ১৬৮।

পুর্ব্বে একটি একটি করিয়া নাম ক'রে যাহাদের গণনা করা হইল, তাহাদের সকলের অভাবে, যথাক্রমে পিতৃবংশীয় এবং মাতৃবংশীয়গণ পিণ্ডদানে অধিকারী হইবে; কারণ, "হে রাজন্, পিতৃসপিণ্ড, মাতৃসপিণ্ড, পিতৃসমানোদক এবং মাতৃসমানোদকগণ পিণ্ডদান করিবে।" এই বিষ্ণুপুরাণের বচনে "পিতৃসপিণ্ড" প্রভৃতির সমানভাবেই পুরুষের এবং স্ত্রীর পিণ্ডদানে অধিকার কথিত হইয়াছে। পিতৃবংশীয় এবং মাতৃবংশীয়ের অভাবে, কোনপ্রকার সম্বন্ধশূন্য অর্থাৎ নিঃসম্পর্ক ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ পিণ্ডদান করিবে; কারণ, পুর্ব্বোক্ত "পতি ভার্য্যার পিণ্ডদান করিবে" ইত্যাদি শঙ্খের বচনের শেষে গৌড়ীয়গণ "দ্বিজোত্তম" এই কথাটিই পড়িয়া থাকেন, এবং পরে যে, একত্রে সহবাসীর মধ্যে কোন এক ব্যক্তির পিণ্ডদানে অধিকারের কথা বলা হইবে,

"সংঘাতান্তর্গতৈর্ব্বাপি" ইত্যবিশেষশ্রুতেশ্চ। ত্রিধাক্রিয়া-কর্ত্তৄনাহ বিষ্ণুপুরাণম্,—

"পুত্রঃ পৌত্রঃ প্রপৌত্রো বা তদ্বদ্বা ভ্রাতৃসন্ততিঃ।
সপিণ্ডসন্ততির্ব্বাপি ক্রিয়ার্হা নৃপ জায়তে॥
এষামভাবে সর্ব্বেষাং সমানোদকসন্ততিঃ।
মাতৃপক্ষস্য পিণ্ডেন সম্বন্ধা যে জলেন বা॥
কুলদ্বয়েঽপি চোচ্ছন্নে স্ত্রীভিঃ কার্য্যা ক্রিয়া নৃপ।
সাংঘাতান্তর্গতৈর্ব্বাপি কার্য্যা প্রেতস্য সৎক্রিয়া॥
উচ্ছন্নবন্ধুঋক্থাদ্বা কারয়েদবনীপতিঃ।

উক্তানামিত্যর্থঃ। অবিশেষেতি স্ত্রীপুংসাধারণ্যেন শ্রুতেরিত্যর্থঃ। গৌড়ীয়েতি "খখ্যাদেশ্চ স্নসা চৈব তদভাবে দ্বিজোত্তম" ইতি অত্র সপিণ্ডক ইতি মৈথিলানাং পাঠঃ। মৈথিল-সাধারণ্যার্থমাহ সংঘাতেতি। ত্রিধেতি পূর্ব্বামধ্যমোত্তরাভেদেন ত্রিধা ক্রিয়া ইত্যর্থঃ। পিণ্ডেন সম্বন্ধাঃ সপিণ্ডাঃ, জলেন সম্বন্ধাঃ সমানোদকাঃ। স্ত্রীভিরিত্যত্র স্ত্রীপদম্ অস-বর্ণোঢ়াপরম্, অপরিণীতস্ত্রীপরঞ্চ। উচ্ছন্নেতি উচ্ছন্নো বন্ধুর্যস্য তস্য মৃতস্য ধনাদিত্যর্থঃ।

তাহাতেও স্ত্রী বা পুরুষের পিণ্ডদানের কথা বিশেষ করিয়া বলা হয় নাই। তাহাতেও একত্র বাসকারী নিঃসম্পর্ক ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ যে, সর্ব্বপ্রকার সম্পর্কশূন্য ব্রাহ্মণীর পিণ্ডদান করিতে পারিবে, এই কথাই আসিতেছে। মৃতব্যক্তির উদ্দেশে যে সকল ক্রিয়া করা হয়, তাহাদিগকে পূর্ব্ব, মধ্যম এবং উত্তর এই তিন প্রকারে বিভক্ত করিয়া, ঐ তিন প্রকার ক্রিয়ার অধিকারীর কথা বিষ্ণুপুরাণে এইরূপে বলা হইয়াছে—"হে রাজন্, পুত্র, পৌত্র অথবা প্রপৌত্র, ভ্রাতার সন্তানগণ কিম্বা সপিণ্ডের সন্তানগণ মৃতব্যক্তির ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়ার অধিকারী হয়। ইহাদের সকলের অভাবে সমানোদকের সন্ততিগণ, মাতামহ-সপিণ্ডগণ অথবা সমানোদকগণ ক্রিয়ার অধিকারী হয়। যদি পিতৃকুল এবং মাতামহকুল একেবারে উচ্ছিন্ন (নির্ম্মূল) হয়, তাহ'লে, হে রাজন্, স্ত্রীগণ ক্রিয়া করিবে, (টীকাকার বলেন, এই যে, স্ত্রীগণের ক্রিয়া করিবার অধিকার বলা হইয়াছে, এই 'স্ত্রী' শব্দের দ্বারা বিবাহিতা অসবর্ণা স্ত্রী, এবং অপরিণীত স্ত্রী, এই দুই প্রকার স্ত্রীরই বোধ করিতে হইবে। সবর্ণা পত্নী যে অনেক পূর্ব্বে পিণ্ডদানে অধিকারিণী হয়, এ কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। সেইরূপ স্ত্রীর অভাবে

পূর্ব্বাঃ ক্রিয়া মধ্যমাশ্চ তথৈব চোত্তরাঃ ক্রিয়াঃ।
ত্রিপ্রকারাঃ ক্রিয়া হ্যেতাস্তাসাং ভেদান্ শৃণুষ মে ॥
আদাহবার্য্যায়ুধাদি-স্পর্শাদ্যন্তাশ্চ যাঃ ক্রিয়াঃ।
তাঃ পূর্ব্বা মধ্যমা মাসি মাস্যেকোদ্দিষ্টসংজ্ঞকাঃ ॥
প্রেতে পিতৃত্বমাপন্নে সপিণ্ডীকরণাদনু।
ক্রিয়ন্তে যাঃ ক্রিয়াঃ পিত্র্যাঃ প্রোচ্যন্তে তা নৃপোত্তরাঃ ॥
পিতৃমাতৃসপিণ্ডৈশ্চ সমানসলিলৈস্তথা।
সংঘাতান্তর্গতৈর্ব্বাপি রাজ্ঞা বা ধনহারিণা ॥
পূর্ব্বাঃ ক্রিয়াস্তু কর্ত্তব্যাঃ পুত্রাদ্যৈরেব চোত্তরাঃ।
দৌহিত্রৈর্ব্বা নরশ্রেষ্ঠ কার্য্যাস্তত্তনয়ৈস্তথা ॥
মৃতাহনি তু কর্ত্তব্যাঃ স্ত্রীণামপ্যুত্তরাঃ ক্রিয়াঃ।
প্রতিসংবৎসরং রাজন্নেকোদ্দিষ্টবিধানতঃ ॥”

“আদাহে”তি দাহাদারভ্যাশৌচান্তবিহিতবার্য্যায়ুধাদিস্পর্শা-

একত্র সহবাসীর মধ্যে কোন একজন প্রেতের কার্য্য করিবে। কিম্বা সেই বন্ধুবান্ধব শূন্য ব্যক্তির ধন দ্বারা দেশের রাজা মৃতব্যক্তির কোন স্বজাতীয় দ্বারা ঔর্দ্ধদেহিক কার্য্য করাইবেন। মৃতব্যক্তির উদ্দেশে যে সকল ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করা হয়, ঐ ক্রিয়া সকল তিনপ্রকার,—পূর্ব্ব, বা আদ্য ক্রিয়া, মধ্যম ক্রিয়া, এবং উত্তরক্রিয়া। হে রাজন্ একণে ইহাদের ভেদের কথা বলিতেছি, শ্রবণ করুন। দাহ হইতে আরম্ভ করিয়া জল ও অস্ত্রাদি স্পর্শ পর্য্যন্ত যতগুলি ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করা হয়, তাহাদিগকে পূর্ব্বক্রিয়া বলে। মাসে মাসে যে, একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ করা হয়, তাহাদের নাম মধ্যম ক্রিয়া। এবং হে নৃপ! সপিণ্ডীকরণের অনন্তর প্রেত ব্যক্তি পিতৃত্ব প্রাপ্ত হইবার পর তাহার উদ্দেশে যে সকল পৈত্র্য কার্য্য করা হয়, তাহাদের নাম উত্তর ক্রিয়া। পিতৃসপিণ্ড, মাতামহসপিণ্ড, উহাদিগের সমানোদক, একত্র সহবাসীর মধ্যে কোন অথবা সকলের অভাবে ধনগ্রহণকারী রাজা, ইহারা যথাক্রমে পূর্ব্বক্রিয়া মাত্র করিবে, এবং পুত্র প্রভৃতিরাই উত্তর ক্রিয়া করিবে। হে নরশ্রেষ্ঠ! দৌহিত্র এবং তাহার পুত্রেরাও উত্তর ক্রিয়া করিতে পারিবে। হে রাজন্, প্রতিবৎসর মৃততিথিতে একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধের নিয়ম অনুসারে স্ত্রীগণও উত্তর ক্রিয়া করিতে পারিবে।” মূল বচনে যে

দ্যন্তাঃ, যান্তাঃ পূর্ব্বাঃ মধ্যাঃ ;—"মাসি মাসী"ত্যেকাদশাহাদিসপিণ্ডনান্তপ্রেতক্রিয়য়োপলক্ষণম্। সপিণ্ডনোত্তরাঃ পার্ব্বণাদিক্রিয়া "উত্তরাঃ"। অত্র পিতৃসপিণ্ডাদয়ঃ পূর্ব্বাঃ ক্রিয়া অবশ্যং কুর্য্যুঃ। মধ্যমক্রিয়ায়ামনিয়মঃ উত্তরক্রিয়ায়াস্তু পুত্রাদয়ো ভ্রাতৃসন্ততিপর্য্যন্তা নিয়তাঃ শ্রাদ্ধবিবেকোহপ্যেবম্ "দৌহিত্রৈর্ব্বে"তি "বা"শব্দঃ সমুচ্চয়ার্থঃ, তেন দৌহিত্রোঽপ্যুত্তরক্রিয়ায়াং নিয়তোঽধিকারী। "তত্তনয়ৈ"-দৌহিত্রপুত্রৈঃ। "পুত্রিকাপুত্রবিষয়মি"তি কল্পতরুঃ।

মাসানামিতি কর্ত্তরি ষষ্ঠী। উপলক্ষণমিতি তেনাদ্যশ্রাদ্ধাদিসংগ্রহঃ। পিতৃসপিণ্ডাদয় ইতি এতচ্চ পিতৃমাতৃসপিণ্ডৈশ্চ ইতি বচনানুসারাদুক্তম্। অনিয়ম ইতি পুত্রাদ্যা বা পিতৃমাতৃসপিণ্ডাদয়ো বা কুর্য্যুরিতি ভাবঃ। পুত্রাদয় ইতি পুত্রঃ পৌত্রঃ প্রপৌত্রঃ পত্নী দুহিতা ভ্রাতা তৎসুতশ্চ নিয়তা নিত্যাঃ। অত্রেদং বোধ্যম্,—"ভ্রাতুঃ পুত্রপর্য্যন্তা নিয়তা" ইতি যদুক্তং তত্র পূর্ব্বপূর্ব্বাভাবে এব উত্তরোত্তরস্য নিত্যাধিকার ইতি বিশেষো বোধ্যঃ।

"দাহ হইতে জলাদি স্পর্শ পর্য্যন্ত" বলা হইয়াছে, উহা দ্বারা দাহ হইতে আরম্ভ করিয়া অশৌচান্তের পরদিন বিহিত জল ও অন্নাদি স্পর্শ আদি যতগুলি ক্রিয়া বিহিত হইয়াছে, তৎসমুদয়কেই পূর্ব্বা ক্রিয়া বলা হয়। যদিও মাসে মাসে কর্ত্তব্য একোদ্দিষ্টদিগকেই বচনে মধ্যমা ক্রিয়া নামে অভিহিত করা হইয়াছে, তথাপি উহা দ্বারা যে, একাদশাহকর্ত্তব্য আদ্য শ্রাদ্ধ হইতে সপিণ্ডীকরণান্ত সমুদয় ক্রিয়ার (জ্ঞাপন) উপলক্ষণ করা হইয়াছে, ইহাই বুঝিতে হইবে। এবং সপিণ্ডীকরণের পর হইতে যে পার্ব্বণাদি শ্রাদ্ধ করা হয়, তাহার নামই উত্তর ক্রিয়া। এ স্থলে ইহাও বক্তব্য যে, পিতৃসপিণ্ড প্রভৃতি যে সকল পূর্ব্বক্রিয়াধিকারীর কথা বলা হইল, তাহারা পূর্ব্বক্রিয়া অবশ্যই করিবে, কিন্তু মধ্যম ক্রিয়া যে তাহাদের করিতেই হইবে এমন কোন নিয়ম নাই। পুত্রাদি অধিকারীর অভাবেই পিতৃসপিণ্ডাদি ইচ্ছা করিলে মধ্যম ক্রিয়া করিতে পারে, পুত্রাদি অর্থাৎ পুত্র, পৌত্র, প্রপৌত্র পত্নী, দুহিতা, ভ্রাতা এবং তৎপুত্রগণ ইহারাই উত্তর ক্রিয়ার নিত্য অধিকারী, অর্থাৎ ইহাদের পূর্ব্ব পূর্ব্ব ব্যক্তির অভাবে, পরে পরে উল্লিখিত ব্যক্তির যথাক্রমে নিত্য অধিকার বুঝিতে হইবে; শ্রাদ্ধবিবেকেও এই কথা বলা হইয়াছে। মূল বচনে যে, "দৌহিত্রৈর্বা"

কর্তৃপ্রকরণাৎ "স্ত্রীণামি"তি "বা কর্তরি কৃত্যে" ইতি ষষ্ঠী। উত্তরক্রিয়াস্থাৎ প্রতিসংবৎসরমেকোদ্দিষ্টবিধাননিয়মাৎ ন পার্ব্বণবৃদ্ধিশ্রাদ্ধাদৌ স্ত্রীণামধিকারঃ। মার্কণ্ডেয়পুরাণে,—

"সর্ব্বাভাবে স্ত্রিয়ঃ কুর্য্যুঃ স্বভর্তৃণামমন্ত্রকম্।
তদভাবে চ নৃপতিঃ কারয়েৎ স্বকুটুম্ববৎ॥

অতএব দৌহিত্রস্য পুত্রাভাবে নিত্যাধিকারিত্বয়া বিশেষপ্যাবশ্যদেয়ত্বাৎ মাতামহশ্রাদ্ধস্যা-প্যাশৌচান্তেঽপি কর্তব্যতা, কাম্যবিধয়া করণে তু ন তথা, এবমুত্তরক্রিয়ান্তর্গতস্যা শ্রাদ্ধে পুত্রসত্ত্বেঽপি নিত্যাধিকারঃ 'যাবৎ স্মরতি পৌত্রোঽপী'তি বচনাৎ। অত্রেদানীন্তনাঃ,—কাম্যবিধয়াকরণে ন তথেতি বিশেষস্য কেনাপ্যনির্ণীতসন্দিগ্ধ ইতি ব্রুবতে, সামান্যতো দৌহিত্রতনয়স্য নিয়তত্বাভাবাৎ কল্পতরুসংবাদমাহ পুত্রিকেতি। তথাচ দুহিতা এব

এই 'বা' শব্দটী আছে, ইহা দ্বারা উত্তরক্রিয়ায় নিত্যাধিকারিত্বের সমুচ্চয় করা হইয়াছে, অর্থাৎ উত্তর ক্রিয়ায় দৌহিত্রও যে নিত্যাধিকারী ইহাই জানান হইয়াছে। মূল বচনে যে, "তত্তনয়ৈঃ" বলা হইয়াছে, উহার অর্থ—দৌহিত্রের পুত্রগণ; কল্পতরু বলেন, এই বচনে যে, "তত্তনয়" শব্দ আছে, ঐ তৎশব্দের অর্থ "পুত্রিকাপুত্র" এইরূপই বলিতে হইবে; এইরূপ বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, সামান্যতঃ দৌহিত্রপুত্রের উত্তর ক্রিয়াতে (সাংবৎসরিক একোদ্দিষ্ট প্রভৃতি শ্রাদ্ধে) নিত্যাধিকার দৃষ্ট হয় না, কিন্তু পুত্রিকারূপে গৃহীত দুহিতা যখন পুত্রকল্প, তখন তাহার পুত্রকে পৌত্রবৎ অবশ্যই বলিতে হইবে; সুতরাং তৎপুত্র উত্তর ক্রিয়ার নিত্যাধিকারী হইতে পারে। বচনগুলিতে কেবল পিণ্ডদান-কর্ত্তাদিগেরই প্রসঙ্গ করা হইয়াছে, সুতরাং ঐ বচনস্থিত "স্ত্রীণামপ্যুত্তরা ক্রিয়াঃ" এই "স্ত্রীণাং" পদে যে ষষ্ঠীর বহুবচন প্রযুক্ত হইয়াছে, উহাকে 'কৃত্য' প্রত্যয়ের যোগে বিকল্পে কর্তৃকারকে ষষ্ঠীই বলিতে হইবে। এবং ঐ বচনে উত্তর ক্রিয়ার মধ্যে প্রতিবৎসর মৃতাতিথিতে নিয়মপূর্ব্বক কেবলমাত্র একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ করিবার বিধান করায়, পার্ব্বণ এবং বৃদ্ধি শ্রাদ্ধে যে স্ত্রীদিগের অধিকার নাই, ইহাও জানান হইয়াছে। মার্কণ্ডেয় পুরাণে স্ত্রীদিগের কর্তৃত্বের কথা এই রূপে বলা হইয়াছে—"সকলের অভাবে স্ত্রীগণ স্ব স্ব ভর্তার অমন্ত্রক শ্রাদ্ধ করিবে; স্ত্রীর অভাবে, রাজা আত্মপরিবারভুক্তব্যক্তির মত মৃত ব্যক্তির

স্ত্রীণামপ্যেবমেবৈতদেকোদ্দিষ্টমুদাহৃতম্।
মৃতাহনি যথান্যায়ং নৃণাং যথদিহোদিতম্॥”

“স্ত্রিয়োঽত্র অসবর্ণোঢ়া, অপরিণীতা বে”তি শ্রাদ্ধবিবেকঃ। সবর্ণোঢ়ায়াঃ প্রপৌত্রপর্য্যন্তাভাবে এব বিধানাৎ, ‘স্ত্রীণা’মিতি তু সম্প্রদানপরম্, “এবমেব অমন্ত্রকং” ইতি শ্রাদ্ধবিবেকঃ। অত্র স্ত্রিয় ইত্যস্যাসবর্ণোঢ়াপরিণীতাপরত্বব্যাখ্যানাৎ স্ত্রীণাং মন্ত্র-নিষেধোঽপি তৎসম্প্রদানকশ্রাদ্ধ এবাবগম্যতে, ন তু স্ত্রীসম্প্র-

---

পুত্রকন্যা তৎপুত্রশ্চ পৌত্ররূপ ইতি ভাবঃ। এষা ব্যবস্থা স্মার্ত্তসম্মতা। নৃণাং পুংসাং, তথা চামরঃ—“স্যুঃ পুমাংসঃ পঞ্চজনাঃ পুরুষাঃ পুরুষা নরাঃ।” ননু প্রপৌত্রপর্য্যন্তাভাব এব ভার্য্যায়া অধিকারাৎ কথং সর্ব্বাভাবে ইত্যুক্তং তত্রাহ স্ত্রিয়োঽত্রেতি। সংপ্রদানপরমিতি

শ্রাদ্ধ করাইবেন। এবং পুরুষদিগের মৃততিথিতে যেরূপ যথাবিধানে একোদ্দিষ্ট কর্ত্তব্য বলিয়া শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, স্ত্রীদিগেরও সেইরূপ কর্ত্তব্য।” শ্রাদ্ধ-বিবেককার বলেন, মার্কণ্ডেয়ের এই দুইটি বচনের মধ্যে প্রথম বচনে যে, “স্ত্রিয়ঃ” এই প্রথমার বহুবচনান্ত পদটী আছে, উহাদ্বারা বিবাহিত অসবর্ণা স্ত্রী অথবা অপরিণীতা স্ত্রীকেই বুঝিতে হইবে, কেননা, বিবাহিতা সবর্ণা স্ত্রীর প্রপৌত্র পর্য্যন্তের অভাব ঘটিলেই পতির পিণ্ডদানে অধিকার হয়; কিন্তু বচনে “সর্ব্বা-ভাবে” এই কথাটি থাকায়, বিবাহিত অসবর্ণা স্ত্রী বা অপরিণীতা স্ত্রীকেই বুঝাইতেছে; কারণ উপরি উক্ত সকল প্রকার অধিকারীর অভাব ঘটিবার পরই তাদৃশ স্ত্রীর পিণ্ডদানে অধিকার হইয়া থাকে। দ্বিতীয় বচনে যে, “স্ত্রীণাং” এই ষষ্ঠীর বহুবচনান্ত পদটি, উহার অর্থ শ্রাদ্ধবিবেককার ‘সম্প্রদান’ অর্থাৎ “স্ত্রীদিগের উদ্দেশেও” এবং “এবমেব” “এইরূপ মন্ত্রশূন্য” বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন, অর্থাৎ স্ত্রীগণ যেমন স্বস্বভর্ত্তার মন্ত্রশূন্য শ্রাদ্ধ করিবে, স্ত্রীদিগের উদ্দেশে একোদ্দিষ্টও সেইরূপই অমন্ত্রক করিবে, ইহাই শ্রাদ্ধবিবেককারের অভিপ্রায়। স্মার্ত্ত বলিতেছেন, এবিষয়ে বক্তব্য এই যে, পূর্ব্ববচনস্থিত “স্ত্রিয়" এই কর্ত্তৃপদটির “অসবর্ণোঢ়া বা অপরিণীতা স্ত্রীরূপ অর্থ করায়, পরবচনে স্ত্রীদিগের উদ্দেশ্যে যে অমন্ত্রক শ্রাদ্ধের বিধান করা হইয়াছে, উহাদ্বারা বিবাহিত অসবর্ণা বা অপরিণীতা স্ত্রীর উদ্দেশে যে শ্রাদ্ধ করা হইবে, তাহাতেই মন্ত্র-পাঠের নিষেধ বুঝাইতেছে, সামান্যতঃ স্ত্রীর উদ্দেশে অনুষ্ঠীয়মান শ্রাদ্ধ মাত্রেই

দানকমাত্রে। এতচ্চ বিপ্রেতরবিষয়ং, তস্য হীনবর্ণশ্রাদ্ধনিষেধাৎ। কল্পতরৌ তু "স্ত্রীণামপ্যেবমেবৈতদি"তি যাদৃশেন সম্বন্ধেন পিতৃব্যত্বাদিনা পুরুষাণামেকাদশাহাদিশ্রাদ্ধং তাদৃশেনৈব সম্বন্ধেন স্ত্রীণামেতৎ কর্ত্তব্যমি"তি। এতদ্ব্যাখ্যানে স্ত্রীসম্প্রদানকশ্রাদ্ধে সুতরাং মন্ত্রাঃ পাঠ্যাঃ। যাজ্ঞবল্ক্যেনাপি সমন্ত্রকমেকোদ্দিষ্টং, সপিণ্ডনঞ্চোক্ত্বা,—

"এতৎসপিণ্ডীকরণমেকোদ্দিষ্টং স্ত্রিয়া অপী"ত্যনেন স্ত্রিয়া অপি তথৈবোক্তম্।

"সপিণ্ডীকরণং মাত্রা পিতামহ্যা সহোদিতম্।

স্ত্রীকর্ত্তৃকস্য পূর্ব্বার্দ্ধে উক্তত্বাদিতি শেষঃ। এবমেবেত্যস্যার্থমাহ অমন্ত্রকমিতি। কল্পতরুমতে এবমিত্যস্যার্থঃ—যাদৃশেনেত্যাদি তাদৃশেনৈব সম্বন্ধেনৈব পিতৃব্যপত্নীত্বাদিনা। পিতৃব্যপত্নীত্বাদিরূপস্য পিতৃব্যত্বাদিসম্বন্ধাভিন্নত্বাৎ যেনেত্যপহায় যাদৃশেনেত্যুক্তম্।

যে মন্ত্রপাঠ করিতে হইবে না, বচনের এইরূপ অর্থ শ্রাদ্ধবিবেককারের মতে হইতেই পারে না। এই যে, বিবাহিতা অসবর্ণা স্ত্রীর বা অপরিণীতা স্ত্রীর উদ্দেশে শ্রাদ্ধের বিধান করা হইয়াছে, এই বিধানটি ব্রাহ্মণ ভিন্ন অপরজাতীয়দিগের পক্ষেই বুঝিতে হইবে; কারণ, ব্রাহ্মণজাতীয় কর্ত্তৃক হীনবর্ণের উদ্দেশ্যে শ্রাদ্ধ করা নিষিদ্ধ হইয়াছে। কল্পতরু নামক নিবন্ধে মার্কণ্ডেয়ের "স্ত্রীণাং" ইত্যাদি দ্বিতীয় বচনের এইরূপ ব্যাখ্যা করা হইয়াছে;—"পুরুষের সহিত পিতৃব্যত্বাদি যাদৃশ সম্বন্ধ থাকাতে, তাহাদের উদ্দেশ্যে একাদশাহাদিতে শ্রাদ্ধ করিতে হয়, সেইরূপ সম্বন্ধবিশিষ্ট অর্থাৎ পিতৃব্যপত্নীত্বাদিরূপ সম্বন্ধবিশিষ্ট স্ত্রীদিগের উদ্দেশেও ঐ সকল শ্রাদ্ধ কর্ত্তব্য।" এইরূপ ব্যাখ্যায় স্ত্রীর উদ্দেশে অনুষ্ঠীয়মান শ্রাদ্ধে মন্ত্রপাঠ সুতরাং কর্ত্তব্য বলিয়াই প্রতীয়মান হইতেছে। যাজ্ঞবল্ক্যও প্রথমে মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক একোদ্দিষ্ট এবং সপিণ্ডীকরণের কথা বলিয়া "এই সপিণ্ডীকরণ এবং একোদ্দিষ্ট স্ত্রীর উদ্দেশেও করিবে।" এইরূপ বিধান করিয়া স্ত্রীদিগের উদ্দেশে অনুষ্ঠীয়মান শ্রাদ্ধও যে, পূর্ব্বোক্তরূপ সমন্ত্রকই করিতে হইবে, এইরূপ

যথোক্তেনৈব কল্পেন পুত্রিকায়া নচেৎ সুতঃ ॥” ইতি ছন্দোগপরিশিষ্টেনাপি “যথোক্তেনৈব কল্পেন” ইত্যনেন মন্ত্র বিকল্পাতিদিষ্টং, ব্যবহারোঽপি তথা ॥ ১৬৯ ॥

তদয়ং সংক্ষেপঃ।—

জ্যেষ্ঠপুত্রঃ, কনিষ্ঠপুত্রঃ, পৌত্রঃ, প্রপৌত্রঃ, অপুত্রপত্নী, সপুত্রপত্নী, কন্যা, বাগ্দত্তকন্যা, দত্তকন্যা, দৌহিত্রঃ, কনিষ্ঠসহোদরঃ, জ্যেষ্ঠসহোদরঃ, কনিষ্ঠবৈমাত্রেয়ঃ, জ্যেষ্ঠবৈমাত্রেয়ঃ, পুত্রঃ, কনিষ্ঠসহোদরপুত্রঃ, জ্যেষ্ঠসহোদরপুত্রঃ, কনিষ্ঠবৈমাত্রেয়পুত্রঃ, জ্যেষ্ঠবৈমাত্রেয়পুত্রঃ, পিতা, মাতা, পুত্রবধূঃ, পৌত্রবধূঃ,

তথৈব সমন্ত্রকমেব। পুত্রিকায়া ইতি পুত্রিকায়াশ্চেৎ সুতস্তদা মাতুঃ সপিণ্ডনং দুহিত্রা ন কার্য্যং কিন্তু পুত্রিকাপুত্রেণেতি ভাবঃ। যথা পুত্রিকায়াঃ পুত্রসত্ত্বে পুত্রিকায়াঃ সপিণ্ডনং তৎপুত্রাদিভিরেব কার্য্যং, তস্যাঃ পুত্ররূপত্বাদিতি ভাবঃ ॥ ১৬৯ ॥

অভিপ্রায়ই ব্যক্ত করিয়াছেন। আরও দেখ, “যদি পুত্রিকারূপে গৃহীত কন্যার পুত্র না থাকে, তবেই তাহার দুহিতা ঐ পুত্রিকার সপিণ্ডীকরণ উহার মাতা এবং পিতামহীর সহিত শাস্ত্রোক্তবিধানানুসারেই করিবে।” ছন্দোগপরিশিষ্টের এই বচনে “শাস্ত্রোক্তবিধানানুসারেই” এইরূপ কথন দ্বারা স্ত্রীদিগের শ্রাদ্ধেও যে, মন্ত্রাদিপাঠের অতিদেশ করা হইয়াছে, ইহাই বুঝাইতেছে; ব্যবহারেও স্ত্রীদিগের শ্রাদ্ধে মন্ত্রপাঠের রীতি দৃষ্ট হইয়া থাকে ॥ ১৬৯।

পূর্ব্বোক্ত অধিকারীর ব্যবস্থার সংক্ষেপ।

পূর্ব্বে যে সকল অধিকারীর কথা বলা হইল এক্ষণে কেবলমাত্র তাহাদের একটা তালিকা প্রদর্শিত হইতেছে।

(১) জ্যেষ্ঠপুত্র (বড়ছেলে), (২) কনিষ্ঠপুত্র (ছোট ছেলে), (৩) পৌত্র, (৪) প্রপৌত্র, (৫) অপুত্রপত্নী, (৬) সপুত্রপত্নী, (৭) অদত্তা কন্যা, (৮) বাগ্দত্তা কন্যা, (৯) দত্তা কন্যা, (১০) কনিষ্ঠ সহোদর, (১১) জ্যেষ্ঠ সহোদর, (১২) কনিষ্ঠ বৈমাত্রেয় ভ্রাতা, (১৩) জ্যেষ্ঠ বৈমাত্রেয় ভ্রাতা, (১৪) কনিষ্ঠ সহোদরের পুত্র, (১৫) জ্যেষ্ঠ সহোদরের পুত্র, (১৬) কনিষ্ঠ বৈমাত্রেয়ের পুত্র, (১৭) জ্যেষ্ঠ বৈমাত্রেয়ের পুত্র, (১৮) পিতা, (১৯) মাতা, (২০) পুত্রবধূ,

অদত্তপৌত্রী, বাগদত্তপৌত্রী, দত্তপৌত্রী, প্রপৌত্রবধূঃ, অদত্ত-প্রপৌত্রী, বাগদত্তপ্রপৌত্রী, দত্তপ্রপৌত্রী, পিতামহঃ, পিতামহী, পিতৃব্যাদয়ঃ, সপিণ্ডাঃ, সমানোদকাঃ, সগোত্রাঃ, মাতামহঃ, মাতুলঃ, ভাগিনেয়ঃ, মাতৃপক্ষসপিণ্ডাঃ, তৎসমানো-দকাঃ, অসবর্ণভার্য্যা, অপরিণীতা স্ত্রী, শ্বশুরঃ, জামাতা, পিতা-মহীভ্রাতা, শিষ্যঃ, ঋত্বিক্, আচার্য্যঃ, মিত্রম্, পিতৃমিত্রম্, একত্র-বাসী সবর্ণঃ, বেতনগৃহীতসজাতীয়াশ্চেতি অষ্টত্রিংশৎপ্রকারাঃ ক্রমেণাধিকারিণঃ

---

(২১) বিমাতা (২২) পৌত্রবধূ, (২৩) অদত্তপৌত্রী, (২৪) বাগদত্তপৌত্রী, (২৫) দত্তপৌত্রী, (২৬) প্রপৌত্রবধূ, (২৭) অদত্তপ্রপৌত্রী, (২৮) বাগদত্ত-প্রপৌত্রী, (২৯) দত্তপ্রপৌত্রী, (৩০) পিতামহ, (৩১) পিতামহী, (৩২) পিতৃব্যাদি সপিণ্ড, (৩৩) সমানোদক, (৩৪) সগোত্র, (৩৫) মাতামহ, (৩৬) মাতুল, (৩৭) ভাগিনেয় (৩৮) মাতৃপক্ষসপিণ্ড, (৩৯) মাতৃপক্ষসমানোদক, (৪০) অসবর্ণভার্য্যা, (৪১) অবিবাহিতা স্ত্রী, (৪২) জামাতা, (৪৩) পিতা-মহীভ্রাতা, (৪৪) শিষ্য, (৪৫) ঋত্বিক্, (৪৬) আচার্য্য, (৪৭) মিত্র, (৪৮) পিতৃমিত্র, (৪৯) একত্রবাসী সজাতীয়, (৫০) পারিশ্রমিক বেতন দ্বারা সংগৃহীত সজাতীয়। স্মার্ত্ত একএক ক'রে যথাক্রমে যাহাদের নাম করিলেন, সংখ্যাদিয়া গণনা ক'রে দেখা গেল, তাহাদের সংখ্যা পঞ্চাশ হয়; অথচ স্মার্ত্ত স্পষ্ট কথায় "আটত্রিশ প্রকার অধিকারী" বলিতেছেন, যথা—"ইতি অষ্ট-ত্রিংশৎপ্রকারাঃ ক্রমেণাধিকারিণঃ" অর্থাৎ এই আটত্রিশ প্রকারের লোক ক্রমশঃ অধিকারী। ইহাতে স্পষ্টই প্রতীত হইতেছে যে, স্মার্ত্ত এই যে আটত্রিশ প্রকার অধিকারীর কথা বলিয়াছেন, ইহা সম্ভবত এক এক প্রকারের অধিকারী ধরিয়া গণনা করিয়াই বলিয়াছেন। যেমন পত্নীরূপে সাধারণত একই প্রকারের অধিকারী ধরিয়াছেন। অপুত্রপত্নী, সপুত্রপত্নীরূপ ভেদ আর ধরেন নাই। এইরূপ কন্যারূপ একই সাধারণ অধিকারীর প্রকার ধরিয়াছেন, তাহাদের ভেদ আর ধরেন নাই। বোধ হয় আমাদের আদর্শ পুস্তকের প্রকাশক বা তৎপূর্ব্ববর্ত্তী অপর কেহ যাহাদের পৃথক্ ভাবে উল্লেখ না করিলেও চলিত, অর্থাৎ যাহারা একএকটা প্রকারের মধ্যে নিবিষ্ট, তাহাদিগের পৃথগ্‌ভাবে উল্লেখ করিয়া তালিকার বৃদ্ধি

করিয়াছেন। শুধু তাহাই নহে, উক্ত তালিকায় পিণ্ডাধিকারীর মধ্যে অন্যতম বিমাতাকে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। এই সকল কারণে আমাদের এই অনুমানই ঠিক বলিয়া বোধ হয়। কারণ, স্মার্ত্ত বলিতেছেন "ইতি অষ্টত্রিংশৎপ্রকারাঃ" এই আটত্রিশ প্রকার। প্রকারতা অনুসারে গণনা করিলে বাস্তবিকই আটত্রিশ সংখ্যাই হয় বটে, যেমন প্রথম অধিকারী পুত্র, পুত্রমাত্র বর্ত্তমান থাকিতে যখন পৌত্র অধিকারী হইবে না, তখন পুত্ররূপ একই প্রকারের উল্লেখই বোধ হয় স্মার্ত্ত প্রথমে করিয়া থাকিবেন। যেমন পৌত্র ও প্রপৌত্রের প্রকার দ্বারাই উল্লেখ করিয়াছেন। পরে স্মৃতিভূষণ মহাশয় নিজেই হউক, অথবা তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী কোন অপর পণ্ডিতই হৌক্, প্রকারান্তর্গত ব্যক্তিভেদের পৃথকৃক'রে "জ্যেষ্ঠপুত্র, কনিষ্ঠ পুত্র" ইত্যাদিরূপে উল্লেখ দ্বারা তালিকার বৃদ্ধি করিয়াছেন; কিন্তু স্মার্ত্তের "আটত্রিশ প্রকার" এইরূপ মান লিখার পরিবর্ত্তন করিতে আর সাহসী হন নাই। প্রকারের গণনা করিলে যে, সংখ্যা আটত্রিশই হয়, তাহা আমরা এইস্থলেই দেখাইতেছি।—(১) পুত্র, (২) পৌত্র, (৩) প্রপৌত্র, (৪) পত্নী, (৫) দুহিতা (অদত্তা, বাগ্দত্তা, বিধবা এইরূপ এক) (৬) দৌহিত্র, (৭) সহোদর (ছোট পরে বড়), (৮) বৈমাত্রেয় ভ্রাতা (ছোট বড় ক্রমে), (৯) সহোদরপুত্র, (১০) বৈমাত্রেয়ভ্রাতার পুত্র, (১১) পিতা, (১২) মাতা, (১৩) পুত্রবধূ, (১৪) বিমাতা, (১৫) পৌত্রবধূ, (১৬) পৌত্রী, (১৭) প্রপৌত্রবধূ, (১৮) প্রপৌত্রী, (১৯) পিতামহ, (২০) পিতামহী, (২১) পিতৃব্য, (২২) অপর সপিণ্ড, (২৩) সমানোদক, (২৪) সগোত্র, (২৫) মাতামহ, (২৬) মাতুল, (২৭) ভাগিনেয়, (২৮) মাতামহসপিণ্ড, (২৯) মাতামহসমানোদক, (৩০) শ্বশুর, (৩১) জামাতা, (৩২) পিতামহী ভ্রাতা, (৩৩) শিষ্য, (৩৪) ঋত্বিক্, (৩৫) আচার্য্য, (৩৬) সুহৃৎ, (৩৭) পিতৃসুহৃৎ, (৩৮) একত্র সহবাসী সবর্ণ। 'ইহাতে দেখা যাইতেছে, প্রকারান্তর্গত ব্যক্তিভেদ না ধরিয়া কেবল প্রকার লইয়া গণনা দ্বারা সংখ্যা আটত্রিশই হয়। স্মার্ত্ত যখন পরিশেষে "এই আটত্রিশ প্রকার" এইরূপ স্পষ্ট কথার লিখিয়াছেন, তখন বোধ হয়, তিনি নিজে কেবলমাত্র প্রকারেরই উল্লেখ করিয়াছিলেন। নতুবা পঞ্চাশ প্রকারের উল্লেখ না করিয়া, স্পষ্ট কথা দ্বারা "এই আটত্রিশ প্রকার" এইরূপ লেখা স্মার্ত্তের মত নিবন্ধকারের পক্ষে সম্পূর্ণ অসঙ্গত বলিয়াই বোধ হইতেছে। আর একটি কথা, স্মার্ত্ত ইতঃপূর্ব্বে বিচার করিয়া যাহা স্থির করিয়াছেন, তাহাতে জ্যেষ্ঠ, মধ্যম, বা কনিষ্ঠ, কোন প্রকার পুত্র বর্ত্তমান থাকিতে যে, পৌত্র পিণ্ডদানে অধিকারী হইবেনা, ইহা বুঝা গিয়াছে।

ম্রিয়ন্তে—জ্যেষ্ঠপুত্রঃ, কনিষ্ঠপুত্রঃ, পৌত্রঃ, প্রপৌত্রঃ, কন্যা, বাগ্দত্তকন্যা, দত্তকন্যা, দৌহিত্রঃ, সপত্নীপুত্রঃ, পতিঃ, স্নুষা, সপিণ্ডঃ, সমানোদকঃ, সগোত্রঃ, পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগিনী-

---

কিন্তু এস্থলে তালিকাটি যে ভাবে দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে, জ্যেষ্ঠপুত্রের অবর্ত্তমানে কনিষ্ঠপুত্রই অধিকারী, এবং কনিষ্ঠের অবর্ত্তমানে পৌত্র অধিকারী, মধ্যমপুত্র আর কেহই নহে। সুতরাং যে মৃতব্যক্তির জ্যেষ্ঠ এবং কনিষ্ঠপুত্রের অভাব ঘটিয়াছে, মধ্যমপুত্র এবং পৌত্র বিদ্যমান আছে, সেস্থলে মধ্যম পুত্র থাকিতেও পৌত্রের পিণ্ডদানাধিকারের আপত্তি হইয়া পড়ে; কিন্তু সেরূপ ব্যবস্থা যে শাস্ত্রসম্মত নহে, তাহা কি বলিতে হইবে? যে স্মার্ত্ত, বৈমাত্রেয় ভ্রাতা বর্ত্তমান থাকিতে ভ্রাতুষ্পুত্রের পাছে পিণ্ডদানে অধিকারের আপত্তি হয়, এই বলিয়া সহোদর শব্দের বৈমাত্রেয়ভ্রাতা-রূপ অর্থে লক্ষণা স্বীকার করিয়াছেন, তিনি যে, পুত্র বর্ত্তমান থাকিতে পৌত্রের পিণ্ডদানাধিকারের ব্যবস্থা করিবেন, তাহা কখনই হইতে পারে না। কেবল ইহাই নহে, তালিকায় প্রপৌত্রের পর যথাক্রমে অপুত্রপত্নী এবং সপুত্রপত্নীর উল্লেখ থাকায়, স্পষ্টই জানা যাইতেছে, যেস্থলে মৃত ব্যক্তির দুইটি পত্নী আছে, তাহার মধ্যে একটী পত্নী অপুত্রা, আর একটী পত্নী পুত্রবতী, পুত্রের বয়স যতই হোক না কেন, তালিকাতে তাহার কোন নির্দ্ধারণ করা নাই, সুতরাং পুত্র এবং পুত্রবতী পত্নী বিদ্যমান থাকিতেও অপুত্রা পত্নীরই যে, অগ্রে পিণ্ডদানে অধিকার হইবে, তালিকা দৃষ্টে এইরূপ ভ্রমই সহজে উদিত হইতে পারে। কিন্তু স্মার্ত্ত পূর্ব্বে এ সম্বন্ধে যেরূপ বিচার করিয়াছেন, তাহাতে বুঝিয়াছি যে, কেবল প্রপৌত্র পর্য্যন্তের অভাব হইলেই যে পুত্রাদিবিহীনা পত্নীর পিণ্ডদানে অধিকার হইবে, তাহা নহে, কিন্তু অতিশয় বালক কিম্বা বিদেশে চিরপ্রবাসী ইত্যাদি প্রকারের পুত্র বিদ্যমান থাকিতেও তাহার মাতা পিণ্ডদানে অধিকারিণী হইবে; অপুত্রা পত্নীর পর সপুত্রা পত্নীর পিণ্ডদানে অধিকার হইবে, এইরূপ ভ্রম হওয়াই যে, অনর্থের মূল, তাহা কি আর বলিতে হইবে? এইরূপ নানাকারণে, উপরিউক্ত তালিকাটি যে স্মার্ত্তকর্ত্তৃক প্রদত্ত নহে, ইহাই আমরা অনুমান করিতে বাধ্য হইলাম। মুদ্রিত শুদ্ধিতত্ত্বে স্ত্রীগণের পিণ্ডাধিকারীদিগের এইরূপ একটি তালিকা দেওয়া হইয়াছে (১) জ্যেষ্ঠপুত্র, (২) কনিষ্ঠপুত্র, (৩) পৌত্র, (৪) প্রপৌত্র, (৫) কন্যা, (৬) বাগ্দত্তকন্যা, (৭) দত্তকন্যা, (৮) দৌহিত্র,

পুত্রঃ, ভর্ত্তৃভাগিনেয়ঃ, ভ্রাতৃপুত্রঃ, জামাতা, ভর্ত্তৃমাতুলঃ, ভর্ত্তৃ-শিষ্যঃ, পিতৃবংশঃ, মাতৃবংশঃ, দ্বিজোত্তমশ্চতুর্ব্বিংশতিপ্রকারাঃ ক্রমেণাধিকারিণ ইতি ॥ ১৭০ ॥

যত্র তু কশ্চিদধিকারী কানিচিৎ শ্রাদ্ধানি কৃত্বা মৃতস্তত্রাবশিষ্টানি প্রেতশ্রাদ্ধানি তদ্বৎ তদনন্তরাধিকারিণা কার্য্যাণি, ন তু সর্ব্বাণি।

"সপিণ্ডীকরণান্তানি যানি শ্রাদ্ধানি ষোড়শ।
পৃথক্ নৈব সুতাঃ কুর্য্যুঃ পৃথক্দ্রব্যা অপি কচিৎ ॥"

গপুত্রপত্নীতি বালাসমর্থদেশান্তরিতপুত্রা পত্নীত্যর্থঃ। দ্বিজোত্তমা ইতি শূদ্রাদিস্থলে তু উত্তমঃ সবর্ণ একঃ। মৃতঃ যদি কশ্চিন্ম্রু, বচিত্তথৈব পাঠঃ ॥ ১৭০ ॥

---

(৯) সপত্নীপুত্র, (১০) পতি, (১১) [illegible]বধূ, (১২) সপিণ্ড, (১৩) সমানোদক, (১৪) সগোত্র (১৫) পিতা, (১৬) মাতা, (১৭) ভ্রাতা, (১৮) ভগিনীপুত্র, (১৯) স্বামীর ভাগিনেয়, (২০) ভ্রাতুষ্পুত্র, (২১) জামাতা, (২২) স্বামীর মাতুল, (২৩) স্বামীর শিষ্য, (২৪) পিতৃবংশ, (২৫) মাতৃবংশ, (২৬) দ্বিজোত্তম। এ স্থলেও আমরা উপরে উল্লিখিত তালিকার সংখ্যার সহিত স্পষ্ট কথায় উল্লিখিত চব্বিশ সংখ্যার ভেদ স্পষ্টই দেখিতে পাইতেছি। কিন্তু এ স্থলেও প্রকার ধ'রে গণনা করিলে, অর্থাৎ উল্লিখিত তালিকা হইতে, কনিষ্ঠ পুত্র বাদ দিলে, এবং কন্যাত্ব প্রকারে একটি মাত্র ভেদ ধরিলে, সংখ্যার পরিমাণ চতুর্ব্বিংশতি না হইয়া ত্রয়োবিংশতি হয়। এই সকল গণ্ডগোল দেখিয়াই তালিকাগুলি যে স্বয়ং রঘুনন্দন কর্ত্তৃক প্রদত্ত হয় নাই, এইরূপ অনুমানে আমরা উপনীত হইয়াছি। ২৭০।

যে স্থলে পূর্ব্বোক্ত অধিকারীর মধ্যে কোন অধিকারী আদ্যাদি ষোড়শ শ্রাদ্ধের মধ্যে কতকগুলি শ্রাদ্ধ করিয়া মৃত হইবে, সে স্থলে তৎপরবর্ত্তী অধিকারী পূর্ব্বাধিকারী কর্ত্তৃক যতগুলি শ্রাদ্ধ করা হইয়াছিল, তাহার পর হইতে বাকী শ্রাদ্ধগুলি করিবে; আবার প্রথম হইতে সমুদয় শ্রাদ্ধগুলি আর তাহার করিতে হইবে না। কারণ পূর্ব্বেই "সপিণ্ডীকরণান্ত যে ষোলটি শ্রাদ্ধ উক্ত হইয়াছে, পুত্রগণ পরস্পর পৃথগন্ন হইলেও, ঐ শ্রাদ্ধগুলিকে আর প্রত্যেকের পৃথক্ পৃথক্ ভাবে করিতে হইবে না, অর্থাৎ ঐ শ্রাদ্ধগুলি একবার

ইত্যুক্তত্বাৎ—"কৃতস্য করণাযোগাৎ পুনর্নাবর্ত্তয়েৎ ক্রিয়াঃ।" ইত্যুক্তত্বাচ্চ।

যত্তু শ্রাদ্ধচিন্তামণৌ,—

"একোদ্দিষ্টন্তু কর্ত্তব্যং পাকেনৈব সদা স্বয়ম্।
অভাবে পাকপাত্রাণাং তদহঃ সমুপোষণম্॥"

ইতি লঘুহারীতবচনাৎ পাকপাত্রাভাবঃ পাকসামগ্র্যভাবোপলক্ষণম্, তদপি ন আমশ্রাদ্ধং, কিন্তু উপোষণং শ্রাদ্ধস্থানীয়-

তথং প্রথমাধিকারিবৎ। প্রসঙ্গান্মৈথিলমতং দূষয়িতুমুপক্রমতি যত্ত্বিতি। লঘুহারীতবচনাদিত্যয়ং হেতুঃ তদাপি নামশ্রাদ্ধম্ ইত্যত্র বোধ্যঃ। শ্রাদ্ধস্থানীয়মিতি তথাচ

মাত্র অনুষ্ঠেয়।" এই বচনটি উক্ত হইয়াছে। এবং পূর্ব্বে ইহাও বলা হইয়াছে যে, "অনুষ্ঠিত কার্য্যের পুনর্ব্বার অনুষ্ঠান শাস্ত্রাভিমত নহে, সুতরাং পূর্ব্বে অনুষ্ঠিত কার্য্যের আর পুনর্ব্বার আবৃত্তি করিবে না।" এক্ষণে মৈথিলগণ যে, ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, কোন কারণবশতঃ একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধের দিনে ঐ শ্রাদ্ধের বিঘ্ন ঘটিলে, উপবাস মাত্র করিলেই চলিবে, কৃষ্ণা একাদশী প্রভৃতিতে আর সেই পতিত একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ করিতে হইবে না; এক্ষণে "যত্তু" বলিয়া সেই ব্যবস্থার উপর দোষারোপ করিতেছেন যথা—"আমরা যে শ্রাদ্ধচিন্তামণি নামক গ্রন্থে দেখিতে পা —"একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ সর্ব্বদাই কর্ত্তা নিজে পক্ব অন্ন দ্বারাই করিবে, পাক করিবার পাত্রের অভাব ঘটিলে, সেই দিন উপবাস করিয়া থাকিবে।" এই লঘুহারীতের বচনে যে পাকপাত্রের অভাব উক্ত হইয়াছে, উহা দ্বারা পাকোপকরণমাত্রেরই উপলক্ষণ করা হইয়াছে। উহার তাৎপর্য্য এই যে, পাকোপকরণের অভাব ঘটলে আমান্নদ্বারা কখনই একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধের অনুষ্ঠান করিবে না, কিন্তু আমান্ন দ্বারা শ্রাদ্ধের পরিবর্ত্তে ঐ দিন উপবাস করিয়া থাকাই যে, শ্রাদ্ধের অনুকল্প ইহাই বুঝাইতেছে। এবং বচনে "স্বয়ং" এই (নিজে করিবে) এইরূপ কথিত হওয়ায়, কর্ত্তার শারীরিক অসুস্থতাদি হইলে, অন্য দ্বারা যে, শ্রাদ্ধ করাইবে না, ইহাও জ্ঞাত হওয়া যাইতেছে। এই হেতুই অর্থাৎ পাকসামগ্রীর অভাবে আমান্ন দ্বারা শ্রাদ্ধ না করিয়া, এবং অসুস্থতাদি অবস্থায় অন্য দ্বারা শ্রাদ্ধ না করিয়া, শ্রাদ্ধের দিন কর্ত্তা উপবাসী হইয়া থাকিলেই শ্রাদ্ধের ফল হইবে, এইরূপ ব্যবস্থা শাস্ত্রসিদ্ধ হইল বলিয়াই, শ্রাদ্ধের প্রতিনিধি-

মিত্যর্থঃ। "স্বয়মি"ত্যভিধানাৎ অপাটবাদিনাপ্যন্তদ্বারা ন কারয়িতব্যম্। অতএব উপবাসেনৈব শ্রাদ্ধস্থানীয়েন, তদকরণ-প্রায়শ্চিত্তেন বা কৃতকৃত্যতয়া 'শ্রাদ্ধবিঘ্নে' ইতি বচনাদপি "নৈকাদশ্যামনুষ্ঠানমি"তি, তন্ন ; ষোড়শশ্রাদ্ধাধিকারিণাং কদাচিৎ তথাত্বে,

"যস্যৈতানি ন দীয়ন্তে প্রেতশ্রাদ্ধানি ষোড়শ।
পিশাচত্বং ধ্রুবং তস্য দত্তৈঃ শ্রাদ্ধশতৈরপি॥"

ইতি যমবচনেন ষোড়শশ্রাদ্ধাভাবে প্রেতত্বপরীহারো ন স্যাদিতি। তস্মাদুপবাসো ন শ্রাদ্ধার্থঃ, কিন্তু তদ্দিনাকরণ-

---

শ্রাদ্ধং ন কর্ত্তব্যমিতি ভাবঃ। তথাত্বে ইতি পাকসামগ্র্যভাবাৎ শ্রাদ্ধানিষ্পত্ত্যা উপোষণ-

---

স্বরূপ অথবা শ্রাদ্ধ না করার প্রায়শ্চিত্তরূপ উপবাস করিলেই শ্রাদ্ধ করার সম্পূর্ণ ফল প্রাপ্তি হেতু "শ্রাদ্ধের বিঘ্ন ঘটিলে কৃষ্ণা একাদশীতে শ্রাদ্ধ করিবে" ইত্যাদি বচন প্রমাণ সত্ত্বেও ঐ দিন উপবাসকারী কর্ত্তার কৃষ্ণৈকাদশীতে আর শ্রাদ্ধ করিতে হইবে না।" এই অবধি শ্রাদ্ধচিন্তামণির কথা উদ্ধৃত করিয়া "তন্ন" বলে ইহার উপর দোষারোপ করিতেছেন।—এরূপ কথা বলিতে পার না। দেখ, আদ্যাদি ষোড়শ শ্রাদ্ধও এক একটি একোদ্দিষ্টশ্রাদ্ধস্বরূপ, অতএব ষোড়শ শ্রাদ্ধের অধিকারীদিগের মধ্যে যদি কাহারও পাকসামগ্রীর অভাব ঘটে, এবং ঐ ব্যক্তি উপবাস করিয়াই শ্রাদ্ধের কাজ সারে, তাহা হইলে "যাহার উদ্দেশে এই ষোলটি প্রেতশ্রাদ্ধ প্রদত্ত না হয়, অন্য প্রকার শত শত শ্রাদ্ধের অনুষ্ঠান করিলেও তাহার প্রেতত্ব আর কখনই ঘুচে না" এই বচনানুসারে, ষোলটি শ্রাদ্ধের যথারীতি অননুষ্ঠান নিবন্ধন ঐ ব্যক্তির প্রেতত্বের আর পরীহার হইবে না। অতএব উপবাসকে শ্রাদ্ধের প্রতিনিধি অর্থাৎ শ্রাদ্ধের সমানকার্য্যকারী বলা যাইতে পারে না, কিন্তু উহা শ্রাদ্ধের তিথিতে যে, পাকসামগ্রীর অভাবাদি নিবন্ধন শ্রাদ্ধের অননুষ্ঠান জন্য পাপ হইবে, সেই পাপের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ। যদি অন্নপ্রাশনাদি সংস্কারকার্য্যগুলি শাস্ত্রোক্ত স্বকীয় কালে অনুষ্ঠিত না হয়, তবে যথাকালে প্রায়শ্চিত্তের অনুষ্ঠান করিয়া কালান্তরে যেমন ঐ সংস্কারগুলি অনুষ্ঠিত হয়, সেইরূপ এস্থলেও পাকসামগ্রীর অভাবাদি

প্রায়শ্চিত্তার্থঃ। যথা স্বকালাকৃতসংস্কারে, প্রায়শ্চিত্তং কৃত্বা কালান্তরে তৎকরণং, তথাত্রাপি তদ্দিনে উপবাসং কৃত্বা একাদশ্যাং শ্রাদ্ধং কার্য্যম্। "একোদ্দিষ্টং নান্যদ্বারা কার্য্যমি"ত্যত্রাপি গোত্রজেতরত্বেন বিশেষণীয়ম্।

"ন কদাচিৎ সগোত্রায় শ্রাদ্ধং কার্য্যমগোত্রজৈঃ।" ইতি

করণে ইত্যর্থঃ। ন শ্রাদ্ধার্থঃ ন শ্রাদ্ধহানীয়ঃ। স্বকালাকৃতেতি। "সংস্কারা অতিপত্যেরন্ স্বকালাচ্চেৎ কথঞ্চন। হুত্বৈতদেব কুর্ব্বীত যে তূপনয়নাদধ" ইতি যমবচনাৎ এতদেব হুত্বা মহাব্যাহৃতিহোমাত্মকপ্রায়শ্চিত্তং কৃত্বা, তথাচ তত্র ন হোমাত্মকপ্রায়শ্চিত্তমাত্রং কিন্তু প্রায়শ্চিত্তং কৃত্বা কালান্তরে সংস্কারকরণং, তথাত্রাপি ন তদহঃসমুপোষণমাত্রং কিন্তু তদহঃসমুপোষণরূপং প্রায়শ্চিত্তং কৃত্বা কালান্তরে শ্রাদ্ধকরণমিতি ভাবঃ। গোত্রজেতরত্বেনেতি তথাচ গোত্রজেতরো যোঽন্যঃ স্বভিন্নঃ তদ্দ্বারেত্যর্থঃ। সগোত্রায়

নিবন্ধন শ্রাদ্ধের তিথিতে শ্রাদ্ধ করা না হইলে, সেইদিন উপবাসরূপ প্রায়শ্চিত্ত করিয়া কৃষ্ণা একাদশীর দিন শ্রাদ্ধ করিতে হইবে। আর ঐ যে শ্রাদ্ধচিন্তামণিতে লিখিত হইয়াছে "কর্ত্তার শরীরের অপটুত্বাদি ঘটিলে অন্যদ্বারা শ্রাদ্ধ করাইবে না", এস্থলে "কর্ত্তার গোত্রজ ভিন্ন অপর ব্যক্তি দ্বারা শ্রাদ্ধ করাইবে না" এইরূপ বিশেষ করিয়া বলাই উচিত, অর্থাৎ 'অন্য' এই পদটির 'গোত্রজভিন্ন" এইরূপ একটি বিশেষণ দেওয়া উচিত ছিল; কারণ, প্রেতশ্রাদ্ধের প্রকরণে ব্রহ্মপুরাণের এইরূপ একটি বচন আছে—"যাহারা অগোত্রজ নয়, অর্থাৎ "সগোত্র" তাহাদের দ্বারা সগোত্রের উদ্দেশে শ্রাদ্ধ করাইবে" এই বচনের "অগোত্রজ দ্বারা সগোত্রের উদ্দেশে শ্রাদ্ধ করাইবে না।" এইরূপ অর্থ নীয়, অর্থাৎ ঐ বচনে যে "ন" নিষেধবাচক পদ আছে, উহা প্রসজ্যপ্রতিষেধরূপে "কার্য্যং" এই ক্রিয়ার সহিত অন্বিত নয়, উহা দ্বারা "অগোত্রজ"দিগের শ্রাদ্ধকর্ত্তৃত্ব নিষিদ্ধ হয় নাই; যদি সেইরূপ শ্রাদ্ধকর্ত্তৃত্বের নিষেধ করা হইত, তাহলে বচনস্থিত "সগোত্রায়" এই পদটির শ্রাদ্ধাধিকারীর সহিত সম্বন্ধ না বুঝাইয়া "অগোত্রজ" দিগের সগোত্র" এইরূপ অর্থেরই বোধ হইত, অতএব ঐ নিষেধটি প্রসজ্যপ্রতিষেধ নয়, এবং "কার্য্যং" এই ক্রিয়ার সহিতও অন্বিত নয়, কিন্তু উহা পর্য্যুদাসরূপে "অগোত্রজ" এই পদের সহিতই অন্বিত, এবং উহা দ্বারা "যাহারা অগোত্রজ নয়," এইরূপ অর্থেরই প্রতীতি হওয়ায়, বচনের অর্থ প্রথমে যেমন দেখান হইয়াছে সেইরূপই দাঁড়াইল। যদি বচনের ঐরূপ অর্থই হইল, তবে শ্রাদ্ধচিন্তামণি-

প্রেতশ্রাদ্ধে ব্রহ্মপুরাণাৎ। তত্র হি নাগোত্রজস্ত সাক্ষাৎ কর্তৃত্বং নিষিধ্যতে, সগোত্রায় ইত্যসম্বন্ধাপত্তেঃ। তস্মাদগোত্রজৈর্ব্বান্ধবৈঃ সগোত্রায় শ্রাদ্ধং ন কার্য্যমিত্যস্যার্থঃ। তথা চ পর্য্যুদাসপক্ষে সগোত্রজদ্বারা কর্ত্তব্যমিতি সুব্যক্তমেব, প্রসজ্য-প্রতিষেধপক্ষে অগোত্রজবিশেষণস্বরসাদ্‌গোত্রজলাভঃ। ১৭১॥

"প্রেতশ্রাদ্ধধর্ম্মগ্রাহিত্বাৎ সাংবৎসরিকমপি তথে"তি শ্রাদ্ধ-

সগোত্রমভিপ্রেত্য। পর্য্যুদাসেতি ন কদাচিদিত্যস্য নঞঃ কার্য্যমিত্যনেনান্বয়ঃ কিন্তু অগোত্রজৈরিত্যনেনান্বয়ঃ। তথাচ নাগোত্রজৈরগোত্রজভিন্নৈঃ গোত্রজৈরিতি যাবৎ, গোত্রজৈর্ব্বান্ধবৈঃ কার্য্যমিত্যর্থঃ। প্রসজ্যেতি। নঞঃ কার্য্যমিতি ক্রিয়য়া সহান্বয়পক্ষে ইত্যর্থঃ। গোত্রজলাভ ইতি অগোত্রজৈঃ গোত্রজেতরৈঃ, তথাচ ইতরৈরিত্যনুক্ত্বা যদগোত্রজেতরৈরিত্যুক্তং তেন গোত্রজলাভ ইতি ভাবঃ॥ ১৭১॥

কার যে, "অন্যদ্বারা সগোত্রের উদ্দেশে শ্রাদ্ধ করাইবে না" বলিয়াছেন, এই "অন্য" পদটিকে "সগোত্র ভিন্ন অন্য" এইরূপ বিশেষ করিয়া বলাই উচিত ছিল। আর যদি ঐ নিষেধবাচক "ন" পদটিকে "অগোত্রজ" এই পদের সহিত সমস্ত (সমাস করা) না ভাবিয়া, উহাকে প্রসজ্যপ্রতিষেধরূপে "কার্য্যং" এই ক্রিয়ার সহিত অন্বিত বলিতেই ইচ্ছা কর, তাহ'লেও আমি যে বলিতেছি "অন্য" এই পদটিকে "সগোত্র ভিন্ন অন্য" এইরূপ বিশেষ করিয়া বলিতে হইবে, তাহার কোন ব্যাঘাত হইল না; কারণ, নিষেধের অর্থ প্রসজ্য-প্রতিষেধ করিলেও বচনে "অগোত্রজ" এই বিশেষরূপ কর্তৃপদের ব্যবহার করাতেই "সগোত্রজ" দ্বারা যে, শ্রাদ্ধ করাইবে," এইরূপ অর্থেরই প্রতীতি হইতেছে। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, শ্রাদ্ধাধিকারীর শরীর অসুস্থ হইলে, অন্য কোন ব্যক্তি (কি সগোত্র, কি অগোত্র) দ্বারাই আর শ্রাদ্ধ করাইবে না; এইরূপই যদি শাস্ত্রসিদ্ধান্ত হইত, তাহ'লে বচনে "অগোত্রজৈঃ" এইরূপ বিশেষ পদের ব্যবহার না করিয়া, সোজাসুজি "অপরৈঃ" এইরূপ পদেরই ব্যবহার করা হইত। তাই বলি, নিষেধকে প্রসজ্যপ্রতিষেধ বলিলেও বচনে "অগোত্রজ" এইরূপ বিশেষ পদের ব্যবহার করাতেই ঐরূপ স্থলে, 'সগোত্র' দ্বারা শ্রাদ্ধ করাইবার কোন ব্যাঘাত হইবে না। ১৭১।

শ্রাদ্ধবিবেককার বলেন "যদিও ব্রহ্মপুরাণের উক্ত বচনটি প্রেতশ্রাদ্ধ-

বিবেকঃ। কল্পতরুরত্নাকরয়োস্তু “স্বগোত্রায়” ইতি পঠিতম্, স্বমাত্মীয়ং গোত্রং যস্য, স স্বগোত্রঃ, বিদ্যমানগোত্র ইত্যর্থঃ। “যস্মৈ শ্রাদ্ধং কর্ত্তব্যং, তস্য গোত্রে বিদ্যমানে, অন্যগোত্রজেন সংবাসান্তর্গতেন, রাজ্ঞা বা, শ্রাদ্ধং ন কারয়িতব্যমি”তি ব্যাখ্যাতঞ্চ। এতন্মতেঽপ্যূঢ়দুহিত্রাদীনামসগোত্রত্বেঽপি ন নিষেধঃ। বস্তুতস্তু তৎপাঠেঽপি কর্ম্মধারয়াপেক্ষয়া বহুব্রীহের্জ্জঘন্যত্বাৎ

যস্যেতি বর্ত্ততে ইতি শেষঃ। যথা সহ জুলা বর্ত্ততে সজুস্তাপস ইত্যাদৌ বর্ত্ততে ইত্যস্য বহুব্রীহৌ বোধঃ তথেহাপীত্যর্থঃ। অন্যগোত্রজেনেতি এতন্মতে শ্রাদ্ধোদ্দেশ্যস্য গোত্রে বিদ্যমানে অন্যগোত্রজস্য সাক্ষাৎকর্ত্তৃত্বং নিষিধ্যতে ইতি বোধ্যম্। অসপিণ্ডত্বেঽপি ন নিষেধপাঠঃ, সপিণ্ডসত্ত্বেঽপি ন নিষেধ ইতি কচিৎ পাঠঃ, দুহিতুরপি গোত্রজত্বাৎ সপিণ্ডাপেক্ষয়া বলবত্ত্বাচ্চেতি বোধ্যম্। নন্থ গোত্রপদেন মুনিরূপ আদিপুরুষ উচ্যতে, তমুদ্দিশ্য

প্রকরণীয়, তথাপি প্রেতশ্রাদ্ধের একোদ্দিষ্টত্বরূপ ধর্ম্ম সাম্বৎসরিক শ্রাদ্ধে বিদ্যমান থাকায়, সাম্বৎসরিক শ্রাদ্ধ সম্বন্ধেও এইরূপ ব্যবস্থা বুঝিতে হইবে। কল্পতরু এবং রত্নাকর নামক নিবন্ধে বচনস্থিত “সগোত্রায়” স্থলে, “স্বগোত্রায়” এইরূপ পাঠ করা হইয়াছে, এবং “স্বম্ আত্মীয়ং গোত্রং যস্য” (স্বকীয় গোত্র আছে যার), তাহাকে ‘স্বগোত্র’ বলা যায়, অর্থাৎ যাহার আপনার গোত্রের লোক বিদ্যমান আছে, এইরূপ ব্যক্তিই ‘স্বগোত্র’। “স্বগোত্র” শব্দটির এইরূপ ব্যুৎপত্তি দেখাইয়া ঐ উভয় নিবন্ধেই ব্রহ্মপুরাণের বচনের এইরূপ ব্যাখ্যা করা হইয়াছে, যথা—“যাহার শ্রাদ্ধ কর্ত্তব্য হইয়াছে, তাহার নিজ গোত্রীয় ব্যক্তি বিদ্যমান থাকিতে, একত্রে সহবাসী অন্যগোত্রজ দ্বারা অথবা রাজা কর্ত্তৃক কোন নিঃসম্পর্কীয় সবর্ণ দ্বারা শ্রাদ্ধ করান হইবে না।” নিজগোত্রীয় ব্যক্তি বিদ্যমান থাকিতে অন্যগোত্রজ দ্বারা শ্রাদ্ধ করাইবে না, এইরূপ ব্যাখ্যাতেও বিবাহিতা দুহিতা প্রভৃতি ভিন্নগোত্র প্রাপ্ত হইলেও সগোত্র থাকিতে, তাহাদের কিন্তু অবসরপ্রাপ্ত শ্রাদ্ধাধিকারের নিষেধ করা হয় নাই; যেহেতু তাহারা অন্য গোত্রজ নহে। পূর্ব্বোক্ত মতেও তাহাদের অধিকারে নিষেধের কথা উঠিতেই পারে না; কারণ, সেস্থলেও “গোত্রজ ভিন্ন” এই কথাই বলা হইয়াছে। বাস্তবিক কথা এই যে, যদিও ব্রহ্মপুরাণের বচনে “স্বগোত্রায়” এইরূপ পাঠই স্বীকার করা যায়, তবুও একটি কথার

"স্বমাত্মীয়শ্চ তদ্গোত্রশ্চেতি", তস্মৈ অন্যগোত্রজদ্বারা শ্রাদ্ধং ন কার্য্যমিতি। অত্র গোত্রং কুলম্ "সন্ততির্গোত্রজননকুলান্যভিজনান্বয়ৌ" ইত্যমরাৎ। অতো লঘুহারীতবচনেন "স্বয়ং" পদং স্বগোত্রপরম্, অন্যথা ব্রহ্মপুরাণে অগোত্রজপদবৈয়র্থ্যাপত্তেঃ ॥ ১৭২ ॥

চ শ্রাদ্ধং ন ক্রিয়তে, তৎ কথমেতৎ সংগচ্ছতে তত্রাহ গোত্রং কুলমিতি। তথাচাত্র গোত্রপদেন কুলমেবোচ্যতে, ন তু মুনিরিতি ভাবঃ। অত ইতি অন্যগোত্রজদ্বারা শ্রাদ্ধকরণস্য নিষিদ্ধত্বেন গোত্রজদ্বারা শ্রাদ্ধকরণপ্রাপ্তেরিত্যর্থঃ। লঘুহারীতবচনে "একোদ্দিষ্টন্তু কর্ত্তব্যং পাকেনৈব সদা স্বয়মিতি" বচনে। অন্যথেতি স্বয়ং পদস্য আত্মার্থকত্বে ইত্যর্থঃ। তথাচ সামান্যতঃ প্রতিনিধিদ্বারা শ্রাদ্ধকরণস্য প্রাপ্ত্যভাবাৎ গোত্রজপদবৈয়র্থ্যং স্যাদিতি ভাবঃ ॥ ১৭২ ॥

বিচার উচিত। পণ্ডিতগণ যখন কর্ম্মধারয় সমাস অপেক্ষা বহুব্রীহি সমাসকে হেয় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তখন "সগোত্র" এই পদে উক্তরূপ বহুব্রীহি সমাস না করিয়া, স্ব (আত্মীয়) গোত্র, এইরূপ কর্ম্মধারয় সমাস করাই উচিত, তাহ'লে বচনের অর্থ সেই পূর্ব্বের মতই দাঁড়াইল, যথা—"আত্মগোত্রীয় ব্যক্তির শ্রাদ্ধ অন্যগোত্রজ দ্বারা করাইবে না।" এস্থলে "গোত্র" শব্দের অর্থ—বংশপ্রবর্ত্তক মুনিরূপ আদিপুরুষ নহে, কিন্তু বংশ। কারণ; অমরকোষে বংশপর্য্যায়ক শব্দসমূহের মধ্যে গোত্র শব্দটিও পঠিত হইয়াছে, যথা—"সন্ততি, গোত্র, জনন, কুল, অভিজন, অন্বয়।" অতএব কর্ত্তার শারীরিক অপাটবের স্থলে সগোত্রজ দ্বারা শ্রাদ্ধ করান যখন শাস্ত্রসম্মত বলিয়া প্রতিপাদিত হইল, তখন পূর্ব্বোক্ত লঘুহারীতের "একোদ্দিষ্টশ্রাদ্ধপাক দ্বারাই স্বয়ং করিবে।" ইত্যাদি বচনে যে "স্বয়ং" শব্দটি আছে, তাহার অর্থ—"স্বগোত্র" অর্থাৎ যদুদ্দেশে শ্রাদ্ধ করা হইবে, তাহার নিজগোত্রজ, এইরূপই বুঝিতে হইবে। অন্যথা ব্রহ্মপুরাণে "অগোত্রজ" ব্যক্তির কর্ত্তৃত্বনিষেধই ব্যর্থ হইয়া পড়ে ইহার তাৎপর্য্য এই যে, লঘুহারীতের বচনস্থিত "স্বয়ং" এই কথাটির অর্থ যদি "কর্ত্তা নিজে" এইরূপ করা যায়, তাহ'লে কর্ত্তাভিন্ন অপরের শ্রাদ্ধ করায় আর প্রসক্তিই হয় না। কাজেই ব্রহ্মপুরাণে "গোত্রজভিন্ন অপর দ্বারা শ্রাদ্ধ করাইবে না" এইরূপ নিষেধই অনাবশ্যক হইয়া পড়ে। ১৭২।

ন চ পাকস্য অঙ্গত্বেন প্রধানতিথিকর্ত্তব্যতানিয়ম ইতি বাচ্যম্,

"ব্রতোপবাসনিয়মে ঘটিকৈকা যদা ভবেৎ ।

সা তিথিঃ সকলা জ্ঞেয়া পিত্র্যর্থে চাপরাহ্ণিকী"তি বচনেন মুহূর্ত্তমাত্রলাভেঽপি কর্ত্তব্যতোপদেশাৎ, তদানীং পাকে তদসম্ভবাৎ। এবং উদীচ্যাঙ্গশেষভোজনেঽপি ন তন্নিয়ম ইতি। পাকে সপিণ্ডাধিকারমাহ দেবলঃ,—

অঙ্গত্বেনেতি অনুক্তবিশেষস্যাঙ্গস্য প্রধানদেশকালাদ্যন্বিতনিয়মাদিতি ভাবঃ। উদীচ্যাঙ্গং

কেহ আশঙ্কা করিয়াছিল, পাক একটি শ্রাদ্ধের অঙ্গ এবং পাক সম্বন্ধে যখন কোন বিশেষরূপ বিধান করা হয় নাই, তখন প্রধান তিথিতেই ইহা অবশ্য কর্ত্তব্য। অর্থাৎ মৃততিথি ভিন্ন অপর তিথিতে পাক করা কর্ত্তব্য নহে। ইহার উত্তরে স্মার্ত্ত বলিতেছেন, একথাও বলিতে পার না। কারণ, একটি বচন আছে "ব্রত, উপবাস, এবং নিয়ম বিষয়ে উক্ত তিথি যদি প্রাতঃকালে একমুহূর্ত্তমাত্রব্যাপী হয়, তাহা হইলে, ঐ মুহূর্ত্তব্যাপিনী তিথিকেই সমস্ত দিনব্যাপিনী বিবেচনা করিয়া উহাতেই ঐ সকল কার্য্য করিবে। এইরূপ পিতৃকার্য্যে বিহিত তিথি" যেদিন অপরাহ্নে একমুহূর্ত্তমাত্রব্যাপিনী হইবে, সেইদিন ঐ মুহূর্ত্তব্যাপিনী তিথিতে পিতৃকার্য্য করিবে। এই বচনদ্বারা যখন অপরাহ্ণ একমুহূর্ত্তব্যাপিনী তিথিতেও শ্রাদ্ধ করার বিধি উপদিষ্ট হইয়াছে, তখন ঐ একমুহূর্ত্তের মধ্যে কিছু পাক শেষ করিয়া শ্রাদ্ধ করা যায় না ; কাজেই ঐরূপ স্থলে তৎপূর্ব্ববর্ত্তী ভিন্ন তিথিতে পাক করিয়া, অপরাহ্নে শ্রাদ্ধে বিহিত তিথি পড়িলে শ্রাদ্ধ করা ভিন্ন আর উপায় কি? তবেই প্রধান তিথির মধ্যেই যে পাক করিতে হইবে, এরূপ কোন বাঁধাবাধি নিয়ম করা যাইতে পারে না। আরও দেখ, অঙ্গ মাত্রই যে প্রধান তিথিতে কর্ত্তব্য, এমন একটা নিয়ম হইতে পারে না। দেখ, যেস্থলে অপরাহ্নের প্রথম মুহূর্ত্তমাত্র শ্রাদ্ধ বিহিত তিথির লাভ হইয়াছে, পরে ভিন্ন তিথি হইবে, সেস্থলে শ্রাদ্ধ করিতে করিতেই ত মুহূর্ত্ত অতিবাহিত হইয়া যায়, কাজেই শ্রাদ্ধের সমাপ্তির পর কর্ত্তব্য দীপাচ্ছাদন, শেষভোজন প্রভৃতি শেষ অঙ্গের অনুষ্ঠানই ভিন্ন

"তথৈবামন্ত্রিতো দাতা প্রাতঃ স্নাতঃ সহাম্বরঃ।
আরভেত নবৈঃ পাত্রৈরন্নারম্ভং সবান্ধবঃ॥ ১৭৩॥

অথ সাপিণ্ড্যাদিবিচারঃ।

মৎস্যপুরাণে,—
"লেপভাজশ্চতুর্থাদ্যাঃ পিত্রাদ্যাঃ পিণ্ডভাগিনঃ।
পিণ্ডদঃ সপ্তমস্তেষাং সাপিণ্ড্যং সাপ্তপৌরুষম্॥"

দীপাচ্ছাদনাদিকন্। ন তন্নিয়মঃ ন প্রধানতিথিকর্ত্তব্যতানিয়মঃ। সহাম্বর ইতি শ্রাদ্ধে দ্বিতীয়বস্ত্রপ্রাপ্ত্যর্থম্, অতঃ কুশবস্ত্রাদিরূপ উত্তরীয়প্রতিনিধিঃ শ্রাদ্ধে ন কর্ত্তব্য ইতি ভাবঃ। আরভেত কুর্য্যাৎ॥ ১৭৩॥

অথ সাপিণ্ড্যেতি। পিণ্ডদ ইত্যত্র পিণ্ডপদং পিণ্ডত্রেণোপলক্ষণপরম্। সাপিণ্ড্যমিতি

তিথিতে করিতে হয়। অতএব শ্রাদ্ধের পূর্ব্বকর্ত্তব্য অঙ্গ পাকরূপ কার্য্যের যেমন শ্রাদ্ধবিহিত তিথিতেই কর্ত্তব্যতার নিয়ম হইতে পারে না; শেষাঙ্গ দীপাচ্ছাদনাদি কার্য্য সকলও সেইরূপ স্থলবিশেষে ভিন্ন তিথিতেও করিতে হয়; সুতরাং অঙ্গকার্য্যগুলিকে যে প্রধান তিথির মধ্যে করিতেই হইবে, এমন নিয়ম করা যাইতে পারে না। সপিণ্ডদিগেরও যে শ্রাদ্ধীয় পাকে অধিকার আছে। সেকথা দেবল বলিয়াছেন; যথা—"শ্রাদ্ধকর্ত্তা ব্রাহ্মণগণকে নিমন্ত্রণ করিয়া প্রাতঃকালে স্নান ক'রে বস্ত্রযুগ্ম পরিধানপূর্ব্বক বান্ধবগণের সপিণ্ডদিগের সহিত মিলিত হইয়া নূতন পাত্রে পাকের আরম্ভ করিবে, এই বচনে মিলে-জুলে পাকারম্ভ করিতে বিধান করায়, সপিণ্ডপক অন্নের যে, শ্রাদ্ধে ব্যবহার করা যাইতে পারিবে, ইহাই বুঝাইতেছে। ১৭৩।

সপিণ্ডাদি বিচার।

মৎস্য পুরাণে সপিণ্ডের এইরূপে নির্ণয় করা হইয়াছে, যথা "চতুর্থ পুরুষ হইতে অর্থাৎ বৃদ্ধপ্রপিতামহকে লইয়া ঊর্দ্ধতন তিন পুরুষকে "লেপভাক্" বলা হয়, এবং পিতাকে লইয়া ঊর্দ্ধতন তিন পুরুষ "পিণ্ডভাগী" এবং পিণ্ডদাতা স্বয়ং, এই সাতপুরুষ পর্য্যন্ত সাপিণ্ড্য" হয়। 'সপিণ্ড' শব্দের অর্থ—যাহাদের পিণ্ডের সহিত সম্বন্ধ আছে। বৃদ্ধপ্রপিতামহ হইতে ঊর্দ্ধতন তিন পুরুষের যদিও সাক্ষাৎ পিণ্ডের সহিত সম্বন্ধ নাই, শ্রাদ্ধকর্ত্তা কিন্তু তাঁহাদিগকে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে পিণ্ড

নম্বেবং "ভ্রাত্রাদিভিঃ সহ পিণ্ডতল্লেপদাতৃত্বভোক্তৃত্বাসম্ভবাৎ কথং সপিণ্ডত্বমি"তি চেৎ, উচ্যতে।—তত্রাপি পিণ্ডলেপয়োঃ সম্বন্ধোঽস্তি। তথাচ বৌধায়নঃ,—

"প্রপিতামহঃ পিতামহঃ পিতা স্বয়ং সোদর্য্যা ভ্রাতরঃ সবর্ণায়াঃ পুত্রঃ পৌত্রঃ প্রপৌত্রঃ এতান্‌ অবিভক্তদায়াদান্‌ সপিণ্ডানাচক্ষতে, বিভক্তদায়াদান্‌ সকুল্যানাচক্ষতে। সৎস্বঙ্গেষু তদ্গামী হ্যর্থো ভবতী"তি। অস্যার্থঃ।—পিত্রাদি-

---

সমান একঃ পিণ্ডো যেষাং তে সপিণ্ডাস্তত্ত্বং সাপিণ্ড্যম্‌। একঃ একোদ্দেশ্যকঃ। "সমানাঃ সৎসমৈকেষি"তি অমরঃ। পিণ্ডপদং পিণ্ডতল্লেপাস্ততরপরম্‌। ষষ্ঠ্যর্থো দাতৃত্বভোক্তৃত্বলক্ষণঃ সম্বন্ধঃ। তথাচ দাতৃত্বভোক্তৃত্বান্যতরসম্বন্ধেন সমানপিণ্ডতল্লেপান্যতরত্বং সাপিণ্ড্যমিতি ফলিতম্‌। যদ্বা সহ ভোক্তব্যঃ পিণ্ডো যেষাং তত্ত্বং সাপিণ্ড্যম্‌। অতএবোক্তং "সহ পিণ্ড-ক্রিয়াং কৃত্বা" ইতি। যদ্বা পিণ্ডেন সহ বর্ত্তমানত্বং সপিণ্ডত্বং, পিণ্ডপদঞ্চ লেপপরমিতি।

দান করে না, তথাপি পিণ্ড মাখিবার সময় এবং পিণ্ড দান করিবার সময়, হাতে যে, পিণ্ডের লেপ লাগে, বৃদ্ধপ্রপিতামহাদি তিন পুরুষ, তাহারই ভাগী। এইরূপ পরম্পরা সম্বন্ধে পিণ্ডের সহিত সম্বন্ধ থাকায়, উহারা সপিণ্ড। আর পিতা হইতে উর্দ্ধতন তিন পুরুষ ত সাক্ষাৎ পিণ্ডভাগী এবং পিণ্ডদাতার পিণ্ডের সহিত দাতৃত্বরূপ সম্বন্ধও সাক্ষাৎ বর্ত্তমান; কাজেই এই সাতপুরুষ পরস্পর সপিণ্ড হইল। এক্ষণে কেহ আশঙ্কা করিয়াছিল, যদি উক্ত হিসাবেই সপিণ্ড গণনা করা হয়, তাহ'লে ভ্রাতা প্রভৃতির সহিত পিণ্ড ও পিণ্ডলেপের দাতৃত্ব বা ভোক্তৃত্ব এই উভয়বিধ সম্বন্ধের মধ্যে কোন প্রকার সম্বন্ধই না থাকায়, তাহারা সপিণ্ড বলিয়া উক্ত হয় কিরূপে? ইহার উত্তরে স্মার্ত্ত বলিতেছেন "ইতি চেৎ"? এই যদি তোমার আশঙ্কা হয়, তবে "উচ্যতে" বলি শুন।—ভ্রাতা প্রভৃতিতেও পিণ্ড এবং পিণ্ডলেপের সম্বন্ধ আছে। এবিষয় বৌধায়নের বচন দেখ, "প্রপিতামহ, পিতামহ, পিতা, পিণ্ডদাতা স্বয়ং, সহোদরগণ, ভ্রাতৃগণ, (১) বিবাহিত সবর্ণা পত্নীর পুত্র, পৌত্র, এবং প্রপৌত্র, ইহারা অবিভক্ত পিণ্ডরূপ দায় ভোজন করে বলিয়া, ইহাদিগকে সপিণ্ড বলে, এবং বিভক্ত পিণ্ডভোগীদিগকে সকুল্য বলে,

(১) টীকাকার গোস্বামী বলেন, "ভ্রাতরঃ" এই বহুবচন দ্বারা ভ্রাতাদিগের পুত্র, পৌত্র, এবং নিজের পিতৃব্য প্রভৃতির গ্রহণ করা হইয়াছে।

পিণ্ডত্রয়েষু সপিণ্ডনেন ভোক্তৃত্বাৎ, পুত্রাদিভিস্ত্রিভিস্তৎপিণ্ড-দানাৎ, যশ্চ জীবন্ যস্য পিণ্ডদাতা, স মৃতঃ সন্ সপিণ্ডনেন তৎপিণ্ডভোক্তা, এবং সতি মধ্যস্থিতঃ পুরুষঃ পূর্ব্বেষাং জীবন্ পিণ্ডদাতা, মৃতস্তৎপিণ্ডভোক্তা, অপরেষাং জীবতাং পিণ্ডসম্প্রদানভূত আসীৎ, মৃতৈশ্চ তৈঃ সহ দৌহিত্রা-

---

সপিণ্ডনেন ভোক্তৃত্বাদিতি সপিণ্ডনেন হেতুনা; তথাহি স্বসপিণ্ডনে কৃতে সতি স্বপিত্রাদিভিঃ ত্রিভিঃ সহ যেন কেনাপি দত্তস্য পিণ্ডস্যাংশং স্বয়ংভুঙ্ক্তে ইতি ভোক্তৃত্বম্। পুত্রাদিভির্মধ্যস্থিতপুরুষস্য পুত্রাদিভিঃ। তৎপিণ্ডদানাৎ তস্য মধ্যস্থিতপুরুষায় পিণ্ডদানাৎ। সপিণ্ডনেন কৃতেন, অপরেষামিতি অধস্তনানাং পুত্রপৌত্রপ্রপৌত্রাণামিত্যর্থঃ। তৈঃ পুত্রপৌত্র-

পুত্রগণ বর্ত্তমান থাকিলে, তাহারাই অংশভাগী হয়।" বৌধায়নের এই সূত্রের রঘুনন্দন "অস্যার্থঃ" বলিয়া ব্যাখ্যা করিতেছেন.—বর্ত্তমান সময়ে যে ব্যক্তি পিণ্ডদাতা হইয়া আপনার ঊর্দ্ধতন তিন পুরুষের উদ্দেশে পিণ্ডদান করিতেছে, তাহার মৃত্যুর পর তাহার পুত্র, পৌত্র বা প্রপৌত্র, এই তিন জনের মধ্যে যে কেহ তাহার সপিণ্ডীকরণ করুক না কেন, ঐ পূর্ব্ব পিণ্ডদাতারই পিত্রাদি ঊর্দ্ধতন তিন পুরুষের পিণ্ডের সহিত উহার পিণ্ডের সম্মিশ্রণ করিবে, কাজেই পিণ্ডদাতা বেঁচে থাকিবার সময় যাহাকে পিণ্ড দিয়াছিল, মৃত্যুর পর তাহারই পিণ্ডের অংশ-ভোক্তা হইয়া পড়িল। এইরূপে প্রত্যেক ব্যক্তিরই নিজ নিজ পিত্রাদি ঊর্দ্ধতন তিন পুরুষের পিণ্ডে ভোক্তৃত্ব সম্বন্ধ এবং তাহার অধস্তন পুত্রাদি তিন পুরুষের সহিত উহার পিণ্ডদাতৃত্ব সম্বন্ধ থাকায়, মধ্যবর্ত্তী পিণ্ডদাতা বেঁচে থাকিবার সময় আপনার ঊর্দ্ধতন পূর্ব্ব তিন পুরুষের পিণ্ডদান করে, এবং মরিয়া তাহাদেরই পিণ্ডের অংশ ভোগ করে; অন্য দিকে নিজের মৃত্যুর প আবার যে অধস্তন পুত্রাদি জীবন্ত তিন পুরুষের পিণ্ডদানের পাত্র হইয়াছিল, তাহারা সকলে মরিয়া গেলে, তাহাদের সহিতই দৌহিত্রাদি কর্ত্তৃক প্রদত্ত উহাদেরই পিণ্ডের অংশ ভোগ করে। অতএব মধ্যবর্ত্তী পুরুষ যাহাদিগের পিণ্ডদাতা, এবং যাহারা উহার পিণ্ডদাতা, তাহারা সকলেই একই অবিভক্ত পিণ্ডের ভোগ করে বলিয়া, তাহারা পরস্পর সপিণ্ড একণে দেখ, যদি একই পিণ্ডে পরস্পরের ভোক্তৃত্ব সম্বন্ধ লইয়া সপিণ্ডের গণনা করাই শাস্ত্রসিদ্ধ হইল, তাহলে ভ্রাতৃব্যাদিও সপিণ্ড হইল। কারণ আমি যেমন আমার প্রপিতামহাদি তিন

দিদেয়পিণ্ডভোক্তা, অতো যেষামমুং পিণ্ডদাতা, যে চাস্য পিণ্ডরূপং দায়মশ্নন্তীতি অবিভক্তদায়াদাঃ সপিণ্ডা ইতি। ইদঞ্চ সপিণ্ডত্বং, সকুল্যত্বঞ্চ দায়গ্রহণার্থম্। অশৌচাদ্যর্থন্তু পিণ্ডলেপভুজামপি লেপভাজ ইতি প্রাগুক্তমৎস্যপুরাণাৎ, বক্ষ্যমাণকৌর্ম্মশঙ্খলিখিতবচনাচ্চ, যথা পিণ্ডে পরস্পরভোক্তৃত্বং, তথা লেপে তুল্যন্যায়াৎ॥ ১৭৪॥

প্রপৌত্রৈঃ। প্রতিপ্রপৌত্রাদীনাং মধ্যস্থিতপুরুষায় পিণ্ডদানসম্ভবাৎ দৌহিত্রাদীত্যুক্তং, মধ্যস্থিতপুরুষস্য দৌহিত্রাদীতার্থঃ। দৌহিত্রাদিদেয়পিণ্ডভোক্তা অর্থাৎ মধ্যস্থিতঃ পুরুষঃ। অশ্নন্তীতি অদ ভক্ষণে ইত্যস্যার্থকথনম্। দায়গ্রহণার্থমিতি অতএব সূত্রে উপসংহৃতং সংযন্নস্ত্রেষু তদ্‌গামী হ্যর্থো ভবতীতি। পিণ্ডলেপভুজামপীতি সপিণ্ডত্বমিতি পূর্ব্বেণান্বয়ঃ। পরস্পরমিতি যথা পুত্রদত্তপিণ্ডে পিতুঃ ভোক্তৃত্বং তথা দৌহিত্রাদিদত্তপিতৃপিণ্ডেহপি পুত্রস্য ভোক্তৃত্বমিতি। তুল্যন্যায়াৎ তুল্যযুক্তেঃ, তথাহি লেপসহিতপিণ্ডেহপি

পুরুষের সহিত একপিণ্ডভোগী হইয়া পরে নিজের অধস্তন তিন পুরুষের সহিতও একপিণ্ড ভোগ করি; আমার ভ্রাতা ও ঠিক সেইরূপ, এবং পিতৃব্য ও তৎপুত্রাদিও ঠিক সেইরূপ আমরাই ঊর্দ্ধতন পুরুষদিগের সহিত একপিণ্ডভাগী হইয়া নিজ নিজ অধস্তন তিন পুরুষের সহিত পরে আবার একই পিণ্ড ভোগ করে। সুতরাং এক-পিণ্ড-ভোগরূপ সম্বন্ধ বর্ত্তমান নিবন্ধন ইহারা সকলেই সপিণ্ড। বৌধায়ন নিজ সূত্রে সপিণ্ড এবং সকুল্যের যে পরিভাষা করিয়াছেন, ইহা কেবল ধনাধিকারের জন্যই বুঝিতে হইবে। কারণ, বৌধায়নকৃত সপিণ্ডের পরিভাষায় প্রত্যেক ব্যক্তির প্রপিতামহের উপরে এবং প্রপৌত্রের নীচে বর্ত্তমান পুরুষে আর সপিণ্ডলক্ষণ যায় না; সুতরাং সপিণ্ডত্ব সাতপুরুষব্যাপী না হইয়া, চারিপুরুষ মাত্র ব্যাপী হইয়া পড়ে। এই জন্য বলিতেছেন, বৌধায়ন যে সপিণ্ডের লক্ষণ করিয়াছেন ইহা ধনাধিকারের জন্য মাত্র অশৌচাদি গ্রহণ বিষয়ে পিণ্ড এবং লেপ, এই উভয়-ভোজীদিগকেই পরস্পর সপিণ্ড বলা হইবে। পূর্ব্বে উক্ত "লেপভাজশ্চতুর্থাদ্যাঃ" ইত্যাদি মৎস্যপুরাণের বচনে সেই কথাই বলা হইয়াছে, এবং পরেও কূর্ম্মপুরাণ এবং শঙ্খ ও লিখিতের বচনের দ্বারা ঐ কথারই সমর্থন করা হইয়াছে। অর্থাৎ একপিণ্ডভোক্তৃত্ব নিবন্ধন ঊর্দ্ধতন প্রপিতামহ পর্য্যন্ত এবং অধস্তন প্রপৌত্র পর্য্যন্ত যেমন সপিণ্ড, সেইরূপ একলেপভোক্তৃত্ব নিবন্ধন বৃদ্ধ

হারলতায়াং কৌর্ম্মে—

"সপিণ্ডতা তু পুরুষে সপ্তমে বিনিবর্ত্ততে।

সমানোদকভাবস্তু জন্মনাম্নোরবেদনে॥

পিতা পিতামহশ্চৈব তথৈব প্রপিতামহঃ।

লেপভাজশ্চতুর্থাদ্যাঃ সাপিণ্ড্যং সাপ্তপৌরুষম্॥"

লেপভাগিভ্যস্তূর্দ্ধং যাবজ্জন্মনাম্নোরবেদনং, যাবদমুকনাম্নো-হস্মাৎপুরুষাদস্মৎকুলজাতোঽয়ং জাত ইতি বিশেষতোহয়মস্মৎ-

---

তর্হি প্রাণজসপিণ্ডমেব যথা পিত্রাদিপিণ্ডভোক্তৃত্বং বৃদ্ধপ্রপিতামহাদিলেপভোক্তৃত্বমিতি ভাবঃ, এবং প্রতিপ্রপৌত্রাদিত্রয়দত্তলেপভোক্তৃত্বাৎ তেষ্বপি সাপিণ্ড্যং বোধ্যম্॥ ১৭৪॥

বিনিবর্ত্ততে সমাপ্তা ভবতি, স্বয়ং বিহায় সপ্তমং প্রাপ্য নিবৃত্তা ভবতীত্যর্থঃ।

প্রপিতামহ হইতে ঊর্দ্ধতন তিন পুরুষ এবং বৃদ্ধপ্রপৌত্র হইতে অধস্তন তিন পুরুষ পর্য্যন্তও সপিণ্ড। একপিণ্ডভোক্তৃত্ব যে যুক্তি অনুসারে সপিণ্ডতার কারণ হইয়াছে, এক পিণ্ডের লেপভোক্তৃত্বকেও সেই যুক্তি অনুসারেই সপিণ্ডতার কারণ বলিতে হইবে। ১৭৪।

হারলতায় কূর্ম্মপুরাণের এই বচনটি উদ্ধৃত হইয়াছে—"সপ্তম পুরুষ পর্য্যন্ত স্থায়ী হইয়া সপিণ্ডতার নিবৃত্তি হয়, এবং যে পর্য্যন্ত জন্ম এবং নামের জ্ঞান থাকে, অর্থাৎ অমুক আমার সহিত একবংশে জাত, এত পুরুষ তফাৎ অমুকের পুত্র এইরূপ একটা জ্ঞান থাকে, সেই পর্য্যন্ত সমানোদকতা স্থায়ী হয়; কোন একগোত্রজাত পুরুষে সেইরূপ জ্ঞানের অভাব হইলে, তাহার সহিত সমানোদকতারও নিবৃত্তি হয়। পিতা, পিতামহ এবং প্রপিতামহ এই পিণ্ডভাগী তিন পুরুষ, এবং প্রপিতামহের পর হইতে ঊর্দ্ধতন লেপভাগী তিন পুরুষ, এই ছয় পুরুষ এবং পিণ্ডদাতা, এই সাত পুরুষ ব্যাপিয়া সপিণ্ডতা বিদ্যমান হয়।" হারলতা কূর্ম্মপুরাণীয় সমানোদকবিষয়ক বাক্যের এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন যথা—"লেপভাগীদিগের উপরিতন পুরুষ হইতে যে পর্য্যন্ত উপরে যাইয়া জন্ম এবং নামের অজ্ঞান হয়, অর্থাৎ যে পর্য্যন্ত, আমাদের বংশজাত ঊর্দ্ধতন এতপুরুষ অমুকের বংশের অমুক হইতে অমুক জন্মিয়াছে, এইরূপ বিশেষরূপে, অথবা অমুক আমাদের বংশেই এত ঊর্দ্ধতন পুরুষের ধারায় জন্মিয়াছে, এইরূপ সামান্যভাবেও জ্ঞান থাকে, সেই পর্য্যন্তই

কুলে জাত ইতি সামান্যতো বা স্মর্য্যতে, তাবৎ সমানোদকত্বমিতি হারলতা। অত্র পরবচনেনৈব সাপিণ্ড্যসিদ্ধৌ পূর্ব্ববচনপূর্ব্বার্দ্ধং জীবৎপিতৃকত্বাদিনা অধিকপুরুষেঽপি পিণ্ডলেপসম্বন্ধেঽপি সপিণ্ডতানিবৃত্তিজ্ঞাপনায়, সর্ব্বদেশীয়াচারোঽপি

অবেদনেঽজ্ঞানে। পরবচনেনৈব পিতা পিতামহশ্চৈবেত্যাদিবচনেনৈব। পূর্ব্ববচনপূর্ব্বার্দ্ধং সপিণ্ডতা তু ইত্যংশম্। সপিণ্ডতানিবৃত্তিজ্ঞাপনায়েতি শব্দাধিক্যাদর্থাধিক্যমিতি ন্যায়াদিতি ভাবঃ। লেপভাজশ্চতুর্থাদ্যা ইত্যাদিবচনাৎ "সপিণ্ডতা তু সর্ব্বেষাং গোত্রতঃ সাপ্তপৌরুষী"তি বচনাচ্চ গোত্রৈক্যে সতি দাতৃত্বভোক্তৃত্বান্যতরসম্বন্ধেন লেপপিণ্ডান্যতরবত্ত্বং সপিণ্ডত্বমিতি যৌগিকং লক্ষণং, তত্র জীবৎপিতৃকত্বাদিনা অধিকপুরুষেষু পিণ্ডলেপসম্বন্ধাৎ অতিব্যাপ্তিঃ, তদ্বারণায় "সপিণ্ডতা তু পুরুষে সপ্তমে বিনিবর্ত্ততে" ইতি বচনাৎ তাবদন্ত-

সমানোদকতা স্থায়ী হয়।" উপরে কূর্ম্মপুরাণের যে দুইটি বচন উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহার মধ্যে কেবল দ্বিতীয় বচনটি দ্বারাই সাপিণ্ড্য সম্যক্ প্রকারে নির্ণীত হইলেও প্রথম বচনের পূর্ব্বার্দ্ধে যে, "সাত পুরুষের পরই সপিণ্ডতার নিবৃত্তি হয়" এইরূপ স্পষ্ট করিয়া বলা হইয়াছে, তাহার দ্বারা ইহাই জ্ঞাপন করা হইয়াছে যে,—পিতা জীবিত থাকিতে মৃতব্যক্তির সপিণ্ডনাদি শ্রাদ্ধ প্রপিতামহের উর্দ্ধতন এক পুরুষের সহিত, এবং পিতা, পিতামহ, উভয়ে জীবিত থাকিতে মৃতব্যক্তির সপিণ্ডনাদি শ্রাদ্ধ প্রপিতামহের উর্দ্ধতন দুই পুরুষের সহিত করিবার বিধান থাকায়, যদিও ঐ ব্যক্তির পিণ্ড ও পিণ্ডলেপ সম্বন্ধ নিজ হইতে সপ্তম পুরুষের উর্দ্ধতন পুরুষের সহিতই ঘটিয়া উঠে, কিন্তু তাই বলিয়া তাহাদের সহিত ঐ ব্যক্তির আর সপিণ্ডতা হইবে না। সর্ব্ব দেশে এইরূপ আচারই প্রচলিত। সপিণ্ডতা বিষয়ক একই প্রকারে কথাগুলি দুইটি বচনে দুইবার করিয়া উক্ত হওয়ায়, অর্থাৎ একপ্রকার কথার পুনরুক্তি হওয়ায় এইরূপ একটি বিশেষ অর্থের জ্ঞান হইতেছে যে, কেবল পিণ্ডের বা পিণ্ডলেপের ভোক্তৃত্ব এবং পিণ্ডদাতৃত্ব সম্বন্ধ লইয়াই যে—সাপিণ্ড্য হয়, তাহা নহে, কিন্তু সাত-পুরুষের মধ্যেই যদি ঐরূপ সম্বন্ধ বর্ত্তমান হয়, তবেই উহা তাহাদের মধ্যে পরস্পরের সপিণ্ডতার কারণ হইয়া থাকে; ঘটনাক্রমে সপ্তম পুরুষের উর্দ্ধতন পুরুষের সহিত পিণ্ড বা পিণ্ডলেপঘটিত সম্বন্ধ সংঘটিত হইলেও কিন্তু কখনই তাহাদের পরস্পর সপিণ্ডতা হইবে না। একই প্রকার বাক্যের পুনরুক্তি দ্বারা যে একটি অতিরিক্ত

তথা।" যথা শ্রাদ্ধবিবেকে "পার্ব্বণশ্রাদ্ধানন্তরং নিত্যশ্রাদ্ধে বিকল্প উক্তঃ, মার্কণ্ডেয়পুরাণে,—

"নিত্যক্রিয়াং পিতৃণান্তু কেচিদিচ্ছন্তি সত্তমাঃ।
ন পিতৃণাং তথৈবান্যে শেষং পূর্ব্ববদাচরেৎ॥"

অত্র পূর্ব্বার্দ্ধাৎ পিতৃণাং প্রাপ্তৌ, "ন পিতৃণামি"ত্যত্র পুনঃ "পিতৃণাং" গ্রহণং সনকাদীনামন্নোৎসর্গাভ্যনুজ্ঞানার্থম্," ইতি কল্পান্তরমুক্তং, হরিশর্ম্মণাপি "অন্যার্থং পুনর্ব্বচনমি"তি লিখিতম্॥ ৭৫॥

তদযমেব সপিণ্ডত্বমিতি রূঢ়িলক্ষণমভিপ্রেতং, তচ্চ সপিণ্ডতানিবৃত্তিমাপন্নোয় ইত্যনেন সূচিতম্। তথাচ যথা শৈবলাদৌ পঙ্কজনিকর্তৃত্বরূপযোগার্থস্য সত্ত্বেঽপি পদ্মত্বরূপরূঢ্যর্থা-ভাবাৎ ন পঙ্কজপদবাচ্যত্বং, তথেহাপি বোধ্যম্। শব্দাধিক্যাদর্থাধিক্যমিত্যত্র প্রাচাং সংবাদমাহ যথা শ্রাদ্ধবিবেকেৎপীত্যাদিনা। নিত্যশ্রাদ্ধেঽহরহঃ ক্রিয়মাণে শ্রাদ্ধে; তথাহি পিতৃপক্ষঘটিতং সনকাদিশ্রাদ্ধং, তত্র ন পিতৃণামিত্যনেন পিতৃপক্ষং নিরস্য সনকাদিশ্রাদ্ধাদ্যাত্মকশেষমনুজ্ঞাতম্। তদেব স্পষ্টীকৃত্যাহ শেষমিতি। শেষং পিতৃ-

অর্থবিশেষেরই অবগতি হয়, তৎসম্বন্ধে আর একটি উদাহরণ দিতেছেন—যেমন শ্রাদ্ধবিবেকে বলা হইয়াছে, "কেহ কেহ নিত্যই পার্ব্বণশ্রাদ্ধ করিবার নিয়ম করিয়াছেন, যাঁহারা এইরূপ নিত্যশ্রাদ্ধ করিবার নিয়ম করিয়াছেন, তাঁহাদের জন্য, মার্কণ্ডেয় পুরাণে নৈমিত্তিক পার্ব্বণশ্রাদ্ধের অনুষ্ঠান করিবার পর নিত্য পার্ব্বণশ্রাদ্ধের অনুষ্ঠান বিষয়ে বিকল্প উক্ত হইয়াছে। যথা—"নৈমিত্তিক পার্ব্বণ-শ্রাদ্ধের পর কেহ কেহ পিতৃগণের উদ্দেশে নিত্য পার্ব্বণ শ্রাদ্ধ করাও অভীপ্সিত বলিয়া মনে করেন। অন্যদিকে অপর পণ্ডিতগণ, কেবল পিতৃগণের নিত্য শ্রাদ্ধ করিতে হইবে না, তদ্ভিন্ন নিত্য শ্রাদ্ধের অপর অঙ্গগুলি পূর্ব্বের মতই করিবে, এই কথা বলেন।" এক্ষণে দেখ, এই বচনের পূর্ব্বার্দ্ধে যখন "পিতৃগণের" উল্লেখ করিয়া শ্রাদ্ধ বিহিত হইয়াছে, তখন দ্বিতীয়ার্দ্ধে কেবলমাত্র কেহ তাহা ইচ্ছা করেন না," এইটুকু বলিলেই চলিত, "পিতৃণাং" এই পদের পুনরুক্তির কোন আবশ্যকতাই ছিল না, এইরূপ পুনরুক্তিদ্বারা এই প্রকার বিশেষ অর্থের জ্ঞাপন করা হইয়াছে যে,—পার্ব্বণশ্রাদ্ধের দিন কোন কোন ঋষি কেবলমাত্র পিতৃগণের নিত্য ক্রিয়া করিতে ইচ্ছা করেন না বটে, কিন্তু

"অথ যস্তু খলু পিণ্ডদানমকৃত্বৈব মৃতঃ, পরস্তস্যাপ্রাপ্তপিতৃভাবঃ, স কথং সপিণ্ডঃ, একপিণ্ডদাতৃত্বভোক্তৃত্বলক্ষণসম্বন্ধাভাবাদি"তি চেৎ? তদ্‌যোগ্যতয়েতি ব্রূমঃ। যোগ্যতাপ্রযোজকঞ্চ সামান্যশাস্ত্রবিষয়ত্বম্। এবং ভ্রাত্রাদীনামপি। ততশ্চ অত্যতিবৃদ্ধ-

ক্রিয়াতিরিক্তং সনকশ্রাদ্ধাদিকং, পূর্ব্ববৎ পার্ব্বণশূন্যদিনকং। ফলান্তরম্ অর্থাধিক্যাৎ। হরিশর্ম্মণাপি শব্দাধিক্যাদর্থাধিক্যং ভঙ্গ্যা লিখিতং, তদাহ অন্যার্থমিতি,—অন্যকার্য্যার্থমিত্যর্থঃ। ১৭৫।

তদ্‌যোগ্যতয়েতি। তাবদনন্তমান্তর্গতত্বমেবাত্র যোগ্যত্বং বোধ্যম্। সামান্যশাস্ত্রবিষয়ত্বং তৎপিণ্ডলেপান্যতরদাতৃত্বেন শাস্ত্রগম্যত্বং, শাস্ত্রবিষয়ত্বমিত্যত্র ব্যাপারানুবন্ধিনী বিষয়তা,

---

নিত্য শ্রাদ্ধে পিতৃকৃত্য ছাড়া সনকাদির শ্রাদ্ধ যেমন করা হইয়া থাকে, তাহা সেইরূপই করিতে ইচ্ছা করেন।" হরিশর্ম্মাও লিখিয়াছেন, "কোন একটি বিশেষ অর্থের বোধ করাইবার জন্যই একই কথার পুনরুক্তি করা হয়।" ১৭৫।

এক্ষণে যদি জিজ্ঞাসা কর, যদি কোন ব্যক্তি উপরিতন পুরুষকে পিণ্ডদান না করিয়াই অর্থাৎ পিণ্ডদানে অধিকার হইবার পূর্ব্বেই মৃত হইয়াছে, পিতৃগণের পিণ্ডের দাতাও হয় নাই, এবং পরে তাহার সপিণ্ডীকরণ না করা হেতু পিতৃত্ব প্রাপ্ত না হওয়ায়, পিতৃগণের সহিত পিণ্ডের ভোক্তাও হয় নাই, এইরূপ ব্যক্তিকে সপিণ্ড বলিয়া গণনা করা হয় কিরূপে? কারণ, তুমি সপিণ্ডের যে লক্ষণ করিয়াছ, তদনুসারে যাহারা পরস্পর পিণ্ডদাতৃত্ব বা পিণ্ডভোক্তৃত্বের মধ্যে অন্যতর সম্বন্ধবিশিষ্ট, তাহারাই পরস্পর সপিণ্ড হয়। উপরি উল্লিখিত ব্যক্তিতে পিণ্ডদাতৃত্ব বা পিণ্ডভোক্তৃত্ব এই উভয়বিধ ধর্ম্মের মধ্যে একটিরও সত্তা দৃষ্ট হইতেছে না, তবে, তাহাতে বিদ্যমান থাকিবে কিরূপে? ইহার উত্তরে স্মার্ত্ত বলিতেছেন "ইতি চেৎ?" ইহাই যদি তোমার জিজ্ঞাস্য হয়, তবে আমি বলিব,—ঐ ব্যক্তিতে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে পিণ্ডদাতৃত্ব বা পিণ্ডভোক্তৃত্বরূপ ধর্ম্ম বিদ্যমান না হইলেও, পিণ্ডদানের বা পিণ্ডভোজনের স্বরূপযোগ্যতা যে, তাহাতে বর্ত্তমান হইয়াছিল, সে বিষয়ে কোন সংশয় নাই; সেই স্বরূপযোগ্যতা নিবন্ধনই তাহাকে 'সপিণ্ড' বলা হয়। ঐরূপ ব্যক্তিতে যে, তথাবিধ যোগ্যতা হইয়াছিল, সপিণ্ডতাবিধায়ক সাধারণ শাস্ত্র হইতেই তাহা অবগত হওয়া যাইতেছে। এইরূপ ভ্রাতা প্রভৃতির স্থলেও বুঝিতে হইবে। অতএব স্থির হইল যে, অত্যতিবৃদ্ধপ্রপিতামহ হইতে অধস্তন ছপুরুষের প্রত্যেক

প্রপিতামহাবধিকাধস্তনানাং যন্নাং পুংসাং প্রত্যেকাপেক্ষয়া সপ্তানামেকগোত্রাণাং, স্বাবধিপরতনানাং সপ্তানাঞ্চ সাপিণ্ড্যং পিণ্ডলেপয়োর্দ্দাতৃত্বভোক্তৃত্বসম্বন্ধাদিতি। প্রত্তানাং স্ত্রীণান্তু ভর্ত্তৃসাপিণ্ড্যেন সাপিণ্ড্যম্; "প্রত্তানাং ভর্ত্তৃসাপিণ্ড্যমি"তি বচনাৎ। নন্বেবং "কন্যায়াঃ কথং সাপিণ্ড্যমি"তিচেৎ? আদিপুরাণাৎ ত্রৈপুরুষং সাপিণ্ড্যম্। যথা—

"সপিণ্ডতা তু কন্যানাং সবর্ণানাং ত্রিপৌরুষী।" অত্র কন্যা অনূঢ়া। "অপ্রত্তানাং ত্রিপৌরুষমি"তি বশিষ্ঠবচনাৎ। তেনাত্মপঞ্চমে বৃদ্ধপ্রপিতামহে সাপিণ্ড্যং নিবর্ত্ততে ইতি প্রতি-

---

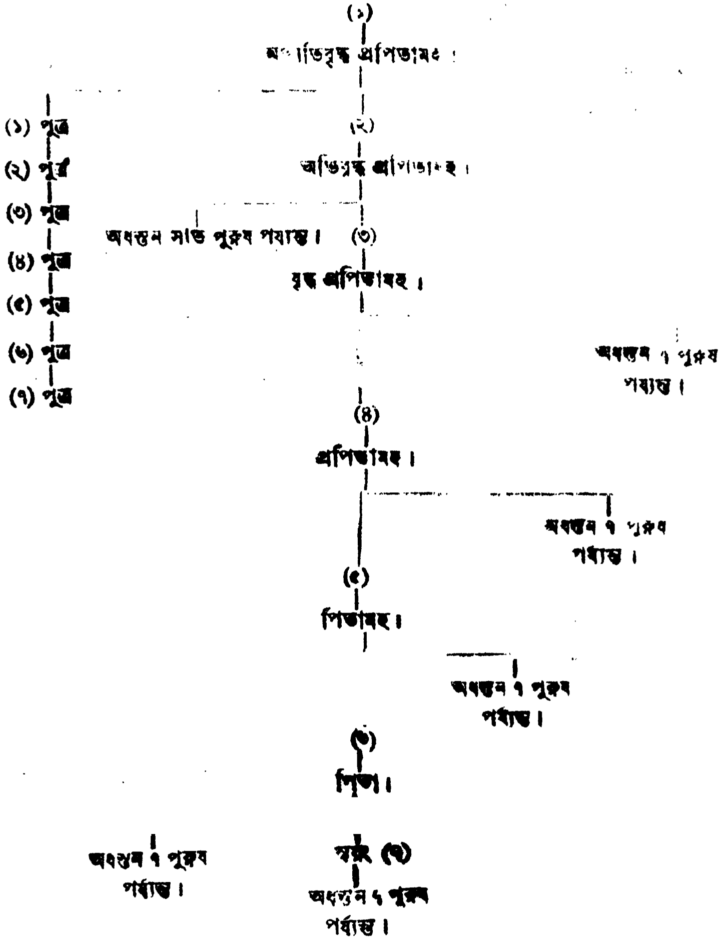
স্বাবধিপরতনানাং স্বাবধ্যধস্তনানাং, সপ্তানামেব সাপিণ্ড্যং, ন তু স্বাবধ্যধস্তনানাং প্রত্যেকাপেক্ষয়া সপ্তানামিতি বোধ্যম্। স্ত্রীণান্তু দত্তস্ত্রীণাম্। আদিপুরাণবচনাদিতি তথাচ কন্যায়া লেপপিণ্ডসম্বন্ধাভাবেঽপি বাচনিকং সাপিণ্ড্যমিতি। আত্মপঞ্চমে, কন্যায়াঃ পঞ্চমে,

ব্যক্তি হইতে একগোত্রসম্ভূত সপ্তম পুরুষ পর্য্যন্ত এবং আপনা হইতে অধস্তন সাত পুরুষ পর্য্যন্ত সপিণ্ডতা বর্ত্তমান হইবে; কারণ, ইহাদের পরস্পরের মধ্যে পিণ্ডের এবং পিণ্ডলেপের দাতৃত্ব বা ভোক্তৃত্বরূপ সম্বন্ধ বিদ্যমান দৃষ্ট হয়। প্রদত্তা (বিবাহিতা) স্ত্রীদিগের স্বামীর সাপিণ্ড্য অনুসারেই সপিণ্ডতা হইবে। কারণ, "বিবাহিতা স্ত্রীদিগের স্বামীর সাপিণ্ড্য অনুসারেই সপিণ্ডতা হয়," এইরূপ একটি ঋষি-বচন দৃষ্ট হয়; অর্থাৎ ইহাদের সহিত পিণ্ডের বা লেপের দাতৃত্ব বা ভোক্তৃত্বরূপ সম্বন্ধ বর্ত্তমান না থাকিলেও বাচনিক সাপিণ্ড্য স্থির করিতে হইবে। যদি বল, উঁহাদের যেন বাচনিক ভর্ত্তার সপিণ্ডের সহিত সাপিণ্ড্য স্বীকৃত হইল, কিন্তু অবিবাহিতা কন্যাদিগকে যে, সপিণ্ড মধ্যে ধরা হইয়াছে, তাহার মূল কি? ইহার উত্তর এই যে, আদিপুরাণের বচনানুসারেই, তাহাদিগের তিনপুরুষব্যাপিনী সপিণ্ডতা ধরা হয়, অর্থাৎ ঐ বচনই তাহার মূল। সেই বচনটি যথা—"সবর্ণা ভার্য্যার গর্ভসম্ভূত কন্যাদিগের তিনপুরুষব্যাপিনী সপিণ্ডতা হইয়া থাকে।" কন্যা শব্দ দ্বারা অবিবাহিতা দুহিতারই গ্রহণ করিতে হইবে; কারণ, বশিষ্ঠের একটি বচনে "অপ্রদত্তা কন্যাদিগের তিনপুরুষ পর্য্যন্ত সাপিণ্ড্য" একথা স্পষ্ট করিয়াই বলা হইয়াছে। অবিবাহিতা কন্যাদিগের পিতা, পিতামহ এবং প্রপিতামহ পর্য্যন্তই

পাদিত্বম্। অতএব কন্যায়াঃ প্রপিতামহভ্রাত্রা, তৎসন্ততিভিঃ

সাপিণ্ড্য, অতএব কন্যা হইতে পঞ্চমপুরুষ, কন্যার বৃদ্ধপ্রপিতামহ বা তাহার সন্ততির সহিত কন্যার যে সাপিণ্ড্য থাকে না, ইহা পূর্ব্বেই সিদ্ধ করা হইয়াছে। (১) সুতরাং প্রপিতামহের ভ্রাতা এবং তদীয় সন্ততিবর্গের সহিত

(১) নিম্নে সাপিণ্ড্যের একটি চিত্র অর্পিত হইল



আপনার অধস্তন প্রত্যেক ব্যক্তি হইতে আর অধস্তন ৭ সাত পুরুষ পর্য্যন্ত সপিণ্ড চলিবে না।

সহ সাপিণ্ড্যাভাবাৎ কন্যামরণজননয়োস্তেষাং সাপিণ্ড্যাশৌচং নাস্তি, কিন্তু সমানোদকনিমিত্তমেবাশৌচম্। এবং "তেষামপি জননমরণয়োঃ কন্যানামি"তি শূলপাণিঃ ॥ ১৭৬ ॥

যত্ত কূর্ম্মপুরাণম্,—

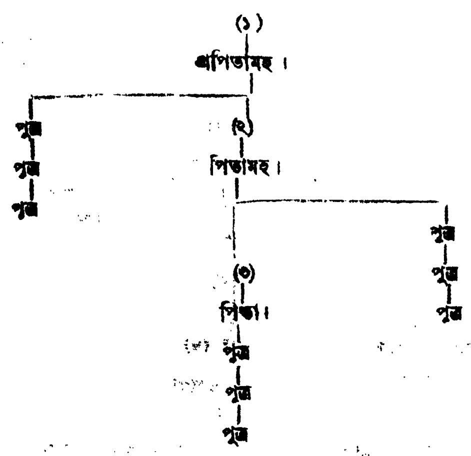
"অপ্রত্তানাং তথা স্ত্রীণাং সাপিণ্ড্যং সাপ্তপৌরুষম্।
প্রত্তানাং ভর্ত্তৃসাপিণ্ড্যং প্রাহ দেবঃ পিতামহঃ ॥"

মরণজননয়োঃ কন্যায়া মরণজননয়োঃ। তেষামপি কন্যায়াঃ প্রপিতামহভ্রাতৃতৎসন্তানানামপি ॥ ১৭৬ ॥

কন্যার সপিণ্ডতা না থাকায়, কন্যার জন্ম বা মরণে তাহাদিগের সাপিণ্ড্যাশৌচ হয় না, কিন্তু কেবলমাত্র সমানোদকতা নিমিত্ত অশৌচই হয়। এবং "প্রপিতামহের ভ্রাতা বা তদীয় সন্ততিবর্গের জন্ম বা মৃত্যুতে কন্যারও ঐরূপ অশৌচ হয়," শূলপাণি এই কথা বলিয়াছেন। ১৭৬।

তবে যে আমরা রত্নাকর নামক গ্রন্থে উদ্ধৃত কূর্ম্মপুরাণের এইরূপ একটি বচন দেখিতে পাই, "অদত্তা দুহিতাদিগের সাপ্তপুরুষব্যাপী সাপিণ্ড্য, এবং দত্তাদিগের

কন্যার সাপিণ্ড্য। (১)



---

(১) এখানে কেবল কন্যার অশৌচ বিষয়ে সাপিণ্ড্য দেখান হইল। বিবাহ বিষয়ে [illegible] স্থানান্তরে দেখান হইয়াছে।

ইতি রত্নাকরধৃতং, তৎ বিবাহে পিতৃপক্ষবিষয়মিতি। যথা বিষ্ণুপুরাণম্,—

"সপ্তমীং পিতৃপক্ষাচ্চ মাতৃপক্ষাচ্চ পঞ্চমীম্।
উদ্বহেত দ্বিজো ভার্য্যাং ন্যায়েন বিধিনা নৃপ॥"

"সপ্তমীং" "পঞ্চমীং" পরিহৃত্যেতি শেষঃ। 'ভর্ত্তৃসাপিণ্ড্য'-মিত্যত্রাপি "সাপ্তপৌরুষমিত্যনুষজ্যতে, তেন ভর্ত্তৃসমানসাপিণ্ড্য-মিত্যর্থঃ। শঙ্খলিখিতৌ,—

"সপিণ্ডতা তু সর্ব্বেষাং গোত্রতঃ সাপ্তপৌরুষী।
পিণ্ডশ্চোদকদানঞ্চ শৌচাশৌচং তদানুগম্॥"

গোত্রতঃ গোত্রৈক্যে, তেন মাতামহকুলে কদাচিৎ ষট্পুরুষ-

অত্র বিষয়ে যথরনে ইত্যাদিশ্লোকঃ পূর্ব্বমেব দর্শিতঃ। মাতামহাদিত্রয়াস্তমস্ত

স্বামীর সপিণ্ডের সহিত সাপিণ্ড্য, এই কথা পিতামহদেব বলিয়াছেন।" এই সাতপুরুষব্যাপী সাপিণ্ড্যকে একমাত্র বিবাহস্থলেই পিতৃপক্ষবিষয়ক সাপিণ্ড্য বলিয়াই ধরিতে হইবে, অশৌচাদি সম্বন্ধে নহে। বিবাহস্থলে পিতৃপক্ষীয় সপ্তমী কন্যা পর্য্যন্ত যে সপিণ্ডরূপে পরিগণিত হয়, একথা বিষ্ণুপুরাণে উল্লিখিত হইয়াছে, যথা—"হে রাজন্! দ্বিজগণ পিতৃপক্ষ হইতে সপ্তমী কন্যাকে এবং মাতৃপক্ষ হইতে পঞ্চমী কন্যাকে পরিত্যাগ করিয়া ধর্ম্মশাস্ত্রীয় বিধি অনুসারে ভার্য্যা গ্রহণ করিবে।" উক্ত কূর্ম্মপুরাণের বচনে বিবাহিতা স্ত্রীদিগের যে, স্বামীর সপিণ্ডের সহিত সাপিণ্ড্য বলা হইয়াছে, সে স্থলেও সপ্তপুরুষব্যাপী সাপিণ্ড্যেরই অনুবৃত্তি করা হইয়াছে। অতএব তাহাদের সাপিণ্ড্যকে ও স্বামীর সহিত তুল্যরূপই বুঝিতে হইবে। সপিণ্ডতা যে, সাধারণতঃ সাতপুরুষব্যাপীই হইয়া থাকে, তদ্বিষয়ে শঙ্খ এবং লিখিতের একটি বচন, যথা—"একগোত্রসম্ভূত সকল ব্যক্তিরই সাতপুরুষ পর্য্যন্ত সাপিণ্ড্য হয়; পিণ্ড, উদকদান এবং শৌচাশৌচ তদনুগামীই হইয়া থাকে। মূলবচনে স্থিত "গোত্রতঃ" এই পদের অর্থ—এক গোত্রে অর্থাৎ একগোত্র বিশিষ্ট ব্যক্তিদিগেরই সাতপুরুষ পর্য্যন্ত পরস্পর সাপিণ্ড্য. এই জন্য ঘটনাক্রমে মাতামহকুলে মাতামহাদি তিনজনের মধ্যে কোন এক জনের অথবা সকলের বেঁচে থাকা হেতু ছয় পুরুষ পর্য্যন্ত (অতিবৃদ্ধ

পর্য্যন্তং পিণ্ডসম্বন্ধেহপি ন সপিণ্ডতা। তান্ সপ্তমপুরুষান্ আ-সমন্তাৎকারেণ পিণ্ডাদিকমনুগচ্ছতীতি তদানুগম্ ॥ ১৭৭ ॥

এতেন "সপিণ্ডতা একশরীরাবয়বান্বয়েন ভবতি, তথাহি পিতুঃ শরীরাবয়বান্বয়েন পিত্রা সহ, এবং পিতামহাদিভিরপি পিতৃদ্বারেণ তৎশরীরাবয়বান্বয়াৎ, এবং মাতৃশরীরাবয়বান্বয়েন মাত্রা, মাতামহাদিভিরপি, এবং পত্যা সহ পত্ন্যা একশরীরারম্ভকতয়া সাপিণ্ড্যম্। তথাচ গর্ভোপনিষদি,—

জীবনদশায়াম্ অতিবৃদ্ধপ্রমাতামহাদিত্রয়াস্তরস্য পিণ্ডসম্বন্ধাৎ ষট্পুরুষপর্য্যন্তং সম্বন্ধ ইত্যেতংসূচনায়োক্তং কদাচিদিতি ॥ ১৭৭ ॥

এতেন বক্ষ্যমাণদোষেণ, ইত্যস্য অশাস্ত্রমিত্যনেনান্বয়ঃ। একশরীরেতি এতন্মতে পিণ্ডপদেন শরীরমুচ্যতে, সমানপদেন চ একমুচ্যতে ; তথাচ সাক্ষাৎ পরম্পরাসাধারণমেকশরীরাবয়বসম্বন্ধিত্বমেব সপিণ্ডত্বম্। সম্বন্ধশ্চ কচিত্তাদাত্ম্যং, কচিদ্বিলক্ষণকারণত্বং, কচিদ্বিলক্ষণজন্যত্বং, কচিৎ পরম্পরয়া বিলক্ষণকারণত্বং, কচিৎ পরম্পরয়া বিলক্ষণজন্যত্বং, কচিৎ সাক্ষাৎ পরম্পরয়া চ স্বজনকাজন্যত্বং, কচিচ্চ স্বজন্যজনকত্বং ; তস্য চাষ্টবাদিপুরুষেষ্বতি-

প্রমাতামহ হইতে ঊর্দ্ধতন আরও তিন পুরুষ পর্য্যন্ত) পিণ্ডসম্বন্ধ ঘটিলেও, তাহাদের সহিত সপিণ্ডতা হইবে না। মূলবচনস্থিত 'তদনুগ' কথাটির স্মার্ত্ত এইরূপ ব্যুৎপত্তি করিয়াছেন,—পিণ্ডাদি "সেই সাতপুরুষের আ সম্যক্ প্রকারে অনুগমন করে।" ১৭৭।

সপিণ্ডতা বিষয়ে যে নির্ণয় করা হইল, অর্থাৎ পিণ্ডঘটিত সম্বন্ধনিবন্ধনই সপিণ্ডতা হয় বলিয়া যে সিদ্ধান্ত করা হইল, তাহাতে মিতাক্ষরা এবং রত্নাকর প্রভৃতি গ্রন্থে পিণ্ড শব্দের শরীর, এবং স (সমান) শব্দের অর্থ এক, এইরূপ করিয়া, 'একই শরীরের অবয়বঘটিত সম্বন্ধ নিবন্ধনই সপিণ্ডতা হয়' বলিয়া যে, সাপিণ্ড্য শব্দের অর্থান্তর প্রদর্শিত হইয়াছিল, তাহাও নিরাকৃত হইল। তাহাদের মতটি এই,—'সাক্ষাৎ বা পরম্পরা সম্বন্ধে একই শরীরাবয়বের সম্বন্ধই সাপিণ্ড্যের হেতু। দেখ, পিতার শরীরাবয়বের সহিত পুত্রের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ থাকায় পিতা এবং পুত্র পরস্পর সপিণ্ড, এবং পিতাদ্বারা পরম্পরা সম্বন্ধে পিতামহাদির শরীরাবয়বের সহিত সম্বন্ধ থাকায় পৌত্রাদির সহিত তাহাদের সপিণ্ডতা হয়। এইরূপ মাতার শরীরের সম্বন্ধ থাকায়, মাতা এবং মাতামহাদির সহিত সাপিণ্ড্য হয়। পত্নীর সহিত পতির সম্মিলন অপত্য-

"এতৎ ষাট্‌কৌষিকং শরীরং, ত্রীণি পিতৃতস্ত্রীণি মাতৃতঃ, অস্থিস্নায়ুমজ্জানঃ পিতৃতঃ, ত্বঙ্‌মাংসরুধিরাণি মাতৃতশ্চে"তি তত্র তত্রাবয়বান্বয়প্রতিপাদনাৎ। নির্ব্বাপ্যপিণ্ডান্বয়েন তু সাপিণ্ড্যে, ভ্রাতৃপিতৃব্যাদিসাপিণ্ড্যং ন স্যাদিতি।

ব্যাপ্তিঃ, সপ্তমান্তত্বস্য প্রয়োগোপাধিত্বং স্বীকৃত্য বারণীয়া; প্রয়োগোপাধিত্বঞ্চ বিষয়তা-সম্বন্ধেন তত্তৎপদজন্যবোধং প্রতি অভাবসম্বন্ধেন প্রতিবন্ধকত্বম্। এষা চ রীতির্যোগ-রূঢ়িস্থলে বোধ্যা। তথাচোক্তং "রূঢ়ের্যোগাপহারিণী"তি। তথাহি বিষয়তাসম্বন্ধেন পঙ্কজাদিপদজন্যবোধং প্রতি অভাবসম্বন্ধেন পদ্মত্বাদেঃ প্রতিবন্ধকত্বম্, অতো ন পঙ্কজাদিপদাৎ শৈবালাদের্বোধঃ, মীমাংসকৈরন্যথাখ্যাতে স্বীকারাৎ ন ভ্রমমাদায় দোষঃ। ষাট্‌কৌষিকম্, অস্থিস্নায়ুমজ্জত্বঙ্‌মাংসরুধিররূপৈঃ ষড়ভিঃ কোষৈর্ঘটিতম্।

সম্বন্ধীয় একশরীরের আরম্ভ করে বলিয়া পত্নীর সহিতও পতির সাপিণ্ড্য। পতি এবং পত্নী, এই উভয়ের শরীরই যে, একশরীরের আরম্ভক, সে কথা গর্ভোপনিষদে বলা হইয়াছে। যথা "এই মনুষ্যশরীর ষাট্‌কৌষিক অর্থাৎ ছয়টি কোষের সম্মিলনে সমুৎপন্ন, তন্মধ্যে তিনটি কোষ পিতৃশরীর হইতে উৎপন্ন, এবং তিনটি মাতৃশরীর হইতে উৎপন্ন, অস্থি (হাড়), স্নায়ু (শিরা) এবং মজ্জা, এই তিন পিতৃশরীর হইতে উৎপন্ন হয়, এবং ত্বক্, মাংস, রুধির, এই তিনটি মাতৃশরীর হইতে উৎপন্ন হয়।" এইরূপ যে যে পুরুষে সপিণ্ডতা স্বীকৃত হইয়াছে, সেই সেই পুরুষের সহিত সাক্ষাৎ বা পরম্পরা সম্বন্ধে একশরীরসম্বন্ধই প্রতিপাদিত করা হইয়াছে, অন্যদিকে দেয় পিণ্ডের (পিণ্ডির) সহিত সম্বন্ধানুসারে সপিণ্ডতা স্বীকার করিলে, ভ্রাতা এবং পিতৃব্যাদির সহিত আর সপিণ্ডতা হইতে পারেনা, কিন্তু ভ্রাতা এবং পিতৃব্যাদির সহিত সপিণ্ডতা সর্ব্ববাদিসম্মত, সুতরাং ভ্রাতা এবং পিতৃব্যাদিও সপিণ্ডতার লক্ষণের অন্যতম লক্ষ্যস্থল। এক্ষণে দেখ, "দেয়পিণ্ডের সহিত সম্বন্ধানুসারেই সপিণ্ডতা হয়। সাপিণ্ড্যের এইরূপ লক্ষণ করিলে, উক্ত লক্ষ্যস্থলে লক্ষণের অগমন হেতু 'অব্যাপ্তি' নামক দোষ হয়। যদি বল, ভাল, আমার লক্ষণে যেমন তুমি 'অব্যাপ্তি' দোষ দেখাইতেছ, তোমার কৃত সপিণ্ডতার লক্ষণের লক্ষ্যাতিরিক্ত স্থলে গমন হেতু উহাতেও অতিব্যাপ্তি নামক দোষ আসিয়া উপস্থিত হইয়েছে; কেননা, তুমি বলিতেছ,

অতিপ্রসঙ্গস্তু সপ্তাম্যত্তমত্বেন প্রয়োগোপাধিনা নিরসনীয়ঃ। যদ্যেবং মাতামহাদীনামপি মরণে সপিণ্ডত্বেন দশাহাশৌচং প্রাপ্নোতি, স্যাদেতদ্‌যদি “মাতামহানাং মরণে ত্রিরাত্রং স্যাদশৌচকম্।” ইত্যাদি বিশেষবচনং ন স্যাৎ। “যত্র তু বিশেষবচনং নাস্তি তত্র দশাহমি”তি মিতাক্ষরারত্নাকরা-

নির্ব্ব্যাপ্যপিণ্ডান্বয়েন দেয়পিণ্ডান্বয়েন। অতিপ্রসঙ্গশ্চ অষ্টমনবমাদিপুরুষেষ্বতিপ্রসঙ্গশ্চ। তত্র দশাহমিতি তথাচ এতন্মতে প্রমাতামহাদিমরণে সম্পূর্ণাশৌচং বিশেষবচনাভাবাৎ, তচ্চ ন যুক্তিসহং, মাতামহমরণে ত্রিরাত্র, প্রমাতামহাদিমরণে সম্পূর্ণাশৌচমিতি বিষমশিষ্টত্বাপত্তেরিতি ধ্যেয়ম্। নন্বু লেপভাজাং পিণ্ডভোক্তৃত্বাভাবাৎ ভবন্মতে কথং

“সাক্ষাৎ বা পরম্পরা সম্বন্ধে একশরীরের সহিত সম্বন্ধই সপিণ্ডতার কারণ” সপিণ্ডতার এইরূপ লক্ষণ করিলে, সপ্তম পুরুষের অতিরিক্ত অষ্টম নবমাদি পুরুষেও সপিণ্ডতা থাকিবার কোন ব্যাঘাতই দৃষ্ট হয়না, কিন্তু অষ্টম নবমাদি পুরুষে সপিণ্ডতা কেহই স্বীকার করেনা, উহারা সপিণ্ডতা লক্ষণের অতিরিক্ত স্থল; এই লক্ষ্যাতিরিক্ত স্থলে লক্ষণের গমন হেতু অতিব্যাপ্তি দোষ অনিবার্য্য হইয়া পড়ে। ইহার উত্তরে আমি বলিব, সপিণ্ড কথাটীর ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থ ঐরূপ হইলেও কেবল ঐ যৌগিক অর্থানুসারেই উহার প্রয়োগ হয়না, উহার সহিত এইরূপ একটি বিশেষ অর্থেরও যোগ করিতে হইবে, যথা—“সপ্তম পুরুষের মধ্যে যাহাদের সহিত উক্তরূপ একশরীরের সম্বন্ধ বর্ত্তমান হইবে, তাহারাই পরস্পর সপিণ্ড” এইরূপ যোগরূঢ় অর্থেই উহার প্রয়োগ হইয়া থাকে; সুতরাং তুমি যে অতিপ্রসঙ্গ বা অতিব্যাপ্তি দোষের আশঙ্কা করিয়াছিলে, তাহা আর হইতে পারিল না। যদি বল, সাপিণ্ড্যের লক্ষণ তুল্যরূপেই বর্ত্তমান থাকায়, মাতামহাদির মরণেও দশাহাশৌচ না হয় কেন? ইহার উত্তরে আমি বলিব, “মাতামহের মরণে ত্রিরাত্র অশৌচ হইবে।” এইরূপ বিশেষ বচন থাকাতেই মাতামহের মরণে ত্রিরাত্রাশৌচ হইয়া থাকে, এই বিশেষ বচনটি না থাকিলে, মাতামহের মরণেও সপিণ্ডতা হিসাবে দশরাত্রাশৌচ নিশ্চয়ই হইত। “যে স্থলে এরূপ বিশেষ বচন দৃষ্ট হয় না, সে স্থলেও দশরাত্রাশৌচই হইয়া থাকে।” পূর্ব্বে যেরূপ ভাবে সাপিণ্ড্য বিষয়ক নির্ণয় করা হইয়াছে, তাহা দ্বারা মিতাক্ষরা এবং রত্নাকরের এই মতও খণ্ডিত হইল।

ত্রিমত্তরূপাত্তম্। "লেপভাজ" ইত্যাদিবাচনিকেঽর্থে সাপিণ্ড্যে একশরীরাবয়বান্বয়রূপস্বকপোলরচিতার্থানবকাশাৎ। নির্ব্বাপ্য-পিণ্ডসম্বন্ধেন ভ্রাত্রাদীনাং সাপিণ্ড্যস্ত মৎস্যপুরাণবৌধায়নাভ্যাং পূর্ব্বমুক্তত্বাৎ। কামধেনুহারলতাকল্পতরুপারিজাতকারাদিভি-স্তথৈব ব্যাখ্যাতত্বাচ্চ॥ ১৭৮॥

সাপিণ্ড্যং তত্রাহ বাচনিকে ইতি। তথাচাত্র পিণ্ডপদেন পিণ্ডো লেপশ্চ বচনবলা-দুচ্যতে ইতি ভাবঃ। নমু ভ্রাত্রাদীনাং পিণ্ডলেপয়োঃ সম্বন্ধাভাবাৎ কথং সাপিণ্ড্যং তত্রাহ নির্ব্বাপ্যেতি, যেয়েত্যর্থঃ। মৎস্যপুরাণেতি "লেপভাজশ্চতুর্থাদ্যা"ইত্যাদি-মৎস্যপুরাণবচনেনেত্যর্থঃ। পিণ্ডলেপয়োঃ সম্বন্ধাৎ সাপিণ্ড্যং মাৎস্যে উক্তং, তয়োঃ সম্বন্ধো ভ্রাত্রাদিষু যথাস্তি, তথা তত্রৈব ব্যাখ্যাতম্। বৌধায়নসূত্রং প্রপিতামহ-পিতামহা ইত্যাদি। নমু অনয়া রীত্যা সাপিণ্ড্যমুক্তং তথা কেনাপি ন ব্যাখ্যাতং তত্রাহ কামেতি॥ ১৭৮॥

কেননা, এক পিণ্ডের সহিত সম্বন্ধ না থাকিলেও কেবল বচনপ্রভাবে "লেপভোগী"-দিগকে যে, সপিণ্ড মধ্যে পরিগণিত করা হইয়াছে, তাহাতে তোমার স্বকপোল-কল্পিত একশরীরাবয়বের সম্বন্ধমূলক সাপিণ্ড্যবিষয়ে প্রদর্শিত যুক্তির প্রবেশ হইতেই পারে না; বাচনিক অর্থে আর যুক্তি খাটে না। দেখ, তোমার কল্পিত যুক্তিমূলক সাপিণ্ড্যের লক্ষণই যদি শাস্ত্রকার ঋষিদিগের সম্মত হইত, তবে তাঁহারা লেপভোগীদিগের সপিণ্ড্য প্রতিপাদনার্থ কখনই আর বিশেষ বচনের অবতারণা করিতেন না; যেহেতু "একশরীর সম্বন্ধনিবন্ধন সপিণ্ডতা"ও তাহাদের আপনা হইতেই সিদ্ধ হইয়াছিল। যদি বল আচ্ছা, লেপভোগীদিগের যেন বচনবলেই সাপিণ্ড্য হইল, কিন্তু ভ্রাতা প্রভৃতির সহিত পিণ্ড বা লেপ, ইহার কোনটিরই সম্বন্ধ না থাকায়, তাহারা তোমার মতে সপিণ্ড হয় কিরূপে? ইহার উত্তরে আমি বলিব, "দেয় পিণ্ড বা তল্লেপভাগিত্বরূপ সম্বন্ধ নিবন্ধনই যে, ভ্রাতা প্রভৃতির সহিতও সাপিণ্ড্য ঘটে, ইহা পূর্ব্বেই পূর্ব্বোল্লিখিত "লেপভাজশ্চতুর্থাদ্যাঃ" ইত্যাদি মৎস্যপুরাণীয় বচনের এবং "প্রপিতামহ-পিতামহা" ইত্যাদি বৌধায়নসূত্রের ব্যাখ্যা দ্বারা বিশদরূপেই বুঝান হইয়াছে। কেবল আমিই যে, ঐরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছি, তাহা নহে, কামধেনু, হারলতা এবং কল্পতরু প্রভৃতি নিবন্ধে এবং পারিজাতকার প্রভৃতি নিবন্ধকারগণও ঐরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ১৭৮।

রেতঃশোণিতপরিণামরূপত্বাদপত্যশরীরস্য ভবতু বা তথা। পত্যা সহ পত্ন্যা একশরীরারম্ভকতায়াঃ প্রত্যক্ষবাধিতত্বাৎ কথং সাপিণ্ড্যম্? প্রমাতামহাদীনাং বিশেষবচনাভাবাৎ সপিণ্ডত্বেন দশাহাদ্যশৌচপ্রসঙ্গাচ্চ, মাতামহাদৌ সাপিণ্ড্যস্য লোকবেদবিরুদ্ধত্বাচ্চ। ভবতু বা পত্যা সহ পত্ন্যা এক-

---

ভবতু তথা, ভবতু একশরীরাবয়বান্বয়ঃ; তথা হি একস্যাপত্যশরীরস্য অবয়বঃ অস্থ্যাদিত্রয়ং ত্বগাদিত্রয়ঞ্চ, তত্রাস্থ্যাদিত্রয়ং রেতসা জন্যতে ত্বগাদিত্রয়ঞ্চ শোণিতেন; অতস্তদন্বয়ো ভবতু ইত্যর্থঃ। একশরীরারম্ভকতায়াঃ একশরীরসমবায়িকারণতায়াঃ। যদ্যেকশরীরারম্ভকত্বং যথা কথঞ্চিদ্রূপেণ একশরীরনিমিত্তত্বং বাচ্যম্, অতো দোষান্তরমাহ প্রমাতামহাদীনামিতি। ননু প্রমাতামহাদীনাং দশাহাদ্যশৌচে ইষ্টাপত্তিঃ কর্ত্তব্যা অতো দোষান্তরমাহ মাতামহাদাবিতি। তত্র সাপিণ্ড্যব্যবহারাভাবাৎ লোকবিরুদ্ধত্বং মাতামহমরণে ত্র্যহাশৌচস্য বেদেন প্রতিপাদনাৎ প্রমাতামহা-

---

আর একটি কথা, তুমি যে, বলিয়াছ, পতি-পত্নীর সন্মিলন একশরীরের আরম্ভক বলিয়া, উঁহারা পরস্পর সপিণ্ড, একথারই বা ভাব কি? হাঁ তুমি যে, গর্ভোপনিষদের প্রমাণ দেখাইয়াছ, তাহাতে "অপত্য সকল রেতঃ এবং শোণিতের পরিণামরূপ বলিয়া, পতি এবং পত্নীর সন্মিলন, তাহাদের শরীরের আরম্ভক হইলেও কিন্তু পতি ও পত্নীর সন্মিলনে যে, ঐ উভয়ের এক (অভিন্ন ভাব) শরীর হইতে থাকে, এই ব্যাপারও, কেহ কখন প্রত্যক্ষ করে নাই; তবে, তাহারা পরস্পর সপিণ্ড হয় কিরূপে? আরও বলি, তুমি যে, বলিলে, মাতামহ সম্বন্ধে সপিণ্ড বলিয়া দশরাত্রাশৌচ প্রাপ্ত হইয়াছিল বটে, কিন্তু বিশেষ বচনাধীন তাহার ত্রিরাত্রাশৌচই বিহিত হইয়াছে, ঐরূপ বিশেষ বচন না থাকিলে, সকল সপিণ্ডের পরস্পর দশরাত্রাশৌচই হইবে, এইবা কি কথা হইল? এবং প্রমাতামহাদির সম্বন্ধে ঐরূপ বিশেষ বচন নাথাকায় তাহাদের মৃত্যুতে দশরাত্রাশৌচই বা না হইবে কেন? আরও দেখ, মাতামহাদিতে 'সাপিণ্ড্য' শব্দের কেহই ব্যবহার করে না, কিন্তু তোমার মতে উঁহাদিগকে সপিণ্ড বলিবার কোন বাধাই থাকে না, সুতরাং তোমার মতানুসারে মাতামহাদিতে সাপিণ্ড্য ব্যবহার লোকবিরুদ্ধ হইতেছে, এবং মাতামহমরণে বেদে ত্রিরাত্রাশৌচের বিধান করায় উঁহারা যে, 'সপিণ্ড' নয়, ইহাই বেদের অভিপ্রেত, কিন্তু তোমার মতানুসারে উঁহাদিগকে 'সপিণ্ড' বলিয়া নির্দ্দেশ করা বেদবিরুদ্ধও হইয়া

শরীরদ্বারা সাপিণ্ড্যং, তথাপি মনুবচনাৎ যথা সপ্তমান্তর্গতত্বং তদ্বৎ, তথা "গোত্রতঃ সাপ্তপৌরুষী"তি বচনাৎ গোত্রৈক্যমপি। প্রাগুক্তবচনাৎ কন্যায়াস্ত্রিপৌরুষম্, ঊঢ়ায়াশ্চ ভর্ত্তৃসপিণ্ডেন সাপিণ্ড্যমিতি চেৎ, তদৈতস্মাত্তেহপি ব্যবস্থায়াং ন ক্ষতিরিতি। অতএব সুমন্তুনাভিহিতং "যদ্দশম-পুরুষপর্য্যন্তমশৌচং, তৎ সপ্তমপুরুষাভ্যন্তরাশৌচায়নং

দীনাং দশাহাশৌচস্য বিষমশিষ্টত্বাপত্তেঃ বেদবিরুদ্ধত্বমিতি ভাবঃ। ইদানীং মিতাক্ষরাদিমতং ত্ব্যঙ্গীকারেণ স্বীকৃত্য পরিষ্কুরুতে ভবতু বেত্যাদিনা ন ক্ষতিরিত্যন্তেন। বচনাৎ "সপিণ্ডতা তু পুরুষে সপ্তমে বিনিবর্ত্ততে" ইতি বচনাৎ। গোত্রৈক্যমপীতি তদ্বন্মিতি পূর্ব্বেণান্বিতম্। প্রাগুক্তবচনাৎ "অপ্রত্তানাং ত্রিপৌরুষমি"তি বচনাৎ "প্রত্তানাং ভর্ত্তৃসাপিণ্ড্যমি"তি বচনাচ্চ; তথাচ একশরীরাবয়বান্বয়স্য তুল্যত্বেহপি বচনবলাৎ

পড়ে। আচ্ছা, যদিও বৈবাহিক মন্ত্রদ্বারা পতির সহিত পত্নীর একশরীর হয় বলিয়া উঁহাদিগের মধ্যে সপিণ্ডতা স্বীকার করা যায়, তাহ'লেও "সপ্তম পুরুষে সপিণ্ডতার নিবৃত্তি হয়" এই মনুবচনানুসারে, একশরীরসম্বন্ধ নিবন্ধন সপিণ্ডতা হইলেও সপ্তম পুরুষের মধ্যেই সপিণ্ডতা বর্ত্তমান হইবে, এইরূপ যেমন নিয়ম করিতে হইবে, সেইরূপ "একগোত্রসম্ভূত সাত পুরুষের মধ্যেই সপিণ্ডতা থাকিবে" এই বচনানুসারে, যে সাত পুরুষের মধ্যে সপিণ্ডতা থাকিবে, তাহারা পরস্পর যে, একগোত্রসম্ভূত হওয়া চাই, এইরূপ নিয়মও করিতে হইবে। এইরূপ সিদ্ধান্ত দ্বারা অবিবাহিতা কন্যাদিগের পিতার সহিত একগোত্রতা নিবন্ধন সাত পুরুষ পর্য্যন্ত সপিণ্ডতার প্রসক্তি হইলেও "অপ্রদত্তকন্যাদিগের পিতৃকুলে তিন পুরুষ পর্য্যন্ত সাপিণ্ড্য হয়" এই বচন অনুসারে তিন পুরুষ পর্য্যন্তই সাপিণ্ড্য হইবে, এবং "প্রদত্তকন্যাদিগের স্বামীর সপিণ্ডদিগের সহিতই সপিণ্ডতা হইবে," এই বচনানুসারে বিবাহিতা কন্যাদিগের ভর্তার সপিণ্ডদিগের সহিতই সপিণ্ডতা হইবে; একশরীরসম্বন্ধ নিবন্ধন সপিণ্ডতা স্বীকার করায় তুমি যে সকল দোষের উত্থাপন করিয়াছিলে, এক্ষণে কিন্তু যেরূপ ব্যবস্থা করা হইল, অর্থাৎ একশরীরসম্বন্ধই সপিণ্ডতার মূল কারণ হইলেও বচনবলে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিতে ভিন্ন ভিন্ন রূপ সাপিণ্ড্য হয়, ইহাতে আর ঐ সকল দোষের অবকাশ রহিল না। ইহার উত্তরে স্মার্ত্ত বলিতেছেন "ইতি চেৎ"

ত্রিরাত্রং, যথা ব্রাহ্মণানামেকপিণ্ডস্বধানামা দশমাৎ ধর্ম্ম-বিচ্ছিত্তির্ভবতি, আ সপ্তমাৎ ঋক্থবিচ্ছিত্তির্ভবতি, আ তৃতীয়াৎ স্বধাবিচ্ছিত্তির্ভবতি, অন্যথা পিণ্ডাশৌচক্রিয়াদ্যুচ্ছেদাদ্ ব্রহ্মহত্যুল্যো ভবতী”তি। অস্যার্থঃ,—একস্মিন্ সমানে পিণ্ডে স্বধা যেষাং তে তথা। যথা—

“একোদ্দিষ্টস্য পিণ্ডে তু অনুশব্দো ন যুজ্যতে।”

ইত্যত্র “অনু”শব্দেন অনুপদযুক্তমন্ত্রো লক্ষ্যতে।

সাপিণ্ড্যং ভিন্নমিতি ভাবঃ। অতএব সাপিণ্ড্যে সপ্তমান্তর্গতত্বস্য তত্ত্বত্বাদেব। আ দশমাদ্ধর্ম্মবিচ্ছিত্তির্ভবতি দশমপুরুষপর্য্যন্তং ত্রিরাত্রাশৌচং মাতামহসগোত্রায়াঃ কন্যায়াঃ সমানোদকতায়া অবিভাজ্যত্বঞ্চ ভবতীত্যর্থঃ। ত্রিরাত্রাশৌচাদিরূপধর্ম্মস্য বিচ্ছিত্তিঃ সমাপ্তিঃ; আঙোঽভিবিধিরর্থঃ; এবং পরত্র বোধ্যম্। আ সপ্তমাদৃক্থবিচ্ছিত্তির্ভবতি সপ্তমপুরুষপর্য্যন্তং সন্নিহিতত্বাভাবেঽপুত্রধনাধিকারো ভবতীত্যর্থঃ। আ তৃতীয়াৎ স্বধাবিচ্ছিত্তির্ভবতি ইতি তৃতীয়পুরুষপর্য্যন্তং শ্রাদ্ধাধিকারো ভবতীত্যর্থঃ; স্বধা বৈ পিত পা-

---

বচনানুসারে সপিণ্ডতার ব্যবস্থা করাই যদি তোমার শেষ সিদ্ধান্ত হয়, তাহ’লে তোমার এরূপ ব্যবস্থায় আমার মতেরও কোন ক্ষতি হইতেছে না। এই হেতুই অর্থাৎ সপ্তম পুরুষের মধ্যেই একপিণ্ডঘটিত সম্বন্ধ নিবন্ধন সপিণ্ডতা নিয়মিত হওয়াতেই সুমন্তও “পিণ্ডসম্বন্ধ সত্ত্বেই সপ্তম পুরুষের মধ্যে সাপিণ্ড্য” এই কথাই বলিয়াছেন,—যথা “দশমপুরুষ পর্য্যন্ত যে অশৌচ হয়, উহা সপ্তমপুরুষান্তর্গত ব্যক্তিদিগের অপেক্ষা ন্যূন অর্থাৎ ত্রিরাত্রাশৌচ।” এ বিষয়ে প্রমাণ যথা—‘একপিণ্ডস্বধাযুক্ত ব্রাহ্মণদিগের দশম পুরুষ অতীত হইবার পর ত্রিরাত্রাশৌচাদিরূপ ধর্ম্মের বিচ্ছেদ হয়, এবং সপ্তম পুরুষ অতিক্রম হইবার পর, ধনের বিচ্ছেদ হয়, তৃতীয় পুরুষ শেষ হইবার পর স্বধার বিচ্ছেদ হয়। যদি কেহ এই নিয়মের অন্যথাচরণ করে, অর্থাৎ এই নিয়ম অনুসারে কার্য্য না করে, পিণ্ড এবং অশৌচাদিক্রিয়ার উচ্ছেদ করা হেতু, সে ব্যক্তি ব্রহ্মহত্যাকারীর তুল্য পাপভাগী হয়।” স্মার্ত্ত ইহার অর্থ এইরূপ করিয়াছেন—“যাঁহাদের এক অর্থাৎ সমানসংখ্যক পিণ্ডে স্বধাশব্দের প্রয়োগ হয়, তাহাদিগকে একপিণ্ডস্বধাযুক্ত বলা যায়, যেমন “একোদ্দিষ্টের পিণ্ডে অনু শব্দের প্রয়োগ করা হয় না” এই বচনে

অনুপদযুক্তমন্ত্রস্ত “যে চাত্র ত্বামনু যাংশ্চ ত্বমনু তস্মৈ তে স্বধে”তি, তথা “পিণ্ডস্বধা” শব্দেন পিণ্ডসম্বন্ধি স্বধাশব্দযুক্তমন্ত্র-করণকদেয়জলং লক্ষিতম্। তথাচ

“ঊর্জ্জং বহন্তীরমৃতং ঘৃতং পয়ঃ কীলালং পরিস্রুতং স্বধা স্থ তর্পয়ত মে পিতৃন্” ইত্যনেন পিণ্ডান্ সিঞ্চেৎ ইত্যুক্তম্। ততশ্চ “একপিণ্ডস্বধানাং” সমানোদকানামিত্যর্থঃ। অতএব মনুঃ,—

“জন্মন্যেকোদকানান্তু ত্রিরাত্রাচ্ছুদ্ধিরিষ্যতে।” বিষ্ণু-পুরাণঞ্চ,—

“মাতৃপক্ষস্য পিণ্ডেন সম্বদ্ধা যে জলেন বা।” “মাতৃপক্ষস্য” মাতামহপক্ষস্য, পিণ্ডেন সম্বদ্ধাঃ সপিণ্ডাঃ, জলেন সম্বদ্ধাঃ সমানোদকা” ইতি শ্রাদ্ধবিবেকে ব্যাখ্যানম্।

মন্ত্রমিতি শ্রুতেঃ। পিণ্ডসম্বন্ধীতি ঊর্জ্জং বহন্তীরমৃতম্ ইত্যেতল্লক্ষণস্বধাশব্দযুক্তমন্ত্রকরণ-কপিণ্ডসেককরণীভূতং জলমিত্যর্থঃ। সমানোদকানাং সপ্তমোর্দ্ধদশমপর্য্যন্তানামিত্যর্থঃ।

স্থিত “অনু” শব্দ দ্বারা ‘অনু’ পদযুক্ত মন্ত্রের লক্ষণা করা হইয়াছে। ‘অনু’পদযুক্ত মন্ত্র যথা, “যে চাত্র, ত্বামনু যাংশ্চ, ত্বমনু তস্মৈ তে স্বধা’ এই মন্ত্রটি; সেইরূপ এ স্থলেও “পিণ্ডস্বধা” শব্দ দ্বারা, স্বধা-শব্দযুক্ত মন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক অর্থাৎ “ঊর্জ্জং বহন্তীঃ” ইত্যাদি মন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক পিণ্ডের উপর যে জলসেক করা হয়, সেই জলকেই লক্ষণা শক্তি দ্বারা বোধ করান হইয়াছে। তা হ’লেই “একপিণ্ড-স্বধাযুক্ত” এই পদের “সমানোদক” এইরূপ অর্থই হইল। এইজন্যই অর্থাৎ দশম পুরুষ অতীত হইবার পর ত্রিরাত্রাশৌচাদিরূপ ধর্ম্মের বিচ্ছেদ হয় বলিয়াই মনু বলিয়াছেন, “সমানোদকদিগের ত্রিরাত্রে শুদ্ধি হয়।” বিষ্ণুপুরাণেও পিণ্ড (পিণ্ডি) সম্বন্ধই যে, সাপিণ্ড্যের মূল এই কথাই বলা হইয়াছে। যথা “মাতৃ-পক্ষের সহিত যাহারা পিণ্ড অথবা জলদ্বারা সম্বন্ধ।” শ্রাদ্ধবিবেকে এই বচনের ব্যাখ্যা এইরূপ করা হইয়াছে,—“যাহারা, মাতৃপক্ষ অর্থাৎ মাতামহ পক্ষের সহিত পিণ্ডদ্বারা সম্বদ্ধ, তাহারা মাতামহসপিণ্ড, এবং যাহারা উঁহাদের সহিত

"অসম্বন্ধা ভবেদ্‌যা তু পিণ্ডৈনৈবোদকেন বা।" ইতি বিবাহেহপ্যুক্তম্। অত্র পুত্রিকায়াঃ পার্ব্বণে পিণ্ডোদকয়োঃ সম্বন্ধাৎ, কন্যামাত্রেহপি তদ্‌যোগ্যতাসত্ত্বাৎ কন্যাপি পিণ্ডোদকসম্বন্ধোচ্যতে। এতদনুসারাদপি তস্যাঃ সপিণ্ডতা বোধ্যা। তস্মা'দেকপিণ্ডস্বধানামি'ত্যনেন সমানোদকভাবঃ সমাখ্যাতঃ, ন

অতএব আ দশমাৎ ত্রিরাত্রাশৌচাদিরূপধর্ম্মবিচ্ছিত্তেরেব। পুত্রিকায়া ইতি পুত্রিকায়াঃ পুত্রস্থানাভিষিক্তত্বাদিতি ভাবঃ। তদ্‌যোগ্যতাসত্ত্বাৎ পুত্রিকাযোগ্যতাসত্ত্বাৎ। কন্যা কন্যামাত্রম্। প্রাগুক্তযুক্তেঃ পরবচনেনৈব সপিণ্ড্যসিদ্ধাবিত্যাদিপ্রাগুক্তযুক্তেঃ। অন্যথা ইতি একপিণ্ডস্বধানামা দশমাদূর্দ্ধবিচ্ছিত্তিরিত্যস্য দশমপুরুষপর্য্যন্তং পিত্রাদিজীবনাদিনা পিণ্ড-

---

জলদ্বারা সম্বন্ধ থাহারা মাতামহসমানোদক"। বিবাহস্থলীয় সাপিণ্ড্যনির্ণয়ের সময়ও পিণ্ড (পিণ্ডি) সম্বন্ধই যে সাপিণ্ড্যের মূল, এই কথা বলা হইয়াছে। যথা—"যে কন্যা পিণ্ডের (পিণ্ডির) অথবা উদকের সম্বন্ধ শূন্য" এস্থলে ইহাও বক্তব্য যে, সাধারণতঃ কন্যাদিগের স্বকীয় পূর্ব্বপুরুষের সহিত পিণ্ড বা উদকের সম্বন্ধ নাই বটে, কিন্তু পুত্রিকারূপে পরিগৃহীত কন্যার পার্ব্বণশ্রাদ্ধে অধিকার নিবন্ধন পূর্ব্বপুরুষগণের সহিত পিণ্ড এবং উদকের সম্বন্ধ ঘটে; যেহেতু সাধারণতঃ কন্যামাত্রেরই পুত্রিকারূপে পরিগৃহীত হইবার স্বরূপযোগ্যতা অবশ্যই স্বীকার্য্য হইতেছে; এই জন্যই সেই স্বরূপযোগ্যতা নিবন্ধনই কন্যামাত্রে পিণ্ড এবং উদকের সম্বন্ধ আরোপিত করা হয় বলিয়া কন্যামাত্রকেই 'পিণ্ডোদক সম্বন্ধা' বলা হইয়াছে। সুতরাং দেহসম্বন্ধ না ধরিয়াও পিণ্ডসম্বন্ধমূলকই যে কন্যার সপিণ্ডতা, ইহাই বুঝিতে হইবে। অতএব সুমন্তুর বচনস্থিত "একপিণ্ডস্বধাযুক্ত" পদদ্বারা সমানোদকত্ব ধর্ম্মই সূচিত করা হইয়াছে; উহা দ্বারা এরূপ তাৎপর্য্য ব্যক্ত করা হয় নাই যে, পিত্রাদির জীবদ্দশা নিবন্ধন যদি কাহারও দশম পুরুষ পর্য্যন্ত পিণ্ড এবং উদকের সম্বন্ধ ঘটে, তবে তাহার ঐ দশম পুরুষ পর্য্যন্তই সাপিণ্ড্য হইবে। পিণ্ড সম্বন্ধ ঘটিলেও যে, সাত পুরুষের উপর আর সাপিণ্ড্য হইবে না, এতদ্বিষয়ে পূর্ব্বোল্লিখিত কূর্ম্মপুরাণীয় বচনের ব্যাখ্যার সময় যুক্তি প্রদর্শিত হইয়াছে। আর একটি কথা, যদি পিণ্ডসম্বন্ধ ঘটার দরুণ দশম পুরুষ পর্য্যন্ত সাপিণ্ড্য বিধান করাই সুমন্তুর অভিপ্রেত হইত, তাহ'লে তাহার বচনে "একপিণ্ডস্বধানাং" এরূপ পদের প্রয়োগ না করিয়া "একপিণ্ডানাং"

তু দশমপুরুষপর্য্যন্তং পিত্রাদিজীবনাদিনা পিণ্ডসম্বন্ধেঽপি সাপিণ্ড্যং বিহিতম্ ; প্রাগুক্তযুক্তেঃ, স্বধেত্যস্য তদনুপযুক্তত্বেন বৈয়র্থ্যাপত্তেশ্চ। অপুত্রধনাধিকারস্তু সন্নিহিতবান্ধবাভাবে সপ্তমপুরুষপর্য্যন্তম্। মৃতপিতৃকস্য স্বধোপলক্ষিতশ্রাদ্ধাধিকারঃ পুরুষত্রয়পর্য্যন্তমিতি। অত্র 'স্বধা' শব্দো মন্ত্রপরঃ প্রসিদ্ধ এব, পিতৃভক্ষ্যপরোঽপি। তথাচ গুণবিষ্ণুধৃতা শ্রুতিঃ,—"স্বধা বৈ পিতৃণামন্ন"মিতি। দশমপুরুষানন্তরং সমানোদকত্বেঽপি ন ত্রিরাত্রং, কিন্তু পক্ষিণ্যাদি। তথাহি উদকক্রিয়ামধিকৃত্য

সম্বন্ধাৎ সাপিণ্ড্যমতঃ সাপিণ্ড্যরূপধর্ম্মবিচ্ছিত্তিরিত্যেতৎপরত্বে ইত্যর্থঃ। বৈয়র্থ্যাপত্তেরিতি একপিণ্ডান্বয়িত্বস্যৈব ক্রমাদিতি ভাবঃ। স্বধোপলক্ষিতেতি স্বধাশব্দেন মন্ত্রঃ পিতৃভক্ষণঞ্চোচ্যতে, অত্র তু লক্ষণয়া শ্রাদ্ধাধিকার উচ্যতে ইত্যর্থঃ। সমানোদকত্বেঽপীতি বক্ষ্যমাণপারস্করবচনাৎ সমানোদকত্বেঽপীত্যর্থঃ। নিষ্পাদয়ন্তীতি উদকদানমিতি

এইরূপ পদের মাত্র প্রয়োগ করিলেই চলিত, কারণ, উল্লিখিত রূপে ব্যাখ্যাত 'স্বধা' শব্দটীর সাপিণ্ড্যজ্ঞাপনের প্রতি কোন প্রকার উপযোগিতা না থাকায়, ঐ স্থলে উহার প্রয়োগ সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হইয়াই পড়িত। যদি বল, 'অপুত্র ব্যক্তির ধনাধিকার, নিকট সম্বন্ধীয় বান্ধবের অভাবে সাত পুরুষ পর্য্যন্ত গমন করে, এবং মৃতপিতৃক ব্যক্তিদিগের পিত্রাদি তিন পুরুষ পর্য্যন্তই স্বধাঘটিত শ্রাদ্ধ করিবার অধিকার হয়।' এ স্থলে "স্বধা" শব্দের আর তোমার উল্লিখিত 'জল' রূপ অর্থ ঘটিতেছে না। আমি বলিব, হাঁ এ স্থলে "স্বধা" শব্দের লাক্ষণিক অর্থ গৃহীত হয় নাই, কিন্তু এস্থলে "স্বধা" শব্দটীর মন্ত্রবাচক-রূপ প্রসিদ্ধ অর্থেরই গ্রহণ করা হইয়াছে ; তদ্ভিন্ন "স্বধা" শব্দের পিতৃগণের ভক্ষ্যদ্রব্যরূপ অর্থেরও সূচনা করা হইয়াছে। "স্বধা" শব্দটির যে, ভক্ষ্য দ্রব্যরূপ অর্থও হইতে পারে, তদ্বিষয়ে গুণবিষ্ণু একটি শ্রুতির উদ্ধার করিয়াছেন। যথা—"স্বধা শব্দটি পিতৃগণের অন্নের বাচক।" দশম পুরুষের ঊর্দ্ধতন পুরুষদিগের সহিত "সমানোদকত্ব" সম্বন্ধ থাকিলেও ত্রিরাত্রাশৌচ না হইয়া যে, পক্ষিণ্যাদি অশৌচ হইবে, ইহা জ্ঞাপন করাইবার জন্যই সূত্রস্থ বিশেষ করিয়া 'দশম পুরুষ পর্য্যন্তই সমানোদকতা'র কথা বলিয়াছেন। দশম পুরুষের উপরেও যে, উদকসম্বন্ধ বর্ত্তমান হয়, সে সম্বন্ধে উদকক্রিয়ার প্রক-

পারস্করঃ,—"সর্ব্বে জ্ঞাতয়ো ভাবয়ন্তি আ সপ্তমাদ্দশমাদ্বা সমানগ্রামবাসে যাবৎ সম্বন্ধমনুস্মরেয়ুর্ব্বে"তি। ভাবয়ন্তি নিষ্পাদয়ন্তি, উদকমিতি শেষঃ। অত্র "যাবৎ সম্বন্ধমনুস্মরেয়ু"-রেক কুলজাতা বয়মিতি স্মরণং তাবতীত্যনেনৈব সর্ব্বেষামুদক-দানে প্রাপ্তে, যদা সপ্তমাদ্দশমাদ্বেত্যুক্তং, তৎ সন্নিকর্ষ-তারতম্যেন অশৌচভেদেঽপ্যুদককর্ম্মণি সমানার্থমিতি। অশৌচ-ভেদস্তু সপ্তমপুরুষপর্য্যন্তং সপিণ্ডত্বাদ্দশাহঃ। ততো দশমপুরুষ-পর্য্যন্তং ত্র্যহঃ। তথাচ বৃহস্পতিঃ,—

"দশাহেন সপিণ্ডাস্তু শুধ্যন্তি প্রেতসূতকে।

শেষঃ। নমু দশমপুরুষানন্তরমপি সমানোদকত্বে সত্ত্বে কথং পৃথক্‌ পৃথগুক্তং তত্রাহ অত্র চেতি। সমানার্থমিত্যান্তি তথাহি প্রেতোদ্দেশ্যকে উদককর্ম্মণি যথা সপ্তমপুরুষপর্য্যন্ত-স্যাধিকারঃ তথা দশমপুরুষপর্য্যন্তস্য তদনন্তরমপি এককুলজাতা বয়মিতি স্মরণবতস্তাধিকার ইত্যর্থঃ। নমু সমানোদকত্বস্য তুল্যত্বাৎ কথমশৌচভেদস্তত্রাহ অশৌচভেদস্ত্বিতি।

রূপে পারস্করের বচন যথা—"সপ্তম পুরুষ পর্য্যন্ত হোক্‌ অথবা দশম পুরুষ পর্য্যন্ত হোক্‌, কিম্বা একগ্রামে বাস হইলে, যত পুরুষ পর্য্যন্ত ঐ মৃত ব্যক্তির সহিত একবংশজাতত্বরূপ সম্বন্ধের স্মৃতি থাকিবে, তাবৎ পুরুষ পর্য্যন্ত সমুদয় জ্ঞাতিগণ মৃত ব্যক্তির উদ্দেশে উদক ক্রিয়া সম্পাদন (তর্পণ) করিবে।" এস্থলে ইহাও বক্তব্য যে, যদিও "যত পুরুষ পর্য্যন্ত ঐ মৃত ব্যক্তির সহিত এক-পুরুষজাতত্বরূপ সম্বন্ধের স্মৃতি থাকে, অর্থাৎ অমুকের সহিত আমরা একবংশে জন্মিয়াছি, এইরূপ স্মরণ থাকে," এই কথা দ্বারা সমুদয় জ্ঞাতিবর্গের উদক-দানের প্রাপ্তি হইলেও আবার যে, "সপ্তম পুরুষ পর্য্যন্তই হোক্‌ অথবা দশম পুরুষ পর্য্যন্তই হোক" এইরূপ বিশেষ করিয়া বলা হইয়াছে, উহা দ্বারা এইরূপ অভিপ্রায় ব্যক্ত করা হইয়াছে যে,—পুরুষঘটিত সম্বন্ধনৈকট্যের তারতম্য অনু-সারে অশৌচের তারতম্য হইলেও, জলদান ক্রিয়ায় কিন্তু যাবতীয় জ্ঞাতি সমান ভাবেই অধিকারী। অশৌচের তারতম্য যথা,—'সপ্তম পুরুষপর্য্যন্ত সপিণ্ডতা নিবন্ধন দশাহ, তাহার পর হইতে দশম পুরুষ পর্য্যন্ত 'ত্রিরাত্র।' এ সম্বন্ধে বৃহস্পতির একটী বচন যথা—"জনন এবং মরণাশৌচ স্থলে সপিণ্ডই দশ

ত্রিরাত্রেণ সকুল্যাস্তু স্নাত্বা শুধ্যন্তি গোত্রজাঃ ॥"

এবঞ্চ সকুল্যপদং সমানকুলভবত্বসমাখ্যায়াপি ত্রিরাত্রাশৌচভাগিত্বেন দশমাবধিপুরুষপরং প্রতীয়তে। ততশ্চতুর্দ্দশপুরুষপর্য্যন্তং পক্ষিণী। ততশ্চ জন্মনামস্মৃতিপর্য্যন্তমেকাহঃ। তথাচ মিতাক্ষরাবিবাদচিন্তামণ্যোর্ব্বৃহন্মনুঃ,—

"সপিণ্ডতা তু পুরুষে সপ্তমে বিনিবর্ত্ততে।
সমানোদকভাবস্তু নিবর্ত্তেতা চতুর্দ্দশাৎ।
জন্মনাম্নঃ স্মৃতেরেকে তৎপরং গোত্রমুচ্যতে ॥"

অত্র সমানোদকদ্বৈবিধ্যে পূর্ব্বত্র গোতমঃ,—"পক্ষিণীমসপিণ্ডে" ইতি। পরত্র হারীতঃ,—

অত্র বৃহন্মনুবচনে। সমানোদকদ্বৈবিধ্যে ইতি আ চতুর্দ্দশাদিত্যেকঃ, জন্মনামস্মৃতেরিতি

রাত্রের পর শুদ্ধি লাভ করে, সকুল্যগণ ত্রিরাত্রে শুদ্ধিলাভ করে, এবং নৈকট্যসম্বন্ধ ভিন্ন সাধারণতঃ একগোত্রজ মাত্রেই স্নান করিয়া শুদ্ধ হয়।" এস্থলে ইহাও বক্তব্য যে, যদিও 'সকুল্য' এই কথাটী এককুলে (বংশে বা গোত্রে) যাহাদের জন্ম হইয়াছে, এইরূপ ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থ অনুসারে এক-গোত্রজ ব্যক্তি মাত্রেরই বাচক, তথাপি উক্ত বচনে "ত্রিরাত্রাশৌচভাগী হয়," এইরূপে সকুল্যদিগের নির্দ্দেশ করায়, এস্থলে 'সকুল্য' কথাটীকে 'দশম পুরুষ' পর্য্যন্তের বোধকই বলিতে হইবে। দশম পুরুষের পর হইতে চতুর্দ্দশ পুরুষ পর্য্যন্ত পক্ষিণী অশৌচ, তাহার পর যে পর্য্যন্ত জন্ম ও নামমাত্রের স্মৃতি থাকিবে, সে পর্য্যন্ত একাহ অশৌচ। এ সম্বন্ধে মিতাক্ষরা এবং বিবাদচিন্তামণি নামক গ্রন্থে বৃহন্মনুর একটি বচন উদ্ধৃত হইয়াছে, যথা—"সপ্তম পুরুষেই সপিণ্ডতার পর্য্যবসান হয়, চতুর্দ্দশ পুরুষ পর্য্যন্ত সমানোদকত্ব বর্ত্তমান হয়, কেহ কেহ বলেন, জন্ম এবং নামের স্মৃতি যত পুরুষ পর্য্যন্ত চলিয়া আসে, তত পুরুষ পর্য্যন্ত 'সমানোদক,' তাহার পর গোত্র হয়, অর্থাৎ সাধারণ গোত্র এই আখ্যা প্রাপ্ত হয়।" বৃহন্মনুর বচনে সমানোদকত্বের দুইটি পক্ষ দৃষ্ট হইতেছে, একপক্ষের মতে চতুর্দ্দশ পুরুষ পর্য্যন্ত সমানোদকত্ব চলিবে, দ্বিতীয় পক্ষের মতে জন্ম ও নামস্মৃতি পর্য্যন্ত। এই দুই পক্ষের মধ্যে পূর্ব্বপক্ষবাদী অর্থাৎ চতুর্দ্দশ

"মাতামহে ত্রিরাত্রং স্যাদেকাহন্ত্বসপিণ্ডকে" ইতি। অতএব "গোত্রজানামহঃ স্মৃতমি"তি জাবালবচনম্। ততঃ পরং সর্ব্বথা সমানোদকতানিবৃত্তিঃ।

"স্নানমাত্রং প্রকুর্ব্বীত স্নাত্বা শুধ্যন্তি গোত্রজা" ইতি বৃহস্পত্যুক্তত্বাদিতি ॥ ১৭৯ ॥

অথ সংক্ষেপঃ।—

জননাশৌচমধ্যে জননাশৌচান্তরপাতে পূর্ব্বাশৌচকালেন শুদ্ধিঃ। পূর্ণাশৌচান্তদিনে পূর্ণাশৌচান্তরপাতে অন্তিমদিনোত্তরদিনদ্বয়েন শুদ্ধিঃ। অন্তিমদিবসীয়োত্তরপ্রভাতে,

চৈকঃ, অতো দ্বৈবিধ্যমিতি। পূর্ব্বত্র আ চতুর্দ্দশাদিত্যত্র। পরত্র জন্মনামস্মৃতেরিত্যত্র। অতএব জন্মনামস্মৃতেরিত্যত্রৈব। সর্ব্বথেতি আ দশমাৎ আ চতুর্দ্দশাৎ ইত্যাদিনানারূপেণ সমানোদকতায়া নিবৃত্তেরিত্যর্থঃ ॥ ১৭৯ ॥

পুরুষ পর্য্যন্ত সমানোদকত্ববাদীদিগের জন্যই গৌতম "অসপিণ্ডে পক্ষিণী" এই বচন দ্বারা পক্ষিণী অশৌচের বিধান করিয়াছেন; আর যাজ্ঞী যে, "মাতামহে ত্রিরাত্র এবং অসপিণ্ডে একাহ" অশৌচের বিধান করিয়াছেন, তাহা জন্ম-নামস্মৃতি পর্য্যন্ত সমানোদকত্ববাদীদিগের জন্যই বলিতে হইবে। জাবালের যে, "গোত্রজদিগের একাহ অশৌচ কথিত হইয়াছে," এইরূপ একটী বচন দৃষ্ট হয়, উহাও জন্মনামস্মৃতিপর্য্যন্ত সমানোদকত্ববাদীদিগের সম্বন্ধেই বুঝিতে হইবে। তাহার পর সর্ব্ব মতানুসারেই সমানোদকত্বের নিবৃত্তি হয়। তাহার পর সাধারণ গোত্রজদিগের জন্য "সাধারণ গোত্রজগণ কেবল মাত্র স্নান করিবে, স্নানেই তাহাদের শুদ্ধি হয়" বৃহস্পতি কর্তৃক এইরূপ একটি বচন উক্ত হইয়াছে। ১৭৯ ॥

পূর্ব্বে অশৌচ সম্বন্ধে যে সকল বিচার করা হইয়াছে, এক্ষণে সংক্ষেপ করিয়া তাহা প্রদর্শিত হইতেছে—

(১) যদি একটি জননাশৌচের মধ্যে আর একটি জননাশৌচ সঙ্ঘটিত হয়, তাহা হইলে পূর্ব্বজাত অশৌচের কাল পর্য্যন্তই উহা স্থায়ী হইবে, পূর্ব্বজাত অশৌচের কাল শেষ হইলেই উভয়াশৌচেরই নিবৃত্তি হইবে।

(২) যদি একটি পূর্ণাশৌচের শেষদিনে আর একটি পূর্ণাশৌচ সঙ্ঘটিত

সূর্য্যোদয়াৎ পূর্ব্বং তৎপাতে, সূর্য্যোদয়াবধিদিনত্রয়েণ শুদ্ধিঃ। এবং মরণাশৌচেঽপি। বর্দ্ধিতদিনদ্বয়ত্রয়াভ্যন্তরে অশৌচান্তরপাতে, পূর্ব্বেণ শুদ্ধিঃ। অশৌচদ্বিতয়ান্ত্যদিনকৃত্যমেকদৈব, তদ্দ্বিতীয়দিনকৃত্যং তৎপরদিনে। অত্র চ দশমদিনতৎপ্রভাতয়োঃ স্বপুত্রজননে, পিতৃমাতৃভর্তৃমরণে চ, ন দিনদ্বয়ত্রয়বৃদ্ধিঃ, কিন্তু স্বাবধ্যেব সম্পূর্ণাশৌচমিতি। জ্ঞাতিজননাশৌচ-

অশৌচ সঙ্কেরঃ। তত্রাশৌচসঙ্করঃ। স্বপুত্রয়োর্জননে এতাবতা স্বপুত্রজননাশৌচস্য

হয়, তাহা হইলে ঐ পূর্ণাশৌচের শেষ দিনের আরও দুই দিন পরে শুদ্ধ হইবে, অর্থাৎ আরও দুইদিন অশৌচ বাড়িবে।

(৩) পূর্ণাশৌচের অন্তিম দিনের পরবর্ত্তী প্রভাতে অর্থাৎ যে প্রভাত হওয়াতে ঐ অন্তিম দিনের অবসান হয় সেই প্রভাতে সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে আর একটি পূর্ণাশৌচ সজ্বটিত হইলে, আরও তিন দিনের পর শুদ্ধি হইবে, অর্থাৎ তাহার পর আরও তিন দিন অশৌচ বাড়িবে।

(৪) উপরে জননাশৌচ সম্বন্ধে যে বক্তব্য করা হইল, মরণাশৌচ স্থলে ঐরূপই বুঝিতে হইবে।

(৫) পূর্ব্বোক্তরূপে বর্দ্ধিত দিনত্রয়ের মধ্যে যদি আর একটি পূর্ণাশৌচ সজ্বটিত হয়, তাহা হইলে, পূর্ব্ববর্দ্ধিত অশৌচের সহিতই উহার নিবৃত্তি হইবে। কাজেই তিন অশৌচের শেষ দিনের কর্ত্তব্য কার্য্য সকলের (ক্ষৌর দির) সেই একদিনেই অর্থাৎ ত্রয়োদশ দিনের দিনই অনুষ্ঠান করিবে। এবং তিন অশৌচান্তের দ্বিতীয়দিনকর্ত্তব্য কার্য্য সকলের (শ্রাদ্ধাদির) তাহার পর দিনে অর্থাৎ চতুর্দ্দশ দিনের দিন অনুষ্ঠান করিবে।

(৬) এস্থলে ইহাও বক্তব্য যে, পূর্ব্বোক্ত অশৌচের দশম দিনে (শেষ দিনের দিন) অথবা তৎপরবর্ত্তী প্রভাতকালে যদি কোন সপিণ্ডের নিজের ছেলে হয়, অথবা পিতা, মাতা কিম্বা (স্ত্রীলোকের) স্বামীর মৃত্যু হয়, তাহলে সেই মহাগুরুনিপাত অশৌচের উক্তরূপ দিনদ্বয় বা দিনত্রয় মাত্র যে বৃদ্ধি হইবে, তাহা নহে, কিন্তু যেদিন অর্থাৎ দশ দিনের দিন, অথবা তৎপরবর্ত্তী প্রভাতে, ঐরূপ অশৌচ সজ্বটিত হইবে, সেই দিন হইতেই সম্পূর্ণাশৌচ হইবে।

(৭) যদি পূর্ব্ব হইতে জ্ঞাতিমরণজন্য একটি পূর্ণাশৌচ চলিয়া আসে

মধ্যে স্বপুত্রজননে পূর্ব্বার্দ্ধে পূর্ব্বেণ, পরার্দ্ধে পরেণ শুদ্ধিঃ এবং জ্ঞাতিমরণমধ্যে পিতৃমাতৃভর্তৃমরণে তু পূর্ব্বার্দ্ধে পূর্ব্বাশৌচকালেন, পরার্দ্ধে পরাশৌচকালেন শুদ্ধিঃ। স্বপুত্রজননাশৌচান্তিমদিনতৎপ্রভাতয়োর্জ্ঞাতিজননেঽপি, পিতৃমাতৃভর্তৃমরণাশৌচান্তিমদিনতৎপ্রভাতয়োর্জ্ঞাতিমরণেঽপি, ন দিনদ্বয়ত্রয়বৃদ্ধিঃ কিন্তু পূর্ব্বেণ শুদ্ধিঃ। এবং বর্দ্ধিতপূর্ব্বাশৌচদ্বাদশত্রয়োদশদিনতৎপ্রভাতয়োর্মাতৃপিতৃভর্তৃমরণেঽপি ন দিন-

---

উপান্তদিনপর্য্যন্তং স্বপুত্রজননে পূর্ব্বেণৈব শুদ্ধিঃ। এবমুপান্তদিনপর্য্যন্তং পরম্পরং মাতা-

---

এবং তাহার মধ্যে কোন জ্ঞাতির নিজের ছেলে হয়, এবং ঐরূপ পুত্রজন্ম, যদি পূর্ব্বাশৌচের পূর্ব্বার্দ্ধে অর্থাৎ প্রথম পাঁচ দিনের মধ্যে হয়, তবে পূর্ব্বজাত অশৌচের সঙ্গেই উহার নিবৃত্তি হইবে, আর যদি ঐরূপ পুত্রজন্ম পূর্ব্বজাত অশৌচের পরার্দ্ধে অর্থাৎ শেষ পাঁচ দিনের মধ্যে হয়, তবে যাহার পুত্র জন্মাবে কেবল তাহারই পরজাত পুত্রজন্ম জন্য অশৌচ ঐ পুত্রের জন্মদিন হইতে আবার সম্পূর্ণরূপই হইবে।

(৮) যদি পূর্ব্ব হইতে জ্ঞাতিমরণ জন্য একটি পূর্ণাশৌচ চলিয়া আসে, এবং তাহার মধ্যে কোন জ্ঞাতির পিতা বা মাতার অথবা (কোন স্ত্রীলোকের) ভর্ত্তার মৃত্যু ঘটে এবং ঐরূপ মৃত্যু যদি পূর্ব্বজাত অশৌচের পূর্ব্বার্দ্ধ মধ্যে ঘটে, তবে পূর্ব্বাশৌচের সহিতই পরজাত অশৌচের নিবৃত্ত হইবে; আর যদি ঐরূপ মৃত্যু পূর্ব্বজাত অশৌচের পরার্দ্ধে সঙ্ঘটিত হয়, তবে, যাহার পিতা, মাতা বা ভর্ত্তার মৃত্যু হইবে, কেবল তাহারই ঐ মৃত্যুদিন হইতে আবার সম্পূর্ণরূপই অশৌচ হইবে।

(৯) নিজের পুত্র জন্য অশৌচের অন্তিম দিনে অথবা তৎপরবর্ত্তী প্রভাতে যদি একজন সপিণ্ড জ্ঞাতির জন্ম হয়, কিম্বা পিতা, মাতা, অথবা (স্ত্রীলোকের) ভর্ত্তার মৃত্যুজন্য অশৌচের অন্তিম দিনে অথবা তৎপরবর্ত্তী প্রভাতে কোন সপিণ্ড জ্ঞাতির মৃত্যু হয়, তাহলে পূর্ব্বোক্তরূপ দিনদ্বয় বা দিনত্রয় ধরিয়া আর পূর্ব্ব অশৌচের বৃদ্ধি হইবে না, কিন্তু পূর্ব্বজাত অশৌচের সঙ্গেই নূতন অশৌচের নিবৃত্তি হইবে।

(১০) এবং পূর্ব্বোক্ত নিয়মে পূর্ব্বজাত অশৌচ বারদিন অথবা তের

দ্বয়ত্রয়বৃদ্ধিঃ। স্বপুত্রয়োস্তু তথা জননে, মাতাপিত্রোস্তু পরম্পরং তথা মরণে চ দিনদ্বয়ত্রয়বৃদ্ধিঃ। জননাশৌচয়োস্তু সন্নিপাতে পূর্ব্বজাতো যদাশৌচাভ্যন্তরে মৃতস্তদা সপিণ্ডানাং সদ্যঃশৌচেন পূর্ব্বাশৌচনাশঃ, তন্নাশাদেব পরার্দ্ধজাতপিতৃমাতৃ-ব্যতিরিক্তানাং তেষাং পরজননাশৌচস্য নিবৃত্তিঃ। পূর্ব্ব-

---

দিন বৃদ্ধি পাইবার পর ঐ বার দিনের দিন কিম্বা তৎপরবর্ত্তী প্রভাতে, অথবা ঐ তের দিনের দিন, কিম্বা তৎপরবর্ত্তী প্রভাতে যদি কাহারও পিতা, মাতা অথবা (স্ত্রীলোকের) ভর্ত্তার মৃত্যু হয় তাহলে অশৌচের বৃদ্ধি হইবে না। পূর্ব্ববর্দ্ধিত অশৌচের সহিতই পরোক্তরূপ মহাগুরুনিপাত জন্য অশৌচেরও শেষ হইবে।

(১১) যদি কোন ব্যক্তির প্রথমে এক স্ত্রীর গর্ভে একটি পুত্র জন্মায়, ঐ পুত্রজন্মজন্য অশৌচের দশদিনের দিন অথবা তৎপরবর্ত্তী প্রভাতে, (অবশ্য অপর স্ত্রীর গর্ভেই বলিতে হইবে) আর একটি পুত্র জন্মায়, তাহলেও পূর্ব্বা-শৌচেরই যথাক্রমে দুই দিন অথবা তিন দিন বৃদ্ধি হইবে। এইরূপ মাতার মৃত্যু জন্য অশৌচের দশদিনের দিন অথবা তৎপরবর্ত্তী প্রভাতে যদি পিতার মৃত্যু হয়, কিম্বা পিতার মৃত্যু জন্য অশৌচের দশদিনের দিন অথবা তৎপরবর্ত্তী প্রভাতে যদি মাতার মৃত্যু হয়, এই উভয় স্থলে পূর্ব্বাশৌচেরই যথাক্রমে দুই দিন অথবা তিন দিন বৃদ্ধি পাইবে। (খ) টীকাকার কাশীরাম বলেন, এই যে নিজের পুত্রজন্মজন্য অশৌচের শেষ দিনে আর একটি সপুত্র জন্মিলে দুই দিন এবং তৎপরবর্ত্তী প্রভাতে দ্বিতীয় পুত্র জন্মিলে তিন দিন অশৌচবৃদ্ধির কথা বলা হইল, ইহাদ্বারা সূচনা করা হইয়াছে যে, প্রথম পুত্রজন্য জন্মাশৌচের অষ্টম দিনের আগের দিন পর্য্যন্ত দ্বিতীয় পুত্রের জন্ম হইলে, আর অশৌচের বৃদ্ধি হইবেনা। পিতা ও মাতার মৃত্যু সম্বন্ধেও এইরূপ বুঝিতে হইবে।

(১২) দুইটি জননাশৌচের এককালে সম্মিলন হইলে, যে দুইটি বালকের জন্ম হেতু ঐ দুইটি অশৌচ ঘটিয়াছে, তাহাদের মধ্যে প্রথমজাত বালকটি যদি অশৌচের মধ্যেই মৃত হয়, তাহাহইলে তন্মৃত্যুজন্য সপিণ্ডদিগের সদ্যঃ

(অ) আমরা যে এস্থলে পাঁচদিন বলিলাম, তাহা কেবল বুঝাইবার জন্য, ইহাদ্বারা যে বর্ণের যতদিন অবধি পূর্ণাশৌচ, তাহার অর্দ্ধেক দিনই বুঝিতে হইবে।

জাতপিত্রোরস্পৃশ্যত্বযুক্তং স্বস্বকালে জননাশৌচম্। পরজাত-মরণে তু ন তথা, তস্য পূর্ব্বজননাশৌচাবধি স্থায়িত্বাদিতি গুরু-চরণাঃ। এবং দ্বিতীয়জাতপিত্রোস্তু পূর্ব্বার্দ্ধজাত-মরণে পূর্ব্বা-শৌচকালাবধি অস্পৃশ্যত্বযুক্তমশৌচম্, পরার্দ্ধজাতমরণে তু স্বাবধি জননাশৌচম্ অস্পৃশ্যত্বযুক্তমিতি। ঔৎসর্গিকসম-সংখ্যদিবসীয়-জননমরণাশৌচয়োঃ সন্নিপাতে মরণাশৌচকালেন

পিত্রোর্ম্মরণে পূর্ব্বেণৈব শুদ্ধিরিতি সূচিতম্। গুরুচরণা ইতি পূর্ব্বার্দ্ধপাতিত্ব-পরার্দ্ধপাতি-ত্বাভ্যাং ন ব্যবস্থাভেদ ইতি প্রামাণ্যার্থমুক্তম্। এবঞ্চ তস্য পূর্ব্বজননাশৌচাবধি স্থায়িত্বে চ। পূর্ব্বার্দ্ধজাতমরণে পূর্ব্বার্দ্ধজাতদ্বিতীয়মরণে। ঔৎসর্গিকেতি স্বরূপকথনমাত্রম্। দ্বাদশা-

শৌচ হওয়ায়, উহাদ্বারা পূর্ব্বজাত বালকের জন্মজনিত অশৌচেরও নাশ হইবে, ঐ পূর্ব্বজাত বালকের জননাশৌচের নাশের সহিতই পরজাত বালকের জন্ম-জন্য অশৌচেরও নিবৃত্তি হইবে। আর যদি পরজাত বালক, পূর্ব্বজাত বালক-জন্মজন্য অশৌচের পরার্দ্ধে জন্ম গ্রহণ করে, তাহ লে ঐ পরজাত বালকের মাতা-পিতারই কেবল স্বপুত্রের জন্মদিন হইতে সম্পূর্ণ জননাশৌচ হইবে। পূর্ব্বজাত বালকের মৃত্যুতে তাহার পিতা-মাতার ঐ মৃত্যুকাল হইতেই পুত্রজন্য জননাশৌচই অস্পৃশ্যত্ব রূপ ধর্ম্মযুক্ত হইবে, সুতরাং পুত্রের মৃত্যুতে তাহাদের পূর্ব্ব অশৌচের আর নিবৃত্তি হইবেনা। পরে উৎপন্ন বালকের মৃত্যুতে কিন্তু সেরূপ পূর্ব্বাশৌচের নিবৃত্তি হইবেনা; কারণ, তাহার মৃত্যুজন্য অশৌচ পূর্ব্বোৎপন্ন জননাশৌচের নির্দ্দিষ্ট সীমা অবধিই স্থায়ী হয়, এইরূপ ব্যবস্থা স্মার্ত্তের গুরুর সম্মত পরোৎপন্ন বালক, যদি পূর্ব্বজননাশৌচের প্রথমার্দ্ধের মধ্যে জন্ম গ্রহণ করে, এবং ঐ পূর্ব্বাশৌচের মধ্যেই মৃত হয়, তাহ'লে ঐ পরোৎপন্ন বালকের মৃত্যুতে উহার পিতা-মাতারও পূর্ব্বাশৌচের নির্দ্দিষ্ট সীমা অবধিই অস্পৃশ্যত্বযুক্ত অশৌচ হইবে। পরোৎপন্ন বালক যদি পূর্ব্বাশৌচের পরার্দ্ধে জন্ম গ্রহণ করে, এবং পূর্ব্বাশৌচের মধ্যেই মৃত হয়, তাহা হইলে, বালকের মৃত্যুতে উহার জন্মদিন হইতে জাত জননাশৌচই আপনার নির্দ্দিষ্ট সীমা অবধি [illegible] তার পক্ষে অস্পৃশ্যত্বরূপ গুরুধর্ম্মযুক্ত হইবে।

(১৩) স্বরূপতঃ তুল্যদিনব্যাপী জননাশৌচ, এবং মরণাশৌচের এককালে সম্মিলন হইলে, মরণাশৌচের সহিতই জননাশৌচের নিবৃত্তি হইবে। কিন্তু

শুদ্ধিঃ। তদন্যকালয়োস্তু দীর্ঘাশৌচকালেন শুদ্ধিঃ। ততশ্চ পুত্রবত্যা বিংশতিরাত্রাশৌচান্তদিনে পত্যুর্ম্মরণে বহুকালীনাশৌচকালেন শুদ্ধিঃ। তথা সপিণ্ডদ্বয়জননজাত-দ্বাদশাহান্ত ত্রয়োদশাহান্তদিনে পিতৃ-মাতৃ-ভর্ত্তৃমরণেঽপি বহুকালীনাশৌচকালেন শুদ্ধিঃ। একাহে মরণদ্বয়ে যাবদশৌচং সর্ব্বগোত্রাস্পৃশ্যত্বম্। এবং সমানোদকমরণে অস্পৃশ্যত্বমেকরাত্রম্। বিদ্যুদাদিমরণেঽপি তথা। তেনৈতৎ ত্রিরাত্রং গুরু, বিদেশ-

---

এককালে সম্মিলিত জননাশৌচ এবং মরণাশৌচ যদি তুল্যদিনব্যাপী না হয়, অর্থাৎ উহাদের মধ্যে একটি বহুদিন এবং অপরটি অল্পদিন ব্যাপী হয়, তবে অধিকদিনব্যাপী অশৌচের সহিতই অল্পদিনব্যাপী অশৌচের নিবৃত্তি হইবে।

(১৪) বহুদিনব্যাপী অশৌচের সহিত অল্পদিনব্যাপী অশৌচের নিবৃত্তি হয় বলিয়াই পুত্রপ্রসবিনীর পুত্রজন্ম জন্য বিংশতিদিনব্যাপী অশৌচের শেষ দিনেও যদি পতির মৃত্যু হয়, তবে ঐ বহুদিনব্যাপী পুত্রজন্ম-জন্য অশৌচের সহিতই পতির মৃত্যুজন্য অশৌচের নিবৃত্তি হইবে।

বহুদিনব্যাপী অশৌচের সহিত অল্পদিনব্যাপী অশৌচের নিবৃত্তি হয় বলিয়াই প্রথমে একটি সপিণ্ডের জন্মহেতু যে দশদিন অশৌচ হইয়াছিল, তাহার অন্তদিনে অথবা তৎপরবর্ত্তী প্রভাতে আর একটি সপিণ্ডের জন্মহেতু যথাক্রমে দিনদ্বয় বা দিনত্রয় পূর্ব্বাশৌচের বৃদ্ধিনিবন্ধন দ্বাদশাহ অথবা ত্রয়োদশাহব্যাপী জননাশৌচের অন্তদিনে পিতা বা মাতার মৃত্যুজন্য অশৌচও ঐ বহুকালব্যাপী জননাশৌচের সহিতই নিবৃত্ত হইবে।

(১৫) একদিনে সপিণ্ডদ্বয়ের মৃত্যুতে যাবৎকাল অশৌচ তাবৎকাল পর্য্যন্ত অঙ্গাস্পৃশ্যত্ব হয়, সুতরাং উহা একটি গুরু অশৌচ। পূর্ব্বে একটি সপিণ্ডের মৃত্যুজন্য মরণাশৌচ ঘটিয়াছে, ঐ অশৌচের মধ্যেই একদিনে যদি আর দুইটি সপিণ্ডের মৃত্যু হয়, তাহা হইলে প্রথমজাত অশৌচ অপেক্ষা দ্বিতীয় অশৌচের গুরুত্বহেতু পূর্ব্বাশৌচের সহিত উহার নিবৃত্তি হইবে না, কিন্তু উহার যেদিন হইতে আরম্ভ হইয়াছে, সেইদিন হইতেই আপনার নির্দ্দিষ্ট পূর্ণকাল অবধি স্থায়ী হইবে। সমানোদকদিগের মৃত্যুতে একদিন মাত্র অঙ্গাস্পৃশ্যত্ব হয়। বিদ্যুৎ আদি দ্বারা মৃত্যুতেও ঐ একদিন জ্ঞাতিগণের অঙ্গাস্পৃশ্যত্ব হইয়া থাকে।

মরণত্রিরাত্রং লঘু, স্নানেনৈব অস্পৃশ্যত্বনিবৃত্তেঃ। এতয়ো-রুভয়োঃ সন্নিপাতে গুরুণৈব শুদ্ধিঃ। এবং বিদেশমৃতজ্ঞাতি-ত্রিরাত্রাৎ বিদেশমৃতপিতৃমাতৃভর্তৃত্রিরাত্রং গুরু, সম্পূর্ণাশৌচে তু অশক্তানামপি যাবদশৌচম্ অক্ষারলবণাশিত্বদর্শনাৎ। অত্রাপি তাবৎকালং তথাসিদ্ধত্বাৎ তত্রাপি গুরুণৈব শুদ্ধিঃ; তুল্যত্রিরাত্রয়োস্তু সন্নিপাতে পূর্ব্বেণৈব শুদ্ধিঃ। তথা কন্যা-পুত্রযমজোৎপত্তৌ মাতুর্মাসেন শুদ্ধিঃ। তয়োরশৌচমধ্যে তু একতরমরণে শূদ্রাভিন্নমাতুঃ কন্যামরণাৎ শুদ্ধিঃ, ন তু পুত্র-

হান্তদিনে ইত্যুপলক্ষণম্, একাদশদিনেঽপি বোধ্যম্। বিদেশমৃতপিতৃমাতৃভর্তৃত্রিরাত্রস্য গুরুত্বে হেতুমাহ সম্পূর্ণেতি। তাবৎকালমিতি ত্রিরাত্রাদিমরণেঽশৌচানন্তরমপি

সুতরাং বিদ্যুৎ আদি দ্বারা মৃত্যু জন্য ত্রিরাত্রাশৌচ গুরু, এবং বিদেশমৃত্যু শ্রবণজন্য ত্রিরাত্রাশৌচ লঘু; কারণ,বিদেশমৃত্যু শ্রবণজন্য অশৌচে যে অস্পৃশ্যত্ব জন্মে তাহার স্নান দ্বারাই নিবৃত্তি হয়। বিদ্যুৎ আদি দ্বারা মৃত্যুজন্য ত্রিরাত্রাশৌচ এবং বিদেশমৃত্যুশ্রবণজন্য ত্রিরাত্রাশৌচ, এই উভয় অশৌচ এককালে সম্মিলিত হইলে গুরু অশৌচের সহিতই লঘু অশৌচের নিবৃত্তি হইবে।

(১৬) অস্পৃশ্যত্বের তারতম্যই অশৌচের গুরুত্ব বা লঘুত্বের মূল হওয়াতেই বিদেশমৃত-জ্ঞাতির ত্রিরাত্রাশৌচ অপেক্ষা, বিদেশমৃত পিতা, মাতা বা (স্ত্রী-লোকের) ভর্ত্তার ত্রিরাত্রাশৌচকে গুরু বলিতে হইবে; কারণ পিতা, মাতা বা ভর্ত্তার মৃত্যুর সম্পূর্ণ অশৌচস্থলে অশক্ত পুত্র প্রভৃতির পক্ষেও অশৌচের নিবৃত্তি না হওয়া পর্য্যন্ত অক্ষারলবণ ভোজন বিহিত হওয়ায়, ঐ সকল মহাপুরুষের মৃত্যু জন্য ত্রিরাত্রাশৌচস্থলেও অশৌচকাল পর্য্যন্ত অক্ষারলবণ ভোজন করিতে হইবে; তাহা আপনা হইতে সিদ্ধ হইতেছে, সুতরাং বিদেশমৃত জ্ঞাতির ত্রিরাত্রাশৌচ এবং বিদেশমৃত পিত্রাদির ত্রিরাত্রাশৌচ এককালে সম্মিলিত হইলে, গুরু অশৌচের সহিতই লঘু অশৌচের নিবৃত্তি হইবে। তুল্যরূপ ত্রিরাত্রাশৌচের এককালে সম্মিলন হইলে কিন্তু পূর্ব্বাশৌচের সহিতই পরাশৌচের নিবৃত্তি হইবে।

(১৭) যদি কন্যা এবং পুত্র যমজভাবে উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে, মাতার মাসান্তে অশৌচের নিবৃত্তি হইবে। এবং অশৌচের মধ্যে যদি ঐ যমজ কন্যা

মরণাৎ। অত্রাঙ্গাস্পৃশ্যত্বযুক্তকন্যাজননাশৌচান্তং তদশৌচম্। অন্যেষান্তু প্রথমজাতমরণাচ্ছুদ্ধিঃ, ন পরজাতমরণাৎ। এবমন্যদ্‌ভাব্যং সুধীভিঃ। ইত্যশৌচসঙ্করঃ॥ ১৭০॥

অথ বিদেশস্থাশৌচম্।

অশৌচাভ্যন্তরে বিদেশস্থাশৌচশ্রবণে শেষাহোভিঃ শুদ্ধিঃ। অশৌচকালোত্তরশ্রবণে তু জ্ঞাতিজননে অশৌচং নাস্তি, পুত্রজননে তু সচেলস্নানাচ্ছুদ্ধিঃ। মরণাশৌচে তু বর্ষাভ্যন্তরে শ্রুতে ত্র্যহেণ শুদ্ধিঃ, সচেলস্নানাদস্পৃশ্যত্বনিবৃত্তিঃ; বর্ষোত্তর-

---

দিনত্রয়মক্ষারলবণান্নাশিত্বমতো বিদেশস্থপিত্রাদিমরণে পঞ্চরাত্রমক্ষারলবণান্নাশিত্বমিতি নিষ্কর্ষো বোধ্যঃ॥ ১৮০॥

ও পুত্রের মধ্যে একের মৃত্যু হয়, তাহ'লে শূদ্রজাতীয় ভিন্ন অপরজাতীয় মাতা মাত্রেরই কন্যার মরণে অশৌচের নিবৃত্তি হইবে, পুত্রমরণে অশৌচের নিবৃত্তি হইবে না; কারণ, পুত্রমৃত্যুজন্য অশৌচ, অঙ্গাস্পৃশ্যত্বযুক্ত কন্যাজননাশৌচের নির্দ্দিষ্ট সীমা পর্য্যন্ত স্থায়ী হইবে। মাতা ভিন্ন অপর ব্যক্তিদিগের পক্ষে ঐ যমজের মধ্যে প্রথম উৎপন্নের মৃত্যুতেই অশৌচের নিবৃত্তি হইবে, পরোৎপন্নের মৃত্যুতে নহে। সুধীগণ এইরূপ অন্যান্য অশৌচসঙ্কর স্থলে আপনারাই বিচার করিয়া স্থির করিবেন। অশৌচসঙ্করের বিচার সমাপ্ত হইল। ১৭০॥

বিদেশস্থ অশৌচের কথা।

(১) বিদেশে মৃত জ্ঞাতির অশৌচের মধ্যে যদি ঐ অশৌচের শ্রবণ হয়, তাহা হইলে, সেই অশৌচের যতদিন অবশিষ্ট থাকিবে, সেই কয়দিন মাত্র অশৌচ থাকিবে।

(২) বিদেশস্থ জ্ঞাতিজনন জন্য অশৌচ অতীত হইবার পর যদি উহার শ্রবণ করা হয়, তবে সাধারণ জ্ঞাতিজননস্থলে আর অশৌচ হইবে না, নিজ পুত্রজননস্থলেও কেবল সবস্ত্র স্নান করিলেই শুদ্ধি হইবে।

(৩) বিদেশস্থ জ্ঞাতিমরণ জন্য অশৌচের অশৌচের দিন অতীত হইবার পর এক বৎসরের মধ্যে শ্রবণ ঘটিলে, তিন দিন মাত্র অশৌচ হইবে

শ্রবণে স্নানেন শুদ্ধিঃ সপিণ্ডানাম্। মাতৃপিতৃভর্তৃ-মরণে তু বর্ষোত্তরমেকাহেন শুদ্ধিঃ, দ্বিবর্ষোত্তরশ্রবণে স্নান-মাত্রম্। পূর্ণাশৌচাতিক্রমে ত্র্যহাশৌচম্, ন তু বালাদ্যশৌচাতিক্রমে, সর্পদংশাদিমৃতে ত্রিরাত্রাদি বিদেশস্থাশৌচম্ ॥১৭১॥

অথ গর্ভস্রাবাশৌচম্।

গর্ভস্রাবে তু স্ত্রীণামেব ষণ্মাসাভ্যন্তরেঽশৌচম্, তচ্চ লৌকিকে কর্ম্মণি মাসসমসংখ্যদিনব্যাপকম্; দ্বিতীয়মাসাবধি মাসসমসংখ্যদিনাধিক্যাৎ একদিনাৎ পরং ব্রাহ্মণ্যা বৈদিককর্ম্মাধিকারঃ। দ্বিতীয়ে ত্রিভিঃ, তৃতীয়ে চতুর্ভিরেবং ক্রমেণ, ক্ষত্রি-

অথ বিদেশস্থাশৌচম্। ন বালাদ্যশৌচাতিক্রমে ন খণ্ডাশৌচাতিক্রমে; তদুক্তং প্রামাণিকৈঃ—"ন খণ্ডে খণ্ডমিষ্যতে" ইতি। খণ্ডাশৌচাতিক্রমেঽপি যত্র মরণমাত্রং শ্রুতং, দিনমাসাদিকন্তু বিশিষ্য ন জ্ঞাতং, তত্র শ্রবণদিনাবধি স্বস্বজাত্যুক্তাশৌচমিত্যোড়দেশীয়াঃ ॥ ১৮১ ॥

অথ গর্ভস্রাবাশৌচম্। মাসসমসংখ্যদিনাধিকাদিতি ব্রাহ্মণীক্ষত্রিয়াবৈশ্যাশূদ্রাণাং

এবং সবস্ত্র স্নানদ্বারা অস্পৃশ্যত্বের নিবৃত্তি হইবে। এক বৎসরের পর শ্রবণ ঘটিলে সাধারণ সপিণ্ডদিগের স্নানেই শুদ্ধ হইবে। নিজের মাতা ও পিতার মৃত্যু জন্য অশৌচ যদি এক বৎসরের পর শুনা যায়, তবে একদিনমাত্র অশৌচ হইবে, দুই বৎসরের পর শ্রবণ করিলে কেবল স্নানেই অশৌচের নিবৃত্তি হইবে।

(৪) পূর্ণাশৌচের দিন অতীত হইয়া গেলে, অশৌচ শ্রবণে ত্রিরাত্রাশৌচ হইবে। বালাদির মৃত্যুজন্য খণ্ডাশৌচের দিন কাটিয়া যাইবার পর উহার শ্রবণে আর অশৌচ হইবে না। সর্পদংশনাদিতে মৃতব্যক্তির তিন রাত্রি মাত্র অশৌচ হইবে ॥ ১৭১ ॥

গর্ভস্রাবাশৌচ।

(১) ছয়মাসের মধ্যে গর্ভস্রাব হইলে, স্ত্রীদিগেরই লৌকিক (ঘরকন্নার) ব্যবহারে মাত্র যতমাসের গর্ভ, ততদিন অশৌচ হইবে, এবং দুইমাসের গর্ভ হইতে মাসের সমসংখ্যক দিন অপেক্ষা ব্রাহ্মণ আদি জাতিভেদে একদিন করিয়া অধিক

য়ায়া দিনদ্বয়াৎ, বৈশ্যায়া দিনত্রয়াৎ, শূদ্রায়াস্তু ষষ্ঠদিনাদিতি হারলতাপ্রভৃতয়ঃ। সপ্তমাষ্টমমাসয়োঃ গর্ভপতনে স্ত্রীণাং সম্পূর্ণাশৌচম্। নির্গুণসপিণ্ডানাং পিত্রাদীনাম্ অহোরাত্রম্, যথেষ্টাচরণ-সপিণ্ডানাং ত্রিরাত্রম্; তচ্চ জাতস্য তদ্দিন এব মরণে জ্ঞেয়ং, দ্বিতীয়দিনাদৌ তু নবমাদিমাসজাতবালক-মরণবৎ ॥ ১৫২ ॥

যথাক্রমং মাসসমসংখ্যদিনাতিরিক্তম্ একরাত্রং, দ্বিরাত্রং, ত্রিরাত্রং, ষড়্‌রাত্রঞ্চ দৈবপৈত্র-কর্ম্মানধিকারো বোধ্যঃ। নির্গুণসপিণ্ডানামিতি পিত্রাদীনামিত্যর্থঃ ॥ ১৭২ ॥

অশৌচ হইবে, অর্থাৎ ব্রাহ্মণীর একদিন, ক্ষত্রিয়ার দুইদিন, বৈশ্যার তিনদিন এবং শূদ্রার ছয়দিন অশৌচ হইবে, এবং ঐরূপে বর্দ্ধিত দিনের পর তাহাদের বৈদিক কর্ম্মে অধিকার হইবে। অশৌচে ঘরকন্নার হাঁড়ি-কুঁড়ি ছোঁয়া লেপা প্রভৃতি লৌকিক কর্ম্মে, এবং পূজা-শ্রাদ্ধ আদি বৈদিক কর্ম্মেও প্রতিবন্ধকতা ঘটে। কিন্তু ছয়মাসের মধ্যে গর্ভস্রাব হইলে স্ত্রীদিগের লৌকিক কর্ম্মের প্রতি-বন্ধকতাকারী অশৌচ, যত মাস গর্ভ, ততদিন মাত্র হইবে, এবং বৈদিক-কর্ম্মের প্রতিবন্ধকতাকারী অশৌচ ব্রাহ্মণাদি জাতিভেদে, তদপেক্ষা একদিন করিয়া অধিক হইবে। দুইমাসের গর্ভের স্রাব হইলে ব্রাহ্মণীর তিনদিন বৈদিক-কর্ম্মের প্রতিবন্ধকতাকারী অশৌচ হইবে। তিন মাসের গর্ভস্রাব হইলে, ব্রাহ্মণীর চারদিন ঐরূপ অশৌচ হইবে, ইত্যাদি। দুইমাসের গর্ভস্রাবে ক্ষত্রিয়ার চারদিন, বৈশ্যার পাঁচদিন এবং শূদ্রার ছয়দিন বৈদিককর্ম্মের প্রতিবন্ধকতাকারী অশৌচ হইবে (ক)। হারলতা প্রভৃতি গ্রন্থে এইরূপই মীমাংসা করা হইয়াছে।

(২) সপ্তম বা অষ্টমমাসে গর্ভস্রাব ঘটিলে স্ত্রীদিগের সম্পূর্ণ অশৌচ হইবে, পিতা প্রভৃতি নির্গুণ সপিণ্ডদের অহোরাত্রব্যাপী অশৌচ হইবে, এবং যথেষ্টাচারী সপিণ্ডদিগের ত্রিরাত্রাশৌচ হইবে। যদি গর্ভস্রাবের দিনই বালকের মৃত্যু হয়, তবেই উক্তরূপ অশৌচ হইবে; আর যদি গর্ভস্রাবের পর-

(ক) দুইমাস গর্ভস্রাব স্থলে ব্রাহ্মণীর অশৌচ (২ ও ১ = ৩) দিন, ক্ষত্রিয়ার (২ ও ২ = ৪) দিন, বৈশ্যার (২ ও ৩ = ৫) দিন। শূদ্রার (২ ও ৪ = ৬) দিন এইরূপ ত্রিমাসের গর্ভস্রাবে ব্রাহ্মণীর (৩ ও ১ = ৪) দিন। ক্ষত্রিয়ারা (৩ ও ২ = ৫) দিন) বৈশ্যার (৩ ও ৩ = ৬) দিন। শূদ্রার (৩ ও ৪ = ৭) দিন এইরূপ হিসাবে।

অথ স্ত্র্যশৌচম্।

কন্যায়া জন্মপ্রভৃতি দ্বিবর্ষাভ্যন্তরমরণে সদ্যঃশৌচম্, তদুপরি বাগ্দানপর্য্যন্তম্ একাহঃ। বাগ্দানোত্তরবিবাহপর্য্যন্তং ভর্ত্তৃকুলে পিতৃকুলে চ ত্রিরাত্রং, বিবাহোত্তরন্তু ভর্ত্তৃকুল এব সম্পূর্ণাশৌচম্। সোদরভ্রাতুস্তু কন্যায়া আদন্তজন্মমরণে সদ্যঃশৌচম্, আ চূড়াদেকরাত্রকম্, আ প্রদানাৎ ত্রিরাত্রমিতি বিশেষঃ। দত্ত-

অথ স্ত্র্যশৌচম্। বাগ্দানোত্তরং বিবাহপর্য্যন্তমিতি বিবাহস্য কালনিয়মস্য গ্রাহ্যত্বাভাবাৎ যাবৎ কালেন বিবাহঃ তাবৎকালপর্য্যন্তং বাগ্দানোত্তরং ত্রিরাত্রম্; অকৃতে বাগ্দানে একরাত্রমেব। এবং বাগ্দানেঽপি ন নিয়মঃ আদ্যন্তজন্মেতি ষণ্মাসাভ্যন্তরং ভগিন্যা মরণে সদ্যঃশৌচং, তত্রাপি দন্তে জাতে একরাত্রম্। আ চূড়াদিতি ষণ্মাসোত্তরবর্ষ-

দিনে বা তৎপরদিন প্রভৃতিতে বালকের মৃত্যু হয়, তবে নবমমাসজাত বালকের মৃত্যুতে যেরূপ অশৌচের ব্যবস্থা করা হইয়াছে, সেইরূপই হইবে। ১৮২ ॥

স্ত্রীদিগের অশৌচ।

(১) কন্যার জন্মদিন হইতে দুই বৎসর বয়সের মধ্যে মৃত্যু হইলে, সদ্যঃশৌচ হইবে। দুই বৎসর বয়সের পর হইতে বাগ্দানযোগ্য সময়ের মধ্যে মৃত্যু হইলে একদিন এবং বাগ্দানের পর বিবাহের মধ্যে মৃত্যু হইলে ভাবী ভর্ত্তার বংশে এবং পিতৃকুলেও ত্রিরাত্র অশৌচ হইবে। বিবাহের পর কেবল স্বামিকুলেই সম্পূর্ণ অশৌচ হইবে, পিতৃকুলে আর অশৌচ হইবে না।

(২) কন্যার দাঁত উঠিবার পূর্ব্বে মৃত্যু হইলে, সহোদর ভ্রাতার সদ্যঃশৌচ হইবে, দাঁত উঠিবার পর চূড়াকালের মধ্যে মৃত্যু হইলে, সহোদর ভ্রাতার একরাত্র অশৌচ এবং চূড়াকালের পর বিবাহকালের মধ্যে মৃত্যু হইলেই ত্রিরাত্র অশৌচ হইবে, সহোদর ভ্রাতার পক্ষে ইহাই বিশেষ। (অ) দাঁত উঠিবার কাল ছয় মাস; কিন্তু যদি ছয়মাসের মধ্যে দাঁত উঠিয়া মরে, তবে একরাত্র অশৌচ হইবে। চূড়ার কাল দুই বৎসর বয়স; কিন্তু যদি দুই বৎসর মধ্যে চূড়াকরণ হইবার পর মরে, তাহ'লে ত্রিরাত্র অশৌচ হইবে। ইতি টীকাকার।

(অ) উপরি উল্লিখিত স্ত্রী-অশৌচ এবং পূর্ব্বোল্লিখিত বিদেশস্থশৌচ, সকল বর্ণের পক্ষেই সমান।

কন্যায়াঃ পিতৃগৃহে প্রসবমরণয়োঃ পিত্রোঃ শয়নাদিসংসর্গশূন্যেঽপি ত্রিরাত্রং, তথাবিধবন্ধুবর্গাণামেকরাত্রম্। ইদন্তু ত্র্যহাশৌচং বিশেষস্থাশৌচঞ্চ সর্ব্ববর্ণসাধারণম্ ॥ ১৮৩ ॥

অথ বালাদ্যশৌচম্।

নবমাদিমাসজাতবালস্য অশৌচকালাভ্যন্তরমরণে মাতাপিত্রোরস্পৃশ্যত্বযুক্তং তদেব স্বজাত্যুক্তজননাশৌচম্, জ্ঞাতীনাম্বশৌচং নাস্তি। নবমাদিমাসমৃতজাতয়োঃ কন্যাপুত্রয়োঃ পিতৃসপিণ্ডানাং মাত্রজননাশৌচম্; তচ্চ ব্রাহ্মণানাং দশাহম্, শূদ্রাণাং মাসম্। পুত্রজন্মনি মুখদর্শনাৎ পূর্ব্বং সচেলস্নানং কৃত্বা, পুত্রজন্মমুখদর্শননিমিত্তবৃদ্ধিশ্রাদ্ধং কৃত্বা, অশক্তৌ

বয়াভ্যন্তরে ইত্যর্থঃ। তত্রাপি চূড়াকরণে ত্রিরাত্রমেব। অত্র আ প্রদানাৎ ত্রিরাত্রমিতি দ্বিবর্ষোত্তরবিবাহপূর্ব্বকালাভ্যন্তরে ত্রিরাত্রমিত্যর্থঃ ॥ ১৮৩ ॥

অথ বাল্যাশৌচম্। ব্রাহ্মণানাং দশাহমিতি ক্ষত্রিয়াণাং, দ্বাদশাহঃ, বৈশ্যানাং

---

(৩) দত্তা কন্যাদিগের যদি পিতৃগৃহে প্রসব বা মৃত্যু হয়, ঐ প্রসূত বা মৃত কন্যার সহিত শয়নাদির সংস্পর্শ না থাকিলেও পিতা ও মাতার ত্রিরাত্র অশৌচ হইবে, এবং তথাবিধ বন্ধুবর্গের একরাত্র অশৌচ হইবে। ১৮৩।

বালাদ্যশৌচ।

(১) নবমাদি মাসে প্রসূত বালকের যদি জননাশৌচকালের মধ্যেই মৃত্যু হয়, তাহা হইলে পিতা ও মাতার পক্ষেও উহার জন্ম জন্য অশৌচই অস্পৃশ্যত্বরূপ একটি অধিক ধর্ম্মযুক্ত হইয়া, আপনার নির্দ্দিষ্টকাল অবধি বর্ত্তমান থাকিবে জ্ঞাতিগণের আর অশৌচ থাকিবে না।

(২) নবমাদি মাসে যদি কন্যা এবং পুত্র গর্ভ হইতে মৃতাবস্থায়ই প্রসূত হয়, তাহা হইলে, পিতৃসপিণ্ডাদিগের কেবলমাত্র জননাশৌচই হইবে (অ)।

(৩) পুত্রের জন্ম হইলে, মুখ দেখিবার পূর্ব্বে সবস্ত্র স্নান করিবার পর পুত্রজন্ম এবং মুখদর্শন নিমিত্তক বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ করিয়া, অশক্ত হইলে বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ

(অ) জননাশৌচ ব্রাহ্মণদিগের দশদিন, ক্ষত্রিয়দিগের বারদিন, বৈশ্যদিগের পোনের দিন এবং শূদ্রদিগের একমাস।

তদকৃত্বা, ব্রাহ্মণেভ্যো যথাশক্তি দত্ত্বা, বালকায় সফল-কাঞ্চনং দত্ত্বা, মুখং পশ্যেৎ। ততঃ পুনঃ সচেলস্নানম্। অন্যাশৌচমধ্যেঽপি জাতকর্ম্মষষ্ঠীপূজে কার্য্যে। পুত্রজন্মনিমিত্ত-শ্রাদ্ধং, নাড়ীচ্ছেদাৎ পূর্ব্বম্, অশৌচান্তে বা কর্ত্তব্যম্। স্নানাদি-প্রমাণন্তু অশৌচসঙ্করে দ্রষ্টব্যম্। পুত্রকন্যাজননে স্ত্রীণাং দশাহোত্তরং লৌকিককর্ম্মাধিকারঃ। পুত্রজননে বিদ্যমান-পুত্রে বৈদিককর্ম্মাধিকারো বিংশতিরাত্রোত্তরস্নানাৎ, কন্যা-জননে তু বিদ্যমানায়াং মাসোত্তরস্নানাৎ, ইতি ব্রাহ্মণ্যাঃ। শূদ্রায়াস্তু উভয়ত্রৈব ত্রয়োদশাহেন লৌকিককর্ম্মাধিকারঃ; বৈদিক-কর্ম্মণি তু মাসোত্তরস্নানাৎ শুদ্ধিঃ। জননাশৌচকালোত্তরং

পঞ্চদশাহমিতি বোধ্যম্। বিংশতীতি ব্রাহ্মণ্যা বিংশতিরাত্রং মাসাশৌচঞ্চ যদুক্তং

না করিয়াই আপনার শক্তি অনুসারে ব্রাহ্মণদিগকে দান করিবে; অনন্তর নব জাত বালককে ফল এবং কাঞ্চন দান করিয়া তাহার মুখদর্শন করিবে। তাহার পর আবার সবস্ত্র স্নান করিবে।

(৪) পুত্রজন্মকালে অন্যপ্রকার অশৌচ বিদ্যমান থাকিলেও নবজাত বালকের জাতকর্ম্ম এবং ষষ্ঠীপূজা করা যাইতে পারিবে।

(৫) পুত্রজন্মনিমিত্ত শ্রাদ্ধ, হয় নাড়ী কাটিবার আগে করিবে, না হয় অশৌচের অন্তে করিবে। স্নানাদি বিষয়ের প্রমাণ অশৌচসঙ্করের বিচার স্থলে প্রদত্ত হইয়াছে।

(৬) পুত্র বা কন্যা জন্মিলে স্ত্রীদিগের দশদিনের পর লৌকিক কর্ম্মে অধিকার হইবে।

(ক) পুত্র জন্মিলে, ঐ পুত্র যদি বেঁচে থাকে, তবে বিশ রাত্রি অশৌচের পর স্নান করিয়া প্রসূতি বৈদিক কর্ম্মে অধিকার প্রাপ্ত হইবে; আর কন্যা জন্মিলে ঐ কন্যা যদি বেঁচে থাকে, তবে একমাস অশৌচের অন্তে স্নান করিয়া প্রসূতি বৈদিক কর্ম্মে অধিকার লাভ করিবে। এই ব্যবস্থা ব্রাহ্মণীর পক্ষেই বুঝিতে হইবে।

(খ) প্রসূতি শূদ্রজাতীয়া হইলে, পুত্র এবং কন্যা উভয়ের জন্মেই ত্রয়োদশ

ষণ্মাসাভ্যন্তরমজাতদন্তমরণে পিত্রোরেকাহঃ। এতৎ সর্ব্বং নির্গুণসোদরস্য; সপিণ্ডানান্তু সদ্যঃ। ষণ্মাসাভ্যন্তরেঽপি জাতদন্তস্য মরণে পিত্রোস্ত্র্যহঃ, সপিণ্ডানামেকাহঃ। ষণ্মাসোপরি দ্বিবর্ষপর্য্যন্তং পিত্রোস্ত্র্যহঃ, সপিণ্ডানামকৃতচূড়ে একাহঃ, কৃতচূড়ে ত্র্যহঃ। দ্বিবর্ষোপরি সর্ব্বেষামনুপনীতস্য মরণে মাসত্রয়াধিকষড়্‌বর্ষং যাবৎ ত্র্যহঃ। পঞ্চবর্ষোপনীতস্য তদানীমপি দশাহঃ, সর্ব্বেষাং মাসত্রয়াধিকষড়্‌বর্ষোপরি দশাহঃ। শূদ্রস্য ষণ্মাসাভ্যন্তরে অজাতদন্তস্য ত্র্যহঃ, জাতদন্তস্য পঞ্চাহঃ।

তৎ পুত্রকন্যয়োঃ সত্ত্বে এব বোধ্যং ন তু পুত্রকন্যয়োর্ম্মরণে। বালকমরণে যত্র ব্রাহ্মণ-

---

(১৩) দিনের পর তাহার লৌকিক কর্ম্মে অধিকার হইবে, এবং একমাস গত হইলে অশৌচান্ত স্নানের পর শুদ্ধ হইয়া বৈদিক কর্ম্মে অধিকার পাইবে।

(৭) জননাশৌচ অতীত হইবার পর ছয় মাসের মধ্যে দাঁত উঠিবার আগেই বালকের মৃত্যু হইলে পিতা ও মাতার একাহ অশৌচ হইবে। এই প্রকরণে পিতা ও মাতার পক্ষে বিহিত অশৌচ নির্গুণ সহোদরেরও হইবে; সপিণ্ডদিগের কিন্তু সদ্যঃশৌচ হইবে।

(ক) বালক যদি ছয়মাসের মধ্যে জাতদন্ত হইয়া মরে, তবে পিতা মাতার তিন দিন এবং সপিণ্ডদিগের একদিন অশৌচ হইবে।

(৮) ছয়মাসের পর দুই বর্ষের মধ্যে বালকের মৃত্যু হইলে, পিতামাতার তিনদিন অশৌচ। দুই বৎসরের মধ্যে চূড়াকরণ না করা হইলে, তথাবিধ অকৃতচূড় বালকের মৃত্যুতে সপিণ্ডদিগের একাহ অশৌচ, আর কৃতচূড় বালকের মৃত্যুতে সপিণ্ডদিগের তিন দিন অশৌচ হইবে।

(৯) দুই বৎসরের পর ছয় বৎসর এবং তিনমাস বয়সের মধ্যে অনুপনীতাবস্থায় বালকের মৃত্যু হইলে, পিতা, মাতা এবং সপিণ্ড সকল পক্ষেই তিন দিন অশৌচ।

(ক) বালকের যদি পাঁচ বৎসর বয়সে উপনয়ন হয়, তাহলে পাঁচবৎসরে তাহার মৃত্যু হইলেও দশ দিন অশৌচ হইবে।

(খ) ছবৎসর তিন মাস বয়স হইবার পর অনুপনীত বালকের মৃত্যুতে মাতা, পিতা এবং সপিণ্ড সকলেরই দশদিন অশৌচ হইবে।

বর্ষাসোপরি দ্বিবর্ষপর্য্যন্তং পঞ্চাহঃ। অত্রাপি কৃতচূড়স্য দ্বাদশাহঃ। দ্বিবর্ষোপরি ষড়্‌বর্ষাভ্যন্তরে দ্বাদশাহঃ। অত্রাপি দৈবাৎ কৃতোদ্বাহে তু মাসো ব্যবস্ত্রিয়তে। ষড়্‌বর্ষোপরি মাসঃ। অত্র মাসবর্ষগণনা সাবনেন।

"সূতকাদিপরিচ্ছেদো দিনমাসাব্দ-পাস্তথা।

মধ্যমগ্রহভুক্তিশ্চ সাবনেন প্রকীর্ত্তিতাঃ॥" ইতি সূর্য্য-সিদ্ধান্তাৎ॥ ১৮৪॥

একরাত্রং তত্র ক্ষত্রিয়স্য দ্বিরাত্রং, বৈশ্যস্য ত্রিরাত্রম্; যত্র ব্রাহ্মণস্য ত্রিরাত্রং তত্র ক্ষত্রিয়স্য ষড়্‌রাত্রং, বৈশ্যস্য নবরাত্রম্, ইতি বোধ্যম্॥ ১৮৪॥

---

(১০) ছয়মাসের মধ্যে অজাতদন্ত বালকের মৃত্যুতে শূদ্রের তিন দিন অশৌচ হইবে, এবং ছয়মাসের মধ্যে জাতদন্ত বালকের মৃত্যুতে শূদ্রের পাঁচ দিন অশৌচ হইবে।

(১১) ছয়মাসের পর দুই বৎসরের মধ্যে বালকের মৃত্যু হইলে শূদ্রের পাঁচ দিন অশৌচ হইবে।

(ক) যদি দুই বৎসর বয়সের মধ্যেই ঐ বালকের চূড়াকরণ করা হইয়া থাকে, তবে বার (১২) দিন অশৌচ হইবে।

(১২) দুই বৎসর বয়সের পর ছয় বৎসর বয়সের মধ্যে শূদ্র বালকের মৃত্যু হইলে, বার (১২) দিন অশৌচ হইবে।

(খ) যদি দৈবাৎ কোন শূদ্র বালকের ছয় বৎসর বয়সের মধ্যে বিবাহ হয়, তাহাহইলে উহার ছয় বৎসরের মধ্যে মৃত্যু হইলে, একমাস অশৌচ হইবে।

(১৩) ছয় বৎসর বয়সের পর শূদ্র বালকের মৃত্যুতে একমাস অশৌচ হইবে।

(গ) এই অশৌচ প্রকরণে যে, মাস এবং বৎসরের কথা বলা হইল, এই মাস এবং বর্ষের গণনা সাবন দিন অনুসারেই করিতে হইবে। কারণ, সূর্য্যসিদ্ধান্তের একটি বচন আছে—"অশৌচাদির হিসাব, দিনাধিপ, মাসাধিপ ও বৎসরাধিপের নির্ণয় এবং মধ্যম গ্রহভুক্তি এই সকল সাবন দিন অনুসারেই করা হয়।" ১৮৪।

অথ সপিণ্ডাদ্যাশৌচম্।

জননে মরণে চ, সপ্তমপুরুষপর্য্যন্তং বিপ্রস্য দশাহঃ, শূদ্রস্য মাসঃ; দশমপুরুষপর্য্যন্তং সর্ব্বেষাং ত্র্যহঃ। চতুর্দ্দশপুরুষপর্য্যন্তং পক্ষিণী। জন্মনামস্মৃতিপর্য্যন্তমেকাহঃ। অতঃ পরং সগোত্রে স্নানমাত্রম্। অশৌচং প্রতি কন্যায়াস্ত্রিপৌরুষং সাপিণ্ড্যম্।

মাতামহমরণে ত্রিরাত্রম্। ভাগিনেয়মরণে পক্ষিণী। পিতামহ-ভগিনীপুত্র-পিতামহীভগিনীপুত্র-পিতামহীভ্রাতৃপুত্ররূপপিতৃবান্ধবত্রয়মরণে পক্ষিণী মাতামহীভগিনীপুত্র-মাতামহভগিনী-

অথ সপিণ্ডাদ্যাশৌচম্। বিপ্রস্য দশাহ ইতি ক্ষত্রিয়স্য দ্বাদশাহঃ, বৈশ্যস্য পঞ্চদশাহ ইত্যপি বোধ্যম্। সর্ব্বেষামিতি ব্রাহ্মণস্য ক্ষত্রিয়স্য বৈশ্যস্য শূদ্রস্য চেত্যর্থঃ। তথাচ

সপিণ্ডাদ্যাশৌচ।

জন্ম বা মৃত্যুতে সপ্তমপুরুষ পর্য্যন্ত, ব্রাহ্মণের দশদিন এবং শূদ্রের এক মাস অশৌচ।

(ক) ক্ষত্রিয়ের বার দিন এবং বৈশ্যের পোনের দিন, ইহা টীকায় বলা হইয়াছে।

(২) জন্ম বা মৃত্যুতে, সপ্তম পুরুষের পর দশমপুরুষ পর্য্যন্ত, সকল জাতিরই তিন দিন অশৌচ। এবং দশমের পর চতুর্দ্দশ পুরুষ পর্য্যন্ত পক্ষিণী, এবং চতুর্দ্দশ পুরুষের পর জন্ম ও নামের স্মৃতি পর্য্যন্ত একদিন অশৌচ। তাহার পর একগোত্রজাত ব্যক্তিগণ স্নানেই শুদ্ধিলাভ করিবে।

(৩) অশৌচ সম্বন্ধে কন্যাগণের তিনপুরুষব্যাপী সাপিণ্ড্য ধরিতে হইবে।

(৪) মাতামহের মৃত্যুতে ত্রিরাত্র অশৌচ, ভাগিনেয়ের মৃত্যুতে পক্ষিণী অশৌচ।

(৫) পিতামহের ভগিনীপুত্র (পিতার পিসতুত ভাই), পিতামহীর ভগিনীপুত্র (পিতার মাসতুত ভাই), এবং পিতামহীর ভ্রাতৃপুত্র (পিতার মামাত ভাই) এই তিনজন পিতৃবান্ধবের মৃত্যুতেও পক্ষিণী অশৌচ হইবে।

(৬) মাতামহীর ভগিনীপুত্র (মায়ের মাসতুত ভাই), মাতামহের ভগিনীপুত্র

পুত্র-মাতামহীভ্রাতৃপুত্ররূপমাতৃবান্ধবত্রয়মরণে অহোরাত্রম্। একগ্রামবাসিগোত্রজমরণে চ অহোরাত্রম্। ঔরসব্যতিরিক্ত-পুত্রজননমরণয়োঃ, পরপূর্ব্বভার্য্যাপ্রসবমরণয়োশ্চ ত্রিরাত্রম্। আচার্য্যমরণে ত্রিরাত্রম্। সজাতীয়পুরুষান্তরসংগৃহীতস্বভার্য্যা-মরণে ত্রিরাত্রম্। মাতৃষস্-পিতৃষস্-মাতুল-শ্বশ্রূ-শ্বশুর-ভগিনী-পুত্রাণাং গৃহস্থিতানাং মরণে ত্রিরাত্রম্। শ্বশ্রূশ্বশুরয়োরেক-গ্রামস্থিতয়োর্ম্মরণে পক্ষিণী, শ্বশ্রূশ্বশুরয়োঃ সন্নিধিমরণে ত্রিরা-

সমানোদকাদ্যশৌচে বর্ণভেদাদশৌচভেদো নাস্তীতি ভাবঃ। ঔরসব্যতিরিক্তেতি ঔরসাতি-রিক্তৈকাদশবিধ-পুত্রজননমরণয়োঃ সর্ব্ববর্ণানাং ত্রিরাত্রমশৌচম্; পিত্রোস্তথাশৌচে সপিণ্ডানামপি ত্রিরাত্রাশৌচং কল্প্যতে, সপিণ্ডত্বেন তেষাং পূর্ণাশৌচকল্পনে মানাভাবাৎ, বৈষম্যাপত্তেশ্চ। এবং পিতৃমরণে সপিণ্ডজননমরণয়োশ্চ তেষাং ত্রিরাত্রাশৌচং কল্প্যতে, যন্মরণে যদশৌচমিতি ন্যায়াদিতি বোধ্যম্। সজাতীয়েতি এবমুৎকৃষ্টবর্ণগৃহীতায়া অপি

(মায়ের পিস্তুত ভাই) এবং মাতামহীর ভ্রাতৃপুত্র (মায়ের মামাত ভাই) রূপ তিনজন মাতৃবন্ধুর মৃত্যুতে অহোরাত্র অশৌচ হইবে।

(খ) একগ্রামবাসী সর্ব্বপ্রকারে নিঃসম্পর্ক (পূর্ব্বোক্ত সপিণ্ডাদি সম্পর্ক শূন্য) সাধারণ গোত্রজমাত্রের মৃত্যুতেও অহোরাত্র অশৌচ হইবে।

(৭) ঔরসপুত্র ভিন্ন, অপরবিধ পুত্রের জন্ম ও মৃত্যুতে এবং অন্যপূর্ব্বা ভার্য্যার প্রসব ও মরণে ত্রিরাত্র অশৌচ হইবে (১)।

(৮) আচার্য্যের মৃত্যুতেও ত্রিরাত্র অশৌচ হইবে।

(৯) সজাতীয় অথচ অপর পুরুষের নিকট হইতে সংগৃহীত (ছিনিয়া লওয়া) ভার্য্যার মৃত্যুতে ত্রিরাত্র অশৌচ।

(গ) টীকাকার বলেন, ঐরূপ ভার্য্যা যদি আপনা অপেক্ষা উৎকৃষ্টজাতীয়াও হয়, তথাপি তাহার মরণে ত্রিরাত্রাশৌচই হইবে। হীনবর্ণ হইতে সংগৃহীত ভার্য্যার মৃত্যুতে অশৌচই হইবে না।

(১০) মাসী, পিসী, মামী, শাশুড়ী, শ্বশুর এবং ভাগিনেয়, ইহারা যদি নিজের গৃহে থাকিয়া মৃত্যু প্রাপ্ত হয়, তাহ'লে ত্রিরাত্র অশৌচ হইবে।

(ঘ) এক গ্রামস্থিত শ্বশুর ও শাশুড়ীর মৃত্যুতে পক্ষিণী অশৌচ, মৃত্যুর সময়

---

(১) টীকাকার বলেন, এই অশৌচ সকল বর্ণেরই একরূপ, এবং কেবল পিতা মাতা প্রভৃতির পক্ষে নহে, সপিণ্ডদিগেরও ঐ ত্রিরাত্র অশৌচ হইবে।

ত্রম্, শ্বশ্রূশ্বশুরয়োর্ভিন্নগ্রামমরণে অহোরাত্রম্। ভগিনী-মাতুলানী-মাতুল-পিতৃষ্বসৃ-মাতৃষ্বসৃ-গুর্ব্বঙ্গনা-মাতামহী-মরণে পক্ষিণী। আচার্য্যপত্নীপুত্রয়োঃ, উপাধ্যায়স্য, মাতৃবৈমাত্রেয়স্য, শ্যালকস্য, সহাধ্যায়িনঃ, শিষ্যস্য চ, মরণে অহোরাত্রম্। মাতৃ-ষ্বসৃপুত্র-পিতৃষ্বসৃপুত্র-মাতুলপুত্ররূপাত্মবান্ধবমরণে পক্ষিণী। প্রথমমন্যেনোঢ়া তেনৈব জনিতপুত্রা, পুত্রসহিতৈবান্যমাশ্রিতা, পশ্চাত্তেনাপি জনিতপুত্রা, তয়োঃ যথাসম্ভবং প্রসবমরণয়ো-র্দ্বিতীয়পুত্রপিতুস্ত্রিরাত্রং, সপিণ্ডানামেকরাত্রম্। তথাবিধ-পুত্রয়োঃ পরস্পরপ্রসবমরণয়োর্মাতৃজ্ঞাত্যুক্তমশৌচম্। দৌহিত্র-মরণে পক্ষিণী। পিতৃ-মাতৃমরণে ঊঢ়ানাং কন্যানাং ত্রিরাত্রম্;

স্বভার্য্যায়া মরণে ত্রিরাত্রাশৌচং বোধ্যম্। হীনবর্ণগৃহীতায়াস্তু মরণে অশৌচাভাব ইত্যপি বোধ্যম্। পশ্চাত্তেনাপি পশ্চাদ্দ্বিতীয়ভর্ত্রাপি। তয়োঃ পুত্রয়োঃ। যথাসম্ভব-

---

সন্নিধিস্থিত শ্বশুর ও শাশুড়ীর মৃত্যুতে ত্রিরাত্র অশৌচ, শ্বশুর এবং শাশুড়ী, ভিন্ন গ্রামে থাকিয়া মরিলে অহোরাত্র অশৌচ হইবে।

(১১) ভগিনী, মামী, মামা, পিশী, মাসী, গুরুপত্নী এবং মাতামহীর মরণে পক্ষিণী অশৌচ হইবে।

(১২) আচার্য্যপত্নী, আচার্য্যপুত্র, উপাধ্যায় (অধ্যাপক), মায়ের বৈমাত্র ভ্রাতা, শ্যালক, সহাধ্যায়ী এবং শিষ্যের মৃত্যুতে অহোরাত্র অশৌচ হইবে।

(১৩) মাসতুতভাই, পিসতুত ভাই, এবং মামাত ভাইরূপ স্ববান্ধবত্রয়ের মৃত্যুতে পক্ষিণী অশৌচ হইবে।

(১৪) কোন স্ত্রী প্রথমে একব্যক্তি কর্ত্তৃক বিবাহিত হয়, এবং ঔরস-জাত একটি পুত্রও প্রসব করে, পরে ঐ পুত্রের সহিতই অপরকে আশ্রয় করে, পরে তাহার সংসর্গেও আর একটি পুত্র প্রসব করে, এই পুত্রদ্বয়ের যথাসম্ভব জন্ম ও মৃত্যুতে, অর্থাৎ প্রথম পুত্রের মৃত্যু এবং দ্বিতীয় পুত্রের জন্ম ও মৃত্যুতে দ্বিতীয় পুত্রের পিতার ত্রিরাত্র অশৌচ এবং সপিণ্ডদিগের একরাত্র অশৌচ হইবে। আর পুত্রদ্বয়ের পরস্পরের জন্ম ও মৃত্যুতে মাতৃজ্ঞাত্যুক্ত পূর্ণাশৌচই হইবে।

(১৫) দৌহিত্রের মৃত্যুতে পক্ষিণী অশৌচ।

অনূঢ়ানাং পিতৃমাতৃমরণে একাহাশৌচম্ । যদি মাতৃবন্ধুপ্রভৃতীনাং দহনবহনে করোতি তদা ত্রিরাত্রম্ । মাতামহাদীনাং ত্রিরাত্রা-ভ্যন্তরে মরণশ্রবণে তচ্ছেষেণ শুদ্ধিঃ, তৎকালোত্তরশ্রবণে তু নাশৌচম্, আচারাৎ স্নানম্ । ইতি সপিণ্ডাদ্যশৌচম্ ॥ ১৮৫ ॥

অথ মৃত্যুবিশেষাশৌচম্ ।

শাস্ত্রানসুমতবুদ্ধিপূর্ব্বকাত্মঘাতিনো নাশৌচাদি । শাস্ত্রানু-মত্যা অনশনাদিমৃতস্য, প্রমাদাদনশনাশনিবহ্নিজলোচ্চদেশ-প্রপতনসংগ্রামদংষ্ট্রিশৃঙ্গিনখিব্যালবিষচাণ্ডালচৌরহতস্য ত্রিরা-ত্রম্ । শৃঙ্গ্যাদিভিঃ স্ত্রিয়া চ ক্রীড়াং কুর্ব্বতঃ প্রমাদমৃতস্যাপি নাশৌচাদি । নৃপবিপ্রিয়কারিত্বেন উদ্বন্ধস্য, মরণোদ্দেশেন

মিতি প্রথমপুত্রস্য মরণমাত্রে, দ্বিতীয়পুত্রস্য প্রসবে মরণে চ ইতি ভাবঃ । দ্বিতীয়পুত্রস্য স্বজন্যত্বেঽপি নৌরসত্বং, বিবাহিতায়াং জাতত্বাভাবাৎ ॥ ১৮৫ ॥

(১৬) পিতা ও মাতার মরণে বিবাহিত কন্যাদিগের ত্রিরাত্র অশৌচ, অবিবাহিত কন্যাদিগের একাহ অশৌচ ।

(১৭) যদি কেহ মাসী প্রভৃতির দহন বহন করে, তাহা হইলে ত্রিরাত্র অশৌচ হইবে ।

(১৮) যদি মাতামহাদির মৃত্যুসংবাদ ত্রিরাত্রের মধ্যেই শুনা যায়, অহ'লে ত্রিরাত্র পূর্ণ হইবার যতদিন বাকী থাকিবে, ততদিন মাত্র অশৌচ হইবে, অশৌচকাল অতীত হইবার পর উঁহাদের মৃত্যুসংবাদ শুনিলে আর অশৌচ হইবে না, তবে আচারাধীন স্নান করিতে হইবে । ১৮৫ ।

মৃত্যুবিশেষে অশৌচ ।

(১) যদি কেহ শাস্ত্রকর্ত্তৃক অননুমোদিত আত্মহত্যার জ্ঞানপূর্ব্বক অনুষ্ঠান করে, তবে তাহার অশৌচাদি হইবে না ।

(২) শাস্ত্রানুমোদিত অনশনাদি (উপবাসাদি) দ্বারা আত্মহত্যাকারী এবং প্রমাদবশতঃ যদি কেহ অনশন, বজ্র, অগ্নি, জল, উচ্চদেশ হইতে পতন, যুদ্ধ, দংষ্ট্রী শৃঙ্গী নখী সর্পাদি হিংস্র জন্তু বিষ চাণ্ডাল এবং চৌর দ্বারা নিহত হয়, তবে তাহার মৃত্যুজন্য ত্রিরাত্র অশৌচ হইবে ।

প্রবৃত্তবিদ্যুদ্ধতস্য চ, চৌর্য্যাদিদোষেণ রাজ্ঞা হতস্য, পারদার্য্য-দোষেণ তৎপতিহতস্য চ, কলহং কৃত্বা চাণ্ডালাদ্যৈরসমানৈর্হতস্য, চাণ্ডালাদ্যাশ্রিতস্য, বিপ্রাদ্যৈঃ, ব্যাধিজনকৌষধস্য বিষস্য বহ্নেশ্চ দাতুর্মরণে, পাষণ্ডাশ্রিতস্য, নিত্যং পরাপকারিণঃ, ক্রোধাৎ স্বয়ং প্রায়োবিষবহ্ন্যাদিশস্ত্রোদ্বন্ধনজলগিরিবৃক্ষপ্রপাতৈর্মৃতস্য চ, চর্ম্মাস্থিময়পাত্রনির্ম্মাতৃবিপ্রাদেঃ, মনুষ্যবধস্থানাধিকারিণঃ, কণ্ঠদেশোদ্ভবভগরোগস্য, পুংকর্ম্মাশক্তনপুংসকস্য চ, ব্রাহ্মণ-বিষয়াপরাধকরণান্নিহতস্য, বুদ্ধিপূর্ব্বকব্রাহ্মণহতস্য চ, মহাপাত-

(৩) যদি কেহ শৃঙ্গী প্রভৃতির অথবা স্ত্রীর সহিত ক্রীড়া করিতে করিতে প্রমাদবশতও মৃত্যু প্রাপ্ত হয়, তবে তাহার মরণে অশৌচাদি হইবে না।

(৪) সর্পের উপর অত্যাচার করার জন্য যে ব্যক্তি ঐ সর্পকর্তৃক হত হইয়াছে, যে ব্যক্তি ইচ্ছাপূর্ব্বক মরিতে প্রবৃত্ত হইয়া বিদ্যুদ্দ্বারা নিহত হইয়াছে, যে ব্যক্তি চৌর্য্যাদিদোষহেতু রাজা কর্তৃক মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে, কিম্বা পরস্ত্রীগমনদোষে ঐ স্ত্রীর পতিকর্তৃক নিহত হইয়াছে, অথবা চাণ্ডালাদি নিকৃষ্ট জাতির সহিত মারামারি করিয়া তাহাদের দ্বারা হত হইয়াছে, যে ব্যক্তি চাণ্ডালাদির আশ্রিত, বিপ্রাদি দ্বারা নিহত, এবং যে ব্যক্তি যাহাতে ব্যাধি উৎপন্ন হয় এইরূপ ঔষধ, বিষ এবং অগ্নির প্রয়োগকারী, এই সকল পতিত ব্যক্তির মৃত্যুর পর দাহাদির অনুষ্ঠান করিবে না যদি কেহ ঐরূপ ব্যক্তির দাহাদি করে, তবে দুইটি তপ্তকৃচ্ছ্র নামক প্রায়শ্চিত্তের অনুষ্ঠান করিবে।

(৫) পাষণ্ড ব্যক্তির আশ্রিত, সর্ব্বদা পরের অপকারে তৎপর, এবং যে ব্যক্তি ক্রোধের বশে নিজে নিজেই বহুল পরিমাণে বিষ ও বহ্নি প্রভৃতির প্রয়োগ দ্বারা, শস্ত্রাঘাতে, উদ্বন্ধনে (গলায় দড়ি দিয়া), জলে ডুবে, অথবা পর্ব্বত বা বৃক্ষাদি উচ্চ স্থান হইতে লাফাইয়া প'ড়ে প্রাণত্যাগ করে, এবংবিধ পতিত ব্যক্তিগণেরও দাহাদি কর্ত্তব্য নহে, দাহাদি করিলে উপরিউক্ত প্রায়শ্চিত্তের অনুষ্ঠান করিতে হইবে।

(৬) চর্ম্ম ও অস্থিময় পাত্রাদি নির্ম্মাণকারী ব্রাহ্মণাদি উচ্চ, জাতীয় ব্যক্তি মনুষ্যবধস্থানে নিযুক্ত ব্যক্তি, কণ্ঠদেশে ভগরোগবিশিষ্ট ব্যক্তি, পুরুষত্বহীন (ধ্বজভঙ্গ) নপুংসক ব্যক্তি, ব্রাহ্মণের উপর অপরাধ করায় নিহত ব্যক্তি, এবং

কিনশ্চ। এবংবিধপতিতানাং ন দাহাদিকং কার্য্যম্। তৎ কৃত্বা তপ্তকৃচ্ছ্রদ্বয়ং কুর্য্যাৎ। ম্লেচ্ছতস্করাদিভির্যুদ্ধে স্বাম্যর্থে হতস্য বিপ্রাদের্দাহাদ্যস্ত্যেব। অকৃতপ্রায়শ্চিত্তস্য গলৎকুষ্ঠিনো ন দাহাদিকং কার্য্যম্। শস্ত্রেণাভিমুখহতস্য সদ্যঃশৌচম্, দাহাদি চ। গবার্থে ব্রাহ্মণার্থে বা দণ্ডেন যুদ্ধে হতস্য অহোরাত্রমশৌচম্। নৃপতিরহিতযুদ্ধে লগুড়াদিহতস্য, পরাঙ্মুখহতস্য চ ত্রিরাত্রম্। গোবিপ্রপালনেঽভিমুখত্বপরাঙ্মুখত্বাভ্যাং হতস্য সদ্যস্ত্রিরাত্রে। রোগভিন্নক্ষতমাত্রে সপ্তাহাদূর্দ্ধং মরণে প্রকৃতাশৌচম্। পারিভাষিকশস্ত্রঘাতেতরক্ষতমাত্রে সপ্তাহা-

অথ মৃত্যুবিশেষাশৌচম্। শাস্ত্রাহমতঞ্চে ইতি অবৈধেত্যর্থঃ। সপ্তাহাদূর্দ্ধমিতি প্রকৃতাশৌচমিত্যন্বয়ঃ॥ ১৮৬॥

ব্রাহ্মণকর্ত্তৃক বুদ্ধিপূর্ব্বক নিহত ব্যক্তি, ও মহাপাতকী, এতাদৃশ পতিতদিগের দাহাদি করিবে না, দাহাদি করিলে তপ্তকৃচ্ছ্রদ্বয়ের অনুষ্ঠান করিতে হইবে।

(ক) ব্রাহ্মণাদি উচ্চজাতীয় ব্যক্তি যদি স্বামীর প্রয়োজনসিদ্ধির নিমিত্ত যুদ্ধ করিয়া ম্লেচ্ছ এবং তস্করাদি কর্ত্তৃক নিহত হয়, তবে তাহাদের দাহাদি নিষিদ্ধ নহে।

(খ) কোন গলৎকুষ্ঠরোগী যদি অকৃতপ্রায়শ্চিত্ত অবস্থায় মরিয়া যায়, তাহ'লে প্রায়শ্চিত্ত না করিয়া তাহার দাহাদি করিবে না।

(৭) অভিমুখসংগ্রামে শস্ত্রদ্বারা নিহত ব্যক্তির মৃত্যুতে সদ্যঃশৌচ হইবে, এবং দাহাদিও করিতে হইবে।

(৮) গোরক্ষার্থ, অথবা ব্রাহ্মণরক্ষার্থ যুদ্ধ করিয়া দণ্ডদ্বারা নিহত ব্যক্তির মৃত্যুতে অহোরাত্র অশৌচ।

(৯) রাজাশূন্য যুদ্ধে লগুড়াদি দ্বারা নিহত অথবা পরাঙ্মুখাবস্থায় নিহত ব্যক্তির মৃত্যুতে ত্রিরাত্র অশৌচ হইবে।

(১০) গো এবং ব্রাহ্মণরক্ষার্থ অভিমুখ যুদ্ধকারী হত হইলে সদ্যঃশৌচ এবং পরাঙ্মুখহত হইলে ত্রিরাত্র অশৌচ হইবে।

(১১) রোগাকারে পরিণত ভিন্ন কোনপ্রকার আগন্তুক ক্ষত সাতদিনের অধিককাল ভোগ করিয়া মরিলে প্রকৃতাশৌচ হইবে।

দূর্দ্ধং মরণে সম্পূর্ণম্, ক্ষতেতরশস্ত্রঘাতে ত্র্যহাদূর্দ্ধং মরণে প্রকৃতাশৌচম্। ইতি মৃত্যুবিশেষাশৌচম্ ॥ ১৭৮ ॥

অথ শবানুগমনাশৌচম্।

ব্রাহ্মণস্য শবস্যানুগমনে ব্রাহ্মণস্য সচেলস্নানাগ্নিস্পর্শঘৃত-প্রাশনৈঃ শুদ্ধিঃ। ক্ষত্রিয়শবস্যানুগমনে একাহেন শুদ্ধিঃ। বৈশ্যশবস্যানুগমনে দ্ব্যহেন; শূদ্রশবস্য প্রাণায়ামশতেন দিনত্রয়েণ চ শুদ্ধিঃ। প্রমাদাৎ শূদ্রশবানুগমনে জলাবগাহাগ্নিস্পর্শঘৃত-প্রাশনৈঃ শুদ্ধিঃ। অনাথব্রাহ্মণস্য ধর্ম্মবুদ্ধ্যা দহনবহনয়োঃ স্নানঘৃতপ্রাশনাভ্যাং সদ্যঃশৌচম্। লোভেন সজাতীয়দাহে

(১২) পারিভাষিক শস্ত্রাঘাত ভিন্ন অপর কারণ জন্য ক্ষত সাত দিনের অধিক কাল ভোগ করিয়া মরিলে সম্পূর্ণ অশৌচ হইবে।

(১৩) যাহাতে ক্ষত না হয় এরূপ শস্ত্রাঘাত হইবার তিন দিন পরে মরিলে প্রকৃতাশৌচ হইবে। ১৮৬।

শবানুগমনাশৌচ।

(১) যদি কোন ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণজাতীয় শবের অনুগমন করে, তবে সবস্ত্র স্নান, অগ্নিস্পর্শ এবং ঘৃত ভক্ষণ করিয়া শুদ্ধিলাভ করিবে।

(গ) ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়জাতীয় শবের অনুগমন করিলে, একাহের পর শুদ্ধিলাভ করিবে, বৈশ্যজাতীয় শবের অনুগমন করিলে, দুই দিনের পর শুদ্ধিলাভ করিবে, এবং শূদ্রজাতীয় শবের অনুগমন করিলে, একশত প্রাণায়াম এবং তিন দিনের পর শুদ্ধিলাভ করিবে।

(ঘ) ব্রাহ্মণ যদি প্রমাদবশতঃ শূদ্রজাতীয় শবের অনুগমন করে, তাহা হইলে, জলাবগাহন, অগ্নিস্পর্শ, এবং ঘৃতভোজন করিয়াই শুদ্ধিলাভ করিবে।

(২) যদি ব্রাহ্মণ, কেবলমাত্র ধর্ম্মবুদ্ধিদ্বারা প্রণোদিত হইয়াই কোন অনাথ ব্রাহ্মণের দহন ও বহন করে, তাহালে স্নান এবং ঘৃতভোজন দ্বারা সদ্যই শৌচলাভ করিবে।

স্বজাত্যুক্তাশৌচম্। অসজাতীয়শবস্য দহনবহনস্পর্শনৈঃ শব-জাত্যুক্তাশৌচম্। স্নেহাদসম্বন্ধিদাহকবিপ্রস্য তদ্গৃহবাসে ত্রিরাত্রং, তৎকুলান্নভোজনে দশরাত্রং, তদ্গৃহবাসতদন্ন-ভোজনরহিতানামহোরাত্রম্। বিশেষবচনাভাবে সম্বন্ধিনো মাতুলাদেরস্নেহেনাপি দাহে ত্রিরাত্রম্। চিতাধূমসেবনে সচেলস্নানম্। মৃতে শূদ্রে অস্থিসঞ্চয়নকালাভ্যন্তরে তদ্-গৃহং গত্বা অশ্রুপাতনে বিপ্রস্য ত্রিরাত্রম্, স্থানা-ন্তরে অহোরাত্রং, তদগৃহে তদূর্দ্ধং মাসাভ্যন্তরেঽহোরাত্রং

অথ শবানুগমনাশৌচম্। বিশেষবচনাভাব ইতি বিশেষবচনাৎ বিবর্ষোর্দ্ধং বাগ্দান-পর্য্যন্তং কন্যায়া দাহেঽপি একরাত্রম্। তদূর্দ্ধম্ অস্থিসঞ্চয়কালাদূর্দ্ধম্ ; অস্থিসঞ্চয়নকালশ্চ

(ক) কিন্তু অর্থাদিপ্রাপ্তির লালসায় যদি কেহ সম্পর্কহীন স্বজাতীয় শবের দাহ করে, তবে তাহার স্বজাত্যুক্ত সম্পূর্ণ অশৌচই ভোগ করিতে হইবে।

(খ) অসজাতীয় শবের দহন, বহন এবং স্পর্শ করিলে শবজাতীয় সম্পূর্ণা-শৌচই ভোগ করিতে হইবে।

(গ) যদি কোন ব্রাহ্মণ স্নেহবশতঃ কোন নিঃসম্পর্কীয় স্বজাতীয় ব্যক্তির দাহ করে, এবং ঐ দাহকারী ব্রাহ্মণ, যাহার দাহ করিয়াছে, তাহার গৃহে বাসকারী হয়, তাহ'লে ত্রিরাত্র অশৌচভাগী হইবে। দাহকারী মৃত ব্যক্তির বংশে অন্নভোজী (ভেতুড়ে) হইলে দশরাত্র অশৌচভাগী হইবে, আর দাহকারী, মৃত ব্যক্তির গৃহবাসী বা বংশে অন্নভোজী না হইলে, অহোরাত্রমাত্র অশৌচ হইবে।

(ঘ) মাতুলাদি সম্পর্কীয় ব্যক্তির যদি কেহ অস্নেহপূর্ব্বকও দাহ করে, সেস্থলে অশৌচবিধায়ক বিশেষ বচন না থাকাতে, নিবন্ধকারগণ ত্রিরাত্র অশৌচেরই ব্যবস্থা করিয়াছেন।

(ঙ) চিতাধূম গায়ে লাগিলে সবস্ত্র স্নান করিতে হইবে।

(চ) শূদ্রজাতীয়ের মৃত্যুর পর অস্থিসঞ্চয়নকালের মধ্যে যদি কোন ব্রাহ্মণ, তাহার গৃহে যাইয়া অশ্রুপাত করে, তবে তাহার ত্রিরাত্র অশৌচ হইবে; তাহার গৃহে না যাইয়া স্থানান্তরে বসিয়া মৃত শূদ্রের জন্য অশ্রুপাত করিলে, ব্রাহ্মণের অহোরাত্র অশৌচ হইবে। অস্থিসঞ্চয়নকালের পর এক মাসের মধ্যে ব্রাহ্মণ

সচেলস্নানঞ্চ। সজাতের্দ্দিবসেনৈব, ক্ষত্রিয়বৈশ্যয়োর্দ্ব্যহেন ব্রাহ্মণঃ শুধ্যতি। শূদ্রস্য স্পর্শং বিনানুগমনে সর্ব্বত্র নক্তেন, মৃতস্য শূদ্রস্য বান্ধবৈঃ সহ রোদনরহিতবিলাপমাত্রে অহোরাত্রম্। অস্থিসঞ্চয়নকালশ্চ ব্রাহ্মণস্য চতুর্থাহঃ, শূদ্রস্য দশাহঃ; ত্র্যহাশৌচে দ্বিতীয়াহঃ। মরণাশৌচে বিপ্রস্য চতুর্থাহে অস্পৃশ্যতানিবৃত্তিঃ, শূদ্রস্য দশমদিনে। সর্ব্বস্য খণ্ডাশৌচকালে ত্রিভাগেণ অস্পৃশ্যতানিবৃত্তিঃ।

সম্বর্ত্তোক্তঃ, যথা—"চতুর্থেহহনি কর্ত্তব্যমস্থিসঞ্চয়নং দ্বিজৈঃ। ততঃ সঞ্চয়নাদূর্দ্ধমঙ্গস্পর্শো বিধীয়তে॥ চতুর্থেহহনি বিপ্রস্য ষষ্ঠে বৈ ক্ষত্রিয়স্য চ। অষ্টমে দশমে চৈব স্পর্শঃ স্যাৎ বৈশ্যশূদ্রয়োঃ॥" এতৎ সম্পূর্ণাশৌচে। খণ্ডাশৌচে তু দেবলঃ,

মৃতশূদ্রের বাড়ী যাইয়া তাহার জন্য অশ্রুপাত করিলে, তাহাকে সবস্ত্র স্নান করিতে হইবে এবং অহোরাত্র অশৌচ ভোগ করিতে হইবে।

(ক) ব্রাহ্মণ, অস্থিসঞ্চয়ন কাল মধ্যে মৃত সজাতীয়ের বাড়ী গিয়া, তাহার জন্য অশ্রুপাত করিলে একদিন অশুচি হইবে, এবং ক্ষত্রিয়ও বৈশ্যের জন্য ঐরূপ করিলে দুই দিনের পর শুদ্ধিলাভ করিবে।

(৭) শূদ্র যদি স্পর্শ না করিয়া কেবলমাত্র ব্রাহ্মণাদিগের অনুগমন করে, তাহ'লে নক্তব্রত দ্বারা শুদ্ধিলাভ করিবে।

(৮) মৃত শূদ্রের বান্ধবাদির সহিত চোখের জল না ফেলিয়া কেবল কথায় বিলাপ করিলে, অহোরাত্র অশৌচ হইবে।

(৯) অস্থিসঞ্চয়নের কাল ব্রাহ্মণের চতুর্থ দিন, শূদ্রের দশমদিন। টীকায় আবার ক্ষত্রিয়ের ষষ্ঠ দিন এবং বৈশ্যের অষ্টম দিন অস্থিসঞ্চয়নার্থ নির্দ্দিষ্ট করা হইয়াছে।

(১০) ত্রিরাত্র অশৌচ হইলে দ্বিতীয় দিন অস্থিসঞ্চয়ন কাল।

(১১) মরণাশৌচে ব্রাহ্মণের চতুর্থাহে অস্পৃশ্যতার নিবৃত্তি হইবে। শূদ্রের দশমদিনে অস্পৃশ্যতার নিবৃত্তি হইবে। ক্ষত্রিয়ের ষষ্ঠদিনে এবং বৈশ্যের অষ্টম দিনে অস্পৃশ্যতার নিবৃত্তি হইবে।

(১২) খণ্ডাশৌচ স্থলে সকলজাতিরই অশৌচকালের তৃতীয়ভাগে অস্পৃশ্যতার নিবৃত্তি হইবে।

অতিক্রান্তাশৌচে সচেলস্নানেন। জননে তু সপিণ্ডানাং স্পৃশ্যত্বৈব। পুত্রোৎপত্তৌ স্নানাৎ পরং পিতুঃ স্পৃশ্যত্বম্। এবং বিমাতৄণামপি। এবং সূতিকাস্পর্শে পিতুর্ব্বিমাতৄণাঞ্চ সূতিকাতুল্যকালাস্পৃশ্যত্বম্, অন্যেষাং স্নানমাত্রেণ। কন্যা-পুত্রজননে মাতুর্দ্দশরাত্রমঙ্গাস্পৃশ্যত্বম্; শূদ্রায়াস্ত্রয়োদশরাত্রম-স্পৃশ্যত্বম্ ॥ ১৮৭ ॥

অথান্ত্যেষ্টিপদ্ধতিঃ।

গতপ্রাণং জ্ঞাত্বা পুত্রাদিঃ স্নাত্বা অন্নং কৃত্বা স্থাপয়েৎ। ততো গতপ্রাণং স্নাপয়িত্বা, বাসসা সর্ব্বং শরীরমাচ্ছাদ্য, আস্তীর্ণকুশায়াং ভূমৌ দক্ষিণশিরসং স্থাপয়েৎ। ততো ঘৃতেনাভ্যজ্য—

"অশৌচকালাদ্বিজ্ঞেয়ং স্পর্শনন্তু ত্রিভাগতঃ।" মাতুর্দ্দশরাত্রমিতি আদিপুরাণে,—"ব্রাহ্মণী ক্ষত্রিয়া বৈশ্যা প্রসূতা দশভির্দ্দিনৈঃ। গতৈঃ শূদ্রা তু সংস্পৃশ্যা ত্রয়োদশভিরেব চ ॥ ১৮৭ ॥

(ক) অশৌচকাল অতীত হইবার পর অশৌচ শ্রবণে স্নানেই অস্পৃশ্যতার নিবৃত্তি হইবে।

(১৩) জননাশৌচে সপিণ্ডদিগের একেবারেই অস্পৃশ্যত্ব হইবে না।

(১৪) পুত্রের জন্ম হইলে, স্নানের পর পিতার ও পুত্রের বিমাতৃগণের স্পৃশ্যত্ব হইবে।

(১৫) পিতা এবং পুত্রের বিমাতৃগণ সূতিকাকে স্পর্শ করিলে, সূতিকার সহিত তুল্যকাল অস্পৃশ্য থাকিবে। অপর লোকে সূতিকাকে স্পর্শ করিলে, স্নান করিবার পরই স্পৃশ্য হইবে।

(১৬) কন্যা এবং পুত্রের জন্ম হইলে মায়ের দশদিন অবধি অঙ্গাস্পৃশ্যত্ব থাকে (১)। ১৮৭

অন্ত্যেষ্টিপদ্ধতি।

প্রাণ নির্গত হইয়াছে, ইহা জানিবার পর মৃতব্যক্তির পুত্রাদি (অন্ত্যেষ্টি-

(১) ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যজাতীয় মাতারও ঐ দশদিন অবধিই অঙ্গাস্পৃশ্যত্ব শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে।

"ওঁ গয়াদীনি চ তীর্থানি যে চ পুণ্যাঃ শিলোচ্চয়াঃ।
কুরুক্ষেত্রঞ্চ গঙ্গাঞ্চ যমুনাঞ্চ সরিদ্বরাম্‌॥
কৌশিকাং চন্দ্রভাগাঞ্চ সর্ব্বপাপপ্রণাশিনীম্‌।
ভদ্রাবকাশাং গণ্ডক্যাং সরযুং পনসাং তথা॥
বৈণবঞ্চ বরাহঞ্চ তীর্থং পিণ্ডারকং তথা।
পৃথিব্যাং যানি তীর্থানি সরিতঃ সাগরাস্তথা॥"

ইতি চিন্তয়িত্বা পুনঃ স্নাপয়েৎ। বস্ত্রান্তরং পরিধাপ্য উপবীতমুত্তরীয়ঞ্চ দত্ত্বা, চন্দনাদিনা উপলিপ্য,কর্ণনাসিকানেত্রদ্বয়-মুখাত্মকেষু সপ্তসু ছিদ্রেষু সপ্ত স্বর্ণখণ্ডিকাঃ প্রক্ষিপেৎ; তদভাবে কাংস্যখণ্ডিকা দাতব্যাঃ। ততো বস্ত্রান্তরেণাচ্ছাদ্য বহেয়ুঃ। বহনকালে আমপাত্রস্থং তদন্নার্দ্ধং বর্ত্মনি ত্যজেৎ, অর্দ্ধং পিণ্ডার্থমবশেষয়েৎ। ততোঽগ্নিদাতা পুত্রাদিশ্চিতাভূমৌ গত্বা তদন্নার্দ্ধং সতিলং পিণ্ডদানেতিকর্ত্তব্যতয়োৎসৃজেৎ। সা যথা,—গোময়েনোপলিপ্তায়াং ভূমৌ পাতিতবামজানুঃ

ক্রিয়ার অনুষ্ঠাতৃগণ) অন্ন পাক করিয়া শবদেহকে স্নান করাইবে। শবকে স্নান করাইয়া শোয়াইবে। পরে শবদেহে ঘৃত মাখাইয়া "ওঁ গয়াদীনি চ তীর্থানি যে চ পুণ্যাঃ শিলোচ্চয়াঃ" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করত পুনর্ব্বার স্নান করাইবে। অনন্তর অন্য বস্ত্র পরাইয়া, শবশরীরে উপবীত এবং উত্তরীয় বস্ত্রের যোগ করিবে। পরে উহা চন্দনাদি দ্বারা লেপিয়া কর্ণ, নাসিকা, নেত্রদ্বয় এবং মুখ, এই সাতটি ছিদ্রে সাত খণ্ড স্বর্ণ নিক্ষেপ করিবে। স্বর্ণখণ্ডের অভাবে, ঐ সকল ছিদ্রে একএক টুকরা কাঁসা প্রদান করিবে। অনন্তর আর একখানি বস্ত্র দ্বারা শব আচ্ছাদনপূর্ব্বক চিতার ভূমির দিকে লইয়া যাইবে। চিতার দিকে শব লইয়া যাইবার সময় কাঁচা মৃন্ময়পাত্রস্থিত পূর্ব্বপক্ব-অন্নের অর্দ্ধাংশ পথে ছড়াইতে ছড়াইতে যাইবে, এবং অর্দ্ধ অন্ন পিণ্ডের জন্য রাখিবে। অনন্তর অগ্নিদাতা পুত্রাদি চিতাসমীপে যাইয়া, সেই অবশিষ্ট অর্দ্ধ-অন্ন তিলযুক্ত করত পিণ্ডদানের বিধানানুসারে উৎসর্গ করিবে। পিণ্ডদানের বিধান যথা—গোময়দ্বারা উপলিপ্ত ভূমির উপর বাম জানু (বাঁ হাটু) পাতিয়া

প্রাচীনাবীতী কুশমূলেন "ওঁ অপহতাসুরা রক্ষাংসি বেদিষদ" ইত্যনেন দক্ষিণাগ্ররেখাং কুর্য্যাৎ। তদুপরি কুশানাস্তীর্য্য "ওঁ এহি প্রেত সৌম্য গম্ভীরেভিঃ পথিভিঃ পূর্ব্বিণেভির্দ্দেহ্যস্মভ্যং দ্রবিণেহ ভদ্রং রয়িঞ্চ নঃ সর্ব্ববীরং নিয়চ্ছ।" ইত্যাবাহ্য সতিলজলপাত্রং বামহস্তাদ্দক্ষিণহস্তেন গৃহীত্বা "ওঁম্ অমুকগোত্র প্রেতামুকদেবশর্ম্মন্ অবনেনিক্ষ্ব" ইত্যবনেজয়েৎ। "ওঁম্ অমুকগোত্র প্রেতামুকদেবশর্ম্মন্নেতত্তেঽন্নমুপতিষ্ঠতামি"তি বামহস্তগৃহীতামপাত্রাদর্দ্ধান্নং সতিলং দক্ষিণহস্তেন গৃহীত্বা কুশোপরি দদ্যাৎ। পিণ্ডপাত্রপ্রক্ষালনজলেন তদুপরি পুনরবনেজনং, তুষ্ণীং গন্ধাদিদানম্। সামগেতরেষান্তু নাবাহন-মিতি বিশেষঃ। ততঃ পুত্রাদিঃ স্নানং কৃত্বা, চিতাং রচয়িত্বা, তত্র দারুচয়ং কুর্য্যাৎ, তদুপরি বস্ত্রদ্বয়সহিতং দক্ষিণশিরসং সামগমধোমুখং পুমাংসং ন্যসেৎ। নার্য্যাস্তূত্তানদেহত্বম্।

এবং প্রাচীনাবীতী হইয়া (পৈতা দক্ষিণ কাঁধের উপর দিয়া বাঁ দিকে ঝুলাইয়া) কুশের মূল দিয়া "ওঁ অপহতা সুরা রক্ষাংসি বেদিষদ" এই মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক দক্ষিণাগ্র একটি রেখা টানিবে, ঐ রেখার উপর কুশ বিছাইয়া "ওঁ এহি প্রেত সৌম্য" ইত্যাদি মন্ত্র উচ্চারণ করত আবাহন করিবে। পরে বামহস্ত হইতে সতিল জলপাত্র দক্ষিণ হস্তে ধারণপূর্ব্বক "ওঁ অমুকগোত্র, প্রেত অমুকদেবশর্ম্মন্ অবনেনিক্ষ্ব" এই মন্ত্র পাঠ করত অবনেজন নিক্ষেপ করিবে। তাহার পর বামহস্তগৃহীত আমপাত্র হইতে পূর্ব্বোক্ত অবশিষ্ট অর্দ্ধ অন্ন তিল-যুক্ত করত দক্ষিণহস্তে গ্রহণপূর্ব্বক আস্তীর্ণ কুশের উপর "ওঁ অমুকগোত্র প্রেত অমুকদেবশর্ম্মন্ এতত্তেঽন্নমুপতিষ্ঠতাম্" এই বলিয়া নিক্ষেপ করিবে। পিণ্ডপাত্রপ্রাক্ষালন জল দ্বারা ঐ পিণ্ডের উপর প্রত্যবনেজন দানপূর্ব্বক তুষ্ণীম্ভাবে গন্ধাদি দান করিবে। সামবেদীয় ভিন্ন দিগের প্রেতের আবাহন নাই, ইহাই বিশেষ। পরে পুত্রাদি স্নান করিয়া চিতা সাজাইয়া তাহাতে কাষ্ঠসঞ্চয় করিবে। ঐ সঞ্চিত কাষ্ঠের উপর, বস্ত্রদ্বয়সহিত সামবেদীয় পুরুষ শবদেহকে দক্ষিণদিকে মাথা এবং উপুড় করাইয়া স্থাপিত করিবে।

সামগেতরেষামুত্তরশিরস্কম্। ততো "দেবাশ্চাগ্নিমুখাঃ সর্ব্বে হুতাশনং গৃহীত্বা এনং দহন্তু" ইতি মনসা ধ্যাত্বা,

"ওঁ কৃত্বা তু দুষ্করং কর্ম্ম জানতা বাপ্যজানতা।
মৃত্যুকালবশং প্রাপ্য নরং পঞ্চত্বমাগতম্॥
ধর্ম্মাধর্ম্মসমাযুক্তং লোভমোহসমাবৃতম্।
দহেয়ং সর্ব্বগাত্রাণি দিব্যান্ লোকান্ স গচ্ছতু॥"

ইতি পঠিত্বা, প্রদক্ষিণং কৃত্বা, দক্ষিণামুখঃ শিরঃস্থানে দদ্যাৎ। স্ত্রীদাহেঽপি "নরমি"ত্যেব পাঠঃ, ন "নারীমি"ত্যূহঃ। ততো দাহে বৃত্তে, প্রাদেশপ্রমাণাং সপ্তকাষ্ঠিকাং গৃহীত্বা চিতাগ্নিং সপ্তবারান্ প্রদক্ষিণীকৃত্য, সপ্তকাষ্ঠিকাশ্চিতাগ্নৌ একৈকক্রমেণ ক্ষিপেৎ। ততঃ কুঠারেণ "ওঁ ক্রব্যাদায় নমস্তুভ্যমি"তি মন্ত্রং সকৃৎ পঠিত্বা চিতাস্থজ্বলদ্দারূপরি সপ্ত প্রহারা দেয়াঃ। তমগ্নিমপশ্যদ্ভির্ব্বামাবর্ত্তেন স্নাতুং নদী

স্ত্রীলোকের শবদেহ চিতার উপর চিত করাইয়া শোয়াইবে এবং সামবেদীয় ভিন্ন দিগের শবদেহ উত্তরদিকে মাথা করাইয়া শোয়াইবে। পরে "অগ্নিমুখ দেবগণ সকল অগ্নিগ্রহণপূর্ব্বক এই শবদেহ দগ্ধ করুন" এইরূপ মনে মনে চিন্তা করত "ওঁ জ্ঞানপূর্ব্বকই হোক, আর অজ্ঞানপূর্ব্বকই হোক্, দুষ্কৃত কর্ম্মের অনুষ্ঠানকারী, মৃত্যুকালবশে পঞ্চত্বপ্রাপ্ত, ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, লোভ এবং মোহসংযুক্ত এই নরের সকল গাত্র আমি দগ্ধ করি, ঐ ব্যক্তি দিব্য লোকসকলে গমন-করুন।" এই মন্ত্র পাঠ করত প্রদক্ষিণ করিয়া, দক্ষিণমুখ হ'য়ে শবের মস্তক-স্থানে অগ্নিদান করিবে। স্ত্রীলোককে দাহন করিবার সময়ও "মন্ত্রস্থিত 'নরং' এই কথাটিরই ব্যবহার করিবে, "নরং" এর স্থলে "নারীং" এই পদের উহ্ন করিবে না। তাহার পর দাহ হইয়া গেলে প্রাদেশ অর্থাৎ একবিঘৎ পরিমিত সপ্তকাষ্ঠিকা গ্রহণপূর্ব্বক সাতবার চিতাগ্নি প্রদক্ষিণ করিবে, এবং এক একবার প্রদক্ষিণ করিবার পর ঐ সপ্তকাষ্ঠিকা হইতে একএকগাছি করিয়া কাঠী চিতাগ্নিতে নিক্ষেপ করিবে। অনন্তর "ওঁ ক্রব্যাদায় নমস্তুভ্যং" এই মন্ত্র একবার মাত্র পাঠ করিয়া চিতাস্থিত জ্বলৎকাষ্ঠের উপর সাতবার কুড়ুলের

গন্তব্যা। নগ্নং শবং ন দহেৎ। শবসম্বন্ধি বস্ত্রাদি শ্মশানবাসি-চাণ্ডালাদিভ্যো দদ্যাৎ। সূতিকাং, রজস্বলাঞ্চ সতিলজল-পুষ্পপঞ্চগব্যপূর্ণকুম্ভ“মাপো হি ষ্ঠে”তি“বামদেব্যা”দিভিরভিমন্ত্র্য স্নাপয়িত্বা দহেদিতি শেষঃ। গর্ভবত্যাস্তু গর্ভং নিঃসার্য্য স্থানান্তরে নিরূপ্য তস্যা দাহঃ কর্ত্তব্যঃ। জলসমীপং গত্বা পুত্রাদয়ঃ প্রয়োগদানাভিজ্ঞং শ্যালকাদিকং প্রার্থয়েয়ুঃ “উদকং করিষ্যাম” ইতি, তেন চ “কুরুধ্বং মা চৈবং পুনরিত্যাশতবর্ষে প্রেতে কুরুধ্বমেবেতরস্মিন্নি”ত্যুক্তরে দত্তে, ততো বৃদ্ধপুরঃ-সরমবতরণং জলে। ততঃ পরিহিতবস্ত্রং প্রক্ষাল্য তদেব পরি-ধায় প্রাচীনাবীতিনো দক্ষিণামুখাঃ “অপ নঃ শোশুচদঘমি”ত্য-নেন মন্ত্রেণ বামহস্তানামিকয়া অপ আলোড্য, একবস্ত্রাঃ সকৃন্নি-মজ্জ্য উন্মজ্জ্যাচম্য, দক্ষিণামুখাস্ত্রিস্তর্পয়েয়ুঃ। “অমুকগোত্রং

আঘাত করিবে। তাহার পর ঐ আগুনের দিকে আর না চাহিয়া স্নান করিবার নিমিত্ত বামাবর্ত্তে নদীতে গমন করিবে। শবদেহকে উলঙ্গ করিয়া দগ্ধ করিবে না। শবসংস্পৃষ্ট বস্ত্রাদি শ্মশানবাসী চণ্ডালদিগকে দান করিবে। সূতিকা এবং রজস্বলার শবদেহ তিল, জল, পুষ্প এবং পঞ্চগব্যে পূর্ণ একটী কলসকে “আপো হি ষ্ঠা” ইত্যাদি মন্ত্র, এবং “মহাবামদেব্যঋষি” ইত্যাদি মন্ত্রদ্বারা অভিমন্ত্রিত করিয়া উহার জলে স্নান করাইবে। গর্ভবতীর গর্ভ নিঃসারণ-পূর্ব্বক স্থানান্তরে রাখিয়া উহার দাহ করিবে। জলের নিকট যাইয়া পুত্রাদি অগ্নিদাতা যথোচিত উত্তরদানে অভিজ্ঞ শ্যালক-আদি আত্মীয় কুটুম্বের নিকট “উদকং করিষ্যাম” এই বলিয়া অনুমতি প্রার্থনা করিবে। ইহার উত্তরে সে ব্যক্তি “আচ্ছা কর, আর যেন একশত বৎসরের মধ্যে তোমার বাড়ীর অন্য কেহ প্রেত হওয়ার দরুণ এইরূপ কার্য্য করিতে না হয়” এই কথা বলিলে, বৃদ্ধানুক্রমে জলে অবতরণ করিবে। পরে পরিহিত বস্ত্রখানি বেশ ক’রে কাচিয়া, উহাই আবার পরিধানপূর্ব্বক প্রাচীনাবীতী এবং দক্ষিণমুখ হইয়া “অপ নঃ শোশুচদঘং” (জল আমাদের মল শুদ্ধ করুন) এই মন্ত্র পাঠ করত বাঁহাতের অনামিকা দ্বারা জল আলোড়ন করিবে। পরে একবার মাত্র ডুব দিয়া উঠিয়া দক্ষিণমুখ

প্রেতং অমুকদেবশর্ম্মাণং সতিলোদকেন তর্পয়ামি" ইতি সামগানাং প্রয়োগঃ। যজুর্ব্বেদিনাঞ্চ অমুকগোত্র প্রেত অমুকদেবশর্ম্মন্ এতত্তে তিলোদকম্, তৃপ্যস্ব" ইতি। সামগেতরেষাম্ একাঞ্জলিদানমাবশ্যকম্, অঞ্জলিত্রয়দানং ফলাতিশয়ার্থম্। ততঃ পুনঃ স্নাত্বা জলাদুত্থানং বালপুরঃসরং কার্য্যম্। ততঃ শাদ্বলে উপবিশ্য,—

"মানুষ্যে কদলীস্তম্ভনিঃসারে সারমার্গণম্।
যঃ করোতি স সম্মূঢ়ো জলবুদ্বুদসন্নিভে॥
পঞ্চধাসম্ভৃতঃ কায়ো যদি পঞ্চত্বমাগতঃ।
কর্ম্মভিঃ স্বশরীরোত্থৈস্তত্র কা পরিদেবনা॥
গন্ত্রী বসুমতী নাশমুদধির্দ্দৈবতানি চ।
ফেনপ্রখ্যঃ কথং নাশং মর্ত্ত্যলোকো ন যাস্যতি॥
শ্লেষ্মাশ্রু বান্ধবৈর্ম্মুক্তং প্রেতো ভুঙ্ক্তে যতোঽবশঃ।
অতো ন রোদিতব্যন্তু ক্রিয়া কার্য্যা বিধানতঃ॥"

হ'য়ে তিনবার তর্পণ করিবে। সামবেদীয়দিগের তর্পণমন্ত্র "অমুকগোত্রং প্রেতম্ অমুকদেবশর্ম্মাণং সতিলোদকেন তর্পয়ামি"; যজুর্ব্বেদীয়দিগের তর্পণ "অমুকগোত্র প্রেত অমুকদেবশর্ম্মন্ এতত্তে সতিলোদকং তৃপ্যস্ব"। সামবেদীয় ভিন্নদিগের একবার জলাঞ্জলিদানই (অবশ্যকর্ত্তব্য), তবে অধিক ফলের জন্য তিন অঞ্জলিও দেওয়া হইয়া থাকে। তর্পণান্তে আর একবার স্নান করিয়া জল হইতে কনিষ্ঠানুক্রমে উত্থান করিবে। তাহার পর দূর্ব্বাদলাচ্ছাদিত মৃত্তিকার উপর সকলে বসিয়া বলাবলি করিবে—"যে ব্যক্তি এই কদলীস্তম্ভ সদৃশ সারশূন্য এবং জলবুদ্বুদসন্নিভ ক্ষণস্থায়ী সংসারমধ্যে সার (চিরস্থায়ী বস্তু) দেখিতে ইচ্ছা করে, সে নিতান্ত মূঢ়। ক্ষিতি প্রভৃতি পঞ্চভূতের সংযোগে সমুৎপন্ন এই শরীর যদি নিজের কর্ম্মদোষে আবার সেই পাঁচভূতেই মিশাইয়া গিয়া থাকে, সেজন্য আবার দুঃখ কি? এই বিশালা বসুমতী, এই বিশাল সমুদ্র, এমন কি সমুদয় দেবগণ অবধি যখন নাশপ্রাপ্ত হইবে, তখন সামান্য জলের ফেনের মত মনুষ্য যে নাশ প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহা আর বিচিত্র কি? যেহেতু প্রেত ব্যক্তি অবশ (স্নেহে মুগ্ধ) হইয়া বান্ধবগণ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত শ্লেষ্মযুক্ত

ইতি চিন্তয়িত্বা, গৃহদ্বারং সমাগত্য, নিম্বপত্রাণি দন্তৈঃ খণ্ডয়িত্বা, "হ্যোগি"তি মন্ত্রেণ দ্বারমপি স্পৃষ্ট্বা আচম্য "শমী পাপং শময়তু" ইতি শমীং স্পৃষ্ট্বা "অশ্মেব স্থিরো ভূয়াসমি"তি অশ্মানং পদা স্পৃষ্ট্বা, "অগ্নির্নঃ শর্ম্ম যচ্ছতু" ইত্যগ্নিং স্পৃশেয়ুঃ; ততো বৃষচ্ছাগয়োর্ম্মধ্যে স্থিত্বা "হোগি"তি মন্ত্রেণ দ্বাবপি স্পৃষ্ট্বা, উদকং গোময়ং, গৌরসর্ষপাংশ্চ স্পৃষ্ট্বা, বালপুরঃসরমেব গৃহং প্রবিশেয়ুঃ। দিবা চেৎ দাহস্তদা রাত্রৌ গ্রামপ্রবেশঃ, রাত্রৌ চেত্তদা দিবা। অশক্তৌ ব্রাহ্মণানুমতিং গৃহীত্বা কালপ্রতীক্ষণং বিনা প্রবিশেয়ুঃ॥ ১৮৮॥

ততঃ পিণ্ডদানম্।

তত্র ক্রমঃ।—তণ্ডুলপ্রসৃতিদ্বয়ং দ্বিঃ প্রক্ষাল্য ঐশান্যাং দিশি

অশ্রু পান করে, অতএব আর রোদন করা একেবারেই উচিত নয়, এক্ষণে বিধিপূর্ব্বক তাহার ক্রিয়া করাই উচিত।" পরস্পর এইরূপে বলাবলি করিয়া সেইখান হইতে বাড়ীর দরজায় আসিয়া দাঁত দিয়া নিম্বপত্র চিবাইবে, পরে "হোগ্" বলিয়া দ্বারস্পর্শপূর্ব্বক একবার আচমন করিবে। অনন্তর "শমী আমার অমঙ্গলের শান্তি করুক" এই বলিয়া শাইগাছের শাখা ছুঁইয়া, "আমি যেন প্রস্তরের মত স্থির হই" এই বলিয়া পায়ের দ্বারা শিলাখণ্ড স্পর্শ করিবে। পরে "অগ্নি আমাদিগের সুখ প্রদান করুন" এই বলিয়া অগ্নি স্পর্শও করিবে। পরে একটি বৃষ এবং একটি ছাগের মধ্যস্থলে দণ্ডায়মান হইয়া "হোগ্" এই মন্ত্র উচ্চারণ করত ঐ উভয়কেই স্পর্শ করিবে। পরে যথাক্রমে জল, গোময় এবং শ্বেত সরিষা স্পর্শ করিয়া কনিষ্ঠানুক্রমে গৃহে প্রবেশ করিবে, যদি দিবাভাগে দাহ শেষ হয়, তবে রাত্রিকালে গ্রামে প্রবেশ করিবে, এবং যদি রাত্রিকালে দাহ শেষ হয়, তবে দিবাভাগে গ্রামে প্রবেশ করিবে। যদি ততক্ষণ অবধি বাহিরে থাকিতে অসমর্থ হয়, তবে ব্রাহ্মণের অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক কাল প্রতীক্ষা না করিয়াই গ্রামে প্রবেশ করিবে॥১৮৮

পিণ্ডদান।

তাহার পর দুমুট চাউল দুইবার ধুইয়া ঈশানকোণে সিদ্ধ হয়, অথচ আস্ত

সুস্বিন্নম্ অশিথিলং পচেৎ। ততঃ পবিত্রপাণিঃ প্রাচীনাবীতী পাতিতবামজানুঃ দক্ষিণামুখো হস্তপ্রমাণাং চতুরঙ্গুলোচ্ছ্রায়াং দক্ষিণপ্লবাং পিণ্ডিকাং কৃত্বা, তদুপরি রেখাং কৃত্বা, দর্ভানাস্তীর্য্য, "ওম্ অপহতা" ইত্যনেন তিলান্ প্রক্ষিপ্য "ওঁম অমুকগোত্র প্রেতামুকদেবশর্ম্মন্ অবনেনিক্ষ্ব" ইত্যাস্তীর্ণকুশোপরি সতিলজলে-নাবনেজয়েৎ। ততস্তিলমধুঘৃতাদিমিশ্রং তপ্তপিণ্ডং গৃহীত্বা "ওম্ অমুকগোত্রস্য প্রেতস্যামুকদেবশর্ম্মণঃ এতৎ প্রথমং পিণ্ডং পূরকম্" ইত্যবনেজনস্থানে দদ্যাৎ। ততঃ পিণ্ডপাত্রপ্রক্ষালন-জলেন "ওঁম অমুকগোত্র প্রেতামুকদেবশর্ম্মন্ প্রত্যবনেনিক্ষ্ব" ইত্যনেন পুনরবনেজয়েৎ। "অমুকগোত্র প্রেতামুকদেবশর্ম্মন্ এতত্তে উর্ণাতন্তুময়ং বাসঃ।" তত আমমৃন্ময়পাত্রে জলাঞ্জলিং পিণ্ডসমীপে স্থাপয়েৎ, গন্ধং মাল্যঞ্চ যথাশক্তি দদ্যাৎ।

আস্ত থাকে' এইরূপ ভাবে পাক করিবে। অনন্তর পবিত্র হস্তে করিয়া পৈতা উল্টাইয়া বামজানু মাটিতে পাতিয়া দক্ষিণমুখ হইয়া বসিবে। পরে চারিদিকেই একহস্তপরিমিত চার অঙ্গুল উচ্চ দক্ষিণমুখ একটি মৃত্তিকার ভিটি করিয়া তাহার উপর রেখা টানিবে এবং উহাতে কুশ আস্তরণপূর্ব্বক "ওঁ অপহতা" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করত তিল নিক্ষেপ করিবে। পরে "ওঁ অমুকগোত্র প্রেত অমুকদেব-শর্ম্মন্ অবনেনিক্ষ্ব" এই মন্ত্র বলিয়া আস্তীর্ণ কুশের উপর তিলের সহিত অবনেজনার্থ জল নিক্ষেপ করিবে। তাহার পর তিল, মধু এবং ঘৃতাদি মিশ্রিত গরম গরম পিণ্ড হাতে লইয়া "ওঁ অমুকগোত্র প্রেত অমুকদেবশর্ম্মার এই প্রথম পূরক পিণ্ড" এই বলিয়া অবনেজন স্থানে ঐ পিণ্ড অর্পণ করিবে। পরে পিণ্ডপাত্রধোয়া জল দ্বারা "ওঁ অমুকগোত্র প্রেত অমুকদেব-শর্ম্মন্ প্রত্যবনেনিক্ষ্ব" এই বলিয়া পুনর্ব্বার অবনেজনজল দান করিবে। পরে "অমুকগোত্র প্রেত অমুকদেবশর্ম্মন্ এই তোমার উর্ণাতন্তুময় বস্ত্র" এই বলিয়া মেষের লোম পিণ্ডোপরি দান করিবে। পরে একটি কাঁচামাটির পাত্র এক-অঞ্জলি জলে পূর্ণ করিয়া পিণ্ডের নিকট রাখিবে, যথাশক্তি গন্ধ এবং মাল্য

বাষ্পপর্য্যন্তং পিণ্ডং পশ্যংস্তিষ্ঠেৎ। ততঃ পিণ্ডাদিকং জলে ক্ষিপেৎ। কালেহপ্যকৃতচূড়োপনয়নানাম্ অনূঢ়কন্যানাঞ্চ কুশাস্তরণং বিনা ইতি বিশেষঃ। এবং কৃতচূড়ানাম্ উপনয়নকালাৎ প্রাক্ দর্ভোপরি পিণ্ডদানম্। উপনয়নকালে আগতে অকৃতোপনয়নানাং দর্ভোপরি পিণ্ডদানম্। এবম্ অষ্টবর্ষ-বিবাহকালে আগতে উঢ়স্ত্রীণাং দর্ভোপরি পিণ্ডদানম্। রাত্রাবাচম্য দক্ষিণামুখঃ প্রাচীনাবীতী পাতিতবামজানুঃ ত্রিকাষ্ঠিকোপরি মৃন্ময়ে পাত্রে উদকং তথা পাত্রান্তরে ক্ষীরং নীত্বা "প্রেতাত্র স্নাহি, পিব চেদং ক্ষীরম্" ইতি ব্রূয়াৎ। তদেকরাত্রমাবশ্যকং, দশরাত্রং ফলাতিশয়ার্থমিতি। দ্বিতীয়-পিণ্ডে মৃন্ময়পাত্রদ্বয়ে জলাঞ্জলিদ্বয়ম্। তৃতীয়াদিপিণ্ডে পাত্রাদি-বৃদ্ধিঃ, যেন পঞ্চপঞ্চাশৎ পাত্রাণ্যঞ্জলয়শ্চ ভবন্তি। ত্র্যহাশৌচে

দানও করিবে। পরে যতক্ষণ অবধি পিণ্ড হইতে ভাপ উঠিবে, ততক্ষণ অবধি পিণ্ডের দিকে চাহিয়া থাকিবে। তাহার পর পিণ্ডাদি জলে ফেলিয়া দিবে। চূড়ার সময় উপস্থিত হইলেও যাহাদিগের চূড়াকরণ করা হয় নাই এবং অবিবাহিত কন্যাদিগের পূরক পিণ্ড কুশাস্তরণ না করিয়াই কেবল মৃত্তিকার উপর প্রদান করিবে, ইহাই বিশেষ। কৃতচূড় ব্যক্তিমাত্রেরই উপনয়ন-কালের পূর্ব্বেও কুশের উপর পিণ্ডদান করিবে; উপনয়নকালের উপস্থিতিতে উপনয়ন না হইলেও দর্ভের উপর পিণ্ডদান করিবে। এইরূপ অষ্টবর্ষ বয়স-রূপ বিবাহের উপযোগী কাল আগত হইলে, যে সকল স্ত্রীর বিবাহ হইয়াছে, তাহাদিগের পিণ্ডও দর্ভের উপর প্রদান করিবে। রাত্রিকাল উপস্থিত হইলে, আচমন করিয়া পৈতা উল্টাইয়া, দক্ষিণমুখ হ'য়ে, বাঁ-হাটু মৃত্তিকার সহিত সংলগ্ন করিবে, পরে ত্রিকাষ্ঠিকার উপর একটি মৃন্ময়পাত্রে জল এবং আর এক-টিতে দুগ্ধ, রাখিয়া "হে প্রেত! এই জলে স্নান কর, এবং এই দুগ্ধ পান কর" এই কথা বলিবে।" এইরূপ নীর-ক্ষীর-দান একরাত্রিই আবশ্যক, না দিলে দোষ হয়, তবে দশরাত্রি উহা দান করিলে ফলের আধিক্য হইয়া থাকে। দ্বিতীয় পিণ্ড দিবার দিন দুইটি মৃন্ময়পাত্রে দুই অঞ্জলি জল রাখিয়া পিণ্ডের সমীপে স্থাপন করিবে। তৃতীয় পিণ্ডের দিন এইরূপ হারে মৃন্ময়পাত্রের বৃদ্ধি করিতে হইবে;

প্রথমদিনে পিণ্ডানাং ত্রয়ং, দ্বিতীয়দিনে চতুষ্টয়ং, তৃতীয়ে ত্রয়ম্। প্রথমে একং, দ্বিতীয়ে চতুষ্টয়ম্, তৃতীয়ে পঞ্চকং বা কল্পঃ। চতুরহাশৌচে তু প্রথমচতুর্থয়োর্দ্বৌ দ্বৌ, দ্বিতীয়তৃতীয়য়োস্ত্রয়স্ত্রয়ঃ। পঞ্চাহাশৌচে তু পঞ্চম প্রথমদিনয়োরেকৈকঃ পিণ্ডঃ, দ্বিতীয়চতুর্থয়োর্দ্বৌ দ্বৌ, তৃতীয়ে চত্বারঃ। ষড়হাশৌচে তু প্রথমপঞ্চমদিনয়োর্দ্বৌ, তৃতীয়চতুর্থদিনয়োস্ত্রয়স্ত্রয়ঃ পিণ্ডাঃ, শেষেষ্বেকৈকঃ। সপ্তাহাশৌচে তু তৃতীয়-চতুর্থ-পঞ্চমদিনেষু দ্বৌ দ্বৌ, শেষেষ্বেকৈকঃ। অষ্টাহাশৌচে তু চতুর্থপঞ্চমদিনয়োর্দ্বৌ দ্বৌ শেষেষ্বেকৈকঃ। নবাহাশৌচে পঞ্চমদিনে দ্বৌ, শেষেষ্বেকৈকঃ। পক্ষিণীদ্ব্যহাশৌচয়োস্তু আদ্য-দ্বিতীয়দিনয়োঃ পঞ্চ পঞ্চ পিণ্ডাঃ। দ্বাদশাহাদ্যশৌচে নবস্থ দিনেষু নব পিণ্ডাঃ,

যাহাতে দশমপিণ্ডের দিন পঞ্চাশটী পাক হয়, কাজেই অঞ্জলিও তত পরিমিত হইবে। ত্রিরাত্রাশৌচস্থলে প্রথমদিন তিনটি পিণ্ড, দ্বিতীয়দিনে চারিটি এবং তৃতীয়দিনেও তিনটি পিণ্ড দান করিবে, অথবা প্রথম দিনে একটি, দ্বিতীয় দিনে চারিটি এবং তৃতীয়দিনে পাঁচটি পিণ্ড দান করাও আর একটি কল্প আছে। চাররাত্র অশৌচে প্রথম এবং চতুর্থদিনে দুইটি দুইটি পিণ্ডদান করিবে, এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয়দিনে তিন তিনটি করিয়া পিণ্ডদান করিবে। পাঁচরাত্র অশৌচ স্থলে প্রথম এবং পঞ্চমদিনে এক, একটি করিয়া, দ্বিতীয় এবং চতুর্থদিনে দুইটি দুইটি করিয়া এবং তৃতীয় দিনে চারিটি পিণ্ডদান করিবে। ষড়রাত্রাশৌচ স্থলে প্রথম এবং পঞ্চমদিনে এক একটি করিয়া দুইটি, তৃতীয় এবং চতুর্থদিনে তিন তিনটি করিয়া ছয়টি এবং অবশিষ্ট দুই দিনেও এক একটি করিয়া দুইটি পিণ্ড দান করিবে। সপ্তরাত্র অশৌচ স্থলে তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চমদিনে দুইটী দুইটী করিয়া ছয়টি এবং অবশিষ্ট চারদিনে একএকটী করিয়া চারটি পিণ্ড দান করিবে। আটরাত্র অশৌচে চতুর্থ এবং পঞ্চম দিনে দুইটি করিয়া, আর অবশিষ্ট দিনে এক একটি করিয়া পিণ্ড দান করিবে। নয়রাত্রাশৌচস্থলে পঞ্চমদিনে চারিটি, আর অবশিষ্টদিনে প্রত্যহ এক একটি করিয়া পিণ্ড দান করিবে। পক্ষিণী বা দুইরাত্র অশৌচে প্রথমদিনে পাঁচটি এবং দ্বিতীয়দিনে পাঁচটি পিণ্ডদান করিবে। বারদিন অশৌচস্থলে নয়দিনে নয়টি এবং

শেষদিনে দশমঃ। সদ্যঃশৌচে একাহে চ একাহ এব দশ পিণ্ডা দেয়াঃ। অশৌচমধ্যে পিণ্ডো দেয়ঃ। রাত্রাবপিপিণ্ডো দেয়ঃ॥১৯

গঙ্গাম্ভসি অস্থিপ্রক্ষেপপ্রয়োগঃ।

স্নাত্বাচম্য উদঙ্মুখঃ কুশত্রয়জলান্যাদায়"ওঁ তৎসদি-" ত্যুচ্চার্য্য, "অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রস্য অমুকস্য এতদস্থিসমসংখ্যবর্ষ-সহস্রাবচ্ছিন্ন-স্বর্গাধিকরণকমহীয়মানত্বকামো অমুকস্য এতান্যস্থি-খণ্ডানি গঙ্গায়াং বিনিক্ষিপামী"তি সংকল্প্যাপসব্যং কৃত্বা অস্থীনি পঞ্চগব্যেন সিক্ত্বা, হিরণ্যমধ্বাজ্যতিলৈঃ সংযোজ্য মৃত্তিকাপুটে স্থাপয়িত্বা দক্ষিণহস্তেন তৎপুটকমাদায়, দক্ষিণাং দিশং পশ্যন্ "ওঁ নমোঽস্তু ধর্ম্মায়ে"তি বদন্ জলং প্রবিশ্য, 'স মে প্রীতো ভবতু" ইত্যুক্ত্বা অস্থি ক্ষিপেৎ। ততো মজ্জনং কৃত্বা, উত্থায় সূর্য্যং দৃষ্ট্বা দক্ষিণামুৎসৃজেৎ॥

শেষদিনে দশম পিণ্ডটি দান করিবে। সদ্যঃশৌচস্থলে অথবা একাহাশৌচ স্থলে একদিনেই দশ পিণ্ড দান করিতে হইবে; কারণ, অশৌচের মধ্যেই পিণ্ডদান বিহিত হইয়াছে, এইজন্য রাত্রিকালেও পিণ্ডদান করা শাস্ত্রসম্মত॥ ১৮৯॥

গঙ্গাজলে অস্থিক্ষেপপ্রয়োগ।

এক্ষণে গঙ্গাজলে অস্থিক্ষেপের কথা বলা যাইতেছে। স্নানান্তর আচমন করিয়া, উত্তরমুখ হ'য়ে, তিনগাছি কুশ এবং জল হাতে লইয়া "ওঁ তৎ সৎ" এই কথাটি উচ্চারণপূর্ব্বক "অদ্য অমুকমাস" ইত্যাদি বলিবার পর "অমুক গোত্র অমুকের, এই অস্থিসমসংখ্যবর্ষসহস্রাবচ্ছিন্ন স্বর্গলোকে মহীয়মানত্ব-কাম হইয়া অমুকের এই অস্থিখণ্ড সকল গঙ্গায় নিক্ষেপ করিতেছি" এই-রূপে সঙ্কল্প করিবে। অনন্তর পৈতা উল্টাইয়া পরিয়া অস্থিগুলিকে পঞ্চ-গব্য দ্বারা সিক্ত করিবে। পরে সুবর্ণখণ্ড, মধু, আজ্য ও তিলের সহিত অস্থিগুলি মিলাইয়া একটি মাটির ঠুসির ভিতর সেই অস্থিগুলি পুরিয়া, এবং সেই অস্থিপূর্ণ মাটির ঠুসি ডান হাতে ক'রে লইয়া দক্ষিণদিক্ দেখিতে দেখিতে "ওঁ নমোঽস্তু ধর্ম্মায়" এই মন্ত্র উচ্চারণ করত জলের ভিতর প্রবেশ পূর্ব্বক "স মে প্রীতো ভবতু" (মে আমার উপর প্রীত হউক) এই কথাটি বলিয়া অস্থিক্ষেপ করিবে। পরে স্নান করিয়া উঠে সূর্য্যের দিকে চাহিয়া দক্ষিণা দান করিবে।

পর্ণনরদাহে তু শরপত্রৈঃ পুত্তলকং কৃত্বা শিরসি চত্বারিংশৎ পলাশপত্রাণি, গ্রীবায়াং দশ, উরসি ত্রিংশৎ, উদরে বিংশতিং, বাহ্বোঃ পঞ্চাশৎ, হস্তদ্বয়াঙ্গুলীষু পঞ্চ পঞ্চ, অণ্ডদ্বয়ে ত্রীণি ত্রীণি, শিশ্নে চত্বারি, ঊরুদ্বয়ে পঞ্চাশৎ, দক্ষিণজানুজঙ্ঘয়োঃ পঞ্চদশ, বামজানুজঙ্ঘয়োঃ পঞ্চদশ, পাদদ্বয়াঙ্গুলীষু পঞ্চ পঞ্চ দেয়ানি। তৎ পুত্তলকং মেষলোমসূত্রেণ সংবেষ্ট্য যবপিষ্টেনোপলিপ্য পূর্ব্ববদ্দহেৎ ॥ ১০ ॥

ইতি বন্দ্যঘটীয়-শ্রীহরিহরভট্টাচার্য্যাত্মজ-শ্রীরঘুনন্দন-
ভট্টাচার্য্যবিরচিতং শুদ্ধিতত্ত্বং সমাপ্তম্।

যঃ প্রাপ্ত সমস্তশাস্ত্রনিপুণঃ শ্রীরামকৃষ্ণাত্মজঃ
শ্রীরাধেবল্লভাখ্যগুরুতো প্রাপ্তশ্চ চূড়ামণি
তেন শ্রীযুতকাশিরামকৃতিনা যত্নেন নিষ্পাদিতা
টীকা নাতিসুখাল্পকাপি কৃতিভিঃ সংগৃহ্যতেনশতাম্ ॥

ইতি শ্রীকাশিরামবাচস্পতিভট্টাচার্য্যবিরচিতা শুদ্ধিতত্ত্বটীকা সমাপ্তা।

পর্ণনর (কুশপুত্র) নির্ম্মাণের রীতি।

যদি কাহারও পর্ণনর বা কুশপুত্র দাহ করিতে হয়, তবে প্রথমে শরের কাঠি দিয়া একটি পুতুল গড়িবে, তাহার মাথায় চল্লিশটি, গ্রীবাদেশে দশটি, বক্ষঃস্থলে ত্রিশটি, উদরে কুড়িটি, দুই হাতে পঞ্চাশটি, দুই হাতের অঙ্গুলি স্থানে পাঁচটি পাঁচটি, প্রত্যেক অণ্ডকোষ স্থানে তিনটি তিনটি, লিঙ্গদেশে চারিটি, উভয় ঊরুদেশে পঞ্চাশটি, দক্ষিণহাঁটু এবং জঙ্ঘায় পনেরটি, বামহাঁটু এবং জঙ্ঘায় পনেরটি, পদদ্বয়ের অঙ্গুলী স্থানে পাঁচটি করিয়া দশটি পলাশ-পত্র স্থাপন করিবে। তাহার পর ঐ পুতুলটিকে মেষলোম-নির্ম্মিত সূত্র দ্বারা সংবেষ্টনপূর্ব্বক যবের পিটুলি দ্বারা লেপিয়া পূর্ব্বকথিত বিধি অনুসারে দাহ করিবে ॥ ১৯০ ॥

ভট্টপল্লীবাস্তব্য স্মার্ত্তপ্রবর মধুসূদন স্মৃতিরত্ন ...
শ্রীহৃষীকেশ শাস্ত্রি-কৃত পরিশোধিত ...
বঙ্গাক্ষরে সমাপ্ত
শ্রীহরিঃ ওঁ তৎসৎ